5.5 VHP

पृ. ३९ :: संवित् और प्रकाश स्वरूप शक्ति और शिवका अभेद स्वीकार
पुंलिङ्ग [illegible] । इस ग्रन्थ में [illegible]

পরশুরামকল্পসূত্রম্

পরশুরামকল্পসূত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

উপেন্দ্রকুমার দাস
সম্পাদিত

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ

মহালয়া, ১৩৮৫

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : আর. সাহা, প্যারট প্রেস : ৭৬।২ বিধান সরণী, (ব্লক কে ওয়ান) কলিকাতা-৬

"জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।
তব কৃত্যমিদং সর্বমিতি মাতঃ ক্ষমস্ব মে॥"

উপক্রমণিকা

পরশুরামকল্পসূত্রম্ শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরীবিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনাক্রম এবং প্রসঙ্গতঃ দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। যাঁরা তন্ত্রের দার্শনিক দিক্ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করতে চান মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁদের জন্য শক্তিসূত্রম্, পরশুরামকল্পসূত্রম্ ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রন্থের নাম করেছেন[১]।

পরশুরামকল্পসূত্রে বিবৃত সিদ্ধান্তগুলিকে বলা হয়েছে ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত অর্থাৎ ত্রিপুরাসম্বন্ধী সিদ্ধান্ত। গ্রন্থের ১০।৮৩ সংখ্যক সূত্রেই বলা হয়েছে গ্রন্থখানি "মহোপনিষদং মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্তসর্বস্বভূতাম্" অর্থাৎ মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্তসর্বস্বভূত উপনিষৎ। আলোচ্য গ্রন্থের বৃত্তিকার রামেশ্বর বলেছেন, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদের নাম উপনিষৎ। কল্পসূত্রের মূল ত্রিপুরামহোপনিষৎ। এইজন্য এই গ্রন্থকেও উপনিষৎ বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন "ত্রিপুরামহোপনিষৎকে মূল করিয়াই এই কল্পসূত্র লিখিত হইয়াছে। ত্রিপুরামহোপনিষদে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। অতএব, এই গ্রন্থ ত্রিপুরামহোপনিষদের অনুবাদমাত্র। ত্রিপুরামহোপনিষৎ শ্রুতি, এই গ্রন্থ তন্মূলক স্মৃতি।"—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ২৪২, পাদটীকা।

কাজেই, দেখা যাচ্ছে সূত্রে যে পরশুরামকল্পসূত্রকে উপনিষৎ বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হল গ্রন্থখানি উপনিষদ্‌মূলক। পরশুরামকল্পসূত্রম্ তন্ত্রগ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্র স্মৃতি। সুতরাং সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় যথার্থই মন্তব্য করেছেন, পরশুরামকল্পসূত্রম্ স্মৃতি।

পরশুরামকল্পসূত্রম্-এর রচয়িতা পরশুরাম। কে এই পরশুরাম? গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পুষ্পিকায় আছে—ইতি শ্রীরেণুকাগর্ভসম্ভূত-দুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক-শ্রীভার্গবোপাধ্যায়-জামদগ্ন্য-মহাদেবপ্রধানশিষ্য-মহাকৌলাচার্য-শ্রীমৎপরশুরাম-কৃতৌ কল্পসূত্রে দীক্ষাবিধির্নাম প্রথমঃ খণ্ডঃ।

১। Vide Preparatory Note to First Edition of ত্রিপুরারহস্যম্, জ্ঞানখণ্ডম্, as embodied in Ibid, 2nd Edition, 1965, published by বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

অতএব, এই পুষ্পিকানুসারে রেণুকাগর্ভজাত জমদগ্নিপুত্র দুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক এই পরশুরাম। অর্থাৎ ইনি ত্রেতাযুগের অবতারপুরুষ পরশুরাম।

গ্রন্থের সমাপ্তিসূত্রটিতেও উক্ত পুষ্পিকার বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ভাষার সামান্য অদলবদল ক'রে। যথা—ইতি শ্রীদুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক-রেণুকাগর্ভসম্ভূত-মহাদেবপ্রধানশিষ্য-জামদগ্ন্য-শ্রীপরশুরামভার্গব-মহোপাধ্যায়-মহাকুলাচার্যনির্মিতং কল্পসূত্রং সম্পূর্ণম্[১] ॥ ১০।৮৫

বৃত্তিকার রামেশ্বরাদি প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন পুষ্পিকানির্দিষ্ট পরশুরামই কল্পসূত্রের রচয়িতা। রামেশ্বর উপরে উদ্ধৃত সমাপ্তিসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখেছেন "এতৈঃ সর্বৈর্বিশেষণৈঃ স্বপ্রণীতগ্রন্থে অপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কলেশাভাবঃ সূচিতঃ"।—নিজের নামের সঙ্গে এই সব বিশেষণ যোগ করে তা দ্বারা সূত্রকার স্বপ্রণীত গ্রন্থে অপ্রমাণ্যশঙ্কার লেশমাত্র কলঙ্কের অভাব সূচিত করেছেন।

রামেশ্বরের এ যুক্তি দুর্বল। রেণুকাজমদগ্নিপুত্র দুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশু-রামই যদি সূত্রকার হতেন তা হলে তাঁর নামের সঙ্গে এতগুলি বিশেষণ যোগ করার কোনো প্রয়োজন হত না। কেননা, অবতারপুরুষ পরশুরাম সর্বজন-পরিচিত। অন্য কোনো পরশুরাম থেকে তাঁর পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য কেবল-মাত্র ভগবান্ পরশুরাম বললেই যথেষ্ট হত। তা না ক'রে এতগুলি বিশেষণ দেওয়ার জন্যই সন্দেহ হয় আলোচ্য গ্রন্থখানি অবতারপুরুষ ভগবান্ পরশুরাম-বিরচিত নয়। যেমন, অধিকাংশ তন্ত্রই শিবপ্রোক্ত। এখন যদি দেখা যায় কোনো তন্ত্রের পুষ্পিকায় শিবের নাম দিয়ে তার সঙ্গে নানা বিশেষণ যোগ করা হয়েছে তা হলেই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ হবে তন্ত্রখানি শিবপ্রোক্ত নয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়।

উপরে উদ্ধৃত পুষ্পিকা ও সমাপ্তিসূত্র পর্যালোচনা করলে এই অনুমান দৃঢ় হয় যে পরশুরাম নামক কোনো এক কৌলাচার্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন এবং গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধির জন্য এবং শিষ্টসমাজে গ্রন্থখানি যাতে প্রামাণ্য বলে সমাদর লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে পুষ্পিকায় ও সমাপ্তিসূত্রে অবতারপুরুষ ভগবান্ পরশুরামের নাম বিশেষণে বিশেষিত ক'রে জুড়ে দিয়েছেন। ভগবান্ পরশুরামের নামের আড়ালে কৌলাচার্য পরশুরাম আত্মগোপন করেছেন। রামেশ্বরকৃত পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারাও এই অনুমান সমর্থিত হয়।

অথবা, এমনও হতে পারে আলোচ্য পুষ্পিকা ও সমাপ্তিসূত্র সূত্রকাররচিত নয়। সম্প্রদায়ভুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তি পরে তা রচনা করেছেন। এগুলি

১। যথাস্থানে অনুবাদ দ্রঃ

প্রক্ষিপ্ত। এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য একই। কাজেই, এ দ্বারা পূর্ব অনুমান ব্যাহত হয় না।

ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসকদের মধ্যে পরশুরাম একটি বিশ্রুত নাম[১]। সহজেই অনুমান করা যায় নানা সময়ে পরশুরাম নামের নানা ব্যক্তি ছিলেন। আর এঁরা ছিলেন সম্প্রদায়গুরু। নৈলে, এঁদের এরকম নাম হত না। ত্রিপুর-সুন্দরীর উপাসনা মুখ্যতঃ কৌলাচারের উপাসনা। পুষ্পিকায় পরশুরামকে মহাকৌলাচার্য ও উপাধ্যায় বা মহোপাধ্যায় বলা হয়েছে এই তার কারণ।

সূত্রকার কৌলাচার্য পরশুরামের কোনো পরিচয়, তাঁর স্থান, কাল ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অবশ্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন সূত্রকার রেণুকানন্দন জামদগ্ন্য পরশুরাম এসব বিষয় তাঁদের কাছে অবান্তর মনে হবে।

ত্রিপুরামহোপনিষৎকে মূল ক'রে পরশুরামকল্পসূত্রম্ রচিত হলেও গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় পরশুরাম তাঁর সমকালে প্রচলিত শ্রীবিদ্যাবিষয়ক নানা তন্ত্রের সার সঙ্কলন ক'রে কল্পসূত্র প্রণয়ন করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে নানা তন্ত্র প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করতে গেলেন কেন? রামেশ্বরের বৃত্তিতে তার একটা উত্তর দেওয়া হয়েছে। রামেশ্বর লিখেছেন, ভগবান্ পরশুরাম আধুনিক মন্দবুদ্ধিদের প্রতি কৃপালু হয়ে শিবরচিত অসংখ্য তন্ত্র ঘেঁটে সেই সবের সার সঙ্কলন ক'রে মোক্ষসাধনের সুকর উপায় প্রদর্শনের জন্য একাজ করেছেন।

তন্ত্রে সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সাধনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় যে-কোনো অধ্যাত্ম সাধনার চরম লক্ষ্য পরম-পুরুষার্থলাভ। পরম পুরুষার্থ মোক্ষ। মোক্ষের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু মোক্ষবস্তুটি সম্বন্ধে মতভেদ নেই।

তান্ত্রিক সাধনায় শুধু যে পরমপুরুষার্থই লাভ হয় তা নয়, অপর তিনটি পুরুষার্থও মোক্ষসাধনায় রত সাধকের অনায়াসে লাভ হয়। শুধু মোক্ষসাধনের উল্লেখ করা দ্বারা তাই সূচিত হয়েছে। ত্রিপুরসুন্দরীর শ্যামা বারাহী ইত্যাদি পরিবারদেবতার উপাসনা প্রসঙ্গে সূত্রেও তা নির্দেশিত হয়েছে।

মন্দবুদ্ধিরা নানা তন্ত্রে ছড়ান ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনা অবগত হয়ে তদনু-সারে সাধনা করতে পারবে না বলে তাদের সাধনা সুগম করার জন্য সংক্ষেপে ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনা কল্পসূত্রে সূত্রাকারে বিবৃত হয়েছে। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য।

১। Ibid, Introduction, P (4).

অধিকারী ব্যক্তিরা বলেন ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনাবিষয়ে সব চেয়ে সংক্ষিপ্ত সুপ্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ এই পরশুরামকল্পসূত্রম্[১]।

গ্রন্থের নামেই অবশ্য তার ইঙ্গিত আছে। সূত্রশব্দের অর্থ "সূত্রের ন্যায় যাহা দ্বারা শাস্ত্রবিষয় প্রকরণভেদে গ্রথিত হয়, তাদৃশ গ্রন্থ ; শাস্ত্রাদিসূত্রণাগ্রন্থ অর্থাৎ শাস্ত্রের আদি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।"

মুগ্ধবোধের টীকায় দুর্গাদাস সূত্রের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—

লঘুনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ॥

—"লঘু অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্প পদযুক্ত, অনেক অর্থের বাচক ও সর্বতোভাবে সারভূত বাক্যকে পণ্ডিতেরা সূত্র বলেন।"

পরশুরামকল্পসূত্রের সূত্রগুলিতে এই সব লক্ষণ বিদ্যমান।

এখানে উল্লেখ করা যায় শ্রৌত সাহিত্যেরও এক অংশের নাম সূত্রসাহিত্য। তা সূত্রাকারে রচিত। এ সম্পর্কে পরশুরামকল্পসূত্রের ১০।৮৪ সংখ্যক সূত্রের সূচনায় রামেশ্বর মন্তব্য করেছেন, "অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই আরম্ভ-সূত্রের দ্বারা কল্পসূত্র যে আপস্তম্বাদি সূত্রের ন্যায় সূত্রগ্রন্থ তা জ্ঞাপিত হয়েছে। সেইজন্য গ্রন্থের উপসংহারকালেও সূত্রগ্রন্থের পরম্পরানুসারে বিপরীতক্রমে খণ্ডাদির পরিপঠন বা গণনা করা হয়েছে।

পরশুরামকল্পসূত্রম্ দশখণ্ডে বিভক্ত। যথা, প্রথম খণ্ড—দীক্ষাবিধি ; দ্বিতীয় খণ্ড—গণনায়কপদ্ধতি ; তৃতীয় খণ্ড—শ্রীক্রম ; চতুর্থ খণ্ড—ললিতাক্রম ; পঞ্চম-খণ্ড—ললিতানবাবরণপূজা ; ষষ্ঠ খণ্ড—শ্যামাক্রম ; সপ্তম খণ্ড—বারাহীক্রম ; অষ্টম খণ্ড—পরা-ক্রম ; নবম খণ্ড—হোমবিধি ; দশম খণ্ড—সর্বসাধারণ-ক্রম।

আবার গ্রন্থখানিকে পাঁচ পটলেও ভাগ করা হয়েছে। (দ্রঃ সূত্র ১০।৮৪)। দুই দুই খণ্ডে এককে পটল।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু দীক্ষাধিকার এবং প্রথম সূত্র 'অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ'। কারণ, দীক্ষা ছাড়া তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারই হয় না। গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে—

দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্মসু॥

১। A. Mahadeva Shastri: Preface, Parasurāma kalpasūtra, Part I, Gaekwad's Oriental Series, Vol. XXII, P. VIII.

তথা হ্যদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রতন্ত্রার্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্ ॥

—"উপনয়ন না হলে দ্বিজদের যেমন বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যাবন্দনাদি নিজকর্মে অধিকার হয় না তেমনি অদীক্ষিতদের মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনায় অধিকার হয় না। অতএব, শিবোক্ত মতে অর্থাৎ তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।"

পরমানন্দতন্ত্র বলেছেন –

মুক্তিসৌধস্য সোপানং প্রথমং দীক্ষণং ভবেৎ। –দীক্ষা মুক্তিসৌধের প্রথম সোপান।

তাই, কুলার্ণবতন্ত্রের নির্দেশ—

দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধি র্ন চ সদ্‌গতিঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥

"দেবী, দীক্ষাহীন ব্যক্তির সিদ্ধিও নাই, সদ্‌গতিও নাই। অতএব, সর্বপ্রযত্নে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে।"

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় আলোচ্য গ্রন্থের বৃত্তিকার রামেশ্বর উক্ত প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তন্ত্র অপ্রামাণ্য, সব তন্ত্র বেদবাহ্য, বৈদিকদের এই মত খণ্ডন করেছেন; বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় মার্গের শাস্ত্রসিদ্ধতা, উপাসনায় ভক্তির স্থান ইত্যাদি বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। রামেশ্বর ছিলেন তন্ত্রবিশারদ পণ্ডিত কিন্তু মুখ্যতঃ মনে হয় মীমাংসক। তাঁর বৃত্তিটি অনুধাবন করলে এরূপ ধারণাই দৃঢ় হয়। বৃত্তিতে তিনি প্রধানতঃ মীমাংসার যুক্তিশৈলীর অনুসরণ ও দৃষ্টান্তাদি গ্রহণ করেছেন।

পরশুরামকল্পসূত্রের অর্থ বুঝার পক্ষে রামেশ্বরের সৌভাগ্যোদয় নামক বৃত্তিটি অপরিহার্য। কিন্তু রামেশ্বর তাঁর বৃত্তিতে কোথাও কোথাও এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে অবান্তর মনে হবে। সেইজন্য, কোনো সূত্রের বৃত্তির যে-অংশ সূত্রটির অর্থ বুঝার পক্ষে আবশ্যক বিবেচিত হয় নি তার অনুবাদ করা হয়নি। বিশেষ ক'রে যেখানে রামেশ্বর নিত্যোৎসবপ্রণেতা উমানন্দনাথের মত খণ্ডন করেছেন সেখানে অনুবাদ পরিহার করা হয়েছে। কারণ, উমানন্দনাথের মত পুরোপুরি না জানলে সে-সম্বন্ধে রামেশ্বরের বক্তব্যের সারবত্তা বিচার করা যায় না আর তা ছাড়া, মীমাংসকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বলে অনেক ক্ষেত্রে রামেশ্বরের বিচার একপেশে হয়েছে। উমানন্দনাথ মীমাংসাশাস্ত্র জানেন না বলে তাঁকে তিনি ঠাট্টা করেছেন এবং তাঁর বক্তব্য মীমাংসাসম্মত নয় বলে তা ভ্রান্ত বলেছেন। এরূপ

বিচারের সমীচীনতা স্বীকার করা কঠিন। কোথাও কোথাও উমানন্দনাথ সম্পর্কে রামেশ্বর এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা শিষ্টসমাজে রুচিসম্মত বলে গণ্য হবে না। অথচ, উমানন্দনাথ ছিলেন রামেশ্বরের গুরুর গুরুভ্রাতা। উমানন্দনাথ ভাস্কররায়ের শিষ্য আর রামেশ্বর ভাস্কররায়ের শিষ্যের শিষ্য। অবশ্য, রামেশ্বর কোথাও উমানন্দনাথের নাম করেন নি, নিবন্ধকার বলে উল্লেখ করেছেন। এই নিবন্ধকার যে কে তা প্রসঙ্গ থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

এবার প্রস্তুতের অনুসরণ করা যাক্। সূত্রকার 'দীক্ষা ব্যাখ্যা করব' বলে আরম্ভ ক'রে সৃষ্টিতত্ত্ব, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ, পুরুষার্থের স্বরূপ, মন্ত্রের গুণ-বর্ণন, আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, অর্চনারূপ উপাসনা, ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন সূত্রে ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে অর্চনারূপ উপাসনাবিষয়ক সূত্রটি (১২ সংখ্যক) বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাতে আছে 'আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। তা দেহে অবস্থিত। সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক পঞ্চমকার। পঞ্চমকারের দ্বারা গোপনে অর্চনা করতে হবে। প্রকাশ করলে নরকে গতি হবে।'

পরশুরামকল্পসূত্রে নির্দিষ্ট শ্রীবিদ্যার উপাসনা যে কৌলাচারের উপাসনা তা এই সূত্রে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়েছে।

এ হেন উপাসনা যে সকলের জন্য নয় তা বুঝাবার জন্য সূত্রকার কয়েকটি সূত্রে (১৩—২৫) উপাসকধর্ম অর্থাৎ উপাসকের গুণ বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সব ধর্মের সারভূত ধর্ম স্বাত্মাভিন্ন শিবরূপ অগ্নিতে হোম। (সূত্র ২৬)

এই হোম হবে ভাবনা দ্বারা। এতে কি ফল লাভ হবে? এতে হবে নির্বিকল্পক চিৎস্বরূপের জ্ঞানলাভ অর্থাৎ আত্মলাভ। (সূত্র ২৭)। আত্মলাভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল আর কিছু নেই। (সূত্র ২৮)। এই মোক্ষ।

ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যার উপাসনা সম্পর্কে এই সব জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা বলে সূত্রকার নির্দেশ দিলেন—তত্র সর্বথা মতিমান্ দীক্ষেত (সূত্র ৩১)—মতিমান্ শ্রীবিদ্যার উপাসনার পূর্বে অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণ করবে।

এই সূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর দীক্ষার স্বরূপ ও ফল সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পূর্বে দেখা গেছে দীক্ষা না হলে তান্ত্রিক উপাসনায় অধিকারই হয় না অর্থাৎ দীক্ষা উপাসনার যোগ্যতানিষ্পাদক। রামেশ্বর এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বিচারের দিক্ দিয়ে বলেছেন দীক্ষার উপাসনাযোগ্যতাজনকত্বের কোনো প্রমাণ নেই। কেননা, দীক্ষার উপাসনা-

যোগ্যতাজনকত্ব এক অলৌকিক ব্যাপার। যা অলৌকিক তা প্রত্যক্ষ নয়, আবার 'লিঙ্গাভাবাৎ' অর্থাৎ লিঙ্গাভাবহেতু অনুমানও নয়। তা হলে দীক্ষার ফল কি? রামেশ্বরের মতে দীক্ষার দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞান নষ্ট হয়। এই তার যথার্থ ফল। মানুষের অজ্ঞান দ্বিবিধ—পৌরুষ ও বৌদ্ধ। পৌরুষ অজ্ঞান পুরুষনিষ্ঠ পাতক আর বৌদ্ধ অজ্ঞান ভেদবুদ্ধি। দীক্ষার দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞান নষ্ট হয় বটে কিন্তু তা দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান নষ্ট হয় না। তা হতে পারে কেবল-মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা। কাজেই, দীক্ষার পর আগমসিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ করলে পর তবে মোক্ষলাভ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ হয়। রামেশ্বর স্বমতের সমর্থনে তন্ত্রালোক থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষার যে-নিরুক্তি নির্দেশ করা হয়েছে তাতে দীক্ষার উপাসনা-যোগ্যতাজনকত্বের অতিরিক্ত গুণই ব্যক্ত হয়েছে। রামেশ্বর এ সম্পর্কে পরমানন্দতন্ত্রের এই বচনটি উদ্ধৃত করেছেন—

দীয়তে শিবসাযুজ্যং ক্ষীয়তে পাপবন্ধনম্।
অতো দীক্ষেতি কথিতা—

শিবসাযুজ্য দেয় আর পাপবন্ধন ক্ষয় করে, অতএব বলা হয় দীক্ষা[১]।

অথচ, উপরে উদ্ধৃত গৌতমীয়তন্ত্রাদির বচনে স্পষ্টই বলা হয়েছে দীক্ষা ছাড়া তান্ত্রিক উপাসনায় অধিকারই হয় না। এতে ত দীক্ষার উপাসনা-যোগ্যতাজনকত্বই সূচিত হয়েছে।

মনে হয় দীক্ষার যে উপাসনাযোগ্যতাজনকত্বের অতিরিক্ত গুণ রয়েছে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রামেশ্বর দীক্ষা সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিচার করেছেন। নৈলে, দীক্ষার পৌরুষ অজ্ঞাননাশজনকত্বও ত অলৌকিক ব্যাপার। কাজেই, রামেশ্বরের যুক্তি অনুসারেই বলতে হয় এর প্রমাণ নেই। যদি বলা হয় এক্ষেত্রে শাস্ত্রবচন প্রমাণ। তা হলে বলা যায় দীক্ষার উপাসনাযোগ্যতা-জনকত্ব সম্বন্ধেও শাস্ত্রবচন প্রমাণ।

সূত্রকার অতঃপর ত্রিবিধ দীক্ষার কথা বলেছেন। যথা—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। এই ত্রিবিধ দীক্ষা বিবৃত ক'রে মাতৃকাযন্ত্রনির্মাণ, শিষ্যনামনির্দেশ ইত্যাদি দীক্ষাসম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটি বিষয় বলেছেন।

এই খণ্ডের শেষ সূত্রটিতে বলা হয়েছে—'শিষ্যও পূর্ণতার ভাবনা ক'রে কৃতার্থ হয়ে এবং গুরুকে যথাশক্তি বিত্তের দ্বারা সন্তুষ্ট ক'রে বেদিতব্য রহস্য জ্ঞাত হয়ে, অশেষ মন্ত্রের অধিকারী হবে।'

১। দীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, চতুর্দশ অধ্যায়।

রামেশ্বরের মতে অশেষ মন্ত্রের অধিকারী হবে এই কথা দ্বারা বুঝান হয়েছে আলোচ্যমান মন্ত্রোপদেশের দ্বারা সর্বমন্ত্রের উপদেশ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় গণনায়কপদ্ধতি। এই খণ্ডে গণেশের উপাসনাবিধি বিবৃত হয়েছে। গণেশোপাসনা ললিতা বা শ্রীবিদ্যার উপাসনার অঙ্গ। প্রথম সূত্রে গণেশোপাসনার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে এই বলে—সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহাবিদ্যার আরাধনার বিঘ্ননাশের জন্য গণেশের উপাসনা-সরণি স্বীকার করবে।

এর অর্থ দীক্ষিত ব্যক্তিকে যথানির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে এই উপাসনা করতে হবে।

অতঃপর উপাসকের ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান থেকে আরম্ভ ক'রে যাগগৃহে প্রবেশ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্তব্যের নির্দেশ দিয়ে পূজাবিধি বলা হয়েছে।

প্রতিমায় বা যন্ত্রে পূজা করতে হবে। পূজার অঙ্গ বিবিধ ক্রিয়াকর্ম। তার মধ্যে বলিদান এবং হোমও আছে।

এখানে উল্লেখ করা যায়, এই গণেশপূজা স্মার্ত গণেশপূজা থেকে ভিন্ন।

এই খণ্ডের সমাপ্তিসূত্রে গণপতির উদ্বাসনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রটির উপসংহারে বলা হয়েছে 'যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পঞ্চমকার স্বীকার করার পর সাধক স্বহৃদয়ে মহাগণপতির উদ্বাসন ক'রে সুখে বিহার করবেন।'

এটি পূর্বোক্ত পার্থক্যের অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

তৃতীয়খণ্ডে বিবৃত হয়েছে শ্রীক্রম। শ্রীক্রম মানে শ্রীবিদ্যার উপাসনা। শ্রীবিদ্যা ও ললিতা ত্রিপুরসুন্দরীরই নাম।

গণপতির পূজা দ্বারা সর্ববিঘ্ন নিবারণ ক'রে শক্তিচক্রের একনায়িকা ললিতার উপাসনা করতে হবে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করার পর সাধকের বিভিন্ন কর্তব্যের নির্দেশ এখানেও দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য সূত্রোক্ত সব পূজাতেই এইসব কর্তব্যের অধিকাংশই সাধারণ। পূজাবিশেষে বিশেষ কর্তব্য সাধারণের ব্যতিক্রম।

শ্রীবিদ্যার উপাসনার সব মন্ত্রে ত্রিতারীযোগ থেকে আরম্ভ ক'রে বিশেষার্ঘ্য-বিধি পর্যন্ত নানা বিধি এই খণ্ডে বিবৃত হয়েছে। বিশেষার্ঘ্যবিধি সম্পর্কিত একটি সূত্রে (৩১) বলা হয়েছে, "সেই বিন্দু অর্থাৎ বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থ সুরার বিন্দু দ্বারা নিজের মস্তকে গুরুপাদুকার পূজা ক'রে "আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি

অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা' এই মন্ত্রে[১] সেই বিন্দু অর্থাৎ গুরুপাদুকাপূজা-বশিষ্ট সুরাবিন্দু স্বীয় কুণ্ডলিনীশক্তিতে অর্থাৎ চিদ্‌বহ্নিতে আহুতি দিতে হবে।

কৌলাচার তথা বামাচারের পূজায় মদ্যপানের গূঢ় অর্থ এই সূত্রে সূচিত হয়েছে।

সূত্রটির বৃত্তিতে রামেশ্বর এ সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার করেছেন। স্মৃতি-শাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাতক বলে গণ্য। অথচ, তন্ত্রে মদ্যপানের বিধান দেওয়া হয়েছে। রামেশ্বর শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে এই বিধান সমর্থন করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে বামাচার ও দক্ষিণাচার সম্বন্ধে বিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন তন্ত্রের পূর্বোক্ত বিধান যথাবিহিত অধিকারী সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির জন্য; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বামাচারে তথা কৌলাচারে অধিকারই নেই।

চতুর্থ খণ্ডের বিষয় ললিতাক্রম অর্থাৎ ললিতার উপাসনা। পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে শ্রীবিদ্যা আর ললিতা অভিন্ন। কাজেই, এই খণ্ডকে তৃতীয় খণ্ডেরই সম্প্রসারণ বলা যায়। তৃতীয় খণ্ডে ললিতাপূজার পূর্বাঙ্গ বিবৃত হয়েছে বলা যায়।

ললিতার পূজা হবে শ্রীচক্রে বা শ্রীযন্ত্রে। তন্ত্রমতে দেবতার অধিষ্ঠান সাধকের হৃদয়ে। সেখান থেকে তাঁকে যথাশাস্ত্র যন্ত্রে বা প্রতিমায় আবাহন করতে হয়। আলোচ্য খণ্ডের প্রথম সূত্র থেকেই এই আবাহনপ্রকার বিবৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় দেবতার এই আবাহন ও উদ্বাসনের গূঢ় রহস্য অবগত হলে পরেই শাস্ত্রীয় পূজার তাৎপর্য বুঝা যাবে; বুঝা যাবে তা বাহ্যানুষ্ঠানমাত্র নয়।

সাধারণতঃ পঞ্চোপচারে বা ষোড়শোপচারে দেবতার পূজার বিধান দেখা যায়। কিন্তু পরশুরামকল্পসূত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে চতুঃষষ্টি উপচারে ললিতার পূজা করতে হবে। চতুঃষষ্টি উপচার ৫ নং সূত্রে বিবৃত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে বিবৃত হয়েছে ললিতার নবাবরণপূজা।

শ্রীচক্রে বা শ্রীযন্ত্রে ললিতার পূজার কথা লক্ষ্য করা গেছে। যন্ত্র দেবতারই রূপ। গন্ধর্বতন্ত্রমতে[২] যন্ত্র দেবতার মনোময় শরীর।

১। মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ দ্রঃ পৃঃ ২৪৮, পাদটীকা ২

২। শরীরং ত্রিবিধং প্রাহুর্ভৌতিকং চ মনোময়ম্।
পরাং জ্ঞানময়ং নিত্যং যদনাশি নিরন্তরম্ ॥
মুদ্রাং ভৌতিকমিত্যাহুর্যন্ত্রং বিদ্ধি মনোময়ম্।
মন্ত্রং জ্ঞানময়ং বিদ্ধি এবং ত্রিধা বপুর্ভবেৎ ॥
গন্ধর্বতন্ত্র ৫।৩৯-৪০

শ্রীযন্ত্র বা শ্রীচক্র নবচক্রাত্মক। নবচক্র, যথা—বিন্দু ত্রিকোণ অষ্টকোণ অন্তর্দশার বহির্দশার চতুর্দশার অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম এবং ভূপুর। এই নবচক্রকে আবরণচক্রও বলা হয়।

ভূপুর বা চতুরস্র থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক আবরণচক্রে বিভিন্ন দেবতার পূজাবিধি আলোচ্য খণ্ডের প্রথম সূত্র থেকে চতুর্দশ সূত্র পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে।

এই খণ্ডে ললিতার পূজার অঙ্গরূপে শক্তিপূজা বিহিত হয়েছে ২১ সংখ্যক সূত্রে। তাতে আছে "ত্রিপুরসুন্দরীরূপিণী এক শক্তিকে বালামন্ত্র ও উপচারের দ্বারা পূজা ক'রে পঞ্চমকারের দ্বারা তার তৃপ্তি সম্পাদন করতে হবে।"

রামেশ্বর তাঁর বৃত্তিতে উক্ত শক্তি সম্পর্কে শাস্ত্রসম্মত বিচার করেছেন।

পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে "শিষ্টের সহিত চিদগ্নিতে হবিঃশেষ আহুতি দিতে হবে।" এখানে হবিঃশেষ বলতে বুঝাচ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত সংস্কৃত দ্রব্যের অবশিষ্ট। দ্রব্য মানে এক্ষেত্রে মদ্য।

পূর্বে তৃতীয় খণ্ডের ৩১ সংখ্যক সূত্র সম্পর্কে একবার এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। রামেশ্বর আলোচ্য সূত্রের বৃত্তিতেও পূজায় মদ্যপান সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে" ইত্যাদি কুলার্ণবতন্ত্রবচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং সূত্রে শিষ্ট বলতে কাদের লক্ষ্য করা হয়েছে তাও নির্ধারণ করেছেন। এই সব আলোচনার মর্ম অবগত হলে তান্ত্রিক পূজায় মদ্যপান সম্পর্কে আর কোনো ভুল ধারণার অবকাশ থাকবে না।

খণ্ডের সমাপ্তিসূত্রে দেবীবিসর্জন বিবৃত হয়েছে। এই বিসর্জন আর উদ্বাসন একই ব্যাপার। দেবীর বিসর্জন হবে সাধকের হৃৎকমলে।

ষষ্ঠ খণ্ডের বিষয়বস্তু শ্যামাক্রম অর্থাৎ শ্যামার উপাসনা।

প্রথম সূত্রেই বলা হয়েছে এই শ্যামা সিংহাসনেশ্বরী সাম্রাজ্ঞীর অর্থাৎ পরাশক্তি ললিতার প্রধান সচিব।

এই সূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর পরাশক্তি ললিতার স্বরূপ ও উপাস্যত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রনির্ভর আলোচনা করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে সাম্রাজ্ঞীকে ছেড়ে তাঁর প্রধান সচিবের উপাসনা কেন ?

দ্বিতীয় সূত্রেই তার উত্তর দেওয়া হয়েছে—প্রধান সচিবকে সন্তুষ্ট ক'রে রাজাকে প্রসন্ন করা ন্যায়সঙ্গত।

সূত্রটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেশ্বর বলেছেন "যিনি সাক্ষাৎভাবে প্রধান দেবতার কৃপা সম্পাদনে অসমর্থ তিনি প্রথমে দীক্ষা সম্পাদন ক'রে

শ্রীগণপতির উপাসনা, তারপর শ্যামার, তারপর বারাহীর, তারপর পরার উপাসনা ক'রে তাঁদের কৃপালাভ করার পর শ্রীললিতার উপাসনা আরম্ভ করবেন। যিনি সমর্থ তিনি দীক্ষার পরেই গণপতির উপাসনা ক'রে ললিতার উপাসনা করবেন।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় এখানে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কিত একটি মৌলিক বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। বিষয়টি অধিকারবিচার। সব সাধনায় সকলে অধিকারী নয়। আবার একই সাধনায়ও অধিকারিভেদে স্তরভেদ হয়ে যায়। কারণ, সব মানুষের মানসিক গঠন এবং মানসিক শক্তি একরূপ নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে তন্ত্রের অধিকারবিষয়ক ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। তান্ত্রিক সাধনার এটি একটি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।

সদ্‌গুরু এই অধিকার নির্ধারণ করেন। সূত্রে শ্যামার ধ্যান বিবৃত হয় নি। তবে মন্ত্রলিঙ্গ[১] থেকে জানা যায় এই শ্যামা মাতঙ্গী বা মাতঙ্গেশ্বরী। এঁকে বলা হয়েছে সঙ্গীতমাতৃকা (সূত্র ৭।১)। ব্যবহারতঃ ইনি তন্ত্রসারাদিতে বিবৃত শ্যামা বা দক্ষিণাকালিকা থেকে ভিন্ন।

সূত্রে শ্যামাপূজক সম্পর্কে কয়েকটি বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা,—পূজককে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অঙ্গ লিপ্ত ক'রে ও তাম্বূলের দ্বারা মুখ সুবাসিত ক'রে প্রসন্নমনা হতে হবে। (সূত্র ১৬)

শ্যামামন্ত্রজপকারী কদম্ববৃক্ষ ছেদন করবেন না; কালী এই শব্দ মুখে উচ্চারণ করবেন না, বীণা বাজানো, বাঁশী বাজানো, নাচ, গান, গাঁথা, কথন এ সবের গোষ্ঠীর প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে চলে যাবেন না এবং গায়কের নিন্দা করবেন না। (সূত্র ৩৮)

এই প্রসঙ্গে সূত্রকার ললিতার উপাসকদের সম্পর্কেও কয়েকটি বিধি-নিষেধের উল্লেখ করেছেন। যথা—ললিতার উপাসক ইক্ষুখণ্ড ভক্ষণ করবেন না; দিনের বেলা বার্তালীকে স্মরণ করবেন না; পঞ্চমকারের নিন্দা করবেন না; স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করবেন না; ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য পঞ্চমকার সেবন করবেন না; কোনো স্ত্রীলোক সম্ভাষণ করলে তাকে প্রতিসম্ভাষণ না ক'রে যাবেন না; ইত্যাদি। (সূত্র ৩৯)

এসব বিধিনিষেধের অন্য উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যে সাধকের সংযম তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

১। মন্ত্র, দ্রঃ পৃঃ ৩৬৮, পাদটীকা।

সপ্তম খণ্ডে বিবৃত হয়েছে বারাহীক্রম।

বারাহী পরশিবের পট্টমহিষী মহারাজ্ঞী ললিতার দণ্ডনায়িকাস্থানীয়া। বারাহীকে বার্তালী ও কোলমুখীও বলা হয়েছে। কোলমুখী অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে দুষ্টের প্রতি নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহবিধানে আজ্ঞাশক্তি-বিশিষ্টা।

বারাহীর উপাসনাক্রম নির্দেশ করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে—মহা-রাত্রিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে স্বহৃদয়রূপ পরমাকাশে শব্দায়মান সিদ্ধানন্দদায়ক অনাহতধ্বনির অনুসন্ধান করতে হবে।

বারাহীর উপাসনা যে নিছক বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র নয় এ দ্বারা গোড়াতেই তা সূচিত হল। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় শুধু বারাহীর উপাসনা কেন, কোনো তান্ত্রিক উপাসনাই যে কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান নয় তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিমাত্রই তা জানেন।

শিবাদিগুরুনমস্কার দিয়ে বারাহী-উপাসনার আরম্ভ। তারপরেই ভূত-শুদ্ধি, দ্বিতারীন্যাস, অঙ্গুলিন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাসের কথা বলা হয়েছে।

এ সবের মূল লক্ষ্য সাধকের ভৌতিক দেহকেই দেবীদেহে রূপান্তরিত করা[১]। কেননা, তন্ত্রের নির্দেশ দেবতা হয়ে তবে দেবতার অর্চনা করতে হবে। যিনি দেবতা হন নি তিনি দেবতার অর্চনা করবেন না।[২]

উক্ত ন্যাসাদির পর অর্ঘ্যশোধন। সাধক গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা নিজেকে শোভিত ক'রে অর্ঘ্যশোধন করবেন।

এরপর আবার ন্যাসের বিধান। তত্ত্বন্যাস তার অন্যতম।

তারপর আছে দেবীর ধ্যানের নির্দেশ। এখানে সূত্রে দেবীর ধ্যান বিবৃত হয় নি। বৃত্তিতে রামেশ্বর তন্ত্রান্তর থেকে ধ্যান উদ্ধৃত করেছেন। তাতে দেখা যায় বার্তালী অষ্টভুজা।

ধ্যানের পর বারাহীর চক্রনির্মাণপ্রকার, চক্রপূজা ও মণ্ডলপূজা কথিত হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে চক্রের উপর দেবীর আসন রচনা করার বিষয়। 'হ্সৌঁ প্রেতপদ্মাসনায় সদাশিবায় নমঃ' এই মন্ত্রে আসনরচনা করতে হবে। এই মন্ত্রটি সম্পর্কে রামেশ্বরের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য।

১। প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানৈর্ন্যাসৈর্দেবশরীরতা।

গন্ধর্বতন্ত্র ৯।২

২। দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চয়েৎ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, কালীখণ্ড, ৮।২২

এবার মূর্তিকল্পনা, আবাহনাদিমুদ্রাবন্ধন, দেবীর অঙ্গন্যাস ও ষোড়শোপচার অর্পণ পরপর বিবৃত হয়েছে। তার পর, সূত্রেই দেবীর ধ্যান ব্যক্ত হয়েছে। রামেশ্বরোদ্ধৃত ধ্যান আর এই ধ্যান মোটামুটি একই রকম।

ধ্যানের পর দেবীর তর্পণ। তারপর আবরণপূজা। ছয় আবরণ। প্রত্যেক আবরণের পৃথক্ পূজা।

আবরণপূজার শেষে আবার দেবীর পূজা। তারপর বলিদান। এই বলিদানপ্রকার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বলিদানের পর গুরুর সন্তোষবিধান। তারপর শক্তি ও বটুকের পূজা। এই শক্তি পূর্ণযৌবনা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্টা নারী। বটুক নবীন যুবক।

শক্তি ও বটুকের পূজা দিয়েই পূজা শেষ। এরপর মন্ত্রের সাধন অর্থাৎ পুরশ্চরণ ও হোমের কথা বলা হয়েছে। বৃত্তিতে রামেশ্বর পুরশ্চরণ সম্পর্কে অন্যান্য তন্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হল কি না তা নির্ধারণ করার জন্য অন্য তন্ত্র থেকে রামেশ্বর মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ বিবৃত করেছেন।

পুরশ্চরণাদির পর পূজার শেষকৃত্য বলা হয়েছে। যথা, সাধক চক্রে পূজিতা দেবীকে স্বীয় হৃৎকমলে স্থাপন করবেন। এরই নাম দেবীর উদ্‌বাসন।

অষ্টম খণ্ডের বিষয়বস্তু পরা-ক্রম।

প্রথমেই পরার উপাস্যত্ব প্রতিপাদন ক'রে উপাসনার হেতুনির্দেশ করা হয়েছে।

উপাসকের উষাকালকৃত্য অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়ে পরাপদ্ধতির আরম্ভ করা হয়েছে। উষাকৃত্যটি এই—উপাসক উষাকালে উঠে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদল-পদ্মে অবস্থিতা হেমবর্ণা পরার চরণযুগলনিঃসৃত অমৃতরসের দ্বারা পরিপ্লুত স্বীয় বপুর ধ্যান করবেন।

এর পর স্নানাদিকৃত্য। তারপর আসন। আসনাদি সব পূজাদ্রব্যই যথাশাস্ত্র প্রোক্ষিত ও অভিমন্ত্রিত করতে হয়।

এবার সাধক গুরুর পূজা করবেন। তারপর যথাবিধি বিঘ্নাপসারণ করতে হবে। এবার অঙ্গন্যাস। এরপর চিদগ্নিতে সর্বতত্ত্বের বিলয়ভাবনা।

তান্ত্রিক অনুষ্ঠান যে বাহ্যানুষ্ঠানমাত্র নয় আলোচ্য অনুষ্ঠানাদির বিবরণ থেকেও তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

এবার অর্ঘ্যস্থাপন। অর্ঘ্য দ্বিবিধ—সামান্য অর্ঘ্য ও বিশেষ অর্ঘ্য। বিশেষার্ঘ্য সম্পর্কে ষড়ঙ্গন্যাসবিশেষের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর পর ষড়ঙ্গদেবীপূজা ও সুধাদেবীপূজা। তারপর হৃৎপদ্মে তত্ত্বকদম্ব আনয়ন। এই অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য।

এবার পরাচক্রনির্মাণ। এটি গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরাচক্রেই দেবীর আবাহন করতে হয়। আবাহনের পর দেবীর ধ্যান ব্যক্ত হয়েছে। ধ্যানে দেবীকে চন্দ্রকলাবতী পরমা কলা বলা হয়েছে। ইনি দ্বিভুজা।

এবার দেবীপূজা। পূজার পর যথাবিহিত ক্রিয়া সহযোগে অখিল ষট্‌-ত্রিংশত্তত্ত্ব দেবীকে আহুতি দিতে হবে।

এরপর আছে গুরুকে অর্ঘ্যনিবেদনের নির্দেশ। পরবর্তী নির্দেশ চিদগ্নির উদ্দীপন।

অতঃপর ওঘত্রয়ের অর্চনা ও বলিনিবেদন। হবিঃশেষ গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে খণ্ড সমাপ্ত করা হয়েছে।

নবম খণ্ডে বিবৃত হয়েছে হোমবিধি।

নিত্যহোম, কাম্যহোম, পুরশ্চরণের অঙ্গ হোম ইত্যাদি বিবিধ হোমের বিধান আছে। আলোচ্য খণ্ডে সাধকের ইষ্টমন্ত্রের হোমবিধি বিবৃত হয়েছে।

প্রথমেই কুণ্ড ও স্থণ্ডিল-নির্মাণ। তারপর, যথাশাস্ত্র তার প্রোক্ষণ। এবার কুণ্ডের অর্চনা ও অগ্নিচক্রনির্মাণাদি কথিত হয়েছে।

এরপর অগ্নিপ্রতিষ্ঠাবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে বাগীশ্বরী ও বাগীশ্বরের পূজা। তারপর সংবিদগ্নিস্থাপন। এরপর অগ্নির উপস্থান, উত্থাপন, প্রজ্বালন, পুংসবনাদি সংস্কার ও পরিষেচন নির্দিষ্ট হয়েছে।

এবার অগ্নির ধ্যান। চতুর্ভুজ অগ্নি ত্রিনয়ন, অম্ভোজসংস্থ।

ধ্যানের পরবর্তী কৃত্য অগ্নিচক্রে দেবতাস্থাপন। তারপর ইষ্টদেবতার আবাহনাদির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এবার চক্রদেবীদের আহুতি ও প্রধানদেবতার আহুতি। তারপরেই আছে কাম্যহোমবিধি। এক এক রকম হোমদ্রব্যের দ্বারা আহুতির এক এক রকম ফল। ২৪ সংখ্যক সূত্রে তা বিবৃত হয়েছে।

এরপর বলিদান। বলিদানের পর মহাব্যাহৃতিহোম ও ব্রহ্মার্পণাহুতি। ব্রহ্মার্পণাহুতির মন্ত্রটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তারপর অগ্নি ও দেবতার উদ্‌বাসন। সর্বশেষ কৃত্য হোমাগ্নির ভস্মধারণ।

দশমখণ্ডের বিষয়বস্তু সর্বসাধারণক্রম।

এই খণ্ডের বৃত্তির সূচনায় রামেশ্বর বলেছেন, "প্রথমখণ্ডে বলা হয়েছে

দীক্ষালাভের পর উপাসক সর্বমন্ত্রে অধিকারী হন। এরূপ অধিকারের কথা স্মরণ ক'রে পরম কৃপালু শ্রীপরশুরাম সর্বসাধারণ উপাসনাসরণি প্রদর্শন করেছেন তিনটি উদ্দেশ্যে—(১) শ্রীত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনা নিষ্কাম বলে এরূপ উপাসনাকারী যখন সঙ্কটে পড়েন তখন তাঁর কামনাবশতঃ সূর্য বিষ্ণু ভৈরবাদির উপাসনায় প্রবৃত্তি হয়। কল্পসূত্রের অনুসরণকারী উক্ত ব্যক্তির সে-সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা অবগতির জন্য তন্ত্রান্তরোক্ত উপাসনার অনুসরণ করা উচিত নয়; অতএব তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। (২) রশ্মিমালাসংজ্ঞক মন্ত্রগুলির প্রত্যেকের যে-ফল ব্যক্ত হয়েছে তা শোনে সেই সেই মন্ত্রোদ্দিষ্ট উপাসনায় সূত্রানুসরণকারীর প্রবৃত্তি হতে পারে; এরূপ ব্যক্তির উপাসনার সৌকর্যার্থে। (৩) যে-ব্যক্তি ললিতার উপাসনায় অধিকারী নন তিনিও যাতে শিব, বিষ্ণু ইত্যাদির উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, এই উদ্দেশ্যে।"

রামেশ্বরের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় একমাত্র উচ্চাধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই শ্রীত্রিপুরসুন্দরী বা ললিতার উপাসনা বিহিত। কেননা, নিষ্কাম উপাসনা নিম্নাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনারত এমনি উচ্চাধিকারী ব্যক্তিরও সঙ্কটাদি উপস্থিত হতে পারে এবং তা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাঁরও কখনো কখনো সূর্য বিষ্ণু ইত্যাদির সকাম উপাসনায় প্রবৃত্তি হতে পারে। আলোচ্য খণ্ডে এরূপ উপাসনারও উপযোগী বিধি নির্দেশ করা হয়েছে।

মনে হয় রামেশ্বরের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যে 'নহি নিন্দান্যায়' অনুসৃত হয়েছে। সূর্য বিষ্ণু ইত্যাদির উপাসনার নিন্দা তাঁর উদ্দেশ্য নয়; তাঁর উদ্দেশ্য ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনার প্রশংসা। শাস্ত্রেও এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

সূত্রকারও খণ্ডের প্রথম সূত্রেই বলেছেন "গ্রন্থের অবতরণিকায় উল্লেখ করা হয়েছে বলে এখানে সব মন্ত্রের সাধারণ উপাসনাপদ্ধতি ব্যাখ্যা করব।"

দ্বিতীয় সূত্রে বললেন "শ্যামাক্রমে যেভাবে বিবৃত হয়েছে তেমনিভাবে সন্ধ্যা থেকে অর্ঘ্যশোধন পর্যন্ত ক্রিয়া করতে হবে; এর মধ্যকার ন্যাস বর্জিত হবে।"

শ্যামাক্রমে যা ছিল বিশেষ এই নির্দেশানুসারে ঈষৎ পরিবর্তিত তাই হয়ে গেল সাধারণ।

এইভাবে সাধারণক্রম বিবৃত ক'রে সিংহাবলোকন-ন্যায় অনুসারে আবার ললিতাক্রমের অবশেষ বলতে গিয়ে সূত্রকার রশ্মিমালা ব্যক্ত করলেন। রশ্মি প্রকাশের পর্যায়বাচক শব্দ আর মালা মন্ত্রবিশেষের নাম। নয় অক্ষরের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্রকে বলা হয় মালা।

সূত্রে গায়ত্র্যাদি প্রথম রশ্মিপঞ্চক, চাক্ষুষ্মতীবিদ্যাদি দ্বিতীয় রশ্মিপঞ্চক, মহাগণপতিবিদ্যাদি তৃতীয় রশ্মিপঞ্চক ও শিবাদিবিদ্যাদি চতুর্থ রশ্মিপঞ্চক বিবৃত হয়েছে।

গায়ত্র্যাদি প্রথম রশ্মিপঞ্চকের পাঁচটি মন্ত্রই বেদমন্ত্র। চাক্ষুষ্মতীবিদ্যাদি দ্বিতীয় রশ্মিপঞ্চকের প্রথম মন্ত্রগুলিও তাই।

সব তন্ত্র যে বেদবাহ্য নয় এখানে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পরশুরামকল্পসূত্রম্ শ্রুতিমূলক। কাজেই, এতে বেদমন্ত্র সন্নিবিষ্ট হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়।

এখানে স্মরণ করা যায় রশ্মিমালানামক মন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির বিশেষ ফল কথিত হয়েছে। যেমন, প্রথম রশ্মিপঞ্চকের অন্তর্ভুক্ত 'যত ইন্দ্র ভয়ামহে' ইত্যাদি মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে এটি সঙ্কটে ভয় নাশ করে। 'ওঁ পরো রজসে সাবদোঁ' এই মন্ত্রটি আত্মজ্ঞান প্রদান করে। দ্বিতীয় রশ্মিপঞ্চকের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে এটি চক্ষুষ্মতীবিদ্যা অর্থাৎ এই বিদ্যা বা মন্ত্র উপাসককে দূরদৃষ্টি প্রদান করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রশ্মিমালার পর শ্রীবিদ্যার অঙ্গ-উপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও-পাদুকা-মন্ত্র বলা হয়েছে।

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই মন্ত্র বা বিদ্যাচতুষ্টয়যুক্তা সাম্রাজ্ঞী নামের মূল-বিদ্যার ধ্যান করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই মূলবিদ্যাও ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপর বিবৃত হয়েছে অঙ্গাদিযুক্তা শ্যামাবিদ্যা। অঙ্গাদি মানে অঙ্গ উপাঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পাদুকা। এই মন্ত্রচতুষ্টয়যুক্তা শ্যামাবিদ্যা অনাহতচক্রে পূজ্যা মানে ধ্যেয়া। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাবিদ্যাও ব্যক্ত হয়েছে।

৪১ সংখ্যক সূত্র থেকে অঙ্গাদিযুক্তা বারাহীবিদ্যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রের সূচনায় রামেশ্বর লিখেছেন "অথ অনাহতে ধ্যেয়ায়া বারাহীবিদ্যায়া অঙ্গমাহ" আর ৪৫ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তিতে লিখেছেন "এতাভিরুক্তাভির্বিদ্যাভি-র্যুক্তা ভূদারমুখী বারাহী তদ্‌বিদ্যেত্যর্থঃ। সা কালচক্রে আজ্ঞায়াং পরিপূজ্যা ধ্যেয়েত্যর্থঃ।" প্রথমে বললেন বারাহীবিদ্যা অনাহতে অর্থাৎ অনাহতচক্রে ধ্যেয়া। আর পরে বললেন অঙ্গাদিমন্ত্রচতুষ্টয়যুক্তা বারাহীবিদ্যা আজ্ঞাচক্রে ধ্যেয়া। এই উভয় মন্তব্যের মধ্যে যে-অসামঞ্জস্য রয়েছে তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথম মন্তব্যটি বৃত্তিকারের অনবধানতাজনিত এরূপ সন্দেহ হতে পারে। কেননা, পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে সূত্রানুসারে শ্যামাবিদ্যা অনাহতচক্রে পূজ্যা।

একই চক্রে শ্যামাবিদ্যা পূজ্যা, অর্থাৎ রামেশ্বরের উপরে বিবৃত ব্যাখ্যানুসারে ধ্যেয়া, আর বারাহীবিদ্যাও ধ্যেয়া, এর কোনো শাস্ত্রপ্রমাণ রামেশ্বর উদ্ধৃত করেন নি বা এটি সূত্রসম্মতও মনে হয় না। কারণ, সূত্রে তার কোন সূচনা নেই।

সূত্র থেকে মনে হয় মূলাধারে সাম্রাজ্ঞী শ্রীবিদ্যা ধ্যেয়া, অনাহতে শ্যামা ধ্যেয়া আর আজ্ঞাচক্রে বারাহী ধ্যেয়া। এইটি সূত্রকারের বক্তব্য। এইজন্য, আলোচ্যক্ষেত্রে বৃত্তিকারের অনবধানতার সন্দেহ হয়।

শ্রীবিদ্যা ও শ্যামাবিদ্যার ন্যায় বারাহীবিদ্যা সম্বন্ধেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অঙ্গাদিচতুষ্টয়যুক্তা বারাহীবিদ্যা আজ্ঞাচক্রে ধ্যেয়া। এই সঙ্গে বারাহীবিদ্যাও বিবৃত হয়েছে।

এর পর বলা হয়েছে ব্রহ্মরন্ধ্রে শ্রীপূর্তিবিদ্যা ধ্যেয়া। শ্রীপূর্তিবিদ্যা শ্রীবিদ্যারই প্রকারভেদ।

এবার ব্যক্ত হয়েছে মহাপাদুকামন্ত্র (সূত্র ৪৮)। এই সূত্রেরও সূচনায় রামেশ্বর লিখেছেন, "শ্রীব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যেয়া মহাপাদুকামুদ্ধরতি" ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যেয়া মহাপাদুকা-মন্ত্র উদ্ধার করছেন। কিন্তু ৪৯ সংখ্যক সূত্রে বলা হয়েছে 'সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদায়িনী মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী এই মহাপাদুকা দ্বাদশান্তে ধ্যেয়া।' ব্রহ্মরন্ধ্র আর দ্বাদশান্ত এক নয়। ফলে এখানে রামেশ্বরের মন্তব্য সূত্রবিরোধী প্রতীয়মান হচ্ছে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় অনবধানতার সন্দেহ হয়।

এরপর রশ্মিমালাধ্যানকারীর প্রশংসা করা হয়েছে। তারপর ব্যক্ত হয়েছে জপবিঘ্ননিবারক কয়েকটি মন্ত্র। যথা, ললিতামন্ত্রজপের বিঘ্ননিবারক মন্ত্র, শ্যামামন্ত্রজপের বিঘ্ননিবারক মন্ত্র ও বারাহীমন্ত্রজপের বিঘ্ননিবারক মন্ত্র।

অতঃপর ললিতাদি মন্ত্রের জপের সময় নির্দেশ করা হয়েছে।

এবার কতগুলি উপাসকধর্ম বলা হয়েছে। যথা, সর্বপ্রাণীর সহিত অবিরোধ, সাধনার পরিপন্থীর নিগ্রহ, আশ্রিতদের প্রতি অনুগ্রহ ইত্যাদি।

উপাসকধর্মের পর বলা হয়েছে পঞ্চমকারের কথা। মদ্যসেবনে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য দ্রব্যবিচার, মদ্যের প্রতিনিধি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকারের সম্পাদনপ্রকার, মাংসের প্রকৃতি অর্থাৎ মূল,:মৎস্যের প্রকৃতি, মুদ্রা, মণ্ডলের বাইরে মদ্যাদিগ্রহণ, পঞ্চম মকারের প্রকার, এইসব বিবৃত হয়েছে।

এবার বলা হয়েছে অবশিষ্ট কয়েকটি কুলাচারধর্ম। তারপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চপর্বে নৈমিত্তিক পূজা করতে হবে। অতঃপর বিবৃত হয়েছে আরম্ভাদি সপ্ত উল্লাস।

তার পরই আবার কয়েকটি অবশিষ্ট উপাসকধর্ম কথিত হয়েছে। তার

সূত্রে গায়ত্র্যাদি প্রথম রশ্মিপঞ্চক, চাক্ষুষ্মতীবিদ্যাদি দ্বিতীয় রশ্মিপঞ্চক, মহাগণপতিবিদ্যাদি তৃতীয় রশ্মিপঞ্চক ও শিবাদিবিদ্যাদি চতুর্থ রশ্মিপঞ্চক বিবৃত হয়েছে।

গায়ত্র্যাদি প্রথম রশ্মিপঞ্চকের পাঁচটি মন্ত্রই বেদমন্ত্র। চাক্ষুষ্মতীবিদ্যাদি দ্বিতীয় রশ্মিপঞ্চকের প্রথম মন্ত্রগুলিও তাই।

সব তন্ত্র যে বেদবাহ্য নয় এখানে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পরশুরামকল্পসূত্রম্ শ্রুতিমূলক। কাজেই, এতে বেদমন্ত্র সন্নিবিষ্ট হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়।

এখানে স্মরণ করা যায় রশ্মিমালানামক মন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির বিশেষ ফল কথিত হয়েছে। যেমন, প্রথম রশ্মিপঞ্চকের অন্তর্ভুক্ত 'যত ইন্দ্র ভয়ামহে' ইত্যাদি মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে এটি সঙ্কটে ভয় নাশ করে। 'ওঁ পরো রজসে সাবদোঁ' এই মন্ত্রটি আত্মজ্ঞান প্রদান করে। দ্বিতীয় রশ্মিপঞ্চকের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে এটি চক্ষুষ্মতীবিদ্যা অর্থাৎ এই বিদ্যা বা মন্ত্র উপাসককে দূরদৃষ্টি প্রদান করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রশ্মিমালার পর শ্রীবিদ্যার অঙ্গ-উপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও-পাদুকা-মন্ত্র বলা হয়েছে।

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই মন্ত্র বা বিদ্যাচতুষ্টয়যুক্তা সাম্রাজ্ঞী নামের মূল-বিদ্যার ধ্যান করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই মূলবিদ্যাও ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপর বিবৃত হয়েছে অঙ্গাদিযুক্তা শ্যামাবিদ্যা। অঙ্গাদি মানে অঙ্গ উপাঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পাদুকা। এই মন্ত্রচতুষ্টয়যুক্তা শ্যামাবিদ্যা অনাহতচক্রে পূজ্যা মানে ধ্যেয়া। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাবিদ্যাও ব্যক্ত হয়েছে।

৪১ সংখ্যক সূত্র থেকে অঙ্গাদিযুক্তা বারাহীবিদ্যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রের সূচনায় রামেশ্বর লিখেছেন "অথ অনাহতে ধ্যেয়ায়া বারাহীবিদ্যায়া অঙ্গমাহ" আর ৪৫ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তিতে লিখেছেন "এতাভিরুক্তাভির্বিদ্যাভি-র্যুক্তা ভূদারমুখী বারাহী তদ্বিদ্যেত্যর্থঃ। সা কালচক্রে আজ্ঞায়াং পরিপূজ্যা ধ্যেয়েত্যর্থঃ।" প্রথমে বললেন বারাহীবিদ্যা অনাহতে অর্থাৎ অনাহতচক্রে ধ্যেয়া। আর পরে বললেন অঙ্গাদিমন্ত্রচতুষ্টয়যুক্তা বারাহীবিদ্যা আজ্ঞাচক্রে ধ্যেয়া। এই উভয় মন্তব্যের মধ্যে যে-অসামঞ্জস্য রয়েছে তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথম মন্তব্যটি বৃত্তিকারের অনবধানতাজনিত এরূপ সন্দেহ হতে পারে। কেননা, পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে সূত্রানুসারে শ্যামাবিদ্যা অনাহতচক্রে পূজ্যা।

একই চক্রে শ্যামাবিদ্যা পূজ্যা, অর্থাৎ রামেশ্বরের উপরে বিবৃত ব্যাখ্যানুসারে ধ্যেয়া, আর বারাহীবিদ্যাও ধ্যেয়া, এর কোনো শাস্ত্রপ্রমাণ রামেশ্বর উদ্ধৃত করেন নি বা এটি সূত্রসম্মতও মনে হয় না। কারণ, সূত্রে তার কোন সূচনা নেই।

সূত্র থেকে মনে হয় মূলাধারে সাম্রাজ্ঞী শ্রীবিদ্যা ধ্যেয়া, অনাহতে শ্যামা ধ্যেয়া আর আজ্ঞাচক্রে বারাহী ধ্যেয়া। এইটি সূত্রকারের বক্তব্য। এইজন্য, আলোচ্যক্ষেত্রে বৃত্তিকারের অনবধানতার সন্দেহ হয়।

শ্রীবিদ্যা ও শ্যামাবিদ্যার ন্যায় বারাহীবিদ্যা সম্বন্ধেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অঙ্গাদিচতুষ্টয়যুক্তা বারাহীবিদ্যা আজ্ঞাচক্রে ধ্যেয়া। এই সঙ্গে বারাহীবিদ্যাও বিবৃত হয়েছে।

এর পর বলা হয়েছে ব্রহ্মরন্ধ্রে শ্রীপূর্তিবিদ্যা ধ্যেয়া। শ্রীপূর্তিবিদ্যা শ্রীবিদ্যারই প্রকারভেদ।

এবার ব্যক্ত হয়েছে মহাপাদুকামন্ত্র (সূত্র ৪৮)। এই সূত্রেরও সূচনায় রামেশ্বর লিখেছেন, "শ্রীব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যেয়া মহাপাদুকামুদ্ধরতি" ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যেয়া মহাপাদুকা-মন্ত্র উদ্ধার করছেন। কিন্তু ৪৯ সংখ্যক সূত্রে বলা হয়েছে 'সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদায়িনী মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী এই মহাপাদুকা দ্বাদশান্তে ধ্যেয়া।' ব্রহ্মরন্ধ্র আর দ্বাদশান্ত এক নয়। ফলে এখানে রামেশ্বরের মন্তব্য সূত্রবিরোধী প্রতীয়মান হচ্ছে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় অনবধানতার সন্দেহ হয়।

এরপর রশ্মিমালাধ্যানকারীর প্রশংসা করা হয়েছে। তারপর ব্যক্ত হয়েছে জপবিঘ্ননিবারক কয়েকটি মন্ত্র। যথা, ললিতামন্ত্রজপের বিঘ্ননিবারক মন্ত্র, শ্যামামন্ত্রজপের বিঘ্ননিবারক মন্ত্র ও বারাহীমন্ত্রজপের বিঘ্ননিবারক মন্ত্র।

অতঃপর ললিতাদি মন্ত্রের জপের সময় নির্দেশ করা হয়েছে।

এবার কতগুলি উপাসকধর্ম বলা হয়েছে। যথা, সর্বপ্রাণীর সহিত অবিরোধ, সাধনার পরিপন্থীর নিগ্রহ, আশ্রিতদের প্রতি অনুগ্রহ ইত্যাদি।

উপাসকধর্মের পর বলা হয়েছে পঞ্চমকারের কথা। মদ্যসেবনে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য দ্রব্যবিচার, মদ্যের প্রতিনিধি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকারের সম্পাদনপ্রকার, মাংসের প্রকৃতি অর্থাৎ মূল, মৎস্যের প্রকৃতি, মুদ্রা, মণ্ডলের বাইরে মদ্যাদিগ্রহণ, পঞ্চম মকারের প্রকার, এইসব বিবৃত হয়েছে।

এবার বলা হয়েছে অবশিষ্ট কয়েকটি কুলাচারধর্ম। তারপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চপর্বে নৈমিত্তিক পূজা করতে হবে। অতঃপর বিবৃত হয়েছে আরম্ভাদি সপ্ত উল্লাস।

তার পরই আবার কয়েকটি অবশিষ্ট উপাসকধর্ম কথিত হয়েছে। তার

মধ্যে একটি ধর্ম এই—ঘৃণা শঙ্কা ভয় লজ্জা জুগুপ্সা কুল জাতি এবং শীল ক্রমে ত্যাগ করতে হবে। (সূত্র ৭০)

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। অনুমান হয় এই প্রবাদের মূল পূর্বোক্ত ধরণের তন্ত্রনির্দেশ। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীর জীবনে একদা তন্ত্রের অসাধারণ প্রভাব ছিল, একথা সন্ধানী ব্যক্তিমাত্রই জানেন।

আবার প্রস্তুতের অনুসরণ করা যাক। পূর্বোক্ত উপাসকধর্মের কতগুলি বিশেষভাবে তান্ত্রিকদের পালনীয় আর কতগুলি যে-কোনো সামাজিক মানুষের পালনীয়। যেমন, সর্বথা সত্যভাষণ, পরদার ও পরধনে অনাসক্তি, এই সব সবারই পালনীয়।

কতগুলি উপাসকধর্ম বিবৃত ক'রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "পরে চ শাস্ত্রানুশিষ্টাঃ।" (সূত্র ৮১)—পূর্বোক্ত ধর্ম ছাড়াও অন্য যে-সব ধর্ম তন্ত্রান্তরে বিবৃত হয়েছে সে-সব গ্রহণীয়।

পরশুরামকল্পসূত্রের বিষয়বস্তু যে নানা তন্ত্র থেকে গৃহীত হয়েছে আলোচ্য সূত্রটিতে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তন্ত্রে অনেক উপাসকধর্ম কথিত হয়েছে। সূত্রকার তার মধ্য থেকে কতগুলি সূত্রের অন্তর্ভুক্ত ক'রে বললেন বাকীগুলি অন্য তন্ত্র থেকে দেখে নাও, সূত্রের বক্তব্যটি যেন এইরকম।

আলোচ্য সূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর ত্রিকূটারহস্য থেকে অন্ত্যেষ্টিবিধি, রুদ্রযামলান্তর্গত দেবীরহস্য থেকে কৌলশ্রাদ্ধবিধি, স্বতন্ত্রতন্ত্র থেকে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এরপর কুলমার্গনিষ্ঠের প্রশংসা, সূত্র অধ্যয়নকারীর প্রশংসা, খণ্ডাদিপরিপঠন বিবৃত ক'রে সর্বশেষে গ্রন্থকারের প্রশংসা ক'রে গ্রন্থ সমাপ্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থকারের প্রশংসা সূত্রকারের রচনা মনে হয় না। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

দশম খণ্ড সম্বন্ধে রামেশ্বরের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য মনে রেখেও এই খণ্ডটিকে এক হিসাবে অন্যান্য খণ্ডের পরিপূরক বলা যায়। অন্য খণ্ডগুলি রচনার পর সূত্রকারের যেন মনে হয়েছে কতগুলি বিষয় বাদ পড়ে গেছে। তাই তিনি সেইগুলি সম্পর্কে সূত্র রচনা ক'রে তা এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই খণ্ডের সূত্রগুলির মধ্যে কোনো ক্রম লক্ষ্য করা কঠিন। সূত্রকারের যেমন বিষয় মনে পড়েছে সেই মতো সূত্র রচনা গেছেন।

Gaekwad's Oriental Series, Vol. XXII-এ পরশুরামকল্পসূত্র-

পরিশিষ্টম্ বলে যে-অনুবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছে এ গ্রন্থেও অনুবন্ধ হিসাবে তা সংযোজিত হল। এই পরিশিষ্টের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কেননা, পরশুরামকল্পসূত্রম্-এর ১০ম খণ্ডের সমাপ্তিসূত্রটি 'কল্পসূত্রং সম্পূর্ণম্' এই দিয়ে শেষ করা হয়েছে। বৃত্তিকার রামেশ্বর উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা দিয়েই তাঁর বৃত্তি সমাপ্ত করেছেন, এ থেকে বুঝা যায় ১০ম খণ্ডের পর পরশু-রামকল্পসূত্রম্-এর অন্য কোনো খণ্ডের কথা তাঁর জানা ছিল না। থাকলে তিনি তারও বৃত্তি রচনা করতেন অথবা অন্ততঃ পক্ষে তার উল্লেখ ক'রে তার কৃত্রিমতা বা অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন। Gaekwad's Oriental Series-এ প্রকাশিত পরশুরামকল্পসূত্রম্-এর সম্পাদক এ. মহাদেব শাস্ত্রীও উক্ত পরিশিষ্টের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবু যে তিনি পরিশিষ্টটি প্রকাশ করেন তার কারণ পরশুরামকল্পসূত্রের একাদশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত অষ্টখণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি পুঁথি তার হস্তগত হয়। ভবিষ্যতে আরও পুঁথি পাওয়া গেলে তখন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যেতে পারে এইরূপ মনে করেই হয়ত তিনি পুঁথিখানি পরশুরামকল্পসূত্রপরিশিষ্টম্ বলে প্রকাশ করেন। ঐ একই কারণে আমরাও তা সংযোজিত করা সমীচীন মনে করেছি।

বাংলা অনুবাদ ও টীকা সহ এবং বাংলা হরফে পরশুরামকল্পসূত্রম্ এই প্রথম প্রকাশিত হল। অনুবাদ ও টীকা রচনায় আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনা ক'রে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকেরা যদি গ্রন্থখানি সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করেন তা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

রামেশ্বরের বৃত্তিসহ পরশুরামকল্পসূত্রম্ প্রথম প্রকাশিত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে Gaekwad's Oriental Series Vol. XXII হিসাবে দেবনাগরী হরফে। গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থকেই আমরা আকরগ্রন্থরূপে ব্যবহার করেছি।

যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুদ্রণপ্রমাদ পরিহার করা গেল না। সহৃদয় পাঠকেরা নিজগুণে এই ত্রুটি মার্জনা করবেন।

এই গ্রন্থ সম্পাদন করার সময় আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক সুখময় সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী মহাশয় এবং অধ্যাপক ডক্টর শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ডক্টর বিমলকুমার দত্ত ও তাঁর সহকর্মীদের, বিশেষ করে অনুজপ্রতিম শ্রীমান্ শান্তি-প্রিয় রায়কে, তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য।

নবভারত পাবলিশার্স-এর মালিক রণজিৎ বাবু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশন ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হোক্ ভগবতীর চরণে এই প্রার্থনা করি। শিবম্।

শান্তিনিকেতন, উপেন্দ্রকুমার দাস
মহালয়া, ১৯৭৮

বিষয়সূচী

চতুর্থঃ খণ্ডঃ—ললিতাক্রমঃ

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ—শ্যামাক্রমঃ

সপ্তমঃ খণ্ডঃ—বারাহীক্রমঃ

অষ্টমঃ খণ্ডঃ—পরা-ক্রমঃ

অনুবাদসূচী

সংযোজন ও বর্জন

পৃষ্ঠা	কোন পঙ্‌ক্তির পর/কোন পঙ্‌ক্তিতে কোন শব্দের পর	সংযোজন	প্রকার	বর্জন
২৩	২৬	ভক্তির স্বরূপ	অন্তর্বর্তী শিরোনাম (Sub-heading)	
৩০	১৭	কলিযুগে তন্ত্রা-নুষ্ঠানের বর্জনীয়ত্ব-শঙ্কানিরসন	অন্তর্বর্তী শিরোনাম	
৮৩	২৮			তারকা-চিহ্নগুলি
১০৭	৭			তারকা-চিহ্নগুলি
৩৫৪	৫	পরাশক্তির স্বরূপ ও উপাস্যত্ব	অন্তর্বর্তী শিরোনাম	
৩৫৯	১৭ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে (শ্রীগণপতির উপাসনা,) তারপর	তারপর শ্যামার	বাক্যাংশ	
৩৮৩	৭ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে (এই পদ।) তারপর	এই তৃতীয়াবরণ।	বাক্য	
৩৮৫	৯	সপ্তমাবরণপূজা বলছেন	বাক্য	
৩৯৬	১০ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে (দণ্ডনায়িকাস্থানীয়া) তারপর	সময়সঙ্কেতা	পদ	
৪১০	১৩	তত্ত্বন্যাস বলছেন	বাক্য	
৫৩৬	৮ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে (মৃগবিশেষ) তারপর	রুরু,	শব্দ	

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২০	পর্যালোড্য	পর্যালোড়্য
৩	১৩	এ ত্ব	একত্বে
	১৪	তদথঃ	তদর্থঃ
৫	৪	অপ্রামাণ্যনিরসন	অপ্রামাণ্যশঙ্কানিরসন
	৩০	হৈতকান্‌	হৈতুকান্‌
১৫	১	াকং	কিং
২৩	৫	ক্তং	তদুক্তং
২৭	৯	১।১৭।১৩-১৪	১।২৭।১৩-১৪
৩১	৮	দাশমিকচরমপদ	দাশমিকচরমপাদ
৪৯	৬	পায়ু	পায়ু
৫৫	৬	দুর্ঘটৈকবিধ্যযিন্যাং	দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং
৫৬	১৯	সঙ্কোচিত	সঙ্কুচিত
৬৪	৪	ভাবনয়	ভাবনয়া
৬৬	৭	মন্ত্র স্তুতি	মন্ত্রস্তুতি
৬৮	২০	কি করা	কি ক'রে করা
৭৭	৯	গুর্বন্তরাশ্রয়ণে	গুর্বন্তরাশ্রয়ণে
৮৮	২৯	তন্ত্ররত্নে	তন্ত্ররত্নে
৯২	২৮	জুহু	জুহু
৯৪	৬	শীবের	শিবের
৯৫	১৩	যুক্তিরহিত্বতজ্ঞানং	যুক্তিরহিতত্বজ্ঞানং
৯৬	৩	শাস্ত্রশৈলী ॥	শাস্ত্রশৈলী ॥ ২৯ ॥
	২৪	অধিকদ্রবব্যয়ে	অধিকদ্রব্যব্যয়ে
	৩১	অত্রোয়	অত্রায়ং
৯৭	২৬	শ্রীরিদ্যা	শ্রীবিদ্যা
১০০	২৯	পুস্তকান্তরে	পুস্তকান্তরে
১০২	২৪	পাঠন্তরঃ	পাঠান্তরঃ
১০৫	২	পাপ্‌মৃনোঽপহত্যৈ	পাপ্‌মনোঽপহত্যৈ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৭	৩	কিং	কিং
১০৮	১	প্রভাবাদিগভাব্দানাং	প্রভবাদিগতাব্দানাং
	২৬	সাধ্যয়িত্বা	সাধয়িত্বা
১১১	৭	উপসংহর্তুমশব্যত্বাৎ	উপসংহর্তুমশক্যত্বাৎ
	১৩	বসতাবরীগ্রহণম্	বসতীবরীগ্রহণম্
১১২	৯	পত্নীসংযাজাসমিষ্টযজু	পত্নীসংযাজাসমিষ্টযজু:
১১৩	১৩	অব ভিচরিত	অব্যভিচরিত
১১৬	৯	পশান্	পাশান্
১১৭	২৮	কৃষ্ণপুং	কৃষ্ণপুং
১১৮	২৪	বক্ষমাণযাবদঙ্গ—	বক্ষ্যমাণযাবদঙ্গ—
১২০	৪	বিন্দুতর্পণসন্তুষ্টা	বিন্দুতর্পণসন্তুষ্ট
	২৬	উল্লস	উল্লাস
১২১	১২	সিদ্ধান্তপ্রদিপাদক	সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক
১২২	৪	সন্তবতীতি	সম্ভবতীতি
১২৩	১৮	অস্মিন্	অস্মিন্
১২৪	২৬	লবঙ্গমেলোশীরং	লবঙ্গামলোশীরং চ
১২৯	৩০	আকজ্ঞা	আকাঙ্ক্ষা
১৩১	২৬	উপাদিশ্যেত্যন্তমঙ্গম্	উপদিশ্যেত্যন্তমঙ্গম্
১৩২	৭	বৈকবচন	বৈকবচন
১৪০	৪	দারিদ্র	দরিদ্র
১৪৮	২৯	হ্রাঁ	হ্রীঁ
১৪৯	২৮	হ্রাঁ ক্লাঁ	হ্রীঁ ক্লীঁ
১৫১	২০	ব্রহ্মবর্চসকাম	ব্রহ্মবর্চসকাম
১৫৯	৩০	নৈঋত	নৈর্ঋত
১৬০	১৪	নৈঋতকোণ	নৈর্ঋতকোণ
১৬১	২৮	গৃহণাৎ	গ্রহণাৎ
১৬২	৪	অবকুণ্ঠনাস্যাপ্যুপলক্ষণম্	অবকুণ্ঠনস্যাপ্যুপলক্ষণম্
	২৬	মক্লার	মকার
	২৯	ব্রহ্মণস্পত	ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতঃ
১৬৫	২৫	হ্রীঁ	হ্রীঁ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৫	২৬	হ্রীঁ	হ্স্রীঁ
	২৭	হ্স্রাঁ	হ্স্রীঁ
	২৮	হ্রীঁ	হ্স্রীঁ
১৬৮	১৩	।মথুন	মিথুন
	২৮	হ্স্রাঁ	হ্স্রীঁ
১৭৭	১৩	তে	তেন
১৮২	১	হ্স্রাঁ	হ্স্রীঁ
১৮৫	২৮	হ্স্রাঁ	হ্স্রীঁ
১৮৮	২৪	জ্ঞাপতে	জ্ঞাপ্যতে
১৯৪	২৯	পূজত্বং	পূজ্যত্বং
	৩০	পূজমিত্যর্থঃ	পূজ্যমিত্যর্থঃ
১৯৬	২	বৌধায়নে সূত্রে	বৌধায়নসূত্রে
১৯৮	১৪	গৃহাদ্‌বহিনির্মিতা	গৃহাদ্‌বহির্নির্মিতা
২০০	২৮	চক্র	চক্র-
২০৭	১০	চক্রমন্ত্রদে বতা	চক্রমন্ত্রদেবতা
২০৮	১১	হে্স্সা	হে্স্সাঃ
২০৯	৬	আঙ্গুলি	অঙ্গুলি
২১০	৯	বর্ণত্বাৎ	বর্ণত্বাৎ।
২১১	৮	দেবীব	দেবীর
২২৪	২০	অগ্রিমন্ত্রেষু	অগ্রিমমন্ত্রেষু
২৩০	৩১	বাম	রাম
২৪০	১২	ইত্যনেন	ইত্যন্তেন
	২৬	রাজন্য	রাজন্য-
২৪১	২৫	ক্ষীর	ক্ষীর-
২৪৩	৬	ক্ষরেণ	ক্ষীরেণ
২৪৪	২৮	ইত্যথং	ইত্‌থং
২৪৫	২৮	সকলস্তূর্ণ	সফলস্তূর্ণ
২৫০	৫	আঘ্রাণ	অবঘ্রাণ
২৫৯	৮	কলসূত্র	কল্পসূত্র
২৬৩	১৮	দ প	দীপ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬৩	১৯	পূর্বাবিশেষণের	পূর্ববিশেষণের
২৭৩	১৯	( )	(৩)
২৭৫	২৬	বলেছন	বলেছেন
২৮১	৪	প্র ত চী	প্রতীচী
২৮৪	১৫	ভেরণ্ডামন্ত্র	ভেরুণ্ডামন্ত্র
২৯২	২০	কদচিদুৎপাদক	কদাচিদুৎপাদক
২৯৯	২৬	সর্বসংক্ষেভিণী	সর্বসংক্ষোভিণী
৩০২	২০	অবরণপূজা	আবরণপূজা
৩০৩	২	শরীরকর্ষিণীনিত্যাকলা	শরীরাকর্ষিণীনিত্যাকলা
	৮	নিত্যকলা	নিত্যাকলা
৩০৪	৮	কুসুমাদবর্ণসমুদায়ঃ	কুসুমাদিবর্ণসমুদায়ঃ
	১৫	তৃতায়াবরণপূজা	তৃতীয়াবরণপূজা
৩০৯	৩	চতুর্থ্যাঃ	চতুর্থ্যাঃ
৩১১	১৭	ক্লাঁ	ক্লীঁ
৩১৩	৮	পাশশ্রীঁ	পাশশ্রী
৩১৫	৭	অগ্নিমীলে	অগ্নিমীলে
৩২৬	৩	হকারর্ধের	হকারার্ধের
৩২৭	৩	॥ ১৬ ॥	॥ ১৭ ॥
৩৩৫	৬	দশিতঃ	দর্শিতঃ
৩৪৩	১৫	নাধিকে	নাধিকং
৩৫৪	৩০	নিগুণত্ব	নির্গুণত্ব
		পরাশবের	পরশিবের
৩৫৫	২৩	ইত্যুদীরতঃ	ইত্যুদীরিতঃ
	২৪	অর্থৎ	অর্থাৎ
	২৭	বঙ্গায়	বঙ্গীয়
	২৯	মতনু সারে	মতানুসারে
		অদ্বয়হান	অদ্বয়হানি
	৩১	শক্ত	শক্তি
		তৎপারণামরূপং	তৎপরিণামরূপং
	৩৩	পূবপক্ষ	পূর্বপক্ষ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫৯	১৭	পরর	পরার
৩৫৯	১৮	যিন	যিনি
৩৬২	১৩	করভ	করতে
৩৬৪	১৫	গুরপাদুকামন্ত্র	গুরুপাদুকামন্ত্র
৩৬৫	৫	নারদায়ে	নারদীয়ে
	২৪	শররকারে	শরীরাকারে
৩৬৯	১	ত্রিতরী	ত্রিতারী
৩৭৫	১৭	ব্রহ্মণ্ডাখণ্ড	ব্রহ্মাণ্ডাখণ্ড
	২৮	ষট্‌কেণ	ষট্‌কোণ
৩৮৩	২	ওং ঐ	ওং ঔং
৩৮৪	২০	মাতঙ্গী-সিদ্ধম্	মাতঙ্গী মহামাতঙ্গীতি সিদ্ধম্
৪১৭	১৭	সম্মুখাকরণ	সম্মুখীকরণ
	২২	অবোমুখী	অধোমুখী
৪৪০	১২	কি	কিং
৪৬৩	২৩	ব্যাখ্যতমেব	ব্যাখ্যাতমেব
৪৬৭	২৭	কামেশ্বরকামেশ্বরবৎ	কামেশ্বরীকামেশ্বরবৎ
৪৭৯	২৩	ওদনর	ওদনের
৪৮১	২৮	৩৮	২৮
৪৮৪	১৪	॥ ১ ॥	॥ ২ ॥
৫৩৭	২৬	কাজে	কাছে
৫৩৮	৯	পঞ্চম প্রকার	পঞ্চমপ্রকার
৫৪২	২১	জ্যোতিনিবন্ধে	জ্যোতির্নিবন্ধে
৫৪৬	২৯	মধবোধের	মধ্যবোধের
৫৪৭	২	প্রৌঢ়োল্লাস	প্রৌঢ়ান্তোল্লাস
৫৬৬	২৪	অষ্টরাত্রমসন্ব্যো	অষ্টরাত্রমসন্ধ্যো
৫৭০	৩	যন্মাসাৎ	ষণ্মাসাৎ
	১৬	বিপ্রাচার্য্যাং	বিপ্রার্চায়াং
৫৭৩	২৬	ষো	যো
৫৮৬	প্রারম্ভে	অনুবন্ধ	অনুবন্ধঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮৬	১২	ও গজডদ	ওগজডদ
৫৮৭	১৩	কোষ্ঠেষু	কোষ্ঠেষু
৫৮৮	৬	ষোড়শাক্ষী	ষোড়শাক্ষরী
	১১।	গলয়ৌং	গলযৌং
	১১	ক্লূ	ক্লূং
	২৩	খণ্ডাঙ্কং	খণ্ডাঙ্ক
৫৯০	৯	সাবশেষ-বিভজনেন	সাবশেষ বিভজনেন
৫৯৩	২০	অশোষোপাধি	অশেষোপাধি

ওঁ

শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ

পরশুরামকল্পসূত্রম্

রামেশ্বরকৃতবৃত্তিসহিতম্

প্রথমখণ্ডঃ—দীক্ষাবিধিঃ

বৃত্তিভূমিকা

শ্রীবল্লভাপয়োধরসংলিপ্তালেপরঞ্জিতোরস্কম্।
বন্দে গজেন্দ্রবদনং বালসহস্রাংশুকোটিসচ্ছায়ম্॥

বল্লভাপয়োধরলিপ্ত আলেপের দ্বারা যাঁর বক্ষ রঞ্জিত, কোটি নবোদিত সূর্যের কান্তিযুক্ত যিনি, সেই গজাননকে বন্দনা করি।

যা পরশিবে স্ফুরত্তা পূর্ণাহন্তাপদেন সংশ্লিষ্টা।
দ্বৈতং ভাবং প্রাপ্তা পশ্চাদম্বাং পরামিমাং কলয়ে॥

যিনি পরশিবে স্ফুরত্তারূপিণী, পূর্ণাহন্তাপদে সংশ্লিষ্টা, অপরদিকে যিনি দ্বৈতভাব প্রাপ্তা, সেই পরা অম্বার চিন্তা করি।

যা পঞ্চপ্রেতসংস্থা পরশিবনিলয়া শক্তয়ঃ কামবুদ্ধি-
কর্মাদ্যা যন্ময়ূখাঃ সমুদয়পরিরক্ষান্তকর্ত্র্যো বভূবুঃ।
যা পশ্যন্ত্যাদিরূপা সকলজনবচোজালমাবিষ্করোতি
সা মে বাগ্‌দেবতেয়ং বিলসতু বদনে চিত্তমালিন্যহন্ত্রী॥

যিনি পঞ্চপ্রেতাধিষ্ঠিতা, পরশিবনিলয়া, সমুদয়-পরিরক্ষান্তকর্ত্রী, যাঁর ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াদি শক্তিসমূহ ময়ূখ, পশ্যন্ত্যাদিরূপে যিনি সকল মানুষের বাগ্‌জাল প্রকট করেন, চিত্তমালিন্যনাশিনী সেই বাগ্‌দেবী আমার মুখে আবির্ভূতা হোন।

শ্রীমদ্‌যশোবদম্বাভাসুরবামাঙ্কমজ্ঞতাদ্রিপবিম্।
মম বিধিসুষিরসরোরুহকল্পিতনিলয়ং নমামি নাথেন্দ্রম্॥

যার বামাঙ্ক শ্রীমদ্‌যশোবদম্বা কর্তৃক ভাস্বর, যিনি অজ্ঞতাদ্রির বজ্রস্বরূপ, বিধিরূপপদ্মমৃণালযুক্ত পদ্মের দ্বারা রচিত যাঁর নিলয়, সেই আমার নাথেন্দ্রকে নমস্কার করি।

যো ভৃগুবংশে ভূত্বা ক্ষত্রং জঘ্নে ত্রিসপ্তকৃত্বস্তম্।
ষষ্ঠং শ্রীমদ্বিষ্ণোরবতারং নৌমি বীরেন্দ্রম্ ॥

যিনি ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করে একুশবার ক্ষত্রিয়নিধন করেছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার সেই বীরেন্দ্রকে নমস্কার করি।

সুব্রহ্মণ্যং চ পিতরং গুরুবাম্বা চ মাতরম্।
প্রণমামি ফলাব্যাপ্ত্যৈ তাবেব শরণং মম ॥

পিতা সুব্রহ্মণ্য ও মাতা গুরুবাম্বাকে প্রণাম করি। ফলপ্রাপ্তির জন্য তাঁরাই আমার শরণ।

বিচার্য নানাতন্ত্রাদীন্ মীমাংসান্যায়বিস্তরম্।
নানাদেশসমানীতপুস্তকৈঃ পরিশোধ্য চ ॥
জামদগ্ন্যেন রচিতং কল্পসূত্রং যথামতি।
বিস্তারয়তি গূঢ়ার্থং শ্রীবিদ্যোপাস্তিসিদ্ধয়ে ॥
রামেশ্বরঃ শ্রীললিতাপ্রেরিতঃ কাশ্যপোদ্ভবঃ ॥

নানাতন্ত্রাদি, মীমাংসা, ন্যায়সমুদায় বিচার ক'রে এবং নানা স্থান থেকে আনীত পুস্তকসহায়ে পরিশোধন ক'রে জামদগ্নি পরশুরামরচিত কল্পসূত্রের গূঢ়ার্থ শ্রীবিদ্যার উপাসনাসিদ্ধির জন্য কাশ্যপগোত্রোদ্ভব রামেশ্বর ললিতাপ্রেরিত হয়ে প্রকাশ করছেন।

দীক্ষাঽধিকারঃ

ইহ খলু শ্রীভগবান্ শ্রীপরশুরামঃ আধুনিকেষু মন্দমতিষু কৃপালুঃ শ্রীশিব-নির্মিতান্যসংখ্যানি তন্ত্রাণি পর্যালোড্য সর্বাণ্যুপসংহৃত্য তুরীয়পুরুষার্থসাধনং লঘুমধ্বানং দর্শয়ন্ প্রতিজানীতে—

দীক্ষাধিকার

এখানে ভগবান্ পরশুরাম আধুনিক মন্দবুদ্ধিদের প্রতি কৃপালু হয়ে শিবরচিত অসংখ্য তন্ত্র ঘেটে সেই সবের সারসঙ্কলন ক'রে মোক্ষসাধনের সুকর উপায় প্রদর্শন করতে গিয়ে সাধ্য নির্দেশ করছেন—

অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

অথ দীক্ষার ব্যাখ্যান করব ॥ ১ ॥

অত্র অথ শব্দঃ মঙ্গলদ্যোতকঃ।

ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥

ইতি স্মরণাৎ। অতঃ শব্দশ্চ আনন্তর্যদ্যোতকঃ। আনন্তর্যস্যাবধ্যপেক্ষায়াং সমীপবর্তিত্বাৎ, মঙ্গলাচরণং নানাতন্ত্রপরিশোধনং বা অবধিত্বেন অন্বেতি। যদ্বা—'অথাতঃ' ইতি মিলিত্বা আরম্ভদ্যোতকঃ, "অথাতো দর্শপূর্ণমাসৌ ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইত্যাপস্তম্বসূত্রভাষ্যে "অথাতশ্শব্দোঽয়ং প্রকরণারম্ভে প্রায়ঃ প্রযুজ্যতে বৃদ্ধৈঃ। ক্বচিদানন্তর্যেঽপি, যথা—'ইমে ভৃগবো ব্যাখ্যাতাঃ অথাতোঽঙ্গিরসাম্' ইত্যাদৌ। তথা ন পুনরিহানন্তর্যমর্থঃ, পূর্বপ্রবৃত্তস্য কস্যচিদনন্তরস্যানুপলম্ভাৎ" ইতি লেখাৎ। দীক্ষাপদার্থং সূত্রকারোঽগ্রে বিবেচয়িষ্যতি। ব্যাখ্যাপদার্থশ্চ নিগূঢ়াভিপ্রায়শব্দস্য বিবিচ্য কথনম্। প্রকৃতে গূঢ়ার্থানাং তন্ত্রাণাং উপসংহারেণ বিবিচ্য কথনং কল্পসূত্রে ইতি লক্ষণসমন্বয়ঃ।

দীক্ষাবিষয়জ্ঞানানুকূলশব্দপ্রয়োগকর্তাঽহমিতি ফলিতোঽর্থঃ। ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতি বহুবচনং উপাসনাপ্রবর্তকাচার্যানন্যানপি সংগ্রহীতুম্। যথা লোকে গুরুতরকার্যনির্মাণে "বয়ং কুর্মঃ" ইত্যন্যেঽপি সংগৃহ্যন্তে তথা। এতেন দীক্ষাব্যাখ্যানং অতিকঠিনমিতি সূচিতম্। যদ্বা—"অস্মদো দ্বয়োশ্চ" এ ত্ব দ্বিত্বে চ বিবক্ষিতে অস্মদো বহুবচনং স্যাদিতি তদর্থঃ। তথা চ অস্মচ্ছব্দস্য কর্তৃবাচকস্য বহুবচনান্তত্বাৎ তৎসমানবচনত্বোপপত্তয়ে ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতি বহুবচনম্॥

এখানে অথশব্দ মঙ্গলদ্যোতক। এ বিষয়ে প্রমাণ—ওঁকার এবং অথ এই শব্দ দুটি চিরাতীত কালে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করে বিনির্গত হয়েছিল। এইজন্য উভয়ই মাঙ্গলিক।

অথশব্দ আনন্তর্যদ্যোতকও। আনন্তর্য কোনো অবধিসাপেক্ষ। এখানে সমীপবর্তিত্বহেতু অবধি বলতে বোঝাচ্ছে মঙ্গলাচরণ বা নানাতন্ত্রপর্যালোচনা। সহজ কথায়, অথ অর্থ মঙ্গলাচরণ বা নানাতন্ত্রপর্যালোচনা এবং অতঃ অর্থ তার পরে। অথবা, অথাতঃ এই মিলিত পদ আরম্ভদ্যোতক। এ বিষয়ে প্রমাণ—"অথাতো দর্শপূর্ণমাসৌ ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই আপস্তম্বসূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রায়ই প্রকরণারম্ভে এই অথাতঃ পদ প্রয়োগ করেন; ক্বচিৎ আনন্তর্য অর্থেও করেন। যেমন, 'এই সব ভৃগুবচন ব্যাখ্যাত হল, অথাতঃ অর্থাৎ এরপর অঙ্গিরাবচন ব্যাখ্যাত হবে'। তবে আলোচ্য সূত্রে অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্য নয়। কেননা, এখানে পূর্বপ্রবৃত্ত কোনো বিষয় নেই।

সূত্রকার দীক্ষাপদার্থের বিষয় পরে আলোচনা করবেন। ব্যাখ্যাপদার্থ হল গূঢ়ার্থক শব্দের অর্থ বিচার করে প্রকাশ। প্রকৃত প্রস্তাবে, গূঢ়ার্থ তন্ত্রসমূহের অর্থ বিচার করার পর তা সারসঙ্কলনরূপে কল্পসূত্রে কথিত হবে, এইটি

এখানে ব্যাখ্যাশব্দের অর্থসঙ্গতি। দীক্ষাবিষয়ক জ্ঞানানুকূলশব্দ প্রয়োগের কর্তা আমি, এই হল ফলিতার্থ। ব্যাখ্যাস্যামঃ পদে বহুবচন প্রয়োগের দ্বারা উপাসনাপ্রবর্তক অন্যান্য আচার্যদেরও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন সংসারেও দেখা যায় কোনো গুরুতর কাজ করার ক্ষেত্রে 'আমরা করব' এবং এই 'আমরা' বলা দ্বারা কর্মচিকীর্ষুর সঙ্গে অন্যদেরও সামিল করা হবে, তিনি একা করবেন না, এইটে বুঝায়, এও তেমনি। এ দ্বারা দীক্ষাব্যাখ্যা যে অতিকঠিন ব্যাপার, তাই সূচিত হল। অথবা, "অস্মদো দ্বয়োশ্চ" এক্ষেত্রে যেমন একবচন ও দ্বিবচন কথিত হওয়ায় তার অর্থ হয় অস্মদ্ বহুবচনান্ত হবে ; তেমনি এখানেও কর্তৃবাচক অস্মদ্‌শব্দ বহুবচনান্ত হবে এবং তা হ'লে তার অনুরূপ বাক্য হওয়া প্রয়োজন বলে ব্যাখ্যাস্যামঃ পদটি বহুবচনান্ত হয়েছে।

তন্ত্রাপ্রামাণ্যশঙ্কানিরাসঃ

ননু কল্পসূত্রব্যাখ্যানং বৈদিকানামযুক্তং, তস্য তন্ত্রেষু পরিগণিতত্বেন, তন্ত্রাণাং কেবললোভৈকমূলত্বেনাপ্রামাণ্যাৎ। তদুক্তং বার্তিকে ভট্টপাদৈঃ—

"লোভাদিকারণং চাত্র বহ্বেবান্যৎ প্রতীয়তে।
যস্মিন্ সন্নিহিতে দৃষ্টে নাস্তি মূলান্তরানুমা ॥
শাক্যাদয়শ্চ সর্বত্র কুর্বাণা ধর্মদেশনাম্।
হেতুজালবিনির্মুক্তাং ন কদাচন কুর্বতে ॥
ন চ তৈর্বেদমূলত্বমুচ্যতে গৌতমাদিবৎ।
হেতবশ্চাভিধীয়ন্তে যে ধর্মাদ্ দূরতঃ স্থিতাঃ ॥
এত এব চ তে যেষাং বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চনম্।
পাষণ্ডিনোঽপি কর্মস্থা হৈতুকাশ্চৈত এব হি ॥ ইতি।"

"এবং যান্যন্যানি ত্রয়ীবিদ্ভিঃ ন পরিগৃহীতানি কিঞ্চিত্তন্মিশ্রকঞ্চুকছায়াপতিতানি লোকোপসংগ্রহলাভপূজাখ্যাতিপ্রয়োজনপরাণি ত্রয়ীবিপরীতাসম্বদ্ধদৃষ্টলোভাদিপ্রত্যক্ষানুমানোপমানার্থাপত্তিযুক্তি[১]মূলোপনিবদ্ধানি সাংখ্যযোগপাঞ্চরাত্রশাক্যনিগ্রন্থ[২]পরিগৃহীতধর্মাধর্মনিবন্ধনানি বিষচিকিৎসাবশীকরণোচ্চাটনোন্মাদনাদিসমর্থনানি কাদাচিৎকসিদ্ধিদর্শনবলেন অহিংসাসত্যবচন-

১ মূলে আছে 'প্রায়যুক্তি……' এখানে লিপিকর প্রমাদবশতঃ 'প্রায়'শব্দ বাদ পড়েছে মনে হয়।

২ এটি মূলগ্রন্থধৃত পাঠ। রামেশ্বরোদ্ধৃত পাঠ 'শাক্যগ্রন্থ'……এই পাঠ লিপিকর প্রমাদদুষ্ট মনে হয়।

দমদানদয়াদি শ্রুতিস্মৃতিসংবাদিস্তোকার্থগন্ধবাসিতজীবিকাপ্রায়ার্থান্তরোপদেশীনি, যানি ম্লেচ্ছাচারমিশ্রকভোজনাচরণনিবন্ধনানি, তেষামেবৈতচ্ছ্রুতিবিরোধহেতুদর্শনাভ্যামনপেক্ষণীয়ত্বং প্রতিপাদ্যতে” ইতি চ গ্রন্থেন।

তন্ত্রের অপ্রামাণ্যনিরসন

যেহেতু কল্পসূত্র তন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত আর যেহেতু তন্ত্রসমূহের একমাত্র মূল লোভ হওয়ার জন্য তন্ত্র অপ্রামাণ্য, সেইজন্য বৈদিকদের পক্ষে কল্পসূত্রের ব্যাখ্যা অনুচিত। তন্ত্রবার্ত্তিকে ভট্টপাদ কুমারিল বলেছেন—

তন্ত্রে লোভাদি কারণ এবং অন্য বহু কারণ প্রতীয়মান হয়। যেখানে মূল সন্নিহিত দেখা যায় সেখানে অন্যমূলের অনুমান হয় না। শাক্য প্রভৃতিরা অর্থাৎ বৌদ্ধ প্রভৃতিরা সর্বত্র ধর্মদেশনা করে কিন্তু সেই ধর্মদেশনাকে কখনো হেতুজালমুক্ত করতে পারে না। তারা গৌতমাদির মতো নিজের মতের বেদমূলকত্ব স্বীকারও করে না। যে সব বস্তু ধর্ম থেকে দূরে অবস্থিত সেইগুলিকেই হেতু বলা হয়। মুখের কথায়ও যাদের প্রশংসা করতে নেই[1] এরাই সেই পাষণ্ডী অর্থাৎ সদাচারভ্রষ্ট, কর্মস্থ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত নয় এমন কর্ম যারা করে, এবং হৈতুক অর্থাৎ যারা যুক্তি দেখিয়ে সৎকর্মে সন্দেহ জন্মায়।

এই প্রকার সাংখ্য যোগ পাঞ্চরাত্র বৌদ্ধ জৈন এ সবের দ্বারা পরিগৃহীত ধর্মাধর্মপ্রতিপাদক গ্রন্থগুলি বেদজ্ঞেরা গ্রহণ করেন না অর্থাৎ প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন না। লোকোপসংগ্রহ, লাভ, পূজা, খ্যাতি এ সবের প্রয়োজনহেতু এই ধরণের গ্রন্থগুলিতে শ্রুতিমিশ্রণের একটা আবরণের ছায়াপাত হয়েছে কিন্তু এগুলি বেদের বিপরীত, বেদের সহিত অসম্বদ্ধ, দৃষ্টার্থ লোভাদিমূলক আর প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান অর্থাপত্তি এই সব প্রমাণমূলকরূপে রচিত। এই রকম গ্রন্থসমূহে বিষচিকিৎসা বশীকরণ উচ্চাটন উন্মাদনাদি বিষয় সমর্থন করা হয়েছে। দেখা যায় এসব ব্যাপারে কখনো কখনো সিদ্ধিলাভ হয় এবং তার বলে এই সব গ্রন্থে শ্রুতিস্মৃতিসম্মত অহিংসা সত্যকথন দম দান দয়াদির কিঞ্চিৎ সুবাস মিশিয়ে জীবিকার্জনের উপযোগী বিষয়ান্তরের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের গ্রন্থে নানা বর্ণের মিশ্রভোজন অর্থাৎ একত্র ভোজনাদি ম্লেচ্ছাচার নিবদ্ধ হয়েছে। এই শ্রুতিবিরোধিতা ও হেতু প্রদর্শনের জন্য এই সব গ্রন্থের অনপেক্ষণীয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়। তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে।

---

১ পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥

মনুসংহিতা ৪।৩০

এবং শ্রীসূতসংহিতায়াং ব্রহ্মগীতাদ্বিতীয়াধ্যায়েঽপি—

বেদমার্গমিমং মুক্ত্বা মার্গমন্যং সমাশ্রিতঃ।
হস্তস্থং পায়সং ত্যক্ত্বা লিহেৎ কূর্পরমাত্মনঃ॥
বিনা বেদেন জন্তূনাং মুক্তির্মার্গান্তরেণ চেৎ।
তমস্যপি বিনালোকং তে পশ্যন্তি ঘটাদিকম্॥
তস্মাদ্বেদোদিতো হ্যর্থঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্।
অন্যেন বেদিতো হ্যর্থঃ ন সত্যঃ পরমার্থতঃ॥ ইতি॥
তত্র তত্রৈব তর্কাংশ্চ প্রবদন্তি যথাবলম্।
সর্বে বাদাঃ শ্রুতিস্মৃত্যোর্বিরুদ্ধা ইতি মে মতিঃ॥ ইতি॥

এই প্রকার, স্কন্দপুরাণের অন্তর্ভুক্ত সূতসংহিতার অন্তর্গত ব্রহ্মগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—যে-ব্যক্তি বেদমার্গ ত্যাগ ক'রে অন্যমার্গ অবলম্বন করে সে হস্তস্থ পায়স ফেলে দিয়ে নিজের কনুই লেহন করে। যদি বেদমার্গ ছাড়া অন্য মার্গে জীবের মুক্তি হয় তা হলে তারা অন্ধকারেও আলো ছাড়া ঘটাদি দেখতে পেতে পারে। তাই, আমি সত্য সত্যই বলেছি বেদোক্ত বিষয়ই সত্য, অন্য প্রকারে জ্ঞাত বিষয় পরমার্থতঃ সত্য নয়। এ রকম সব বিষয়ে যথাশক্তি যুক্তিতর্ক ব্যক্ত করা হয়েছে। আমার মতে এই সব যুক্তিতর্কাদি শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ।

যজ্ঞবৈভবখণ্ডে একচত্বারিংশে অধ্যায়ে—

বহুনাত্র কিমুক্তেন শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং বিনা।
যৎকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ পাতকী স্যান্ন সংশয়ঃ॥

সূতসংহিতার যজ্ঞবৈভবখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—বেশী কথা বলে কি হবে, শ্রুতিস্মৃতি কথিত নয় এমন যৎসামান্য কর্মও যে করে সে নিঃসংশয় পাতকী হবে।

ইতি বৈদিকান্যমার্গনিন্দা শ্রূয়তে। অগ্নিপুরাণেঽপি বেদরাশিনা সাকং নারকিণাং সংবাদে—

তন্ত্রদীক্ষামনুপ্রাপ্তাঃ লোভোপহতচেতসা।
ত্যক্ত্বা বৈদিকমধ্বানং তেন দহ্যামহে বয়ম্॥ ইতি॥

এই প্রকার বচনে বেদমার্গ ভিন্ন অন্য মার্গের নিন্দা শোনা যায়। অগ্নিপুরাণেও বেদরাশির সঙ্গে নারকীদের সংবাদে নারকীরা বলছে—আমরা লুব্ধচিত্ততার জন্য বৈদিক পথ পরিত্যাগ করে তন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। সেইজন্য, দগ্ধ হচ্ছি।

পদ্মপুরাণে পুষ্করমাহাত্ম্যে—

যে চ পাষণ্ডিনো লোকে তান্ত্রিকা নাস্তিকাশ্চ যে।
তৈর্দুষ্প্রাপমিদং তীর্থম্......................॥

পদ্মপুরাণে পুষ্করমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে—এ সংসারে যারা পাষণ্ড, যারা তান্ত্রিক এবং যারা নাস্তিক এই তীর্থ তাদের দুষ্প্রাপ্য।

ইতি তান্ত্রিকপুরুষনিন্দয়া তন্ত্রস্যাশ্রদ্ধেয়ত্বং স্পষ্টম্। এবমন্যেষ্বপি বহুপুরাণেষু তন্ত্রনিন্দায়াঃ বহুলমুপলম্ভাৎ। মপঞ্চকাদরবিধায়কশাস্ত্রস্য লোভৈকমূলত্বং সুস্পষ্টম্। বৈসর্জনীয়বাসোগ্রহণশাস্ত্রস্য লোভৈকমূলত্বং সাধিতম্। কিম্বু মপঞ্চকসেবকস্য লোভমূলত্বে প্রতিরোধঃ। তস্মাৎ ইদং শাস্ত্রং আস্তিকৈঃ ন ব্যাখ্যেয়ং ইতি চেৎ—মৈবম্। কিং ভট্টপাদানাং পুরাণানি পাদ্মাদীনি প্রমাণত্বেন অভিমতানি ন বা? যদি প্রমাণত্বেন অভিমতানি, তর্হি তেষু তন্ত্রপ্রামাণ্যং বহুশঃ অধিকারিবিশেষবিষয়ে শ্রূয়তে।

এইপ্রকারে তান্ত্রিকপুরুষের নিন্দা দ্বারা তন্ত্রের অশ্রদ্ধেয়ত্ব স্পষ্ট হয়েছে। অন্য বহু পুরাণেও এরূপ তন্ত্রনিন্দার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চমকারের সমাদরবিধায়ক শাস্ত্রের একমাত্রলোভমূলকত্ব সুস্পষ্ট। বর্জনীয় বস্ত্রগ্রহণ যে-শাস্ত্রে বিহিত তার লোভৈকমূলকত্ব প্রমাণিত। পঞ্চমকারসেবীর লোভমূলত্ববিষয়ে আর কি প্রতিরোধ অর্থাৎ বাধা থাকতে পারে। অতএব, আস্তিকেরা এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করবেন না; এই সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সে রকম সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না। পদ্মপুরাণাদি পুরাণ প্রমাণ হিসাবে কুমারিল ভট্টপাদের অভিমত, কি অভিমত নয়? যদি প্রমাণ হিসাবে অভিমত হয়, তা হলে সেই সব পুরাণে অধিকারিবিশেষের অবলম্বিত বিষয়ে তন্ত্রের প্রামাণ্য অনেক লক্ষ্য করা যায়।

তথাহি সূতসংহিতায়াং ব্রহ্মগীতাদ্বিতীয়াধ্যায়ে—

তথাপি স্বপ্নদৃষ্টং হি বস্তু স্বর্গনিবাসনঃ।
সূচকং হি ভবত্যেব জাগ্রৎ সত্যার্থসিদ্ধয়ে॥
তথৈব মার্গাৎ সম্ভ্রান্তা অপি বেদোদিতস্য তু।
অর্থস্য প্রাপ্তিসিদ্ধ্যর্থা ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥
তস্মাদ্‌বেদেতরা মার্গা নৈব ত্যাজ্যা নিরূপণে।

সূতসংহিতার অন্তর্গত ব্রহ্মগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—হে স্বর্গবাসিগণ; স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মিথ্যা হলেও যেমন জাগ্রৎ অবস্থায় সত্যবস্তুর অর্থাৎ ভাবী ফলের সূচক হয় তেমনি বেদমার্গবহির্ভূত অতিভ্রান্ত অন্য মার্গগুলিও

বেদপ্রোক্ত পরমার্থ লাভের কারণ হয়, এ বিষয়ে সংশয় নেই। অতএব, তত্ত্বনিরূপণের ব্যাপারে বেদভিন্ন সব মার্গ পরিত্যাজ্য নয়।

সূতসংহিতায়াং শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে—

পূজা শক্তেঃ পরায়াস্তু দ্বিবিধা পরিকীর্তিতা।
বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন বাহ্যা চ দ্বিবিধা মতা॥
বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রাস্তান্ত্রিকী তু সা।
তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি॥
ইত্থং সমস্তদেবানাং পূজা বিপ্রা ব্যবস্থিতা॥ ইতি॥

সূতসংহিতায় শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে বলা হয়েছে—পরা শক্তির পূজা বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ বলে পরিকীর্তিত। আবার বাহ্যপূজা এবং আভ্যন্তর পূজাও বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দ্বিবিধ বলা হয়। দ্বিজেন্দ্রগণ, তান্ত্রিক পূজা তান্ত্রিকের জন্য বিহিত, অন্যের জন্য নয়; আর বৈদিক পূজা বিহিত বৈদিকের জন্য। হে বিপ্রগণ, এই প্রকারে বৈদিক ও তান্ত্রিকভেদে সমস্ত দেবতার পূজাই বিহিত হয়েছে।

এবং সূতসংহিতায়াং মুক্তিখণ্ডে—

পঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণাং বেদমূলত্বমাস্তিকে।
ন হি স্বতন্ত্রাস্তে তেন ভ্রান্তিমূলা নিরূপণে॥
তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে।
সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তং কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্॥ ইতি,
তান্ত্রিকাণামহং দেবি লভ্যোঽস্মি ব্যবধানতঃ।
লভ্যো বৈদিকনিষ্ঠানামহমব্যবধানতঃ॥ ইতি চ॥

এইভাবে, সূতসংহিতায় মুক্তিখণ্ডে বলা হয়েছে—আস্তিকের কাছে পাঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রের বেদমূলকত্ব নেই। তারা স্বতন্ত্র, এইজন্য, তত্ত্বনিরূপণে ভ্রান্তিমূলক। তথাপি, পাঞ্চরাত্রাদিবিহিত মার্গসমূহের যে-অংশ বেদবিরোধী নয় সেই অংশ কোনো কোনো অধিকারীর পক্ষে প্রামাণ্য বলে কথিত। আরও বলা হয়েছে—দেবী, তান্ত্রিকেরা আমাকে ব্যবধানে অর্থাৎ অনেক কালের ব্যবধানে লাভ করতে পারে আর বৈদিকনিষ্ঠেরা লাভ করতে পারে অব্যবধানে অর্থাৎ অচিরে।

এবং তত্রৈব যজ্ঞবৈভবখণ্ডে বিংশেঽধ্যায়ে—

শৈবাগমোদিতো ধর্মো দ্বিধা পূর্বমুদীরিতঃ।
অধঃস্রোতোদ্ভবস্ত্বেক উর্ধ্বস্রোতোদ্ভবোঽপরঃ॥

অধঃস্রোতোদ্ভবাদ্ধর্মাদূর্ধ্বস্রোতোদ্ভবো বরঃ।
কামিকাদিপ্রভেদেন স ভিন্নোঽনেকধা দ্বিজাঃ ॥
অধঃস্রোতোদ্ভবো ধর্মো বহুধা ভেদিতস্তথা।
উর্ধ্বস্রোতোদ্ভবাদ্ধর্মাৎ স্মার্তা ধর্মা মহত্তরাঃ ॥ ইতি,
স্মার্তেভ্যঃ শ্রৌতধর্মাশ্চ বরিষ্ঠা মুনিসত্তমাঃ।*

এইভাবে উক্ত সূতসংহিতায় যজ্ঞবৈভবখণ্ডের বিংশ অধ্যায়ে আছে—

পূর্বেই বলা হয়েছে শৈবাগমপ্রোক্ত ধর্ম দ্বিবিধ। তার একটি অধঃস্রোতোদ্ভব এবং অপরটি উর্ধ্বস্রোতোদ্ভব। অধঃস্রোতোদ্ভব ধর্মের চেয়ে উর্ধ্বস্রোতোদ্ভব ধর্ম শ্রেষ্ঠ। হে দ্বিজগণ, সেই ধর্ম অর্থাৎ উর্ধ্বস্রোতোদ্ভব ধর্ম কামিকাদিভেদে ভিন্ন ও অনেক প্রকার। অধঃস্রোতোদ্ভব ধর্মেরও বহুপ্রকার ভেদ আছে। উর্ধ্বস্রোতোদ্ভব ধর্মের চেয়ে স্মার্ত ধর্ম শ্রেষ্ঠ, মুনিসত্তমগণ, স্মার্ত ধর্মের চেয়ে শ্রৌতধর্ম শ্রেষ্ঠ।

তত্রৈব দ্বাবিংশে অধ্যায়ে—

তস্মান্মার্গান্তরাণাং তু প্রামাণ্যং বেদবিত্তমাঃ।
মুক্তেরন্যত্র নাত্রৈব ক্রমেণৈবাত্র মানতা ॥
অতো বেদান্তমার্গস্থো মহাদেবোঽচিরেণ তু।
মুক্তিং দদাতি নান্যত্র স্থিতঃ সোঽপি ক্রমেণ তু ॥
দদাতি পরমাং মুক্তিং ইত্যেষা শাশ্বতী শ্রুতিঃ।

তত্রৈব

অতো বেদস্থিতো মর্ত্যো নান্যমার্গং সমাশ্রয়েৎ ॥
অতোঽধিকারিভেদেন মার্গা মানং ন সংশয়ঃ ॥

পূর্বোক্ত যজ্ঞবৈভবখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আছে—হে বেদজ্ঞগণ, সেইজন্য বেদমার্গ ভিন্ন অন্য মার্গসমূহের মুক্তি ভিন্ন অন্য ব্যাপারে প্রামাণ্য আছে, মুক্তির ব্যাপারে নেই। তবে মুক্তিবিষয়েও এদের দ্বারা ক্রমে "মুক্তির উপায় বেদমার্গের প্রাপ্তি হয় বলিয়া প্রামাণ্য আছে"। অতএব, বেদমার্গস্থ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যপ্রতিপাদিত মহাদেব অচিরে মুক্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করেন; অন্যমার্গস্থ অর্থাৎ আগমাদিপ্রতিপাদিত মহাদেব তা করেন না। তিনি ক্রমে বিশিষ্ট মার্গ অর্থাৎ বৈদিক মার্গপ্রাপ্তি ঘটিয়ে পরমা মুক্তি প্রদান করেন। এ-বিষয়ে এটি শাশ্বতী শ্রুতি।

---

* এই শ্লোকার্ধ আমাদের অনুসৃত গায়কওয়াড় প্রকাশিত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নি। কৌলমার্গ-রহস্য গ্রন্থে সংসৃষ্ট কল্পসূত্রের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে।

ঐখানেই আছে—অতএব, বেদমার্গস্থ ব্যক্তিরা অন্য মার্গ আশ্রয় করবে না। অতএব, অধিকারিভেদে সব মার্গই প্রামাণ্য এবিষয়ে সংশয় নেই।

তত্রৈবৈকস্মিন্ পরিবৃত্তে তত্রত্যশ্লোকাঃ—

ঈশ্বরস্য স্বরূপে চ বন্ধহেতৌ তথৈব চ।
জগতঃ কারণে মুক্তৌ জ্ঞানাদৌ চ তথৈব চ॥
মার্গাণাং যে বিরুদ্ধাংশা বেদান্তেন বিচক্ষণাঃ।
তেঽপি মন্দমতীনাং চ মহামোহাবৃতাত্মনাম্॥
বাঞ্ছামাত্রানুগুণ্যেন প্রবৃত্তা ন যথার্থতঃ।
দর্শয়িত্বা তৃণং মর্ত্যো ধাবন্তীং গাং যথাঽগ্রহীৎ॥
দর্শয়িত্বা তথা ক্ষুদ্রমিষ্টং পূর্বং মহেশ্বরঃ।
পশ্চাৎ পাকানুগুণ্যেন দদাতি জ্ঞানমুত্তমম্॥
তস্মাদুক্তেন মার্গেণ শিবেন কথিতা অমী।
মার্গা মানং ন চামানং মৃষাবাদী কথং শিবঃ॥ ইতি॥

ঐ গ্রন্থেই একই পরিবৃত্তে অর্থাৎ স্থিতিতে এই শ্লোকগুলি আছে—হে বিচক্ষণগণ, ঈশ্বরের স্বরূপ, বন্ধনের হেতু, জগতের কারণ, মুক্তি এবং জ্ঞানাদি বিষয়ে বেদান্তের সঙ্গে এই সব মার্গের বিরোধ আছে। এই সব মার্গানুসৃত বেদান্তবিরুদ্ধ অংশসমূহ মহামোহগ্রস্ত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের বাঞ্ছার অনুকূলরূপে প্রবৃত্ত, পরমার্থতঃ নয়। ধাবমানা গাভীকে যেমন তৃণগুচ্ছ দেখিয়ে ধরা হয় তেমনি মহেশ্বর প্রথমে নানা মার্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্ট দেখিয়ে পরে মানুষকে তাদের বুদ্ধির পরিপাকানুসারে উত্তম জ্ঞান দেন। যেহেতু এই প্রকারে সব মার্গই শিবকথিত, অতএব সব মার্গই প্রামাণ্য, অপ্রামাণ্য নয়। শিব কি করে মিথ্যাবাদী হবেন।

তথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

স্বমাতৃজারবদ্ গোপ্যা বিদ্যৈষেত্যাগমা জগুঃ॥

ইত্যাগমানাং প্রমাণত্বেনোপন্যাসঃ। তথা ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে প্রদোষমাহাত্ম্যে প্রদোষপূজা তান্ত্রিকসরণ্যা ব্রাহ্মণরাজপুত্রয়োরুপদিষ্টা। তেন চ ফল-প্রাপ্তিরিতি ইতিহাসঃ সুস্পষ্টং প্রতীয়তে। শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রস্তুতৌ "সর্বাগমাম্নায়মহার্ণবায়" ইতি। আগমাঃ পঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণি ইতি শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যা।

তথা ব্রহ্মস্তুতৌ—

রূপং তবৈতৎ[1] পুরুষর্ষভেজ্যং। শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ॥ ইতি॥
(ভাগবত ৮।৬।৯)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে—

আগমশাস্ত্র বলছেন—এই বিদ্যাকে স্বীয় মাতৃজারের মতো গোপন রাখতে হবে। এতে আগমের প্রামাণ্য উপন্যস্ত হল।

ব্রহ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রদোষমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্রকে তান্ত্রিক-মার্গে প্রদোষপূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা দ্বারা ফলপ্রাপ্তির ইতিহাসও স্পষ্টরূপে ঐখানে লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রস্তুতিতে বলা হয়েছে "সর্বাগম-আম্নায়-মহার্ণবায়"। ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী আগম শব্দের অর্থ করেছেন পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্র।

ঐখানেই ব্রহ্মস্তুতিতে আছে—হে পুরুষর্ষভ, শ্রেয়স্কামীরা বৈদিক এবং তান্ত্রিক পদ্ধতিতে তোমার এই রূপের পূজা করে।

তথা একাদশস্কন্ধে করভাজনোপদেশে দ্বারপূজাবিধানে কলিপূজায়াং চ বচনানি যথা—

যজন্তে বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ। (১১।৫।২৮)

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ইতি॥ (১১।৫।৩১)

নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গপ্রাধান্যং দর্শয়তীতি শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যানম্।

এবং একাদশস্কন্ধে উদ্ধবোপদেশেঽপি—

বৈদিকৈস্তান্ত্রিকাভিশ্চ ইতি মে দ্বিবিধো মখঃ[2]॥ ইতি বৈদিকতান্ত্রিকভেদেন দ্বিপ্রকারপূজা শ্রীভগবতোপদিষ্টা সর্বৈরুপলভ্যতে।

ঐ গ্রন্থে একাদশস্কন্ধে করভাজনোপদেশে দ্বারপূজাবিধানে কলিপূজা প্রসঙ্গে বচন পাওয়া যায়—নৃপ, পরতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা বেদ ও তন্ত্রের বিধান অনুসারে পূজা করে। শোন, কলিযুগেও নানা তন্ত্রবিধানে পূজা প্রশস্ত। শ্রীধরস্বামী, শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, নানা তন্ত্রবিধানে এই কথা দ্বারা কলিযুগে তন্ত্রমার্গের প্রাধান্য প্রদর্শিত হয়েছে।

---

১ রামেশ্বরের উদ্ধৃত পাঠ 'তবৈতৎ'। এটি লিপিকরপ্রমাদ মনে হয়। কেননা, একাধিক মুদ্রিত গ্রন্থে ও শ্রীধরস্বামীর টীকায় 'তবৈতৎ' পাঠ ধরা হয়েছে। আর অর্থের দিক্ দিয়েও 'তবৈতৎ' পাঠই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

২ বঙ্গদেশে প্রচলিত ভাগবতের পাঠ—
বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।

তেমনি, উক্ত একাদশস্কন্ধে উদ্ধবোপদেশেও বলা হয়েছে—বৈদিক এবং তান্ত্রিকদের দ্বারা আমার এই দুই প্রকার পূজা হয়।

এ দ্বারা সকলেরই উপলব্ধি হবে যে শ্রীভগবান্ বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দুরকমের পূজার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীমহাভারতে অর্জুনস্তুতৌ—

"আম্নায়াগমবেদ্যায় শুদ্ধবুদ্ধায় তে নমঃ॥" ইতি॥

এবমাদীনি তন্ত্রপ্রামাণ্যপ্রতিপাদকবচনানি সহস্রশ উপলভ্যন্তে। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ প্রপঞ্চ্যন্তে। এবং যোগমার্গপ্রামাণ্যব্যবস্থাপকানি বচনানি শ্রীমন্মহাভারতে ভগবদ্গীতাসু মোক্ষধর্মাদৌ চ অসকৃচ্ছ্রূয়ন্তে। তথা ভাগবতে কাশীখণ্ডাদিনিখিলপুরাণেষু চ পদে পদে উপলভ্যন্তে। এবং সতি ভট্টপাদাঃ কথং সাংখ্যযোগতন্ত্রাণামপ্রামাণ্যং ব্রূয়ুঃ।

ন বা পুরাণানামপ্রামাণ্যমিতি শক্যতে বক্তুম্,
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ।

ইতি বিদ্যাসু পরিগণনাৎ, "যদথর্বাঙ্গিরসো ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি" ইতি বেদেঽপি পুরাণস্য প্রমাণমধ্যপরিগণনাৎ। এবং উক্তবচনকলাপৈঃ এবংবিধৈরন্যৈশ্চ তন্ত্রাণাং সিদ্ধে প্রামাণ্যে অপ্রামাণ্যং ব্রহ্মণাঽপি ব্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যম্॥

শ্রীমহাভারতে অর্জুনস্তুতিতে বলা হয়েছে—আম্নায়-আগমবেদ্য অর্থাৎ বেদ- ও তন্ত্র-বেদ্য শুদ্ধবুদ্ধ তোমাকে নমস্কার।

এই প্রকার তন্ত্রপ্রামাণ্যপ্রতিপাদক হাজার হাজার বচন পাওয়া যায়। গ্রন্থবিস্তারভয়ে সেগুলি এখানে লিখিত হল না।

এই রকম যোগমার্গপ্রামাণ্যপ্রতিপাদক বচন মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ভগবদ্গীতায় ও মোক্ষধর্মাদিতে অনেক পাওয়া যায়। ভাগবতে, কাশীখণ্ডাদি নিখিল পুরাণেও এই রকম বচন পদে পদে উপলব্ধ হয়। এ অবস্থায় ভট্টপাদ কুমারিল কি করে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র অপ্রামাণ্য, এ কথা বলবেন? পুরাণ অপ্রামাণ্য একথাও বলতে পারবেন, না। কেননা, 'পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ' এই বচনে পুরাণকে চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে গণনা করা হয়েছে। "যদথর্বাঙ্গিরসো ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি" এই শ্রুতিবচনেও পুরাণকে প্রমাণের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। এইভাবে উক্ত বচনসমূহ এবং এই প্রকার অন্য সব বচনের দ্বারা তন্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়েছে। কাজেই, স্বয়ং ব্রহ্মাও তার অপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না।

সর্বতন্ত্রাণাং বেদবাহ্যত্বশঙ্কানিরাসঃ

ননু ভবত্বধিকারিবিশেষে বেদভ্রষ্টে পুরুষে স্ত্রীশূদ্রাণাং সঙ্করেষু চ তন্ত্রাণাং প্রামাণ্যং, ন বৈদিকে। ন চ বৈদিকাতিরিক্তে তন্ত্রস্য অধিকারসঙ্কোচপ্রমাণাভাব ইতি বক্তুং শক্যম্। পূর্বং সূতসংহিতাবচনস্য "তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি" ইতি লিখিতস্য সত্ত্বাৎ। এবং সূতসংহিতায়ামেব মুক্তিখণ্ডে—

অত্যন্তগলিতানাং তু প্রাণিনাং বেদমার্গতঃ।
পাঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ ॥ ইতি ॥

তত্রৈব সূতগীতায়াম্—

শ্রুতিপথগলিতানাং মানুষাণাং তু তন্ত্রং,
গুরুগুরুরখিলেশঃ সর্ববিৎ প্রাহ শম্ভুঃ।
শ্রুতিপথনিরতানাং তত্র নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ,
হিতকরমিহ সর্বং পুষ্কলং সত্যমুক্তম্ ॥

ইতি প্রমাণান্তরবচনাৎ। তস্মাৎ প্রমাণান্যপি তন্ত্রাণি বেদমার্গগলিতস্যৈব ন বৈদিকস্যেতি চেৎ—

সর্বতন্ত্রের বেদবাহ্যত্বশঙ্কার নিরসন

হ্যাঁ, অধিকারিবিশেষে বেদভ্রষ্ট পুরুষ, স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং সঙ্কর জাতির লোকের পক্ষে তন্ত্র প্রমাণ কিন্তু বেদমার্গীদের পক্ষে নয়। বৈদিকাতিরিক্ত বিষয়ে তন্ত্রের অধিকারসঙ্কোচক প্রমাণের অভাব, 'অর্থাৎ বেদে অনধিকারী পুরুষেরই তন্ত্রে অধিকার, বৈদিকের অধিকার নাই, এইরূপ সঙ্কোচক প্রমাণ নাই', একথা বলা যায় না। কেননা, পূর্বোক্ত সূতসংহিতাবচনে বলা হয়েছে 'তান্ত্রিক পূজা তান্ত্রিকের আর বৈদিক পূজা বৈদিকের'।

এই প্রকার সূতসংহিতাতেই মুক্তিখণ্ডে আছে—বেদমার্গ থেকে অত্যন্ত পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে পাঞ্চরাত্রাদিপ্রোক্ত ধর্ম কালে উপকারক হয়।

ঐ গ্রন্থেই সূতগীতায় (যজ্ঞবৈভবখণ্ডান্তর্গত) আছে—গুরুর গুরু নিখিলেশ সর্ববিৎ শম্ভু শ্রুতিমার্গভ্রষ্ট মানুষদের জন্য তন্ত্র বলেছেন। শ্রুতিমার্গনিরতদের পক্ষে তন্ত্রে হিতকর কিছুই নাই। শ্রুতিতে সব পুষ্কল সত্য বলা হয়েছে।

এটি আরেকটি প্রমাণবচন। অতএব, বলা যায় প্রামাণ্য তন্ত্রসমূহও বেদমার্গভ্রষ্টদের জন্য, বৈদিকদের জন্য নয়।

ন। যচ্চ শ্রুতিপথগলিতানামিতি সূতগীতাবচনং তত্রত্যং তন্ত্রপদং তন্ত্রবিশেষপরম্। তচ্চ তন্ত্রং শৈবাগম ইতি প্রসিদ্ধম্, দক্ষিণদেশে চ ভাষয়া জঙ্গম ইতি

তেমনি, উক্ত একাদশস্কন্ধে উদ্ধবোপদেশেও বলা হয়েছে—বৈদিক এবং তান্ত্রিকদের দ্বারা আমার এই দুই প্রকার পূজা হয়।

এ দ্বারা সকলেরই উপলব্ধি হবে যে শ্রীভগবান্ বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দুরকমের পূজার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীমহাভারতে অর্জুনস্তুতৌ—

"আম্নায়াগমবেদ্যায় শুদ্ধবুদ্ধায় তে নমঃ॥" ইতি॥

এবমাদীনি তন্ত্রপ্রামাণ্যপ্রতিপাদকবচনানি সহস্রশ উপলভ্যন্তে। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ প্রপঞ্চ্যন্তে। এবং যোগমার্গপ্রামাণ্যব্যবস্থাপকানি বচনানি শ্রীমন্মহাভারতে ভগবদ্গীতাসু মোক্ষধর্মাদৌ চ অসকৃচ্ছ্রূয়ন্তে। তথা ভাগবতে কাশীখণ্ডাদিনিখিলপুরাণেষু চ পদে পদে উপলভ্যন্তে। এবং সতি ভট্টপাদাঃ কথং সাংখ্যযোগতন্ত্রাণামপ্রামাণ্যং ব্রূয়ুঃ।

ন বা পুরাণানামপ্রামাণ্যমিতি শক্যতে বক্তুম্,
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ।

ইতি বিদ্যাসু পরিগণনাৎ, "যদথর্বাঙ্গিরসো ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি" ইতি বেদেঽপি পুরাণস্য প্রমাণমধ্যপরিগণনাৎ। এবং উক্তবচনকলাপৈঃ এবংবিধৈরন্যৈশ্চ তন্ত্রাণাং সিদ্ধে প্রামাণ্যে অপ্রামাণ্যং ব্রহ্মণাঽপি ব্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যম্॥

শ্রীমহাভারতে অর্জুনস্তুতিতে বলা হয়েছে—আম্নায়-আগমবেদ্য অর্থাৎ বেদ- ও তন্ত্র-বেদ্য শুদ্ধবুদ্ধ তোমাকে নমস্কার।

এই প্রকার তন্ত্রপ্রামাণ্যপ্রতিপাদক হাজার হাজার বচন পাওয়া যায়। গ্রন্থবিস্তারভয়ে সেগুলি এখানে লিখিত হল না।

এই রকম যোগমার্গপ্রামাণ্যপ্রতিপাদক বচন মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ভগবদ্গীতায় ও মোক্ষধর্মাদিতে অনেক পাওয়া যায়। ভাগবতে, কাশীখণ্ডাদি নিখিল পুরাণেও এই রকম বচন পদে পদে উপলব্ধ হয়। এ অবস্থায় ভট্টপাদ কুমারিল কি করে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র অপ্রামাণ্য, এ কথা বলবেন? পুরাণ অপ্রামাণ্য একথাও বলতে পারবেন, না। কেননা, 'পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ' এই বচনে পুরাণকে চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে গণনা করা হয়েছে। "যদথর্বাঙ্গিরসো ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি" এই শ্রুতিবচনেও পুরাণকে প্রমাণের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। এইভাবে উক্ত বচনসমূহ এবং এই প্রকার অন্য সব বচনের দ্বারা তন্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়েছে। কাজেই, স্বয়ং ব্রহ্মাও তার অপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না।

সর্বতন্ত্রাণাং বেদবাহ্যত্বশঙ্কানিরাসঃ

ননু ভবত্বধিকারিবিশেষে বেদভ্রষ্টে পুরুষে স্ত্রীশূদ্রাণাং সঙ্করেষু চ তন্ত্রাণাং প্রামাণ্যং, ন বৈদিকে। ন চ বৈদিকাতিরিক্তে তন্ত্রস্য অধিকারসঙ্কোচপ্রমাণাভাব ইতি বক্তুং শক্যম্। পূর্বং সূতসংহিতাবচনস্য "তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি" ইতি লিখিতস্য সত্ত্বাৎ। এবং সূতসংহিতায়ামেব মুক্তিখণ্ডে—

অত্যন্তগলিতানাং তু প্রাণিনাং বেদমার্গতঃ।
পাঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ ॥ ইতি ॥

তত্রৈব সূতগীতায়াম্—

শ্রুতিপথগলিতানাং মানুষাণাং তু তন্ত্রং,
গুরুগুরুরখিলেশঃ সর্ববিৎ প্রাহ শম্ভুঃ।
শ্রুতিপথনিরতানাং তত্র নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ,
হিতকরমিহ সর্বং পুষ্কলং সত্যমুক্তম্ ॥

ইতি প্রমাণান্তরবচনাৎ। তস্মাৎ প্রমাণান্যপি তন্ত্রাণি বেদমার্গগলিতস্যৈব ন বৈদিকস্যেতি চেৎ—

সর্বতন্ত্রের বেদবাহ্যত্বশঙ্কার নিরসন

হ্যাঁ, অধিকারিবিশেষে বেদভ্রষ্ট পুরুষ, স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং সঙ্কর জাতির লোকের পক্ষে তন্ত্র প্রমাণ কিন্তু বেদমার্গীদের পক্ষে নয়। বৈদিকাতিরিক্ত বিষয়ে তন্ত্রের অধিকারসঙ্কোচক প্রমাণের অভাব, 'অর্থাৎ বেদে অনধিকারী পুরুষেরই তন্ত্রে অধিকার, বৈদিকের অধিকার নাই, এইরূপ সঙ্কোচক প্রমাণ নাই', একথা বলা যায় না। কেননা, পূর্বোক্ত সূতসংহিতাবচনে বলা হয়েছে 'তান্ত্রিক পূজা তান্ত্রিকের আর বৈদিক পূজা বৈদিকের'।

এই প্রকার সূতসংহিতাতেই মুক্তিখণ্ডে আছে—বেদমার্গ থেকে অত্যন্ত পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে পাঞ্চরাত্রাদিপ্রোক্ত ধর্ম কালে উপকারক হয়।

ঐ গ্রন্থেই সূতগীতায় (যজ্ঞবৈভবখণ্ডান্তর্গত) আছে—গুরুর গুরু নিখিলেশ সর্ববিৎ শম্ভু শ্রুতিমার্গভ্রষ্ট মানুষদের জন্য তন্ত্র বলেছেন। শ্রুতিমার্গনিরতদের পক্ষে তন্ত্রে হিতকর কিছুই নাই। শ্রুতিতে সব পুষ্কল সত্য বলা হয়েছে।

এটি আরেকটি প্রমাণবচন। অতএব, বলা যায় প্রামাণ্য তন্ত্রসমূহও বেদমার্গভ্রষ্টদের জন্য, বৈদিকদের জন্য নয়।

ন। যচ্চ শ্রুতিপথগলিতানামিতি সূতগীতাবচনং তত্রত্যং তন্ত্রপদং তন্ত্রবিশেষপরম্। তচ্চ তন্ত্রং শৈবাগম ইতি প্রসিদ্ধম্, দক্ষিণদেশে চ ভাষয়া জঙ্গম ইতি

প্রসিদ্ধৈরনুষ্ঠিতম্। কথমিদমেবেতি জ্ঞাপকমিতি চেৎ, অস্তি জ্ঞাপকং পূর্বোক্ত-বচনসমীপ এব—

শ্রুতিপথগলিতানাং সর্বতন্ত্রেষু লিঙ্গং
কথিতমখিলদুঃখধ্বংসকং তত্র ধার্যম্।
শ্রুতিপথনিরতানাং তৎ সদা নৈব ধার্যম্॥ ইতি॥
(সূতগীতা ৮।৩০)

তত্র লিঙ্গধারণং শৈবাগমেন বহুফলসাধনমিতি প্রতিপাদিতম্। তৎসম্প্রদায়ানুবর্তিনো লিঙ্গং দক্ষিণবাহৌ গলে বা ধারয়ন্তি ইত্যাচারোঽপ্যুপলভ্যতে। তথা চাস্মিন্ বচনে "শ্রুতিপথগলিতানাং সর্বতন্ত্রেষু" ইত্যুত্তরং "প্রতিপাদিতং" ইতি শেষঃ। এবং চ, যস্মিন্ তন্ত্রে লিঙ্গধারণং প্রতিপাদিতং তত্তন্ত্রং শ্রুতিভ্রষ্টানামিত্যত্র লিঙ্গম্। যথা "ছাগস্য বপায়া মেদসঃ" ইতি মন্ত্রলিঙ্গেন পশুশব্দ-সঙ্কোচঃ তথা।

না, তা নয়। কারণ, 'শ্রুতিপথগলিতানাং' ইত্যাদি সূতগীতাবচনে যে তন্ত্রপদ ব্যবহৃত হয়েছে তা তন্ত্রবিশেষ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই তন্ত্র শৈবাগম নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে জনসাধারণের ভাষায় জঙ্গম নামে খ্যাত ব্যক্তিরা এই শৈবাগম অনুসারে ধর্মকর্ম করেন। একথা যে যথার্থ তার জ্ঞাপক কোনো শাস্ত্রবচন আছে কি ? হ্যাঁ, আছে। পূর্বোক্তবচনের কাছেই জ্ঞাপক-বচন আছে। যথা—শ্রুতিমার্গভ্রষ্টদের জন্য সর্বতন্ত্রে অখিলদুঃখনাশক শিব-লিঙ্গধারণ প্রতিপাদিত হয়েছে। শ্রুতিমার্গনিরতদের পক্ষে তা ধারণ সর্বদা নিষিদ্ধ। ঐ বচনে শিবলিঙ্গধারণ শৈবাগমানুসারে বহুফললাভের সাধন, একথাই প্রতিপন্ন হয়েছে। শিবলিঙ্গধারণকারী সম্প্রদায়ের অনুবর্তীরা অর্থাৎ লিঙ্গায়তেরা দক্ষিণবাহুতে বা গলায় লিঙ্গ ধারণ করেন, এরূপ আচারও দেখা যায়। আর এই বচনে শ্রুতিমার্গভ্রষ্টদের জন্য 'সর্বতন্ত্রেষু' এই পদের পর 'প্রতিপাদিতম্' পদটির অধ্যাহার করতে হবে। এই ভাবে বিচারে দেখা যায়, যে-তন্ত্রে লিঙ্গধারণ প্রতিপাদিত হয়েছে সেই তন্ত্র শ্রুতিভ্রষ্টদের জন্য, এইটিই এক্ষেত্রে লিঙ্গ অর্থাৎ অর্থসঙ্কোচক লক্ষণ। যেমন "ছাগস্য বপায়া মেদসঃ" এই মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারা পশুশব্দের সঙ্কোচ হয়েছে অর্থাৎ অন্য পশুকে বাদ দিয়ে পশুশব্দের অর্থ ছাগপশুতে নিবদ্ধ হয়েছে ; তেমনি "শিবলিঙ্গ-ধারণরূপ লিঙ্গের দ্বারা 'তন্ত্র'শব্দেরও সঙ্কোচ করিতে হইবে।"

কিং চ, শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীলক্ষ্মণপ্রশ্নঃ—

ব্রহ্মক্ষত্রাদিবর্ণানামাশ্রমাণাং চ মোক্ষদম্।
স্ত্রীশূদ্রাণাং চ রাজেন্দ্র সুলভং মুক্তিসাধনম্॥
তব ভক্তায় মে ভ্রাত্রে ব্রূহি লোকোপকারকম্॥ ইতি॥

তদুত্তরং 'শ্রীরাম উবাচ' ইত্যারভ্য

দশাবরণপূজাং বৈ হ্যাগমোক্তাং প্রকারয়েৎ।
হোমং কুর্যাৎ প্রযত্নেন বিধিনা তন্ত্রকোবিদঃ[1]।
আগমোক্তেন[2] মার্গেণ কুণ্ডেনাগমবিত্তমঃ॥ ইতি॥

এবং ব্রাহ্মণাদীনাং বর্ণানাং ব্রহ্মচর্যাদীনামাশ্রমাণাং চ মোক্ষোপায়প্রশ্নে আগমোক্তপূজা কর্তব্যেতি তদুত্তরং অনন্যগতিকং বৈদিকেঽপি তান্ত্রিকং যৎ প্রতিপাদয়তি তন্মাৎসর্যশূন্যেন তত্ত্ববুভুৎসুনা ত্যক্তুমশক্যম্। ন হি চৈত্রঃ কুশলো বা ইতি প্রশ্নে মৈত্রঃ কুশলঃ ইতি প্রামাণিকঃ সন্ ব্রূয়াৎ। তস্মাৎ শ্রীরামোত্তরং ব্রাহ্মণাদিবিষয়ম্। ন হ্যবৈদিকো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়শ্চ লোকে প্রসিদ্ধঃ। ন চ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বা ব্রহ্মহত্যাদিমহাপাতকেন পাতিত্যং গতঃ বেদমার্গভ্রষ্টঃ —তত্র ব্রাহ্মণত্বং বেদমার্গগলিতত্বং উভয়ং চাস্তীতি স এব তন্ত্রোদিতেঽধিকারীতি বাচ্যম্; ব্রহ্মক্ষত্রাদিকল্যাণপ্রশ্নে তদুত্তররূপপূজাবিধানে—

স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ দ্বিজত্বং প্রাপ্য মানবঃ।
প্রাতঃ স্নানং প্রকুর্বীত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে।
বেদতন্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈর্মৃল্লেপনবিধানতঃ॥

ইতি দ্বন্দ্বসমাসেন একস্যৈব পুরুষস্য বৈদিকমন্ত্রসহিততান্ত্রিকমন্ত্রাণাং স্নানকরণত্বং বিধীয়তে। তথা চ বেদবাহ্যমুদ্দিশ্য তন্ত্রসামান্যানুষ্ঠানবিধিঃ ইতি স্বীকৃত্য শ্রীরামবাক্যপ্রামাণ্যনির্বাহো গীর্বাণগুরূণামপ্যশক্য এব।

তাছাড়া, শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীলক্ষ্মণের প্রশ্নে শোনা যায়—হে রাজেন্দ্র, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণসমূহের, ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণের, স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদের মোক্ষপ্রদানকারী এইটি অর্থাৎ লৌকিক পুষ্পাদি উপচারে তোমার পূজা সুলভ মুক্তির উপায়। তোমার ভক্ত ও ভাই আমি। আমাকে এই লোকোপকারক উপায় বল।

তার উত্তরে 'শ্রীরাম বললেন' এই বলে আরম্ভ করে বলা হয়েছে—তন্ত্রকোবিদ্ সাধক আগমোক্ত দশাবরণ পূজা করবে এবং যত্ন করে যথাবিধি

---

১ মন্ত্রকোবিদঃ ইতি ক্বচিৎ।

২ অগস্ত্যোক্তেন ইতি ক্বচিৎ।

হোম করবে। আগমবিৎ সাধক আগমোক্ত মার্গানুসারে সেই হোমের কুণ্ড নির্মাণ করবে।

এইভাবে দেখা যায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমস্থদের মোক্ষের উপায় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে আগমোক্ত পূজা কর্তব্য। শ্রীরামচন্দ্রের উক্ত উত্তরে অনন্যগতিকতাহেতু বৈদিকের পক্ষেও তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রতিপাদিত হয়েছে। মাৎসর্যহীন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই তান্ত্রিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করতে পারেন না। চৈত্র (চৈত্র নামক ব্যক্তিবিশেষ) কুশলে আছে কি ? এর উত্তরে কোনো প্রামাণিক বলতে পারেন না হ্যাঁ, মৈত্র (মৈত্র নামক ব্যক্তিবিশেষ) কুশলে আছে। কাজেই, রামচন্দ্রের উত্তর ব্রাহ্মণাদি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অবৈদিক এরূপ কথা লোকে প্রসিদ্ধ নয়। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ব্রহ্মহত্যাদি পাপ করে পতিত এবং বেদমার্গভ্রষ্ট হলে তার ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব এবং বেদমার্গভ্রষ্টত্ব উভয়ই থাকতে পারে আর এরূপ ব্যক্তিই রামচন্দ্রনির্দিষ্ট তন্ত্রোক্ত পূজায় অধিকারী, একথা বলা যায় না। কেননা, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র বলছেন—

মানব স্বীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানানুসারে দ্বিজত্ব লাভ করে। উপনয়নসংস্কার করে প্রথমে দেহশুদ্ধির জন্য সে বেদ ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে যথাবিধি মৃত্তিকালেপন ক'রে প্রাতঃস্নান করবে। এখানে বেদতন্ত্রোদিতৈঃ পদে দ্বন্দ্বসমাসের দ্বারা একই ব্যক্তির জন্য বৈদিক মন্ত্রের সহিত তান্ত্রিক মন্ত্রের দ্বারা স্নানক্রিয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, বেদবাহ্যদের জন্য তন্ত্রসুলভ অনুষ্ঠান বিহিত একথা স্বীকার করে স্বয়ং বৃহস্পতিও শ্রীরামের বাক্যের প্রামাণ্যনির্বাহ করতে পারবেন না।

এবং শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে উদ্ধবোপদেশে—

উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে ॥ ইতি ॥ (১১।২৭।২৬)

উপসংহারে তত্রৈব—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতান্ ॥ ইতি ॥ (১১।২৭।৪৯)

তস্মাৎ শ্রুতিপথগলিতানামিতি বচনং জঙ্গমাদিলিঙ্গধারিপরম্। এবং মুক্তিখণ্ডস্থপূর্বোক্তাত্যন্তগলিতানামিতি বচনে "পাঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ" ইতি আদিপদেন শৈবাগমস্য জঙ্গমপরিগৃহীতস্য গ্রহণং, ন জ্ঞানার্ণবকল্পসূত্রাদীনাম্,

অস্মিন্ বেদভ্রষ্টাধিকারিকত্বস্য কৢপ্তত্বেন তেন সহৈকবাক্যত্বাৎ। যচ্চ শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে "পূজা শক্তেঃ পরায়াস্তু" ইত্যারভ্য

বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রাস্তান্ত্রিকী তু সা।
তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি ॥

ইতি বচনং, তস্য অভিপ্রায়ঃ—বৈদিকঃ স্বগৃহ্যোক্তোপনয়নাদিসংস্কৃতঃ। তান্ত্রিকঃ তন্ত্রোদীরিতকুণ্ডমণ্টপাদিপুরস্সরং দীক্ষাসংস্কৃতঃ। ন তান্ত্রিকো নাম শ্রুতিপথগলিতঃ, তস্য পূর্বমেব নিরস্তত্বাৎ। তথা চ অনেন বচনেন উপনয়নাদিনিমিত্তে বৈদিকস্নানপূজাদিনৈমিত্তিকম্। তন্ত্রদীক্ষানিমিত্তে নৈমিত্তিকং তান্ত্রিকস্নানপূজাদি বিধীয়তে। যত্রৈকং নিমিত্তং তত্রৈকং কেবলবৈদিকে। শূদ্রাদৌ কেবলতান্ত্রিকম্। যত্র উভয়ং তত্র উভয়ানুষ্ঠানে ন কিমপি বাধকম্।

এইপ্রকার, শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবোপদেশে বলা হয়েছে—ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয়সিদ্ধির জন্য বেদ ও তন্ত্র এই উভয় মার্গেই আমার অর্চনা করবে।

এই অংশেরই উপসংহারে আছে—এই প্রকারে বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ অবলম্বনে অর্চনা করে আমার কাছ থেকে ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয় অভীপ্সিত সিদ্ধিলাভ করতে পারবে।

অতএব, 'শ্রুতিপথগলিতানাম্' এই বচন জঙ্গমাদি লিঙ্গধারীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। এমনিভাবে মুক্তিখণ্ডের পূর্বোক্ত 'অত্যন্তগলিতানাম্' এই বচনের 'পঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ' এই অংশে 'আদি'পদের দ্বারা জঙ্গমপরিগৃহীত শৈবাগম গ্রহণ করা হয়েছে, জ্ঞানার্ণবকল্পসূত্রাদি গ্রহণ করা হয় নি, কারণ, 'শ্রুতিপথগলিতানাম্' এবং 'অত্যন্তগলিতানাম্' এই উভয় বচনের একবাক্যতা দ্বারা শৈবাগম ও পাঞ্চরাত্রাদিতে বেদভ্রষ্টদের অধিকারিত্ব ব্যক্ত হয়েছে।

সূতসংহিতার শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে 'পূজা শক্তেঃ পরায়াস্তু' বলে আরম্ভ করে বলা হয়েছে—দ্বিজেন্দ্র, সেই পূজা বৈদিক ও তান্ত্রিক। তান্ত্রিক পূজা তান্ত্রিকের, অন্যের নয়; আর বৈদিক পূজা বৈদিকের।

এই বচনের তাৎপর্য—স্বগৃহ্যসূত্রোক্ত উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত ব্যক্তি বৈদিক আর তন্ত্রোক্ত কুণ্ডমণ্ডপাদি রচনা করে যে-দীক্ষাসংস্কার হয় তা দ্বারা সংস্কৃত ব্যক্তি তান্ত্রিক। তান্ত্রিক বলতে শ্রুতিমার্গভ্রষ্টকে বুঝায় না। শ্রুতিমার্গভ্রষ্টের নাম তান্ত্রিক—এমত পূর্বেই নিরস্ত হয়েছে। তা ছাড়া, এই বচনের দ্বারা উপনয়নাদিসংস্কারযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বৈদিক স্নানপূজাদি এবং তন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য তান্ত্রিক স্নানপূজাদি বিহিত হয়েছে। যাঁদের কেবল

উপনয়নাদি হয়েছে, তান্ত্রিক দীক্ষা হয় নি, তাঁদের জন্য শুধু বৈদিক স্নানপূজার ব্যবস্থা। শূদ্রাদি, অর্থাৎ যাঁদের উপনয়ন হয় না, তাঁদের পক্ষে শুধু তান্ত্রিক স্নানপূজা বিহিত। আর যে-ক্ষেত্রে উপনয়ন এবং তান্ত্রিক দীক্ষা উভয়ই হয়েছে সে-ক্ষেত্রে উভয় প্রকার অনুষ্ঠানে অর্থাৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক এই উভয় প্রকার স্নানপূজাদিতে কোনো বাধা নেই।

অস্যৈবার্থঃ স্পষ্টীকৃতঃ ত্রিপুরার্ণবে—

ত্রৈবর্ণিকৈর্বৈদিকান্তে তান্ত্রিকং ক্রিয়তেঽখিলম্ ॥ ইতি ॥ ইমমেবার্থং সংক্ষেপেণ শ্রীরামোঽপ্যাহ—বেদতন্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈরিতি। তস্মাৎ সর্বতন্ত্রানুষ্ঠানং বেদবাহ্যপরমিতি সিদ্ধান্তো বচনান্তরানবলোকনব্যামোহবিলাসরূপ এব। পাঞ্চরাত্রাদীনাং তু শ্রুতিপথগলিতমুদ্দিশ্যৈব প্রবৃত্তিঃ, তন্নাম গৃহীত্বা আহত্য বিধানাৎ।

এই বচনেরই অর্থ ত্রিপুরার্ণবতন্ত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে। তাতে আছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের লোকেরা বৈদিক ক্রিয়ার পর সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া করবে। শ্রীপরশুরামও 'বেদতন্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈঃ' এই বাক্যের দ্বারা উক্ত অর্থই সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। অতএব, সমস্ত তন্ত্রানুষ্ঠান বেদবাহ্যদের জন্য বিহিত এরূপ সিদ্ধান্ত অন্য বচন অবলোকন না করেই করা হয়েছে। এটি ব্যামোহবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। পাঞ্চরাত্রাদি শ্রুতিমার্গভ্রষ্টদের উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। কারণ, পূর্বোক্ত 'অত্যন্তগলিতানান্তু' ইত্যাদি বচনে পাঞ্চরাত্রাদির নাম করেই তাদের বেদভ্রষ্টপরত্ব ঘোষিত হয়েছে।

এবমেব কাপালমপি—

পাঞ্চরাত্রে চ কাপালে তথা কালামুখেঽপি চ।
অধিকারো বৈদিকানাং নাস্তি নাস্তি মুনীশ্বরাঃ ॥

ইত্যগস্ত্যসংহিতাবচনাৎ। তথা চ নির্ণীত এবার্থে ভট্টপাদানামভিপ্রায়ঃ। অতএব পাঞ্চরাত্রস্যৈব তন্ত্রমধ্যে পৃথক্ নাম গৃহীতম্। ন তু সর্ব্বতন্ত্রাণাং গ্রহণং কৃতং, তত্রৈব বেদবিরুদ্ধানাং স্মৃতিবিরুদ্ধানাং চ ধর্মাণাং ভূরিশ উপলভ্যমানত্বাৎ। ন হি শাক্যাদিবৎ শাক্তাদিতন্ত্রেষু বেদবিরুদ্ধমনুষ্ঠানমীষদপ্যুপলভ্যতে। যানি তু "বেদমার্গমিমং ত্যক্ত্বা"[১] ইত্যাদি বচনানি তানি বৈদিকস্য বৈদিকমার্গং সর্বথা ত্যক্ত্বা কেবলতন্ত্রমার্গাশ্রয়ণে তন্নিন্দাপরাণি, মুক্ত্বাবিনেত্যাদিশ্রবণাৎ।

---

১ রামেশ্বর এর আগে সূতসংহিতার অন্তর্গত ব্রহ্মগীতা থেকে যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে 'বেদমার্গমিমং মুক্ত্বা' এই পাঠ আছে এবং এখানে ও পরবর্তী বাক্যে 'মুক্ত্বাবিনেত্যাদিশ্রবণাৎ' এই পদে মুক্ত্বা পদটিই ব্যবহার করেছেন। কাজেই, এখানে 'মুক্ত্বা' স্থলে 'ত্যক্ত্বা' পাঠ অনবধানতাবশতঃ লিপিবদ্ধ হয়েছে মনে হয়।

কাপালতন্ত্রও এই প্রকার বেদভ্রষ্টদের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। প্রমাণ, অগস্ত্যসংহিতার এই বচন—মুনীশ্বরগণ, পাঞ্চরাত্র, কাপাল এবং কালামুখ এই সবে বৈদিকদের অধিকার নাই, নাই।

আমরা যা নির্ণয় করলাম অর্থাৎ কতকগুলি তন্ত্র বেদবাহ্য, সব তন্ত্র নয়, এই নির্ণয়, এটিই ভট্টপাদের অভিপ্রেত। সেইজন্যই তিনি তন্ত্রের মধ্যে পাঞ্চ-রাত্রেরই আলাদা করে নাম করেছেন, সব তন্ত্রের কথা বলেন নি। পাঞ্চরাত্রেই বেদবিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ ধর্ম ভূরি ভূরি দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধাদিতন্ত্রের মতো শাক্তাদিতন্ত্রে বেদবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান ঈষন্মাত্রও উপলব্ধ হয় না। "বেদমার্গ-মিমং মুক্ত্বা" এবং "বিনাবেদেন জন্তূনাং" ইত্যাদি বচনে মুক্ত্বা ও বিনা পদের প্রয়োগ থাকায় এই সব বচন, যিনি বৈদিক বেদমার্গ সর্বথা ত্যাগ করে কেবল তন্ত্রমার্গ আশ্রয় করেন, তাঁর নিন্দাসূচক বলে গ্রহণ করতে হবে।

যদ্বা—পূর্বং বেদমার্গং বিনিন্দ্য "তস্মাদ্বেদোদিতো হ্যর্থঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ[১]" ইতি সর্বেণ নিন্দাপ্রশংসারূপবিশিষ্টার্থবাদেন মিলিত্বা বেদমার্গা-চরণং কর্তব্যং ইত্যেকবিধিকল্পনে লাঘবম্। পূর্বপক্ষে নিন্দয়া তান্ত্রিককর্মণঃ সমুচ্চয়ঃ, "তস্মাদ্বেদোদিত" ইতি স্তুত্যা বৈদিককর্মণো বিধিঃ কল্প্যঃ ইতি গৌরবং স্যাৎ। পূর্বোক্তাগ্নিপুরাণবচনং পাদ্মং চ তন্ত্রবিশেষপরং পূর্বোক্তযুক্তেঃ।

অথবা, পূর্বে বেদমার্গের নিন্দা করার পর "তস্মাদ্বেদোদিতো হ্যর্থঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ" এই সবে নিন্দাপ্রশংসারূপবিশিষ্টার্থবাদ[২] মিলিত হওয়ায় বেদমার্গানুসরণ একমাত্র বিধি এরূপ কল্পনা করলে তা অশ্রদ্ধেয় হবে। পূর্বপক্ষে বেদমার্গের নিন্দা দ্বারা তান্ত্রিক কর্মের প্রশংসা এবং উত্তরপক্ষে 'তস্মাদ্বেদোদিত' ইত্যাদি বচনে বেদমার্গের স্তুতি দ্বারা বৈদিক কর্মের বিধি নির্দিষ্ট হয়েছে, এই ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় হবে। পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে পূর্বোক্ত অগ্নিপুরাণবচন এবং পদ্মপুরাণবচন বেদবাহ্য তন্ত্রবিশেষ সম্পর্কে প্রয়োজ্য মনে করতে হবে।

অতএব "তন্ত্রেষু দীক্ষিতঃ" ইত্যাদিবচনানি নিন্দারূপাণি বৈদিকপ্রশংসা-পরাণি ইতি শ্রীবিদ্যারণ্যস্বামিভিরপি তত্রৈব ব্যাখ্যাতম্। এবমেব ভট্টপাদৈঃ যোগস্য নিরস্তপ্রামাণ্যস্যাপি বিষয়ান্তরং সুধীভিরূহ্যম্। অপ্রকৃতত্বাৎ গ্রন্থবিস্তর-ভয়ান্নেহ লিখ্যতে।

অতএব, "তন্ত্রেষু দীক্ষিতঃ" ইত্যাদি বচন তন্ত্রমার্গের নিন্দাসূচক ও বৈদিক মার্গের প্রশংসাসূচক বিদ্যারণ্যস্বামীও সংসৃষ্ট প্রসঙ্গে এই ব্যাখ্যা করেছেন।

---

১ সূতসংহিতার অন্তর্গত ব্রহ্মগীতা থেকে রামেশ্বর পূর্বে যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে আছে—তস্মাদ্বেদোদিতো হ্যর্থঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্।

২ প্রশংসনীয় গুণের বা নিন্দনীয় দোষের কথন অর্থবাদ।

কুমারিলভট্টপাদ যোগশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নিরস্ত করেছেন। কিন্তু সে ভিন্ন বিষয়। সুধী ব্যক্তিরা তার বিচার করবেন। অপ্রাসঙ্গিক বলে এবং গ্রন্থ বেড়ে যাবে এই ভয়ে এখানে সে সম্বন্ধে কিছু লিখিত হল না।

ভট্টপাদোক্ত্যপেক্ষয়া পুরাণানাং তন্ত্রাণাং চ প্রামাণ্যং বরিষ্ঠম্। অতো দুর্বলপ্রমাণস্য প্রবলপ্রমাণানুসারেণ সঙ্কোচো যুক্ত এব। অন্যথা তস্মিন্নেব অধিকরণে "অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্যং চরেৎ" ইতি স্মৃতিঃ, "জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশোঽগ্নীনাদধীত" ইতি শ্রুতিঃ, অনয়োর্বিরোধঃ, ইত্থম্—নহ্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষানন্তরং বিবাহে জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশশ্চ পুরুষঃ প্রসিদ্ধোঽগ্ন্যাধানাধিকারী। অতো দ্বয়োর্বিরোধে প্রবলশ্রুত্যনুসারেণ স্মৃতিস্থ-ব্রাহ্মণপদং অন্ধাদিপরম্। তস্যাগ্রিমশ্রৌতকর্মানধিকারিত্বেন শ্রুত্যবিরোধ ইতি তৈরেব প্রতিপাদিতো গ্রন্থো বিরুধ্যতে। তস্মাদ্বৈদিকানাং শাক্তগাণেশাদি-তন্ত্রপ্রতিপাদিতকর্মস্বধিকার ইতি ভট্টপাদানামস্ত্যভিপ্রায় ইতি পূর্বযুক্তিভিঃ সিদ্ধম্। এতেন ভট্টোজিদীক্ষিতলিখিততন্ত্রপ্রামাণ্যখণ্ডনমপি পরাহতং উহ্যং সূরিভিঃ।

ভট্টপাদের উক্তি অপেক্ষা পুরাণ ও তন্ত্রের প্রামাণ্য অধিক। অতএব, প্রবল প্রমাণানুসারে দুর্বল প্রমাণের সঙ্কোচ যুক্তিযুক্ত। তন্ত্রবার্তিকে সেই অধিকরণেই, অর্থাৎ যে অধিকরণে তন্ত্রের অপ্রামাণ্য নির্ধারিত হয়েছে সেই অধিকরণেই, ভট্টপাদ 'ব্রাহ্মণ আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবেন' এই স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করেছেন এবং সেই সঙ্গে 'জাতপুত্র কৃষ্ণকেশ ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করবেন' এই শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করেছেন। এই উভয় নির্দেশের মধ্যে বিরোধ আছে। বিরোধটি এইপ্রকার—আটচল্লিশ বৎসরের পর যে-ব্রাহ্মণ বিয়ে করে পুত্র উৎপাদন করবেন তিনি আর তখন কৃষ্ণকেশ থাকবেন না। কাজেই, তিনি আর অগ্ন্যাধান করতে পারবেন না। কাজেই, জাতপুত্র কৃষ্ণকেশ ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করবেন আর ব্রাহ্মণ আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবেন, এই উভয় নির্দেশ পরস্পরবিরোধী। শ্রুতি ও স্মৃতির এই বিরোধে প্রবল শ্রুতিনির্দেশ অনুসারে দুর্বল স্মৃতিনির্দেশ সঙ্কোচ ক'রে অন্ধাদি সম্বন্ধে উক্ত স্মৃতিনির্দেশ প্রযোজ্য, এই অর্থ করতে হবে। কেননা, অন্ধাদির বিবাহের অধিকার নেই। এইভাবে স্মৃতিনির্দেশের সঙ্গে শ্রুতিনির্দেশের আর বিরোধ থাকে না। এরূপ সমাধান না করলে "ভট্টপাদকর্তৃক প্রতিপাদিত এই বিষয়েরই সঙ্গতি হয় না।" কাজেই, পূর্বযুক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হল শাক্তগাণপত্যাদিতন্ত্রপ্রতিপাদিত কর্মে বৈদিকদের অধিকার আছে, এটি ভট্টপাদেরও

অভিপ্রায়। এই যুক্তিবলে সূরিদের দ্বারা ভট্টোজিদীক্ষিতলিখিত[১] তন্ত্রপ্রামাণ্য-খণ্ডনও পরাহত ও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

পুরাণবচনানামপি ব্যবস্থোক্তৈব। যচ্চোক্তং দৃষ্টৈকপ্রয়োজনকত্বং মপঞ্চক-স্বীকারবিধায়কশাস্ত্রস্য লোভমূলতয়া প্রণীতত্বং চেতি, তচ্চ "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইতি, "সুরাগ্রহা গৃহ্যন্তে" ইত্যত্রাপি বেদে তুল্যম্। নহি ইদং প্রমাণং ইতি শ্রদ্ধামুৎসৃজ্য প্রামাণ্যব্যবস্থাং কর্তুং ব্রহ্মাপি সমর্থঃ। অতো বৈদিকানাং পূর্বসংস্কারবশাৎ উৎপন্নো 'বেদঃ প্রমাণং' ইতি শ্রদ্ধাবিশেষ এব প্রামাণ্যব্যবস্থাপকঃ প্রথমঃ। ততশ্চ তদবিরুদ্ধানামেব তন্মূলকতয়া প্রামাণ্যং, তদ্‌বিরুদ্ধং তু বৈদিকস্য অপ্রামাণ্যমেব। কিং চ—শ্রীসুন্দরীতন্ত্রাণি তু যথা তৈত্তিরীয়শাখাশেষভূতানি বৌধায়নাপস্তম্বাদিষট্‌সূত্রাণি প্রমাণং তথা সুন্দরী-তাপিনীপঞ্চকভাবনাকৌলোপনিষচ্ছেষাণি তদ্‌ব্যাখ্যানরূপাণি ন স্বকপোল-কল্পিতানি। অতোঽপি বেদব্যাখ্যানরূপত্বান্নিঃশঙ্কং বৈদিকৈঃ পরিগৃহীতব্যানি। মপঞ্চকাদিসেবনস্য যথা বেদাবিরুদ্ধতা তথা উপরিষ্টাৎ বক্ষ্যামঃ॥

পুরাণবচনসমূহের ব্যবস্থাও (তন্ত্রের প্রামাণ্য সম্পর্কে) উক্ত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে পঞ্চমকারসেবনবিধায়ক শাস্ত্র প্রণয়নের একমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় লোভমূলকতা; তেমনি বলা যায় বেদেও মাংস ও মদ্যের বিধান আছে। মাংস সম্বন্ধে বিধান—"অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত"—অগ্নীষোমোপ-যোগী পশু গ্রহণ করবে। আর মদ্য সম্বন্ধে বিধান—সৌত্রামণীযাগে "সুরাগ্রহা গৃহ্যন্তে"—সুরাগ্রহণকারীরা সুরা গ্রহণ করবে। কাজেই, এরকম শ্রুতিও লোভমূলক।

যে-কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে 'ইহা প্রমাণ' এইরূপ শ্রদ্ধা পরিত্যাগ ক'রে সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করতে স্বয়ং ব্রহ্মাও সমর্থ নন্। পূর্বসংস্কারবশতঃ বৈদিকদের অন্তরে প্রথমেই 'বেদ প্রমাণ' এইরূপ প্রমাণব্যবস্থাপক বিশেষ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। পরে তাঁদের কাছে যা বেদের অবিরোধী ও বেদমূলক তা প্রামাণ্য আর যা বেদবিরোধী তা অপ্রামাণ্য গণ্য হয়।

বৌধায়নসূত্র আপস্তম্বসূত্রাদি ষট্‌সূত্র যেমন তৈত্তিরীয়শাখার শেষভূত বলে প্রামাণ্য, তেমনি শ্রীসুন্দরীতন্ত্র অর্থাৎ শ্রীবিদ্যাবিষয়ক তন্ত্রসমূহও সুন্দরীতাপিনী-উপনিষৎ, ভাবনোপনিষৎ ও কৌলোপনিষদের শেষভূত, তাদের ব্যাখ্যানস্বরূপ, কাহারও স্বকপোলকল্পিত নয়। অতএব, এই সব তন্ত্রও প্রামাণ্য। সুতরাং

১ "সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত তন্ত্রের অপ্রামাণ্য স্থাপন করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আর পাওয়া যায় না"।—কৌলমার্গরহস্য, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০৮, পাদটীকা।

বৈদিকরা বেদের ব্যাখ্যানস্বরূপ বলে এই সব তন্ত্রকে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন। পঞ্চমকারসেবনও যে বেদের অবিরোধী তা পরে বলব।

শুদ্ধচিত্তস্যৈব সুন্দরীবিদ্যাঽধিকারঃ

বৈদিকৈর্গ্রাহ্যত্বেঽপি ন সর্বেষাং বৈদিকানামত্রাধিকারঃ। যথা ব্রহ্মস্বরূপস্য উপনিষদ্ভাগরূপবেদপ্রতিপাদ্যত্বেঽপি তজ্জিজ্ঞাসায়াং ন সর্বেষামধিকারঃ, কিন্তু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নানাং বৈদিকানামেবাধিকারঃ, তথাঽত্র কেষাংচিদেবাধিকারঃ। তথা হি ব্রাহ্মণস্য উপনয়নাদ্যারভ্য প্রথমভূমিকা স্বাধ্যায়াধ্যয়নম্। তদনন্তরং "স্থানুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ" ইতি অনর্থজ্ঞে নিন্দাং, "যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে" ইত্যর্থজ্ঞানে ফলং চ শ্রুত্বা অর্থজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং কাব্যনিগমনিরুক্ত-ব্যাকরণন্যায়ানধীত্য পূর্বমীমাংসাদ্যভ্যস্য বেদার্থং জ্ঞাত্বা "ন জ্ঞানমাত্রেণ কৃতার্থতামিয়াৎ" ইতি স্মৃত্যা অর্থং জ্ঞাত্বা কর্মাননুষ্ঠাতরি নিন্দাং শ্রুত্বা অনুষ্ঠানভূমিকামারূঢ়ো নিখিলস্মৃতিশ্রুত্যুদিতং কর্ম বহুজন্মস্বনুতিষ্ঠন্ তৈঃ কর্মভিঃ পরিশুদ্ধচিত্তঃ সংসারে নাত্যন্তমাসক্তো নাপ্যত্যন্তমনাসক্তশ্চ যদা ভবতি তদা ভক্তিভূমিকারোহণযোগ্যো ভবতি।

শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরই সুন্দরীবিদ্যায় অধিকার।

পূর্বোক্ত শ্রীবিদ্যাবিষয়ক তন্ত্রসমূহ বৈদিকের গ্রাহ্য হলেও সব বৈদিকের তাতে অধিকার নাই। যেমন ব্রহ্মস্বরূপ বেদের উপনিষদ্ভাগে প্রতিপাদিত হলেও ব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসায় সকলের অধিকার নাই, কেবলমাত্র সাধনচতুষ্টয়[১]-সম্পন্ন বৈদিকদের অধিকার; তেমনি, এক্ষেত্রেও কোনো কোনো বৈদিকেরই অধিকার, সকলের নয়। উপনয়নের পর ব্রাহ্মণের প্রথম ভূমিকা স্বাধ্যায় অধ্যয়ন। তারপর 'এই ভারবাহক স্থাণু হয়ে গিয়েছিল' এই বাক্যে অর্থজ্ঞানহীন ব্যক্তির নিন্দা এবং 'যে অর্থজ্ঞ সে সকল সুফল লাভ করে' এই বাক্যে অর্থজ্ঞানের ফল শুনে বেদার্থজ্ঞান লাভ করার জন্য কাব্য নিগম নিরুক্ত ব্যাকরণ ও ন্যায় অধ্যয়ন করার পর পূর্বমীমাংসাদি অধ্যয়ন করতঃ তিনি বেদার্থ অবগত হবেন। তারপর 'কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হয় না' এই স্মৃতি বাক্য জেনে এবং বেদার্থ জানার পরও কর্মানুষ্ঠান না করার নিন্দা শুনে অনুষ্ঠানভূমিকায় আরোহণ করে নিখিল স্মৃতিশ্রুতিনির্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠান বহুজন্ম ধরে করলে পর সেই সব কর্মের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হবে। এরূপ পরিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির যখন সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি থাকে না, অত্যন্ত অনাসক্তিও থাকে না; তখনই তিনি ভক্তিভূমিকায় আরোহণের যোগ্য হন।

---

১ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক পারত্রিক ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদিগুণষট্‌ক ও মোক্ষেচ্ছা—এই সাধনচতুষ্টয়।

তদুক্তং ভাগবতে—

"ন নির্বিণ্ণো ন চাসক্তো[1] ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ। ইতি ॥ (১১।২০।৮)

যদা ন নির্বিণ্ণঃ ন চাসক্তঃ ভক্তিযোগঃ তদা সিদ্ধিদঃ ইত্যর্থঃ। তাদৃশভক্তিভূমিকামনারুহ্য ন কদাপি পরমপুরুষার্থলাভঃ।

ক্তং শ্রীমদ্ভাগবতে—

অনিমিত্তা ভগবতি[2] ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ইতি ॥ (৩।২৫।৩৩)

এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—যে নির্বিণ্ণ অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত নয়, আসক্তও নয়, ভক্তিযোগ তার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। এর অর্থ কোনো ব্যক্তি যখন এমন হন যে তিনি বৈরাগ্যযুক্তও থাকেন না, আবার আসক্তও থাকেন না, তখন সেরকম অবস্থাতেই ভক্তিযোগ তাঁর পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ হয়। এরূপ ভক্তিভূমিকায় আরোহণ না করলে কখনো পরমপুরুষার্থ লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে এ বিষয়ে আরও বলা হয়েছে—অগ্নি যেমন ভুক্ত দ্রব্যকে আশু জীর্ণ করে তেমনি ভগবানের প্রতি যে-অহৈতুকী ভক্তি আশু অন্নময়াদি কোশ জীর্ণ করে তা সিদ্ধি অপেক্ষা গরীয়সী।

ভক্তিস্বরূপম্

তত্র ভক্তির্নাম আরাধ্যত্বপ্রকারকজ্ঞানবিশেষোঽনাহার্যঃ স্বাভাবিকঃ ইতি নৈয়ায়িকাঃ। ভক্তির্নাম ভগবদ্‌বিষয়িণী অন্তঃকরণস্য তদাকারতয়া পরিণামাত্মিকা বৃত্তিঃ। তত্র প্রমাণম্—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

ইতি ভগবদ্‌বিষয়প্রীতিযাচ্ঞায়াং প্রহ্লাদং প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যম্—

ভক্তির্ময়ি তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি ॥

ইতি। ভক্তিপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি বরদানেন স্মৃতির্মমাস্ত্বিতি ভক্তিযাচ্ঞৈবেতি জ্ঞায়তে। ন হি ঘটং যাচতঃ পটদানং যুক্তম্। তস্মাৎ অনুস্যূতভগবৎস্মৃতিঃ ভক্তিঃ, সৈব নিরুপাধিকী প্রীতিরিত্যপি ব্যবহ্রিয়তে ইতি পৌরাণিকাঃ।

নৈয়ায়িকদের মতে যা আহরণ করতে হয় না এমন স্বাভাবিক আরাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞানবিশেষ ভক্তি। এবিষয়ে পৌরাণিকদের মত—ভগবদ্‌বিষয়ে

---

১ নাতিসক্তো ইতি পাঠান্তরঃ ক্বচিৎ।

২ ভাগবতী ইতি পাঠান্তরঃ ক্বচিৎ।

তদাকারে পরিণামপ্রাপ্ত অন্তঃকরণবৃত্তির নাম ভক্তি। এ সম্পর্কে প্রমাণ— বিবেকহীন ব্যক্তিদের ভোগ্য বিষয়ের প্রতি যে নিশ্চল প্রীতি থাকে তোমাকে স্মরণ করে করে তোমার প্রতি আমার সেই প্রীতি জন্মেছে। আমার হৃদয় থেকে সে-প্রীতি যেন সরে না যায়। এই বলে প্রহ্লাদ ভগবদ্‌বিষয়ে প্রীতি যাচ্ঞা করেন। তার উত্তরে শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদকে বললেন—আমার প্রতি তোমার ভক্তি আছেই, আবার এইরূপই হবে।

ভক্তিপ্রাপ্তি হবে এই বরদানের দ্বারা বুঝা যায় প্রহ্লাদের "আমার স্মৃতি থাক অর্থাৎ আমার ভগবৎস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাক' এই যাচ্ঞা ভক্তি যাচ্ঞাই। কারণ, প্রহ্লাদ প্রার্থনা করেছিলেন ভগবানকে স্মরণ করে করে তাঁর অন্তরে যে-ভগবৎপ্রীতি জন্মেছে তা যেন সরে না যায়। কাজেই, এটি ভগবৎস্মৃতি। ভগবৎস্মৃতি আর ভক্তি এক না হলে ভগবান্ ভক্তিপ্রাপ্তির বর দিতেন না। কেউ ঘট চাইলে তাকে পট দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কাজেই, সিদ্ধান্ত দাঁড়াল, অনুস্যূত ভগবৎস্মৃতিই ভক্তি। পৌরাণিকদের মতে তাই আবার নিরুপাধিকী প্রীতি নামেও ব্যবহৃত হয়।

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।"

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌বচনমপি অখণ্ডশ্রীমদ্‌ভগবৎস্মৃতিপরম্। যুক্তং চৈতৎ, শ্রীভাগবতে অস্যৈবার্থস্যোক্তত্বাৎ। তথাহি।

দেবানাং গুণলিঙ্গানাং আনুশ্রবিককর্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
ভক্তির্ভাগবতী সৈব[১]..............।। ইতি।। (৩।২৫।৩২-৩৩)

গুণাঃ বিষয়াঃ লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈস্তেষাং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবানাং সত্ত্বমূর্তৌ হরাবেব যা বৃত্তিঃ অনিমিত্তা নিষ্কামা স্বাভাবিকী অযত্নসাধ্যা সা ভক্তিরিত্যর্থঃ। অনুশ্রবো বেদঃ তদুদিতং কর্ম আনুশ্রবিকং কর্ম যেষামিতি দেববিশেষণম্। এতেন ভক্তৌ প্রযোজকং আনুশ্রবিকং কর্মেতি সূচিতম্। অতো ভগবদাকারা মনোবৃত্তিরেব ভক্তিরিতি সিদ্ধম্ এবং "অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা", "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে", ইতি শাণ্ডিল্যসূত্রম্।

১ একাধিক মুদ্রিত ভাগবতে আছে—
দেবানাং গুণলিঙ্গানাং আনুশ্রবিককর্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥ (৩।২৫।৩২-৩৩)
কাজেই, 'ভক্তির্ভাগবতী সৈব' এই উদ্ধৃতাংশ মূলানুগ নয় বলেই সন্দেহ হয়।

"আমাতে বা আমার বিষয়ে অনন্যযোগের দ্বারা হয় অব্যভিচারিণী ভক্তি" এই ভগবদ্‌বাক্যও অখণ্ড ভগবৎস্মৃতিবিষয়ক। অর্থাৎ "এই বাক্যেও ভগবান্ অখণ্ড ভগবৎস্মৃতি অর্থেই অব্যভিচারিণী ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।" এটি যুক্তিযুক্ত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই বিষয়ই ব্যক্ত হয়েছে। যেমন—সত্ত্বমূর্তি হরির প্রতি যিনি একমনা এরূপ ব্যক্তির বৈদিক কর্মপরায়ণ বিষয়গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়-গণের ভগবদ্‌বিষয়ে যে-স্বাভাবিক বৃত্তি, তাই ভক্তি।

গুণাঃ মানে বিষয়সমূহ, লিঙ্গ্যন্তে মানে জ্ঞাত হয়, যৈঃ যাদের দ্বারা, সেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাদের সত্ত্বমূর্তি হরির প্রতি যে-অনিমিত্তা অর্থাৎ নিষ্কাম, স্বাভাবিকী অর্থাৎ অযত্নসাধ্য বৃত্তি, তাই ভক্তি। অনুশ্রব মানে বেদ। বেদ-বিহিত কর্ম আনুশ্রবিক কর্ম। এরূপ কর্ম যাঁদের তাঁরা আনুশ্রবিককর্মা। 'আনুশ্রবিককর্মণাং' পদ 'দেবানাং' পদের বিশেষণ। এ দ্বারা আনুশ্রবিক কর্ম ভক্তিবিষয়ে প্রযোজক এইটি সূচিত হয়েছে। অতএব, ভগবদাকারা মনোবৃত্তিই ভক্তি, এটি সিদ্ধ হল। শাণ্ডিল্যসূত্রেও 'অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা' এবং 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' এই দুই সূত্রে এই প্রকারেই ভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে।

উপাসনস্য ভক্তিসাধনত্বম্

এতাদৃশভক্তিভূমিকামারুরুক্ষুঃ তৎসাধনীভূতাং ভগবদুপাস্তিং কুর্যাৎ। উপাস্তির্নাম—ভগবদুদ্দেশেন নিষ্কামং সর্ববস্তুত্যাগঃ, ভগবৎকথাশ্রবণং, ভগবন্মন্ত্রজপঃ, ভগবন্নামস্তোত্রকীর্তনমিত্যেতদন্যতমম্। এতস্য ভক্তিহেতুত্বং শ্রীমদ্‌ভাগবতে—

পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্‌ভক্তেঃ কারণং পরম্॥
শ্রদ্ধাঽমৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনে[১]।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।*

---

১ শশ্বন্মদনুকীর্তনম্ ইতি মুদ্রিতগ্রন্থধৃতঃ পাঠঃ।

* এর পরবর্তী নিম্নোক্ত অংশ রামেশ্বর উদ্ধৃত করেন নি—

মদ্‌ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্॥ ১১।১৯।২১-২২

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং কৃতম্[১] ॥
এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ইতি ॥

উপাসনার ভক্তিসাধনত্ব

এইরূপ ভক্তিভূমিকায় আরোহণ করতে যিনি ইচ্ছুক তাঁকে তার উপায়স্বরূপ ভগবদুপাসনা করতে হবে। উপাসনা বলতে বুঝায় ভগবানের উদ্দেশে নিষ্কামভাবে সর্ববস্তুত্যাগ, ভগবৎ-কথাশ্রবণ, ভগবানের মন্ত্রজপ, ভগবানের নামকীর্তন, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকার উপাসনার ভক্তি-হেতুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। যথা—পুনরায় আমার প্রতি ভক্তির পরম কারণ বলছি। আমার অমৃতকথায় এবং অনুকীর্তনে চিরশ্রদ্ধা, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, স্তোত্রসমূহের দ্বারা আমার স্তবন, আমার পরিচর্যায় সমাদর, সর্বাঙ্গের দ্বারা আমার প্রণাম, আমার জন্য অর্থ-ভোগ ও সুখ-ত্যাগ, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ দান হোম জপ ব্রত, হে উদ্ধব, এই প্রকার ধর্মের দ্বারা যে-মানুষ আমার কাছে আত্মনিবেদন করে, আমার প্রতি তার ভক্তি জন্মায়। তার আর কি প্রার্থিত বস্তু অবশিষ্ট থাকতে পারে?

ভক্তিসাধনত্বাদেবোপাস্তৌ শ্রীভাস্কররায়ৈঃ সেতুবন্ধে—"ভক্তির্দ্বিবিধা, গৌণী মুখ্যা চেতি। তত্রাদ্যা সগুণব্রহ্মণঃ ধ্যানার্চনজপনামকীর্তনাদিরূপা সম্ভবৎ-সমুচ্চায়িকা। পরভক্তিস্তু এতজ্জন্যানুরাগবিশেষরূপা" ইতি কথিতম্। এতাদৃশী ভক্তিশ্চ সগুণব্রহ্মণ্যেব সম্ভবতি। এতাদৃশং সগুণব্রহ্ম স্বোপাসকানুরাগানু-সারেণ রামকৃষ্ণাদিনানাস্বরূপং লভতে। তত্তৎস্বরূপভক্তিসাধনান্যেব প্রতিপাদ্যন্তে তন্ত্রেষু পুরাণেষু চ। তন্মূলভূতাঃ শ্রুতয়ঃ উপনিষৎসংজ্ঞকাশ্চোপলভ্যন্তে নৃসিংহতাপিনীরামতাপিন্যাদিরূপাঃ, সুন্দরীবিষয়ে ত্রিপুরোপনিষদ্-ভাবনোপনিষদিত্যাদয়ঃ। তৎপ্রতিপাদ্যপরব্রহ্মণঃ শাব্দনিশ্চয়ে জাতে সতি সদা সংসারে নাত্যন্তমাসক্তিঃ নাপ্যত্যন্তমনাসক্তির্ভবতি। স চ ভক্তিসাধনো-পাস্তাবধিকারী। এতাদৃশাধিকারপ্রাপ্তিশ্চ ভক্তিভূমিকারুরুক্ষুত্বং চ নাল্পপুণ্যেন, কিন্তু অনেককোটিজন্মসাধিতসুকৃতলভ্যম্। তত্রাপি সুন্দরীভক্তি-স্ততোঽপি দূরতরা। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

যস্যান্যদেবতানামকীর্তনং জন্মকোটিষু।
তস্যৈব ভবতি শ্রদ্ধা শ্রীদেবীনামকীর্তনে।
চরমে জন্মনি যথা শ্রীবিদ্যোপাসকো ভবেৎ ॥ ইতি ॥

---

১ মদব্রতং তপঃ ইতি কেচিন্মুদ্রিতগ্রন্থধৃতঃ পাঠঃ।

স্থলান্তরেঽপি—

যস্য নো পশ্চিমং জন্ম যদি বা শঙ্করঃ স্বয়ম্।
তেনৈব লভ্যতে বিদ্যা শ্রীমৎপঞ্চদশাক্ষরী।
মোক্ষৈকহেতুর্বিদ্যা চ শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি॥

শ্রুতিরপি—

"অশ্রু (শৃ ?) তাসঃ শ্রু (শৃ ?) তাসশ্চ[১]। যজ্বানো যেঽপ্যযজ্বনঃ। স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্তে। ইন্দ্রমগ্নিং চ যে বিদুঃ। সিকতা ইব সংযন্তি। রশ্মিভিস্ সমুদীরিতাঃ। অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চ। ঋষিভিরদাৎ পৃশ্নিভিঃ।।" ইতি তৈত্তিরীয়ারণ্যকে। (১।১৭।১৩-১৪)

উপাসনার ভক্তিসাধনত্ব সম্পর্কে ভাস্কররায় সেতুবন্ধে লিখেছেন—ভক্তি দ্বিবিধা, গৌণী আর মুখ্যা। প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান অর্চনা জপ নামকার্তন ইত্যাদির সমুচ্চয়রূপা গৌণী ভক্তি। গৌণীভক্তিজাত অনুরাগবিশেষকে পরাভক্তি বলা হয়। এরূপ ভক্তিও সগুণ ব্রহ্মের প্রতিই সম্ভব। এমনি সগুণ ব্রহ্ম স্বীয় উপাসকের অনুরাগ-অনুসারে রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি নানারূপ গ্রহণ করেন। সেই সেই রূপের ভক্তিসাধনসমূহ তন্ত্রে ও পুরাণে প্রতিপাদিত হয়েছে। তন্ত্র ও পুরাণের মূলীভূত শ্রুতিসমূহ নৃসিংহতাপিনী রামতাপিনী ইত্যাদি উপনিষৎ এবং ত্রিপুরসুন্দরীবিষয়ে ত্রিপুরোপনিষৎ ভাবনোপনিষৎ ইত্যাদিরূপে পাওয়া যায়। এই শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের শাব্দজ্ঞান জন্মালে সংসারে আর অত্যন্ত আসক্তিও থাকে না, অত্যন্ত অনাসক্তিও থাকে না। যাঁর এরূপ হয় সেই ব্যক্তি ভক্তিসাধন উপাসনার অধিকারী। এরকম অধিকারপ্রাপ্তি ও ভক্তিভূমিকায় আরোহণের ইচ্ছা অল্পপুণ্যে হয় না; অনেক জন্মে কৃত সুকৃতির ফলে হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আবার ত্রিপুরসুন্দরীর প্রতি ভক্তি আরও দূরতর অর্থাৎ আরও অনেক জন্মকৃত সুকৃতির ফলে লভ্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তা বলা হয়েছে—কোটি কোটি জন্মে যে অন্যদেবতার নামকীর্তন করেছে তার দেবীর নামকীর্তনে শ্রদ্ধা হয় আর সে সর্বশেষ জন্মে শ্রীবিদ্যার উপাসক হয়।

অন্যত্রও বলা হয়েছে—যার আর পরজন্ম হবে না একমাত্র সে পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরসুন্দরীর পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র লাভ করতে পারে।

১ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত সায়ণভাষ্যসমন্বিত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং মহাদেব শাস্ত্রী-সম্পাদিত ভট্টভাস্করভাষ্যযুক্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (Bibliotheca Sanskrita No. 26) অশৃতাস শৃতাশ্চ (১।২৭।১৩-১৪) এই পাঠ আছে।

স্বয়ং শঙ্কর হলেও এই কথা। শ্রীবিদ্যাই[1] মোক্ষের একমাত্র হেতুস্বরূপ বিদ্যা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তৈত্তিরীয় অরণ্যকশ্রুতিও বলেছেন—অপক্কচিত্ত এবং পক্কচিত্ত ব্যক্তিগণ, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্মানুষ্ঠানকারী এবং তাঁদের বিপরীত ব্যক্তিগণ, এঁদের মধ্যে যাঁরা পরমৈশ্বর্যযুক্ত পরমাত্মাকে এবং অরুণকেতু অগ্নিকে যথার্থতঃ জানেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ করেন। তাঁরা উক্ত জ্ঞান ভিন্ন স্বর্গে গমন বা মোক্ষলাভের অন্য উপায়াপেক্ষী নন। বায়ু দ্বারা উত্থিত ধূলি যেমন কোথাও কোথাও সংহত হয় অর্থাৎ রাশীকৃত হয় তেমনি এই সব জীব রজ্জু-স্থানীয় কর্মের দ্বারা কর্মার্জ্জনের ও কর্মফলভোগের স্থান থেকে কর্মগুণানুসারে প্রেরিত হয়ে একত্র হন আবার অন্যরূপ কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এঁদের সকলকে অনুগ্রহ করার জন্য পরমেশ্বর তত্ত্বপ্রকাশক মন্ত্রের দ্বারা জ্ঞান দেন। (প্রধানতঃ সায়ণ এবং অংশতঃ ভট্টভাস্করের ভাষ্য-অনুসারে এই অনুবাদ করা হয়েছে)।

উপাসনাধিকারস্য স্বান্তঃকরণৈকবেদ্যত্বম্

এতাদৃশভক্তিভূমিকাধিকারঃ স্বান্তঃকরণৈকবেদ্যঃ ন পরেষাং প্রত্যক্ষঃ, ন বা দশাবিশেষেণ বা বয়োবিশেষেণ বা অনুমাতুং শক্যঃ, তেষাং ব্যভিচারস্য দর্শনাৎ, প্রহ্লাদধ্রুবাদীনাং বাল্য এব ঈদৃশভূমিকাপ্রাপ্তিদর্শনাৎ। ক্বচিদ্ধেত্বাভাসেনানুমিতিঃ। সা প্রমাঽপি ভবিতুমর্হতি কদাচিৎ। যথা অগস্ত্যসংহিতায়াং বিরূপাক্ষং প্রতি তৎকন্যাপ্রশ্নে ব্রাহ্মণবাক্যং—

অয়ি পুণ্যনিধে পুত্রি প্রাক্তনৈঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
ত্রিবর্ষাপি সমারূঢ়া ভক্তিভূমিং সুদুর্লভাম্।
গৌরীবীজং জগদ্বীজং মত্তঃ প্রাপ্নুহি সুব্রতে॥

ইত্যনুমিত্যৈব কন্যকাভূমিজ্ঞানাৎ।

উপাসনাধিকার স্বীয় অন্তঃকরণবেদ্য

এই প্রকার ভক্তিভূমিকাধিকার কেবলমাত্র সাধকের স্বীয় অন্তঃকরণবেদ্য অর্থাৎ সাধক কেবলমাত্র নিজেই মনে মনে তা বুঝতে পারেন, অন্য লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। দশা[2]বিশেষ কিংবা বয়সবিশেষের দ্বারাও তা অনুমান করা যায় না, কেননা, এক্ষেত্রে ব্যভিচার অর্থাৎ যে দশায় বা বয়সে

---

১ স্ত্রীমন্ত্রকে বলা হয় বিদ্যা। শ্রীবিদ্যা মানে ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্র। আবার ত্রিপুরসুন্দরীকেও শ্রীবিদ্যা বলা হয়।

২ গর্ভবাস জন্ম বাল্য কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থাবির্য্য জরা প্রাণরোধ ও মৃত্যু এই দশ দশা অর্থাৎ অবস্থা।

এটি প্রত্যাশিত তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন প্রহ্লাদ ধ্রুব এঁরা বাল্যেই ঈদৃশভূমিকা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কোথাও কোথাও হেত্বাভাসের দ্বারা উক্ত অধিকারের অনুমান হয়। সেই অনুমানও কদাচিৎ যথার্থ জ্ঞান হতে পারে। যেমন অগস্ত্যসংহিতায় দেখা যায় বিরূপাক্ষ নামক ব্রাহ্মণকে তাঁর কন্যা প্রশ্ন করলে তার উত্তরে তিনি বলছেন—ওগো পুণ্যবতী মেয়ে, পূর্বজন্মকৃত অনেক পুণ্যসঞ্চয়ের ফলে তুমি তিন বছর বয়সেই সুদুর্লভ ভক্তিভূমিকায় আরোহণ করেছ। সুব্রতা, আমার কাছ থেকে জগতের বীজস্বরূপ গৌরীবীজ অর্থাৎ গৌরীর বীজমন্ত্র গ্রহণ কর।

এখানে কন্যা যে ভক্তিভূমিকায় আরূঢ় তা অনুমানের দ্বারা জানা গেছে। মন্থানভৈরবতন্ত্রেঽপি অনুমানং কর্তব্যমিতি বিধিরস্তি—

একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চবর্ষাণ্যালোচ্য যোগ্যতাম্।
ভক্তিযুক্তান্ গুণাংশ্চাপি ক্রমাদ্‌বর্ণে সসঙ্করে।
পশ্চাদুক্তক্রমেণৈব বদেদ্‌বিদ্যামনন্যধীঃ॥ ইতি॥

তথাপ্যনুমিতেঃ বিসম্বাদিপ্রবৃত্তেঃ কদাচিৎসম্ভবাৎ দীক্ষাগ্রহণে যঃ প্রবর্ততে সঃ স্বাধিকারং সম্যগ্‌বিচার্যৈব প্রবৃত্তিং কুর্যাৎ। অন্যথা অনধিকারী সন্ যদি প্রবর্তেত তর্হি শূদ্রেণ বেদাধ্যয়নে কৃতে যৎফলং তদেব অস্যাপি স্যাৎ, অনধিকার্যনুষ্ঠিতত্বস্য তুল্যত্বাৎ। অতোঽধিকারং স্বচেতসা বিচার্য নিরুক্তভূমিকামারোঢুং যো যোগ্যঃ স এব ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সঙ্করজাতীয়ঃ স্ত্রী যো বা কো বা সংসারে ন নির্বিণ্নঃ ন চাসক্তঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ স এব অধিকারী, ন শ্রুতিপথগলিতঃ অধিকারী ইতি সিদ্ধম্।

মন্থানভৈরবতন্ত্রেও উপাসনাধিকার সম্বন্ধে অনুমান কর্তব্য বলে বিধি আছে। যথা—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং বর্ণসঙ্কর এদের যথাক্রমে এক দুই তিন চার এবং পাঁচ বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এরা ভক্তিযুক্ত যথোচিত গুণের অধিকারী কিনা। উপযুক্ত বিবেচিত হলে পূর্বোক্ত ক্রমানুসারেই এদের অনন্যধী গুরু বিদ্যা প্রদান করবেন।

তথাপি অনুমানের ব্যাপারে কখনো কখনো বিসম্বাদের অর্থাৎ তার যথার্থতা সম্বন্ধে বিরোধিতার সম্ভাবনা থাকায় যে-ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণে প্রবৃত্ত হতে চান তিনি নিজের অধিকার সম্যক্ বিচার করে অর্থাৎ নিজের মনের দ্বারা তা বিচার করে তবে তাতে প্রবৃত্ত হবেন। অনধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রবৃত্ত হলে শূদ্রের বেদাধ্যয়নে যে-ফল লাভ হয় তারও সেইফল লাভ হবে; কেননা, অনধিকারীর কার্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। অতএব, সংসারে অত্যন্ত

নিরাসক্ত বা অত্যন্ত আসক্ত নন এমন জিতেন্দ্রিয় যে-ব্যক্তি নিজের মনের দ্বারা বিচার করে নিজেকে কথিত ভূমিকায় আরোহণ করার যোগ্য মনে করেন তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্করজাতীয়, স্ত্রীলোক, যে কেউই হোন না কেন, তিনিই ভক্তিভূমিকায় কৌলমার্গে পরাশক্তির উপাসনায় অধিকারী, কেবল বেদভ্রষ্ট ব্যক্তি অধিকারী, তা নয়, একথা প্রমাণিত হল।

কল্পসূত্রস্য বৈদিকৈর্ব্যাখ্যেয়ত্বম্

অতএব শ্রীশঙ্করভগবৎপাদানাং তন্ত্রানুসারিপ্রপঞ্চসারনামক-নিবন্ধনির্মাণমপি সাধু সংগচ্ছতে। ন চ বেদপথগলিতোপরি যথা কৃপয়া শিবেন তন্ত্রাণি নির্মিতানি তথা তদুপরি কৃপয়ৈব ভগবৎপাদৈঃ নির্মিতমিতি বক্তুং শক্যতে,নেদং সাধকমিতি বাচ্যম্। ভগবৎপাদানাং বৈদিক এব পক্ষপাতো ন তদন্যস্মিন্। তথা অসতি বুদ্ধাদিশাস্ত্রানুসার্যপি নিবন্ধরচনং স্যাৎ। কিং চ স্বকৃতমানসপূজায়াং—

মন্ত্রাংস্তান্ত্রিকবৈদিকান্ পরিপঠন্ সানন্দমত্যাদরাৎ।
স্নানং তে পরিকল্পয়ামি জননি স্নেহাৎ ত্বমঙ্গীকুরু ॥

ইতি শ্লোকে তান্ত্রিকবৈদিকয়োঃ সমুচ্চয়লেখনেন তান্ত্রিকত্বং বৈদিকত্বমবিরুদ্ধং তদভিপ্রেতং সুস্পষ্টম্। তস্মাৎ বৈদিকৈঃ ইদং ব্যাখ্যেয়ং কল্পসূত্রম্ ॥

কল্পসূত্রের বৈদিকদ্বারা ব্যাখ্যার্হতা

এইজন্য, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্যের তন্ত্রানুসারী প্রপঞ্চসার নামক নিবন্ধ (অর্থাৎ প্রপঞ্চসারতন্ত্র) রচনা ঠিকই হয়েছে। বেদমার্গভ্রষ্টদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে শিব যেমন তন্ত্র রচনা করেছেন তেমনি তাদের প্রতি কৃপা করেই ভগবৎপাদও প্রপঞ্চসার রচনা করেছেন একথা বলা যায় না। কেননা, এটি কোনো কাজের কথা হবে না। কারণ, ভগবৎপাদের বৈদিক মার্গের প্রতিই পক্ষপাত ছিল, অন্য কোনো মার্গের প্রতি নয়। বৈদিক ভিন্ন অন্য মার্গের প্রতি পক্ষপাত থাকলে বৌদ্ধাদিশাস্ত্রানুসারী নিবন্ধ রচনাও তিনি করতে পারতেন। তাছাড়া, স্বকৃত মানসপূজায়ও তিনি বলেছেন—জননী, তান্ত্রিক ও বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে সানন্দে অতিশয় যত্ন সহকারে তোমার স্নান পরিকল্পনা করছি, স্নেহবশতঃ তুমি তা অঙ্গীকার কর। এই শ্লোকে তান্ত্রিক ও বৈদিক মন্ত্র পাঠের সমুচ্চয়-উল্লেখ থাকার জন্য তান্ত্রিকত্ব বৈদিকত্বের অবিরোধী, এটিই যে ভগবৎপাদের অভিপ্রায়, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব, বৈদিকদের দ্বারাও কল্পসূত্রের ব্যাখ্যা সঙ্গত।

তন্ত্রানুষ্ঠানস্য কলিবর্জ্যত্বশঙ্কানিরাসঃ

ননু ব্রাহ্মণানাং ভবতু তন্ত্রে অধিকারঃ, তথাপি ন কলিযুগে। তদুক্তং ব্রাহ্মে কলিবর্জ্যগণনাবসরে—

মন্ত্রদীক্ষা চ সর্বেষাং কমণ্ডলুবিধারণম্।
মহাপ্রস্থানগমনং গোসংজ্ঞপ্তি চ গোসবে ॥

ইত্যেষাং কলিযুগে বর্জ্যত্বশ্রবণাৎ, পূর্ববচনানি সর্বাণি কৃতাদিপরত্বেনোপসংহার্যাণি। ন চ নিষেধস্য প্রাপ্তিমুপজীব্যৈব প্রবৃত্তেঃ পূর্ববচনৈঃ প্রাপ্তৌ অনেন নিষেধে তুল্যবলত্বেন "ন তৌ পশৌ করোতি" ইতি দাশমিকচরমপদন্যায়তুল্যত্বেন বিকল্প এব কিং ন স্যাৎ ইতি বাচ্যম্। যদি নিষেধো ভবেৎ তর্হি বিকল্পো ভবেৎ। নায়ং নিষেধঃ। কিন্তু "যজতিষু যেযজামহং করোতি নানূযাজেষু" ইতিবৎ। "দীক্ষাং কুর্বীত মতিমান্" ইতি বচনং, কলৌ "মন্ত্রদীক্ষা ন কর্তব্যা" ইতি বচনং, তয়োরেকবাক্যতায়াং ক্রিয়মাণায়াং, কলিভিন্নে কর্তব্যমিতি পর্যুদাসসম্ভবেন বিকল্পানবকাশাৎ, ইতি চেৎ—মৈবম্। ব্রাহ্মে ভূরিপুস্তকেষু 'মন্ত্রদীক্ষা চ সর্বেষাং' ইতি নোপলভ্যতে। অতোঽল্পপুস্তকেষু উপলভ্যমান ঈদৃশপাঠোঽপ্রামাণিক এব। যদি চ প্রামাণিক ইত্যাগ্রহঃ তথাপি লৈঙ্গে—

কলাবারাধনং শম্ভোরাগমেনৈব নান্যথা ॥ ইতি ॥

তন্ত্রে অর্থাৎ তান্ত্রিক দীক্ষাদিতে ব্রাহ্মণদের অধিকার থাকলেও কলিযুগে তা নেই। ব্রহ্মপুরাণে কলিযুগে বর্জনীয় বস্তুর গণনাবসরে বলা হয়েছে—সকলের মন্ত্রদীক্ষা, কমণ্ডলুধারণ, মহাপ্রস্থানে গমন এবং গোসবে অর্থাৎ গোমেধ যজ্ঞে গোবধ, এই সব বর্জনীয়। এই সব কলিযুগে বর্জনীয় এই শাস্ত্র বচনানুসারে তান্ত্রিক দীক্ষাদি কলিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়েছে। কাজেই, পূর্বোদ্ধৃত সব বচন কলি ভিন্ন সত্যাদি অন্য যুগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, এই উপসংহার করতে হয়। এরকম কথা উঠলে তার উত্তরে বলতে হয়, না, তা হয় না। কেননা তান্ত্রিক দীক্ষানুষ্ঠানাদিতে প্রবৃত্তিবিষয়ে নিষেধবাক্যপ্রাপ্তিই একমাত্র উপজীব্য হতে পারে না। কারণ, পূর্বোদ্ধৃত বচনগুলিতে দীক্ষাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিবিষয়ে বিধিবাক্য থাকায় তা দ্বারা নিষেধ ও বিধি তুল্যবল হয়। 'ন তৌ পশৌ করোতি' এতে দাশমিকচরমপাদন্যায়তুল্যত্বহেতু বিকল্প বিহিত হয়েছে কিনা তাও বলা দরকার। যদি নিষেধ থাকে, তা হলে বিকল্পও থাকবে। কিন্তু "যজতিষু যেযজামহং করোতি নানূযাজেষু" এই বচনে যেমন তেমনি এখানেও নিষেধ নেই। "দীক্ষাং কুর্বীত মতিমান্"—মতিমান্ দীক্ষা গ্রহণ করবে; এই বচন এবং "মন্ত্রদীক্ষা ন কর্তব্যা'—মন্ত্রদীক্ষা কর্তব্য নয়, এই বচন, উভয়ের

একবাক্যতার জন্য কলিভিন্ন যুগে তান্ত্রিক দীক্ষা কর্তব্য, কলিযুগে নয়, এই রকম বিধিনিষেধ সম্ভবপর বলে বিকল্পের অবকাশ নাই, একথাও বলা যায় না। ব্রহ্মপুরাণের অনেক পুস্তকে 'মন্ত্রদীক্ষা চ সর্বেষাং' ইত্যাদি বচন পাওয়া যায় না। অতএব, অল্পসংখ্যক পুস্তকে পাওয়া যায় বলে এই প্রকার বচন অপ্রামাণিক। আর যদি বা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায় তথাপি লিঙ্গপুরাণে পাওয়া যায়—কলিযুগে আগমানুসারে শিবের আরাধনা করতে হবে, অন্য প্রকারে নয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে—"কলিযুগে তন্ত্রেণৈব পূজা কর্তব্যা" ইতি বচনং পূর্বত্রৈবোদাহৃতম্, "কলৌ যুগে মহাদেবি ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ সুপূজিতা।" ইতি রহস্যার্ণববচনম্, এবং রুদ্রযামলাদিবহুতন্ত্রেষু কলৌ কর্তব্যত্বোপলব্ধেঃ—বহু-বচনানুসারেণ ব্রহ্মপুরাণস্থবচনং কলাবতিসাবধানেন ইন্দ্রিয়াদীন্ জিত্বা কর্তব্যতাং প্রতিপাদয়তি। অতএব ব্রাহ্মবচনাবসানে কলৌ ন কর্তব্যং ইতি নোক্তম্। কিন্তু "ইমানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্তিতানি" ইতি নিবৃত্তেঃ ফলং লোকোপকার উক্তঃ। উপকারশ্চেত্থম্। যঃ কশ্চন জিতেন্দ্রিয়ঃ ইমে ধর্মাঃ অবশ্যং কর্তব্যাঃ ইতি শাস্ত্রে ভারং নিক্ষিপ্য প্রবৃত্তশ্চেৎ অন্যোঽপি রাগান্ধো রাগং পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তশ্চেৎ এতদেবেতি তদনুগ্রহায়ৈব ত্যাগঃ। [ন] "নৈকাদশ্যাং ভোজনং কার্যং" ইতিবন্নিষেধপরঃ। ইমমেবার্থং শ্রীশিবঃ তন্ত্রেষু প্রকটিতবান্—পরমানন্দতন্ত্রে—

অসিধারাব্রতসমো মনোনিগ্রহহেতুকঃ।
স্থিরচিত্তস্য সুলভঃ সফলস্তূর্ণসিদ্ধিদঃ।
অন্যস্য বিফলো দুঃখহেতুঃ স্যাৎ পরমেশ্বরি ॥ ইতি ॥

ত্রিপুরার্ণবেঽপি—

ইতো মদ্যমিতো মাংসং ভক্ষ্যমুচ্চাবচং তথা।
তরুণ্যশ্চারুবেষাঢ্যা মদারুণবিলোচনাঃ।
তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্বথা হ্যতিদুষ্করম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনস্য কথং স্যাদেতদীশ্বরি ॥ ইতি ॥

তস্মাৎ কলিযুগেঽপি সংযতেন্দ্রিয়াণাং দীক্ষায়াং ন কিমপি বাধকম্।

'কলিযুগে তন্ত্রানুসারেই পূজা কর্তব্য' শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই বচন পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। রহস্যার্ণবে এই বচন পাওয়া যায়—ওগো মহাদেবী, কলিযুগে তুমি ব্রাহ্মণাদি দ্বারা সুপূজিতা। এইরকম রুদ্রযামলাদি বহুতন্ত্রে কলিযুগে ব্রাহ্মণাদির শক্তিপূজা কর্তব্য এমনি বচন পাওয়া যায়। নানা পুরাণ ও তন্ত্রে

এরূপ অনেক বচন পাওয়া যায় বলে ব্রহ্মপুরাণের বচন ঐ সব বচনের বাধক হতে পারে না। ব্রহ্মপুরাণের বচনে যে-নিষেধ আছে তা কলিযুগে অতি সাবধানে ইন্দ্রিয়াদি সংযত করে যথোক্ত পূজাদিতে প্রবৃত্ত হতে হবে, এইটিই প্রতিপন্ন করছে। সেইজন্যই ব্রহ্মপুরাণের বর্জনীয় বস্তুপ্রতিপাদক বচনের অবসানে 'ন কর্তব্যং'—করা উচিত নয়, একথা বলা হয় নি। কিন্তু 'মহাত্মারা কলিযুগের আদিতেই এই সব নিবারিত করেছেন' অর্থাৎ এই সব থেকে নিবৃত্ত হতে বলেছেন। এই নিবৃত্তির ফল লোকোপকার, তাও বলা হয়েছে। উপকার এই প্রকার—যদি কোনো জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি 'শাস্ত্রে এসব ধর্ম অবশ্য কর্তব্য বলে বিধান আছে' এই ভেবে শাস্ত্রের উপর দায়িত্বভার নিক্ষেপ করে উক্ত ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তা হলে অন্য কোনো অজিতেন্দ্রিয় কামাদি দ্বারা অন্ধ ব্যক্তিও কামাদি লক্ষ্য করে ঐ প্রকারে প্রবৃত্ত হয়ে অধঃপাতে যেতে পারেন। এঁদের প্রতি অনুগ্রহের জন্য ঐ সকল ধর্ম ত্যাগের বিধান দেওয়া হয়েছে। 'একাদশীতে ভোজন করতে নেই।' এতে যেরকম নিষেধ আছে, এক্ষেত্রে সেরকম নিষেধ নেই। এই কথাটাই শিব তন্ত্রে প্রকটিত করেছেন। পরমানন্দতন্ত্রে আছে—ওগো পরমেশ্বরী, (কৌলমার্গ) অসিধারাব্রতের মতো মনোনিগ্রহের হেতু, স্থিরচিত্তের পক্ষে সুলভ, সফল ও শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ; অন্যের পক্ষে বিফল ও দুঃখের হেতু।

ত্রিপুরার্ণবেও বলা হয়েছে—এদিকে মদ্য, ওদিকে মাংস, অন্যদিকে নানা-প্রকার ভক্ষ্য, অপরদিকে সুরাপানে আরক্তলোচনা সুন্দরবেশভূষাযুক্তা সব যুবতী। এর মধ্যে চিত্তসংযম সর্বথা অতিদুষ্কর। ওগো পরমেশ্বরী, ভক্তি-শ্রদ্ধাবিহীনের পক্ষে তা কি করে সম্ভবপর হবে।

অতএব, সিদ্ধান্ত দাঁড়াল কলিযুগেও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে তান্ত্রিক দীক্ষায়[১] কোনো বাধা নাই।

দীক্ষায়াঃ প্রথমসোপানত্বম্

ননু দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইত্যনুচিতং, যস্য ব্যাখ্যানং প্রতিজ্ঞাতং তস্যৈবাগ্রে কথনীয়ত্বেন দীক্ষাভিন্নানাং গণেশশ্রীবিদ্যোপাস্ত্যাদীনাং বহূনাং কথনেন সন্দর্ভ-

---

১ "এই স্থলে তান্ত্রিক দীক্ষা পদে কৌলমার্গানুসারিণী দীক্ষা বুঝিতে হইবে। অসংযতেন্দ্রিয় পুরুষও পশুভাবে দক্ষিণমার্গানুসারিণী তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণমার্গোক্ত সাধনা করিতে পারে।"

—দ্রঃ কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ২১৯, পাদটীকা।

বিরোধাৎ ইতি চেৎ—উচ্যতে। অত্র শ্রীললিতাভক্তিসাধনীভূতক্রিয়ামাত্রং অজহৎস্বার্থবৃত্ত্যা অর্থঃ। অত্র দীক্ষাপদোচ্চারণং চ দীক্ষায়াঃ সর্বাদিত্বজ্ঞাপনার্থম্। এতেন অদীক্ষিতেন উপাস্তির্ন কার্যেতি তদভিপ্রায়ঃ। অত এব পরমানন্দতন্ত্রে—

মুক্তিসৌধস্য সোপানং প্রথমং দীক্ষণং ভবেৎ ॥ ইতি ॥

অতএব হিরণ্যকেশিসূত্রব্যাখ্যানে—"যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইত্যত্র এতাদৃশানুপপত্ত্যেব যজ্ঞশব্দে অজহৎস্বার্থা বৃত্তিরঙ্গীকৃতা বৈজয়ন্তীকৃতা ॥ ১ ॥

দীক্ষার প্রথমসোপানত্ব

দীক্ষা ব্যাখ্যা করব, এরূপ বলা উচিত হয় নি। কেননা, যা ব্যাখ্যার প্রতিজ্ঞা করা হয় অগ্রে তার কথাই বলতে হয়। কিন্তু এই গ্রন্থে গণেশ শ্রীবিদ্যা ইত্যাদির উপাসনাদি বিষয়ে দীক্ষা ছাড়া অনেক কথা বলা হয়েছে। কাজেই, এতে সন্দর্ভবিরোধ হয়েছে। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যায়—এখানে অজহৎস্বার্থবৃত্তি[1] দ্বারা দীক্ষাশব্দের অর্থ ললিতার অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার ভক্তিসাধনীভূত ক্রিয়ামাত্র। সর্বপ্রথমে দীক্ষা বিধি, এটি জ্ঞাপন করার জন্যই এখানে দীক্ষা পদ উচ্চারণ করা হয়েছে। এ দ্বারা অদীক্ষিত ব্যক্তির উপাসনা করা উচিত নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। সেইজন্য, পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—মুক্তিসৌধের প্রথম সোপান দীক্ষা। তাই, "যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যাম" এই হিরণ্যকেশিসূত্রেও এই প্রকার অনুপপত্তি হয় বলে বৈজয়ন্তীকার যজ্ঞশব্দে অজহৎস্বার্থবৃত্তি অঙ্গীকার করেছেন অর্থাৎ অজহৎস্বার্থবৃত্তি দ্বারা যজ্ঞ শব্দের অর্থ করেছেন।

ত্রৈপুরসিদ্ধান্তস্য পরমশিবকর্তৃকত্বম্

তত্র দীক্ষায়াং তদঙ্গত্বেন ত্রৈপুরসিদ্ধান্তং শ্রাবয়েদিত্যস্তি। তত্র কো নাম ত্রৈপুরসিদ্ধান্তঃ? তস্য কুতঃ প্রামাণ্যং? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তত্রাদৌ তাদৃশসিদ্ধান্তস্য শিবোদিতত্বেন প্রামাণ্যং ইতি বক্তুং ভূমিকাং রচয়তি—

ভগবান্ পরমশিবভট্টারকঃ শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাঃ সর্বাণি দর্শনানি লীলয়া তত্তদবস্থাপন্নঃ প্রণীয়, সংবিন্ময্যা ভগবত্যা ভৈরব্যা স্বাত্মাভিন্নয়া পৃষ্টঃ পঞ্চভিঃ মুখৈঃ পঞ্চাম্নায়ান্ পরমার্থসারভূতান্[2] প্রণিনায় ॥ ২

---

১ অজহৎস্বার্থবৃত্তি শব্দের অর্থ লক্ষণাবৃত্তিবিশেষ। "এই লক্ষণায় শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যক্ত হয় না, কিন্তু বাক্যার্থের প্রতিপাদক অর্থবোধের জন্য মুখ্যার্থ দ্বারা সেই শব্দের লক্ষ্যার্থের আক্ষেপ বা প্রতীতি উৎপাদন করিতে হয়"।

২ সাররূপান্—ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ত্রৈপুরসিদ্ধান্তের পরমশিবকর্তৃকত্ব

দীক্ষার অঙ্গ হিসাবে ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত শ্রবণ করাতে হবে, এই বিধি আছে। কাকে বলে ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত? তার প্রামাণ্যতার উৎস কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার অভিপ্রায়ে প্রথমেই শিবোক্ত বলে ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত প্রামাণ্য, এই কথা বলার ভূমিকা রচনা করেছেন নিম্নোক্তভাবে—

ভগবান্ পরমশিবভট্টারক বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা, সব দর্শন, সেই সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে, অনায়াসে প্রণয়ন করে সম্বিন্ময়ী স্বাত্মাভিন্না ভগবতী ভৈরবীর প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চ মুখে পরমার্থ-সারভূত পঞ্চ আম্নায় প্রণয়ন করেছিলেন। ২।

অত্র প্রতিপাদিতবিদ্যাসু অপ্রামাণ্যশঙ্কাস্পর্শোঽপি মা ভবতু ইত্যেতদর্থং ভগবানিতি।

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ॥

ইত্যেতাদৃশ-ষড়্‌গুণৈশ্বর্যসম্পন্নো ভগবান্। ননু পরমশিবঃ তত্ত্বাতীতঃ, তস্য বিদ্যাকর্তৃত্বং ন সম্ভবতি উপাধিশূন্যত্বাৎ ইত্যত আহ—ভট্টারক ইতি। রাজেত্যর্থঃ, "রাজা ভট্টারকো দেবঃ" ইতি কোশাৎ। জগদীশ্বরত্বরূপধর্মবান্ মায়োপাধিকঃ ইতি তদর্থঃ। যদ্‌বা—ভট্টারকো জগদ্রূপনাট্যরঞ্জকঃ, ভট্টারকশব্‌দস্য প্রসন্নরাঘবনাটকে নাট্যরঞ্জকে, "রে ভট্টারক" ইতি সম্বোধনাৎ, "রাজা ভট্টারকঃ" ইত্যস্য নাট্যবর্গস্থত্বাচ্চ। তস্য যথা জগৎকর্তৃত্বং তথা বিদ্যা-কর্তৃত্বমপি সম্ভবত্যেব। যদ্‌বা—ঈশ্বরস্য পরমশিবস্য পূর্ণত্বেন কর্তব্যবস্তুনোঽভাবাৎ কথং বিদ্যাকর্তৃত্বং? অত আহ—ভট্টারক ইতি। রাজেত্যর্থঃ। যথা রাজ্ঞঃ স্বস্য অনপেক্ষিতেঽপি পরেষাং হিতায় কৃতির্দৃশ্যতে তদ্‌বৎ। শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাঃ —শ্রুতিঃ আদিঃ যাসামিতি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ চত্বারি, তদঙ্গানি শিক্ষা ব্যাকরণং কল্পঃ ছন্দঃ জ্যোতিষং নিরুক্তং চেতি ষট্, মীমাংসা, ন্যায়ঃ, পুরাণং, ধর্মশাস্ত্রং ইতি চতুর্দশবিদ্যাঃ। আয়ুর্বেদঃ, ধনুর্বেদঃ, গান্ধর্বং, নীতিশাস্ত্রং চেতি চতস্রঃ। এবমষ্টাদশবিদ্যাঃ। সর্বাণি দর্শনানি শাক্তদর্শনা-দীনি। দৃশ্যতে অনেনেতি দর্শনং জ্ঞানসাধনং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ, শক্তিদর্শনশাস্ত্রমিতি যাবৎ। এবমেবাগ্রেঽপি। শাক্তদর্শনং[১] শৈবদর্শনং বৈষ্ণবদর্শনং ব্রাহ্মদর্শনং সৌরদর্শনং বৌদ্ধদর্শনং চেতি ষড়্‌দর্শনানি। লীলয়া অনায়াসেন তত্তদবস্থাপন্নঃ

১। আমাদের ব্যবহৃত মুদ্রিত গ্রন্থে শাক্তদর্শনং পদটি নেই, কিন্তু পূর্ববর্ণিত 'সর্বাণি দর্শনানি শাক্তদর্শনাদীনি' এই বাক্যে স্পষ্টই শাক্তদর্শনকে আদি বলা হয়েছে। তা ছাড়া, এখানে পাঁচটি দর্শনের নাম করে 'চেতি ষড়্‌দর্শনানি' বলা হয়েছে। এটি অশ্রদ্ধেয়। কাজেই, মুদ্রিত গ্রন্থে শাক্তদর্শনং পদটি কারো অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়েছে, তা সহজেই বুঝা যায়।

বিরোধাৎ ইতি চেৎ—উচ্যতে। অত্র শ্রীললিতাভক্তিসাধনীভূতক্রিয়ামাত্রং অজহৎস্বার্থবৃত্ত্যা অর্থঃ। অত্র দীক্ষাপদোচ্চারণং চ দীক্ষায়াঃ সর্বাদিত্বজ্ঞাপনার্থম্। এতেন অদীক্ষিতেন উপাস্তির্ন কার্যেতি তদভিপ্রায়ঃ। অত এব পরমানন্দতন্ত্রে—

মুক্তিসৌধস্য সোপানং প্রথমং দীক্ষণং ভবেৎ ॥ ইতি॥

অতএব হিরণ্যকেশিসূত্রব্যাখ্যানে—"যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইত্যত্র এতাদৃশানুপপত্ত্যেব যজ্ঞশব্দে অজহৎস্বার্থা বৃত্তিরঙ্গীকৃতা বৈজয়ন্তীকৃতা ॥ ১॥

দীক্ষার প্রথমসোপানত্ব

দীক্ষা ব্যাখ্যা করব, এরূপ বলা উচিত হয় নি। কেননা, যা ব্যাখ্যার প্রতিজ্ঞা করা হয় অগ্রে তার কথাই বলতে হয়। কিন্তু এই গ্রন্থে গণেশ শ্রীবিদ্যা ইত্যাদির উপাসনাদি বিষয়ে দীক্ষা ছাড়া অনেক কথা বলা হয়েছে। কাজেই, এতে সন্দর্ভবিরোধ হয়েছে। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যায়—এখানে অজহৎস্বার্থবৃত্তি[১] দ্বারা দীক্ষাশব্দের অর্থ ললিতার অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার ভক্তিসাধনীভূত ক্রিয়ামাত্র। সর্বপ্রথমে দীক্ষা বিধি, এটি জ্ঞাপন করার জন্যই এখানে দীক্ষা পদ উচ্চারণ করা হয়েছে। এ দ্বারা অদীক্ষিত ব্যক্তির উপাসনা করা উচিত নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। সেইজন্য, পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—মুক্তিসৌধের প্রথম সোপান দীক্ষা। তাই, "যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যাম" এই হিরণ্যকেশিসূত্রেও এই প্রকার অনুপপত্তি হয় বলে বৈজয়ন্তীকার যজ্ঞশব্দে অজহৎস্বার্থবৃত্তি অঙ্গীকার করেছেন অর্থাৎ অজহৎস্বার্থবৃত্তি দ্বারা যজ্ঞ শব্দের অর্থ করেছেন।

ত্রৈপুরসিদ্ধান্তস্য পরমশিবকর্তৃকত্বম্

তত্র দীক্ষায়াং তদঙ্গত্বেন ত্রৈপুরসিদ্ধান্তং শ্রাবয়েদিত্যস্তি। তত্র কো নাম ত্রৈপুরসিদ্ধান্তঃ? তস্য কুতঃ প্রামাণ্যং? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তত্রাদৌ তাদৃশসিদ্ধান্তস্য শিবোদিতত্বেন প্রামাণ্যং ইতি বক্তুং ভূমিকাং রচয়তি—

ভগবান্ পরমশিবভট্টারকঃ শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাঃ সর্বাণি দর্শনানি লীলয়া তত্তদবস্থাপন্নঃ প্রণীয়, সংবিন্ময্যা ভগবত্যা ভৈরব্যা স্বাত্মাভিন্নয়া পৃষ্টঃ পঞ্চভিঃ মুখৈঃ পঞ্চাম্নায়ান্ পরমার্থসারভূতান্[২] প্রণিনায় ॥ ২

১ অজহৎস্বার্থবৃত্তি শব্দের অর্থ লক্ষণাবৃত্তিবিশেষ। "এই লক্ষণায় শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যক্ত হয় না, কিন্তু বাক্যার্থের প্রতিপাদক অর্থবোধের জন্য মুখ্যার্থ দ্বারা সেই শব্দের লক্ষ্যার্থের আক্ষেপ বা প্রতীতি উৎপাদন করিতে হয়"।

২ সাররূপান্—ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ত্রৈপুরসিদ্ধান্তের পরমশিবকর্তৃকত্ব

দীক্ষার অঙ্গ হিসাবে ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত শ্রবণ করাতে হবে, এই বিধি আছে। কাকে বলে ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত ? তার প্রামাণ্যতার উৎস কি ? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার অভিপ্রায়ে প্রথমেই শিবোক্ত বলে ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত প্রামাণ্য, এই কথা বলার ভূমিকা রচনা করেছেন নিম্নোক্তভাবে—

ভগবান্ পরমশিবভট্টারক বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা, সব দর্শন, সেই সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে, অনায়াসে প্রণয়ন করে সম্বিন্ময়ী স্বাত্মাভিন্না ভগবতী ভৈরবীর প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চ মুখে পরমার্থ-সারভূত পঞ্চ আম্নায় প্রণয়ন করেছিলেন ।২।

অত্র প্রতিপাদিতবিদ্যাসু অপ্রামাণ্যশঙ্কাস্পর্শোঽপি মা ভবতু ইত্যেতদর্থং ভগবানিতি।

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ॥

ইত্যেতাদৃশ-ষড়্‌গুণৈশ্বর্যসম্পন্নো ভগবান্। ননু পরমশিবঃ তত্ত্বাতীতঃ, তস্য বিদ্যাকর্তৃত্বং ন সম্ভবতি উপাধিশূন্যত্বাৎ ইত্যত আহ—ভট্টারক ইতি। রাজেত্যর্থঃ, "রাজা ভট্টারকো দেবঃ" ইতি কোশাৎ। জগদীশ্বরত্বরূপধর্মবান্ মায়োপাধিকঃ ইতি তদর্থঃ। যদ্‌বা—ভট্টারকো জগদ্রূপনাট্যরঞ্জকঃ, ভট্টারকশব্‌দস্য প্রসন্নরাঘবনাটকে নাট্যরঞ্জকে, "রে ভট্টারক" ইতি সম্বোধনাৎ, "রাজা ভট্টারকঃ" ইত্যস্য নাট্যবর্গস্থত্বাচ্চ। তস্য যথা জগৎকর্তৃত্বং তথা বিদ্যা-কর্তৃত্বমপি সম্ভবত্যেব। যদ্‌বা—ঈশ্বরস্য পরমশিবস্য পূর্ণত্বেন কর্তব্যবস্তুনোঽভাবাৎ কথং বিদ্যাকর্তৃত্বং ? অত আহ—ভট্টারক ইতি। রাজেত্যর্থঃ। যথা রাজ্ঞঃ স্বস্য অনপেক্ষিতেঽপি পরেষাং হিতায় কৃতির্দৃশ্যতে তদ্‌বৎ। শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাঃ—শ্রুতিঃ আদিঃ যাসামিতি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ চত্বারি, তদঙ্গানি শিক্ষা ব্যাকরণং কল্পঃ ছন্দঃ জ্যোতিষং নিরুক্তং চেতি ষট্, মীমাংসা, ন্যায়ঃ, পুরাণং, ধর্মশাস্ত্রং ইতি চতুর্দশবিদ্যাঃ। আয়ুর্বেদঃ, ধনুর্বেদঃ, গান্ধর্বং, নীতিশাস্ত্রং চেতি চতস্রঃ। এবমষ্টাদশবিদ্যাঃ। সর্বাণি দর্শনানি শাক্তদর্শনা-দীনি। দৃশ্যতে অনেনেতি দর্শনং জ্ঞানসাধনং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ, শক্তিদর্শনশাস্ত্রমিতি যাবৎ। এবমেবাগ্রেঽপি। শাক্তদর্শনং[১] শৈবদর্শনং বৈষ্ণবদর্শনং ব্রাহ্মদর্শনং সৌরদর্শনং বৌদ্ধদর্শনং চেতি ষড়্‌দর্শনানি। লীলয়া অনায়াসেন তত্তদবস্থাপন্নঃ

১। আমাদের ব্যবহৃত মুদ্রিত গ্রন্থে শাক্তদর্শনং পদটি নেই, কিন্তু পূর্ববর্ণিত 'সর্বাণি দর্শনানি শাক্তদর্শনাদীনি' এই বাক্যে স্পষ্টই শাক্তদর্শনকে আদি বলা হয়েছে। তা ছাড়া, এখানে পাঁচটি দর্শনের নাম করে 'চেতি ষড়্‌দর্শনানি' বলা হয়েছে। এটি অশ্রদ্ধেয়। কাজেই, মুদ্রিত গ্রন্থে শাক্তদর্শনং পদটি কারো অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়েছে, তা সহজেই বুঝা যায়।

ঈশ্বরাবস্থাপন্নো বেদান্ পাণিনিব্যাসাদিস্বরূপান্ গৃহীত্বা ব্যাকরণ-পুরাণাদীনি প্রণীয় নির্মায় ॥

প্রতিপাদিত বিদ্যায় অপ্রামাণ্যশঙ্কার স্পর্শও যাতে না লাগে সেই উদ্দেশ্যে এখানে ভগবান্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছটিকে বলা হয় ভগ। এই ষড়্গুণৈশ্বর্যসম্পন্ন যিনি তিনি ভগবান্। পরমশিব তত্ত্বাতীত। তিনি উপাধিশূন্য বলে তাঁর বিদ্যাকর্তৃত্ব সম্ভবপর নয়। এইজন্যই তাঁকে ভট্টারক বলা হয়েছে। ভট্টারক অর্থ রাজা। অভিধানে দেখা যায় রাজা ভট্টারক আর দেব পর্যায়বাচক শব্দ। ভট্টারক বিশেষণের তাৎপর্য, তিনি জগদীশ্বরত্বরূপ ঐশ্বর্যশালী মায়োপাধিক, সহজ কথায় সগুণ শিব। অথবা, ভট্টারক অর্থ জগদ্রূপনাট্যরঞ্জক। প্রসন্নরাঘব-নাটকে দেখা যায় নাট্যরঞ্জককে 'রে ভট্টারক' এই বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 'রাজা ভট্টারকঃ' নাট্যবর্গের অন্তর্ভুক্তও বটে অর্থাৎ নাট্যোক্তিতে ভট্টারক শব্দ রাজা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, যিনি ভট্টারক তাঁর পক্ষে যেমন জগৎ-কর্তৃত্ব সম্ভবপর তেমনি বিদ্যাকর্তৃত্বও সম্ভবপর। অথবা প্রশ্ন হতে পারে ঈশ্বর পরমশিব ত পূর্ণ। আর পূর্ণ বলে তাঁর কোনো কর্তব্যবস্তু থাকতে পারে না। তাহলে, তাঁতে বিদ্যাকর্তৃত্ব কি করে সম্ভব? তার উত্তরেই ভট্টারক এই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। ভট্টারক অর্থ রাজা। যেমন দেখা যায় কোনো কাজে রাজার নিজের কোনো স্পৃহা না থাকলেও পরের হিতের জন্যই তিনি তা করেন, তেমনি এখানেও শিব ভট্টারক পরের হিতের জন্যই শ্রুত্যাদি অষ্টাদশ বিদ্যা প্রণয়ন করেছেন।

শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাঃ— শ্রুতি যাদের আদিতে তারা শ্রুত্যাদি। বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা অষ্টাদশ বিদ্যার শ্রুতিগুণ সূচিত হয়েছে। শ্রুতি চারটি—ঋক্ যজুঃ সাম আর অথর্ব। শ্রুতির অঙ্গ অর্থাৎ বেদাঙ্গ ছটি, যথা—শিক্ষা, ব্যাকরণ, কল্প, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত। তার সঙ্গে মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র[১] মিলে চতুর্দশ বিদ্যা। তাছাড়া আছে আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও নীতিশাস্ত্র এই চার উপবেদ। মোট এই অষ্টাদশ বিদ্যা। সর্বদর্শন বলতে বুঝাচ্ছে শাক্তদর্শনাদি সমস্ত দর্শন। এর দ্বারা দৃষ্ট হয়, এই অর্থে দর্শন।

১। "পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা [বেদান্ত] এই দুইটি মীমাংসার অন্তর্গত; ন্যায় ও বৈশেষিক ন্যায়ের অন্তর্গত; এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জল ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত; অতএব মীমাংসা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ষড়্দর্শন অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত"।— কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১২০, পাদটীকা।

দর্শন জ্ঞানসাধন শাস্ত্র, দর্শনশব্দটির এই অর্থ। শক্তিদর্শন শাস্ত্র। তা থেকে আরম্ভ করে পর পর বিবৃত সব দর্শনই শাস্ত্র। তা হল শাক্তদর্শন, শৈবদর্শন বৈষ্ণবদর্শন, ব্রাহ্মদর্শন, সৌরদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন। শাক্তদর্শন থেকে বৌদ্ধদর্শন পর্যন্ত এই ষড়্দর্শন। লীলয়া অর্থ অনায়াসে। তত্তদবস্থাপন্নঃ অর্থ ঈশ্বরাদি-অবস্থাপন্ন হয়ে অর্থাৎ ঈশ্বররূপে বেদ, পাণিনিরূপে ব্যাকরণ, ব্যাসরূপে পুরাণাদি, এমনিভাবে। প্রণীয় অর্থে প্রনয়ণ করে।

বেদস্য পৌরুষেয়ত্বসমর্থনম্

ননু বেদস্য নিত্যত্বেন অপৌরুষেয়ত্বাৎ ঈশ্বরনির্মিতত্বং কথম্? ন চ তস্য নিত্যত্বমেব অসিদ্ধমিতি শঙ্ক্যম্; "বাচা বিরূপনিত্যয়া" ইতি শ্রুতেরিতি চেৎ— ন। বেদাস্তু ঈশ্বরেণ নির্মিতাঃ, "ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ" ইতি শ্রুতেঃ।

অষ্টাদশানামেতাসাং বিদ্যানাং ভিন্নবর্ত্মনাম্।
আদিকর্তা[১] শিবঃ সাক্ষাচ্ছূলপাণির্মহেশ্বরঃ॥

ইতি স্মৃতেঃ। বেদঃ পৌরুষেয়ঃ বাক্যসমূহত্বাৎ ভারতাদিবৎ ইত্যনুমানস্যাপি প্রমাণত্বাৎ। অতএব "ঈশানঃ সর্বাবিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং" ইতি শ্রুতৌ ঈশানত্বং কর্তৃত্বরূপমেব। ন চ তস্য পৌরুষেয়ত্বে পুরুষদোষাণাং ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবানাং সম্ভবাৎ অপ্রামাণ্যশঙ্কাস্পদত্বং স্যাদিতি বাচ্যম্; ঈশ্বরে দোষসাধনানামবিদ্যাদীনামভাবেন দোষাসম্ভবাৎ। এতেন তন্ত্রাণামপি নিত্যত্বং প্রত্যুক্তম্। "বাচা বিরূপনিত্যয়া" ইত্যত্র নিত্যত্বং দোষবৎপুরুষা-প্রণীতত্বরূপং গৌণং কল্প্যং উক্তপ্রমাণকলাপানুরোধেন। ন চ বৈপরীত্যে কিং বিনিগমকং ইতি বাচ্যম্; ভূয়োঽনুগ্রহস্য ন্যায্যত্বাৎ। তস্মাৎ সর্বা অপি বিদ্যাঃ পুরুষপ্রণীতা এব।

বেদের পৌরুষেয়ত্বসমর্থন

বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। এক্ষেত্রে বেদের ঈশ্বরপ্রণীতত্ব কি করে সম্ভব? বেদের নিত্যত্ব অসিদ্ধ এরূপ শঙ্কা হতে পারে না। যদি বলা হয় "বাচা বিরূপনিত্যয়া" এই শ্রুতি অনুসারে তাই হয়। তার উত্তরে বলা হবে, না তা হবে না। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। তার প্রমাণ "ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ"—তাঁর থেকে বেদসমূহ উৎপন্ন হল, এই শ্রুতিবচন আর নিম্নোক্ত স্মৃতিবচন—

'বিভিন্ন মার্গের এই অষ্টাদশ বিদ্যার আদি কর্তা সাক্ষাৎ শূলপাণি মহেশ্বর শিব।' মহাভারতাদি যেমন পুরুষপ্রণীত তেমনি বেদ পৌরুষেয় এই মর্মের অনেক বাক্য পাওয়া যায় বলে বেদও পুরুষপ্রণীত এই অনুমান করা যায়। এই অনুমানও প্রমাণ।

১। কবি ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।

অতএব, বলা যায় "ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং"—ঈশান সর্ববিদ্যা এবং সর্বভূতের ঈশ্বর, এই শ্রুতিবচনে সূচিত ঈশানত্ব কর্তৃত্বরূপ ঈশানত্ব অর্থাৎ ঈশান কর্তা। কর্তা যখন তখন পুরুষ, আর তা হলে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা অকরণ এই সব পুরুষদোষ তাঁতে সম্ভবপর বলে তৎপ্রণীত বিদ্যাদি অপ্রামাণ্য, এই শঙ্কা থাকে। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কিত পৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। কেননা, ঈশ্বরে দোষসাধন অবিদ্যাদির অভাবহেতু দোষ থাকা সম্ভবপর নয়। কাজেই, যা ঈশ্বরপ্রণীত তা নিত্য। এর দ্বারা তন্ত্রসমূহেরও নিত্যত্ব কথিত হল।

* * *

অতএব, সর্ব বিদ্যা পুরুষপ্রণীত এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াল।

তন্ত্রপ্রণয়নে প্রয়োজনবিশেষঃ

ননু অষ্টাদশবিদ্যাসু সতীষু পুনরাম্নায়প্রণয়নং ব্যর্থং, অত আহ—সম্বিন্ময়্যেতি। অয়মভিপ্রায়ঃ—পুরুষার্থঃ সুখং, তচ্চ নৈসর্গিকং কৃত্রিমং চেতি। নৈসর্গিকং মোক্ষরূপম্। কৃত্রিমং যস্তৃতীয়পুরুষার্থঃ কামঃ ইত্যুচ্যতে। উভয়োঃ সাধনং ধর্মঃ। তস্যাপি সাধনমর্থঃ। এবং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা পুরুষৈ-রভিলষণীয়া অর্থাশ্চত্বারঃ। তত্র কৃত্রিমপুরুষার্থসাধনান্যেব অষ্টাদশবিদ্যাভিঃ প্রাকট্যেন প্রতিপাদিতানি। অকৃত্রিমপুরুষার্থো যঃ তৎসাধনং অকৃত্রিমং স্পষ্টং ন প্রতিপাদিতম্। কৃত্রিমোপদেশশ্চাকিঞ্চিৎকরো লোকানামিতি জগদেব দুঃখপঙ্কনিমগ্নমুদ্দিধীর্ষু রাম্নায়বিদ্যাং প্রণিনায়। যদ্বা—নিখিলবেদার্থা-নভিজ্ঞানাং তত্রানধিকারিণাং চ মুক্ত্যুপায়ং নিখিলবেদসারামাম্নায়বিদ্যাং প্রণিনায়। তত্রাপি সেম্বিৎ অপরিচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রকাশ ইতি যাবৎ, তন্ময়্যা তদভিন্নয়া। এতেন বিমর্শাংশেন স্বাত্মানং পৃচ্ছতীত্যর্থঃ সিদ্ধঃ।

তন্ত্রপ্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ বিদ্যা যখন রয়েছে তখন আবার তন্ত্রপ্রণয়নের কোনো সার্থকতা নাই। এর উত্তরেই বলা হয়েছে—সম্বিন্ময়ী কর্তৃক ইত্যাদি। এর তাৎপর্য—পুরুষার্থ মানে সুখ। তা নৈসর্গিক এবং কৃত্রিম এই দ্বিবিধ। নৈসর্গিক সুখ মোক্ষরূপী। তৃতীয় পুরুষার্থকে বলা হয় কাম; তাই কৃত্রিম সুখ। এই উভয়ের সাধন ধর্ম। ধর্মেরও সাধন অর্থ। এইভাবে সাক্ষাৎভাবে অথবা পরম্পরাক্রমে পুরুষের অভিলষণীয় অর্থ চারটি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এর মধ্যে কৃত্রিম পুরুষার্থসাধনগুলিই অষ্টাদশ বিদ্যা দ্বারা প্রকটিতরূপে প্রতিপাদিত হয়েছে। যেটি অকৃমিত্র পুরুষার্থ, তার সাধনও অকৃত্রিম। সেটি স্পষ্ট

প্রতিপাদিত হয়নি। কৃত্রিম পুরুষার্থবিষয়ক উপদেশ লোকের কোনো কাজে লাগে না। কারণ, জগৎটাই দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন। এই দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন জীবদের উদ্ধারের ইচ্ছাতেই পরমশিব তন্ত্র প্রণয়ন করেছেন। অথবা বলা যায়—নিখিল বেদার্থে যাঁদের অধিকার নেই এবং যাঁরা সে সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তাঁদের মুক্তির উপায়রূপে নিখিলবেদার্থের সারস্বরূপ তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। সূত্রোক্ত সম্বিৎ অর্থ অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য। তাই প্রকাশ অর্থাৎ শিব। এর তাৎপর্য, সম্বিৎ অর্থ যেমন অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য, প্রকাশ অর্থও তেমনি অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য। সম্বিৎ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলে শক্তিবাচক আর প্রকাশ শব্দ পুংলিঙ্গ বলে শিববাচক। কাজেই, শিব ও শক্তির স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নেই। তাই, সম্বিন্ময়্যা অর্থ প্রকাশ থেকে অভিন্ন শক্তি দ্বারা। আবার প্রকাশকে বলা হয় শিব, আর বিমর্শকে শক্তি। প্রকাশ ও বিমর্শ স্বরূপতঃ অভিন্ন, একই অখণ্ড বস্তু ; তার এক অংশে প্রকাশ, অপর অংশে বিমর্শ। তাই, বিমর্শাংশ অর্থাৎ শক্তি নিজেকেই অর্থাৎ প্রকাশাংশরূপী নিজেকে প্রশ্ন করলেন, এটি সিদ্ধ হল।

তদুক্তং রত্নত্রয়পরীক্ষায়ামপ্পয়দীক্ষিতৈঃ—

নিত্যং নির্দোষগন্ধং নিরতিশয়সুখং ব্রহ্মচৈতন্যমেকং
ধর্মো ধর্মীতি ভেদদ্বয়মিতি চ পৃথগ্‌ভূয় মায়াবশেন।
ধর্মস্তত্রানুভূতিঃ সকলবিষয়িনী সর্বকার্যানুকূলা
শক্তিশ্চেচ্ছাদিরূপা ভবতি গুণগণশ্চাশ্রয়স্ত্বেক এব ॥ ইতি ॥

ননু জীবানাং অস্মদাদীনামপি সম্বিন্ময়ত্বং অস্ত্যেবেতি শ্রীভৈরব্যা জীবেভ্যঃ কো বিশেষঃ ইত্যতঃ আহ ভগবত্যেতি বিশেষণম্। ভগবচ্ছব্দার্থশ্চ ব্যাখ্যাতঃ পূর্বম্। তথা চ জীবাদিবদাণবাদিমলৈরাবৃতজ্ঞানা সতী ন পৃচ্ছতি, কিন্তু সর্বজ্ঞাপি কেনচিদভিপ্রায়েণ গূঢ়েন পৃচ্ছতীতি ভগবচ্ছব্দো জ্ঞাপয়তি। তথা হি—শিবঃ প্রকাশরূপঃ স্বয়মেব বিমর্শো ভূত্বা প্রশ্নমবতারয়তি। তত্র প্রয়োজনমিদং—বিদ্বান্ সমর্থোঽপি পুস্তকবাচনাদিনা সম্পন্নজ্ঞানো ন কৃতার্থো ভবিতুমর্হতি, কিং তু গুরূপদিষ্টমার্গেণৈবেতি জ্ঞাপয়িতুং স্বস্বরূপান্তরং গৃহীত্বা প্রশ্নঃ। তদুক্তং স্বচ্ছন্দতন্ত্রে—

গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব সদাশিবঃ।
প্রশ্নোত্তরপরৈর্বাক্যৈস্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ ॥ ইতি ॥

(বামকেশ্বর তন্ত্রের ১/২ শ্লোকের সেতুবন্ধে উদ্ধৃত)

রত্নত্রয়পরীক্ষাগ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিত লিখেছেন—ব্রহ্মচৈতন্য এক, নিত্য, নির্দোষগন্ধস্বরূপ ও নিরতিশয়সুখস্বরূপ। তিনি স্বীয় মায়াবশে ধর্ম ও ধর্মী

এই ভেদদ্বয় অবলম্বন করে পৃথক্ হলেন। এখানে ধর্ম বলতে বুঝাচ্ছে সকল কার্যের অনুকূল সকল বিষয়রূপী অনুভূতি। শক্তিও ধর্ম। তা ইচ্ছাদিরূপা। তবে সকল গুণের আশ্রয়স্বরূপ যিনি তিনি এক। তিনিই ধর্মী।

প্রশ্ন হতে পারে আমাদের মতো জীবেরও যখন সম্বিন্ময়ত্ব আছে তখন ভৈরবী আর জীবদের মধ্যে প্রভেদ কি? তার উত্তরে 'ভগবত্যা' এই বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। ভগবৎশব্দের অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীবাদির জ্ঞান আণবাদি মলের দ্বারা আবৃত। ভৈরবীও সেরকম জীবের মতো হলে ও রকম প্রশ্নই করতেন না। কিন্তু ভৈরবী ত সর্বজ্ঞা। তৎসত্ত্বেও কি গূঢ় অভিপ্রায়ে ঐ প্রশ্ন করলেন ভগবৎশব্দ তাই বিজ্ঞাপিত করছে। শিব প্রকাশ-স্বরূপ। দেখা যাচ্ছে তিনি নিজেই বিমর্শ হয়ে প্রশ্নের অবতারণা করছেন। এর প্রয়োজন এই—বিদ্বান্ ব্যক্তি সমর্থ হলেও কেবল পুস্তকাদিতে দৃষ্ট বচনাদি দ্বারা জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে কৃতার্থ হতে পারেন না। তাঁকে গুরূপদিষ্ট মার্গেই কৃতার্থ হতে হবে। এইটি জ্ঞাপন করার জন্য পরমশিব নিজের অন্য স্বরূপ অবলম্বন করে প্রশ্ন করলেন। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—স্বয়ং সদাশিব গুরুশিষ্যপদে অর্থাৎ তিনিই গুরুরূপে আবার তিনিই শিষ্যরূপে অবস্থিত হয়ে প্রশ্নোত্তর আকারের বাক্য দ্বারা তন্ত্রের অবতারণা করলেন।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ'' ইত্যেবকারোঽপি শ্রুতৌ অমুমেবার্থ-মাহ। ইমমেবার্থং দ্যোতয়িতুং ভগবত্যা স্বাত্মাভিন্নয়েতি বিশেষণদ্বয়ম্। ভৈরব্যা—ভৈরবীশব্দার্থশ্চ জগতো ভরণাদ্রমণাৎ প্রলয়ে পরমশিবকুক্ষিস্থিতস্য সৃষ্টিসময়ে বমনাচ্চ ভৈরবীতি জ্ঞেয়ম্। তয়া পৃষ্টঃ প্রশ্নমবতারিতঃ। ইদং পূর্ববর্তিপরমশিবভট্টারক ইত্যস্যৈব বিশেষণম্। পঞ্চভিঃ মুখৈঃ সদ্যোজাত-বামদেব-অঘোর-তৎপুরুষ-ঈশান-সংজ্ঞকৈঃ পঞ্চাম্নায়ান্ পূর্বাম্নায়-দক্ষিণাম্নায়-পশ্চিমাম্নায়োত্তরাম্নায়োর্ধ্বাম্নায়নামকান্। আম্নায়শব্দো বেদে যদ্যপি মুখ্যঃ, "শ্রুতিঃ স্ত্রী বেদ আম্নায়ঃ" ইতি কোশাৎ, তথাপি আম্নায়সারপ্রতি-পাদকত্বাৎ অত্রাপি আম্নায়শব্দঃ উপচর্যতে। এতেন কেষাঞ্চিৎ তন্ত্রাণি বেদবৎ স্বতন্ত্রপ্রমাণানীতি মতমপাস্তম্। পরমার্থঃ অকৃত্রিমস্তুরীয়পুরুষার্থঃ তস্মিন্ সারভূতান্[1] অভ্যর্হিতান্। এতেন পুরুষস্য বিশেষণ অভিলষণীয়ত্বং অতি-গোপ্যত্বং চ সূচিতম্। নিখিলবেদার্থং গ্রহীতুং অশক্তান্ প্রতি কৃপয়া শিবঃ তৎসারভূতমর্থং গৃহীত্বা পঞ্চাম্নায়ান্ প্রণিনায় নির্মমে ॥ ২ ॥

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"—তাঁকে জানার জন্য সে গুরুর কাছে

১। সাররূপান্ ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।

যাবে, এই প্রকার শ্রুতিবচনেও ঐ অর্থই ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অর্থের দ্যোতনার জন্যই 'ভগবত্যা' এবং 'স্বাত্মাভিন্নয়া' এই বিশেষণদ্বয়টি ব্যবহার করা হয়েছে। ভৈরব্যা—ভৈরবী দ্বারা। ভৈরবীশব্দের অর্থ এইভাবে করা হয়েছে—জগতের ভরণ অর্থাৎ পালন করেন, রমণ অর্থাৎ জগতের 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ ক্রীড়া' করেন এবং বমন অর্থাৎ প্রলয়কালে শিবকুক্ষিস্থ জগৎকে পুনরায় সৃষ্টিসময়ে উদ্‌গীরণ করেন, এই জন্য দেবীকে বলা হয় ভৈরবী। (ভরণ, রমণ ও বমন এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে ভৈরবীশব্দ গঠিত হয়েছে)। তাঁ দ্বারা পৃষ্ট অর্থাৎ প্রশ্ন অবতারিত। পৃষ্টপদ পূর্ববর্তী শিবভট্টারক এই পদের বিশেষণ। পঞ্চভিঃ মুখৈঃ মানে সদ্যোজাত বামদেব অঘোর তৎপুরুষ ও ঈশান এই পঞ্চমুখের দ্বারা। পঞ্চাম্নায়ান্ মানে পূর্বাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, উত্তরাম্নায় ও ঊর্ধ্বাম্নায় নামক পঞ্চ আম্নায়। যদিও "শ্রুতিঃ স্ত্রী বেদ আম্নায়ঃ" এই অভিধাননির্দেশ-অনুসারে আম্নায়-শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ, তথাপি তন্ত্র বেদের সার প্রতিপাদন করে বলে এক্ষেত্রেও অর্থাৎ তন্ত্রের বেলাও আম্নায়শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ দ্বারা, কারো কারো মতে তন্ত্রসমূহ যে স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষভাবে প্রামাণ্য, তা ব্যক্ত হয়েছে। পরমার্থঃ বলতে বুঝাচ্ছে অকৃত্রিম চতুর্থ পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ। তা যাতে সারভূত অর্থাৎ অভ্যর্হিত হয়েছে। সহজ কথায় তন্ত্রশাস্ত্র মোক্ষের সারভূত শাস্ত্র। এ দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্র যে বিশেষভাবে মানুষের অভিলষণীয় তাই সূচিত হয়েছে। যাঁরা নিখিল-বেদার্থ গ্রহণে অশক্ত তাঁদের প্রতি কৃপা করে শিব বেদের সারভূত অর্থ গ্রহণ করে পঞ্চাম্নায় প্রণয়ন করেছেন। ২।

ত্রৈপুরসিদ্ধান্তপ্রতিপাদনম্

তত্রাপ্যক্ষমান্ মন্দতরান্ প্রতি পরমকৃপালুঃ শ্রীপরশুরামঃ তন্ত্রত্যানর্থান্ সংগৃহ্য বক্তুং প্রক্রমতে—

ত্রৈপুরসিদ্ধান্তপ্রতিপাদন

নিখিল বেদার্থ গ্রহণের সামর্থ্য যাঁদের নেই তাঁদের মধ্যেও যাঁরা অধিকতর অক্ষম ও মূঢ় তাদের প্রতি পরমকৃপালু শ্রীপরশুরাম তন্ত্রশাস্ত্রের অর্থ সংগ্রহ করে বলতে আরম্ভ করলেন—

তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩ ॥

তত্র পঞ্চাম্নায়েষু অয়ং বক্ষ্যমাণঃ সিদ্ধান্তঃ বিচার্যবাদজনিতনির্ণয়-বিষয়োঽর্থঃ ॥

এতদন্তেন গ্রন্থেন বক্ষ্যমাণসিদ্ধান্তার্থস্য স্বকপোলকল্পিতত্বপ্রযুক্তাপ্রামাণ্যশঙ্কা নিরস্তা।

অয়ং ভাবঃ—যস্মিন্ কালে ইদং বিশ্বং পরশিবকুক্ষিস্থং সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠতি স এব প্রলয়ঃ। ঈদৃশপ্রলয়শ্চ শাস্ত্রৈকবেদ্যঃ। এবমেব সৃষ্টিরপি। তত্র প্রলয়ো নাম পরব্রহ্মণঃ কেবলনিজস্বরূপেণ অবস্থানং জীবস্য সুষুপ্তাবিব। তদানীং জীবরাশিঃ তদদৃষ্টং পঞ্চভূতানি সর্বাণি বটবীজে বটবৃক্ষ ইব সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠন্তি। তদুক্তং শক্তিসূত্রভাষ্যে "পরমশিবো জগৎ কবলয়ন্নপি ন সার্বাত্ম্যেন, অপি ত্বংশেন সংস্কারাত্মনা তৎ স্থাপয়তি" ইতি। স এব সংস্কারঃ ঈশ্বরসিসৃক্ষায়াং সহকারিভূতঃ, অন্যথা বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাপত্তেরনিবারণাৎ। এবং স্থিতে লোকে দম্পত্যোঃ সামরস্যে বিধিবিলস্থিতশুক্লবিন্দোরংশঃ যোনিং প্রবিশ্য রক্তবিন্দুনা সহ একীভাবং প্রাপ্নোতি যদা তদা বাহ্যাভ্যন্তরভান[১]-বিহীনং কেবলং ব্রহ্মৈব ভাসতে। তস্য গর্ভোৎপাদকত্বং দৃষ্টম্। তথা সৃষ্টিপ্রাক্‌কালে শিবশক্ত্যোর্যোগোঽপি প্রাণ্যদৃষ্টবশাৎ ভবতি ॥ ৩ ॥

তত্র এই সিদ্ধান্ত ॥ ৩ ॥

তত্র অর্থ পঞ্চাম্নায়ে, অয়ং অর্থ বক্ষ্যমাণ, সিদ্ধান্ত অর্থ বিচারবিতর্কের দ্বারা নির্ণীত অর্থ।

এই থেকে আরম্ভ করে যে-গ্রন্থ সমাপ্ত হল তাতে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তার্থ গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত, অতএব অপ্রামাণ্য, এরূপ শঙ্কা এ দ্বারা নিরস্ত হল।

ভাবটি এই—যে কালে এই বিশ্ব পরশিবের কুক্ষিস্থ হয়ে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে সেই কালই প্রলয়। এরকম প্রলয় কেবলমাত্র শাস্ত্রবেদ্য। সৃষ্টিও তেমনি কেবলমাত্র শাস্ত্রবেদ্য। শাস্ত্রে আছে সুষুপ্তিতে জীবের মতো পরব্রহ্মের কেবল-মাত্র নিজ স্বরূপে অবস্থানের নাম প্রলয়। সেই সময়ে জীবসমূহ, তাদের অদৃষ্ট, পঞ্চভূত সবই বটবীজে বটবৃক্ষের মতো সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। শক্তিসূত্রভাষ্যে বলা হয়েছে—"পরমশিব জগৎ কবলিত করলেও সর্বাত্মকভাবে তা করেন না; কিন্তু অংশতঃ সংস্কাররূপে তা রেখে দেন।" সেই সংস্কারই ঈশ্বরের সিসৃক্ষায় সহকারিভূত হয়। অন্যথা প্রলয়ান্ত সৃষ্টিতে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতার আপত্তি অনিবার্য হত। এই অবস্থায় সংসারে দেখা যায় দম্পতির মিলনে যখন বিধিবিলস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত শুক্লবিন্দুর অংশ যোনিতে প্রবেশ করে রক্তবিন্দুর সঙ্গে একীভূত হয় তখন বাহ্যাভ্যন্তরবোধহীন কেবলমাত্র ব্রহ্ম

১। ভাব ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।

প্রতিভাত হন। (অর্থাৎ সেই অবস্থায় পরম আনন্দ ভিন্ন আর কিছুরই অনুভূতি থাকে না আর সেই আনন্দই ব্রহ্ম)। সেই ব্যাপারের গর্ভোৎপাদকত্ব লক্ষ্য করা যায়। তেমনি সৃষ্টির প্রাক্কালে জীবের অদৃষ্টবশে শিবশক্তির সামরস্যও সাধিত হয়।

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি

তদেব প্রপঞ্চয়িতুং তত্ত্বজালং ব্যষ্টিমুপক্রমতে—

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি বিশ্বম্ ॥ ৪ ॥

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব

তাই প্রকট করার জন্য তত্ত্বসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করে বলার উপক্রম করলেন—

বিশ্ব ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্বাত্মক ॥ ৪ ॥

তদিত্থং—কেবলনিজরূপেণ অবস্থিতস্য যদা "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকাঃ শক্তয়ঃ তাভির্যোগে ক্রমেণ অর্থশব্দসৃষ্টী অঙ্কুরচ্ছায়াবৎ যুগপদ্ভবতঃ। ননু ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তীনাং সাদিত্বেন অনিত্যত্বাপত্তিরিতি চেৎ—ইষ্টাপত্তিঃ। তৎত্রিতয়কারণীভূতা সূক্ষ্মরূপা শান্তানাম্নী, তস্যা এব পরশিবরূপায়া নিত্যত্বাৎ। তথা চ তাদৃশসিসৃক্ষারূপোপাধিবিশিষ্টঃ পরমশিব এব কেবলশিবপদবাচ্যো ভবতি। স এব তত্ত্বানাং মধ্যে আদিমঃ।

তা এই রকম—কেবল নিজস্বরূপে অবস্থিত পরমশিবের 'বহু হব, জন্মগ্রহণ করব' এই ইচ্ছা হল। এই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির যোগে ক্রমে অঙ্কুর ও তার ছায়ার মতো যুগপৎ অর্থসৃষ্টি ও শব্দসৃষ্টি হল। ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি সাদি বলে তাদের অনিত্যতাদোষ ঘটে এই কথা বলা হলে, উত্তরে বলা যায় এক্ষেত্রে ইষ্টাপত্তিই হয়েছে। কারণ, উক্ত শক্তিত্রয়ের কারণীভূতা সূক্ষ্মরূপা শান্তা নামক শক্তি পরমশিবরূপিণী এবং নিত্যা। তাদৃশ অর্থাৎ পূর্বোক্ত সিসৃক্ষা-উপাধিবিশিষ্ট পরমশিবই কেবল শিবপদবাচ্য। ইনিই তত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব শিবতত্ত্ব।

সা পূর্বোদিতা সিসৃক্ষা প্রপঞ্চবাসনারূপা শক্তিরিতি দ্বিতীয়ং তত্ত্বম্। তদুক্তং রত্নত্রয়পরীক্ষায়াম্—

কর্তৃত্বং তত্র ধর্মী কলয়তি জগতাং পঞ্চসৃষ্ট্যাদিকৃত্যে
ধর্মঃ পুংরূপমাদ্যাৎ সকলজগদুপাদানভাবং বিভর্তি।
স্ত্রীরূপং প্রাপ্য দিব্যা ভবতি চ মহিষী স্বাশ্রয়স্যাদিকর্তুঃ
প্রোক্তৌ ধর্মপ্রভেদাবপি নিগমবিদাং ধর্মিবদ্ব্রহ্মকোটী ॥ ইতি ॥

পূর্বোক্তা সেই সিসৃক্ষা প্রপঞ্চবাসনারূপা শক্তি। ইনি দ্বিতীয় তত্ত্ব। রত্নত্রয়-পরীক্ষায় বলা হয়েছে—জগতের সৃষ্ট্যাদি পঞ্চকৃত্য[১] বিষয়ে ধর্মী কর্তৃত্ব করেন। ধর্ম আদ্যতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়ে পুরুষরূপে সকল জগতের উপাদানভাব ধারণ করেন। আর স্ত্রীরূপ ধারণ করে স্বীয় আশ্রয়স্বরূপ আদিকর্তার দিব্যমহিষী হন। ধর্মের উক্ত দুই ভেদও নিগমবিদ্‌দের কাছে ধর্মীর মতো ব্রহ্মকোটি। (এখানে ধর্মী শিব আর ধর্ম শক্তি)।

পূর্বোক্ততাদৃশজগতঃ অহন্তয়া যদ্দর্শনং তদহমিতি তাদৃশঃ স্পষ্টবৃত্তিমান্ সদাশিবপদবাচ্যঃ তৃতীয়ং তত্ত্বম্।

ইদং জগদিতি কেবলং ভেদবিষয়িণী যা বৃত্তিঃ তদ্বান্ ঈশ্বরপদবাচ্যঃ তুরীয়ং তত্ত্বম্।

জগদহমেবেত্যাকারিকা যা সদাশিবসম্বন্ধিনী বৃত্তিঃ সা বিদ্যাপদবাচ্যা পঞ্চমং তত্ত্বম্।

পূর্বোক্তরূপ জগৎকে অহন্তারূপে যে-দর্শন সেই দর্শনকারী 'অহং'রূপ-স্পষ্টবৃত্তিমান্ যিনি তিনি সদাশিব পদবাচ্য তৃতীয় তত্ত্ব। সহজ কথায়, সদাশিব বিশ্বকে অহং মনে করেন। ইনি বিশ্ব থেকে অভিন্ন। সদাশিবের অহন্তা পরাহন্তা।

'এই জগৎ' এই প্রকার কেবল এই ভেদবিষয়িণী বৃত্তিযুক্ত যিনি তিনি ঈশ্বরপদবাচ্য চতুর্থ তত্ত্ব। সহজ কথায় ঈশ্বর জগৎকে ইদং মনে করেন। ইনি বিশ্ব থেকে ভিন্ন। এখানে ভেদ প্রকট।

'জগৎ আমিই' ইত্যাকার যে সদাশিবসম্বন্ধী বৃত্তি তাই বিদ্যাপদবাচ্যা পঞ্চম তত্ত্ব। বিদ্যা অহন্তা ও ইদন্তার ঐক্যপ্রতিপাদনকারিণী।

ইদং জগদিত্যাকারিকা ঈশ্বরনিষ্ঠা ভেদবিষয়িণী বৃত্তিঃ মায়াপদবাচ্যা ষষ্ঠং তত্ত্বম্।

পূর্বোক্তবিদ্যাতিরোধানশক্তিমতী তদ্‌বিরোধিনী অবিদ্যাপদবাচ্যা সপ্তমং তত্ত্বম্।

জীবনিষ্ঠং সর্বকর্তৃত্বং যৎকিঞ্চিৎকর্তৃত্বেন সঙ্কুচিতং তদেব কলাপদবাচ্যং অষ্টমং তত্ত্বম্।

পূর্বোক্তরীত্যা জীবনিষ্ঠা যা নিত্যতৃপ্তিঃ সৈব কেষুচিদ্বিষয়েষু অতৃপ্ত্যা সঙ্কুচিতা রাগপদবাচ্যা নবমং তত্ত্বম্।

---

১ সৃষ্টি স্থিতি সংহার তিরোভাব এবং অনুগ্রহকরণ এই পঞ্চকৃত্য।

জীবনিষ্ঠা যা নিত্যতা তস্যা আচ্ছাদনে সতি সৈব নিত্যতা অস্তি জায়তে বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি ষড়্ভাবযোগাৎ সঙ্কুচিতা কালপদবাচ্যা দশমং তত্ত্বম্।

পরশিবজীবয়োঃ অভেদাৎ যথা পরশিবে সর্বস্বাতন্ত্র্যং তথা জীবেঽপ্যস্তি, তস্য সর্বস্বাতন্ত্র্যস্য বি [পি] ধানং পূর্বোক্তাবিদ্যয়া কৃতং, তদেব কারণান্তরাপেক্ষং যৎকারণমপেক্ষতে তন্নিয়তিপদবাচ্যং একাদশং তত্ত্বম্।

এতাদৃশনিয়তিকালরাগকলাঽবিদ্যাশ্রয়ো জীবঃ দ্বাদশং তত্ত্বম্।

'এই জগৎ' এইপ্রকার ভেদকারিণী অর্থাৎ অহং থেকে জগৎ পৃথক্, এই ভেদকারিণী ঈশ্বরনিষ্ঠা যে-বৃত্তি তা মায়াপদবাচ্য ষষ্ঠ তত্ত্ব।

পূর্বোক্ত বিদ্যার আচ্ছাদনশক্তিশালিনী এবং বিদ্যার বিরোধিনী অবিদ্যা নামক সপ্তম তত্ত্ব।

শিবের যে-সর্বকর্তৃত্বশক্তি সঙ্কুচিত হয়ে কিঞ্চিৎক'তৃত্বরূপে জীবনিষ্ঠ হয় তাই কলাপদবাচ্য অষ্টম তত্ত্ব।

পূর্বোক্ত রীতিতে শিবের নিত্যতৃপ্তি বা নিত্যতৃপ্ততাশক্তি সঙ্কুচিত হয়ে কোনো কোনো বিষয়ে অতৃপ্তি বা অপূর্ণতৃপ্ততাশক্তিরূপে জীবনিষ্ঠ হয়। তাই রাগপদবাচ্য নবম তত্ত্ব।

জীবনিষ্ঠ যে-নিত্যতা তাই আচ্ছাদিত হয়ে গেলে সেই নিত্যতাই অস্তি (আছে), জায়তে (জাত হয়), বর্ধতে (বর্ধিত হয়), বিপরিণমতে (অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়), অপক্ষীয়তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) এবং বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়), এই ষড়্ভাববিকারযোগে সঙ্কুচিত হয়। তাই কালপদবাচ্য দশম তত্ত্ব।

পরশিব আর জীবের মধ্যে ভেদ নেই। সেইজন্য পরশিবের যে-সর্বস্বাতন্ত্র্য তা জীবেও বর্তমান। পূর্বোক্ত অবিদ্যা দ্বারা সেই সর্বস্বাতন্ত্র্য আচ্ছাদিত হয়। অন্য কারণনিরপেক্ষ সেই সর্বস্বাতন্ত্র্য যখন কারণসাপেক্ষ হয় তখন তা নিয়তিপদবাচ্য হয়। এটি একাদশ তত্ত্ব।

এই প্রকার নিয়তি কাল, রাগ, কলা ও অবিদ্যার আশ্রয় যে-জীব অর্থাৎ পুরুষ সে-ই দ্বাদশ তত্ত্ব।

সত্ত্বরজস্তমোগুণানাং সাম্যরূপা প্রকৃতিঃ চিত্তাপরপর্যায়া ত্রয়োদশং তত্ত্বম্।

যদা সত্ত্বতমসী অভিভূয় রজঃপ্রধানং তন্মনঃপদবাচ্যং সঙ্কল্পহেতুশ্চতুর্দশং তত্ত্বম্।

রজস্তমসী অভিভূয় সত্ত্বপ্রধানমন্তঃকরণং তদ্‌বুদ্ধিপদবাচ্যং নিশ্চয়হেতুঃ পঞ্চদশং তত্ত্বম্।

যদা রজস্সত্ত্বে অভিভূয় তমঃপ্রধানমন্তঃকরণং তদহংকারপদবাচ্যং বিকল্প-কারণং ষোড়শং তত্ত্বম্।

শব্দগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রং সপ্তদশং তত্ত্বম্। স্পর্শগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং ত্বগষ্টাদশং তত্ত্বম্। রূপগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং চক্ষুঃ একোনবিংশং তত্ত্বম্। রসগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং রসনং বিংশং তত্ত্বম্। গন্ধগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণং একবিংশং তত্ত্বম্। ব্যক্ত-বাগুচ্চারণানুকূলবাগিন্দ্রিয়ং দ্বাবিংশং তত্ত্বম্। গ্রহণত্যাগানুকূলমিন্দ্রিয়ং পাণিঃ ত্রয়োবিংশং তত্ত্বম্। গমনানুকূলমিন্দ্রিয়ং পাদঃ চতুর্বিংশং তত্ত্বম্। মলবিসর্গজনক-মিন্দ্রিয়ং পায়ুঃ পঞ্চবিংশং তত্ত্বম্। মৈথুনজনকমিন্দ্রিয়ং উপস্থঃ ষড়্বিংশং তত্ত্বম্। সূক্ষ্মাকাশরূপঃ শব্দঃ সপ্তবিংশং তত্ত্বম্। সূক্ষ্মবায়ুরূপঃ স্পর্শঃ অষ্টাবিংশং তত্ত্বম্। সূক্ষ্মতেজোরূপং রূপং একোনত্রিংশং তত্ত্বম্। সূক্ষ্মজল-রূপো রসঃ ত্রিংশং তত্ত্বম্। সূক্ষ্মপৃথ্বীরূপো গন্ধঃ একত্রিংশং তত্ত্বম্। অবকাশাত্ম-কাকাশঃ স্থূলঃ দ্বাত্রিংশং তত্ত্বম্। সদাগতিমত্ত্বাত্মকগুণবান্ বায়ুঃ ত্রয়স্ত্রিংশং তত্ত্বম্। উষ্ণত্ববত্তেজঃ চতুস্ত্রিংশং তত্ত্বম্। দ্রবত্ববজ্জলং পঞ্চত্রিংশং তত্ত্বম্। কাঠিন্যগুণবতী পৃথ্বী ষট্‌ত্রিংশং চরমং তত্ত্বম্। এতাদৃশতত্ত্বসংঘাতো বিশ্বং জগদিতি ব্যবহারবিষয়াভিন্নম্।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সাম্যরূপা প্রকৃতি। এর অপর নাম চিত্ত। এটি ত্রয়োদশ তত্ত্ব।

অন্তঃকরণে যখন সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ অভিভূত হয় আর রজোগুণের প্রাধান্য হয় তখন তা সঙ্কল্পের হেতু মনঃপদবাচ্য হয়। এটি চতুর্দশ তত্ত্ব।

সত্ত্বগুণপ্রধান অন্তঃকরণে রজোগুণ ও তমোগুণ অভিভূত হয়। এই অন্তঃ-করণই নিশ্চয়জ্ঞানের হেতু বুদ্ধি। এটি পঞ্চদশ তত্ত্ব।

এটি পঞ্চদশ তমঃপ্রধান অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ অভিভূত থাকে। এই অন্তঃকরণ বিকল্প অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের কারণ অহংকারপদবাচ্য ষোড়শ তত্ত্ব।

শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয় শ্রোত্র সপ্তদশ তত্ত্ব। স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয় ত্বক্ অষ্টাদশ তত্ত্ব। রূপগ্রাহক ইন্দ্রিয় চক্ষু একোনবিংশ তত্ত্ব। রসগ্রাহক ইন্দ্রিয় রসনা বিংশ তত্ত্ব। গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ অর্থাৎ নাসিকা একবিংশ তত্ত্ব। (এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়)।

ব্যক্তবাক্য উচ্চারণের অনুকূল ইন্দ্রিয় বাক্। এটি দ্বাবিংশ তত্ত্ব। গ্রহণ ও ত্যাগের অনুকূল ইন্দ্রিয় পাণি। এটি ত্রয়োবিংশ তত্ত্ব। গমনানুকূল ইন্দ্রিয়

পাদ। এটি চতুর্বিংশ তত্ত্ব। মলত্যাগের অনুকূল ইন্দ্রিয় পায়ু। এটি পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। মৈথুনজনক ইন্দ্রিয় উপস্থ। এটি ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব। (এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়)।

সূক্ষ্ম আকাশরূপ শব্দ সপ্তবিংশ তত্ত্ব। সূক্ষ্ম বায়ুরূপ স্পর্শ অষ্টাবিংশ তত্ত্ব। সূক্ষ্ম তেজোরূপ রূপ একোনত্রিংশ তত্ত্ব। সূক্ষ্ম জলরূপ রস ত্রিংশ তত্ত্ব। সূক্ষ্ম পৃথিবীরূপ গন্ধ একত্রিংশ তত্ত্ব। (আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতকে পঞ্চ তন্মাত্রও বলা হয়। সাধারণতঃ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ পঞ্চ তন্মাত্র বলেই খ্যাত)।

অবকাশাত্মক স্থূল আকাশ দ্বাত্রিংশ তত্ত্ব। সদা গতিমত্ত্বাত্মক গুণবিশিষ্ট বায়ু ত্রয়স্ত্রিংশ তত্ত্ব। উষ্ণত্বগুণবিশিষ্ট তেজ চতুস্ত্রিংশ তত্ত্ব। দ্রবত্বগুণবিশিষ্ট জল পঞ্চত্রিংশ তত্ত্ব। কাঠিন্যগুণযুক্তা পৃথিবী ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্ব। (আকাশাদি পঞ্চ স্থূল ভূত সচরাচর পঞ্চ মহাভূত নামে খ্যাত)।

এই প্রকার তত্ত্বসংঘাতই বিশ্ব, জগৎ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশ্ব আর জগৎ অভিন্ন।

উক্তার্থে প্রমাণং পরমানন্দতন্ত্রে—

যৎকাঠিন্যং তদ্ধরা স্যাদ্দ্রবো বৈ জলমুচ্যতে।
উষ্ণং তেজঃ সঞ্চলনং বায়ুর্ব্যোমাবকাশকম্ ॥
এতেষাং সূক্ষ্মরূপং তু অনুভিন্নবিভাগকম্[১]।
গন্ধস্পর্শৌ রূপরসৌ শব্দস্তন্মাত্রকাণি বৈ ॥
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যেষাং ঘ্রাণং জিহ্বা চ লোচনম্।
ত্বক্ শ্রোত্রং চেতি পঞ্চানাং গ্রহণব্যাপৃতানি বৈ ॥
বচনাদানগমনবিসর্গানন্দপঞ্চকম্।
কর্মস্বধিষ্ঠানরূপমতস্তন্ন পৃথক্‌কৃতম্ ॥
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যং তৎকরণং ভবেৎ।
সর্বদেহগতং চাপি স্ফুটব্যক্তেরুদাহৃতম্ ॥
মনঃ সঙ্কল্পকরণং বুদ্ধির্নিশ্চয়কারিণী।
বিকল্পপ্রতিবিম্বানাং ভূমির্দর্পণবচ্ছিবে ॥
এতাবদভিমানাত্মা চাহংকার উদাহৃতঃ।
দুঃখনির্বৃত্তিমোহাখ্যরজঃসত্ত্বতমোময়ম্ ॥
অন্তঃকরণমিত্যুক্তং তত্তদাধিক্যসম্ভবম্।
কারণানাং গুণানাং তু সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে ॥

১ বিভাবকম্ ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।

তদ্ভিন্নঃ পুরুষঃ প্রোক্তঃ পূর্ণঃ সংক্ষিপ্তশক্তিকঃ।
চিনানন্দস্তথেচ্ছা চ জ্ঞানং তদ্বৎ ক্রিয়াঽপি চ॥
পরিপূর্ণাশ্‌শক্তয়স্তু সঙ্কোচাত্তু কলাদিকাঃ।
সর্বকর্তৃত্বরূপা বৈ ক্রিয়াশক্তিঃ কলাঽভবৎ॥
কিঞ্চিৎকর্তৃত্বরূপেণ জ্ঞানং সর্বজ্ঞতা তথা।
বুদ্ধিস্তৎ[1]প্রতিবিম্বানাং বস্তূনামেব বোধকঃ[2]॥
সঙ্কোচনাত্তু বিদ্যাখ্যা সৈবাবিদ্যেতি গীয়তে।
ইচ্ছা তু নিত্যতৃপ্ত্যাখ্যা সৈব সঙ্কোচশালিনী॥
রাগঃ ক্বচিদতৃপ্ত্যাখ্যা ক্বচিদ্রঞ্জনরূপিণী।
চিচ্ছক্তির্নিত্যসত্তাখ্যা কালঃ ষড়্‌ভাবযোগতঃ॥
আনন্দশক্তিঃ স্বাতন্ত্র্যং সার্বত্রিকমুদীরিতম্।
অন্যাপেক্ষণহেতোস্তু সঙ্কোচান্নিয়তিঃ স্মৃতা॥
অখণ্ডরসমেতাবদেতদ্ভেদননৈপুণা।
স্বতন্ত্ররূপা ত্বং দেবি মায়া ভৈরববল্লভা॥
ভেদনেন স্বরূপস্য গোপনাত্তত্ত্বরূপিণী।
স্বরূপভেদনং হিত্বা চৈক্যাবগমনোদ্যতা॥
পরমার্থপ্রথারূপা শুদ্ধবিদ্যেতি শব্দিতা।
স্পষ্টভেদপ্রথান্ ভাবান্ স্বাভেদেনাবভাসয়ন্॥
ঈশ্বরঃ কথিতো দেবি তানস্পষ্টানহং ত্বিদম্।
ইতি প্রবোধনাত্মা তু সদাশিব ইতীরিতঃ॥
স্বস্বরূপাভেদময়ানহমিত্যেব পশ্যতী।
প্রপঞ্চবাসনারূপা শক্তিরিত্যভিধীয়তে॥
নিষ্প্রপঞ্চশ্চিদেকাত্মা শিবতত্ত্বং সমীরিতম্॥ ইতি॥

এতেষাং শিবাদিক্ষিত্যন্তানাং স্বরূপনিরূপণং মৃগেন্দ্রসংহিতায়াং বিস্তরেণাস্তি, বিস্তরভয়াদত্র ন লিখিতং, যাবদুপযুক্তং তাবদেব লিখিতম্।

উপরে বিবৃত বিষয়ের প্রমাণ আছে পরামানন্দতন্ত্রে। যথা—যা কাঠিন্যগুণ-বিশিষ্ট তা ধরা অর্থাৎ ক্ষিতি। যা দ্রব তাকে বলা হয় জল অর্থাৎ অপ্; তেজ উষ্ণতা; চলনশীলতা বায়ু অর্থাৎ মরুৎ; অবকাশ ব্যোম। এদের যে সূক্ষ্ম রূপ তাতে বিভাগ প্রকট নয়। এই তত্ত্বগুলি গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ এই

---

১ বুদ্ধিতৎ ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।
২ বোধতঃ ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।

পঞ্চ তন্মাত্র। ঘ্রাণ অর্থাৎ নাসিকা, জিহ্বা, লোচন, ত্বক্ এবং শ্রোত্র এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় গন্ধাদি গ্রহণে ব্যাপৃত। নাসিকা গন্ধ, জিহ্বা রস, লোচন রূপ, ত্বক্ স্পর্শ এবং শ্রোত্র শব্দ গ্রহণ করে।

বচন আদান গমন বিসর্গ ও আনন্দ এই পঞ্চক কর্মের অধিষ্ঠানরূপ। তাই, তা পৃথক্ করা হয় নি। এদের করণ বা সাধন যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। তা সর্বদেহগত হলেও এখানে বিশদভাবে প্রকাশিত হল।

মন সঙ্কল্পের সাধন। বুদ্ধি নিশ্চয়কারিণী অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞান বিধান করে। ওগো শিবা, এটি দর্পণের মতো বিকল্পপ্রতিবিম্বসমূহের উৎপত্তিস্থান। অভিমানাত্মক তত্ত্বকে বলা হয় অহংকার। (আমি করি, এটা আমার, ওটা আমার নয়, এই প্রকার আমি আমার এই অভিমান অহংকার)। দুঃখ, নিবৃত্তি ও মোহ নামক রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক সেই সেই গুণের আধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণের কথা এতাবৎ বলা হল। (দুঃখ রজোগুণোদ্ভব, নিবৃত্তি সত্ত্বগুণোদ্ভব, আর মোহ তমোগুণোদ্ভব। রজোগুণের আধিক্যবিশিষ্ট অন্তঃকরণ মন, সত্ত্বগুণের আধিক্যবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বুদ্ধি, আর তমোগুণের আধিক্যবিশিষ্ট অন্তঃকরণ অহংকার)।

কারণরূপ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যকে বলে প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকে যিনি ভিন্ন তাঁকে বলা হয় পুরুষ। ইনি পূর্ণ আবার সঙ্কোচিতশক্তি। চিৎ আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া এই সব পরিপূর্ণ শক্তি সঙ্কোচিত হয়ে কলাদি রূপ ধারণ করে। সর্বকর্তৃত্বরূপা ক্রিয়াশক্তি সঙ্কোচিত হয়ে কিঞ্চিৎকর্তৃত্বরূপে হয় কলা। সর্বজ্ঞতারূপা জ্ঞানশক্তি সঙ্কোচিত হয়ে কিঞ্চিৎজ্ঞতারূপে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত বস্তুসমূহের বোধক হয়। তখন তার নাম হয় বিদ্যা। আবার তাকেই অবিদ্যা বলা হয়। নিত্যতৃপ্তিরূপা ইচ্ছাশক্তি সঙ্কোচিত হয়ে কোথাও কোথাও অতৃপ্তি নামক অনুরাগরূপ ধারণ করে। তখন তার নাম হয় রাগ। নিত্যসত্তা নামক চিৎশক্তি ষড়্ভাবযোগে হয়ে যায় কাল। স্বাতন্ত্র্যরূপা আনন্দশক্তি সার্বত্রিক। এটি অন্যনিরপেক্ষ। এই শক্তি সঙ্কোচিত হয়ে অন্যসাপেক্ষ হয়ে যায়। তখন একে বলা হয় নিয়তি। ওগো দেবী, তুমি স্বতন্ত্ররূপা ভৈরব-বল্লভা। তুমি অখণ্ডরস একের সঙ্গে অর্থাৎ পূর্ণহন্তার সঙ্গে এই সবের অর্থাৎ ইদন্তার ভেদনিপুণা মায়া। (মায়া ভৈরববল্লভা অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিষী বা শক্তি। মায়ার জন্যই ভেদবুদ্ধি দেখা দেয়)।

তত্ত্বরূপিণী যিনি ভেদের দ্বারা স্বরূপ গোপন করেন আবার স্বরূপের সেই

ভেদ পরিহার করে স্বয়ং ঐক্য প্রাপ্ত হন সেই পরমার্থপ্রথারূপা শক্তিকে বলা হয় শুদ্ধবিদ্যা।

দেবী, স্পষ্টভেদরূপে খ্যাত ভাবসমূহকে স্বাত্মাভিন্নরূপে যিনি অবভাসিত করেন তিনি ঈশ্বর। ওগো দেবী, অস্ফুট ভেদভাবরূপ 'ইদং'কে যিনি 'অহং' মনে করেন তাঁকে বলা হয় সদাশিব।

প্রপঞ্চবাসনারূপা যিনি স্বস্বরূপাভিন্ন প্রপঞ্চসমূহকে 'অহং'রূপে দেখেন তাঁকে বলা হয় শক্তি। আর নিষ্প্রপঞ্চ একাত্মা চিৎকে বলা হয় শিবতত্ত্ব।

শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত এই সব তত্ত্বের স্বরূপনিরূপণ মৃগেন্দ্রসংহিতায় বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। গ্রন্থবিস্তারভয়ে তা আর বিস্তৃতভাবে লেখা হল না; শুধু যতটুকু উপযোগী ততটুকুই লেখা হল।

তত্ত্বসংখ্যানির্ণয়ঃ

ননু সাংখ্যৈঃ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানীতি সিদ্ধান্তিতং, কথং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি ইতি চেৎ—উচ্যতে, চতুর্বিংশত্যতিরিক্তানি পুরুষাদিশিবান্তানি দ্বাদশ তত্ত্বানি ন সন্তি প্রমাণাভাবাদিতি তবোক্তিঃ, উত চতুর্বিংশতিতত্ত্বেষু অন্তর্ভূতানীতি। নাদ্যঃ, শ্রীভগবতঃ পরশুরামস্য উক্তেরেব প্রমাণত্বাৎ, "ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বপ্রাসাদভূনাথায় নমো নমঃ" ইতি স্কান্দে শ্রুতত্বাৎ, "ষট্‌ত্রিংশদ্বিধমেতদ্বৈ তত্ত্বচক্রং সমীরিতম্" ইতি পরমানন্দতন্ত্রে শ্রুতত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, পুরুষাদি-শিবান্তানাং পূর্বোক্তলক্ষণ-রূপবিরুদ্ধধর্মবতামন্তর্ভাবাসম্ভবাৎ। ন চ "চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি পুরুষস্তু ততঃ পরঃ" ইতি মহাভারতবচনবিরোধঃ ইতি বাচ্যম্; অগ্রিমদ্বাদশতত্ত্বানামতিকঠিন-বেদ্যত্বেন মন্দমতীনাং প্রকৃত্যন্তসুগমবেদ্যতত্ত্বানামেব কথনীয়তা তত্রৈব বিশ্রামাৎ, এবং চ অধিকারিভেদেন বচনদ্বয়স্যাপি প্রামাণ্যাৎ। এতেন "সর্বত্র পঞ্চভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে" ইতি বাসিষ্ঠবচনমাশ্রিত্য পঞ্চৈব তত্ত্বানীতি বদন্ পরাস্তঃ, তস্য অত্যন্তমন্দমতিপরত্বাৎ ॥

তত্ত্বসংখ্যানির্ণয়

সাংখ্যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, এখানে কি করে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে? চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত পুরুষ থেকে শিব পর্যন্ত দ্বাদশ তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ কিংবা এই দ্বাদশ তত্ত্ব চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, তাই আপনি বলতে চাচ্ছেন কি? তার উত্তর এই—ভগবান্ পরশুরামের উক্তিই প্রমাণ, এই জন্য পূর্বোক্ত প্রথম শঙ্কাটি নিরর্থক অর্থাৎ প্রমাণাভাবে পুরুষাদি শিবান্ত দ্বাদশ তত্ত্ব অসিদ্ধ একথা বলা যায় না। তা ছাড়া এ সম্পর্কে স্কন্দপুরাণেও বলা হয়েছে—"ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বপ্রসাদভূনাথকে বার

-বার নমস্কার"। পরমানন্দতন্ত্রের বচনও পাওয়া যায়—"এই তত্ত্বচক্রকে ষট্‌ত্রিংশদ্‌বিধ বলা হয়"। পূর্বোক্ত দ্বিতীয়টিও নয় অর্থাৎ পুরুষাদি শিবান্ত দ্বাদশ তত্ত্বকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তও বলা যায় না। কারণ, ক্ষিতি থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের যে-সব লক্ষণ পূর্বে বলা হয়েছে, তা পুরুষাদি শিবান্ত দ্বাদশ তত্ত্বের লক্ষণসমূহের বিরুদ্ধ। কাজেই, উক্ত দ্বাদশ তত্ত্ব বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। "চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, তার পর পুরুষ" মহাভারতের এই বচনের সহিত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব একথা বলার বিরোধ হচ্ছে, তা বলাও যায় না। কারণ, অগ্রিম অর্থাৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পূর্ব্ববর্তী দ্বাদশতত্ত্বের জ্ঞান লাভ অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য, মন্দবুদ্ধিদের জন্য সাংখ্যে এবং মহাভারতে ক্ষিতি থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত চতুর্বিংশতি সুখবোধ্য তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে অধিকারিভেদে উভয়বিধ বচনের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগবাসিষ্ঠে আছে—"সর্বত্র পঞ্চ ভূত, ষষ্ঠ আর কিছু নেই।" এই বচনটি অত্যন্ত মন্দবুদ্ধিদের জন্য। পূর্বোক্ত যুক্তিতে এটিও নিরাকৃত হল।

ননু বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বং যদি তত্ত্ববিভাগে প্রযোজকং তর্হি ঘটত্বপটত্বরূপবিরুদ্ধধর্মবতোঃ ঘটপটয়োরপি তত্ত্বান্তরত্বাপত্তিঃ ইতি চেৎ—ন। কিং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাতিরিক্তত্বমাপাদ্যতে? অথবা ঘটরূপতত্ত্বাপেক্ষয়া পটতত্ত্বমতিরিক্তং স্যাদিত্যাপাদ্যতে? নাদ্যঃ, যঃ ক্ষিতেরসাধারণো ধর্মঃ কাঠিন্যং তেন সাকং ঘটত্বপটত্বয়োঃ বিরোধাভাবেন তদতিরিক্তত্বাসিদ্ধেঃ। দ্বিতীয়ে তু ইষ্টাপত্তিরেব। এষ এবার্থঃ উক্তঃ সূতসংহিতায়াং তত্ত্বলক্ষণকথনপূর্বম্—

আপ্রলয়ং যত্তিষ্ঠতি সর্বেষাং ভোগদায়ি ভূতানাম্।
তত্তত্ত্বমিতি প্রোক্তং ন শরীরঘটাদি তত্ত্বমতঃ॥ ইতি॥

এতেন ইয়ামাশঙ্কা সুতরাং পরাহতা॥

প্রশ্ন হতে পারে, বিরুদ্ধধর্মবত্তা যদি তত্ত্ববিভাগের প্রযোজক হয় তা হলে ঘটত্ব ও পটত্বরূপ বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট ঘট ও পটও কি তত্ত্ব বলে পরিগণিত হবে? উত্তর—না, তা হবে না। কেননা, তা হলে ঘটপট কি ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের অতিরিক্ত হবে? অথবা, ঘটরূপ তত্ত্বের তুলনায় পটতত্ত্ব অতিরিক্ত হবে? প্রথমটি নয়। কারণ, ক্ষিতিতত্ত্বের যে-অসাধারণ ধর্ম কাঠিন্য তার সঙ্গে ঘটত্বপটত্বের বিরোধ নেই। কাজেই, ঘটত্বপটত্বের ক্ষিতিতত্ত্বের অতিরিক্ততা অসিদ্ধ। দ্বিতীয়টিতে ইষ্টাপত্তি হয়েছে। তত্ত্বলক্ষণবর্ণনা প্রসঙ্গে সূতসংহিতায় এই বিষয়েই বলা হয়েছে—সৃষ্টির আদি থেকে প্রলয় পর্যন্ত বর্তমান থেকে যা

প্রাণীদের ভোগদানকারী হয় তাকেই বলা হয় তত্ত্ব। কাজেই, শরীর ঘট ইত্যাদি তত্ত্ব নয়। সুতরাং, এ দ্বারা পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিরাকৃত হল।

যদ্যপি তন্ত্রান্তরে প্রথমং ত্রীণ্যেব তত্ত্বানি—আত্মতত্ত্বং, বিদ্যাতত্ত্বং, শিবতত্ত্বং চেতি। তত্র আত্মতত্ত্বং চতুর্বিংশতিধা ক্ষিত্যাদিপ্রকৃত্যন্তম্। তদসাধারণো ধর্মঃ কেবলজড়ত্বম্। পুরুষমারভ্য মায়ান্তং বিদ্যাতত্ত্বং সপ্তধা। তল্লক্ষণং চ জড়ত্ব-প্রকাশকত্বোভয়বত্ত্বম্। তথাহি—যথা অয়ঃপিণ্ডে বহ্নিতাদাত্ম্যাপন্নে জড়েঽপি প্রকাশকত্বং, অয়ঃপিণ্ডে জড়ত্বং চ বহ্নিতাদাত্ম্যানাপন্নত্বদশায়াং স্পষ্টম্। এবং বহ্নৌ অয়ঃপিণ্ডতাদাত্ম্যাপন্নত্বদশায়াং জড়ত্বং প্রকাশকত্বং চ স্পষ্টম্। তথা পুরুষে প্রকাশরূপে তত্তাদাত্ম্যাপন্নেষু জড়েষু নিয়ত্যাদিষু প্রকাশকত্বং পুরুষে চ জড়ত্বম্। নিয়ত্যাদিষু জড়ত্বং পুরুষে প্রকাশকত্বং চ স্পষ্টম্। এবংরীত্যা বিদ্যাতত্ত্বস্য মিশ্রত্বম্। শুদ্ধবিদ্যাদিশিবান্তং শিবতত্ত্বং পঞ্চধা। তদসাধারণো ধর্মঃ কেবলপ্রকাশকত্বমিত্যবান্তরবিভাগঃ কৃতঃ। তথাঽপি তত্রাপ্যুপসংহারবেলায়াং—

"ষট্‌ত্রিংশদ্বিধমেবং বৈ তত্ত্বচক্রং মহেশ্বরি ॥"

ইতি যো ধর্মঃ উক্তঃ স এব অত্রাপ্যুক্তঃ ইতি ন তেন সাকং বিরোধঃ ॥

তন্ত্রান্তরে প্রথমে বলা হয়েছে তত্ত্ব তিনটি—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব আর শিবতত্ত্ব। ক্ষিতি থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত চতুর্বিংশতি প্রকারের তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অসাধারণ ধর্ম কেবল জড়ত্ব। পুরুষ থেকে আরম্ভ করে মায়া পর্যন্ত সপ্তধা তত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব। এই সপ্ত তত্ত্বের লক্ষণ বা অসাধারণ ধর্ম জড়ত্ব এবং প্রকাশকত্ব এই উভয়। বলা হয়েছে—যেমন লৌহপিণ্ড বহ্নিতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হলে অর্থাৎ লৌহপিণ্ডকে আগুনে পোড়ালে তা যখন আগুনের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন জড়েও প্রকাশকত্ব পরিলক্ষিত হয়; বহ্নিতাদাত্ম্য-অপ্রাপ্ত অবস্থায় লৌহপিণ্ডে জড়ত্ব স্পষ্ট। এমনিভাবে লৌহপিণ্ডতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অবস্থায় বহ্নিতে জড়ত্ব ও প্রকাশকত্ব স্পষ্ট। তেমনি প্রকাশরূপ পুরুষের সঙ্গে নিয়তি-আদি মায়ান্ত তত্ত্ব তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হলে নিয়তি-আদিতে প্রকাশত্ব ও পুরুষে জড়ত্ব আরোপিত হয়। নিয়তি-আদিতে জড়ত্ব ও পুরুষে প্রকাশত্ব স্পষ্ট। এইভাবে বিদ্যাতত্ত্বের মিশ্রত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ পুরুষ থেকে মায়া পর্যন্ত তত্ত্বে প্রকাশকত্ব ও জড়ত্ব এই উভয় ধর্ম মিশ্রিতভাবে অবস্থিত এইটি সিদ্ধ হয়। শুদ্ধবিদ্যা থেকে শিব পর্যন্ত পঞ্চধা তত্ত্ব শিবতত্ত্ব। এই পঞ্চ তত্ত্বের অসাধারণ ধর্ম কেবলপ্রকাশত্ব। যদিও প্রথমে এইভাবে ত্রিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তথাপি উপসংহারের বেলা বলা হয়েছে—মাহেশ্বরী, এমনিভাবে তত্ত্বচক্র ষট্‌ত্রিংশদ্‌বিধ অর্থাৎ তত্ত্বসংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ।

কাজেই, পূর্বে তত্ত্বসমূহের যে-ধর্ম বলা হয়েছে এখানেও তাই বলা হল। অতএব, তার সঙ্গে পূর্বোক্তির কোনো বিরোধ হল না।

বস্তুতস্তু ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশে অধ্যায়ে—

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্॥
সপ্তৈকে নব ষট্ চৈকে[১]………।(১১/২২/১-২)

ইত্যারভ্য উদ্ধবপ্রশ্নে স্বমতে অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি প্রতিপাদ্য শ্রীভগবান্ সপ্তাদি-বিরুদ্ধসংখ্যাবাদিনাং মতানামুপপত্তিং কৃত্বা

ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্॥ ১১/২২/২৫

ইত্যুবাচ। ইদমেবাত্র সমাধানং দ্রষ্টব্যম্॥ ৪॥

বস্তুতঃ ভাগবতের একাদশ স্কন্দের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে—হে বিশ্বেশ, হে প্রভু, ঋষিদের দ্বারা ক'টি তত্ত্ব সংখ্যাত হয়েছে? (তোমার কাছে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের কথা শুনেছি) আবার কেউ কেউ বলছেন তত্ত্বের সংখ্যা ষড়্‌বিংশতি, অন্যেরা বলছেন পঞ্চবিংশতি; আবার কেউ কেউ বলছেন সপ্ত, কেউ কেউ নব, কেউ কেউ ষট্—ইত্যাদি উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ স্বমতে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে যাঁরা তত্ত্বের সপ্তাদি সংখ্যা নির্দেশ করেন সেই বিরুদ্ধসংখ্যা-বাদীদের মতেরও উপপত্তি প্রদর্শন করতঃ বললেন—এই প্রকারে ঋষিরা তত্ত্বের নানা সংখ্যা নির্দে'শ করেছেন। এ সবই ন্যায্য; বিদ্বানদের যুক্তিমত্ত্বার পক্ষে কি অশোভন হতে পারে?

এ ক্ষেত্রেও ভগবানের উক্তির অনুরূপ সমাধান হবে।

জীবেশ্বরস্বরূপম্

এবং তত্ত্বানাং বিভাগমুক্ত্বা জীবেশ্বরস্বরূপং বক্তুমারভতে—

শরীরকঞ্চুকিতঃ শিবো[২] জীবো নিষ্কঞ্চুকঃ পরশিবঃ[৩]॥ ৫॥

১। মুদ্রিত একাধিক ভাগবতে প্রাপ্ত পাঠ

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশপঞ্চত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম॥
কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে।
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশম্॥ ১১।২২।১-২

২। কঞ্চুকিতো জীবো ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।

৩। নিষ্কঞ্চুকঃ শিবঃ ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।

এবং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানামপি সামান্যরূপেণ পুনর্দ্বিস্বভাবত্বং—কেষুচিৎ কেবল-দৃশ্যত্বং কেষুচিৎ কেবলদ্রষ্টৃত্বমেব। আদ্যং জড়েষু, দ্বিতীয়ং কেবলমিতি ॥

ননু জীবস্য তত্ত্বান্তঃপাতিত্বাৎ পরশিবস্যাতথাত্বাৎ দ্বয়োর্ভেদ আয়াতঃ। এবং সতি কথমদ্বৈতসিদ্ধান্তঃ তান্ত্রিকাণাম্ ? তত আহ—শরীরেতি। অয়ং ভাবঃ—সর্বস্বতন্ত্রঃ পরশিবঃ স্বস্য মায়য়া দুর্ঘটয়া স্বনিষ্ঠং যদন্যানপেক্ষত্বরূপং পূর্ণং স্বাতন্ত্র্যং তদাচ্ছাদয়তি। ততস্তিরোহিতং যৎস্বাতন্ত্র্যং পরিমিতং স্বাতন্ত্র্যং তদাণবমলমুচ্যতে। আণবমলমেব অবিদ্যেত্যপ্যুচ্যতে ॥

জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ

এইভাবে তত্ত্ববিভাগ বলে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বলতে আরম্ভ করলেন এই বলে—

শরীরকঞ্চুকিত শিব জীব আর যিনি নিষ্কঞ্চুক তিনি পরশিব ॥ ৫ ॥

এইভাবে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বেরও সাধারণভাবে আবার দ্বিস্বভাবত্ব লক্ষিত হয়। কতগুলি তত্ত্বে আছে কেবলদৃশ্যত্ব আর কতগুলিতে কেবলদ্রষ্টৃত্ব। জড়ে আছে প্রথমটি আর দ্বিতীয়টি কেবল।[১]

কথা হল জীব তত্ত্বান্তর্গত আর পরশিব সেরূপ নন অর্থাৎ তিনি তত্ত্বাতীত। কাজেই, উভয়ের মধ্যে ত ভেদ এসে গেল। এরূপ অবস্থায় তান্ত্রিকদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত কি করে দাঁড়ায় ? তার উত্তরে শরীর ইত্যাদি সূত্র বলা হয়েছে। এই সূত্রের তাৎপর্য—পরশিব সর্বস্বতন্ত্র। তিনি স্বীয় দুর্ঘটা অর্থাৎ অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া দ্বারা স্বীয় অন্যানপেক্ষত্ব অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষত্বরূপ পূর্ণস্বাতন্ত্র্য আচ্ছাদিত করেন। সেই আচ্ছাদিত পূর্ণস্বাতন্ত্র্য পরিমিত স্বাতন্ত্র্য হয়ে যায়। তাকেই বলে আণব মল। এই আণব মলকে অবিদ্যাও বলা হয়।

ননু পূর্ণস্বাতন্ত্র্যং স্বীয়ং স্বয়মেব কথমাচ্ছাদয়তি ইতি চেৎ—উচ্যতে। যথা সূর্যঃ স্বময়ূখৈরেব সৃষ্টৈঃ মেঘৈঃ স্বয়মাবৃতো ভবতি এবমেব স্বাবিদ্যয়া স্বস্যাবরণে বাধকাভাবাৎ। তথা চ ঔপাধিকো ভেদো ন বাস্তবঃ। তথা চ নাদ্বৈতহানিঃ ইতি ভাবঃ।

প্রশ্ন হতে পারে পরশিব স্বীয় পূর্ণস্বাতন্ত্র্য স্বয়ং কি করে আচ্ছাদিত করলেন। তার উত্তরে বলা যায়—যেমন সূর্য স্বীয় কিরণজালের দ্বারা জল আকর্ষণ করতঃ মেঘ সৃষ্টি করে সেই মেঘের দ্বারা স্বয়ং আবৃত হন তেমনি পরশিবও স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন। এতে কোনো বাধা হয় না। তাছাড়া

উপহিত শিবই জীব, উপাধিরহিত হইলে জীবই আবার শিব।” কাজেই, তান্ত্রিকদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হল না, এই হল নিষ্কর্ষ।

ননু অপরিচ্ছিন্নচিৎস্বরূপপরশিবঃ কথং পরিচ্ছিন্নেন আণবমলেন তিরোহিত ইতি চেৎ—ইত্থম্। মায়ায়াঃ সামর্থ্যমনির্বচনীয়ম্। অতো ন তত্র অঘটিত-ঘটনায়ামপি কথংভাবশঙ্কা অস্তি। অতএবোক্তম্—

দুর্ঘটৈকবিধ্যয়িন্যাং মায়ায়াং কিমসম্ভবি ॥ ইতি ॥

সুভগোদয়েঽপি—

মায়াবিভিন্নবুদ্ধির্নিজাংশভূতেষু নিখিলভূতেষু।
নিত্যং তস্যা নিরঙ্কুশবিভবং বেলেব বারিধিং রুন্ধে ॥ ইতি ॥

প্রশ্ন হতে পারে পরশিব অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ ; তিনি পরিচ্ছিন্ন আণবমলের দ্বারা কিপ্রকারে আচ্ছাদিত হবেন। তার উত্তর—এই প্রকারে। মায়ার সামর্থ্য অনির্বচনীয়। কাজেই, সেক্ষেত্রে, অর্থাৎ মায়ার কার্যে অঘটনঘটনাতেও ‘এটি কি করে হয়’ এরূপ শঙ্কা থাকে না। এই জন্য বলা হয়েছে—দুর্ঘট কর্মের একমাত্র বিধানকর্ত্রী মায়ার ক্ষেত্রে অসম্ভব কি থাকতে পারে ?

সুভগোদয়েও বলা হয়েছে—সমুদ্রবেলা যেমন সমুদ্রকে রোধ করে তেমনি মায়ার অংশভূত নিখিল জীবসমূহে মায়াবিহিত বিভিন্ন বুদ্ধি তার নিরঙ্কুশ বিভবকে নিত্য রোধ করে।

এবং আণবমলেন ছন্নঃ তদা স্বয়মণুর্দেহপরিমিতঃ সন্ অন্যান্ দেহপরিমিতান্ অনন্তান্ জীবান্ স্বভিন্নত্বেন পশ্যতি। তন্মায়িকং মলম্। এবং ভেদপ্রথারূপ-মায়িকমলেন মলিনাঃ শুভাশুভকর্ম অনুতিষ্ঠন্তঃ তজ্জনিতসংস্কারবন্তো ভবন্তি। তদেতৎ কার্মং মলম্। এতাদৃশত্রিবিধমলং শরীরপদেনোচ্যতে। তদ্রূপং যৎ কঞ্চুকং আচ্ছাদনং তেন আবৃতঃ শিব এব জীবঃ।

এইপ্রকারে আণবমলের দ্বারা আবৃত অণু অর্থাৎ শিব স্বয়ং দেহপরিমিত হয়ে দেহপরিমিত অন্য অনন্ত জীবসমূহকে নিজের থেকে ভিন্নরূপে দেখেন। এই ভেদ্‌ বা ভেদজ্ঞানই মায়িক মল। এইপ্রকারে ভেদপ্রথারূপ অর্থাৎ ভেদজ্ঞানরূপ মায়িক মলের দ্বারা মলিন জীবেরা শুভাশুভ কর্ম করে এবং সেই কর্মজনিত সংস্কারযুক্ত হয়। এই সংস্কারই কার্ম মল। সূত্রোক্ত শরীরপদের দ্বারা এইরূপ ত্রিবিধমলই ব্যক্ত হয়েছে। এইপ্রকার শরীররূপ যে-কঞ্চুক অর্থাৎ আচ্ছাদন তা দ্বারা আবৃত শিবই জীব।

তদুক্তং পরমার্থসারে—

> পরমং যৎস্বাতন্ত্র্যং দুর্ঘটসম্পাদনং মহেশস্য।
> দেবী মায়াশক্তিঃ স্বাত্মাবরণং শিবস্যৈতৎ ॥ ইতি ॥

সুভগোদয়েঽপি—

> স তয়া পরিমিতমূর্তিঃ সঙ্কোচিতসমস্তশক্তিরেষ পুমান্।
> রবিরিব সন্ধ্যারক্তসৃসংহৃতরশ্মিঃ স্বভাসনেঽপ্যপটুঃ ॥ ইতি ॥

যদ্বা—শরীরং ত্রিবিধং, স্থূলং সূক্ষ্মং পরং চেতি। আদ্যং ধ্যানশ্লোকপ্রতিপাদিতম্। দ্বিতীয়ং মন্ত্ররূপম্। তৃতীয়ং বাসনাত্মকম্। এতৈঃ শরীরৈঃ কঞ্চুকিতঃ শিবঃ আদ্যতত্ত্বং সোঽপি জীব এবেত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব জীবত্বমস্তি, কা কথা অন্যেষ্বিতি ভাবঃ। এতেন শিবস্বরূপলাভোঽপি ন পরমপুরুষার্থ ইতি ধ্বনিতম্ ॥

এতাদৃশজীবাঃ ত্রিবিধাঃ—শুদ্ধাঃ অশুদ্ধাঃ, মিশ্রাশ্চ ইতি। আদ্যাঃ শিবাদিসদাশিবান্তাঃ, তেষাং, অজ্ঞানাভাবাৎ। অশুদ্ধাঃ মনুষ্যাদয়ঃ। মিশ্রাঃ বসিষ্ঠাদয়ঃ। এতাদৃশকঞ্চুকরহিতো যঃ সঃ তত্ত্বাতীতঃ পরশিবঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

পরমার্থসারে বলা হয়েছে—মহেশের যে দুর্ঘটসম্পাদক অর্থাৎ অঘটনঘটনকারী পরম স্বাতন্ত্র্য তাই দেবী মায়াশক্তি এবং তাই শিবের এই আবরণ।

সুভগোদয়েও বলা হয়েছে—সন্ধ্যারক্ত সূর্য যেমন আপন রশ্মিজাল সংহরণ করেন এবং তখন আপনাকে প্রকাশিত করতেও পারেন না, তেমনি মায়া দ্বারা সমস্ত শক্তি সঙ্কোচিত হলে শিবই পরিমিতমূর্তি এই পুরুষ অর্থাৎ জীব হন। অথবা—শিবের শরীর ত্রিবিধ, স্থূল, সূক্ষ্ম এবং পর। আদ্য অর্থাৎ স্থূল শরীর ধ্যানশ্লোকে প্রতিপাদিত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর মন্ত্ররূপ অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক। তৃতীয় অর্থাৎ পরশরীর বাসনাত্মক। এই ত্রিবিধ শরীরের দ্বারা কঞ্চুকিত পরশিবই আদ্যতত্ত্ব শিব। সেই শিবও জীব, এই হল নির্গলিতার্থ। সেই শিবেও যখন জীবত্ব আছে তখন অন্যের বিষয়ে আর কথা কি, এই হল তাৎপর্য। এর ব্যঞ্জনা হল শিবস্বরূপ লাভও পরমপুরুষার্থ[১] নয়।

এতাদৃশ জীবেরা ত্রিবিধ—শুদ্ধ, অশুদ্ধ আর মিশ্র। শুদ্ধ জীব—শিব, শক্তি ও সদাশিব। কেননা, তাঁদের মধ্যে অজ্ঞান নেই। অশুদ্ধ জীব—মনুষ্যাদি।

---

১ "নির্বাণমুক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ। নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমশিবস্বরূপলাভেই নির্বাণমুক্তি হয়। সগুণব্রহ্ম বা শিবস্বরূপলাভে নির্বাণমুক্তি হয় না, এই জন্য ইহা পরমপুরুষার্থ নহে।"—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১৩৪, পাদটীকা।

আর ।মশ্রজীব বসিষ্ঠাদি । এতাদৃশ কঞ্চুকরহিত যিনি সেই পরশিব তত্ত্বাতীত, এইটি নির্গলিতার্থ । ৫ ।

পুরুষার্থস্বরূপম্

এবং জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপমুক্ত্বা কঃ পুরুষার্থঃ ইতি তং নির্দিশতি—

স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ ॥ ৬ ॥

স্বস্য পরশিবস্বরূপস্য বিমর্শঃ প্রত্যভিজ্ঞানং সোঽহমিত্যাকারকং—যথা কণ্ঠস্থং চামীকরং বিস্মৃত্য তদন্বেষণায় দেশাদ্দেশং ধাবন্ কেনচিৎ উদ্‌বুদ্ধসংস্কারঃ কণ্ঠস্থং পশ্যতি তথা বিস্মৃতস্বরূপজ্ঞানস্য পুনর্লাভঃ—পুরুষার্থঃ অকৃত্রিমঃ ইত্যর্থঃ । এতাদৃশপুরুষার্থলাভশ্চ ন ভগবৎকৃপামৃতে ভবিষ্যতি। তদুক্তং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ইতি ॥ ভগবৎপ্রীতিশ্চ ভগবদারাধনেনৈব ভবতি। অতো ভগবদারাধনং পরম্পরয়া মোক্ষসাধনম্ ।

পুরুষার্থের স্বরূপ

এইভাবে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বলে পুরুষার্থ কি তাই নির্দেশ করছেন—

স্ববিমর্শ পুরুষার্থ ।। ৬ ।।

নিজের অর্থাৎ পরশিবস্বরূপের বিমর্শঃ অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞান[১] । এই প্রত্যভিজ্ঞান—সোঽহম্ অর্থাৎ আমিই পরশিব এই প্রকার । যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় কণ্ঠধৃত সোনার কথা ভুলে গিয়ে তা হারিয়ে গেছে মনে ক'রে তার খোঁজে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করে এবং তখন কোনো কারণে তার পূর্বসংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় অর্থাৎ সোনা যে তার কণ্ঠেই আছে এটি মনে পড়ে যায়, তা হলে সে

---

১ প্রত্যভিজ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা। "অনুভব ও অনুভবমূলক জ্ঞান ত্রিবিধ—অনুভব, স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞা। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য সম্যক্ জ্ঞানের নাম অনুভব বা প্রত্যক্ষ।......কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে মনে তাহার বাসনা থাকে, এই বাসনার নাম সংস্কার। উদ্বোধক বস্তুর দর্শনাদিতে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে পূর্বানুভূত বস্তুর যে স্মরণ হয়, তাহার নাম স্মৃতি।... পূর্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার ও প্রত্যক্ষ, এই উভয় হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা।......অবিদ্যাবদ্ধ জীব নিজের শিবত্ব ভুলিয়া অণুত্ব লাভ করে, পরে সাধনার দ্বারা অবিদ্যাপাশ ছিন্ন করতঃ আবার শিবত্ব লাভ করিয়া "সোঽহম্" আমি সেই শিব, পূর্বে যাহা ছিলাম, ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান লাভ করে ; তখন তাহার বিভুত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বকর্তৃত্ব প্রভৃতি গুণসকল স্বতঃই স্ফুরিত হয়। প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান ভিন্ন এইরূপ হইতে পারে না।"
—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১৩৪-৩৫, পাদটীকা।

যেমন দেখতে পায় সোনা তার কণ্ঠেই আছে, তেমনি জীব স্বীয় শিবস্বরূপত্ব বিস্মৃত হয়ে গিয়ে আবার যদি কোনো কারণে সেই স্বরূপজ্ঞান লাভ করে তা হলে সেই স্বরূপজ্ঞানলাভই হবে তার অকৃত্রিম পুরুষার্থ। ভগবৎকৃপা ছাড়া এরূপ পুরুষার্থলাভ হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যারা আমাকেই আশ্রয় করে তারা এই মায়া অতিক্রম করে।

ভগবানের আরাধনা দ্বারাই ভগবৎপ্রীতি লাভ হয়। অতএব, পরম্পরা অনুসারে ভগবানের আরাধনা মোক্ষের সাধন। ৬

মন্ত্রগুণবর্ণনম্

ননু যোগাদিনাঽপি ঈদৃশপুরুষার্থলাভো ভবতীতি শাস্ত্রং ৰহূপলভ্যতে, কিমুপাসনায়া আবশ্যকত্বং বর্ণ্যতে ইতি চেৎ—অস্ত্যুপাসনায়া আবশ্যকতা। যোগাদিভিঃ লভ্যমোক্ষস্তু ন পুনরাবৃত্তিরহিতঃ। তদুক্তং স্বচ্ছন্দসংগ্রহে—

মুক্তং চ প্রতিৰন্ধাত্তং পুনর্ৰধ্নাতি চেশ্বরঃ।
ৰদ্ধঃ সংসরতে ভূয়ো যাবদ্দেবং ন বিন্দতি ॥ ইতি ॥

এবং স্থলান্তরেঽপি—

সাংখ্যযোগাদিসংসিদ্ধান্ শ্রীকণ্ঠস্তদহর্মুখে।
সৃজত্যেব পুনস্তেন ন সদৃঙ্মুক্তিরীদৃশী ॥ ইতি ॥

অতঃ উপাসনায়া এব মুখ্যোপায়ত্বে সিদ্ধে উপাসনায়াং জপস্যাপি সত্ত্বাৎ তত্র মুখ্যসাধনং মন্ত্র ইতি তত্র উপাসকস্য শ্রদ্ধোৎপত্তয়ে তদ্‌বৃত্তিগুণান্ বর্ণয়তি—

মন্ত্রের গুণ বর্ণনা

প্রশ্ন হতে পারে যখন যোগাদি দ্বারাও এরূপ পুরুষার্থ লাভ হতে পারে এরকম অনেক শাস্ত্রনির্দেশ পাওয়া যায়, তখন আর উপাসনার আবশ্যকতা বর্ণনা কিসের জন্য? উত্তরে বলা যায়—উপাসনার আবশ্যকতা আছে। যোগাদি দ্বারা লভ্য যে-মোক্ষ তা পুনরাবৃত্তিরহিত নয় অর্থাৎ তা দ্বারা সংসারে পুনরাবর্তন নিবৃত্ত হয় না। স্বচ্ছন্দসংগ্রহে আছে—ঈশ্বর মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রতিবন্ধকতাহেতু আবার বদ্ধ করেন। এই বদ্ধ ব্যক্তি যতকাল দেবতাকে লাভ না করেছে ততকাল সংসারে বিচরণ করে।

এইভাবে অন্যত্রও বলা হয়েছে—শ্রীকণ্ঠ অর্থাৎ শিব অহর্মুখে অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রবোধকালের প্রারম্ভে, সহজ কথায়, প্রলয়ের পর সৃষ্টির আরম্ভে, সাংখ্য-যোগাদি দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আবার সৃষ্টি করেন। কাজেই সাংখ্য-যোগাদি দ্বারা লব্ধ মুক্তি ঈদৃশী অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা লব্ধ মুক্তির সদৃশ নয়।

অতএব, উপাসনাই যে অকৃত্রিম পুরুষার্থলাভের মুখ্য উপায় তা সিদ্ধ হল। উপাসনায় আছে জপ। জপের মুখ্য সাধন মন্ত্র। এইজন্য, মন্ত্র সম্পর্কে উপাসকের শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য মন্ত্রের গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে—

বর্ণাত্মকা নিত্যাঃ শব্দাঃ ॥ ৭ ॥

বর্ণাত্মকাঃ বর্ণসমুদায়রূপা শব্দাঃ মন্ত্রাঃ নিত্যাঃ মূলাবিদ্যাসমসত্তাকাঃ ইত্যর্থঃ। ন তু কালত্রয়াবাধ্যত্বং, অজ্ঞাননিবৃত্তৌ স্বস্বরূপাতিরিক্তদেবতায়াঃ তদ্বাচকমন্ত্রাণাং চ অসত্ত্বাৎ। ন চ আনুপূর্বীবিশেষবিশিষ্টবেদাদীনাং নিত্যত্বস্য এককল্পস্থায়িত্বস্য বর্ণিতত্বেন অস্যাপি তাদৃশত্বেন কথং ততোঽপি চিরস্থায়িত্বরূপং নিত্যত্বং ইতি বাচ্যম্; মন্ত্রাণাং দেবতাসূক্ষ্মশরীররূপত্বেন দেবতাশরীরস্য অবিদ্যাসমকালত্বাৎ ॥ ৭ ॥

বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অর্থাৎ মন্ত্রসমূহ নিত্য ॥ ৭ ॥

বর্ণাত্মকাঃ মানে বর্ণসমুদয়রূপা, শব্দাঃ মানে মন্ত্রসমূহ, নিত্যাঃ মানে মূল অবিদ্যার সমসত্তাক অর্থাৎ মূল অবিদ্যা যতক্ষণ থাকে মন্ত্রও ততক্ষণ থাকে। নিত্যাঃ শব্দে সূচিত নিত্যত্ব কালত্রয়ের দ্বারা বাধিত নয় এমন নিত্যত্ব নয় অর্থাৎ এই নিত্যত্ব কালত্রয়ের দ্বারা বাধিত। কেননা, অজ্ঞান নিবৃত্ত হলে স্বস্বরূপের অতিরিক্ত দেবতা থাকেন না, আর তা হলে দেবতাবাচক মন্ত্রও থাকে না। আনুপূর্বিকবিশেষত্বযুক্ত বেদাদির যে-নিত্যত্ব তা এককল্পস্থায়ী এরূপ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য নিত্যত্বও তাদৃশ। এই নিত্যত্ব পূর্বোক্ত বেদাদির নিত্যত্বের চেয়েও অধিক স্থায়িত্বশীল, একথা বলা যায় কি? না, তা বলা যায় না। কেননা, মন্ত্র দেবতার সূক্ষ্ম শরীর, আর অবিদ্যার অস্তিত্ব যতকাল দেবশরীরেরও, অতএব মন্ত্রেরও, অস্তিত্ব ততকাল।

অথবা

সপ্তকোটিমহামন্ত্রাঃ শিববক্ত্রাদ্‌বিনির্গতাঃ।

ইতি স্কান্দাৎ মন্ত্রাণামপি সাদিত্বেন নাবিদ্যাসমকালিকত্বং, তস্যা অনাদিত্বাৎ। অত এব ইতরসাধারণগুণত্বেন নানেন স্তুতিঃ সম্ভবতীতি অপরিতোষেণ মন্ত্রাণামসাধারণং গুনান্তরমাহ—.

অথবা

সপ্তকোটি মহামন্ত্র শিবের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে, স্কন্দপুরাণের এই বচন অনুসারে মন্ত্রসমূহের সাদিত্ব নির্দিষ্ট হয়েছে। অবিদ্যা অনাদি। কাজেই, মন্ত্রের ও অবিদ্যার সমকালিকত্ব সম্ভব নয়। অতএব এই ইতরসাধারণ

সাদিত্বগুণের দ্বারা মন্ত্রের স্তুতি সম্ভবপর নয়। এইজন্য, উক্ত প্রকার মন্ত্রগুণ বর্ণনায় সন্তুষ্ট না হয়ে মন্ত্রসমূহের অসাধারণ অন্য গুণ বর্ণনা করছেন—

মন্ত্রাণামচিন্ত্যশক্তিতা ॥ ৮ ॥

মন্ত্রাণামিতি ষষ্ঠী সপ্তম্যর্থে, মন্ত্রেষ্বিত্যর্থঃ। ন চিন্ত্যা অচিন্ত্যা শক্তির্যত্র তে অচিন্ত্যশক্তয়ঃ মন্ত্রাঃ, তেষাং ভাবঃ তত্তা, অস্তীতি শেষঃ। শক্তৌ অচিন্ত্যত্বং চ তর্কাবিষয়ত্বম্। এতেন পূর্বোদিতমায়া অতর্ক্যা দুর্বারা, তথাপি তন্নিবারণে সমর্থা ততোঽপি অধিকশক্তিকা মন্ত্রেষু লীলয়া জ্ঞানাবরকাবিদ্যানিবর্তকত্ব-শক্তিরস্তীতি প্রতিপাদিতম্ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রসমূহের অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্টতা ॥ ৮ ॥

মন্ত্রাণাম্ এই পদে সপ্তমীর অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে। এখানে মন্ত্রাণাম্ অর্থ মন্ত্রসমূহে। যা চিন্তার বিষয়ীভূত নয় তা অচিন্ত্য। অচিন্ত্য শক্তিসমূহ যাদের মধ্যে আছে তারা অচিন্ত্যশক্তি, মন্ত্রসমূহ। তাদের ভাব অর্থাৎ ধর্ম। এই ভাবার্থে অচিন্ত্যশক্তি পদের সঙ্গে তা প্রত্যয় যোগে অচিন্ত্যশক্তিতা পদ সাধিত হয়েছে। অর্থ দাঁড়াল মন্ত্রে আছে অচিন্ত্যশক্তিতা অর্থাৎ মন্ত্রশক্তির অচিন্ত্যতা নিয়ে তর্ক চলে না। সহজ কথায়, কোনো বিশেষ মন্ত্রের সাধনায় কোনো বিশেষ ফল কেন হবে এরূপ প্রশ্ন করা যায় না। পূর্বোক্ত মায়া তর্কের অতীত এবং দুর্বার। সেই মায়াকে নিবারণ করতে পারে মায়ার চেয়ে এমন অধিক শক্তি মন্ত্রে আছে; সেই শক্তি অনায়াসে জ্ঞানের আবরক অবিদ্যার নিবর্তন করতে পারে; এই কথাই আলোচ্য সূত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে।

মন্ত্রসিদ্ধৌ সহকারিকারণানি

মন্ত্রেণ ঈপ্সিতকার্যে জননীয়ে সহকারিকারণান্যাহ—

সম্প্রদায়বিশ্বাসাভ্যাং সর্বসিদ্ধিঃ ॥ ৯ ॥

সম্প্রদায়ঃ গুরুপরম্পরাচারানুসরণম্। বিশ্বাসো মন্ত্রেষু ফলসাধনত্ববিষয়কো নিশ্চয়ঃ। আভ্যাং সহিতমন্ত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ ভবতীতি শেষঃ। যদ্যপি লোকে একেন দণ্ডেন একব্যাপারেণ ঘট এব ভবতি ন পটঃ। এবং তুরীবেমাদিনা পট এব ন ঘট ইতি। এবং সর্বকারণেষু লোকে নিয়তৈককার্যজনকত্বং দৃষ্টম্। তথাপি মন্ত্রেষু ন তথা। এক এব মন্ত্রঃ যদ্‌যদীপ্সিতং তৎ সর্বং জনয়তি ইতি জ্ঞাপয়িতুং সর্বপদম্। এতেন শ্রোতৃপ্রবৃত্তয়ে মন্ত্রবর্তিগুণোঽপি প্রতিপাদিতো ভবতি ॥ ৯ ॥

মন্ত্রসিদ্ধিবিষয়ে সহকারী কারণসমূহ

মন্ত্রের দ্বারা ঈপ্সিত কার্যসিদ্ধির বিষয়ে সহকারী কারণসমূহ বলা হচ্ছে—

সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের দ্বারা সর্বসিদ্ধি হয় ॥ ৯ ॥

সম্প্রদায় বলতে বুঝায় গুরুপরম্পরায় আগত আচারের অনুসরণ। বিশ্বাস বলতে বুঝায় মন্ত্রের ফলসাধনত্ব সম্পর্কে নিশ্চয় অর্থাৎ নিশ্চিত ধারণা। সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রের দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। সংসারে যদিও দেখা যায় এক দণ্ড সহযোগে এক ব্যাপারে ঘটই হয়, পট হয় না ; তেমনি তুরী এবং বেমা ইত্যাদি দ্বারা পট অর্থাৎ বস্ত্রই হয়, ঘট হয় না ; এইভাবে দেখা যায় লৌকিক সব কারণে একই কার্যজনকত্ব বিদ্যমান অর্থাৎ এক কারণ থেকে এক কার্যই হয় ; তথাপি মন্ত্রে সেরকম হয় না। একই মন্ত্র যা যা ঈপ্সিত সে-সবই উৎপাদন করতে পারে, এইটি জ্ঞাপন করার জন্য সূত্রে 'সর্ব' পদ ব্যবহার করা হয়েছে। এ দ্বারা শ্রোতার প্রবৃত্তির জন্য মন্ত্রবর্তী গুণও প্রতিপাদিত হল।

ননু কথং লোকবিরুদ্ধার্থকং ইদং বাক্যং প্রমাণং ভবিতুমর্হতি ইত্যত আহ—

বিশ্বাসভূয়িষ্ঠং প্রামাণ্যম্ ॥ ১০ ॥

প্রামাণ্যং সংবাদিপ্রবৃত্তিজনকতদ্বতিতৎপ্রকারকজ্ঞানজনকত্বম্। সর্বসিদ্ধিরিতি পূর্বোক্তবাক্যনিষ্ঠং বিশ্বাসভূয়িষ্ঠম্। অত্র বিশ্বাসপদার্থশ্চ বাক্যপ্রযোক্তরি আপ্তত্বনিশ্চয়ঃ। বহুশব্দাৎ অতিশয়ার্থে ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ঃ। তত্র—পাণিনিসূত্রং "অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ।" অতিশয়বিশিষ্টার্থবৃত্তেঃ স্বার্থে এতৌ স্তঃ ইতি তদর্থঃ। এবং স্বার্থে ইষ্ঠনি জাতে "ইষ্ঠস্য" ইতি বহোঃ পরস্য ইষ্ঠস্য লোপঃ স্যাৎ। "বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ" ইতি ইডাগমো ভূরাদেশশ্চ ইতি তদর্থঃ। এবং ভূরাদেশে ইডাগমে চ ভূয়িষ্ঠশব্দেন অত্যন্তবহুত্ববিশিষ্টঃ পুরুষার্থঃ। পুরুষে বিশ্বাসভূয়িষ্ঠত্বং চ স্বোত্তরোৎপন্নত্বস্ববিষয়বিষয়কত্বসম্বন্ধেন বিশ্বাসবিশিষ্টশঙ্কাহনধিকরণত্বং, তদাশ্রয়পুরুষেণ সমমভেদান্বয়স্য বাধিতত্বাৎ। ভূয়িষ্ঠপদস্য ভূয়িষ্ঠাশ্রয়জ্ঞানবিষয়ে লক্ষণা। তস্য প্রামাণ্যে অভেদান্বয়ঃ। অত্যন্তবিশ্বাসবৎপুরুষৈকবেদ্যং এতচ্ছাস্ত্রপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। কুতর্কশালিনাং শাস্ত্রপ্রামাণ্যং সর্বথা অগম্যমিতি ভাবঃ। তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ—

শাস্ত্রৈকগম্যা যে হ্যর্থা ন তাংস্তর্কেণ দূষয়েৎ ॥ ইতি ॥

লোকবিরুদ্ধার্থক এই বাক্য কি করে প্রামাণ্য হতে পারে? এর উত্তরে বলছেন—

বিশ্বাসভূয়িষ্ঠতাই প্রামাণ্য ॥ ১০ ॥

প্রামাণ্য বলতে বুঝায় যথার্থকর্মপ্রবৃত্তির জনক এবং তদ্‌ধর্মবিশিষ্ট বস্তুতে তদ্‌ধর্মকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করে যে-জ্ঞান সেই জ্ঞানের জনকত্ব। পূর্বসূত্রের সর্বসিদ্ধি বিশ্বাসভূয়িষ্ঠ "অর্থাৎ সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ হয়, এই বাক্যে অতিশয়বহুবিশ্বাসই প্রামাণ্য।" সূত্রোক্ত বিশ্বাস বলতে বুঝায় উপদেষ্টা ব্যক্তিকে সত্যবাদী ও যথার্থবক্তারূপে জানা। একেই বলা হয়েছে আপ্তনিশ্চয়[১]। বহু-শব্দের উত্তর অতিশয়ার্থে ইষ্ঠন্ প্রত্যয় যোগে ভূয়িষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে পাণিনির সূত্র—"অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ।" অতিশয় অর্থে তমপ্ ও ইষ্ঠন্ প্রত্যয় হয়।......

"বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ" এই সূত্রানুসারে বহু শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয় হলে বহু লোপ পায় এবং তার স্থানে ভূ আদেশ হয় ও ইট্ আগম হয়। এই ভূ আদেশ ও ইট্ আগম হওয়ায় যে ভূয়িষ্ঠশব্দ গঠিত হয় তা দ্বারা অত্যন্ত-বহুত্ববিশিষ্ট পুরুষার্থ সূচিত হয়। পুরুষে অর্থাৎ বক্তা পুরুষে বিশ্বাসভূয়িষ্ঠত্ব বলতে বুঝায়—বক্তা পুরুষের বাক্য শ্রবণের পরে উৎপন্ন হয় নিজের বিষয়ে বিশ্বাস এবং সে সম্বন্ধে শঙ্কার অভাব। বক্তার সঙ্গে শ্রোতার নিজের অভেদ হয় না কিন্তু তার বাক্য সম্বন্ধে শঙ্কার অভাব হয়। বিশ্বাসভূয়িষ্ঠের আশ্রয় যে-জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয় যে বক্তার বাক্য সেই বাক্য এখানে ভূয়িষ্ঠশব্দের লাক্ষণিক অর্থ। বিশ্বাসভূয়িষ্ঠপদের সঙ্গে প্রামাণ্য পদের অভেদসম্বন্ধ। এই শাস্ত্রের প্রামাণ্য একমাত্র অত্যন্তবিশ্বাসপরায়ণ পুরুষের বেদ্য। এর অন্তর্নিহিত ভাব—শাস্ত্রপ্রামাণ্য কুতার্কিকদের সর্বথা অনধিগম্য। এ বিষয়ে কুমারিল ভট্টপাদ বলেছেন—যে-সব বিষয় কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য তর্কের দ্বারা সে-সবকে দূষিত করবে না।

কেচিত্তু—বিশ্বাসস্য ভূয়িষ্ঠং বাহুল্যং যত্রেতি বহুব্রীহিমাহুঃ। তচ্চিন্ত্যম্। ভূয়িষ্ঠপদস্য পাণিন্যনুশাসনে পুরুষপরত্বেন বাহুল্যরূপধর্মপরত্বাযোগাৎ। যদি চ

১। "ভ্রম, প্রমাদ [অনবধানতা] এবং বিপ্রলিপ্সা [প্রতারণা করিবার ইচ্ছা] যাহার নাই তাহার নাম আপ্ত। বাক্যপ্রয়োগকর্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় হইলে বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস হয়। তন্ত্রে স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, শিবের শিষ্য পরশুরাম কল্পসূত্রে শিববাক্য বলিয়াই 'সর্বসিদ্ধিঃ' এই বাক্যের বিন্যাস করিয়াছেন। শিব ও পরশুরামের আপ্তত্ববিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। অতএব এই বাক্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুপরম্পরা উপদিষ্ট আচার অবলম্বনপূর্বক মন্ত্রের সাধনা করিলে নিশ্চয়ই অভিলষিত ফললাভ হইবে।"

—দ্রঃ কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

ধর্মে লক্ষণা তদা মদাশ্রিতলক্ষণাপক্ষ এব শ্রেষ্ঠঃ। ন সঃ। তথা সতি বাহুল্যে একত্র লক্ষণায়ামপি ধর্মস্যাপি প্রামাণ্যেন সমং অভেদান্বয়াসম্ভবাৎ বহুব্রীহৌ অন্যপদার্থে লক্ষণা বাচ্যা, বাহুল্যসম্বন্ধিপ্রামাণ্যমিতি। সম্বন্ধশ্চ স্বাশ্রয়-বৃত্তিজ্ঞানবেদ্যত্বমেব বক্তব্যম্। তথা চ মন্মততুল্যম্। এতদংশে ধর্মে লক্ষণাধিক্যং ক্লিষ্টব্যধিকরণবহুব্রীহ্যাশ্রয়ণং চ। তস্মাদিদমেব ব্যাখ্যানং বরম্॥

ঈদৃশমেব শ্রদ্ধাভূয়স্ত্বমিতি সুস্পষ্টমুবাচ শ্রীস্কন্দঃ—

অগস্ত্য কিং বহূক্তেন শৃণু মে নিশ্চিতং বচঃ।
সংশয়ো নাত্র কর্তব্যঃ সন্দিগ্ধাদ্ধি ফলং ন হি॥
যাবন্তি মর্ত্যে তন্ত্রাণি[1] মন্ত্রজালান্যনেকশঃ
তাবন্তি স্তবরাজস্য কোট্যংশেন সমানি ন॥ ইতি॥ ১০॥

কেউ কেউ বলেন বিশ্বাসের ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ বাহুল্য যেখানে তাই বিশ্বাস-ভূয়িষ্ঠ, এইভাবে বিশ্বাসভূয়িষ্ঠপদে বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। এই মত বিচার্য। পাণিনির অনুশাসনে ভূয়িষ্ঠপদ পুরুষের বোধক, বাহুল্যরূপধর্মের বোধক নয়। যদি বলা হয় বাহুল্যরূপধর্মে লক্ষণা করে গৌণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হলে বলব আমার অবলম্বিত লক্ষণার পক্ষই শ্রেষ্ঠ; এই মতাবলম্বীদের পক্ষ নয়। যদি এঁদের পক্ষই গ্রহণ করা হয় তবে বাহুল্যরূপ অর্থে লক্ষণা করলেও ধর্মের সঙ্গে তার প্রামাণ্যরূপে অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় সম্ভবপর হয় না। কারণ, বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদ সমস্যমান কোনো পদের অর্থ না বুঝিয়ে অন্য বস্তুকে বুঝায়। অতএব, এঁদের মতানুসারে এখানে বাহুল্যসম্বন্ধিপ্রামাণ্য এই অর্থ করতে হবে। আর সম্বন্ধ বলতে বুঝাবে স্বাশ্রয়বৃত্তিজ্ঞানবেদ্যত্ব অর্থাৎ পুরুষে রয়েছে যে-জ্ঞান সেই জ্ঞানের বেদ্যত্ব। তা যদি হয় তাহলে তা আমার মতের তুল্য হল। পরন্তু বহুব্রীহি সমাস করায় এঁদের ধর্মরূপ অর্থে লক্ষণা করতে হয়েছে, অধিকন্তু কষ্টসাধ্য ব্যধিকরণ-বহুব্রীহির আশ্রয় নিতে হয়েছে। অতএব. আমার কৃত ব্যাখ্যাই অধিকতর সাধু।

শ্রীস্কন্দ এইরূপ শ্রদ্ধাধিক্যের কথাই সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—অগস্ত্য, বেশী কথা বলে কি হবে। আমার সুনিশ্চিত কথা শোন। আমার কথায় সংশয় করবে না। যা সন্দেহযুক্ত তা থেকে কোনো ফল লাভ হয় না। সংসারে যতকাল তন্ত্রসমূহ ও অনেক প্রকার মন্ত্র থাকবে ততকাল সেগুলি এই স্তবরাজের কোটি ভাগের একভাগের সমানও হবে না।

১ স্তোত্রাণি ইতি পাঠান্তরঃ গ্রন্থান্তরে।

সহকার্যন্তরমাহ—

গুরুমন্ত্রদেবতাঽঽত্মমনঃপবনানাং
ঐক্যনিস্ফালনাদন্তরাত্মবিত্তিঃ ॥ ১১ ॥

গুর্বাদয়ঃ স্পষ্টাঃ। পবনাঃ পঞ্চপ্রাণাঃ। এতেষাং ঐক্যনিস্ফালনং ভাবনয়া একত্বসম্পাদনম্, তেন অন্তরাত্মনঃ প্রত্যগাত্মনঃ বিত্তিঃ বেদনং ভবতীতি শেষঃ। আত্মনো দেবতায়াশ্চ ঐক্যং উপাধিনিরাসে স্পষ্টম্। দেবতায়া মন্ত্রস্য চৈক্যং বাচ্যবাচকভাবাপন্নত্বেন। তথা গুরোরপি। মনঃপবনয়োরৈক্যং বিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্—

নভস্বান্মনসো নাতিভিন্নোঽতস্তন্নিরোধনাৎ মনোনিশ্চলতামেতি॥ ইতি॥ যদ্যপি ঈদৃশনিশ্চয়ঃ উপসাসনাবেলায়াং ন ভবিতুমর্হতি, তথাঽপি আহার্যং ক্ষণমাত্রং কার্যমিদমুপাসনায়ামঙ্গম্ ॥

অন্য সহকারী বলা হচ্ছে—

গুরু মন্ত্র দেবতা আত্মা মন ও প্রাণবায়ু এদের ঐক্য সম্পাদন করলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় ॥ ১১ ॥

গুর্বাদির অর্থ স্পষ্ট। পবনাঃ মানে পঞ্চপ্রাণবায়ু। গুর্বাদি এসবের ঐক্যনিস্ফালন মানে ভাবনা দ্বারা একত্বসম্পাদন। এই একত্বসম্পাদনের দ্বারা অন্তরাত্মার অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার পরিজ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। আত্মা অর্থাৎ সাধক ও দেবতার ঐক্য, উপাধি অর্থাৎ শরীররূপ উপাধির নিরাসন হলে, স্পষ্ট হয়। দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য পরস্পর বাচ্যবাচকভাবাপন্ন হওয়ায় সম্পাদিত হয়। এর অর্থ মন্ত্র বাচক, দেবতা বাচ্য। বাচ্য ও বাচক অভিন্ন। এইরূপে দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য সম্পাদিত হয়। দেবতা ও গুরুর ঐক্যও ভাবনা দ্বারা সম্পাদিত হয়। মন ও প্রাণবায়ুর ঐক্য বিষ্ণুপুরাণে এইভাবে দেখান হয়েছে —বায়ু অর্থাৎ প্রাণবায়ু মন থেকে অতিভিন্ন নয়[1]। সেইজন্য, প্রাণবায়ুর নিরোধ হলে মনও নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়।

যদিও এদের ঐক্য সম্পর্কে এরূপ নিশ্চয়জ্ঞান উপাসনার সময় সম্ভবপর নয়, তথাপি ক্ষণকালের জন্যও এই আহার্য অর্থাৎ অভেদভাবে আরোপ্য জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঐক্যসম্পাদন উপাসনার অঙ্গ হবে।

---

১ "মনঃ এবং বায়ু দেহাধিষ্ঠিত এবং দেহাধিষ্ঠিত আত্মারই অবস্থাবিশেষ, অতএব ইহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহে।" আর যেহেতু আত্মা থেকে ভিন্ন নয় সেইজন্য বস্তুতঃ পরস্পর ভিন্ন নয়।

জপরূপোপাস্তিফলম্

যদ্বা—সম্প্রদায়বিশ্বাসসহিতমন্ত্রকরণকোপাস্তেঃ ফলমাহ—গুরুমন্ত্রেতি। ঐক্যনিস্ফালনং ঐক্যনির্ণয়ঃ, তদ্‌দ্বারা প্রত্যগাত্মজ্ঞানং ভবতীতি বিশিষ্টার্থঃ॥

উমানন্দনাথাস্তু—গুরুমন্ত্রেত্যস্য আরম্ভোল্লাসে গুরুমন্ত্রদেবতাঽঽত্মনাং ঐক্য-ভাবনাং একং সাধনং, মনঃপবনয়োঃ একযত্ননিরোদ্ধব্যত্বজ্ঞানং চাপরং, দ্বাভ্যাং কার্যসিদ্ধিঃ ইতি ব্যাচক্রুঃ। তচ্চিন্ত্যম্। নিস্ফালনাদিত্যেকক্রিয়ায়া একোঽর্থো ভাবনারূপঃ একযত্ননিরোদ্ধব্যত্বজ্ঞানরূপো বা ব্‌ধ্যেত নানেকঃ, "সকৃদুচ্চরিতশ-শব্দঃ সকৃদেবার্থং গময়তি" ইতি ন্যায়াৎ। অন্যথা হরিপদাৎ চতুর্দশানামপ্যর্থানাং যুগপদ্‌বোধপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ—দ্বন্দ্বঘটকীভূতপদার্থানাং যদি ভিন্নক্রিয়য়াঽন্বয়ঃ, তদা "ভিক্ষামট, গাং চানয়" ইতিবৎ অন্বাচয় এব স্যাৎ, "ক্রিয়াভেদে অন্বাচয়ঃ" ইতি তল্লক্ষণাৎ। একক্রিয়ায়াং যুগপদন্বয়িত্বং হি দ্বন্দ্বলক্ষণং, তন্নির্বাহস্তু সর্বথা কর্তুমশক্যঃ তন্মতে। ন চ—"ধবখদিরৌ ছিন্ধি পশ্য" ইতি প্রয়োগো ন স্যাৎ ইতি বাচ্যম্; ঈদৃশপ্রয়োগোঽপ্রামাণিক এব ইতি সর্বৈর্ব্যবস্থাপিতত্বাৎ॥ ১১॥

জপরূপ উপাস্তির ফল

অথবা, গুরুমন্ত্রাদি এই সূত্রে সম্প্রদায় অনুসারে বিশ্বাসের সহিত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনার ফল বলা হয়েছে, এরকম অর্থও করা যায়। ঐক্যনিস্ফালন অর্থ ঐক্যনির্ণয়। তদ্‌দ্বারা অর্থাৎ উক্তরূপ উপাসনা দ্বারা গুরু মন্ত্র দেবতা আত্মা মন ও প্রাণবায়ু এদের ঐক্যনির্ণয় এবং তার ফলে প্রত্যগাত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।

* * * * * * ॥ ১১॥

অর্চনরূপোপাস্তিবিধিঃ

এতাবৎপর্যন্তং মন্ত্রস্তুত্যা তৎসহকারিকারণকথনেন চ মন্ত্রকরণকক্রিয়াতদ্-বিধিরুন্নেয়ঃ। তথা চ তাদৃশী জপরূপৈব। এবং জপরূপোপাস্তিং নিরূপ্য পূজারূপামুপাস্তিং হি বিধত্তে—

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ মকারাঃ তৈরর্চনং গুপ্ত্যা প্রাকট্যান্নিরয়ঃ॥ ১২॥

যথা চিদ্রূপং ব্রহ্ম এবং আনন্দরূপমপি, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। যথা চিদ্রূপমাবৃতমজ্ঞানেন ন জানাতি এবমানন্দস্বরূপমপি দুঃখেনাবৃতং ন জানাতি। যদা কদাচিৎ ভারাদিরূপদুঃখাপগমে ব্রহ্মণ এব পরিচ্ছিন্নং রূপং

শরীরাবচ্ছেদেন সম্প্রত্যপি জানাতি তাদৃশানন্দঃ পরিচ্ছিন্নো দেহে দেহাবচ্ছেদেন ব্যবস্থিতঃ। তস্য অভিব্যঞ্জকাঃ তদ্বিষয়কসাক্ষাৎকারজনকাঃ পঞ্চ মকারাঃ। এতদন্তেন বিধীয়মানদ্রব্যস্তুতিঃ অনুষ্ঠাতৃপ্রবৃত্তয়ে। যত ঈদৃশাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চ মকারাঃ অতঃ তৈরর্চনং গুপ্ত্যা অপ্রাকট্যেন, কুর্বীতেতি শেষঃ। গুপ্তিদ্রব্যোভয়বিশিষ্টার্চনরূপং কর্ম অনেন বিধীয়তে ॥

অর্চনারূপ উপাসনার বিধি

এ যাবৎ মন্ত্র স্তুতি দ্বারা এবং সহকারী কারণ বিবৃত করার দ্বারা মন্ত্রকরণক্রিয়া এবং তার বিধি বলা হয়েছে, এটি অনুমান করা যায়। এইটি জপরূপ উপাসনা। এইভাবে জপরূপ উপাসনা নিরূপণ করার পর পূজারূপ উপাসনার বিধান দিচ্ছেন—

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। তা দেহে অবস্থিত। সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক পঞ্চ মকার। পঞ্চ মকারের দ্বারা গোপনে অর্চনা করতে হবে। প্রকাশ করলে নরকে গতি হবে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ তেমনি আনন্দস্বরূপও। প্রমাণ—"ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ" এই শ্রুতি। ব্রহ্মের চিৎস্বরূপ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত বলে জীব যেমন তা জানে না তেমনি তাঁর আনন্দস্বরূপও দুঃখের দ্বারা আবৃত বলে জীব তাও জানে না। ভারবাহী ব্যক্তির কাঁধ থেকে যখন ভার নেবে যায় তখন ভারবহনের দুঃখ দূর হওয়ায় তার যে-আনন্দ হয় সেই আনন্দ ব্রহ্মেরই পরিচ্ছিন্ন রূপ, শরীররূপ উপাধি দ্বারা বিশেষিতরূপে তা উক্ত ব্যক্তি তখনই জানতে পারে। সে-আনন্দ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম দেহরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে দেহে অবস্থিত। পঞ্চ মকার সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ তদ্‌বিষয়কসাক্ষাৎকারজনক, সহজ কথায়, তার অনুভূতিজনক। এই শেষ কথা দ্বারা অনুষ্ঠাতার প্রবৃত্তির জন্য বিধীয়মান পঞ্চ মকারের স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসা করা হয়েছে। যেহেতু পঞ্চ মকার এমনি একটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সেই কারণে পঞ্চ মকারের দ্বারা গোপনে অর্থাৎ পশুসমক্ষে প্রকট না করে অর্চনা করতে হবে। এ দ্বারা গোপনতা এবং দ্রব্য অর্থাৎ পঞ্চ মকার, এই উভয়বিশিষ্ট অর্চনারূপ কর্ম বিহিত হয়েছে।

ননু বিশিষ্টকর্মবিধৌ কর্মণ এব স্তুতিরপেক্ষিতা বিধেয়স্যৈব স্তুত্যত্বনিয়মাদিতি চেৎ—ন ; বিশিষ্টবিধৌ বিশেষণবিধেরাক্ষিপ্তত্বেন অস্যার্থবাদস্য তচ্ছেষত্বসম্ভবাৎ যথা "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" ইত্যত্র দেবতাবিশিষ্টকর্মবিধাবপি "বায়ুর্বৈ

ক্ষেপিষ্ঠা' ইত্যনেন দেবতাস্তুতিঃ, তদ্বৎ। কর্মণি গুপ্তিশ্চ পশুবৃত্তিজ্ঞানবিষয়তা-সামান্যজ্ঞানশূন্যত্বম্। অস্য বিশিষ্টবিধিরূপত্বাৎ গুপ্তিঃ ক্রত্বর্থা। তস্যৈব 'প্রাকট্যান্নিরয়ঃ' ইতি নিন্দারূপা স্তুতিঃ। যথা—"যদ্ গ্রাম্যাণাং পশূনাং চর্মণা সম্ভরেদ্ গ্রাম্যান্ পশূঞ্ছুচার্পয়েৎ" ইতি নিন্দারূপঃ সন্ "কৃষ্ণাজিনেন সম্ভরতি" ইতি স্তুতিশেষঃ, তথা তেন দৈবাৎ প্রাকট্যে ক্রত্বঙ্গলোপজনিতং প্রায়শ্চিত্তং ন নরকনিরাসায় অন্যৎ প্রায়শ্চিত্তম্।

প্রাকট্যাৎ গুপ্তিবিপরীতাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। নিরয়ঃ নরকঃ ইত্যর্থঃ॥

শ্রীভাসুরানন্দনাথপাদাস্তু—"দীক্ষাহন্তরবতাং স্বধর্মপ্রকটনে ক্রতুবৈগুণ্যমাত্রং, ইহ তু তদ্‌বৈগুণ্যে নরক এব, তথা চ ভগবান্ পরশুরামঃ 'প্রাকট্যান্নিরয়ঃ' " ইত্যূচুঃ। তন্মতে বাক্যভেদঃ, প্রকৃতহান্যপ্রকৃতপুরুষার্থত্বকল্পনাদিদোষপরি-হারোপায়মল্পমতিরহং ন জানে॥ ১২॥

বাক্যে বিধেয় অংশেরই স্তুতি করা হয় এই নিয়মানুসারে এখানে বিশিষ্ট-কর্মবিধিতে কর্মের অর্থাৎ অর্চনার ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যায় পঞ্চ মকারের স্তুতি করা হয়েছে এরূপ আপত্তি করা হলে বলব, না, তা হয় নি। বিশিষ্টবিধিতে বিশেষণবিধি আক্ষিপ্ত হয়। অর্থাৎ তা শব্দবোধিত না হলেও অর্থবোধিত হয়। এখানে পঞ্চ মকারের যে অর্থবাদ তা বিশেষণের অর্থবাদ, বিশিষ্টবিধির নয়; অর্থাৎ অর্চনার নয়। এ বিষয়ে শ্রৌত দৃষ্টান্ত রয়েছে। "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" এই শ্রুতিটি বায়ুদেবতার উদ্দেশে যাগবিধায়ক; এতে বিধেয় যাগ, বায়ু নয়। বায়ু যাগের বিশেষণ, এই বিশেষণটির অর্থবাদের দ্বারা স্তুতি করা হয় "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা" এই শ্রুতি অনুসারে। এই শ্রুতির তাৎপর্য—যেহেতু বায়ু অতিশয় ক্ষিপ্রগামী সেইজন্য বায়ুর উদ্দেশে কৃত যাগ অতি শীঘ্র ফল দেবে। এই তাৎপর্যেই দেবতার স্তুতি অর্থাৎ বায়ুরূপ বিশেষণের স্তুতি করা হয়েছে। আমাদের ব্যাখ্যায় পঞ্চ মকারের স্তুতিও এইভাবে করা হয়েছে।

কর্মে গুপ্তি অর্থাৎ অর্চনায় গুপ্তি। এর অর্থ অর্চনা যেন পশ্বাচারীর জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হয় অর্থাৎ পশ্বাচারী এটি জানতে না পারে। এ গুপ্তি ক্রত্বর্থে অর্থাৎ এই গুপ্তি দ্বারা অর্চনা সার্থক হয়, মানে যথাযথরূপে সম্পন্ন হয়। এই অর্চনার প্রাকট্যহেতু হয় নিরয়গমন। প্রাকট্যের এই নিন্দারূপ অর্থবাদের দ্বারা গুপ্তির স্তুতি করা হয়েছে। কাজেই, প্রাকট্যান্নিরয়ঃ" এই অংশে নিন্দারূপ স্তুতি হয়েছে। এ বিষয়ে শ্রৌত দৃষ্টান্ত আছে। "যদ্ গ্রাম্যাণাং

পশূনাং চর্মণা সম্ভরেদ্ গ্রাম্যান্ পশূংস্তুচাহর্পয়েৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে গ্রাম্য অর্থাৎ গৃহপালিত পশুচর্মের বা পশুর যে-নিন্দা দেখা যায় তা আসলে কৃষ্ণাজিনের বা কৃষ্ণসারের স্তুতি। তাছাড়া, 'যদ্গ্রাম্যাণাং' ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায় গ্রাম্য বা গৃহপালিত পশুর চর্মধারণে যজ্ঞের যথার্থ ফল না হয়ে ফলের কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য ঘটে। এইভাবে বুঝতে হবে, এখানেও যদি দৈবাৎ পঞ্চমকারের দ্বারা অর্চনা প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে গুপ্তি রক্ষিত না হওয়ার জন্য অর্চনার কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য ঘটবে। তারই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ; নরকনিবারণের উদ্দেশ্যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত নয়।

প্রাকট্যাৎ অর্থাৎ গুপ্তির বিপরীত হওয়ার কারণে। এখানে হেত্বর্থে পঞ্চমী হয়েছে। নিরয়ঃ অর্থ নরক।

শ্রীভাসুরানন্দনাথপাদ বলেছেন—দীক্ষান্তরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অর্থাৎ যাঁরা আলোচ্য কল্পসূত্রোক্ত দীক্ষা ভিন্ন অন্য দীক্ষা প্রাপ্ত হন তাঁরা যদি স্বধর্ম অর্থাৎ অর্চনাদি প্রকাশ করেন তা হলে তাঁদের ক্রতুবৈগুণ্যমাত্র হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্চনাদি অনুষ্ঠানের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু পরশুরামকল্পসূত্রোক্ত দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের, "প্রাকট্যান্নিরয়ঃ" ভগবান্ পরশুরামের এই উক্তি অনুসারে, নরক হবে। ভাসুরানন্দনাথপাদের উক্ত অভিমতে বাক্যভেদ দোষ ঘটেছে। বিধেয় হয়ে যাচ্ছে বিধি। একটি বিধি ভিন্নদীক্ষাপ্রাপ্তদের পক্ষে, আর একটি আলোচ্য দীক্ষাপ্রাপ্তদের পক্ষে। বিশেষতঃ প্রাকট্যের জন্য নরক হবে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আর গুপ্তির জন্য সার্থক হবে অর্চনা। এতে প্রস্তুত ব্যাখ্যার হানি হয়। এই বাক্যভেদাদিদোষের পরিহার কি করা যাবে অল্পবুদ্ধি আমি তা বুঝতে পারছি না।

উপাসকধর্মাঃ—ভাবনাদার্ঢ্যম্

এবমুপাসনামুক্ত্বা উপাসকধর্মান্ প্রাহ—

ভাবনাদার্ঢ্যাদাজ্ঞাসিদ্ধিঃ ॥ ১৩ ॥

'অহমিদং জানামি' ইত্যেতাদৃশবৃত্তিষু ইদংপদার্থাপেক্ষয়া অহন্তয়া ভাসমানং শ্রেষ্ঠমিতি বিবেচনম্—সর্ববৃত্তিষু ইদমেব ভাবনাপদার্থঃ। তস্য দার্ঢ্যং অশিথিলতা। অনেন আজ্ঞাসিদ্ধিঃ নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্যং ভবতীতি শেষঃ। ভাবনাদার্ঢ্যস্তুত্যা সর্বদা ঈদৃশভাবনাবিধিরুন্নেয়ঃ ॥ ১৩ ॥

উপাসকধর্ম—ভাবনার দৃঢ়তা

এইভাবে উপাসনার কথা বলে এখন উপাসকের ধর্মের কথা বলছেন—

ভাবনার দৃঢ়তা থেকে আজ্ঞাসিদ্ধি হয় ॥ ১৩ ॥

"অহমিদং জানামি'—আমি ইহা জানি, এইরূপ ক্ষেত্রে ইদং-পদার্থ অপেক্ষা অহং-পদার্থ শ্রেষ্ঠ, এই বিবেচনাই এরকম সব বিষয়ে ভাবনাপদের অর্থ[১]। তার অর্থাৎ ভাবনার, দার্ঢ্য অর্থ অশিথিলতা। এ দ্বারা আজ্ঞাসিদ্ধি[২] অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্য হয়। ভাবনাদার্ঢ্যের স্তুতি বা প্রশংসা দ্বারা ঈদৃশভাবনাকে উপাসনাবিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ॥ ১৩ ॥

সর্বদর্শনানিন্দা

উপাসকস্য নিয়মান্তরমাহ—

সর্বদর্শনানিন্দা[৩] ॥ ১৪ ॥

"ইতরদেবতোপাসনাবিধায়কানি যানি দর্শনানি শাস্ত্রাণি তেষাং নিন্দা ন কর্তব্যেত্যর্থঃ। তন্নিন্দনে তদধিকারিণাং সংশয়োৎপত্ত্যা স্বাবলম্বিত-দর্শনেষ্বনাশ্বাসঃ। অস্মিন্ শাস্ত্রে অনধিকারাৎ উভয়ভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যেৎ। ইমমেবার্থং শ্রীকৃষ্ণোঽপ্যাহ—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ॥ ইতি ॥

"লোকান্ন নিন্দাৎ" ইতি শ্রুতিরপি ॥

ননু পরেষাং বুদ্ধিভ্রংশজনিতপ্রত্যবায়াভাবোঽস্য ফলমিতি সিদ্ধম্। অয়ং পুরুষার্থঃ। কথং উপাসকধর্মাণাং ক্রতুসাদগুণ্যজনকানাং মধ্যে পাঠ ইতি

১। কৌলমার্গরহস্যে বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—"কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে 'অহমিদং জানামি' আমি ইহা জানি, এইরূপ জ্ঞান হয়। এই স্থলে 'অহম্' অর্থাৎ দ্রষ্টা এবং 'ইদম্' অর্থাৎ দৃশ্য, এই দুইটি পদার্থে ভেদজ্ঞান বর্তমান আছে, তাহা না হইলে এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। কৌলসাধকের ভেদজ্ঞান দূর করিয়া অভেদজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। 'অহম্' ও 'ইদম্' অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য অভিন্ন, ইত্যাকার জ্ঞানলাভই কৌলসাধকের উদ্দেশ্য। এইপ্রকার জ্ঞানলাভের জন্য 'অহম্' এর প্রসার বাড়াইতে হইবে। 'ইদম্' পদার্থ অপেক্ষা 'অহম্' পদার্থ শ্রেষ্ঠ, 'ইদম্' পদার্থ 'অহম্' পদার্থেরই অন্তর্গত, এই বিবেচনাই এস্থলে ভাবনাপদের অর্থ।"

কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১৪১

২। "আজ্ঞাশব্দের অর্থ আদেশ, আজ্ঞাসিদ্ধিশব্দের অর্থ আদেশের অব্যর্থতা। ঈদৃশ ভাবনা দৃঢ় অর্থাৎ বদ্ধমূল হইলে সাধক কাহাকেও নিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া অভিশাপ প্রদান অথবা কাহাকেও অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া বর প্রদান করিলে সেই অভিশাপ অথবা বরের অনুরূপ ফল নিশ্চয়ই হইবে; তাঁহার বাক্য কখনও ব্যর্থ হইবে না।" ঐ

৩। নানিন্দনম্, ইতি পাঠান্তরঃ।

পশূনাং চর্মণা সন্তরেদ্ গ্রাম্যান্ পশূন্‌ছ্‌চাহর্পয়েৎ'' ইত্যাদি শ্রুতিতে গ্রাম্য অর্থাৎ গৃহপালিত পশুচর্মের বা পশুর যে-নিন্দা দেখা যায় তা আসলে কৃষ্ণাজিনের বা কৃষ্ণসারের স্তুতি। তাছাড়া, 'যদ্‌গ্রাম্যাণাং'. ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায় গ্রাম্য বা গৃহপালিত পশুর চর্মধারণে যজ্ঞের যথার্থ ফল না হয়ে ফলের কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য ঘটে। এইভাবে বুঝতে হবে, এখানেও যদি দৈবাৎ পঞ্চমকারের দ্বারা অর্চনা প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে গুপ্তি রক্ষিত না হওয়ার জন্য অর্চনার কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য ঘটবে। তারই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে; নরকনিবারণের উদ্দেশ্যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত নয়।

প্রাকট্যাৎ অর্থাৎ গুপ্তির বিপরীত হওয়ার কারণে। এখানে হেত্বর্থে পঞ্চমী হয়েছে। নিরয়ঃ অর্থ নরক।

শ্রীভাসুরানন্দনাথপাদ বলেছেন—দীক্ষান্তরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অর্থাৎ যাঁরা আলোচ্য কল্পসূত্রোক্ত দীক্ষা ভিন্ন অন্য দীক্ষা প্রাপ্ত হন তাঁরা যদি স্বধর্ম অর্থাৎ অর্চনাদি প্রকাশ করেন তা হলে তাঁদের ক্রতুবৈগুণ্যমাত্র হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্চনাদি অনুষ্ঠানের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু পরশুরামকল্পসূত্রোক্ত দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের, "প্রাকট্যান্নিরয়ঃ" ভগবান্ পরশুরামের এই উক্তি অনুসারে, নরক হবে। ভাসুরানন্দনাথপাদের উক্ত অভিমতে বাক্যভেদ দোষ ঘটেছে। বিধেয় হয়ে যাচ্ছে বিধি। একটি বিধি ভিন্নদীক্ষাপ্রাপ্তদের পক্ষে, আর একটি আলোচ্য দীক্ষাপ্রাপ্তদের পক্ষে। বিশেষতঃ প্রাকট্যের জন্য নরক হবে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আর গুপ্তির জন্য সার্থক হবে অর্চনা। এতে প্রস্তুত ব্যাখ্যার হানি হয়। এই বাক্যভেদাদিদোষের পরিহার কি করা যাবে অল্পবুদ্ধি আমি তা বুঝতে পারছি না।

উপাসকধর্মাঃ—ভাবনাদার্ঢ্যম্

এবমুপাসনামুক্ত্বা উপাসকধর্মান্ প্রাহ—

ভাবনাদার্ঢ্যাদাজ্ঞাসিদ্ধিঃ ॥ ১৩ ॥

'অহমিদং জানামি' ইত্যেতাদৃশবৃত্তিষু ইদংপদার্থাপেক্ষয়া অহন্তয়া ভাসমানং শ্রেষ্ঠমিতি বিবেচনম্—সর্ববৃত্তিষু ইদমেব ভাবনাপদার্থঃ। তস্য দার্ঢ্যং অশিথিলতা। অনেন আজ্ঞাসিদ্ধিঃ নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্যং ভবতীতি শেষঃ। ভাবনাদার্ঢ্যস্তত্যা সর্বদা ঈদৃশভাবনাবিধিরুন্নেয়ঃ ॥ ১৩ ॥

উপাসকধর্ম—ভাবনার দৃঢ়তা

এইভাবে উপাসনার কথা বলে এখন উপাসকের ধর্মের কথা বলছেন—

ভাবনার দৃঢ়তা থেকে আজ্ঞাসিদ্ধি হয় ॥ ১৩ ॥

"অহমিদং জানামি'—আমি ইহা জানি, এইরূপ ক্ষেত্রে ইদং-পদার্থ অপেক্ষা অহং-পদার্থ শ্রেষ্ঠ, এই বিবেচনাই এরকম সব বিষয়ে ভাবনাপদের অর্থ[১]। তার অর্থাৎ ভাবনার, দার্ঢ্য অর্থ অশিথিলতা। এ দ্বারা আজ্ঞাসিদ্ধি[২] অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্য হয়। ভাবনাদার্ঢ্যের স্তুতি বা প্রশংসা দ্বারা ঈদৃশভাবনাকে উপাসনাবিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ॥ ১৩ ॥

সর্বদর্শনানিন্দা

উপাসকস্য নিয়মান্তরমাহ—

সর্বদর্শনানিন্দা[৩] ॥ ১৪ ॥

"ইতরদেবতোপাসনাবিধায়কানি যানি দর্শনানি শাস্ত্রাণি তেষাং নিন্দা ন কর্তব্যেত্যর্থঃ। তন্নিন্দনে তদধিকারিণাং সংশয়োৎপত্ত্যা স্বাবলম্বিত-দর্শনেষ্বনাশ্বাসঃ। অস্মিন্ শাস্ত্রে অনধিকারাৎ উভয়ভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যেৎ। ইমমেবার্থং শ্রীকৃষ্ণোঽপ্যাহ—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ॥ ইতি ॥

"লোকান্ন নিন্দাৎ" ইতি শ্রুতিরপি ॥

ননু পরেষাং বুদ্ধিভ্রংশজনিতপ্রত্যবায়াভাবোঽস্য ফলমিতি সিদ্ধম্। অয়ং পুরুষার্থঃ। কথং উপাসকধর্মাণাং ক্রতুসাদ্গুণ্যজনকানাং মধ্যে পাঠ ইতি

১। কৌলমার্গরহস্যে বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—"কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে 'অহমিদং জানামি' আমি ইহা জানি, এইরূপ জ্ঞান হয়। এই স্থলে 'অহম্' অর্থাৎ দ্রষ্টা এবং 'ইদম্' অর্থাৎ দৃশ্য, এই দুইটি পদার্থে ভেদজ্ঞান বর্তমান আছে, তাহা না হইলে এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। কৌলসাধকের ভেদজ্ঞান দূর করিয়া অভেদজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। 'অহম্' ও 'ইদম্' অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য অভিন্ন, ইত্যাকার জ্ঞানলাভই কৌলসাধকের উদ্দেশ্য। এইপ্রকার জ্ঞানলাভের জন্য 'অহম্' এর প্রসার বাড়াইতে হইবে। 'ইদম্' পদার্থ অপেক্ষা 'অহম্' পদার্থ শ্রেষ্ঠ, 'ইদম্' পদার্থ 'অহম্' পদার্থেরই অন্তর্গত, এই বিবেচনাই এস্থলে ভাবনাপদের অর্থ।"

কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১৪১

২। "আজ্ঞাশব্দের অর্থ আদেশ, আজ্ঞাসিদ্ধিশব্দের অর্থ আদেশের অব্যর্থতা। ঈদৃশ ভাবনা দৃঢ় অর্থাৎ বদ্ধমূল হইলে সাধক কাহাকেও নিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া অভিশাপ প্রদান অথবা কাহাকেও অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া বর প্রদান করিলে সেই অভিশাপ অথবা বরের অনুরূপ ফল নিশ্চয়ই হইবে; তাঁহার বাক্য কখনও ব্যর্থ হইবে না।' ঐ

৩। নানিন্দনম্ ইতি পাঠান্তরঃ।

চেৎ—উচ্যতে। অয়মপি উপাসনাজন্যসর্বাত্মভাবে উপযুজ্যতে। কথং ইতি চেৎ ইত্থং—যদি ছিন্নাভ্রবৎ পরেষাং নাশে স্বস্যোপেক্ষা তদৈব নিন্দায়াং প্রবৃত্তিঃ। তথা চ পরনাশে উপেক্ষায়াং আত্মবৎ সর্বভূতদর্শনং নাগতং ইতি সর্বাত্মতায়াঃ অসিদ্ধ্যা উপাসনাজন্যফলাসিদ্ধিঃ। প্রযাজাদিষু ক্রত্বর্থত্বং ইদমেব ক্রতুসাধ্যাপূর্বসাধকত্বম্। প্রকৃতে উক্তরীত্যা ক্রত্বর্থত্বং সিদ্ধমিতি ন কোঽপি দোষঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বদর্শনের অনিন্দা

উপাসকের পালনীয় অন্য নিয়ম বলছেন—

সর্বদর্শনের অনিন্দা ॥ ১৪ ॥

অন্যদেবতার উপাসনাবিধায়ক যে-সব দর্শন অর্থাৎ শাস্ত্র আছে সে-সবের নিন্দা করা উচিত নয়। সেই সবের নিন্দা করলে সেই সব শাস্ত্রে অধিকারী ব্যক্তিদের স্বীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে সংশয় উৎপন্ন হবে অথচ এই শাস্ত্রে অর্থাৎ কৌল শাস্ত্রেও তাদের অধিকার হবে না। ফলে তারা উভয়ভ্রষ্ট হয়ে ছিন্ন মেঘের মতো বিনষ্ট হবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই কথা বলেছেন—

কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যা করছে তার নিন্দা করে তাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাবে না।

শ্রুতিতেও (কৌলোপনিষৎ ৩৮) আছে—লোকদের অর্থাৎ ভিন্নমতাবলম্বী লোকদের নিন্দা করবে না।

সিদ্ধান্ত হতে পারে বুদ্ধিভ্রংশজনিত প্রত্যবায়ের অভাব এই সূত্রনির্দেশের ফল। এইটিই এক্ষেত্রে পুরুষার্থ অর্থাৎ অভীষ্ট প্রয়োজন। প্রশ্ন হতে পারে ক্রতুর অর্থাৎ অর্চনার সাদ্‌গুণ্যজনক উপাসকধর্মের মধ্যে এই পাঠ অর্থাৎ সূত্রটি তা হলে কি করে আসে? অর্থাৎ প্রত্যবায়ের অভাব ত অর্চনার সাদ্‌গুণ্যজনক হতে পারে না কিন্তু উপাসকধর্ম অর্চনার সাদ্‌গুণ্যজনক অবশ্যই হবে। তা হলে উপাসকধর্মের মধ্যে এটি আসে কি করে? উত্তরে বলা যায়—উপাসনা থেকে সর্বাত্মভাব অর্থাৎ বিশ্বের সঙ্গে উপাসকের একাত্মতা সঞ্জাত হয়। এই প্রত্যবায়ের অভাব তার উপযোগী। সে কেমন করে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—এই ভাবে হবে। যদি ছিন্ন মেঘের মতো পরের বিনাশে নিজের উপেক্ষা অর্থাৎ ঔদাসীন্য থাকে, সহজ কথায়, পরের বিনাশ হয় ত হোক আমার তাতে কি, এইরূপ মনোভাব থাকে,

তা হলেই পরমতের নিন্দায় প্রবৃত্তি হয়। আর পরের বিনাশে এরূপ উপেক্ষা থাকলে সর্বভূতকে আত্মবৎদর্শন উপজাত হয় না এবং তাতে সর্বাত্মতা সিদ্ধ হয় না। সেই কারণে উপাসনাজন্য ফলও অসিদ্ধ হয়।[১] ক্রত্বর্থে অর্থাৎ ক্রতুর সাফল্যের জন্য প্রযাজাদিতেও অর্থাৎ কিনা ক্রতুর প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানাদিতে এইটিই করা হয়। তার অর্থ ক্রতু দ্বারা যা সাধ্য তার সহায়ক যা তাই করা হয়। এই রীতি অনুসারে প্রস্তুত ব্যাখ্যার অর্চন-সাফল্যসহায়কতা সিদ্ধ হয়; এই ব্যাখ্যায় কোনো দোষ হয় না। ১৪

কস্যাপ্যগণনম্

তৃতীয়ং ধর্মমাহ—

অগণনং কস্যাপি ॥ ১৫ ॥

স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধং যদি গীর্বাণগুরুর্বদেত্তর্হি স গুরুরিতি গণনং ন কর্তব্যম্। অতএব শ্রুতিরপি[২] "ন গণয়েৎ কমপি" ইতি ॥ ১৫ ॥

কাউকে গণ্য না করা

তৃতীয় ধর্ম বলছেন—

কাউকে গণনা করবে না ॥ ১৫ ॥

যদি দেবগুরু বৃহস্পতিও স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থাৎ কৌলশাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছু বলেন তা হলে তাঁকেও গুরু বলে গণ্য করবে না। ১৫

সচ্ছিষ্যে রহস্যকথনম্

চতুর্থমাহ—

সচ্ছিষ্যে রহস্যকথনম্ ॥ ১৬ ॥

কর্তব্যমিতি শেষঃ। পরিসংখ্যাবিধিরিয়ম্। "আত্মরহস্যং ন বদেৎ" ইতি নিষেধস্যাপবাদোঽয়ং, ন তু গুপ্ত্যাঽর্চনং ইত্যস্যাপবাদঃ, তথা সতি শিষ্যাতিরিক্তেষু সাময়িকেষু পূজাপ্রাকট্যানাপত্তেঃ। অতঃ ইদমাত্মরহস্যং স্বসিদ্ধান্তরূপং সাময়িকেষু শিষ্যভিন্নেষু ন কথয়েৎ। সচ্ছিষ্যে কথয়েদিত্যর্থঃ। শিষ্যে সত্ত্বং প্রতিপাদিতং তন্ত্ররাজতন্ত্রে—

১। উপাসনার চরম ফল মোক্ষ। আর কৌলোপনিষদে বলা হয়েছে 'মোক্ষঃ সর্বাত্মতা-সিদ্ধিঃ।" ৪—সব কিছুর সঙ্গে আত্মার অভিন্নতাপ্রাপ্তিই মোক্ষ।

২। কৌলোপনিষৎ ৩০

সুন্দরঃ সুমুখঃ স্বচ্ছঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয়ঃ[১] ।
অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ প্রেক্ষাকারী[২] জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
আস্তিকো দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রেঽথ দৈবতে ।
এবংবিধো ভবেচ্ছিষ্যঃ ইতরো দুঃখকৃদ্‌গুরোঃ ॥ ইতি ॥

আত্মপুরাণেঽপি—

ব্রহ্মবিদ্যাঽতিসংখিন্না ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং যযৌ ।
গোপায় মাং সদৈব ত্বং কুলজামিব যোষিতম্ ॥

ইত্যারভ্য

এবমাদ্যা যেষু দোষাস্তেভ্যো বর্জয় মাং সদা ।
এবং হি কুর্বতো নিত্যং কামধেনুরিবাস্মি তে ॥ ইতি ॥

অসত্ত্বলক্ষণানি শিষ্যদোষাঃ কুলার্ণবাৎ বিস্তরেণ জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৬ ॥

সংশিষ্যে রহস্যকথন

চতুর্থ ধর্ম বলছেন—

সৎশিষ্যকে রহস্য বলা কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

সৎশিষ্যকে রহস্যকথন কর্তব্য। এই সূত্রটি পরিসংখ্যাবিধি। মীমাংসামতে পরিসংখ্যা অর্থ "অবৈধের প্রত্যাখ্যানপূর্বক বৈধবিষয়ে স্পষ্ট প্রবর্তনা বা বিধিবিশেষ"। সহজ কথায়, "যে স্থলে অনেক বিষয় একই সময়ে উপস্থিত হয়, সেই স্থলে যে-বিধি কতকগুলিকে খণ্ডন করে বা বাদ দেয়, তাহাকে পরিসংখ্যা-বিধি বলে।" আলোচ্য সূত্রটি "আত্মরহস্যং ন বদেৎ"—আত্মরহস্য বলবে না, এই কৌলোপনিষৎসূত্রের (৩১ সংখ্যক) অপবাদ অর্থাৎ বাধক, কিন্তু "গুপ্ত্যাঽর্চনং" এই কল্পসূত্রের (১/১২) অপবাদ নয়। তা হয়েছে বলে আলোচ্য সূত্রানুসারে শিষ্য ভিন্ন অন্য সাময়িক অর্থাৎ কৌলাচারপরায়ণ সাধকের সম্মুখে পূজা করায় আপত্তি থাকবে না; কিন্তু স্বমতের গোপন আচার শিষ্য ভিন্ন অন্য সাময়িককে বলা যাবে না। একথার তাৎপর্য শুধু সৎশিষ্যকেই তা বলতে হবে, অসৎশিষ্যকেও নয়। তন্ত্ররাজতন্ত্রে সৎশিষ্যের

১। আমাদের কাছে যে মুদ্রিত তন্ত্ররাজতন্ত্র (Tantrik Texts, Vol. VIII) আছে তাতে ধৃত পাঠ—

চতুর্ভিরাদ্যৈঃ সংযুক্তঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয়ঃ ।

উক্ত তন্ত্রের টীকা মনোরমা অনুসারে চতুর্ভিরাদ্যৈঃ সংযুক্তঃ মানে সুন্দরঃ সুমুখঃ স্বচ্ছঃ সুলভঃ এই চারিটি, গুরু সম্পর্কে উক্ত বিশেষণের দ্বারা যুক্ত।

২। আমাদের অবলম্বিত মুদ্রিত পুস্তকে 'প্রেক্ষ্যকারী' এই পাঠ আছে। এটি লিপিকর-বা মুদ্রাকর-প্রমাদ মনে হয়। কেননা, প্রেক্ষ্যকারী পদটি অশুদ্ধ। পূর্বোক্ত তন্ত্ররাজতন্ত্রে 'প্রেক্ষাকারী এই পাঠ আছে। এটি শুদ্ধ পাঠ। আমরা তাই গ্রহণ করলাম।

লক্ষণ বলা হয়েছে—শিষ্য হবে সুন্দর সুমুখ স্বচ্ছ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয় অলুব্ধ স্থিরগাত্র প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয় আস্তিক এবং গুরু-মন্ত্র-দেবতার প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ। অন্যরকম শিষ্য গুরুর দুঃখের কারণ হয়। আত্মপুরাণেও দেখা যায়—ব্রহ্মবিদ্যা অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে কুলবধূর মতো সর্বদা রক্ষা কর'।—এই বলে আরম্ভ করে এই বলে শেষ করা হয়েছে—'ইত্যাদি দোষ যাদের আছে তাদের সম্পর্কে সর্বদা আমাকে পরিহার করবে। তা যদি কর তা হলে আমি নিত্য তোমার কামধেনুর মতো হয়ে থাকব।' (রামেশ্বর শিষ্যদোষ সম্পর্কিত আত্মপুরাণের শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করেন নি)। বলেছেন, অসৎশিষ্যের লক্ষণ দোষসমূহ কুলার্ণবতন্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে জানা যাবে। ১৬।

সদা বিদ্যাঽনুসন্ধানম্

পঞ্চমং ধর্মমাহ—

সদা বিদ্যাঽনুসংহতিঃ ॥ ১৭ ॥

সদা সর্বকালং পূজাদিবিহিতনিত্যকর্মানুষ্ঠানকালব্যতিরিক্তে সর্বদেত্যর্থঃ। বিদ্যায়াঃ স্বোপাস্যদেবতাবাচকমন্ত্রস্য অনুসংহতিঃ তৎপ্রতিপাদিতার্থস্য অনুসন্ধানং কর্তব্যমিতি শেষঃ।

যদ্বা—সদা অনুসংহতিঃ মনসা জপঃ কার্যঃ ইত্যর্থঃ। ন চ আসনাদি-নিয়মরহিতস্য জপোঽযুক্তঃ ইতি শঙ্কনীয়ম্; মানসে কস্যাপি নিয়মস্যাভাবাৎ।

তদুক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

মানসেঽনন্তগুণিতং নিয়মস্তত্র নৈব তু।
গচ্ছন্ শয়ান আসীনো ভুক্তো বা যত্র কুত্রচিৎ।
অস্নাতশ্চাপবিত্রশ্চ ন দোষস্তত্র বিদ্যতে ॥

বৃহদ্বামকেশ্বরতন্ত্রেঽপি—

সর্বকালং জপেদ্বিদ্যাং মনসা যস্তু কেবলম্।
নিয়তো বাঽপ্যনিয়তোঽপ্যথ কুর্বংশ্চ নিত্যকম্।
তথাঽপি তস্য শুদ্ধস্য তরসা সম্প্রসীদতি ॥ ইতি ॥

যদি সদাপদস্য সঙ্কোচো ন স্যাত্তর্হি নিত্যকর্মানুষ্ঠানলোপাপত্তিঃ। অতঃ "সর্বে হার্যোজনং লিপ্সন্তি" ইত্যত্রৈব সঙ্কোচঃ আবশ্যকঃ ॥ ১৭ ॥

সদা বিদ্যানুসন্ধান

পঞ্চম ধর্ম বলছেন—

সদা বিদ্যার অনুসংহতি করবে ॥ ১৭ ॥

সদা অর্থ সর্বকাল অর্থাৎ পূজাদি শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্মানুষ্ঠানের অতিরিক্ত কাল। বিদ্যার অর্থাৎ স্বীয় উপাস্য দেবতাবাচক মন্ত্রের অনুসংহতি অর্থাৎ মন্ত্রপ্রতিপাদিত অর্থের অনুসন্ধান[1] কর্তব্য, এইটি তাৎপর্য।

অথবা—সদা অনুসংহতি অর্থাৎ মানস জপ কর্তব্য, এই অর্থও করা যায়। জপে আসনাদি সম্পর্কিত নিয়মরহিত হয়ে অর্থাৎ নিয়ম পালন না করে জপ করা উচিত নয়, এরূপ শঙ্কার কারণ নেই। কেননা, মানস জপে কোন নিয়ম নেই। এ বিষয়ে পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—"মানস জপে অনন্তগুণ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই জপে কোন নিয়ম নাই। চলতে চলতে শুয়ে শুয়ে বসে বসে খাওয়াদাওয়ার পর যেখানে সেখানে অস্নাত অপবিত্র যে-কোনো অবস্থায় এই জপ চলে, এতে কোনো দোষ হয় না।"

বৃহদ্‌বামকেশ্বরতন্ত্রেও বলা হয়েছে—যে সর্বদা মনে মনে মন্ত্র জপ করে, তা সে নিয়ম অর্থাৎ বিহিত আচারনিষ্ঠ হয়ে করুক আর তা না হয়েই করুক, কিন্তু নিত্য করে, সেই শুদ্ধ ব্যক্তির মন্ত্র দ্রুত ফলপ্রদ হয়।

যদি সদাপদের অর্থসঙ্কোচ না করা হয় তা হলে বিহিত নিত্যকর্মানুষ্ঠান লোপ পায়। অতএব, "সর্বে হার্যোজনং লিপ্সন্তি" এই নিয়মানুসারে এখানেও অর্থসঙ্কোচ আবশ্যক। ১৭

সততং শিবতাসমাবেশঃ

ষষ্ঠং ধর্মমাহ—

সততং শিবতাসমাবেশঃ ॥ ১৮ ॥

সততং অস্যাপ্যর্থঃ পূর্বসূত্রস্থসদাশব্দবৎ। শিবতায়াঃ সমাবেশঃ আবির্ভাবঃ, কর্তব্য ইতি শেষঃ। নিত্যকর্মানুষ্ঠানব্যতিরিক্তকালে শিবোঽহমস্মীতি ভাবয়েৎ ইতি তাৎপর্যম্ ॥

বস্তুতস্তু—পূর্বধর্মেণ সহায়ং বিকল্প্যতে, অন্যথা উভয়োর্ভাবনয়োঃ যুগপৎসম্পাদনাসম্ভবাৎ। পূজাদিব্যতিরিক্তকালে অন্যতরস্যানুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ ॥

১। "বীজমন্ত্রের যে অর্থ আছে, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। দেবতা বাচ্য, মন্ত্র বাচক। বাচক মন্ত্রের দ্বারা বাচ্য দেবতা কিরূপে প্রতিপাদিত হন, তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। বীজমন্ত্রের অর্থ কোনো গ্রন্থে একস্থানে নাই, নানা গ্রন্থে নানা স্থানে কথিত হইয়াছে। অর্থজ্ঞানের সংকেত না জানিলে অর্থপ্রতিপাদক গ্রন্থ বা বচন দেখিয়া বুঝা যাইবে না।"—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১৪৩, পাদটিকা।

যদ্‌বা—পূর্বধর্মো মন্দাধিকারিণঃ অয়ং মুখ্যাধিকারিণঃ ॥ ১৮ ॥

সতত শিবতাসমাবেশ

ষষ্ঠ ধর্ম বলছেন—

সতত শিবতার সমাবেশ ভাবনা করবে ॥ ১৮ ॥

সতত শব্দের অর্থও পূর্বসূত্রস্থ সদাশব্দের অর্থের মতো হবে। শিবতা অর্থাৎ শিবত্বের, সমাবেশ অর্থাৎ আবির্ভাব মানে প্রকাশ, কর্তব্য। তাৎপর্য হল—নিত্যকর্মানুষ্ঠানকালের অতিরিক্ত কালে 'আমি শিব' এই ভাবনা করতে হবে।

বস্তুতঃ এই সূত্রোক্ত ধর্মকে পূর্বসূত্রোক্ত ধর্মের সহায়ক বিকল্প মনে করতে হবে। তা নৈলে উভয় সূত্রোক্ত ভাবনা একসঙ্গে অসম্ভব। পূর্বসূত্রে বলা হয়েছে নিত্যকর্মানুষ্ঠানের সময় ছাড়া অন্য সময় মন্ত্রার্থ চিন্তা করতে হবে, আর আলোচ্য সূত্রে বলা হল 'আমি শিব' এই ভাবনা করতে হবে। একসঙ্গে এই দুটি অসম্ভব। সেইজন্য নিত্যকর্মানুষ্ঠানের অতিরিক্ত সময়ে হয় মন্ত্রার্থচিন্তা, নয় 'আমি শিব' এই ভাবনা করতে হবে, এই অভিপ্রায়।

অথবা বলা যায়, পূর্বধর্ম অর্থাৎ মন্ত্রার্থচিন্তন নিম্নাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে, আর আলোচ্য ধর্ম অর্থাৎ 'আমি শিব' এই ভাবনা উচ্চাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে বিহিত। ১৮

কামাদীনাং বর্জনম্

সপ্তমমাহ—

কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাবিহিতহিংসাস্তেয়লোকবিদ্বি[১]ষ্ট-বর্জনম্ ॥ ১৯ ॥

কামঃ বৈষয়িকী ইচ্ছা ইদং মে ভূয়াৎ ইত্যাকারিকা। ক্রোধঃ তমস উদ্রেকেণ জনিতোঽসৌ অন্তঃকরণধর্মঃ। লোভঃ, দ্রব্যাদিনিষ্ঠস্বত্বত্যাগপ্রতিবন্ধকোঽত্যন্ত-মনুরাগবিশেষঃ। মোহঃ, কার্যাকার্যাবিচারণম্। মদঃ, গর্বঃ। মাৎসর্যং, দ্বেষজনিতো গুণিনি দোষারোপঃ। অবিহিতহিংসা, রাগেণ ভক্ষণার্থং পশ্বাদিবধঃ। স্তেয়ং, পরাননুমত্যা পরদ্রব্যহরণম্। লোকবিদ্বিষ্টং, মাতৃ-বুদ্ধ্যাঽপি একান্তে পরস্ত্রীসংলাপাদি। এতেষাং বর্জনং ত্যাগঃ, কর্তব্য ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

কামাদিবর্জন

সপ্তম ধর্ম বলছেন—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য অবিহিতহিংসা চৌর্য এবং লোকনিন্দিত কর্ম বর্জন করবে ॥ ১৯ ॥

১। লোকবিরুদ্ধস্ত্রীবিদ্বি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

কাম অর্থ 'এটি আমার হোক' এই প্রকার বৈষয়িক ইচ্ছা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি ইচ্ছা। ক্রোধ অর্থ তমোগুণের উদ্রেকজনিত অন্তঃকরণধর্ম, লোভ অর্থ দ্রব্যাদিনিষ্ঠ অর্থাৎ দ্রব্যাদিতে নিজের স্বত্বত্যাগের প্রতিকূল অনুরাগ-বিশেষ। মোহ অর্থ কার্যাকার্য অবিচার অর্থাৎ বিচার না করা। মদ অর্থ গর্ব। মাৎসর্য অর্থ গুণী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষজনিত দোষারোপ। অবিহিতহিংসা বলতে বুঝায় অনুরাগবশতঃ ভক্ষণের জন্য পশু প্রভৃতি বধ। স্তেয় অর্থ পরের অনুমতি না নিয়ে পরদ্রব্যগ্রহণ। লোকবিদ্বিষ্ট বলতে বুঝায় মাতৃবুদ্ধিতেও একান্তে পরস্ত্রীর সহিত কথোপকথন প্রভৃতি লোকনিন্দিত কর্ম। এই সব বর্জন অর্থাৎ ত্যাগ করতে হবে। ১৯।

একগুরূপাস্তিঃ

অষ্টমং ধর্মমাহ—

একগুরূপাস্তিরসংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

ন বিদ্যতে সংশয়ো যত্রেতি বিগ্রহেণ অসংশয়ঃ ইত্যেকগুরূপাস্তিবিশেষণম্। ভিন্নলিঙ্গত্বমার্ষম্।

অয়ং ভাবঃ—অনেকগুরূপাস্তৌ পূর্বগুরূক্তবিরুদ্ধং যদি বদেৎ তর্হি সংশয়ো ভবেদেব। একগুরূপাস্তৌ ন সংশয়ো ভবেৎ। অতঃ একগুরূপাস্তিঃ কার্যেতি ভাবঃ। গুরূপাস্তেঃ 'সম্প্রদায়বিশ্বাসাভ্যাং" ইতি পূর্বসূত্রেণৈব প্রাপ্তৌ পুনর্বিধানং একং গুরুমাশ্রিত্য ন গুর্বন্তরমাশ্রয়েৎ ইতি ইতরগুর্বাশ্রয়নিবৃত্তিফলকেয়ং পরিসংখ্যা ॥

এক গুরুর উপাসনা

অষ্টম ধর্ম বলছেন—

এক গুরুর উপাসনা করতে হবে ; এতে সংশয় থাকে না ॥২০॥

সংশয় যাতে নেই তা অসংশয় এইভাবে ব্যাসবাক্যদ্বারা অসংশয়পদ সাধিত হয়েছে। এটি একগুরূপাস্তিঃ এই পদের বিশেষণ। উভয় পদের ভিন্নলিঙ্গত্ব আর্ষ প্রয়োগ।

সূত্রের ভাবটি হল এই—অনেক গুরুর উপাসনা করলে পরবর্তী গুরু যদি পূর্ববর্তী গুরুর উক্তির বিরোধী কিছু বলেন তা হলে শিষ্যের মনে সংশয় উপস্থিত হবে। কিন্তু এক গুরুর উপাসনা করলে এরূপ কোনো সংশয় উপস্থিত হবে না। অতএব এক গুরুর উপাসনা কর্তব্য, এইটি অভিপ্রায়। 'সম্প্রদায়বিশ্বাসাভ্যাং" এই পূর্বসূত্রেই ত গুরুর উপাসনা বিহিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও পুনর্বিধান করার অর্থ, এক গুরুর আশ্রয় নিলে আর অন্য গুরুর

আশ্রয় নিতে নেই। এই সূত্রটি পরিসংখ্যাবিধি। এতে এক গুরুর আশ্রয় নেবে, এই বিধি এবং অন্য গুরুর আশ্রয় নেবে না, এই নিষেধ রয়েছে।

একগুরূপাস্তিবিধ্যর্থবিচারঃ

ননু—ন পরিসংখ্যাশ্রয়ণং যুক্তং, দোষত্রয়াপত্তেঃ। কিং তু উপাস্যগুরুমনূদ্যৈকত্বমাত্রং বিধীয়তে, ইতরনিবৃত্তিস্তু অঙ্গলোপভিয়া, একত্বস্য অঙ্গত্বেন, ইতরগুরূপাস্তৌ তল্লোপাপত্তেঃ। ন চ গুরুদ্বয়াদ্যাশ্রয়ণেঽপি প্রত্যেকং গুরুষু প্রত্যেকমেকত্বমস্তীতি কথমঙ্গলোপঃ ইতি বাচ্যম্; একত্বং হি ন সংখ্যারূপং বিধীয়তে, তস্য বস্তুমাত্রসাধারণ্যেন অব্যাবর্তকত্বাৎ, কিন্তু সজাতীয়-দ্বিতীয়রহিতত্বং, গুর্বন্তরাশ্রয়ণে তল্লোপস্ত্বনিবার্যঃ। অতো ন গুর্বন্তরাশ্রয়ণমিতি একত্ববিধিরেব শ্রেষ্ঠঃ ইতি চেৎ—আস্তাং বা একত্ববিধিঃ। ইমমেবার্থং শ্রীশিবঃ তন্ত্রেষু ভঙ্গ্যন্তরেণ প্রকটিতবান্। রুদ্রযামলে—

ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো দেয়ং শিষ্যেভ্য এব চ ইতি।

কুলার্ণবে—

লব্ধ্বা কুলগুরুং সম্যক্ ন গুর্বন্তরমাশ্রয়েৎ।

যোগিনীতন্ত্রেঽপি—

ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো নাস্তিকায় কুলেশ্বরি॥ ইতি॥

এক গুরুর উপাসনাবিষয়ক বিচার

তবে ব্যাখ্যায় পরিসংখ্যার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। কেননা, তাতে দোষত্রয় ঘটে। কিন্তু উপাস্য গুরুর একত্ব যে বিধি, আর অঙ্গলোপের ভয়ে অন্য গুরুর উপাসনা যে নিষেধ, তা পরে বলা হবে। এখানে একত্বই অঙ্গ। অন্য গুরুর উপাসনায় এই অঙ্গলোপ হয়। গুরুদ্বয়াদির আশ্রয় নিলেও প্রত্যেক গুরুর ক্ষেত্রেই ত একত্ব থাকে, তা হলে অঙ্গলোপ হচ্ছে কোথায়, এরকম কথা বলা চলে না। কারণ, এখানে একত্ব সংখ্যাসূচক নয়। সংখ্যারূপে একত্ব বস্তুসাধারণ, তার মধ্যে অসাধারণত্ব নেই, এইজন্য। এখানে একত্ব অর্থ সজাতীয় দ্বিতীয়রাহিত্য। অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করলে, এই একত্বলোপ অনিবার্য। তা হলে অন্য গুরুর আশ্রয় না-নেওয়া, এই একত্ববিধিই শ্রেষ্ঠ। এরূপ বলা হলে বলতে হয় একত্ববিধির উপরিবিবৃত উভয়রূপই পূর্ব থেকেই ছিল। তন্ত্রে ভিন্ন ভঙ্গীতে শিব এই বিষয়ই ব্যক্ত করেছেন। রুদ্রযামলে আছে—পরের শিষ্যকে দেবে না, নিজের শিষ্যকেই দেবে। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—সম্যক্ কুলগুরু লাভ করলে আর

অন্য গুরু আশ্রয় করবে না। যোগিনীতন্ত্রেও বলা হয়েছে—ওগো কুলেশ্বরী, পরশিষ্যকে এবং নাস্তিককে দিতে নেই।

উপনিষদ্যপি—'গুরুরেকঃ'[১] ইতি। ক্বচিচ্ছিষ্যধর্মে ইমমেবার্থং প্রাহ। ক্বচিদ্‌গুরুধর্মে 'পরশিষ্যায় ন বদেৎ' ইতি ভঙ্গ্যন্তরেণ। দ্বয়োঃ একগুরূপাস্তিরূপফলে এব পর্যবসানং ভবতি। অয়মভিপ্রায়ঃ এষাং বচনানাং প্রতিভাতি—পূর্বোক্তরুদ্রযামলকুলার্ণবযোগিনীতন্ত্রেষু স্বসংশয়চ্ছেত্তরি গুরৌ সতীত্যধ্যাহার্যম্। অন্যথা—

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ ॥ ইতি ॥

তন্ত্রান্তরে[২], শক্তিরহস্যেঽপি "কৌলিকে গুরবোঽনন্তাঃ" ইতি বচনানাং নিরবকাশতাঽঽপত্তেঃ। এতেন পূর্বগুরুঃ অসর্বজ্ঞঃ স্বসংশয়চ্ছেদনেঽসমর্থঃ, যদ্বা সমর্থঃ স্বস্য সংশয়মচ্ছিত্ত্বা মৃতঃ, তাদৃশশিষ্যঃ "মধুলুব্ধঃ" ইতি বচনানুসারেণ গুর্বন্তরমাশ্রয়েৎ। তত্রাপ্যল্পজ্ঞেঽপি গুরৌ জীবতি তদনুমত্যা গৃহ্ণীয়াদন্যোক্তম্। তদপ্যুক্তং কুলার্ণবে—

মন্ত্রাগমাদি চান্যত্র শ্রুতং নাথে নিবেদয়েৎ।
গুর্বাজ্ঞয়া তদ্‌গৃহ্ণীয়াৎ তদনিষ্টং বিবর্জয়েৎ ॥ ইতি ॥ ১২।৮১

উপনিষদেও বলা হয়েছে—গুরু এক। কোথাও শিষ্যধর্ম সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে; কোথাও 'পরশিষ্যকে বলবে না' এই প্রকার ভিন্ন ভঙ্গিতে গুরুধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে উভয় বক্তব্যেরই পর্যবসান হয়েছে এক গুরুর উপাসনা এই ফলে অর্থাৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে। রুদ্রযামল, কুলার্ণবতন্ত্র ও যোগিনীতন্ত্রের পূর্বোক্ত বচনগুলিরও এই অভিপ্রায়। তবে উক্ত বচনগুলিতে, সংশয়ছেদক গুরু বর্ত্তমান থাকতে, এই কথাটা উহ্য আছে ধরে নিতে হবে। নৈলে তন্ত্রান্তরোক্ত—মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে যায় তেমনি কোন জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য এক গুরুর কাছ থেকে অন্য গুরুর কাছে যাবে, এবং শক্তিরহস্যোক্ত—কৌলিকে অর্থাৎ কুলমতে গুরু অনন্ত, এই সব বচনের কোনো অবকাশ থাকে না, এই আপত্তি উঠবে। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তির সঙ্গে শাস্ত্রোক্তির বিরোধ উপস্থিত হবে। বস্তুতঃ তা হতে পারে না। সেইজন্য আমাদের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। তদনুসারে কোনো শিষ্যের পূর্বগুরু যদি অসর্বজ্ঞ এবং স্বীয় শিষ্যের সংশয়ছেদনে অসমর্থ হন কিংবা সমর্থ হলেও শিষ্যের সংশয় ছেদন

১ কৌলোপনিষৎ ২৩
২ কুলার্ণবতন্ত্র ১৩/১৩২

করার পূর্বেই লোকান্তরিত হন, তা হলে সে রকম শিষ্য "মধুলুব্ধঃ' ইত্যাদি বচনানুসারে অন্য গুরুর আশ্রয় নিতে পারেন। তবে অল্পজ্ঞ হলেও গুরু যদি জীবিত থাকেন তা হলে সেক্ষেত্রে শিষ্য তাঁর অনুমতি নিয়ে তবে অন্যের উপদেশ গ্রহণ করবেন। কুলার্ণবে এই কথাই বলা হয়েছে—মন্ত্র, আগমাদি অন্যের কাছে শুনলে তা নিজের গুরুর কাছে নিবেদন করতে হবে। তা হলেই উক্ত অনুমতি না নিয়ে গ্রহণ করার অনিষ্ট বর্জিত হবে।

গুরাবল্পতাতারতম্যং নির্ণেতুং স্বয়মসমর্থশ্চেৎ যং পরিগৃহ্লাতি তন্মার্গত্যাগো ন কার্যঃ।। তাদৃশনির্ণয়সমর্থশ্চেৎ তস্মিন্ সোপপত্তিকমর্থং রহসি সম্বোধ্য তদনুমত্যা যথাশাস্ত্রমর্থং গৃহ্লীয়াৎ। যদি জীবন্নপি গুরুঃ অসূয়াঽঽদিনা নানুজানাতি তমুল্লঙ্ঘ্য শাস্ত্রীয়ং সপ্রমাণং মার্গমনুসরেৎ। তদুক্তং স্পষ্টং ত্রিপুরারহস্যে—

গুরূক্তং শাস্ত্রসংশুদ্ধং সমালোচ্য ধিয়া বুধঃ।
কুর্বীতোপাসনং সম্যগন্যথা পরিহীয়তে ॥ ইতি ॥

এতেঽর্থাঃ সর্বেঽপি "মধুলুব্ধঃ" ইতি বচনেন জ্ঞাপিতাঃ। "একগুরূপাস্তিঃ" ইত্যস্য সূত্রস্য তস্মিন্নেবার্থে তাৎপর্যং উক্তযুক্তিগণবশাদ্ বর্ণনীয়ম্ ॥

শিষ্য যদি স্বয়ং স্বগুরু অর্থাৎ স্বীয় দীক্ষাগুরু এবং অন্য গুরুর জ্ঞানের অল্পতার তারতম্য নিশ্চয় করতে না পারেন তা হলে যে-মার্গ অবলম্বন করেছেন তা ত্যাগ করবেন না অর্থাৎ স্বগুরুকে ছেড়ে অন্য গুরুর আশ্রয় নেবেন না। আর সেরূপ করতে সমর্থ হলে স্বগুরুকে একান্তে কোনো সংশয়িত বিষয়ের অন্য গুরুর কাছে শ্রুত সপ্রমাণ অর্থ বুঝিয়ে বলবেন এবং তাঁর অনুমতি অনুসারে যথাশাস্ত্র সে-অর্থ গ্রহণ করবেন। যদি গুরু স্বীয় জীবদ্দশায় অসূয়াদিবশতঃ অনুমতি না দেন তা হলে তাঁকে লঙ্ঘন করে শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত মার্গ গ্রহণ করবেন। ত্রিপুরারহস্যে স্পষ্টই বলা হয়েছে—জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুবাক্য শাস্ত্রসংশুদ্ধ কি না তা বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে তবে তার উপাসনা করবেন; অন্যথা তিনি অধঃপতিত হবেন।

"মধুলুব্ধঃ" ইত্যাদি বচনের দ্বারা এই সব অর্থও জ্ঞাপিত হয়েছে। আমরা যে-সব যুক্তি দেখিয়েছি তার বলে আমাদের ব্যাখ্যাত অর্থেই "একগুরূপাস্তিঃ" এই সূত্রের তাৎপর্য বর্ণনীয়।

যে চ শ্রীভাস্কররায়াণাং "অন্যায়ো ন্যায়ঃ" ইতি কৌলোপনিষচ্ছ্রুতিভাষ্যে গুরুসম্প্রদায়ঃ অসাধুশ্চেদপি গ্রাহ্যঃ ইতি লেখনাভিপ্রায়ং বর্ণয়ন্তি, তে তদভিপ্রায়-তত্ত্বং ন বিদুঃ। কোঽয়মভিপ্রায়ঃ ইতি চেৎ—উচ্যতে। কৌলিকাচারমধ্যে

স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং যদ্যাচরেৎ স্বগুরুঃ, অন্যশ্চ কৌলিকো দয়াপরবশঃ সন্ বোধয়েচ্চেৎ গুরৌ নিবেদ্য জীবতি গৃহ্ণীয়াৎ। যদি বাবদূকোঽন্যঃ কৌলমার্গং দূষয়িতুং প্রবৃত্তঃ স্যাৎ স্বয়ং তৎখণ্ডনে অপটুরপি তত্র প্রামাণ্যবুদ্ধিং ন ত্যজেৎ। অতএব কৌলিকাচারং [ন ?] দূষয়েৎ ইত্যেব লিখিতম্। এবং গুরৌ স্বস্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব-সংশয়ো নাস্তি, কিন্তু বহুতন্ত্রবেত্তৃত্বং নিশ্চিতং চিরবাসেন। স চ ন জীবতি। তদাচারবিরুদ্ধং যদি তন্ত্রে ক্বচিদুপলব্ধং বচনং, তদা আচারস্য দুর্বলত্বাৎ, তন্মূলভূতপ্রমাণোপলব্ধিপর্যন্তং তস্যাননুষ্ঠানরূপমপ্রামাণ্যং শ্রৌতস্মার্তানুষ্ঠানে পূর্বমীমাংসানুসারেণ। কৌলিকে তু পূর্বোক্তনিশ্চয়দশায়াং শাস্ত্রবিরুদ্ধোঽপ্যনুষ্ঠেয় এবেতি বিশেষঃ। ন তু গুরৌ মন্দমতিত্বনিশ্চয়ে। তথা ঈদৃশোঽভিপ্রায়ঃ তত্রৈব 'সদ্‌গুরুসম্প্রদায়ৈকলভ্যত্বেন' ইত্যত্র গুরৌ সত্ত্ববিশেষণেন জ্ঞাপিতঃ। ইদং তত্ত্বং—গুরৌ অসর্বজ্ঞত্বানুমাপকো হেতুঃ প্রভৃতশাস্ত্রবিরুদ্ধা-চারবত্ত্বং, সর্বজ্ঞত্বানুমাপকশ্চ সর্বাংশেন শাস্ত্রানুমতত্বে সতি তদ্‌বিরুদ্ধকাচিৎ-কত্বম্ ॥

যাঁরা বলেন ভাস্কররায় "অন্যায়ো ন্যায়ঃ— (অল্পশক্তি ন্যায়কেও ন্যায়[১] মনে করবে) এই কৌলোপনিষৎ-শ্রুতির ভাষ্যে, গুরুসম্প্রদায় অসাধু হলেও গ্রাহ্য, উক্ত শ্রুতিরচনার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা তাঁর অভিপ্রায়ের মর্ম জানেন না। তা হলে তাঁর অভিপ্রায়টি কি? এই প্রশ্নের উত্তর—কোনো ব্যক্তির গুরু যদি কৌলিকাচারের মধ্যে স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোনো আচারের অনুষ্ঠান করেন এবং শিষ্যকে সেরূপ উপদেশ দেন, আর অন্য কোনো কৌলিক দয়াপরবশ হয়ে সেই ব্যক্তিকে তা বুঝিয়ে দেন, তা হলে, গুরু জীবিত থাকলে শিষ্য তাঁকে তা নিবেদন করে তবে সে-উপদেশ গ্রহণ করবেন। কৌলিক ভিন্ন অন্য কোনো বাগ্মী যদি কৌলমার্গ দুষ্ট এরূপ সিদ্ধান্ত করতে প্রবৃত্ত হন আর কৌলিক তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতে না পারেন তা হলেও কৌলমার্গের প্রতি প্রামাণ্যবুদ্ধি ত্যাগ করবেন না। সেইজন্যই, 'কৌলাচারকে দুষ্ট মনে করবে না' এরূপ লেখা হয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে স্বগুরুর অল্পজ্ঞত্বসংশয় থাকে না। তবে কথা হল তিনি যদি অতি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন তা হলেই তাঁর বহুতন্ত্র-বেত্তৃত্ব নিশ্চয় করা যায়। কিন্তু তিনি সেরকম দীর্ঘকাল বাঁচেন না।

১। "তর্কে ন্যায়ের অবতারণা করিতে হয়। যে সিদ্ধান্তের নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার নাম সাধ্য। যে বাক্য অনুসারে সাধ্যের সিদ্ধি পরিসমাপ্ত হয়, তাহার নাম ন্যায়। ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব—প্রতিজ্ঞা; হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।" —কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ৭৬। পাদটীকা।

সম্প্রদায়বিরুদ্ধ কোনো বচন যদি শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায়, তা হলে, সম্প্রদায় দুর্বল বলে সেই সম্প্রদায়ের মূলভূত শাস্ত্রপ্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত, পূর্বমীমাংসানুসারে শ্রৌতস্মার্ত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উক্ত সম্প্রদায়ের অননুষ্ঠান অপ্রামাণ্য[১]। কৌলমার্গের বিশেষত্ব হল, পূর্বোক্ত নির্ধারণ হচ্ছে এরকম অবস্থায়, যা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে জানা গেছে তাও অনুষ্ঠেয়[২]। তার কারণ, কৌলমার্গে "শ্রুতিস্মৃতি অপেক্ষা সম্প্রদায় প্রবল" সেই জন্য যা সদ্‌গুরূপদিষ্ট সম্প্রদায়সম্মত, তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া গেলেও, অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যেখানে গুরুর মন্দমতিত্ব নিশ্চয় করা হয়েছে সেক্ষেত্রে একথা খাটবে না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে গুরুর শাস্ত্রবিরুদ্ধ উপদেশ অনুষ্ঠেয় নয়। এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে "সদ্‌গুরুসম্প্রদায়ৈকলভ্যত্বেন" এই বচনে গুরুর সৎ এই বিশেষণের দ্বারা। এ সম্পর্কে তত্ত্বটি হল—গুরু অসর্বজ্ঞ এরূপ অনুমান করার হেতু তাঁর প্রভূত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারের অনুষ্ঠান, আর গুরু সর্বজ্ঞ এরূপ অনুমান করার হেতু তাঁর সর্বাংশে শাস্ত্রসম্মত এবং কদাচিৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারের অনুষ্ঠান।

ননু "সুন্দরঃ সুমুখঃ স্বচ্ছঃ সুলক্ষো[৩] বহুতন্ত্রবিৎ" ইতি কাদিমতে গুরুলক্ষণস্যোক্তত্বাৎ বহুশঃ তন্ত্রবিরুদ্ধানুষ্ঠাতারং কথং গুরুং শিষ্যঃ কুর্যাৎ। ন হি সেবার্থং বৎসরোষিতস্য বিদুষঃ অজ্ঞানং সম্ভবতি। কথমীদৃশমুদাহরণং সম্ভবদ্‌যুক্তিকমিতি চেৎ—ন, পূর্বমজ্ঞতাদশায়াং কেবলশ্রদ্ধোদ্রেকেণ দীক্ষিতস্য তাদৃশগুরুং স্বীকৃতবতঃ পশ্চাদধ্যয়নাদিসম্পাদিতজ্ঞানস্য পূর্বোক্তহেতুনা অনুমানসম্ভবাৎ। তাদৃশেন পূর্বাচারঃ ত্যাজ্য এব। যদ্যুৎপথং দৈবাৎ প্রতিপন্নঃ তদা সদ্‌গুরোরপি সম্প্রদায় উৎপথপ্রতিপত্ত্যুত্তরকালীনঃ ত্যাজ্য এব, অশাস্ত্রীয়ত্বনির্ণয়াৎ, ইত্যলং পল্লবিতেন ॥

প্রশ্ন হতে পারে, কাদিমতে গুরুর লক্ষণ বলা হয়েছে—গুরু হবেন সুন্দর সুমুখ স্বচ্ছ সুলক্ষ এবং বহুতন্ত্রবিৎ, তা হলে এক্ষেত্রে ভাবী শিষ্য বহুতন্ত্রবিরুদ্ধ-অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে গুরু করবেন কি করে? যে-বিদ্বান্ ব্যক্তি দীক্ষা

১। "শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি দুর্বল এবং স্মৃতি অপেক্ষা সম্প্রদায় দুর্বল, ইহাই সাধারণ নিয়ম।"

২। শাস্ত্র অপার। শাস্ত্রে কোথাও প্রসঙ্গানুসারে যা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে নির্দিষ্ট অন্যত্র প্রসঙ্গান্তরে তাই শাস্ত্রসম্মত বলে নির্দিষ্ট হতে পারে। বহুতন্ত্রবিদ্ সদ্‌গুরু তা জানেন। কাজেই সদ্‌গুরূপদিষ্ট কোনো সম্প্রদায়গত অনুষ্ঠান শাস্ত্রে কোথাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেখেই তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

৩। সুলভো ইতি ক্বচিৎ।

নেবার পূর্বে ভাবী গুরুর সেবা করার জন্য তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রানুসারে এক বৎসর-কাল বাস করেন তাঁর ভ্রম হয় না অর্থাৎ তিনি বহুতন্ত্রবিরুদ্ধ-অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে গুরু করেন না। তা হলে, এরকম উদাহরণ দেওয়ার অর্থাৎ বহুতন্ত্রবিরুদ্ধ-অনুষ্ঠানকারী গুরুর কথা বলার যৌক্তিকতা কোথায়, এ প্রশ্ন উঠতে পারে ত? উত্তরে বলা হবে, না, তা পারে না। কারণ, শিষ্যের প্রথম দিক্‌কার অজ্ঞতার অবস্থায় গুরুর প্রতি যে-কোনো কারণে কেবলমাত্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়ার জন্য তিনি ঐ রকম গুরু স্বীকার করতে পারেন, কিন্তু পরে শাস্ত্রাধ্যয়নাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ করলে পর গুরুর তন্ত্রবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান তিনি জানতে পারেন, এরূপ অনুমান সম্ভবপর। এরূপ শিষ্যের পক্ষে তাঁর পূর্বেকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার বর্জনীয়ই বটে। যদি দৈবক্রমে কোনো আচারানুষ্ঠান উৎপথ অর্থাৎ উন্মার্গ প্রতিপন্ন হয়, তা হলে তা অশাস্ত্রীয় বলে নির্ণীত হওয়ার জন্য পরিত্যাজ্য। সদ্‌গুরুও কোনো সময়ে যদি উন্মার্গগামী হন, তা হলে তাঁর উন্মার্গপ্রাপ্তির পরবর্তী সম্প্রদায় অর্থাৎ পরম্পরাগত উপদেশ পরিত্যাগই করতে হবে। এই বিষয় আর পল্লবিত করা নিষ্প্রয়োজন।

অমৃতানন্দনাথাস্তু—যোগিনীতন্ত্রব্যাখ্যানে "ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যঃ" ইত্যস্য যে বিদ্যাঽন্তরেষু পারম্পর্যক্রমেণ অধিগতাশেষরহস্যাশেষপরমার্থাঃ সম্প্রাপ্তপূর্ণাভিষেকাশ্চ তে পরশিষ্যাঃ। তেভ্যো ন দেয়ম্। কুলার্ণববচনং চৈতৎপরম্। এতদ্‌ভিন্নেষু দেয়ং, "মধুলুব্‌ধো যথা ভৃঙ্গঃ" ইতি বচনাৎ। ঈদৃশব্যবস্থায়াং মানং চ পূর্ণাভিষেককর্তা যো গুরুঃ তস্যৈব পাদুকেত্যাহুঃ।

তন্ন। পূর্ণাভিষেককর্তরি গুরুত্বস্যৈব জ্ঞাপকমিদং বচনম্। তর্হি "তস্যৈব পাদুকা" ইতি ভাগো ব্যর্থঃ। যদি গুরুত্বং গুরুপাদুকামন্ত্রে তন্নাম চ বিধীয়তে তদা যো দীক্ষাকর্তা স গুরুঃ ইত্যেকং, তস্য নাম পাদুকায়াং যোজ্যং ইত্যপরং বাক্যম্। তথা চ বাক্যভেদঃ, স ইত্যস্য অধ্যাহারঃ। গুরুত্বমাত্রবিধৌ বচনান্তরেণ গুরুনামপাদুকামন্ত্রে যোজ্যমিত্যনেনৈব সিদ্ধৌ শেষবৈয়র্থ্যং দুর্বারং চ। তস্মাৎ "মধুলুব্‌ধঃ" ইতি বচনেন নানাগুরুষু সিদ্ধেষু পাদুকামন্ত্রে সর্বেষাং নাম্নাং পক্ষে প্রাপ্তৌ নিয়ামকমিদম্। তথা সতি ন পরসমীহিতসিদ্ধিঃ। প্রত্যুত অনেন বচনেন নানাগুরুপ্রাপ্তিরেব জ্ঞাপ্যতে। তস্মাৎ অস্মদুক্তা সরণিরেব সাধীয়সী।

* * * * *

দৃশ্যতে চাধুনিকানাং শাস্ত্রবিরুদ্ধানামাচারাণাং প্রামাণ্যং পূর্বমীমাংসাবিদা-

ষ্বপি, যথা আন্ধ্রাণাং মাতুলকন্যাপরিণয়ঃ। তথা দ্রাবিড়সুবাসিনীষু কঞ্চুকধারণাভাবঃ,

সকঞ্চুকযতিং দৃষ্ট্বাঽকঞ্চুকসুবাসিনীম্।
সকেশাং বিধবাং দৃষ্ট্বা সচেলস্নানমাচরেৎ ॥

ইত্যাঙ্গিরসবচনবিরুদ্ধঃ। অতো ন কিঞ্চিদ্‌বাধকম্।

যদি কেবলং গুরৌ বিশ্বসেচ্চেৎ তর্হি স তিষ্ঠন্নেব মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্যাৎ চেৎ তদা স্বস্যাপি করণাপত্তিঃ। যদি চ বহুতন্ত্রবিদুষি ক্বচিদ্‌বচনং তদ্‌বিরুদ্ধং দৃষ্ট্বা তদাচারে অপ্রামাণ্যগ্রহঃ, স কিং তাবদংশে স্বীক্রিয়তে, উত সর্বাংশে। নাদ্যঃ, লোকে ক্বচিচ্চৈত্রাদাবজ্ঞাতাপ্রামাণ্যগ্রহাচারে কদাচিদপ্রামাণ্যগ্রহে সর্বত্র অপ্রামাণ্যশঙ্কয়া ন বিশ্বসন্তীতি দৃষ্টং লোকে। তদ্‌বদত্রাপি সকৃদ্‌ব্যভিচারে সর্বত্র শঙ্কয়া অননুষ্ঠানাপত্তিঃ। সা চ শঙ্কা সর্বত্র মূলদর্শনমন্তরা নাপৈতি। সর্বত্র মূলশোধনার্থং উদ্যুক্তশ্চেৎ তত্র সম্প্রদায়ানুসরণবিধিঃ ব্যর্থঃ স্যাৎ। ন চ যত্র পক্ষদ্বয়রূপো বিকল্পঃ তত্র স্বগুরুসম্প্রদায়াচরণবিধিঃ সার্থকঃ স্যাৎ ইতি বাচ্যম্; এবমধিকারিভেদেন যদি পক্ষদ্বয়ং ব্যবস্থিতং তদা তন্ত্রশাস্ত্রে বিকল্পবিষয়ত্বং সর্বথা ন স্যাৎ। যথাবিশেষার্ঘ্যপাত্রাধারে ত্রিপদং চতুষ্পদং অপদং বেতি পক্ষাস্তত্র গুরুণা ত্রিপদমেবানুষ্ঠিতং, তথৈব শিষ্যেণাপানুষ্ঠিতম্। কদাচিৎ ত্রিপদং গতং, চতুষ্পদং লব্ধং, তেন অনুষ্ঠানং ন স্যাৎ, গুরুণা অননুষ্ঠিতত্বাৎ। বিকল্পস্য উচ্ছেদ এব ন স্যাৎ। একপুরুষকর্তৃকে কর্মণি প্রয়োগভেদেন পক্ষদ্বয়-সমাবেশ এব হি বিকল্পঃ ॥

আবার, দেখা যাচ্ছে পূর্বমীমাংসাবিদেরাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আধুনিক আচার প্রামাণ্য মনে করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় অন্ধ্রবাসীদের মাতুল কন্যাবিবাহ এবং উত্তম বস্ত্রে সুসজ্জিতা দ্রাবিড় রমণীদের কঞ্চুকহীনতা। মাতুল-কন্যাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আর কঞ্চুকহীনতাও যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তার প্রমাণ এই আঙ্গিরসবচন—'কঞ্চুকাবৃত যতি, উত্তমবস্ত্রে সুসজ্জিতা কঞ্চুকহীনা নারী, কেশযুক্তা বিধবা, এদের দেখলে পরিহিত বস্ত্র সহ স্নান করতে হয়'। অতএব, কিছুই বাধক হতে পারে না, অর্থাৎ গুরু শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করলেও তা তাঁর বাক্যে শিষ্যের বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

এই যুক্তি অনুসারে যদি কেবলমাত্র গুরুর প্রতিই বিশ্বাস রাখতে হয়, তাহলে গুরু যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মূত্রপুরীষোৎসর্গ করেন তা হলে শিষ্যকেও তাই করতে হয়।

এবার প্রশ্ন হল বহুতন্ত্রবিদ্ গুরুরও কোনো বচন তন্ত্রবিরুদ্ধ দেখে শিষ্য

যদি তদনুযায়ী আচার অপ্রমাণ্য মনে করেন তা হলে তিনি গুরুর সামগ্রিক আচারের মধ্যে ঐ তন্ত্রবিরুদ্ধ অংশটিই অপ্রমাণ্য মনে করবেন, না তাঁর সমগ্র আচারই অপ্রামাণ্য মনে করবেন। এর উত্তর—শুধু তন্ত্রবিরুদ্ধ অংশকেই অপ্রামাণ্য মনে করবেন না। সংসারেও দেখা যায়, যেখানে চৈত্রাদি (চৈত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম) ব্যক্তির আচার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রামাণ্য কি না জানা যায় না আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রমাণ্য বলে জানা যায়, সেখানে তাদের আচার সব ক্ষেত্রেই অপ্রামাণ্য হওয়ার শঙ্কা থাকে বলে লোকে তাদের কোনো আচারের উপরই আস্থা স্থাপন করে না। তেমনি, এক্ষেত্রেও একবার ব্যভিচার দেখা গেলে সর্বত্রই ব্যভিচার হতে পারে এই আশঙ্কায় ব্যভিচারী গুরুর উপদিষ্ট আচারের অননুষ্ঠান সিদ্ধ হয়। সব ক্ষেত্রেই এই যে আশঙ্কা তা আচারের মূল শাস্ত্রবচন না দেখা পর্যন্ত দূর হয় না। আর যদি শিষ্যকে সর্বত্র মূলদর্শনে উদ্যোগী হতে হয় তা হলে সম্প্রদায় অনুসরণের যে-বিধি তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ অবস্থায় যেখানে কোনো আচারের শাস্ত্রমূলানুসন্ধান এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস এই দুই পক্ষরূপ বিকল্প থাকে যেখানে স্বগুরু ও সম্প্রদায়ের অনুসরণবিধি সার্থক একথা বলা চলে না। কারণ, অধিকারিভেদে যদি এইরূপ দুই পক্ষ ব্যবস্থিত হত তা হলে তন্ত্রশাস্ত্রে বিকল্পবিষয়ত্ব সর্বথা থাকত না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। বিশেষার্ঘ্য-পাত্রের আধার দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ অথবা পদহীন হতে পারে, এই বিকল্প যেখানে শাস্ত্রবিহিত সেখানে গুরু ত্রিপদ আধার ব্যবহার ক'রে অনুষ্ঠান করেন বলে শিষ্যও তাই করেন। যদি কখনও এমন হয় যে ত্রিপদ আধার পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু চতুষ্পদ আধার পাওয়া যাচ্ছে তা হলে সেক্ষেত্রেও শিষ্য তা দিয়ে অনুষ্ঠান করতে পারবেন না। কেন না, গুরু সেরকম অনুষ্ঠান করেন নি। এরূপ হলে ত বিকল্পের উদ্ভবই হয় না। একই ব্যক্তির দ্বারা কৃতকর্মে প্রয়োগ-ভেদে দুই পক্ষের সমাবেশের নাম বিকল্প।

কিঞ্চ—গুরুবাক্যে বিশ্বাসবিধির্ব্যর্থঃ। শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং মূলান্বেষণার্থং উদ্যুক্তস্য কথং কিমিতি গুরুবাক্যে অতিবিশ্বাসঃ। তস্মাৎ গুরোর্যোগ্যতামনুমায় চ সদ্‌গুরুবাক্যং বিশ্বসেৎ ॥

উমানন্দনাথাস্তু "একগুরূপাস্তিঃ" ইতি বাক্যং সমাপ্য "অসংশয়স্‌সর্বত্র' ইতি যোজয়িত্বা গুরুবাক্যে শাস্ত্রাদৌ সর্বত্র অসংশয়ঃ ইতি ব্যাচক্রুঃ। তন্ন; "সম্প্রদায়বিশ্বাসাভ্যাং সর্বসিদ্ধিঃ", "বিশ্বাসভূয়িষ্ঠং প্রামাণ্যং" ইত্যাভ্যামেব অস্যার্থস্য প্রাপ্তত্বেন পুনরুক্ত্যাপত্তেঃ ॥ ২০ ॥

তা হলে কি গুরুবাক্যে বিশ্বাসের যে-বিধি তা নিরর্থক? যে শিষ্য শঙ্কানিবৃত্তির জন্য আচারের শাস্ত্রমূল অনুসন্ধানে নিযুক্ত তাঁর কেমন করে এবং কেন গুরুবাক্যে অতিবিশ্বাস থাকবে। সেইজন্য গুরুর যোগ্যতা অনুমান করতে হবে অর্থাৎ হেতু দ্বারা নিশ্চয় করতে হবে এবং সদ্‌গুরুর বাক্যে বিশ্বাস করতে হবে।

* * * * * ॥ ২০ ॥

সর্বত্র নিষ্পরিগ্রহতা

নবমং ধর্মমাহ—

সর্বত্র নিষ্পরিগ্রহতা ॥ ২১ ॥

সর্বত্র মপঞ্চকাদিষু নিষ্পরিগ্রহতা নির্গতঃ পরিগ্রহঃ ইচ্ছা যস্য সঃ নিষ্পরিগ্রহঃ তস্য ভাবঃ তত্তা। "পত্নীপরিজনাদানমূলশাপাঃ পরিগ্রহাঃ "ইত্যমরঃ। অত্রা-দানস্য পরিগ্রহস্য মূলং ইচ্ছৈব। এতাদৃশকোশানুসারেণ পরিগ্রহশব্দঃ ইচ্ছা-বাচকঃ। মপঞ্চকং মে ভূয়াৎ ইতীচ্ছয়া ন স্বীকার্য্যমিত্যর্থঃ। অয়মেবার্থো ভাগবতে স্পষ্টং প্রতিপাদিতঃ—

যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতস্সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্ ॥
যে ত্বনেবংবিদঃ পুংসঃ স্তব্ধাঃ সদাভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিস্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্। ১১।৫।১৩-১৪

ইতি ঘ্রাণভক্ষঃ শাস্ত্রেণ কথিতং কর্তব্যমিতি ভক্ষণং, আলভনং দেবতোদ্দেশেন ত্যাগবুদ্ধ্যা পশ্বাদিহননম্।

যদ্বা—সর্বত্র বস্তুমাত্রে নিষ্পরিগ্রহতা স্বীয়বুদ্ধিত্যাগঃ স সম্পাদনীয়ঃ। সর্বত্র মমতা ত্যাজ্যেতি যাবৎ।

যৎ নিত্যোৎসবনিবন্ধে স্বভোগবুদ্ধ্যা ধনং ন সম্পাদনীয়মিত্যর্থকথনং, তচ্চতুর্থাধ্যায়ে দ্রব্যার্জনং ক্রত্বর্থমিতি পূর্বপক্ষীকৃত্য দ্রব্যার্জনং কেবলপুরুষার্থ ইতি জৈমিনিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

সর্বত্র নিষ্পরিগ্রহতা

নবম ধর্ম বলছেন—

সর্বত্র নিষ্পরিগ্রহতা ॥ ২১ ॥

সর্বত্র মানে পঞ্চমকারাদিতে। নিষ্পরিগ্রহতা—নির্গত হয়েছে পরিগ্রহ অর্থাৎ

ইচ্ছা যার সে নিষ্পরিগ্রহ, নিষ্পরিগ্রহের ভাব নিষ্পরিগ্রহতা। অমরকোশে পরিগ্রহশব্দের অর্থ করা হয়েছে—পত্নী, পরিজন, আদান, মূল এবং শপথ। এখানে পরিগ্রহ অর্থ আদান অর্থাৎ গ্রহণ এবং আদানের মূল হল ইচ্ছা। এই প্রকারে কোশ অনুসারে পরিগ্রহশব্দ ইচ্ছাবাচক। সোজা কথায় সূত্রের অর্থ হল—পঞ্চমকার আমার হোক এই ইচ্ছায় পঞ্চমকার গ্রহণ করবে না। ভাগবতেও এই অর্থ-ই স্পষ্ট প্রতিপাদিত হয়েছে—সুরার ঘ্রাণভক্ষ বিহিত। পশুর আলভন বিহিত, পশুহিংসা নয়। এইভাবে পুত্রোৎপাদনের জন্য মৈথুন বিহিত, রতির জন্য নয়। এই বিশুদ্ধ স্বধর্ম মনোরথবাদিগণ জানে না। যে-সব ব্যক্তি এই প্রকার জানে না সেই উচিতক্রিয়াশূন্য সদাগর্বিত বা মিথ্যাজ্ঞানযুক্ত নির্বিশঙ্ক ব্যক্তিরা পশুদের হিংসা করে এবং লোকান্তরে পশুরা তাদের খায়।

ঘ্রাণভক্ষ বলতে বুঝায় শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে, অতএব ভক্ষণ করা কর্তব্য, এই বুদ্ধিতে ভক্ষণ। আলভন অর্থ দেবতার উদ্দেশে ত্যাগবুদ্ধিতে পশু প্রভৃতির হনন।

অথবা, সর্বত্র অর্থাৎ বস্তুমাত্রে নিষ্পরিগ্রহতা অর্থাৎ নিজস্বতাবুদ্ধি ত্যাগ, এটি সম্পাদন করতে হবে অর্থাৎ সব বস্তুতেই মমতা অর্থাৎ 'ইহা আমার" এই ভাব ত্যাগ করতে হবে।

* * * ॥ ২১ ॥

ফলত্যাগপূর্বককর্ম

দশমং ধর্মমাহ—

ফলং ত্যক্ত্বা কর্মকরণম্ ॥ ২২ ॥

ফলং পূর্বোক্তং কৃত্রিমং তৎসাধনং চ ধর্মার্থকামা ইতি যাবৎ। ফলবিষয়িণী ইচ্ছা ফলপদস্যার্থঃ। তং ত্যক্ত্বা কর্মণঃ বিহিতস্য করণং ভবতীতি শেষঃ। কাম্যং কর্ম ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ। কাম্যং কর্ম ন কর্তব্যং ইতি বক্তব্যে ফলং ত্যক্ত্বা কর্তব্যং ইতি কথনাৎ কাম্যানামপি কর্মণামীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠানং কর্তব্যমিতি জ্ঞায়তে॥

ননু ভগবদ্গীতায়াং

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬

ইতি সকামোপাসনা ভগবতা প্রতিপাদিতা, তদ্বিরোধ ইতি চেৎ—ন, "চতুর্বিধা

ভজন্তে মাং" ইত্যনেন লোকস্বভাবো দর্শিতঃ। কাম্যং কর্ম ন কর্তব্যং ইতি জগৌ।

অতএব

যশ্চ[১] কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১৮/১১
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ॥ ৭/১৭

ইতি কামরহিতকর্মণঃ স্তুতিঃ ॥ ২২ ॥

ফলত্যাগপূর্বক কর্ম

দশম ধর্ম বলছেন—

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করবে ॥ ২২ ॥

ফল অর্থ পূর্বোক্ত কৃত্রিম সুখ[২] এবং তার সাধন ধর্ম, অর্থ ও কাম। ফল শব্দের অর্থ ফলবিষয়ে ইচ্ছা অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা। তা ত্যাগ করে বিহিত কর্ম কর্তব্য এরূপ বলাতে বুঝা গেল ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কাম্য কর্মেরও অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। ভগবদ্‌গীতাতে আছে—হে ভারতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্ত অর্থাৎ আর্তিযুক্ত[৩], তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থার্থী অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে ধন ও সুখের আকাঙ্ক্ষাকারী এবং তত্ত্বজ্ঞানী এই চারপ্রকারের মানুষ আমার ভজনা করে।

দেখা যাচ্ছে এখানে ভগবান্ সকাম উপাসনা প্রতিপাদিত করেছেন। যদি বলা হয় তা হলে ত এই ভগবদ্‌উক্তির সহিত আলোচ্যসূত্রের বিরোধ হচ্ছে তবে তার উত্তরে বলব—না, তা হচ্ছে না। 'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং' ইত্যাদি দ্বারা শুধু লোক-স্বভাব দর্শিত হয়েছে। কাম্য কর্ম কর্তব্য নয়, একথাই আলোচ্য বচনে ভগবান্ বলেছেন।

অতএব, যে কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে তাকে বলা হয় ত্যাগী। আর, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও তত্ত্বজ্ঞানী এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী, নিত্যযুক্ত ও ভগবানে একনিষ্ঠ ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট। এইভাবে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্মের প্রশংসা করা হয়েছে। ২২

১। যস্তু ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। "মুক্তিতে যে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়, তাহার নাম অকৃত্রিম সুখ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের উপভোগে যে ঐহিক সুখ, এবং স্বর্গবাসাদিজন্য যে পারত্রিক সুখ হয়, এই উভয়ই কৃত্রিম সুখ। কৌলসাধকের একমাত্র প্রার্থনীয় অকৃত্রিম সুখ, তাঁহারা কৃত্রিম সুখের প্রার্থী নহেন।" —কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১৪৭, পাদটীকা।

৩। "তস্কর, রোগ ও ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিপীড়ন—আর্তি।"

নিত্যকর্মালোপঃ

একাদশং ধর্মমাহ—

অনিত্যকর্মলোপঃ ॥ ২৩ ॥

নিত্যং চ তৎকর্ম চ নিত্যকর্ম, স্নানসন্ধ্যাপূজাদি তস্য লোপঃ অননুষ্ঠানং নিত্যকর্মলোপঃ, ন বিদ্যতে নিত্যকর্মলোপো যস্মিন্নুপাসকে স অনিত্যকর্মলোপঃ ভবেদিতি শেষঃ। নিত্যকর্ম অবশ্যং কর্তব্যমিত্যর্থঃ। নিত্যকর্ম কর্তব্যমিতি বক্তব্যে ব্যতিরেকমুখেন কথনং ত্যাগে ন কেবলং ক্রতুবৈগুণ্যং, প্রত্যবায়ো নিরয়শ্চেতি জ্ঞাপয়তি ॥ ২৩ ॥

নিত্যকর্মের অলোপ

একাদশ ধর্ম বলছেন—

নিত্যকর্ম লোপ করবে না ॥ ২৩ ॥

নিত্য যে কর্ম নিত্যকর্ম। স্নান সন্ধ্যা পূজাদি নিত্যকরণীয় কর্ম নিত্যকর্ম। তার লোপ অর্থাৎ অননুষ্ঠান নিত্যকর্মলোপ। যে-উপাসকে এই নিত্যকর্মলোপ নাই অর্থাৎ যে-উপাসক নিত্যকর্মলোপ করেন না তিনি অনিত্যকর্মলোপ। আসল কথা হল নিত্যকর্ম অবশ্য কর্তব্য। নিত্যকর্ম কর্তব্য, এরূপ না বলে ব্যতিরেক মুখে বলার তাৎপর্য হল নিত্যকর্ম ত্যাগে কেবলমাত্র যে ক্রতুবৈগুণ্য হবে তা নয়, প্রত্যবায় এবং নরকও হবে। ২৩

ননু নিত্যকর্মসাধনীভূতমপঞ্চকালাভে কথং কার্যং ইত্যাশঙ্কায়ামাহ—

মপঞ্চকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ ॥ ২৪ ॥

মপঞ্চকালাভে মুখ্যং নাস্তীতি ন কর্মলোপঃ। কিং তু প্রতিনিধিনাঽপি নিত্যক্রমঃ নিত্যপূজা তস্যাঃ প্রত্যবমৃষ্টিঃ অনুষ্ঠানং কর্তব্যমিতি শেষঃ।

ননু ষষ্ঠ্যাধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাসে ব্রীহীণামভাবে কর্মলোপ ইতি পূর্বপক্ষং কৃত্বা তেষাং দৃষ্টপুরোডাশনিষ্পত্তিফলকত্বেন নীবারৈরপি তৎসম্ভবাৎ নিত্যকর্মণি ব্রীহিনিয়মলোপেঽপি নিত্যকর্মণঃ কিঞ্চিদঙ্গলোপসহিষ্ণুত্বাৎ নিত্যনৈমিত্তিকে প্রতিনিধিনাঽপি কার্যে ইতি সিদ্ধান্তিতম্। তাদৃশন্যায়মূলকতয়া শ্রৌতস্মার্তকর্মসু প্রতিনিধিপ্রচারোঽপি দৃশ্যতে। অত্রাপি তাদৃশযুক্ত্যৈব প্রতিনিধিসিদ্ধৌ বচনং ব্যর্থমিতি চেৎ—ন। নিত্যবন্ন্যায়েন নৈমিত্তিকেঽপি প্রাপ্তৌ তত্র প্রতিনিধিনা নৈমিত্তিককর্মনির্বৃত্তির্মা ভবতু, এতদর্থকত্বাৎ। নচৈবং সতি অলাভে নিত্যাতিরিক্তং ন কার্য্যমিত্যায়াতম্। তথা সতি শ্রৌতপরিসংখ্যারূপত্বেন স্বার্থত্যাগঃ, পরার্থকল্পনা, প্রাপ্তবাধঃ, ইতি দোষত্রয়াপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; তন্ত্ররত্নে পার্থসারথিনা অভ্যুদয়েষ্ট্যধিকরণে "ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ" ইতি বাক্যবৈয়র্থ্যভিয়া প্রত্যুদ্দেশং

বাক্যপরিসমাপ্তিরূপো বাক্যভেদোঽঙ্গীকৃতঃ। কিমু তাদৃশভীত্যা দোষত্রয়া-ঙ্গীকারে। অতএব অস্মৎপরমগুরুভিঃ উত্তরচতুশ্শতীসেতুবন্ধে দ্বিশতোত্তর-দ্বিতীয়শ্লোকে নৈমিত্তিকপ্রকরণে "চক্রপূজাং বিশেষেণ যোগিনীনাং সমাচরেৎ" ইতি মূলস্থবিশেষেণেতি পদস্য নিত্যপূজামপেক্ষ্য যোগিনীবীরাধিক্যভক্ষ্য-ভোজ্যাদ্যাধিক্যাদিনেতি প্রথমং ব্যাখ্যায়, তত্রাপরিতোষেণ "বিশেষদ্রব্যেণ বেত্যর্থঃ। তেন নিত্যপূজায়াং বিশেষদ্রব্যালাভেঽপি প্রতিনিধিনা নির্বাহঃ সূচিতঃ ইতি নিত্যপূজায়ামেব অভানুজ্ঞা, নত্বন্যত্র" ইতি ব্যাখ্যায় অস্মিন্নর্থে সাধকত্বেন ইদমেব বাক্যং দর্শিতম্ ॥ ২৪ ॥

নিত্যকর্মের সাধনীভূত পঞ্চমকার অলব্ধ হলে কি করে কাজ হবে এই আশঙ্কার কথা ভেবে বলছেন—

পঞ্চমকার অলব্ধ হলেও প্রতিনিধি দ্বারা নিত্যপূজার অনুষ্ঠান কর্তব্য ॥২৪॥

পঞ্চমকার পাওয়া না গেলে অর্থাৎ মুখ্য পঞ্চমকার নেই এই কারণে নিত্যকর্ম লোপ হবে না অর্থাৎ নিত্যপূজা বন্ধ হবে না। মুখ্য পঞ্চমকার না পাওয়া গেলে প্রতিনিধিদ্বারাও নিত্যক্রম অর্থাৎ নিত্যপূজার প্রত্যবমৃষ্টি অর্থাৎ অনুষ্ঠান কর্তব্য।

মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দশপূর্ণমাসযাগে "ব্রীহির অভাবে কর্মলোপ হবে" এইটি পূর্বপক্ষ করে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—দেখা যায় ব্রীহি দ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত হয় এবং নীবারের দ্বারাও তা হতে পারে। অতএব, নিত্যকর্মে ব্রীহি দ্বারা পুরোডাশ করতে হবে এ নিয়মের লোপ হলেও নিত্য-কর্মের কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি স্বীকার করে প্রতিনিধি দ্বারা নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করতে হবে। এতাদৃশ ন্যায়মূলকতার জন্য অর্থাৎ উক্ত প্রকার ন্যায়কে মূল করেই শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মে প্রতিনিধির প্রচার দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাদৃশ যুক্তি বলে প্রতিনিধি সিদ্ধ হওয়ায় আলোচ্য সূত্রের আর সার্থকতা নাই, এরূপ কথা বললে তার উত্তর হবে, না, তা নয়। কেননা, নিত্যবন্ন্যায় অর্থাৎ 'নিত্যবৎ নৈমিত্তিকং' এই ন্যায় অনুসারে শ্রৌতস্মার্ত নিত্যকর্মের মতো নৈমিত্তিক কর্মও হবে। কাজেই, প্রতিনিধি দ্বারা নৈমিত্তিক পূজানিবৃত্তি পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে হয় না। আর মুখ্যের অলাভে নিত্যাতিরিক্ত পূজা হবে না, আলোচ্য সূত্রেও এরকম অর্থ নেই। এরূপ পরার্থকল্পনা করতে হয়। আর তা হলে আলোচ্য সূত্রটি একটি পরিসংখ্যাবিধি হয়ে যায়। পরিসংখ্যা স্বীকার করলে স্বার্থত্যাগ, পরার্থকল্পনা এবং প্রাপ্তবাধ এই ত্রিবিধ দোষের আশঙ্কা। তন্ত্ররত্নের 'ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ' এই বাক্যের নিরর্থকত্বের ভয়ে

প্রতিদেবতার উদ্দেশ্যে 'ত্রেধা' এই পদের দ্বারা প্রত্যেক সংযুক্ত তণ্ডুলের বিভাগ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে স্বীকার করায় বাক্যভেদরূপ দোষও স্বীকার করা হয়েছে। অতএব, এইস্থলে প্রয়োজনবোধে স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি তিনটি দোষ স্বীকার করেও পরিসংখ্যার ব্যবস্থা অযৌক্তিক নয়। এইজন্য আমার পরমগুরু উত্তরচতুঃশতী-সেতুবন্ধ গ্রন্থের ২০২ সংখ্যক শ্লোকে নৈমিত্তিক প্রকরণে "চক্রপূজাং বিশেষেণ যোগিনীনাং সমাচরেৎ" এই বচনের 'বিশেষণে' এই পদের অর্থ প্রথমতঃ করেছেন যোগিনীবীর এঁদের অধিক ভোজ্যাদি দ্বারা পূজা সম্পন্ন করতে হবে কিন্তু পরে এই ব্যাখ্যায় নিজেই সন্তুষ্ট না হয়ে 'বিশেষেণ' পদের অর্থ করেছেন বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা। এতে বুঝা যাচ্ছে নিত্যপূজাতে বিশেষ দ্রব্য সংগৃহীত না হলেও প্রতিনিধি দ্বারা নিত্যকর্ম সমাপ্ত করতে হবে, এটাই তাৎপর্য। "চক্রপূজাং বিশেষণে" এই বচনটির বিধান শুধু নিত্যপূজাতেই, অন্যত্র নয়। এই ব্যাখ্যার পরিপোষকরূপে আমার পরমগুরু (অর্থাৎ ভাস্কর রায়) আলোচ্য সূত্রটিকেই গ্রহণ করেছেন। ২৪

সর্বত্র নির্ভয়তা

দ্বাদশং গুণমাহ—

নির্ভয়তা সর্বত্র[১] ॥ ২৫ ॥

সর্বত্র সর্বতঃ মপঞ্চকস্বীকারে কৌলমার্গাবলম্বনে চ নরকাদিপ্রতিপাদকানি যানি শাস্ত্রাণি তেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ নির্গতং ভয়ং যস্মাৎ স নির্ভয়ঃ তস্য ভাবঃ তত্তা, সম্পাদনীয়েতি শেষঃ। তানি সর্বাণি শাস্ত্রাণি রাগিণং ভীষয়ন্তি, কামং ভীষয়ন্তু, অহন্তু ন রাগী, কিন্তু শাস্ত্রেণ প্রবর্তিতো ন মে ভীতিরিতি নির্ধারণেন নির্ভয়তা সম্পাদনীয়েতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

সর্বত্র নির্ভয়তা

দ্বাদশ ধর্ম বলছেন

নির্ভয়তা সর্বত্র ॥ ২৫ ॥

সর্বত্র মানে সর্বপ্রকারে। পঞ্চমকার সেবায় এবং কৌলমার্গ অবলম্বনে নরকাদি-প্রতিপাদক যে-সব শাস্ত্র আছে সে-সমস্তের ভয় যাঁর থেকে দূরীভূত হয়েছে তিনি নির্ভয়। তাঁর ভাব নির্ভয়তা। তা সম্পাদন করতে হবে। সেই সব শাস্ত্র আসক্ত ব্যক্তিকে ভয় দেখায় : কামনাযুক্ত ব্যক্তিকে ভয় দেখাক্। আমি আসক্তিবশতঃ পঞ্চমকারসেবা করি না। আমি শাস্ত্রানুসারে কৌলমার্গ

১। সর্বতঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

অবলম্বন ও পঞ্চমকারসেবা করছি। অতএব, আমার ভয় নেই। এইরূপ নির্ধারণের দ্বারা নির্ভয়তা সম্পাদন করতে হবে। ২৫

সর্বসারভূতো ধর্মঃ স্বস্য শিবাগ্নৌ হোমঃ

সকলসিদ্ধান্তসারভূতং ধর্মমাহ—

সর্বং বেদ্যং হব্যং ইন্দ্রিয়াণি স্রুচঃ শক্তয়ো জ্বালাঃ স্বাত্মা শিবঃ পাবকঃ স্বয়মেব হোতা ॥ ২৬ ॥

ইতি ভাবয়েদিতি শেষঃ। অন্তঃকরণবৃত্তিভিরিতি বেদ্যমিত্যস্যাদৌ পূরণীয়ম্। অন্তঃকরণবৃত্তিবেদ্যং সর্বং হবিষ্টেন ভাবয়েৎ। যথা অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং হবিঃ তদাকারং ভবতি, এবং বৃত্তিবেদ্যানাং সর্বেষাং শিবরূপেঽগ্নৌ হোমে সতি শিবাকারসম্পত্তেঃ তেষু হবিষ্ট্বেন ভাবনং যুক্তম্ ॥

তাদৃশহবিষঃ আধারভূতহোমসাধনীভূতজুহ্বূরেব স্রুক্পদেন গৃহ্যতে, ন ধ্রুবাদয়ঃ, তেষাং স্রুক্পদবাচ্যত্বেঽপি হোমসাধনত্বাভাবেন হোমভাবনাপ্রকরণে ধ্রুবাদীনামযোগ্যত্বাৎ। ন চ স্রুচঃ একত্বেন বহুবচনমনুপপন্নং ইতি বাচ্যম্; ইন্দ্রিয়াণামেকত্বেন তদ্বিশেষণস্য তৎসমানবচনকত্বার্থং বহুবচনম্। ন চ আরোপ্যারোপস্থলে ন সমানবচনত্বনিয়মঃ, অতএব নৈষধে—

বিভজ্য মেরুর্ন যদর্থিসাৎকৃতো ন সিন্ধুরুৎসর্গজলব্যয়ৈর্মরুঃ।
অমানি তত্তেন নিজাযশোযুগং দ্বিকালবদ্ধাশ্চিকুরাঃ শিরঃ স্থিতম্ ॥

ইতি ভিন্নলিঙ্গবচনকঃ প্রয়োগঃ, তথা চ বহুবচনস্যাগতিরিতি বাচ্যম্; স্রুবে স্রুক্ত্বমস্তি। "স্রুচঃ সম্মার্ষ্টি" ইত্যুক্তপূর্বোক্তসমূহাৎ পৃথক্কৃত্য "স্রুবমগ্রে" ইতি বিধানাৎ হোমসাধনত্বং চাস্তি ইতি তমাদায় বহুবচনোপপত্তিঃ। ন চ এবমপি দ্বয়ং জাতং, বহুত্বং কথং ইতি বাচ্যম্; "স্রুগ্‌ভ্যাং স্রুবাভ্যাং বা পত্নীসৃসংযাজয়ন্তি" ইতি বাক্যেন ক্বচিৎ স্রুবদ্বয়স্য সত্ত্বাৎ। যদ্বা—"ধ্রুবয়া সমিষ্টযজুর্জুহোতি" ইতি ধ্রুবায়া অপি হোমশেষত্বাৎ জুহূধ্রুবাস্রুবান্ গৃহীত্বা বহুবচনোপপত্তিঃ সুবচেত্যলং অপ্রকৃতবিচারেণ ॥

সারভূত ধর্ম স্বশিবাগ্নিতে হোম

সকল সিদ্ধান্তের সারভূত ধর্ম বলছেন—

অন্তঃকরণবৃত্তিবেদ্য সব পদার্থ হব্য, ইন্দ্রিয়সমূহ স্রুক্, ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই শক্তিত্রয় জ্বালা, স্বাত্মাভিন্ন শিব পাবক এবং সাধক স্বয়ং হোতা ॥ ২৬ ॥

বেদ্যং-পদের পূর্বে অন্তঃকরণবৃত্তিভিঃ—অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহের দ্বারা, এইটি

যোগ করতে হবে। কেননা, বেদ্য অর্থই অন্তঃকরণবৃত্তিবেদ্য। অন্তঃকরণ-বৃত্তিবেদ্য সমস্তকে হবিঃ ভাবতে হবে। যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ অগ্নির আকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ হবিঃ ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং শুধু অগ্নিই থাকে, তেমনি অন্তঃকরণবেদ্য সব কিছু শিবরূপ অগ্নিতে হোম করলে তা শিবাকার প্রাপ্ত হবে। সেইজন্য, অন্তঃকরণবেদ্য সব পদার্থকে হবিঃ ভাবনা করা উচিত।

এখানে স্রুক্‌পদের অর্থ উক্তপ্রকার হবির আধারভূত জুহূ,[1] ধ্রুবাদি[2] নয়। কারণ, ধ্রুবাদি স্রুক্‌পদবাচ্য হলেও তাদের হোমসাধনত্ব নেই বলে হোমভাবনা-প্রকরণে ধ্রুবাদি অনুপযোগী। হোমে একটি স্রুক্‌ই লাগে। কাজেই, এখানে স্রুচ্‌শব্দের বহুবচনে ব্যবহার অসঙ্গত হয়েছে, তাও বলা চলে না। কেন না, ইন্দ্রিয় একাধিক বলে সূত্রে 'ইন্দ্রিয়াণি' এই বহুবচনান্ত পদটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেহেতু বিশেষ্য ও বিশেষণের সমান বচন হয়, সেইজন্য 'ইন্দ্রিয়াণি'-পদের বিশেষণ স্রুচঃ পদটি বহুবচনান্ত হয়েছে। আরোপ্য-আরোপ-সম্বন্ধ যেখানে সেখানে উক্ত সমানবচনত্বের নিয়ম খাটে না। নৈষধচরিতে আছে—নল রাজা মনে করলেন সিঁথির দুধারে বিভক্ত তাঁর চুলের মতো দুটি অকীর্তি তাঁর মাথার উপর রয়েছে। একটি অকীর্তি—তিনি মেরুপর্বতকে ভাগ করে করে প্রার্থীদের দান করেন নি। দ্বিতীয় অকীর্তি—দান করার সময় যে-জল দিতে হয় সেই জলের দ্বারা মরুভূমিকে সমুদ্র করেন নি অথবা তা দ্বারা সমুদ্রকে নিঃশেষ করে মরুভূমি করেন নি।

এই শ্লোকে ভিন্ন লিঙ্গ ও বচনের প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব, আলোচ্য সূত্রে বহুবচন আগন্তুক একথা বলা চলে না। বহুবচনের সমর্থক অন্য যুক্তিও আছে। স্রুবে স্রুক্‌ত্ব আছে। এর অর্থ স্রুব[3]ও একপ্রকার স্রুক্[4]। "স্রুচঃ সম্মার্ষ্টি" এই বচনানুসারে ধ্রুবা প্রভৃতি থেকে স্রুক্‌কে পৃথক্ করা হয়েছে। আর "স্রুবমগ্রে" এই বচনের বিধানানুসারে স্রুকের হোমসাধনত্ব বিহিত হয়েছে।

১। জুহূ—পলাশকাষ্ঠনির্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

২। ধ্রুবা—বটপত্রাকৃতি খদিরকাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

৩। স্রুব—"যাহা হইতে ঘৃতাদি ক্ষরিত হয়; যজ্ঞপাত্রবিশেষ। ইহা খদিরকাষ্ঠের দর্ব্বিবিশেষ। এক হস্ত পরিমিত। ইহার অগ্রভাগে পাশাপাশি ডিম্বাকৃতি দুইটি কোষ থাকে। স্রুকে ঘৃত ঢালার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।"

৪। স্রুক্—'যাহা হইতে ঘৃতাদি ক্ষরিত হয়; যজ্ঞপাত্রবিশেষ। ইহা বিকঙ্কত, পলাশ বা খদিরের কাষ্ঠে নির্মিত দর্ব্বিবিশেষ।', যজ্ঞে তিন প্রকারের স্রুক্ ব্যবহার করা হত। যথা—জুহূ, উপভৃত ও ধ্রুবা।

এইভাবে গ্রহণ করলে স্রুকের বহুবচনত্ব সিদ্ধ হয়। এরূপ গ্রহণে দুটি স্রুক্ পাওয়া যায়, তা হলে বহু স্রুক্ কি করে হবে, এরূপ কথা বলা যায় না। কারণ, "স্রুগ্‌ভ্যাং স্রুবাভ্যাং বা পত্নীস্‌সংযাজয়ন্তি" এই বচনানুসারে কোথাও কোথাও দুটি স্রুক্ বা স্রুব পাওয়া যায়। কিংবা "ধ্রুবয়া সমিষ্টযজুর্জুহোতি" এই বচনে হোমশেষত্বহেতু ধ্রুবার জুহূ, ধ্রুবা ও স্রুব এই অর্থ গ্রহণ করে ধ্রুবার বহুবচনপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। ধ্রুবা স্রুক্। কাজেই স্রুকের বহুবচন যুক্তিসম্মত। এই পর্যন্ত সদ্‌বিচার। এ সম্বন্ধে আর অপ্রকৃত বিচারের প্রয়োজন নাই।

জুহ্বাদ্যন্যতমত্বেন ইন্দ্রিয়াণি দশ ভাবয়েৎ। ইন্দ্রিয়াণাং পূর্বোক্তহবিরাধারত্বেন যুক্তং তদ্ভাবনম্। শক্তয়ঃ স্বনিষ্ঠাঃ সঙ্কুচিতাঃ যাঃ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াঃ শক্তয়ঃ তা এব জ্বালাঃ। অগ্নৌ হোমকর্তুঃ জ্বালা হস্তাদিদাহকত্বেন দুঃখদা ইতি লোকে স্পষ্টম্। তদ্‌বৎ হোতুঃ সঙ্কুচিতপরমশিবস্যেমাঃ শক্তয়ো দুঃখদা ইতি জ্বালাত্বেন ভাবনং যুক্তম্। এবং স্বসঙ্কুচিতচৈতন্যরূপো জীবঃ তদভিন্নো যঃ শিবঃ শুদ্ধচৈতন্যং তং হোমাধারভূতাগ্নিত্বেন ভাবয়েৎ। স্বাভিন্নেতি[১] বিশেষণাং স্বশিবয়োরপ্যভেদং ভাবয়েদিতি ভাবনাঽন্তরং জ্ঞাপিতম্। যদ্যপি ইয়ং ভাবনা "সততং শিবতাসমাবেশঃ" ইত্যনেনৈব প্রাপ্তা, তথাঽপি সা শিবোঽহমিতি ভাবনা, অত্র পাবকোঽহমিতি শিবস্য পাবকত্বেন ভাবনমিতি বৈলক্ষণ্যম্। পাবকে প্রকাশত্বং শিবেঽপি প্রকাশত্বমিতি যুক্তং তথা ভাবনম্। স্বয়ং পরিচ্ছিন্নচিদ্রূপো হোতা হোমকর্তৃত্বেন ভাবয়েৎ। অয়মর্থঃ তন্ত্রান্তরে মন্ত্রবিশেষে স্ফুটঃ—

অন্তর্নিরন্তরমনিন্ধনমেধমানে
মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাসভূমি
বিশ্বং জুহোমি বসুধাঽঽদিশিবাবসানম্ ॥ ইতি ॥

অত্রৈবকারেণ—কর্মান্তরে স্বস্যানুষ্ঠানাসামর্থ্যে পুত্রপ্রিয়াদীন্ কর্তৃপ্রতিনিধিত্বেন যোজয়ন্তি, তেন চ তৎকর্মজং ফলং ভবতীতি শাস্ত্রসিদ্ধম্। অস্মিন্ যজ্ঞে প্রতিনিধিনা অনুষ্ঠিতে কর্মজন্যফলং স্বস্য ন ভবতীতি সূচিতম্ ॥ ২৬ ॥

জুহূ ইত্যাদির অন্যতমরূপে ইন্দ্রিয় দশটি অর্থাৎ দশটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি জুহূ ইত্যাদি দর্বি। পূর্বোক্ত হবির আধাররূপে ইন্দ্রিয়গুলির ভাবনা সমীচীন। শক্তয়ঃ অর্থাৎ জীবনিষ্ঠ সঙ্কুচিত যে ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তাই জ্বালা।

১। মূল সূত্রে আছে 'স্বাত্মা শিবঃ'। রামেশ্বর স্বাত্মাপদের ব্যাখ্যা করে 'স্বাভিন্নেতি' বলছেন। মূলে স্বাভিন্নঃ এই বিশেষণ নেই।

অর্থাৎ অগ্নিশিখা। হস্তাদিতে তাপ লাগিয়ে জ্বালা হোমকার্তকে দুঃখ দেয় এটি বাস্তবক্ষেত্রে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তেমনি সঙ্কুচিত পরমশিবরূপ হোমকর্তাকে উক্ত সঙ্কুচিত শক্তিত্রয় দুঃখ দেয়, জ্বালা সম্পর্কে এই ভাবনা সমুচিত। এই প্রকারে স্বীয় চৈতন্যস্বরূপ শিবকে হোমের আধারভূত অগ্নিরূপে ভাবনা করতে হবে। স্বাভিন্ন অর্থাৎ নিজের থেকে অভিন্ন এই বিশেষণ প্রয়োগ করার জন্য জীব ও শীবের অভেদও ভাবনা করতে হবে, এইরূপ অন্য ভাবনাও সূচিত হয়েছে। "সততং শিবতাসমাবেশঃ" এই সূত্রের দ্বারাই যদিও এই ভাবনা প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি সে-ভাবনা হল 'শিবোঽহম্'—আমি শিব, এই ভাবনা। আর এই সূত্রনির্দিষ্ট ভাবনা হল আমি পাবক এই ভাবনা। আমি পাবকরূপী শিব এই ভাবনা এই সূত্রের বিশেষত্ব। পাবকে আছে প্রকাশত্ব আর শিবেও আছে প্রকাশত্ব। অতএব, এই ভাবনা সমুচিত। হোমকর্তা স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ, হোমকর্তা সম্পর্কে এই ভাবনা করতে হবে। সহজ কথায় বলা যায়, পরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ শিবরূপ অগ্নিতে হোম করবেন। এই বিষয় তন্ত্রান্তরে মন্ত্রবিশেষে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যথা—ইন্ধন নাই অথচ অন্তরে অন্তরে নিরন্তর জ্বলছে, মোহরূপ অন্ধকারের পরিপন্থী, অদ্ভুত রশ্মির বিকাশভূমি, এমনি এক সম্বিদ্‌রূপ অগ্নিতে ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে শিবতত্ত্ব পর্যন্ত বিশ্বকে আহুতি দিচ্ছি।

সূত্রের 'এব' শব্দের দ্বারা সূচিত হচ্ছে অন্য কর্মের অর্থাৎ শ্রৌতস্মার্ত কর্মের অনুষ্ঠানে স্বয়ং অসমর্থ হলে পুত্র ও অন্য প্রিয় ব্যক্তি প্রভৃতিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায় আর তাতে সেই কর্মের ফললাভও হয়, এটি শাস্ত্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রতিনিধি দ্বারা এই যজ্ঞ অর্থাৎ শিবাগ্নিতে হোমরূপ যজ্ঞ করালে সাধক যজ্ঞফল লাভ করবেন না। ২৬

ভাবনাফলং আত্মলাভঃ

এবমনুষ্ঠিতভাবনায়াঃ ফলমাহ—

নির্বিষয়চিদ্বিমুক্তিঃ ফলম্ ॥ ২৭ ॥

নির্বিষয়ায়াঃ নির্বিকল্পরূপায়াঃ চিতঃ বিমুক্তিঃ ফলম্। পূর্বোক্তভাবনায়া ইতি শেষঃ ॥২৭॥

ভাবনার ফল আত্মলাভ

পূর্বোক্ত প্রকারে অনুষ্ঠিত ভাবনার ফল বলছেন—

নির্বিকল্পক চিৎস্বরূপের জ্ঞানলাভ সেই ফল ॥ ২৭ ॥

নির্বিষয় অর্থাৎ নির্বিকল্পরূপ চিতের অর্থাৎ চিৎস্বরূপের বিমৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান হল পূর্বোক্ত ভাবনার ফল ।২৭

ননু কিমীদৃশফললাভেনেত্যত আহ—

আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে ॥ ২৮ ॥

আত্মলাভাৎ স্বরূপলাভাৎ পরং শ্রেষ্ঠং, ফলং ইতি পূর্বসূত্রস্থং অনুষজ্যতে, ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ। "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি, "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" ইতি চ শ্রুতিঃ ইমমর্থং প্রতিপাদয়তি। মোক্ষঃ পরমপুরুষার্থঃ ইত্যত্র ন কোঽপি বিবাদং করোতি। অতস্তাদৃশভাবনয়া পরমপুরুষার্থলাভঃ ইতি ভাবঃ। পূর্বং "স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ" ইত্যনেন পুরুষার্থস্বরূপং প্রতিপাদিতং, অত্র স্তুতিরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্।

এতাবৎপর্যন্তং পঞ্চাম্নায়সিদ্ধান্তরূপশ্রীপরশুরামোক্তয়ো বিচার্য্য ব্যাখ্যাতাঃ। কেশবশর্মা কশ্চিৎ তদভিপ্রায়জ্ঞানাসমর্থঃ তা দূষয়ামি ইতি কেবলের্য্যয়া যুক্তিশূন্যান্ প্রলাপানভাণীৎ। সুধিয়াং তদ্দর্শনেনৈব যুক্তিরহিত্বতজ্জ্ঞানং ভবিষ্যতি। মন্দধিয়াং শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং ময়ৈব তদ্যুক্তিষু কেবলপ্রলাপরূপত্বং দর্শিতং মৎকৃতসিদ্ধান্তশিরোমণৌ। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ লিখ্যতে। যে তদ্‌বুভুৎসবঃ তে তত এব জানন্তু ॥ ২৮ ॥

এই প্রকার ফললাভে কি হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—

আত্মলাভ থেকে শ্রেষ্ঠ ফল আর কিছু নাই ॥ ২৮ ॥

আত্মলাভাৎ অর্থাৎ স্বরূপলাভ থেকে, পরং অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, পূর্বসূত্রস্থ ফলকে এই 'পরং'-এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ন বিদ্যতে মানে নেই। 'পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তাই পরাকাষ্ঠা তাই পরাগতি' এই শ্রুতি এবং 'তাঁকে এইভাবে জেনে ইহলোকেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে, মোক্ষলাভ করে' এই শ্রুতি এই অর্থই প্রতিপাদিত করছে। মোক্ষ পরমপুরুষার্থ, এ নিয়ে কেউ বিবাদ করেন না। অতএব সূত্রের তাৎপর্য হল তাদৃশ ভাবনা দ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। পূর্বে 'স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ' এই সূত্রে (৬ সংখ্যক) পুরুষার্থের স্বরূপ প্রতিপাদিত হয়েছে। এখানে পুরুষার্থের শুধু প্রশংসা করা হয়েছে। কাজেই, পুনরুক্তি হয় নি।

* * * * * ॥২৮॥

সিদ্ধান্তোপসংহারঃ

"তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ[১]" ইত্যারভ্য প্রক্রান্তমর্থং উপসংহরতি—

॥ সৈষা শাস্ত্রশৈলী ॥

সৈষা পূর্বোক্তা শাস্ত্রশৈলী, শাস্তীতি শাস্ত্রং পঞ্চাম্নায়রূপং তস্য শৈলী রীতিঃ ভবতীতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তের উপসংহার

"তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ" এই সূত্র থেকে আরম্ভ করে আরব্ধ বিষয়ের উপসংহার করছেন—

এই শাস্ত্রের শৈলী ॥ ২৯ ॥

সৈষা মানে পূর্বোক্তা অর্থাৎ "তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ" এই সূত্র থেকে আরম্ভ করে "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে" এই সূত্র পর্যন্ত বিবৃত শাস্ত্রশৈলী। যা শাসন করে তা শাস্ত্র। এখানে পঞ্চাম্নায়রূপ শাস্ত্র। তার শৈলী অর্থাৎ রীতি। সহজ কথায়, "পঞ্চাম্নায়শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারই সিদ্ধান্ত এই সকল সূত্রে কথিত হইয়াছে।" ২৯

এষা বিদ্যা অতিগুপ্তা

এতাদৃশং শাস্ত্রং শ্রোতৃপ্রবৃত্তয়ে প্রশংসতি—

বেশ্যা ইব প্রকটা বেদাদিবিদ্যাঃ।
সর্বেষু দর্শনেষু গুপ্তেয়ং বিদ্যা ॥ ৩০ ॥

বেশ্যা ইব প্রকটাঃ সুলভাঃ বেদাদিবিদ্যাঃ। আদিনা স্মৃত্যাদিঃ। বেশ্যোপভোগো দ্রব্যাদিব্যয়েন যথা সুলভঃ এবং বেদাদিবিদ্যালাভঃ দ্রব্যাদিদানেন সুলভঃ ইত্যর্থঃ। অধ্যয়নস্য লোভমূলতা শাস্ত্রেণৈব প্রতিপাদিতা "ষণ্ণাং তু কর্মণাং মধ্যে ত্রীণি কর্মাণি জীবিকা" ইতি। অস্যাঃ মোক্ষসাধনীভূতব্রহ্মবিদ্যায়াস্তু ন কোটিকনকব্যয়েনাপি লাভঃ কিন্তু গুরুকৃপৈকলভ্যত্বম্। ননু অধিকদ্রব্যব্যয়ে গুরুঃ কৃপাং কিমিতি ন কুর্যাদিতি চেৎ—ন কুর্যাদেব। যেন গুরুণা ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তা তস্য কোটিসুবর্ণং তৃণাদপি তুচ্ছতরম্। তস্মিন্ লোভঃ কথং ভবেৎ।

ননু লোভেন প্রবৃত্তিমান্ ন ভবতু, তথাঽপি পরেচ্ছয়া বিদ্যাদানে প্রবৃত্তৌ স্বস্য হান্যভাবাৎ প্রবর্ততাম্, তথা চ পূর্ববিদ্যা দ্রব্যবতৈব লভ্যা, ইয়ং তু নির্ধনেনাপি লব্ধুং শক্যেতি প্রকটতরেতি চেৎ—ন। বিদ্বান্ পরেচ্ছয়া প্রবর্তমানঃ স্বপ্রবর্তিতবস্তুনি কার্যসিদ্ধিং দৃষ্ট্বৈব প্রবর্তেত, ন বিফলে। প্রকৃতে

১। তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ (সূত্র ৩)। আমাদের অনুসৃত মুদ্রিত পুস্তকে অত্রয়ো সিদ্ধান্তঃ এই পাঠ আছে। স্পষ্টতঃ এখানে লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে।

ইয়ং ব্রহ্মবিদ্যা মলিনান্তঃকরণেষু প্রবর্তিতা ন কেবলং বিফলা, প্রত্যুত গুরোরপি বিদ্যাং নাশয়তি। উদাহৃতা এতদ্‌বিষয়ে যাস্কেন শ্রুতিঃ—

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মাং শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মাং ব্রূয়া বীর্যবতী তথা স্যাম্॥

ইতি। অস্যার্থঃ সুস্পষ্টঃ।

এই বিদ্যা অতিশয় গোপনীয়া

এতাদৃশ শাস্ত্রে শ্রোতাদের যাতে প্রবৃত্তি হয় এই উদ্দেশ্যে এই শাস্ত্রের প্রশংসা করছেন—

বেদাদি বিদ্যা বেশ্যার মতো প্রকট। সব দর্শনের অর্থাৎ শাস্ত্রের মধ্যে এই বিদ্যা গুপ্তা ॥ ৩০ ॥

বেশ্যার মতো প্রকট মানে সুলভ, বেদাদিবিদ্যা। আদিপদের দ্বারা স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সূচিত হয়েছে। ধনব্যয়ে বেশ্যোপভোগ যেমন সুলভ তেমনি ধনব্যয়ে বেদাদি বিদ্যালাভও সুলভ, এইটি হল তাৎপর্য। শাস্ত্রাধ্যয়নের লোভ-মূলকতা শাস্ত্রেই এই বচনের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে—ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্মের মধ্যে তিনটি কর্ম জীবিকা। এর অর্থ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের এই ছয় কর্মের মধ্যে যজন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিন কর্ম জীবিকা। মোক্ষের সাধনীভূত এই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যয়েও লাভ করা যায় না, কেবলমাত্র গুরুকৃপাতেই লাভ করা যায়।

গুরুর জন্য কেউ যদি অধিক ধন ব্যয় করেন তা হলে গুরু কি তাঁকে কৃপা করবেন ? না, করবেন না ? যে-গুরু ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছেন, তাঁর কাছে কোটি স্বর্ণমুদ্রা তৃণের চেয়েও তুচ্ছতর। তাঁর অন্তরে লোভ জাগবে কি করে ?

গুরুর লোভহেতু বিদ্যাদানে প্রবৃত্তি না হতে পারে কিন্তু পরোপকারের ইচ্ছাতে প্রবৃত্তি হতে পারে আর তাতে তাঁর কোনো হানি হবে না বলে তিনি বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হন। তা যদি হয় তা হলেও বেদাদি বিদ্যা শুধু ধনবান্‌দেরই লভ্য, কিন্তু এই বিদ্যা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা নির্ধনও লাভ করতে পারে। কাজেই, এটি, প্রকটতর অর্থাৎ অধিকতর সুলভ, হল না কি ? না, হল না। কারণ বিদ্বান্ যখন পরোপকারের ইচ্ছায় বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হন তখন যদি দেখেন প্রবর্তিত বস্তুতে অর্থাৎ বিদ্যায় কার্য্যসিদ্ধি হবে অর্থাৎ পরোপকার হবে তা হলেই প্রবৃত্ত হন ; আর যদি দেখেন তাতে ব্যর্থতাই আসবে অর্থাৎ পরোপ-কার হবে না তা হলে প্রবৃত্ত হন না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ব্রহ্মবিদ্যা যদি

মলিনান্তঃকরণ ব্যক্তিকে দান করা হয় তা হলে তা শুধু যে বিফল হবে তা নয়, প্রত্যুত গুরুর বিদ্যাও নাশ করবে। যাস্ক নিরুক্তে এই বিষয়ে এই শ্রুতিটি উদ্ধার করেছেন—'ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে গোপন রাখবে, তা হলে আমি তোমার নিধি হয়ে থাকব। অসূয়াকারী কুটিল অসংযত ব্যক্তির কাছে আমাকে প্রকাশ করবে না। আমাকে এইভাবে প্রকাশ না করলেই আমি বীর্যবতী হয়ে থাকব। এর অর্থ সুস্পষ্ট।

ব্রহ্মবিদ্যাঽতিসংখিন্না ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং যযৌ।
গোপায় মাং সদৈব ত্বং কুলজামিব যোষিতম্।
শেবধিস্তেঽক্ষয়স্তেঽহং ইহ লোকে পরত্র চ।

ইত্যারভ্য—

এবমাদ্যা যেষু দোষাস্তেভ্যো বর্জয় মাং সদা।
এবং হি কুর্বতো নিত্যং কামধেনুরিবাস্মি তে।
বন্ধ্যাঽন্যথা ভবিষ্যামি লতেব ফলবর্জিতা॥

ইত্যেবমাদিবচনৈঃ গুরোরেব অপাত্রে বিদ্যাদানে স্ববিদ্যানাশঃ শ্রূয়তে। স কথং অপাত্রে কেবলপরেচ্ছয়া বিদ্যামুপদিশেৎ। তাদৃশোপদেশপাত্রং দুর্লভম্।

অতঃ সর্বদর্শনেষু মধ্যে—ইতি নির্ধারণে সপ্তমী—ইয়ং উক্তা বিদ্যা গুপ্তা দুর্লভেত্যর্থঃ।

ইদানীন্তনগুরবস্তু ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ বণিগ্‌বদ্‌বিক্রেতারঃ। তত্র ন গুরুত্বং, ন বা শিষ্যস্য সন্তাপহানিঃ। প্রত্যুত সোঽপি দ্রব্যসেবনরাগপ্রবৃত্তঃ পতত্যেব। ইয়ং চ দ্বাবপি পতনসাধনমেব কুরুতঃ, ন মোক্ষসাধনম্। তদুক্তং কুলার্ণবে[১]—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি[২] শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

ইত্যলং ভূয়সা॥ ৩০॥

ব্রহ্মবিদ্যা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি আমাকে সর্বদা কুলবধূর মতো রক্ষা করবে। তা হলে ইহলোকে ও পরলোকে আমি তোমার অক্ষয় নিধি হয়ে থাকব। এইভাবে আরম্ভ করে

১। প্রবোধচন্দ্রোদয়ে ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। গুরুস্তু বিরলো লোকে ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

তারপরে বলা হয়েছে—যাদের মধ্যে এ সব দোষ[১] আছে তাদের ক্ষেত্রে আমাকে বর্জন করো অর্থাৎ এসব লোকের কাছে আমাকে প্রকাশ করো না। যদি নিত্য এইরূপ কর তা হলে আমি তোমার কামধেনুর মতো হয়ে থাকব। অন্যথা, ফলহীন লতার মতো বন্ধ্যা হয়ে থাকব।

এমনি সব বচনের দ্বারা অবগত হওয়া যায় অপাত্রে বিদ্যাদান করলে গুরুর নিজবিদ্যা বিনষ্ট হয়। কাজেই, গুরু কি করে কেবলমাত্র পরোপকারের ইচ্ছায় অপাত্রে বিদ্যার উপদেশ করবেন ? সেরকম যোগ্য উপদেশ-পাত্র দুর্লভ।

অতএব 'সর্বদর্শনেষু' এই পদে সর্বদর্শনের মধ্যে এই অর্থে নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তি হয়েছে। 'ইয়ং' মানে উক্ত বিদ্যা। 'গুপ্তা' মানে দুর্লভ।

আজকালকার গুরুরা বণিকের মতো ব্রহ্মবিদ্যা বিক্রয় করছেন। এঁদের গুরুত্ব অর্থাৎ যথার্থ গুরুভাব নেই এবং এঁদের শিষ্যেরও সন্তাপ দূর হয় না। প্রত্যুত, সেরকম শিষ্যও পঞ্চমকার উপভোগে আসক্তির জন্য এই বিদ্যা গ্রহণ করে কৌলচারে প্রবৃত্ত হন। এইভাবে গুরু ও শিষ্য উভয়েই পতনের সাধন অবলম্বন করেন, মোক্ষের সাধন নয়। কুলার্ণবতন্ত্রে অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। যথা—বিত্তাপহারক গুরু আছেন অনেক। দেবী, শিষ্যের সন্তাপ দূর করতে পারেন এমন গুরু কিন্তু দুর্লভ।

এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ৩০

১। রামেশ্বর যে-সব বচনে দোষগুলির উল্লেখ আছে তা উদ্ধৃত করেন নি। ১৬ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যায় পূর্বেও এই বচন কয়েকটি উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু সেখানেও যে-সব বচনে দোষের উল্লেখ আছে তা বাদ দিয়েছেন। ভাস্কররায় সেতুবন্ধে (৬।৪) এই বচনগুলির সঙ্গে দোষজ্ঞাপক বচনগুলিও উদ্ধৃত করেছেন। যথা—

নিন্দা গুণবতাং তদ্বৎ সর্বদার্জবশূন্যতা।
ইন্দ্রিয়াধীনতা নিত্যং স্ত্রীসঙ্গশ্চাবিনীততা॥
কর্মণা মনসা বাচা গুরৌ ভক্তি-বিবর্জনম্।
এবমাদ্যা যেষু দোষাস্তেভ্যো বর্জয় মাং সদা॥

গুণবানেয় নিন্দা, সর্বদা সরলতাশূন্যতা, ইন্দ্রিয়াধীনতা, নিত্য স্ত্রীসঙ্গ, অবিনীততা, কর্ম মন ও বাক্যের দ্বারা গুরুর প্রতি ভক্তিবর্জন, এই প্রকার সব দোষ যাদের মধ্যে আছে তাদের ক্ষেত্রে আমাকে বর্জন করো অর্থাৎ তাদের কাছে আমাকে প্রকাশ করো না।

দীক্ষাবিধিঃ

এতাবৎপর্যন্তং সিদ্ধান্তমনূদ্য উপাসকেন প্রথমং কর্তব্যাং ক্রিয়ামাহ—

তত্র সর্বথা মতিমান্ দীক্ষেত ॥৩১॥

সপ্তমী ষষ্ঠ্যর্থে, প্রকৃত্যর্থঃ শ্রীবিদ্যোপাস্তিঃ, ষষ্ঠ্যর্থঃ সম্বন্ধঃ তদব্যবহিতপূর্ব-বৃত্তিত্বং, তস্য দীক্ষাপদার্থে আশ্রয়তয়া অন্বয়ঃ, তস্য করণত্বসম্বন্ধেন ভাবনায়া-মন্বয়ঃ, তথা চ শ্রীবিদ্যোপাসনাঽব্যবহিতপূর্ববৃত্তিদীক্ষয়া ইষ্টং ভাবয়েৎ ইতি বিশিষ্টবোধঃ। অত এবোৎপত্তিবিধিঃ। সর্বথা অবশ্যং মতিমান্ পূর্বোক্ত-ভূমিকারূঢ়ঃ[1]। এতৎপদস্বারস্যাদেব অয়মধিকারবিধিরপি। তাদৃশভূমিকাং আরূঢ়স্যৈব[2] অধিকারো নান্যস্য ইতি সিদ্ধম্।

দীক্ষাবিধি

এ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বলে এবার উপাসকের প্রথম করণীয় ক্রিয়ার কথা বলছেন—

মতিমান্ শ্রীবিদ্যার উপাসনার পূর্বে অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণ করবে ॥৩১॥

'তত্র' এই স্থলে যে সপ্তমী রয়েছে তা ষষ্ঠীর অর্থে সপ্তমী। এখানে প্রকৃতি অর্থাৎ মূল শব্দ 'তৎ', তার অর্থ শ্রীবিদ্যার উপাসনা। "ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ তদব্যবহিতপূর্ববৃত্তিত্বরূপ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের আশ্রয় দীক্ষাপদার্থ, দীক্ষা ভাবনার করণ, এইরূপে অন্বয় হইবে।" শ্রীবিদ্যার উপাসনার অব্যবহিত-পূর্ববৃত্তি দীক্ষা তা দ্বারা ইষ্টভাবনা করবে, এইটি এই সূত্রের বিশিষ্টবোধ। এ দ্বারা অপ্রাপ্ত দীক্ষার বিধান করা হল। অতএব, এটি উৎপত্তিবিধি। সর্বথা অর্থ অবশ্য। মতিমান্ অর্থ পূর্বোক্ত ভূমিকায় আরূঢ়। এই পদের অর্থাৎ মতিমান্ এই পদের স্বারস্যহেতু এটি অধিকারবিধি। তাদৃশভূমিকায় আরূঢ় ব্যক্তিরই এতে অধিকার, অন্যের নয়, এটি সিদ্ধ হল।

নন্বেকস্মিন্নেব বিধৌ উৎপত্তিবিধিত্বং অধিকারিবিধিত্বং উভয়ং কথমিতি চেৎ—ন, "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ" ইত্যাদৌ তথা দৃষ্টত্বাৎ। ন চ উপাসনায়া-মেব তাদৃশভূমিকারূঢ়স্যাধি[3]কার ইতি পূর্বং ব্যবস্থিতম্। ন হি দীক্ষা উপাসনা, কথমত্রাপি তাদৃশাধিকারাপেক্ষা। যচ্চ উপাসনায়াং দীক্ষায়া অঙ্গত্বেন যঃ প্রধানে অধিক্রিয়তে সোঽঙ্গ ইতি ন্যায়প্রাপ্তার্থস্য অনুবাদ এব মতিমান্ ইত্যনেন কৃত ইতি সমাধানম্, তন্ন মনোরমম্, অনুবাদস্য ফলাভাবেন বৈয়র্থ্যা-

---

১। মারুরুক্ষুঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। আরুরুক্ষোরেব ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

৩। রুরুক্ষোরধি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

প্তেঃ, দীক্ষায়াঃ স্বতন্ত্রফলবত্ত্বেন অনঙ্গত্বাচ্চেতি। অনেনৈব তাদৃশভূমিকারূঢ়স্য[১] দীক্ষাধিকারো বিধীয়তে। উপসনায়াং দীক্ষিতস্যৈব অধিকারঃ ইত্যগ্রে বক্ষ্যতি। তথা সতি উপসনায়াং পূর্বোক্তভূমিকারূঢ়[২]ত্বমার্থিকম্ ॥

একই বিধিতে উৎপত্তিবিধিত্ব ও অধিকারবিধিত্ব এই উভয় কি করে থাকবে অর্থাৎ একই বিধি কি করে উৎপত্তিবিধি[৩] ও অধিকারবিধি[৪] হবে, এই সংশয় উপস্থিত হয় না কি? না, তা হয় না। কারণ, "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ" ইত্যাদি বচনেও দেখা যায় তাই হয়েছে অর্থাৎ উৎপত্তিবিধি ও অধিকারবিধি একই বিধিতে ব্যক্ত হয়েছে। আবার প্রশ্ন হতে পারে উপসনাতেই তাদৃশ-ভূমিকারূঢ় ব্যক্তির অধিকার এরূপ ব্যবস্থা ত পূর্বে করা হয় নি আর দীক্ষাও উপাসনা নয়; তা হলে এখানে তাদৃশ অধিকারের অপেক্ষা অর্থাৎ সম্বন্ধ কি করে হয়? দীক্ষা উপাসনার অঙ্গ। যা প্রধানকে অধিকার করে থাকে তা অঙ্গ। এই যুক্তি অনুসারে প্রাপ্ত অর্থের অনুবাদ[৫] অর্থাৎ পুনঃকথন হয়েছে মতিমান্ পদে। তা দ্বারা সম্বন্ধ হয়েছে। এইভাবে প্রশ্নটির যে সমাধান হয় তা মনোজ্ঞ নয়। কেননা ফলাভাবহেতু এখানে অনুবাদের ব্যর্থতাপ্রাপ্তি হয়। দীক্ষার ফল স্বতন্ত্র বলে অর্থাৎ দীক্ষার ফল আর উপাসনার ফল এক না হওয়ায় দীক্ষা উপাসনার অঙ্গ নয়। কাজেই আলোচ্য সূত্রের দ্বারাই তাদৃশভূমিকারূঢ় ব্যক্তির দীক্ষাধিকার বিহিত হয়েছে। দীক্ষিত ব্যক্তিরই যে অধিকার তা এরপর বলবেন। সেরকম হওয়াতে উপাসনায় পূর্বোক্ত-ভূমিকারূঢ় হওয়ার বিষয় সূত্রের অর্থসম্মত।

দীক্ষাস্বরূপতৎফলনিরূপণম্

ননু দীক্ষাত্বং কিম্? ন তাবদুপাস্তিযোগ্যতাজনকক্রিয়াত্বং, উপাস্তি-যোগ্যতাজনকত্বস্য সত্ত্বে প্রমাণাভাবাৎ। ন তাবৎ প্রত্যক্ষং অলৌকিকে সম্ভবতি। নাপ্যনুমানং, লিঙ্গাভাবাৎ। নাপি "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইতিবচ্ছ্রুতিরস্তি যতস্তন্নিরূপিতং কারণত্বং স্যাৎ। ন চ "বিনোপনয়নং যদ্বদ্দ্বিজানাং সর্বকর্মসু। ন যোগ্যতা তথাঽত্রাপি বিনা

১। রুরুক্ষোঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। রুরুক্ষুত্ব ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

৩। "যে-বিধি শুধু কর্মের স্বরূপের বোধক, অর্থাৎ 'অমুক কর্ম কর্তব্য' ইহা যে বিধি হইতে জানা যায়, তাহাই উৎপত্তিবিধি।"

৪। "যে-বিধি অনুষ্ঠানের ফলের স্বামিত্ব বুঝাইয়া থাকে, তাহাই অধিকারবিধি।

৫। 'বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ' (ন্যায়সূত্র)—অনুবাদ অর্থ বিধিপ্রাপ্ত বিষয়ের বাক্যান্তরে অনুবচন বা পুনঃ কথন।

দীক্ষাং ভৃগূদ্বহ ॥" ইতি ত্রিপুরারহস্যে ব্যতিরেকব্যাপ্তেঃ দণ্ডাভাবে ঘটাভাবঃ ইতিবৎ প্রতিপাদনাৎ ব্যতিরেকব্যাপ্তিমূলঃ কার্যকারণভাবঃ সিধ্যতি ইতি বাচ্যম্ ; দীক্ষিত উপাসীত ইত্যুপাসনাধিকারিস্তাবকত্বাৎ। তর্হি দীক্ষায়াঃ ফলং কিমিতি চেৎ—উচ্যতে। অনন্তকোটিজন্মসঞ্চিতং যৎ পাপরূপং মলং, তন্নাশঃ। তদুক্তং নিশাটনাখ্যাগমব্যাখ্যানে তন্ত্রালোকে[১]—

দীক্ষয়া গলিতেঽপ্যন্তরজ্ঞানে পৌরুষাত্মনি।
ধীগতস্যানিবৃত্তত্বাদ্ বিকল্পোঽপি হি সম্ভবেৎ ॥
দেহান্ত এব মোক্ষঃ স্যাৎ পৌরুষজ্ঞানহানিতঃ।[২]
বৌদ্ধাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু বিকল্পোন্মূলনাৎ ধ্রুবম্।
তদৈব মোক্ষ ইত্যুক্তং ধাত্রা শ্রীমন্নিশাটনে ॥ ইতি ॥

অস্যার্থঃ—পৌরুষং বৌদ্ধং চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধম্। তত্র পৌরুষং জ্ঞানং স্বস্বরূপাত্মকম্। বৌদ্ধং চ যন্মহাবাক্যজন্যং চরমবৃত্তিরূপং তত্ত্বজ্ঞানমিত্যুচ্যতে। এতদাবরণরূপমজ্ঞানমপি দ্বিবিধম্। তত্র পৌরুষং পুরুষনিষ্ঠপাতকম্। বৌদ্ধং ভেদবুদ্ধিঃ। তত্র দীক্ষয়া পৌরুষাজ্ঞাননাশেঽপি বৌদ্ধমলস্য শাস্ত্রজ্ঞানেনৈব নাশ্যত্বাৎ দীক্ষাঽনন্তরমাগমসিদ্ধান্তজ্ঞানসম্পাদনে তদৈব মোক্ষঃ। যদি শাস্ত্রজ্ঞানং ন সম্পাদিতং, কেবলদীক্ষৈব জাতা, তস্য দেহান্তে মুক্তিরিতি। ন চ বৌদ্ধমলসত্ত্বে দেহান্তে কথং মুক্তিরিতি শঙ্কনীয়ম্, ত্রিপুরারহস্যে—

দীক্ষাবন্তস্তু দেহান্তে প্রাপ্য লোকং পরাৎ পরম্।
সদাশিবেন তে সম্যক্ প্রবুদ্ধাঃ শিবরূপিণা ॥

ইতি তাদৃশশঙ্কায়াঃ নিরস্তত্বাৎ। এবং শ্রৌতাগ্নিষ্টোমাদি দীক্ষাঽর্থবাদেঽপি "পাপ্মনোঽপহত্যৈ" ইতি শ্রূয়তে। এবং পূর্বমীমাংসায়ামপি দীক্ষায়া যাগজন্যাপূর্বোৎপত্তৌ শস্যাদ্যুৎপত্তৌ কর্ষণমিব স্থলস্য আত্মনঃ শোধকত্বমিত্যেব সিদ্ধান্তিতম্। ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে "রাজ্ঞঃ পঞ্চাক্ষরমন্ত্রস্য কর্ণ-

---

১। তন্ত্রালোকব্যাখ্যানে নিশাটনাম্নি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। কাশ্মীর-সংস্কৃত গ্রন্থাবলিঃ। গ্রন্থাঙ্কঃ ২৩-এ রামেশ্বর-উদ্ধৃত এই শ্লোকার্ধের স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যাচ্ছে—

দেহসদ্ভাবপর্যন্তমাত্মভাবো যতো ধিয়ি।
দেহান্তেঽপি ন মোক্ষঃ স্যাৎ পৌরুষাজ্ঞানহানিতঃ ॥ ১।৪৯

এই শ্লোকের টীকায় অবশ্য জয়রথ বলেছেন—দেহান্তে বুদ্ধাবাত্মগ্রহব্যাপরমাৎ পৌরুষস্যাজ্ঞানস্য দীক্ষাদনা পূর্বমেব প্রধ্বস্তত্বান্মোক্ষঃ ইতি যুক্তমুক্তং 'তচ্ছরীরান্তে তজ্‌জ্ঞানং ব্যজ্যতে স্ফুটম্'। ইতি।

প্রবেশমাত্রেণ তচ্ছরীরাদনন্তাঃ কাকাঃ নির্গতাঃ" ইতি লিঙ্গং চ। এবং পরমানন্দতন্ত্রে দীক্ষানামনিরুক্তৌ—

দীয়তে শিবসাযুজ্যং ক্ষীয়তে[1] পাশবন্ধনম্।
অতো দীক্ষেতি কথিতা......

ইতি চ। এবং বহুপ্রমাণানুসারেণ ব্যতিরেকব্যাপ্তিপ্রতিপাদকবচনস্য অর্থবাদরূপত্বাৎ। তথা চাস্য লক্ষণস্যাসম্ভব এব স্যাৎ ॥

দীক্ষার স্বরূপ ও ফলনিরূপণ

দীক্ষা বলতে কি বুঝায়? দীক্ষা উপাসনাযোগ্যতাজনক ক্রিয়া নয়। কেননা, দীক্ষার উপাসনাযোগ্যতাজনকত্ব যে আছে তার প্রমাণ নেই। উপাসনাযোগ্যতাজনকত্ব অলৌকিক বলে প্রত্যক্ষ করা যায় না। আর এটি প্রত্যক্ষের বিষয় নয় বলে এ ক্ষেত্রে অনুমানও প্রমাণ হতে পারে না, কারণ এখানে কোনো হেতু প্রত্যক্ষ করা যায় না। (শব্দও প্রমাণ নয়)। 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত"—স্বর্গকামী ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবে, এই যুক্তিতে দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞকে স্বর্গলাভের কারণ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু দীক্ষা যে উপাসনাযোগ্যতার কারণ সেরকম কোনো শ্রুতি নেই। "উপনয়ন ব্যতিরেকে দ্বিজদের যেমন কোনো শাস্ত্রীয় কর্মে যোগ্যতা অর্থাৎ অধিকার হয় না তেমনি, হে ভৃগুনন্দন, এক্ষেত্রেও দীক্ষা ব্যতিরেকে অধিকার হয় না" এই বলে ত্রিপুরারহস্যে যেমন দণ্ডাভাবে ঘটাভাবের মতো ব্যতিরেকব্যাপ্তি[2] প্রতিপন্ন করা হয়েছে তেমনি আলোচ্য সূত্রে ব্যতিরেকব্যাপ্তিমূলক কার্যকারণভাব সিদ্ধ হয়েছে তাও বলা যায় না। (অনুমান হয়েছে তাও বলা যায় না)। ত্রিপুরারহস্যের বচনটি "দীক্ষিত উপাসীত"—দীক্ষিত ব্যক্তি উপাসনা করবে, এই প্রকার বচন, উপাসনায় অধিকারী ব্যক্তির প্রশংসাসূচক। অতএব ত্রিপুরারহস্যের উক্ত বচনের দ্বারা অনুমানকে প্রমাণ বলা চলবে না। তা হলে দীক্ষার ফল অর্থাৎ প্রয়োজন কি? তার উত্তর—অনন্তকোটি জন্মের সঞ্চিত যে পাপরূপ মল[3] তার ধ্বংস, এই প্রয়োজন।

১। দীর্যতে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। ব্যতিরেকব্যাপ্তি—ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যাভাব, অর্থাৎ যেখানে ব্যাপক বহ্ন্যাদির অভাব, সেখানে ব্যাপ্য ধূমাদির অভাব, এইরূপ ব্যাপ্তি।—দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ।

৩। "যার জ্ঞানক্রিয়াশক্তি সঙ্কুচিত সেই জীব বদ্ধ, স্বস্বরূপবিস্মৃত। জীবের বন্ধনের হেতু অজ্ঞান। অজ্ঞান অর্থই স্বস্বরূপভ্রষ্টতা। এই অজ্ঞানকেই শৈবশাস্ত্রে মল বলা হয়েছে। ত্রিকমতে অজ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান, জ্ঞানের অভাব নহে।"

তন্ত্রালোকে নিশাটন নামক আগমের ব্যাখ্যানে এই বিষয়ই বলা হয়েছে—দীক্ষার দ্বারা পুরুষের আন্তর অজ্ঞান নষ্ট হলেও বুদ্ধিগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হওয়ায় বিকল্প অর্থাৎ ভেদ সম্ভবপর। পৌরুষ অজ্ঞান নষ্ট হলে দেহান্তে মোক্ষলাভ হয়। বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হলে বিকল্প উন্মূলিত হয় এবং সেই কারণে তক্ষুণি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়, নিশাটনাগমে ধাতা এই কথা বলছেন।

এর অর্থ—জ্ঞান দ্বিবিধ, পৌরুষ ও বৌদ্ধ। পৌরুষ জ্ঞান[১] স্বস্বরূপাত্মক। মহাবাক্য[২] থেকে উৎপাদ্য চরমবৃত্তিরূপ অর্থাৎ অন্তঃকরণের চরম পরিণামরূপ যে-তত্ত্বজ্ঞান তাকে বলে বৌদ্ধ জ্ঞান।[৩] এই দ্বিবিধ জ্ঞানের আবরণরূপ অজ্ঞানও দ্বিবিধ—পৌরুষ ও বৌদ্ধ। পৌরুষ অজ্ঞান পুরুষনিষ্ঠ পাতক আর বৌদ্ধ অজ্ঞান ভেদবুদ্ধি। দীক্ষা দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞান বিনষ্ট হলেও বৌদ্ধ মল অর্থাৎ বৌদ্ধ অজ্ঞান কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হতে পারে। এইজন্য, দীক্ষার পর আগমসিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ করলে পরে তখনই মোক্ষলাভ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি হয়। যদি কারো শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না হয়, কেবলমাত্র দীক্ষাপ্রাপ্তিই হয়, তা হলে সেরকম ব্যক্তির দেহান্তে মুক্তি হবে। বৌদ্ধ মল থাকা অবস্থায় মৃত্যু হলে কি করে দেহান্তে মুক্তি হবে, এরূপ শঙ্কার কারণ নাই। কেন না, ত্রিপুরারহস্যে বলা হয়েছে—শিবরূপী সদাশিবের দ্বারা সম্যক্ প্রবুদ্ধ হয়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দেহান্তে

"অজ্ঞান দ্বিবিধ—বুদ্ধিগত এবং পৌরুষ। বুদ্ধিগত অজ্ঞান আবার দ্বিবিধ—অনিশ্চয়স্বভাব আর বিপরীতনিশ্চয়াত্মক। তাত্ত্বিক স্বরূপের অপূর্ণ জ্ঞানকে বলে অনিশ্চয়, আর অনাত্মায় আত্মাভিমানকে বলে বিপরীতনিশ্চয়। পৌরুষ অজ্ঞান সঙ্কুচিতপ্রথাত্মক বিকল্পস্বরূপ। এই পৌরুষ অজ্ঞানই সংসারের মূল কারণ। পৌরুষ অজ্ঞানকেই বলা হয় আণব মল।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৭৮—৭৯

১। "জীবের পশুসংস্কার বা আণবাদি মল ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তিনি পরস্থিতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমশিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তখন তিনি পরাহন্তাবিমর্শাত্মক নির্বিকল্পক (কৃত্রিম অহংকারাদি বিকল্পশূন্য) যে-জ্ঞান লাভ করেন তাকেই বলে পৌরুষ জ্ঞান।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৮০

২। 'তত্ত্বমসি ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক বাক্য।

৩। "শরীরাদি বিকল্পের দ্বারা অসঙ্কুচিত সংবিৎরূপ আত্মা শিবস্বরূপ—সর্বপ্রকারে সর্ববস্তুনিষ্ঠ সম্যক্ নিশ্চয়াত্মক এই জ্ঞান বুদ্ধিগত জ্ঞান। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর অন্তর্নিহিত জ্ঞেয় শিবস্বরূপ, শিবাদ্বয়শাস্ত্র শ্রবণাদির দ্বারা লব্ধ এই আত্মনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই বুদ্ধিগত বা বৌদ্ধ জ্ঞান।"—দ্রঃ ঐঃ, পৃঃ ২৮১

পরাৎপর লোক প্রাপ্ত হয়[1]। এইরূপ শ্রৌত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের দীক্ষার অর্থবাদেও শোনা যায় এই উক্তি "পাপ্‌মনোঽপহত্যৈ"—পাপের বিনাশের জন্য। এইভাবে পূর্বমীমাংসাতেও এই প্রকার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়– যজমান যজ্ঞে দীক্ষিত হলে তার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন যে-শুভ অদৃষ্ট তার উৎপত্তিতে দীক্ষাও কারণ। যেমন শস্যাদির উৎপাদনে ভূমির কর্ষণ কারণ, তেমনি দীক্ষা, জীবের শুদ্ধির কারণ। ব্রহ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে আছে, 'পঞ্চাক্ষরমন্ত্র রাজার কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর শরীর থেকে অসংখ্য কাক নির্গত হল।' এটি দীক্ষার দ্বারা শুদ্ধির দৃষ্টান্ত। পরমানন্দতন্ত্রে দীক্ষা শব্দের নিরুক্তি এইভাবে করা হয়েছে—'দীয়তে' অর্থাৎ দেয়, শিবসাযুজ্য আর ক্ষীয়তে অর্থাৎ ক্ষয় করে, পাশ[2], বন্ধন, অতএব-বলা হয় দীক্ষা। এই রকম অনেক প্রমাণ দিয়ে দেখান যায় ব্যতিরেকব্যাপ্তি-প্রতিপাদক 'বিনোপনয়নং' ইত্যাদি ত্রিপুরারহস্যবচন অর্থবাদস্বরূপ। তা হলে দাঁড়াল দীক্ষাত্ব যে কি বস্তু তার লক্ষণ করা অসম্ভব।

এতেন সৌভাগ্যানন্দসন্দোহে দ্বাদশোল্লাসস্যাবতরণং "অধুনা তস্যাঃ সাঙ্গোপাসনযোগ্যতাপ্রতিপাদকদীক্ষাং পৃচ্ছতি" ইতি, তন্মুখ্যার্থমনুসৃত্য সমর্থন-মশক্যমেব ইতি চেৎ—ন, মুক্তিসাধনীভূতপৌরুষমলনিবৃত্ত্যর্থক্রিয়াত্বস্যৈবাঽষ্ট-লক্ষণত্বাৎ ॥

ন চ প্রকৃতলক্ষণবিচারস্য তদুপজীব্যকৈমর্থ্যবিচারস্য চানুষ্ঠানেঽনুপযোগাৎ কেবলপাণ্ডিত্যপ্রকটিনী কাকদন্তপরীক্ষেয়মিতি বাচ্যম্ ; অস্ত্যনুষ্ঠানে বৈষম্যং,— যদি পূর্বোক্তযোগ্যতাজনকং তর্হি দীক্ষাসঙ্কল্পে যোগ্যতাসিদ্ধ্যর্থমিতি, ইতরপক্ষে পাপক্ষয়ার্থমিতি ॥

এই যা বলা হল তা দ্বারা সৌভাগ্যানন্দসন্দোহের দ্বাদশোল্লাসের প্রারম্ভে যে বলা হয়েছে "এখন তাঁর সাঙ্গোপাসনাবিষয়ে যোগ্যতাপ্রতিপাদক দীক্ষার

১। এই বিষয়টিই তন্ত্রালোকে অন্যভাবে বলা হয়েছে। তাতে আছে "দীক্ষা, সন্ধ্যা, উপাসনা এই সবের দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞান বিনষ্ট হলেও দেহান্ত না হলে পৌরুষ জ্ঞান স্ফুরিত হয় না। পৌরুষ অজ্ঞান বিনষ্ট হলে পৌরুষ জ্ঞান শুধু প্রকাশোন্মুখ হয়। এইজন্য ত্রিকমতাবলম্বীরা বলেন দেহপাত হলে শিবের সঙ্গে একাত্মতা হয়।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৮০

২। শৈবশাস্ত্রে মল, কর্ম, মায়া এবং রোধশক্তি এই চার পাশের কথা বলা হয়েছে।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৬০—৬১

শাক্ততন্ত্রে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল আর জাতি এই অষ্ট পাশের কথা বলা হয়েছে।—দ্রঃ ঐ, পঃ ২৪৬

কথা জিজ্ঞাসা করছেন" এই বচনের মুখ্যার্থ অনুসরণে বচনটির সমর্থন করা যায় না, এরূপ আপত্তি সম্ভবপর হয় না কি? না তা হয় না। কেননা, দীক্ষা যে মুক্তিসাধনীভূত ক্রিয়ামাত্র সৌভাগ্যানন্দসন্দোহের উক্ত বচনের এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। তা হলে এতে আর কোনো দোষের অবকাশ থাকবে না।

প্রকৃত লক্ষণবিচার এবং কি প্রয়োজনে লক্ষণ করা হবে এই বিচার—এসব অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল কাকদন্ত পরীক্ষার মতো এটি নিষ্ফল পাণ্ডিত্যপ্রকাশমাত্র, এ কথাও বলা চলে না। কেন না, আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে দীক্ষানুষ্ঠানে বৈষম্য হবে। যদি দীক্ষাকে পূর্বোক্ত উপাসনাযোগ্যতাজনক বলা হয়, তা হলে যিনি দীক্ষিত হবেন তিনি দীক্ষার সঙ্কল্পবচনে 'যোগ্যতাসিদ্ধ্যর্থম্'—যোগ্যতাসিদ্ধির জন্য, এই কথা বলবেন। অপরপক্ষে মুক্তিসাধনীভূত পৌরুষমলনিবৃত্তিজনক ক্রিয়াই যদি হয় দীক্ষা, তা হলে উক্ত সঙ্কল্পবচনে 'পাপক্ষয়ার্থম্'—পাপক্ষয়ের জন্য এই কথা বলবেন।

দীক্ষাসঙ্কল্পপ্রকারবিচারঃ

যচ্চ নিত্যোৎসবনিবন্ধে "শ্রেয়স্কামোঽহমমুকবিদ্যাগ্রহণার্থমমুকগুরোর্দীক্ষাং গ্রহীষ্যামি" ইতি, তদত্যন্তানবধানলিখিতম্। তথা হি—যচ্চ শ্রেয়স্কাম ইতি পদং তদাস্তাং, কথঞ্চিৎপাপনাশস্যাপি শ্রেয়োরূপত্বাৎ। যচ্চ "অমুকবিদ্যাগ্রহণার্থং" ইতি তদত্যন্তমশুদ্ধং, দীক্ষায়াঃ পাপক্ষয়ৈকসাধনত্বস্য ব্যবস্থাপিতত্বাৎ। আস্তাং বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ বিদ্যাগ্রহণার্থত্বং, তথাঽপি শ্রেয়স্কাম ইত্যনেনৈব তল্লাভে ইদং পদং ব্যর্থমেব। ন চ শ্রেয়োবিদ্যাগ্রহণমুভয়ং ফলং, অতঃ দ্বয়োরুল্লেখঃ ইতি বাচ্যম্; "সর্বেভ্যো দর্শপূর্ণমাসৌ" ইত্যত্র তয়োঃ সর্বফলসাধনত্বেঽপি প্রয়োগভেদেনৈব ভিন্নফলং নৈকপ্রয়োগেন ফলদ্বয়মিতি চাতুর্থিকন্যায়বিরুদ্ধস্য অনাদরণীয়ত্বাৎ। অতএব তন্ত্ররত্নে—"একস্যৈকজাতীয়ব্যাপারেণ নিয়তৈকজাতীয়ৈকফলজনকত্বং লোকে দৃষ্টম্। তত্রৈকজাতীয়জনকত্বং সর্বেভ্য ইতি বচনেন বাধ্যতাং, একফলজনকত্বং কেন বাধ্যতাম্" ইতি পার্থসারথিনোক্তম্। কিং চ দীক্ষাপদার্থঃ শক্তিপ্রবেশ-চরণবিন্যাস-মন্ত্রোপদেশরূপঃ। তাদৃশ্যাঃ দীক্ষায়াঃ ফলসাধনত্বং বা, তদ্‌গ্রহণস্য বা। আদ্যে সঙ্কল্পে ফলসাধনীভূতক্রিয়ামুৎপাদয়ামীত্যর্থকে ফলসাধনক্রিয়াবাচকং গ্রহীষ্যামীতি পদং ব্যর্থম্। দ্বিতীয়ে গ্রহণস্য সাধকত্বং নির্মূলং, পূর্ববচনবিরোধশ্চ। কিং চ—অমুকগুরোঃ ইত্যুচ্চারণফলং দৃষ্টমদৃষ্টং বা তিথ্যাদ্যুচ্চারণবৎ। নাদ্যঃ, অয়ং মম গুরুর্ভবতু ইতি স্বেচ্ছাপ্রকাশাদন্যৎ দৃষ্টং ফলং দুর্বচম্।

তচ্চ তল্লিখিতবরণেনৈব ভবিতুমর্হতি, কিমেতদুচ্চারণেন। নাপ্যঃ, "দেশকালৌ সংকীর্ত্য" ইতি বচনাৎ তেষাং অপূর্বজনকত্বম্। ন হি গুরুনামোচ্চার্য ইতি বচনমস্তি, যেনাদৃষ্টং তেন ভবেৎ। কিং চ—তদভিমতং শ্রেয়োবিদ্যাগ্রহণ-রূপফলং স্বনিষ্ঠম্। তথা সতি গ্রহীষ্যামি ইতি পরস্মৈপদান্তপ্রয়োগঃ "স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে" ইতি পাণিন্যনুশাসনবিরুদ্ধঃ। এবং অনেকদোষগ্রস্তত্বাৎ এবংসঙ্কল্পস্ত্বনাদরণীয়ঃ। কিং তু "পৌরুষাজ্ঞাননিবৃত্তয়ে শ্রীবিদ্যয়া দীক্ষিষ্যে" ইতি সঙ্কল্প এব শ্রেয়ান্॥

* * * *

তান্ত্রিকসঙ্কল্পাঙ্গভূতঃ অষ্টাঙ্গোল্লেখঃ

শিষ্যসঙ্কল্পে নাষ্টাঙ্গোল্লেখঃ, দীক্ষাহীনত্বেন তান্ত্রিকেঽনধিকারাৎ। অগ্রে গুরুসঙ্কল্পে তদুল্লেখ আবশ্যকঃ, শিষ্যস্যাপি দীক্ষাঽনন্তরভাবিকর্মণ্যুল্লেখঃ॥

ননু অষ্টাঙ্গস্য সূত্রে অনুক্তত্বাৎ কিমিতি তদ্গ্রহণমিতি চেৎ—সত্যম্। যদ্যপি নাস্তি গ্রহণং, তথাঽপি শ্রৌতস্মার্তাদিনিখিলকর্মসু আদৌ সঙ্কল্প অব্যভিচরিতো দৃষ্টঃ। প্রকৃতেঽপি তদ্বৎ সঙ্কল্প আবশ্যকঃ। সঙ্কল্পস্যাবশ্যকতা মূলে অধিকতরং গাণনায়কীয়সপর্যায়ামুচ্যতে। সঙ্কল্পো নাম বিদ্যমানদেশকালোল্লেখনপূর্বক-ফলোল্লেখনসহিতপ্রকৃতকর্মানুষ্ঠানবিষয়িণী প্রতিজ্ঞা। তদুক্তং রহস্যার্ণবে—

যত্র দেশে সাধকস্তু স্থিতস্তদ্দেশমুচ্চরন্।
উল্লিখ্য তৎকালমপি প্রতিজ্ঞা কর্মণস্তু যা।
ফলমুদ্দিশ্যাহমিতি সঙ্কল্পো জলহস্ততঃ॥ ইতি॥

তত্র কালস্য পঞ্চাঙ্গতঃ অষ্টাঙ্গস্য অশ্বপ্রতিগ্রহন্যায়েন সন্নিকৃষ্টত্বাৎ অষ্টাঙ্গো-ল্লেখনং সূত্রানুযায়িনামাবশ্যকম্। অতঃ অষ্টাঙ্গং তৎসাধনপ্রকারশ্চ উচ্যতে।

তত্র অষ্টাঙ্গানি—১—যুগং, ২—পরিবৃত্তিঃ, ৩—বর্ষঃ, ৪—মাসঃ, ৫—দিবসঃ, ৬—নিত্যা, ৭—বারঃ, ৮—ঘটিকোদয়ঃ, ইতি। তন্ত্রশাস্ত্রে যুগানি ৩৬, একস্য যুগস্য পরিবৃত্তয়ঃ ৩৬, একস্যাঃ পরিবৃত্তেঃ বর্ষাঃ ৩৬, একবর্ষস্য মাসাঃ ১২, একমাসস্য দিবসাঃ ৩৬, নিত্যা ৩০, বারাঃ ৯, ঘটিকোদয়ঃ ৫, এবমষ্টাঙ্গসিদ্ধা-বুপায়ঃ কথ্যতে।

তত্রাদৌ শালীবাহনশকসাধনোপায়ঃ কথ্যতে। ইভাক্ষিঃ ২৮, ষষ্টিঃ ৬০, গুণিত ১৬৮০, ইভাগ্ন্যঙ্কেন ৩৮ সংযুতঃ।

নর্মদোত্তরভাগেঽথ তস্যা দক্ষিণভাগকে।
অঙ্গবেদ ৪৮ যুতঃ কার্য ইভাক্ষিঃ ষষ্টিভির্হতঃ॥

প্রভাবাদিগতাব্দানাং সংখ্যয়া যোজয়েৎ পুনঃ।
বর্তমানা শালিবাহশকসংখ্যা সমীরিতা ॥
প্রভবাদ্যক্ষয়ান্তানাং ভবেৎ পরিবৃত্তিস্তু যা।
বর্তমানা তদীয়েয়ং সংখ্যাঽষ্টাবিংশতিঃ স্মৃতা ॥

ইতঃ পরিবৃত্তিসংখ্যাং দৃষ্ট্বা চ তাং গুণেৎ। ষষ্ঠিভিস্তু শকে জ্ঞাতে ন যতেদীদৃশশ্রীর্মে বর্তমানশালিবাহনশকসংখ্যা নন্দাদ্রিক্ষাগ্নি—৩১৭৯—সংযুক্তা গতকল্যব্দগণঃ যথা শকে ১৭৫৫ অস্মিন্ ৩১৭৯ এতদযোগে গতকল্যব্দগণঃ ৪৯৩৪। এবং গতকল্যব্দগণং সাধয়িত্বা তস্মাৎ অহর্গণসিদ্ধ্যর্থ্যং উপায়ঃ ক্রিয়তে। গতকল্যব্দগণে নগনবেভবেদৈঃ ৪৮৯৭ ঊনিতে শিষ্যতে যোঽঙ্কঃ একাদিদশান্তঃ তৎসংখ্যাকং অঙ্কজালং ধ্রুবকাঙ্কজালে বিঘট্যাদিদিনান্তে যোজয়েৎ। একাদশশেষে প্রথমদশমাঙ্কজালদ্বয়ং ধ্রুবকে যোজয়েৎ। এক-বিংশতিশেষে প্রথমং বিশং চ ধ্রুবকে যোজয়েৎ। এবমেকত্রিংশতমারভ্য একোনষষ্ঠিপর্যন্তং জ্ঞেয়ম্। তদ্রহস্যমিত্থম্—নগনবেভবেদৈরূনিতে কল্যব্দগণে যঃ শেষঃ তস্মিন্ ষষ্ট্যা ভক্তে শেষাঙ্কৈঃ লেখনসময়ে যদি দ্বৌ তর্হি তৎসম-সংখ্যাকং অঙ্কজালং ধ্রুবকে যোজয়িত্বা বিঘটিকাদিষষ্ট্যা ভক্তং লব্ধম্ম-পর্য্যুপরি যোজয়েৎ। স চ তদ্বর্ষসম্বন্ধিমেষসংক্রান্ত্যহর্গণঃ। এবং গতকল্য-ব্দগণেঽনেনোনিতৈকোনপঞ্চাশচ্ছেষপর্যন্তং ষষ্ট্যা ভাগো নাস্তীতি যদা গতকল্য-ব্দঃ এতৎসংখ্যাকস্তদা নগনবেভবেদন্যূনে ষষ্টিসংখ্যা শিষ্টা ষষ্ট্যা ভক্তে শেষঃ শূন্যং তদা শূন্যাঙ্কজালং ধ্রুবকে যোজয়েৎ। স মেষসংক্রান্ত্যহর্গণঃ। যোজ্যানি অঙ্কজালানি লিখন্তি। প্রথমং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং চতুর্থং পঞ্চমং ষষ্ঠং সপ্তমং অষ্টমং নবমং দশমং বিশং ত্রিশং চত্বারিংশং পঞ্চাশৎ শূন্যং ধ্রুবকাঙ্কজালং ইতি সিদ্ধান্তজালানি। যদা গতকল্যব্দগণঃ ইভবাণাঙ্কবেদসংখ্যাকো ভবতি তদা বর্ষগণঃ শৈলাঙ্কেভবেদৈরূনিতঃ কার্যঃ। ততো যচ্ছেষে ষষ্ট্যা ভক্তে যল্লব্ধং তেন গুণিতং যচ্ছূন্যাঙ্কজালং তৎপূর্বধ্রুবকাঙ্কজালে যোজয়িত্বা ধ্রুবকং সংস্কৃত্য পশ্চাৎ প্রথমাদ্যঙ্কজালং পূর্ববদ্যোজয়িত্বা অহর্গণং সাধয়েৎ। ইভেষ্বঙ্ক-বেদন্যূনে গতকল্যব্দগণে উক্তধ্রুবকসংস্কারো নাস্তি। এবমহর্গণং সাধ্যয়িত্বা গণং নবভির্বিভজ্য শেষোঽতীতবাসরঃ তস্য যল্লব্ধং তচ্চতুর্ভির্বিভজ্য তল্লব্ধং পৃথক্ সংস্থাপ্য তচ্ছেষং নবভির্বিগুণ্য তত্র গতবারসংখ্যাং যোজয়েৎ। এবং সতি সা সংখ্যা গতদিবসস্য জ্ঞেয়া। পূর্বস্থাপিতলব্ধে ষোড়শভির্ভক্তে শেষো গতমাসসংখ্যা ভবতি। তল্লব্ধে ষট্ত্রিংশতা বিভক্তে শেষো গতবৎসরসংখ্যা। তল্লব্ধং পঞ্চাশদ্যুতং ষট্ত্রিংশদ্ভক্তং শেষং গতপরিবৃত্তিসংখ্যা। লব্ধং

গতযুগসংখ্যা। এবং মেষসংক্রান্তিকালীনাহর্গণে সাধিতে তদুত্তরং মধ্যে যদাকদাচিদহর্গণসাধনেচ্ছায়াং তদুপায় উচ্যতে। তত্র মেষমারভ্য যস্মিন্ দিনে অহর্গণনেচ্ছা তদব্যবহিতপূর্বং সংক্রান্তিঃ যা তদীয়াং বক্ষ্যমাণাং সংখ্যাং অহর্গণে যোজয়িত্বা তৎসংক্রান্তিমারভ্য ইষ্টদিনপর্যন্তমতিক্রান্তা যাবন্তো দিবসাঃ তাবৎসংখ্যাং যোজয়েৎ। ইষ্টদিনাহর্গণঃ ভবতি। তত্র—বৃষে, মিথুনে, কর্কে সিংহে, কন্যায়াং, তুলায়াং, বৃশ্চিকে, ধনুষি, মকরে, কুম্ভে, মীনে। ইতঃপরং যুগাদিঘটিকান্তানাং নামোচ্যতে। যুগপরিবৃত্তিবর্ষাণাং ষট্ত্রিংশতাং ক্রমেণ আদিক্ষান্তানাং বর্ণানাং নামানি যথা প্রথমং অকারাত্মকযুগং অযুগং কযুগং দ্বিতীয়ং এবমগ্রেঽপি পরিবৃত্তিবর্ষেষু জ্ঞেয়ম্। মাসানাং ষোড়শানাং ক্রমেণ ষোড়শস্বরাঃ নামানি। ষট্ত্রিংশদ্দিবসেষু যুগপৎ ষট্ত্রিংশদকারাদিক্ষকারান্তাঃ বর্ণাঃ সানুস্বারাঃ শিবাদ্যবনিপর্যন্তং ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বানি চ মিলিত্বা ক্রমেণ নামানি। যথা—অং শিবতত্ত্বদিবস ইতি। চরমস্বররহিতা অকারাদ্যনুস্বারান্তাঃ অনুলোম-বিলোমেন ত্রিংশদ্বর্ণাঃ। কামেশ্বর্য্যাদিচিত্রান্তাঃ পঞ্চদশ নিত্যাঃ অনুলোম-বিলোমাশ্চ মিলিত্বা ত্রিংশৎ। নিত্যানাম যথা—অং কামেশ্বরীনিত্যায়ামিতি। বারাণাং নবানাং ক্রমেণ অকচটতপযশষাঃ ইতি বর্ণাঃ নব। প্রকাশানন্দনাথ-বিমর্শানন্দনাথ—আনন্দানন্দনাথ—জ্ঞানানন্দনাথ—সত্যানন্দনাথ—পূর্ণানন্দনাথ—স্বভাবানন্দনাথ—প্রতিভানন্দনাথ—সুভগানন্দনাথেতি নবনাথাঃ। বারবর্ণা যে নব তদ্যুক্তনবনাথাঃ ক্রমেণ নববারাঃ। যথা—অং প্রকাশানন্দনাথবাসর ইতি। উদয়ঘটিকানাং পঞ্চানাং নাম ক্রমেণ—অ এ চ ত য ইতি পঞ্চ বর্ণাঃ জ্ঞেয়াঃ। এবমষ্টাঙ্গোল্লেখঃ তান্ত্রিককর্মাদাবাবশ্যকঃ। দেশস্য তন্ত্রে অনুক্তত্বাৎ স্মার্তস্যৈবোল্লেখঃ ॥

কেচিত্তু তান্ত্রিকোঽষ্টাঙ্গো ন সহজ ইতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধকালস্য সমুচ্চয়মিচ্ছন্তি "দেশকালৌ সমুল্লিখ্য চাষ্টাঙ্গস্থিতিরেব চ" ইতি পরমানন্দতন্ত্রানুসারেণ। তন্ন ; দেশকালাবিত্যত্র কালঃ কীদৃশঃ ইত্যাকাঙ্ক্ষাপূরকং তন্ত্রস্থাষ্টাঙ্গপদং, ন তু সমুচ্চয়বিধায়কং, এবকারস্বারস্যাৎ ॥

* * * *

তন্ত্রান্তরোপসংহারবিচারঃ

এবমগ্রে অমুকগোত্রো অমুকশাখাঽধ্যায়ী অমুকশর্মাদিরহং চতুর্বিধপুরুষার্থ-সিদ্ধ্যর্থং স্বেষ্টানুগ্রহায় অমুকগোত্রং অমুকশাখাঽধ্যায়িনং অমুকশর্মাণং ত্বাং গুরুত্বেন বৃণে ইতি সঙ্কল্পঃ কিং কল্পসূত্রানুসারেণ—

বহ্বল্পং বা স্বগৃহ্যোক্তং যস্য যাবৎ প্রকীর্তিতম্।
তস্য তাবতি শাস্ত্রার্থে কৃতে সর্বঃ কৃতো ভবেৎ ॥

ইতিবচনমনুসৃত্য তন্ত্রান্তরানুপসংহারেণ অয়ং প্রয়োগঃ, কি সর্বতন্ত্রমুপসংহৃত্য, কিং স্বেচ্ছয়া। নাদ্যঃ, সূত্রে বরণস্য অনুক্তত্বাৎ। দ্বিতীয়ে তন্ত্রান্তরে প্রতিমা-ব্রহ্মাদিবরণচরুনির্মাণতন্তুক্ষণাদিত্যাগোঽনুচিতঃ। তৃতীয়শ্চ স্বকপোল-কল্পিতোঽশ্রদ্ধেয় এব। কিং চ তন্ত্রান্তরে—

কর্তুং কারয়িতুং চৈব দীক্ষাকর্ম মহেশ্বরি।
আচার্যত্বেন ত্বাং বৃণে ইতি পাদসমীপতঃ॥

ইতি বরণে করিষ্যমাণেঽপি দীক্ষাকর্মণি আচার্যং বৃণে ইত্যেব বক্তব্যমিতি বদতি। সর্বত্র শ্রৌতে স্মার্তে চ ঋত্বিগ্‌বরণে—"অস্মিন্নগ্ন্যাধানেঽধ্বর্য়ুং ত্বাং বৃণে," "অস্মিন্নুদ্‌যাপনাখ্যে কর্মণি আচার্যং ত্বামহং বৃণে," ইত্যাচারো দৃশ্যতে। ইহ তু কর্মনাম ত্যক্ত্বা ফলবাচকং পুরুষার্থসিদ্ধ্যর্থং অনুগ্রহার্থং চেতি বরণবাক্যে লিখিতম্। তদতীব চিত্রম্। তস্মাৎ সূত্রানুসারিভিঃ বরণং ন কার্যম্। ন চ বরণাভাবে গুরুণা অবৃতেন কর্ম কথং কার্যং ইতি বাচ্যম্; ত্বং মম দীক্ষাং কুরু ইতি লৌকিকবরণেনাপি তৎসম্ভবাৎ। ন হি বয়ং সর্বথা নিরাকুর্মো বরণং, কর্মাঙ্গমিত্যেব ব্রূমঃ॥

এবমেব পুণ্যাহবাচননান্দীশ্রাদ্ধে ন কার্যে, অনুক্তত্বাৎ। ন চ তন্ত্রান্তরোপ-সংহারো মা ভবতু, তথাঽপি স্মৃতিপ্রাপ্তং পুণ্যাহবাচনং নান্দীশ্রাদ্ধং চ অনিবার্যম্ অন্যথা—"ক্ষুতে আচামেৎ" ইতি প্রাপ্তাচমনমপি ন স্যাৎ ইতি বাচ্যম্, যদি পুণ্যাহবাচননান্দীশ্রাদ্ধে তান্ত্রিকে স্মৃতিপ্রাপ্তে এবানুবর্তেতে, তর্হি তন্ত্রান্তরে—

গণেশং পূজ্য পুণ্যাহং বাচ্য নান্দীমুখান্ যজেৎ।

ইতি বিধিঃ ব্যর্থ এব স্যাৎ। তস্মাৎ স্মার্তপুণ্যাহাদিধর্মাঃ কর্মাঙ্গত্বেন নায়ান্তি ইত্যত্র ইদমেব জ্ঞাপকম্। যচ্চ "ক্ষুতে আচামেৎ", "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইতি পুরুষার্থং তচ্চ প্রাপ্তমপরিহার্যম্॥

ন চ এবং শিষ্যগুরুলক্ষণধর্মাণামপি প্রাপ্তিঃ ন স্যাৎ ইতি বাচ্যম্; অস্তি তস্য প্রাপ্ত্যবকাশঃ। তত্র যেন বিনা আকাঙ্ক্ষা ন পূর্যতে তচ্চ তন্ত্রান্তরস্থমপি গৃহীত্বা আকাঙ্ক্ষাং পূরয়েৎ। শাব্দবোধে আকাঙ্ক্ষা দ্বিবিধা, উত্থিতা উত্থাপ্যা চেতি। যথা আদ্যা পচতীত্যুক্তে কং পচতি কেন পচতি কঃ পচতীতি। দ্বিতীয়া স্তোকং পচতীতি। তত্র স্তোকপদস্য বৈয়র্থ্যভিয়া কথং পচতি ইত্যাকাঙ্ক্ষা উত্থাপ্যা। প্রথমস্থলে স্বত উত্থিতায়াঃ শাব্দাকাঙ্ক্ষায়াঃ শব্দমন্তরাঽনিবৃত্তেঃ অধ্যাহৃতস্য স্থলান্তরস্থস্য বা শব্দস্য পূরণমাবশ্যকম্। তত্র অধ্যাহারাৎ বরং তন্ত্রান্তরস্থ-শব্দেনৈব আকাঙ্ক্ষাপূরণম্। এবং সতি "মতিমান্ দীক্ষেত" ইত্যুক্তে মতিমত্ত্বস্য

কেবলস্য অব্যাবর্তকতয়া কীদৃশং মতিমত্ত্বং ইত্যাকাঙ্ক্ষা অবশ্যমুদেতি। উদিতাকাঙ্ক্ষাপূরকং তন্ত্রান্তরোক্তশিষ্যলক্ষণবত্ত্বমেব মতিমত্ত্বং কল্প্যতে। এবং গুরৌ "সদ্গুরুঃ ক্রমং প্রবর্ত্য" ইত্যগ্রিমসূত্রে উক্তত্বাৎ, সত্ত্বং কিং ইত্যাকাঙ্ক্ষা-পূরকতয়া গুরুলক্ষণানি চ যোজ্যানি। অতএব বোধায়নাচার্যাঃ—"তান্ন মিথঃ সংসাদয়েৎ" ইত্যাহুঃ। অত্র ভবস্বামী "তান্ শালিকিশাখোক্তান্ পক্ষান্ তদন্যশাখী ন সংসাদয়েৎ একপ্রয়োগে মেলনং ন কুর্যাৎ। ব্রাহ্মণানাং বহুত্বাৎ শাখানামনন্তত্বাৎ তদর্থস্য চাসর্বজ্ঞেন উপসংহর্তুমশক্যত্বাৎ তাবন্মাত্রং সুখং বুদ্ধ্বা অনুষ্ঠায় সর্বে কর্মফলং প্রাপ্নুয়ুঃ ইতি কল্পসূত্রাণ্যারব্ধানি আচার্যৈঃ" ইতি। অস্যাপবাদস্তত্রৈব "অবিশেষোক্তৈঃ বিশেষোক্তাশ্চ শেষত্বেন সম্বধ্যন্তে" ইতি। অত্র ভবস্বামী—"অবিশেষোক্তৈঃ বিশেষোক্তাঃ সামান্যত উক্তস্য গুণবিশেষাঃ অন্যসূত্রোক্তা অপি শেষত্বেন অঙ্গত্বেন সম্বধ্যন্ত ইতি।" "তান্ন মিথঃ সংসাদয়েৎ" ইত্যস্যোদাহরণং যথা বৌধায়নে সোমাভিষবার্থং কেবল-বসতাবরীগ্রহণম্। সূত্রান্তরে বসতীবরীণাং একধানানামপি সমুচ্চয়ঃ। তদনুসারেণ বৌধায়নানামেকধানাপ্রাপ্তৌ তান্ন মিথঃ সংসাদয়েৎ ইতি। এবং বৌধায়নে কেবলং শাখাচ্ছেদনমাত্রমুক্তম্। অন্যসূত্রে শাখাছেদনমাহরণং চ সমন্ত্রকম্। তানপি ন সংসাদয়েৎ। অনয়া দিশা অন্যান্যপ্যুদাহার্যাণি। এতদপবাদোদাহরণং যথা বৌধায়নে পলাশশাখৈব সান্নায্যে বিহিতা, তস্যাস্তৎসূত্রিণামলাভে সূত্রান্তরোক্তশমীশাখা গ্রাহ্যেতি। তত্র মূলম্—উক্তা-লাভে কীদৃশী শাখা গ্রাহ্যেতি উত্থিতাকাঙ্ক্ষাবত্ত্বাৎ তৎপূরকং সূত্রান্তরং শমী-শাখাবিধায়কম্। এবং বৌধায়নে—"অগ্নীনন্বাদধাতি" ইত্যবিশেষেণ বিহিতম্। কথমন্বাধানং কর্তব্যমিতি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং "অপরেণ গার্হপত্যমুপস্থং কৃত্বা" ইতি "ঊর্ধ্বজ্ঞুরাসীনোঽন্বাহার্যপচনং" ইতি সূত্রান্তরোক্তধর্মাঃ শেষত্বেনান্বে-তুমর্হন্তি। ন তথা পূর্বোক্তৈকধানাকাঙ্ক্ষাঽস্তি। অতো ন সমুচ্চয়ঃ।

এতেন এতৎসূত্রানুসারিভিরপি তন্ত্রান্তরোক্তং পাত্রত্রয়ং পাত্রচতুষ্টয়ং বা সাদনীয়মিতি যদব্রুবন্ তদসাধ্বিতি স্ফুটম্। যদ্যবিশেষেণ পাত্রাসাদনং কুর্যাদিত্যেব স্যাৎ তদা কতি পাত্রাণি কথমাসাদয়েৎ ইতি বিশেষাকাঙ্ক্ষা উদেতি। তদা তদপবাদশাস্ত্রপ্রবৃত্তিরপি স্যাৎ। নচৈবমিহাস্তি যেন তথা স্যাৎ॥

এতেন নিবন্ধে সাময়িকানাং স্বস্য চ তত্ত্বশোধনার্থং দেব্যাঃ পশ্চাদ্ভাগে লৌকিকং কলশং সংস্থাপ্য সংস্কৃতদ্রব্যং কিঞ্চিৎ ক্ষিপেৎ ইতি লেখোঽপি নির্মূলঃ, "শিষ্টৈঃ সার্ধং চিদগ্নৌ হবিঃশেষং হুত্বা" ইতি বিশেষার্ঘ্যশেষস্যৈব প্রতিপত্তিকথনাৎ।

অতএব বৌধায়নাচার্যাঃ শাস্ত্রসঙ্করং ন কুর্যাদিত্যুক্ত্বা সঙ্করকরণে প্রত্যবায়মপ্যাহুঃ—

স্বশাস্ত্রে বর্তমানো যঃ পরশাস্ত্রেণ বর্ততে।
ভ্রূণহত্যাসমং তস্য স্বশাস্ত্রমবমন্যতঃ ॥ ইতি ॥

নচৈবং পূর্বোক্তরীত্যা অনুষ্ঠিতিরুদাসীনস্থলে ভবতু, যস্যাকরণে শাস্ত্রান্তরে নিন্দা বহ্বী তস্যানুষ্ঠানং সর্বৈঃ কার্যং ইতি বাচ্যম্ ; আতঞ্চনপ্রকরণে "তদ্‌যৎ[1]-ফলৈঃ রাক্ষসম্" ইতি ফলনিন্দাং কৃত্বা "দধ্নাহহতনক্তি" ইতি শাখাহন্তরে বিহিতম্। তদন্যশাখায়াং "ওষধয়ঃ পূতীকাঃ ফলাঃ" ইতি ফলৈঃ আতঞ্চনং বিহিতম্। এবং পত্নী[2]সংযাজাসমিষ্টযজুরনুষ্ঠানে বহুনিন্দা ক্বচিচ্ছ্রূয়তে। বৌধায়নৈর্নিন্দা ন কৃতা। তাবতৈব পরনিন্দামনাদৃত্য সমিষ্টযজুরনুষ্ঠানং বৌধায়নানুযায়িনঃ কুর্বন্তি শিষ্টাঃ। তস্মাৎ পরশাস্ত্রে নিন্দা অকিঞ্চিৎকরা ॥

ন চ ত্রিপুরারহস্যে—

তন্ত্রানুক্তং সূচিতং তু তথাহন্যেষ্বপি দূষিতম্।
অকৃতং যৎ কর্ম[3]রাম বিকল্পেন বিবর্জিতম্।
তদন্যস্মাদুপাদেয়মেব শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥

ইত্যস্যাঃ গতিবিরহ ইতি বাচ্যম্, যস্যাননুষ্ঠানে পরশাস্ত্রে নিন্দা স্বশাস্ত্রে চ বিকল্পঃ তস্য তত্র নিন্দা যদ্বিষয়ে পরশাস্ত্রে তদাদর্তব্যং, তাবতা স্বশাস্ত্রহানিবিরহাৎ। যথা আপস্তম্বসূত্রে বাজপেয়ে অগ্নিচয়ননিন্দা, বৌধায়নে ন নিন্দা কৃতা, কিন্তু চোদকশাস্ত্রেণ উত্তরবেদ্যা সহ বিকল্পিতম্। তত্র স্বশাস্ত্রস্য উত্তরবেদ্যনুষ্ঠানেহপি হান্যভাবাৎ নিষেধোহপ্যনুগ্রাহ্যঃ—উত্তরবেদিরেবানুষ্ঠেয়া ন চয়নমিতি।

তথা অত্রাপি তাদৃশস্থলে অনুষ্ঠানার্থং ইদং বচনম্, ন নিত্যবচ্ছ্রুতস্য শাস্ত্রস্য বাধার্থম্। এতদ্‌বচনস্য গত্যন্তরং শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে বিস্তরেণ বক্ষ্যামঃ ॥

১। তদ্ব ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। পিত্র্যায়াং সমি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
৩। ডামরিবি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

অস্তু বা—

নিষিদ্ধং বর্জয়েত্তন্ত্রান্তরে কিঞ্চিন্মহেশ্বরি।
যতস্তদেকশাস্ত্রং বৈ মন্ত্রৈক্যাদ্দেবতৈক্যতঃ।
তস্মাৎ স্বশাস্ত্রে যৎকিঞ্চিন্নিষিদ্ধং পরিবর্জয়েৎ।
অন্যৎ স্বতন্ত্রানুক্তং তু সমর্থ উপসংহরেৎ।
স্বতন্ত্রেণাবিরুদ্ধং তু যাবদন্যৎ সমাচরেৎ।
তাবদভ্যুদয়াধিক্যং ভবেত্তস্য তু নিশ্চিতম্।
আকাঙ্ক্ষিতং চাপ্যন্যস্মাদাহরেদেব কিঞ্চন ॥

ইতি তন্ত্রান্তরবচনানুসারেণ পুণ্যাহবাচনাদীনাং উপসংহারে ফলাধিক্যম্। অননুষ্ঠানে অবৈগুণ্যমিতি রহস্যম্ ॥

পাত্রাধিক্যং চ স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধং হেয়মেব, বস্তুতো লিখিততন্ত্রবচসাং অগ্রে পাত্রাসাদনপ্রকরণে বক্ষ্যমাণরীত্যা গতিসম্ভবাৎ অনুপপত্তিলেশাভাবাৎ। এক-প্রয়োগে যৎ সূচিতং আকাঙ্ক্ষিতং কর্মসামান্যে অব্যভিচরিতসম্বন্ধং চ [তৎ] অন্যস্মাৎ গ্রাহ্যং নান্যদিতি রাদ্ধান্তঃ। এতদ্বিতত্যাগ্রে স্পষ্টীকরিষ্যামঃ ॥

ইত্থং চ যঃ পুরুষঃ সর্বতন্ত্রাণ্যুপসংহৃত্য যাবদঙ্গেষ্বিয়ত্তাং সম্পাদ্য একরূপং প্রয়োগবিধিং নির্মায় অনুষ্ঠাতুং সমর্থঃ তস্য সর্বজ্ঞস্য তাদৃশকর্মণঃ শ্রেয়োঽধিক্যং ভবিষ্যত্যেব। যস্ত্বেতাদৃশেঽসমর্থঃ স ত্বাকাঙ্ক্ষিতাদিমাত্রং তন্ত্রান্তরাৎ গৃহীত্বা স্বশাস্ত্রমাত্রানুষ্ঠানেন কৃতার্থো ভবিষ্যত্যেব। ন তু তন্ত্রান্তরস্থানাং কেষাংচিদুপ-সংহারঃ কেষাংচিদনুপসংহারঃ ইত্যর্ধজরতীন্যায়ো যুক্তঃ। নিবন্ধকারো ন্যায়গন্ধমজানন্ স্বেচ্ছয়া কানিচিদুপসংহরন্ কানিচিৎ পরিত্যজন্ দেবানাংপ্রিয় ইতি মন্তব্য ইত্যলমতিলেখনেন ॥

সর্বথেত্যনেন দীক্ষাং বিনা নাত্যন্তিকী মুক্তিঃ ইতি সূচিতম্। তত্র স্পষ্টং প্রমাণং ত্রিপুরারহস্যস্থং পূর্বমেব লিখিতম্ ॥ ৩১ ॥

তন্ত্রান্তরের উপসংহারবিচার

এইভাবে প্রথমে অমুকগোত্র অমুকশাখা-অধ্যয়নকারী অমুকশর্মা ইত্যাদি আমি চতুর্বিধ পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য ও স্বীয় ইষ্টদেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্তির জন্য অমুকগোত্র অমুকশাখা-অধ্যয়নকারী অমুকশর্মা তোমাকে গুরুত্বে অর্থাৎ গুরুরূপে বরণ করি, এই সঙ্কল্প করতে হবে।

* * * *

সূত্র থেকে শিষ্যের ও গুরুর লক্ষণ বিচারের কথা আসে না, এরূপ বলা চলে না। এই বিচারের অবকাশ আছে। যা ছাড়া আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ

জিজ্ঞাসা মিটে না। তন্ত্রান্তরস্থ হলেও তা গ্রহণ করে আকাঙ্ক্ষা মেটাতে হবে। অভিধাবিচারে আকাঙ্ক্ষা দ্বিবিধ—উত্থিত এবং উত্থাপ্য। প্রথমোক্তের দৃষ্টান্ত—'পচতি'—পাক করছে, এই কথা বললে জিজ্ঞাসা জাগে কি পাক করছে, কি দিয়ে পাক করছে, কে পাক করছে। দ্বিতীয়োক্তের দৃষ্টান্ত—'স্তোকং পচতি'—অল্প পাক করছে। এখানে স্তোকশব্দের ব্যর্থতাশঙ্কায় কেমন করে পাক করছে এই আকাঙ্ক্ষা উত্থাপিত হতে পারে। প্রথম স্থলে স্বতঃ-উত্থিত শব্দাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি অন্য শব্দ ছাড়া হয় না বলে অধ্যাহৃত অন্য শব্দের দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে অধ্যাহারের চেয়ে তন্ত্রান্তরস্থ শব্দের দ্বারা আকাঙ্ক্ষাপূরণ ভাল। তাই যদি হয় তা হলে 'মতিমান্ দীক্ষেত' এই উক্তিতে কেবলমাত্র মতিমত্ত্বের কোনো বিশেষকত্ব না থাকায় কিরূপ মতিমত্ত্ব এই আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই জাগবে। এইরূপ উত্থিত আকাঙ্ক্ষার পূরক তন্ত্রান্তরস্থ শিষ্যলক্ষণবত্ত্বই মতিমত্ত্ব, তাই ভাবতে হবে অর্থাৎ তন্ত্রান্তরে সৎশিষ্যের যে-লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে 'মতিমান্' শব্দের দ্বারা তাই বুঝান হয়েছে। এইভাবে গুরুর ক্ষেত্রেও "সদ্গুরুঃ ক্রমং প্রবর্ত্য" পরবর্তী একটি সূত্রে এরূপ বলা হয়েছে বলে সত্ত্ব কি অর্থাৎ সৎ বলতে কি বোঝায় এই আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং তা পূরণের জন্য সদ্গুরুর লক্ষণ ঐ সঙ্গে যোগ করতে হবে।

* * *

এইভাবে যে-ব্যক্তি সর্বতন্ত্রোপসংহার ক'রে অর্থাৎ সর্বতন্ত্রের সার সঙ্কলন ক'রে কোনো অঙ্গে অর্থাৎ বিষয়ে, এই পরিমাণ করতে পারব, এইপ্রকার নির্ণয় ক'রে একরূপ প্রয়োগবিধি তৈরী ক'রে অনুষ্ঠান করতে পারেন সেই সর্বজ্ঞের তাদৃশ কর্মের শ্রেয়াধিক্য অবশ্যই হয়। যিনি এরূপ করতে পারেন না তিনি কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অন্য তন্ত্র থেকে গ্রহণ করে স্বশাস্ত্রমাত্রের অনুষ্ঠানের দ্বারা কৃতার্থ হবেন।

* * *

'সর্বথা' শব্দের দ্বারা দীক্ষা ছাড়া আত্যন্তিকী মুক্তি হয় না এই কথাই সূচিত হয়েছে। তার স্পষ্ট প্রমাণ ত্রিপুরারহস্যে পাওয়া যায়। সেটি পূর্বেই লিখিত হয়েছে।৩১

দীক্ষাত্রয়ম্

এবং দীক্ষাং বিধায় তত্র অবান্তরভেদবতীষু তাসু এককালসম্বন্ধং বিধাতুং

আদৌ তাং বিভজ্য বিভাগপ্রযোজকং ধর্মং চ প্রদর্শ্য তাসু তিসৃষপি এককাল-সম্বন্ধরূপং গুণং বিধত্তে—

দীক্ষাস্তিস্রঃ শাক্তী শাম্ভবী মান্ত্রী চেতি। তত্র শাক্তী শক্তি-প্রবেশনাৎ শাম্ভবী চরণবিন্যাসাৎ মান্ত্রী মন্ত্রোপদিষ্ট্যা সর্বাশ্চ কুর্যাৎ ॥ ৩২ ॥

চেতীত্যন্তেন বিভাগং কৃত্বা তাসাং নামকথনম্। তত্র তাসু মধ্যে শাক্তীত্য-স্যার্থং বিবৃণোতি শক্তিপ্রবেশনাৎ। জাতেতি শেষঃ। যদ্বা—শক্তিপ্রবেশনাৎ ইতি হেতৌ পঞ্চমী। শক্তিপ্রবেশনাদ্যা দীক্ষা শক্তিপ্রবেশহেতুকেত্যর্থঃ। এবমেবাগ্রেঽপি। প্রবেশনাদিতি স্বার্থে ল্যুট্। শক্তিপ্রবেশনং নাম অগ্রে 'তদমৃতক্ষালিতং' ইত্যারভ্য 'পাশান্ দগ্ধ্বা' ইত্যন্তপ্রতিপাদিতা ক্রিয়া। চরণবিন্যাসো নাম শিষ্যশিরসি গুরুকর্তৃকং কামেশ্বরীকামেশ্বরয়োঃ রক্তশুক্ল-চরণভাবনম্। মন্ত্রোপদেশস্তু স্পষ্টঃ, শিষ্যমাত্রশ্রাবণবিষয়গুরুকর্তৃকশব্দোচ্চা-রণরূপঃ। সর্বাঃ পূর্বোক্তাঃ। তিস্রশ্চেত্যনেন এককালসম্বন্ধঃ তাসু বোধ্যতে। চ শব্দঃ সাহিত্যবাচী। সাহিত্যং চ এককালসম্বন্ধত্বরূপম্। তথা চ সর্বাঃ দীক্ষাঃ সহ কুর্যাদিতি ফলিতোঽর্থঃ ॥ ৩২ ॥

দীক্ষাত্রয়

এই প্রকারে দীক্ষার বিধান করে অবান্তরভেদযুক্ত দীক্ষার মধ্যে এককাল-সম্বন্ধ বিধান করার জন্য প্রথমে দীক্ষার বিভাগ করলেন এবং সেই প্রত্যেক বিভাগের প্রযোজক ধর্ম প্রদর্শন ক'রে ত্রিবিধ দীক্ষার মধ্যে এককালসম্বন্ধরূপ গুণের বিধান করলেন—

দীক্ষা ত্রিবিধ—শাক্তী[1] শাম্ভবী[2] আর মান্ত্রী[3]। শক্তিপ্রবেশহেতু শাক্তী,

---

১। পরশুরামকল্পসূত্রের ৩৬ সংখ্যক সূত্রে শাক্তী দীক্ষা বিবৃত হয়েছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় উমানন্দনাথ 'নিত্যোৎসব'-এ লিখেছেন "গুরু শিষ্যের মূলাধার পর্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নির মতো প্রজ্বলিতা চিদ্রূপা প্রকাশলহরীর ধ্যান করে তার কিরণরাশির দ্বারা শিষ্যের পাপপাশ দগ্ধ করবেন। এরই নাম শক্তিপ্রবেশরূপ 'শাক্তী দীক্ষা'। পরাচিদ্রূপা প্রকাশলহরী কুণ্ডলিনী শক্তি। পরশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীর মিলনের নাম শক্তিপ্রবেশ। গুরু শিষ্যের পাপরাশি দগ্ধ করে তার দেহে পরশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীর মিলন ঘটাবেন। উমানন্দনাথের বক্তব্যের মনে হয় এই তাৎপর্য।"-দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৯

২। পরশুরামকল্পসূত্রের ৩৫ সংখ্যক সূত্রে শাম্ভবী দীক্ষা বিবৃত হয়েছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় উমানন্দনাথ নিত্যোৎসবে লিখেছেন—গুরু শিষ্যের শিরে কামেশ্বরী-কামেশ্বরের রক্ত

চরণবিন্যাসহেতু শাম্ভবী এবং মন্ত্রোপদেশের দ্বারা মান্ত্রী দীক্ষা হয়। পূর্বোক্ত তিনটি দীক্ষাই একসঙ্গে কর্তব্য ॥ ৩২ ॥

বাক্যের অন্তে 'চেতি' পদ ব্যবহারের দ্বারা প্রথমে দীক্ষার বিভাগ করে তারপর নামকরণ করা হয়েছে, এইটি বুঝাচ্ছে। ত্রিবিধ দীক্ষার মধ্যে শাক্তীর অর্থ করা হয়েছে 'শক্তিপ্রবেশনাৎ' অর্থাৎ শক্তিপ্রবেশ থেকে জাত অথবা শক্তিপ্রবেশহেতু সম্ভূত। সোজা অর্থ হল শক্তিপ্রবেশমূলক যে-দীক্ষা তা শক্তিপ্রবেশহেতুক। এরপর অন্য দুটি সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যাখ্যাই হবে। 'প্রবেশনাৎ' এই পদে স্বার্থে ল্যুট্ হয়েছে। 'তদমৃতক্ষালিতং' (সূত্র ৩৫) থেকে আরম্ভ করে 'পশান্ দগ্ধ্বা' (সূত্র ৩৬) পর্যন্ত বাক্যে যে-ক্রিয়া প্রতিপাদিত হয়েছে তাকেই বলে শক্তিপ্রবেশ। গুরু কর্তৃক শিষ্যের শিরে কামেশ্বরী-কামেশ্বরের রক্ত ও শুক্ল চরণভাবনার নাম চরণবিন্যাস। মন্ত্রোপদেশ কথাটি স্পষ্ট। কেবলমাত্র শিষ্যের শ্রুতিগোচর করে গুরু কর্তৃক শব্দোচ্চারণরূপ অর্থাৎ বীজমন্ত্রোচ্চারণরূপ এই মন্ত্রোপদেশ। 'সর্বাঃ' অর্থ পূর্বোক্ত। 'তিস্রশ্চ' (সূত্রে আছে সর্বাশ্চ) এই পদের দ্বারা ত্রিবিধ দীক্ষার মধ্যে এককালসম্বন্ধ বিদ্যমান, এইটি বুঝান হয়েছে। চ-শব্দ সাহিত্যবাচক। সাহিত্য অর্থ এককালসম্বন্ধ। সূত্রের নির্গলিতার্থ হল সব দীক্ষা অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন দীক্ষা একসঙ্গে কর্তব্য। ৩২

পরেষাং মতমাহ—

একৈকাং বেত্যেকে ॥ ৩৩ ॥

বীপ্সয়া ত্রয়াণাং সমুচ্চয়ঃ, কালভেদমাত্রমিতি জ্ঞাপিতম্। বা-কারেণ মধ্যে চিরকালব্যবধানং কার্যং, ন তু দিবসত্রয় ইতি সূচিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্যদের মত বলছেন—

কেউ কেউ বলেন দীক্ষা একটি একটি করে হবে ॥ ৩৩ ॥

'একৈকাং' এখানে বীপ্সা দ্বারা দীক্ষাত্রয়ের সমুচ্চয় বুঝান হয়েছে আর

ও শুক্ল চরণবিন্যাস ভাবনা করবেন এবং সেই চরণক্ষরিত অমৃতের দ্বারা শিষ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর মল দূর করবেন। এইটি চরণবিন্যাসরূপ শাম্ভবী দীক্ষা।— দ্রঃ ঐ

৩। "উমানন্দনাথ নিত্যোৎসবে মান্ত্রী দীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তার সার কথা হল এই—দীক্ষাবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে মণ্ডপে ঘটস্থাপন মণ্ডলরচনা যন্ত্ররচনা ইত্যাদি সহ যথাশাস্ত্র পূজা হোম প্রভৃতি করে গুরু শিষ্যকে বীজমন্ত্র প্রদান করবেন। এরই নাম মান্ত্রী দীক্ষা।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০০

কেবলমাত্র কালভেদ জ্ঞাপিত হয়েছে। 'বা' শব্দের দ্বারা বুঝান হয়েছে এক দীক্ষা ও অন্য দীক্ষার মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান করতে হবে। তিনদিন মাত্র ব্যবধান এতে সূচিত হয়নি। ৩৩

ইতঃপরং গুরুকর্তৃকাং ক্রিয়ামাহ—

সদ্‌গুরুঃ ক্রমং প্রবর্ত্য সাঙ্গং হুত্বা তরুণোল্লাসবান্ শিষ্যমাহূয় বাসসা মুখং বদ্ধা গণপতি-ললিতা-শ্যামা-বার্তালী-পরা-পাত্রবিন্দুভিস্তমবোক্ষ্য সিদ্ধান্তং শ্রাবয়িত্বা ॥ ৩৪ ॥

সাঙ্গং অঙ্গৈঃ সহিতং ক্রমং প্রধানদেবতাপূজাং প্রবর্ত্য কৃত্বা। অত্র অঙ্গানি গণপতিশ্যামাবার্তালীপরাঃ। প্রধানং চ ললিতা। অত্র অঙ্গপদেন অঙ্গক্রমো লক্ষ্যতে। অঙ্গক্রমসহিতং প্রধানক্রমমিত্যর্থঃ॥

ননু ইদং কথং জ্ঞাতমিতি চেৎ—শৃণু। অত্রৈব দ্বিতীয়খণ্ডারম্ভে 'ইত্থং সদ্‌গুরোরাহিতদীক্ষঃ মহাবিদ্যাঽঽরাধনপ্রত্যূহাপোহায় গাণনায়কীং পদ্ধতি-মাস্থশেৎ" ইত্যত্র বিঘ্নাপোহায় যৎক্রিয়তে তৎপ্রধানং [অঙ্গং] লোকে দৃষ্টম্। যথা রাজদর্শনার্থমুদ্যুক্তস্য মধ্যে দ্বারপালৈঃ নিরোধে কৃতে সতি তদুপাসনং রাজদর্শনাঙ্গমিতি। ন চ প্রাণিমাত্রস্য বিঘ্নশঙ্কাসত্ত্বাৎ, বিঘ্ননাশকো গণপতিরিতি ঘন্টাঘোষাৎ, বিঘ্নপরিহারার্থং যথা কর্মমাত্রে গণপত্যারাধনং তথা অত্রাপি প্রাপ্তমেবেতি, ইদং বচনং ব্যর্থমিতি বাচ্যম্; বিনায়কস্তবপাঠেনাপি ক্বচিদ্-বিঘ্ননাশপ্রতিপাদনাৎ আরাধনস্য পক্ষে প্রাপ্তৌ শ্রীবিদ্যোপাস্তিবিঘ্ননিরা-সোঽনেনৈব কার্য ইতি নিয়মবিধিসম্ভবাৎ। এবং তৃতীয়খণ্ডাদৌ "এবং গণপতিমিষ্ট্বা বিধূতসমস্তবিঘ্নব্যতিকরঃ শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ শ্রীললিতায়াঃ ক্রমমারভেৎ" ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়েনাপি "অগ্নিং চিত্বা সৌত্রামণ্যা যজেত" ইতিবৎ ললিতোপাস্ত্যঙ্গত্বং স্পষ্টম্। ন চ অগ্নিং চিত্বেতি বাক্যে পূর্বকর্মণঃ প্রধানত্বং, উত্তরকর্মণোঽঙ্গত্বং, তদ্বদত্রোত্তরমনুষ্ঠীয়মানললিতোপাস্তেঃ গণপত্যারাধনাঙ্গ-ত্বাপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; ন হি ক্ত্বাপ্রত্যয়েনৈব পূর্ববর্তিনঃ চয়নস্য প্রাধান্যনির্ণয়ঃ; কিং তু "প্রজাকামশ্চিন্বীত" "পশুকামশ্চিন্বীত" ইতি ফলবত্ত্বাৎ চিতেঃ প্রধানত্বং, তৎসন্নিধৌ অফলসৌত্রামণেঃ "ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গং" ইতি ন্যায়েন সৌত্রমণ্যা অঙ্গত্বম্। তথা ললিতোপাস্তেঃ মুক্তিফলকত্বশ্রুত্যা বিঘ্নোপাস্তি-দ্বারা শ্রীললিতোপাসনায়াঃ যৎফলং তদেব তস্যেত্যঙ্গত্বং কৢপ্তম্। অতএব "রেবতীষু বারবন্তীয়ং সাম কৃত্বা পশুকামো হ্যেতেন যজেত" 'ইত্যত্র বারবন্তীয়-সাম্নো ন প্রাধান্যম্। ন চ "দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেত" ইতিবৎ

'কেবলপৌর্বাপর্যবিধিরেব কিং ন স্যাৎ ইতি বাচ্যম্; তত্র "সোমেন যজেত" ইত্যনেন সোমস্য, দর্শপূর্ণমাসয়োঃ যদাগ্নেয়াদিবাক্যৈঃ উৎপন্নত্বাৎ কেবল-ক্রমমাত্রবিধায়কত্বম্, প্রকৃতে চ ললিতাক্রমোৎপত্তিবাক্যান্তরাভাবাৎ ক্রমবিশিষ্ট-কর্মবিধানাৎ। কিং চ তত্র দ্বয়োঃ স্বতন্ত্রফলবত্ত্বেন, অত্র তথাত্বাভাবাচ্চ ন ক্রমমাত্রবিধায়কত্বম্, ন বা অঙ্গাঙ্গিভাবহানিঃ॥

এতেন "ইত্থং সঙ্গীতমাতৃকামিষ্ট্বা কোলমুখীং বিধিবদ্ বরিবস্যেত" ইত্যত্রাপি পরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাবাপত্তিরিতি নিরস্তা, উভয়োরপি রাজদর্শনরূপ-ফলকত্বেন স্বতন্ত্রফলাভাবাৎ॥

ন চ এবং সতি সৌত্রামণিবৎ প্রতিপ্রয়োগমাবৃত্ত্যাপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; ন হি বয়ং প্রধানাঙ্গমিতি ব্রূমঃ, কিং তু ললিতাক্রমারম্ভাঙ্গং অন্বারম্ভণীয়াবৎ। অতএব তস্মিন্ বাক্যে 'ললিতাক্রমমারভেৎ' ইতি শ্রুতম্। স্বকর্তৃকোপাস্তিক্রিয়া-ধ্বংসানধিকরণক্ষণসম্বন্ধিক্রমং নির্বর্তয়িষ্যে ইতি সঙ্কল্প এব আরম্ভপদার্থঃ। অয়ং সকৃদেব। অতো নাবৃত্ত্যাপত্তিঃ॥

এতেন ব্রাহ্মে মুহূর্তে গণপত্যুপাসনাঙ্গত্বেন হৃদয়কমলে গণেশধ্যানং ললিতোপাস্তৌ তস্যা ধ্যানং চৈককালে প্রাপ্তং বিরুদ্ধমিতি শঙ্কাঽপি নিরস্তা॥

এবং শ্যামায়া অপ্যঙ্গত্বং শ্যামোপাস্তিখণ্ডে "তস্যা প্রধানসচিবপদং শ্যামা" ইত্যনেনেন, কোলমুখ্যাশ্চ তৎসপর্যাখণ্ডে "মহারাজ্ঞ্যাঃ দণ্ডনায়িকাস্থানীয়া" ইত্যনেন, পরায়াশ্চ "সিংহাসনবিদ্যায়াঃ হৃদয়ং" ইত্যনেন চ সুস্পষ্টম্॥

তস্মাদিমা অঙ্গদেবতাঃ। তাসাং ক্রমসহিতং প্রধানদেবতায়াঃ ক্রমং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ফলিতঃ॥

যদ্যপি প্রধানদেবতোপাস্তৌ ইমাঃ অঙ্গদেবতা ইতি অঙ্গপদেন ব্যবহারো ভবতু। প্রকৃতপূজায়াং পঞ্চাপি সমপ্রধানানি। অন্যত্র কৢপ্তাঙ্গত্বং গৃহীত্বা তেনৈব রূপেণ গণপত্যাদীন্ বোধয়িত্বা সহশব্দেন সর্বেষাং তন্ত্রানুষ্ঠানমাত্রং বিধীয়তে। তন্ত্রে সতি দেবতাক্রমঃ পাঠক্রম এব। অগ্রে বক্ষ্যমাণযাবদঙ্গ-কলাপো নামাতিদেশেন প্রাপ্তঃ। তত্রাঙ্গানাং যেষাং তন্ত্রং সম্ভবতি তেষাং তথৈবানুষ্ঠানম্। যেষাং বিরুদ্ধধর্মাণাং ন সম্ভবতি তেষাং পদার্থানুসময়েন। যেষাং চ পদার্থানুসময়ো ন সম্ভবতি তেষাং কাণ্ডানুসময়েন। যথাযথং বুদ্ধিমতা হি কার্যং, গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ লিখ্যতে।

ক্রমং প্রবর্ত্যেত্যনেনৈব হোমস্য প্রাপ্তৌ হুত্বা ইতি হোমোত্তরকালস্য শিষ্যা-হ্বানাঙ্গতাসিদ্ধ্যর্থম্॥

যদ্যপগ্রে ক্রমাবসরে হোমস্য বৈকল্পিকত্বাৎ অত্রাপি বিকল্পেন প্রাপ্তৌ নিত্যত্ব-দ্যোতনায় হুত্বেত্যপি বক্তুং শক্যম্, তথাঽপি অগ্রে "গণপতি-ললিতা-শ্যামা-

বার্তালী-পরা-পাত্রবিন্দুভিঃ তমবোক্ষ্য” ইতি বচনাৎ ক্রমসমাপ্তির্নাস্তীতি সিদ্ধম্। তর্হি কদা শিষ্যাহ্বানং কার্যমিতি কালাকাঙ্ক্ষাসত্ত্বাৎ তদ্বিধানমেবোচিতং, ন তূভয়বিধিঃ, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। হোমস্যাকরণপক্ষেঽপি তদুপলক্ষিতকালোত্তরত্বং সম্ভবতি, “বৎসৈরমাবাস্যায়াং', ইতিবৎ ॥

এতেন নিবন্ধে বিশেষপাত্রবিসর্জনান্তে শিষ্যমাহূয়েতি নিরস্তঃ। সর্বেষাং বিশেষার্ঘ্যপাত্রোদ্বাসনেন তচ্ছেষাভাবেন পাত্রপঞ্চকসামান্যার্ঘোদকবিন্দুভিঃ তমবোক্ষ্যেতি স্বলেখনস্যৈব সন্দর্ভবিরুদ্ধত্বাচ্চ ॥

বস্তুতস্তু হুত্বেতি স্বাত্মনি হবিশ্শেষং হুত্বেত্যর্থঃ স্বরসঃ। অতএব তাদৃশাহুতিজনিততরুণোল্লাসবান্ ইতি বক্ষ্যমাণঃ স্বরসঃ। তরুণোল্লাসোঽবস্থাবিশেষঃ। তস্য বিবরণং চরমখণ্ডব্যাখ্যানে স্পষ্টম্ ॥

শিষ্যমাহূয় ইত্যনেন তাবৎপর্যন্তং শিষ্যস্যান্তঃপ্রবেশো নাস্তীতি জ্ঞাপিতম্। তন্নাম সম্বুদ্ধ্যন্তমুচ্চার্য এহীতি বদেৎ। যথা প্রবর্গ্যে গবামাহ্বানং কর্মাঙ্গং ইদমপি তথা কর্মাঙ্গম্। তেনোপায়ান্তরেণ আগমনবিষয়ং স্বাভিপ্রায়ং ন প্রকটয়েৎ ইত্যর্থঃ ॥

এতেন নিবন্ধে বরণান্তরং তদৈব সশিষ্যো বিবিক্তং দীক্ষাপ্রদেশমাসাদ্যেতি লেখঃ পরাস্তঃ; সমীপবর্তিশিষ্যস্য আহ্বানাসম্ভবাৎ। ন চ অদৃষ্টার্থং আহ্বানং ইতি বাচ্যম্; দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ ॥ শেষং স্পষ্টম্ ॥

অত্র পাত্রপদেন বিশেষার্ঘ্যপাত্রং গ্রাহ্যম্। কথমেতদিতি চেৎ—ইত্থম্। যদি সামান্যার্ঘ্যপাত্রমেব স্যাৎ তস্য প্রণীতাবৎ তন্ত্রসিদ্ধেঃ তস্য সর্বসম্বন্ধিন একত্বাৎ সামান্যার্ঘ্যবিন্দুভিরিতি লঘু সূত্রিতং স্যাৎ। ন চ ত্বৎপক্ষেঽপি বিশেষার্ঘ্যপাত্রাণাং বিন্দুভিরিতি লঘুসূত্রসম্ভবাৎ গণপতিললিতেত্যাদিপ্রয়াসো ব্যর্থ ইতি বাচ্যম্; এবং সতি বিধেয়সংখ্যাবাচকবহুত্বস্য ত্রিত্বে কাপিঞ্জলাধিকরণন্যায়েন পর্যবসানাৎ পঞ্চপাত্রাণামলাভ এব। ন চ এবমপি পঞ্চবিশেষার্ঘ্যপাত্রৈরিতি লঘুসূত্রং সম্ভবতি ইতি বাচ্যম্। ন বয়ং সূত্রে অক্ষরাধিক্যং ন্যূনত্বং বা হেতুত্বেনোপদিশামঃ, কিং তু সামান্যার্ঘ্যপক্ষে তস্যৈকত্বাৎ পরাঽস্তং ব্যর্থম্। বিশেষার্ঘ্যপক্ষে পঞ্চপাত্রলাভায়েতি সার্থকম্। অক্ষরাধিক্যং চ স্বতন্ত্রেচ্ছেষু নিয়ন্তুমশক্যম্ ॥

বস্তুতস্তু ন প্রণীতাবত্তন্ত্রং, সামান্যপাত্রস্য গণপতিললিতাঽঽদিষু সামান্যার্ঘ্যসংস্কারস্য একরূপত্বাভাবাৎ, ভিন্নধর্ময়োঃ তন্ত্রাসম্ভবাৎ। ন চ ভিন্নধর্মাণাং প্রধানানাং কথং তন্ত্রমিতি শঙ্ক্যম্। প্রধানানাং সহানুষ্ঠানং তন্ত্রং, ন তু সকৃদনুষ্ঠানম্। ইহ তু সকৃদনুষ্ঠানমুক্তং অযুক্তমেব, সহানুষ্ঠানং তু ভবত্যেব।

অতো নেদং গমকং পাত্রপদেন বিশেষার্ঘ্যগ্রহণে, কিং তু হুত্বা তরুণোল্লাসবানিত্যুক্ত্বা পশ্চাৎ পাত্রবিন্দুভিরিত্যুক্তত্বাৎ হোমসাধনীভূতদ্রব্যং বুদ্ধিস্থং পাত্রপদেন লক্ষ্যতে, নত্ববুদ্ধিস্থং সামান্যার্ঘ্যদ্রব্যম্। কিং চ বিন্দুশব্দো মুখ্যদ্রব্যে তান্ত্রিকাণাং সঙ্কেতসিদ্ধঃ "বিন্দুতর্পণসন্তুষ্টা" ইতি ললিতাসহস্রনাম্নি ব্যবহারাৎ। অতএব বিন্দুশব্দোঽপি গমকঃ। ইত্থং চ বিশেষার্ঘ্যগ্রহণে ইদমেব জ্ঞাপকম্॥

তং শিষ্যং অবোক্ষ্য প্রোক্ষ্য। ইদং শিষ্যসংস্কাররূপত্বাৎ গুরুকর্ম। শেষং সুগমম্।

এতেন নিবন্ধে গণপত্যাদিমূলমুচ্চারয়ন্ পাত্রপঞ্চকসামান্যার্ঘ্যোদকবিন্দুভিঃ তমবোক্ষ্য ইতি পঙ্‌ক্তির্যা তত্র মূলমুচ্চারয়ন্নিতি স্বকপোলকল্পিতা সর্বা নির্মূলা॥

সিদ্ধান্তং সিদ্ধান্তপ্রতিপাদকবাক্যসমূহং পূর্বোক্তং শ্রাবয়িত্বা। ইদং শ্রাবণং অদৃষ্টার্থং "কৃষ্ণপ্রীর্বাচয়তি" ইতিবৎ নাঽর্থজ্ঞানার্থম্, অতিগহনস্যার্থস্য তাবতা কালেন বোধাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ পূর্বোক্তবাক্যানি দীক্ষাঽপূর্বসহকার্যপূর্বজনকত্বেন শ্রাবয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

এরপর গুরু যে ক্রিয়া করবেন তা বলছেন—

অঙ্গদেবতার যথাক্রম পূজার সহিত প্রধানদেবতার যথাক্রম পূজা করে ও আহুতি দিয়ে তরুণোল্লাসযুক্ত[1] সদ্‌গুরু শিষ্যকে আহ্বান করতঃ বস্ত্রের দ্বারা তার মুখ বেঁধে গণপতি ললিতা শ্যামা বার্তালী এবং পরা এঁদের বিশেষার্ঘ্যপাত্র থেকে বিন্দু নিয়ে তা দ্বারা শিষ্যের প্রোক্ষণ করবেন এবং তাকে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ শোনাবেন ॥ ৩৪ ॥

'সাঙ্গং' অর্থ অঙ্গসমূহের সহিত, 'ক্রমং' অর্থ প্রধানদেবতার পূজা, 'প্রবর্ত্য' অর্থ ক'রে। এখানে অঙ্গসমূহ বলতে বুঝাচ্ছে গণপতি, শ্যামা, বার্তালী অর্থাৎ বারাহী এবং পরা। প্রধান হলেন ললিতা। এখানে অঙ্গপদের দ্বারা অঙ্গক্রম লক্ষ্য করা হয়েছে। মোটকথা হল অঙ্গক্রমের সহিত প্রধানক্রম।

* * *

বস্তুতঃ 'হুত্বা' পদের অর্থ স্বাত্মায় হবিঃশেষ আহুতি দিয়ে, এইটি স্বরস

১। মদ্যপানজনিত তরুণ নামক উল্লাস। "উল্ল স" অর্থ আনন্দ। শাস্ত্রে সপ্ত উল্লাসের কথা বলা হয়েছে। যথা—আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় প্রৌঢ়ান্ত উন্মন বা উন্মনী এবং অনবস্থ। ……প্রত্যেক উল্লাসে পেয় মাদ্যর পাত্রসংখ্যা শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট। আরম্ভোল্লাসে পাত্রসংখ্যা সব চেয়ে কম। তারপর প্রত্যেক উল্লাসে পাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়েছে।" এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬২৫—৫৭

অর্থাৎ সূত্রোপযোগী। অতএব, তাদৃশ আহুতিজনিত তরুণোল্লাসযুক্ত এইরূপ বলা স্বরস। তরুণোল্লাস বলতে বুঝায় অবস্থাবিশেষ। চরমখণ্ডের ব্যাখ্যানে তার বিবরণ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

'শিষ্যমাহূয়' এই কথা দ্বারা সেই পর্যন্ত অর্থাৎ গুরুর যথাবিধি পূজাদি সমাপন এবং তরুণোল্লাসযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শিষ্যের ভিতরে অর্থাৎ পূজা-মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করতে নেই, তাই বলা হয়েছে। দূর থেকে যেমন সম্বোধনবাক্য উচ্চারণ করা হয় তেমনি করে তার নাম ধরে, এস, বলতে হবে। প্রবর্গ্য-অনুষ্ঠানে গরুকে আহ্বান যেমন কর্মাঙ্গ এক্ষেত্রেও শিষ্যকে আহ্বান কর্মাঙ্গ অর্থাৎ দীক্ষাকর্মের অঙ্গ। তাৎপর্য হল অন্য উপায়ে শিষ্যের আগমন সম্পর্কে গুরুকে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করতে নেই।

* * *

'পাত্রবিন্দুভিঃ' এখানে পাত্রপদের দ্বারা বিশেষার্ঘ্যপাত্র বুঝান হয়েছে।

* * *

'সিদ্ধান্তং' অর্থ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তপ্রদিপাদক বাক্যসমূহ। 'শ্রাবয়িত্বা' অর্থ শ্রবণ করিয়ে। এই শ্রবণ করান 'কৃ৯প্তীর্যাচয়তি" এক্ষেত্রে যেমন তেমনি অদৃষ্টার্থে, অর্থজ্ঞানের জন্য নয়। কেননা এইটুকু সময়ের মধ্যে যা অতিগহন তার অর্থবোধ অসম্ভব। সেইজন্য দীক্ষা থেকে যে-অপূর্ব সহকারিতা লাভ হয় তার পূর্বকারণরূপে পূর্বোক্ত বাক্যসমূহ শোনাতে হবে। ৩৪

শাম্ভবী দীক্ষা

অথ শাম্ভবীদীক্ষামাহ—

তচ্ছিরসি রক্তশুক্লচরণং ভাবয়িত্বা তদমৃতক্ষালিতং সর্বশরীরমলং কুর্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

তচ্ছিরসি শিষ্যস্য শিরসি। রক্তশুক্লচরণং—রক্তং কামেশ্বর্যাঃ রজস্স্বভাবাৎ তদুক্তং—

"রক্তচরণাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্" ইতি।

শ্যামারহস্যেঽপি—

রক্তং তু চরণং দেব্যা রজোরূপং প্রকীর্তিতম্।
শুক্লং চ তদধিষ্ঠানচরণং সাত্ত্বিকং ভাবয়েৎ ॥ ইতি ॥

এতেন শুক্লচরণমপি ব্যাখ্যাতম্। প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকবস্তাবঃ। ভাবয়িত্বা ধ্যাত্বা

তদমৃতং চরণসম্বন্ধি যদমৃতং উদকং তেন ক্ষালিতং নাশিতং সর্বপাতকং যস্য। ঈদৃশং শিষ্যং কুর্যাদিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যন্যপদার্থস্য শিষ্যস্য করণং ন সম্ভবতি, তথাঽপি "সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ সতি বিশেষ্যে বাধে বিশেষণমুপসংক্রামতঃ" ইতি ন্যায়েন শিষ্যবিশেষণস্য পাপনাশস্য করণং সম্ভবতীতি ভাবঃ। তস্য সর্বং যাবচ্ছরীরং গন্ধবস্ত্রভূষণকুসুমাদিভিঃ গুরুঃ অলংকুর্যাৎ ভূষয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

শাম্ভবীদীক্ষা

অতঃপর শাম্ভবীদীক্ষা বলছেন—

শিষ্যের মাথায় রক্তশুক্লচরণ ধ্যান ক'রে সেই চরণামৃতের দ্বারা শিষ্যের সর্বপাপ নাশ ক'রে তার সর্বাঙ্গ অলংকৃত করবেন ॥ ৩৫ ॥

তচ্ছিরসি মানে শিষ্যের মাথায়। রক্তশুক্লচরণং—কামেশ্বরী রজঃস্বভাবা বলে রক্তচরণ মানে কামেশ্বরীর চরণ। বলা হয়েছে—"রক্তচরণা পরা অম্বিকার ধ্যান করবে।" শ্যামারহস্যেও আছে—দেবীর রক্ত চরণকে রজোরূপ বলা হয়। তদধিষ্ঠানচরণ শুক্লচরণ এবং শুক্ল বর্ণ সাত্ত্বিক।

এ দ্বারা শুক্লচরণেরও ব্যাখ্যা করা হল। এখানে প্রাণ্যঙ্গত্বহেতু একবদ্ভাব হয়েছে। 'ভাবয়িত্বা' অর্থ ধ্যান ক রে, তদমৃতং অর্থ চরণসম্বন্ধী যে-অমৃত অর্থাৎ জল, তা দ্বারা ক্ষালিত অর্থাৎ নাশিত হয়েছে যার সর্বপাপ। বক্তব্য হল শিষ্যকে এই প্রকার করতে হবে।

* * *

তার 'সর্বং' মানে যাবৎ অর্থাৎ প্রয়োজনমতো, শরীর ; গুরু গন্ধানুলেপন, বস্ত্র, ভূষণ কুসুমাদি দ্বারা 'অলংকুর্যাৎ' মানে ভূষিত করবেন। ৩৫

শাক্তীদীক্ষা

শাক্তীং দীক্ষামাহ—

তস্যামূলমাব্রহ্মবিলং প্রজ্বলন্তীং প্রকাশলহরীং জ্বলদনলনিভাং ধ্যাত্বা তদ্রশ্মিভিস্তস্য পাপপাশান্ দগ্ধ্বা ॥ ৩৬ ॥

তস্য শিষ্যস্য মূলং পায়ূপস্থমধ্যবর্তিচতুর্দলকমলাধারদেশঃ তন্মর্যাদেতি আমূলম্। এবং অধোমর্যাদামুক্ত্বা ঊর্ধ্বমর্যাদামাহ—ব্রহ্মবিলং, সহস্রদলকমলাধারভূতং মর্যাদা অস্যেতি আব্রহ্মবিলং, প্রজ্বলন্তীং, অতএব প্রকাশানাং লহর্যঃ ঊর্ময়ো যস্যাং তাদৃশীং, অতএব জ্বালাযুক্তো যোঽনলোঽগ্নিঃ তন্নিভাং তদুপমাং

ধ্যাত্বা, সম্বিদমিতি শেষঃ। জ্বলদনলনিভত্বাদেব পাপপাশদাহকত্বমুপপন্নম্। পাপপাশস্য দাহ এব ন ভাবনং অতএব দগ্ধ্বেতি ॥

যদ্যপি অত্রত্যপাঠক্রমমনুসৃত্য আদৌ শাম্ভবী ততঃ শাক্তীতি প্রতিভাতি, তথাঽপ্যুপক্রমে দীক্ষাবিভাগবেলায়াং শাক্তী শাম্ভবী মান্ত্রী চেতি চোক্তত্বাৎ উপক্রমানুসারেণ উপসংহারোঽন্যথা নেয়ঃ বেদোপক্রমাধিকরণন্যায়েন। অতএব তৎপাশদাহানন্তরং তদ্‌ভস্মরূপমলস্য সত্ত্বাৎ চরণনির্গতজলেন তৎক্ষালনরূপার্থবত্ত্বাদর্থক্রমোঽপ্যুপপন্নঃ। তথা চাদৌ শাক্তীং দীক্ষাং সম্পাদ্য পশ্চাচ্ছাম্ভবীং কুর্যাদিতি সিদ্ধম্।

"গুরুঃ ক্রমং প্রবর্ত্য" ইত্যারভ্য "সিদ্ধান্তং শ্রাবয়িত্বা" ইত্যেতদন্তোঽঙ্গকলাপোঽনয়োরেব প্রকরণসন্নিধিভ্যাং, শুদ্ধনমন্ত্রস্যেব সান্নায্যে, ইতি কেচিৎ। তন্ন। তথা সতি তৃতীয়ায়াং দীক্ষায়াং উত্তরত্র "প্রথমসিক্তান্ দ্বিতীয়খণ্ডাগ্রান্ গ্রাসয়িত্বা" ইতি বিহিতং, তদনুপপন্নম্, সাঙ্গক্রমবিধেঃ তদনঙ্গত্বেন তত্র ক্রমপ্রাপ্ত্যভাবেন প্রথমদ্বিতীয়য়োরভাবাৎ। ন চ অসংস্কৃতং লৌকিকং গ্রহীতুং শক্যম্। তস্মাৎ লিঙ্গেন সন্নিধিং বাধিত্বা ত্রয়াণাং অঙ্গম্। ইত্থং চ যদা একৈকাং বেতি পক্ষানুসরণং তদা তৃতীয়দীক্ষায়াং পূর্বোক্তান্যঙ্গান্যনুষ্ঠেয়ানি ॥

এতেন নিবন্ধে "অমৃতক্ষরণেন বাহ্যমাভ্যন্তরং চ মলং দূরীকুর্যাৎ, অথ শিষ্যস্যামূলাধারমিত্যারভ্য তৎকিরণৈঃ তস্য পাশান্ দহেৎ" ইত্যস্য দ্বিতীয়ত্বং লিখিতং নিরস্তম্। পূর্বদীক্ষয়ৈব বাহ্যাভ্যন্তরমলদূরীকরণে অগ্নি ন্ মলস্যাভাবেন উত্তরদীক্ষয়া দাহাসম্ভবাচ্চ। ন চ পূর্বদীক্ষয়া দূরীকৃতং মলং বহিস্তিষ্ঠতি তস্যোত্তরদীক্ষয়া দাহ ইতি বাচ্যম্; শরীরে বিভাবিতাগ্নিনা শরীরস্থমলস্যৈব নাশো ভবেৎ ন দূরীকৃতস্য। তস্মাদস্মৎসরণিরেব সাধ্বীতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ ॥৩৬॥

শাক্তী দীক্ষা

শাক্তী দীক্ষা বলছেন—

তার মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলন্ত অগ্নির মতো দীপ্ত প্রকাশলহরীর ধ্যান করে তার রশ্মি দ্বারা শিষ্যের পাপপাশসমূহ দগ্ধ ক'রে ॥ ৩৬ ॥

তার অর্থাৎ শিষ্যের, 'মূলং' মানে পায়ু ও উপস্থের মধ্যবর্তী চতুর্দলপদ্মের আধারস্থল (এটি ষট্‌চক্রের সর্বনিম্ন চক্র মূলাধার), সেই অবধি, 'আমূলং' বলতে তাই বুঝাচ্ছে। এইভাবে নিম্নসীমা বলে ঊর্ধ্বসীমা বলছেন—সহস্রদলপদ্ম বা সহস্রারের আধারভূত ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি এই সীমা। 'আব্রহ্মবিলং'পদের এই অর্থ। 'প্রজ্বলন্তীং' বলা হয়েছে। এর অর্থ প্রকাশের লহরীসমূহ অর্থাৎ

ঊর্মিসমূহ যার মধ্যে আছে সেইরূপ। 'জ্বলৎ' অর্থাৎ জ্বালাযুক্ত যে- অনল অর্থাৎ অগ্নি, 'তন্নিভাং' মানে তার তুল্য। ধ্যান ক'রে অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে সম্বিদের ধ্যান ক'রে। 'জ্বলদনলনিভাং' এই কথা দ্বারাই পাপপাশদাহকত্ব উপপন্ন হয়েছে। কেবলমাত্র পাপপাশের দহনই ভাবনা করতে হবে না, এইজন্য 'দগ্ধ্বা' দগ্ধ ক'রে, এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

যদিও এখানকার পাঠক্রম অনুসারে প্রথমে শাম্ভবী, তারপরে শাক্তী দীক্ষা, এইটিই প্রতিভাত হচ্ছে, তথাপি উপক্রমসূত্রে (৩২ সংখ্যক সূত্রে) দীক্ষা-বিভাগের বেলা শাক্তী, শাম্ভবী ও মান্ত্রী এইভাবে বলা হয়েছে। 'বেদোপক্রমাধিকরণন্যায়' অনুসারে উপসংহার উপক্রমানুযায়ী হবে, অন্যথা হবে না। অতএব তার পাশ দগ্ধ হওয়ার পরই সেই পাশের ভস্মরূপ মল থাকতে পারে এবং তা হলেই চরণনির্গত জলের দ্বারা সেই মলক্ষালন সার্থক হয়। এই বিচারে অর্থের দিক্ দিয়েও একটি ক্রম উপপন্ন হয়েছে। কাজেই, সিদ্ধান্ত হল প্রথমে শাক্তী দীক্ষা সম্পাদন করে তারপর শাম্ভবী দীক্ষা সম্পাদন করতে হবে। ॥ ৩৬ ॥

* * *

মান্ত্রী দীক্ষা

মান্ত্রীদীক্ষাপ্রয়োগং বক্তুমুপক্রমতে—

ত্রিকটুত্রিফলাচতুর্জাততক্কোলমদয়ন্তীসহদেবীদূর্বাভস্মমৃত্তিকাচন্দনকুঙ্কুমরোচনাকর্পূরবাসিতজলপূর্ণং বস্ত্রযুগ[১]বেষ্টিতং নূতনকলশং ৰালাষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্য শ্রীশ্যামাবার্তালীচক্রাণি নিক্ষিপ্য তিসৃণামাবরণমন্ত্রৈরভ্যর্চ্য সংরক্ষ্যাস্ত্রেণ প্রদর্শ্য ধেনুযোনী ॥ ৩৭ ॥

ত্রিকটুঃ পিপ্পলীশুণ্ঠীমরীচ্যঃ। ত্রিফলাঃ হরিতকীধাত্রীবিভীতক্যঃ। তদুক্তং বৈদ্যসারে—

শুণ্ঠীমরীচিপিপ্পল্যঃ প্রোক্তাস্ত্রিকটুসংজ্ঞকাঃ।
ত্রিফলেতি সমাখ্যাতা পথ্যাধাত্রীবিভীতকৈঃ ॥ ইতি ॥

চতুর্জাতং উশীরৈলালবঙ্গনাগকেসরাণি। তদুক্তং মদনমহার্ণবে—

লবঙ্গমেলোশীরং ত্রিসুগন্ধং প্রকীর্তিতম্।
নাগকেসরসংযুক্তং চতুর্জাতং প্রচক্ষতে ॥ ইতি ॥

১। নবীনবাসো ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

তক্কোলঃ মরীচিসদৃশঃ তাম্বূলেন সহ ভক্ষ্যঃ শৈত্যোপচারহেতুঃ বস্তুবিশেষঃ। মদয়ন্তী সহদেবী বৈদ্যকে প্রসিদ্ধে আরণ্যকে। দূর্বাভস্মমৃত্তিকাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥

যত্তু মৃত্তিকাপদেন নিবন্ধে সপ্তমৃত্তিকাগ্রহণং তন্নির্মূলম্। যদি মৃত্তিকাপদেন সর্বত্র সপ্তমৃত্তিকাগ্রহণং, তর্হি মূলনক্ষত্রজননশান্তৌ—"সপ্তমৃদ্ভিঃ সমাযুক্তং পঞ্চপল্লবসংযুতম্" ইত্যত্র সপ্তগ্রহণং ব্যর্থম্। এবং "স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ" ইত্যত্রাপি তথাঽঽপত্তিশ্চ॥

এতৈর্যুক্তমিতি জলেন সাকং মধ্যমপদলোপসমাসঃ, বাসিতমিত্যনেন দূর্বাঽঽদীনামন্বয়াসম্ভবাৎ। চন্দনং প্রসিদ্ধম্। কুঙ্কুমং কাশ্মীরম্। রোচনা গোরচনম্। কর্পূরং প্রসিদ্ধম্। এতৈর্বাসিতং যজ্জলং তেন পূর্ণং, বস্ত্রযুগেন বেষ্টিতং নূতনং অভুক্তং কলশং বালাষড়ঙ্গেন ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইতি ক্রমেণ বীজত্রয়দ্বিরাবৃত্ত্যা অগ্রে বক্ষ্যমাণরীত্যা অগ্নীশাসুরবায়ুকোণেষু মধ্যে পূর্বাদিদিক্ষু চ ক্রমেণ। অত্র ষড়ঙ্গনাম্না উক্তধর্মাতিদেশঃ। শ্রীশ্চ শ্যামা চ বার্তালী চেতি তাসাং চক্রাণি নিক্ষিপ্য স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ। কুত্রেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সমীপবর্তিত্বাৎ কলশ এব। তত্রাপি ন পূর্ণপাত্রাদ্যুপরি, নিক্ষিপ্যেতি স্বারস্যাৎ, কিং তু জল এব।

যদ্যপি উদ্ধরণস্যানুক্তত্বাৎ যোগ্যতাবলাচ্চ কলশসমীপদেশে ইত্যপি বক্তুং শক্যম্, তথাঽপি পূজায়াং ভূমৌ চক্রস্থাপনং বিনা পূজাঽসম্ভবেনার্থাপত্ত্যাঽতিদেশেন বা স্থাপনস্য প্রাপ্তত্বেন ক্ষিপ্ত্বেত্যস্য বৈয়র্থ্যভিয়া জলে প্রক্ষেপ আবশ্যকঃ॥

ন চ যত্র ক্বচন স্থাপনং অর্থাপত্ত্যাদিনা প্রাপ্তং ন কলশসমীপদেশে, তদর্থং তৎ ইতি বাচ্যম্, কলশসমীপদেশাপেক্ষয়া কলশস্যৈব আধারত্বকল্পনে লাঘবাৎ॥

কিং চ কলশসমীপস্থচক্রপূজা ন কলশসংস্কারো ভবিতুমর্হতি, তদসংযুক্তত্বাৎ। অত্র পূর্বং ষড়ঙ্গৈরভ্যর্চ্যেতি কলশসংস্কারঃ। সংরক্ষাস্ত্রেণেত্যাদিরপি তথা। উভয়তঃ সন্দষ্টং কথং তৎসংস্কারভিন্নং বিজাতীয় ভবেৎ। ততো জল এব চক্রাণাং ক্ষেপঃ, তত্রৈব পূজনং, পূজাঽঽরম্ভসময় এব জলে প্রক্ষেপঃ। তেন আবাহনোত্তরং কথং চক্রচালনমিতি শঙ্কাঽনবকাশঃ॥

যদ্বা—কলশে ক্ষিপ্ত্বেতি বচনং "বিসর্জনপর্যন্তং ন চালয়েৎ" ইত্যস্য বাধকং ভবিতুমর্হতি। যুক্তশ্চায়মেব পক্ষঃ। অন্যথা সাঙ্গং ক্রমং নির্বর্ত্যেত্যস্য সমীপ এব কলশে নিক্ষিপ্যেতি বদেৎ॥

তিসৃণাং ললিতাঽঽদীনাং আবরণমন্ত্রৈরিত্যনেন কেবলপঞ্চোপচারপূজা-ব্যাবৃত্তিঃ। অভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা ॥

ইদং পূজনং অপূর্বং অনেন বিধীয়তে। পূজনোত্তরং উদ্ধরণং আর্থিকম্। পূজনং তু কুলদ্রব্যেণৈব তত্তদ্বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থেন কুসুমাক্ষতৈশ্চ, অপূর্বপূজামাত্র-বিধানাৎ। তাবন্মাত্রং কৃত্বা চক্রোদ্ধরণং কার্যম্। জলাদুদ্ধৃতচক্রাণামুপরি গন্ধপুষ্পাক্ষতনিক্ষেপো ন্যায়সিদ্ধঃ ॥

অস্ত্রেণ ফট্ ইতি মন্ত্রেণ সংরক্ষ্য রক্ষোভূতপিশাচানাং দুরাধর্ষং কৃত্বা। ধেনুযোনিমুদ্রে প্রসিদ্ধে, তে প্রদর্শ্য তদুপরি কৃত্বা ॥ ৩৭ ।

মান্ত্রী দীক্ষা

মান্ত্রীদীক্ষাপ্রয়োগ বলতে আরম্ভ করছেন—

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চতুর্জাত, তক্কোল, মদয়ন্তী অর্থাৎ বনমল্লিকা, মহাদেবী অর্থাৎ পীতগণ্ডোৎপলা, দূর্বা, ভস্ম, মৃত্তিকা[১] এই সবের চূর্ণমিশ্রিত এবং চন্দন কুঙ্কুম গোরচনা কর্পূর এই সবের দ্বারা সুবাসিত জলে পূর্ণ, বস্ত্রযুগ্মের দ্বারা বেষ্টিত নূতন কলশ বালামন্ত্রের[২] দ্বারা ষড়ঙ্গ[৩] ন্যাসের সহিত পূজা করে শ্রীচক্র[৪] শ্যামাচক্র ও বার্তালীচক্র কলশের জলে স্থাপন ক'রে অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা রক্ষা ক'রে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্রিকটু—পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও গোলমরিচ। ত্রিফলা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। বৈদ্যসারে আছে—শুণ্ঠী, মরিচ ও পিপ্পলীকে বলা হয় ত্রিকটু। হরীতকী আমলকী ও বহেড়া ত্রিফলা নামে খ্যাত।

চতুর্জাত—উশীর এলাচ লবঙ্গ এবং নাগকেশর। মদনমহার্ণবে বলা হয়েছে—লবঙ্গ এলাচ আর উশীর ত্রিসুগন্ধ নামে খ্যাত। এদের সঙ্গে নাগকেসর যুক্ত হলে হয় চতুর্জাত।

১। মৃত্তিকা—হস্তীশালা অশ্বশালা চতুষ্পথ বল্মীক নদীসঙ্গম ও গোষ্ঠ এই সব স্থান থেকে সংগৃহীত মৃত্তিকা।—দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ—অ.রম্ভোল্লাসঃ প্রথমঃ—দীক্ষাক্রমঃ—মন্ত্রদীক্ষা। অবশ্য, রামেশ্বর এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন না।

২। রামেশ্বরের বৃত্তি থেকে বুঝা যায় বালা অর্থ ত্রিপুরাবালা। ত্রিপুরাবালার মন্ত্র—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। মন্ত্রান্তরও আছে। দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী-প্রকাশিত, ১০ম সং, পৃঃ ২৩২—৩৭

৩। ষড়ঙ্গ অর্থ ন্যাসস্থান ষড়ঙ্গ। যথা—হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্র।

৪। শ্রীচক্র বা শ্রীযন্ত্র। এটি পূজাযন্ত্র। শ্যামাচক্র ও বার্তালীচক্রও তাই। যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫৪

তক্কোল—গোলমরিচের মতো শৈত্যোপচারহেতু বস্তু অর্থাৎ গরমমশলা-বিশেষ। এটি পানের সঙ্গে খেতে হয়। মদয়ন্তী ও সহদেবী বৈদ্যকশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বনজাত বস্তু। দূর্বা,ভস্ম ও মৃত্তিকা প্রসিদ্ধ।

* * *

জলের সঙ্গে এই সব যুক্ত। এখানে মধ্যপদলোপী সমাস হয়েছে। কেননা বাসিত এই কথার সঙ্গে দূর্বাদির অন্বয় সম্ভব নয়। চন্দন প্রসিদ্ধ বস্তু। কুঙ্কুম মানে কাশ্মীর। রোচনা মানে গোরচনা। কর্পূর প্রসিদ্ধ বস্তু। এই সবের দ্বারা সুবাসিত যে-জল তা দ্বারা পূর্ণ; বস্ত্রযুগ্মের দ্বারা বেষ্টিত, নূতন অর্থাৎ অব্যবহৃত, কলশ। 'বালাষড়ঙ্গেন' অর্থ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ এই ক্রমানুসারে বীজত্রয় অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ দুবার আবৃত্তি ক'রে তা দ্বারা, অতঃপর বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে অগ্নি ঈশান নৈঋত ও বায়ু কোণে, মধ্যে এবং যথাক্রমে পূর্বাদি দিকে, এমনি করে। এখানে ষড়ঙ্গ বলতে বুঝাচ্ছে উক্ত ধর্মের অতিদেশ[১]। শ্রী, শ্যামা ও বার্তালী এই তিনজনের চক্র নিক্ষেপ করে অর্থাৎ স্থাপন ক'রে। কোথায় স্থাপন করবে এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হয়েছে সমীপবর্তিতা হেতু কলশে। সেখানেও পূর্ণপাত্রাদির উপর নয়, কেননা, 'নিক্ষিপ্য'পদের অর্থসঙ্গতি করতে হলে বলতে হয় জলেই স্থাপন করবে।

* * *

'ত্রিসৃণাং' অর্থ, ললিতাদির অর্থাৎ ললিতা শ্যামা ও বার্তালীর; 'আবরণ-মন্ত্রৈঃ' এই কথা দ্বারা কেবলমাত্র পঞ্চোপচারপূজাব্যাবৃত্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। অভ্যর্চ্য মানে পূজা ক'রে।

এ দ্বারা বিহিত হল এই পূজা অপূর্ব। পূজার পর চক্রোদ্ধার অর্থসঙ্গত। কেবলমাত্র অপূর্ব পূজারই বিধান করা হয়েছে বলে বিভিন্ন বিশেষার্ঘ্যপাত্রে রক্ষিত বিভিন্ন কুলদ্রব্যের দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত সহযোগে এই পূজা করতে হবে। সেইটুকুমাত্র ক'রে চক্রোদ্ধার করতে হবে। জলোদ্ধৃত চক্রগুলির উপর গন্ধ-পুষ্প-অক্ষত-নিক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত।

'অস্ত্রেণ' মানে ফট্ এই মন্ত্রের দ্বারা। 'সংরক্ষ্য' মানে রাক্ষস ভূত পিশাচাদির দুরাধর্ষ অর্থাৎ আক্রমণের বহির্ভূত ক'রে। ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রসিদ্ধ। এই দুই মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে অর্থ কলশের উপর এই দুই মুদ্রা রচনা ক'রে। ৩৭

১। এক বিষয়ে বিহিত ধর্মের বা বিধির অন্য বিষয়ে প্রয়োগের আদেশকে বলে অতিদেশ।

তিসৃণাং ললিতাঽঽদীনাং আবরণমন্ত্রৈরিত্যনেন কেবলপঞ্চোপচারপূজা-ব্যাবৃত্তিঃ। অভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা ॥

ইদং পূজনং অপূর্বং অনেন বিধীয়তে। পূজনোত্তরং উদ্ধরণং আর্থিকম্। পূজনং তু কুলদ্রব্যেণৈব তত্তদ্বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থেন কুসুমাক্ষতৈশ্চ, অপূর্বপূজামাত্র-বিধানাৎ। তাবন্মাত্রং কৃত্বা চক্রোদ্ধরণং কার্যম্। জলাদুদ্ধৃতচক্রাণামুপরি গন্ধপুষ্পাক্ষতনিক্ষেপো ন্যায়সিদ্ধঃ ॥

অস্ত্রেণ ফট্ ইতি মন্ত্রেণ সংরক্ষ্য রক্ষোভূতপিশাচানাং দুরাধর্ষং কৃত্বা। ধেনুযোনিমুদ্রে প্রসিদ্ধে, তে প্রদর্শ্য তদুপরি কৃত্বা ॥ ৩৭।

মান্ত্রী দীক্ষা

মান্ত্রীদীক্ষাপ্রয়োগ বলতে আরম্ভ করছেন—

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চতুর্জাত, তক্কোল, মদয়ন্তী অর্থাৎ বনমল্লিকা, মহাদেবী অর্থাৎ পীতগণ্ডোৎপলা, দূর্বা, ভস্ম, মৃত্তিকা[১] এই সবের চূর্ণমিশ্রিত এবং চন্দন কুঙ্কুম গোরচনা কর্পূর এই সবের দ্বারা সুবাসিত জলে পূর্ণ, বস্ত্রযুগ্মের দ্বারা বেষ্টিত নূতন কলশ বালামন্ত্রের[২] দ্বারা ষড়ঙ্গ[৩] ন্যাসের সহিত পূজা করে শ্রীচক্র[৪] শ্যামাচক্র ও বার্তালীচক্র কলশের জলে স্থাপন ক'রে অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা রক্ষা ক'রে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্রিকটু—পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও গোলমরিচ। ত্রিফলা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। বৈদ্যসারে আছে—শুণ্ঠী, মরিচ ও পিপ্পলীকে বলা হয় ত্রিকটু। হরীতকী আমলকী ও বহেড়া ত্রিফলা নামে খ্যাত।

চতুর্জাত—উশীর এলাচ লবঙ্গ এবং নাগকেশর। মদনমহার্ণবে বলা হয়েছে—লবঙ্গ এলাচ আর উশীর ত্রিসুগন্ধ নামে খ্যাত। এদের সঙ্গে নাগকেসর যুক্ত হলে হয় চতুর্জাত।

১। মৃত্তিকা—হস্তীশালা অশ্বশালা চতুষ্পথ বল্মীক নদীসঙ্গম ও গোষ্ঠ এই সব স্থান থেকে সংগৃহীত মৃত্তিকা।—দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ—অ.রম্ভোল্লাসঃ প্রথমঃ—দীক্ষাক্রমঃ—মন্ত্রদীক্ষা। অবশ্য, রামেশ্বর এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন না।

২। রামেশ্বরের বৃত্তি থেকে বুঝা যায় বালা অর্থ ত্রিপুরাবালা। ত্রিপুরাবালার মন্ত্র—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। মন্ত্রান্তরও আছে। দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী-প্রকাশিত, ১০ম সং, পৃঃ ২৩ঃ—৩৭

৩। ষড়ঙ্গ অর্থ ন্যাসস্থান ষড়ঙ্গ। যথা—হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্র।

৪। শ্রীচক্র বা শ্রীযন্ত্র। এটি পূজাযন্ত্র। শ্যামাচক্র ও বার্তালীচক্রও তাই। যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫৪

তক্কোল—গোলমরিচের মতো শৈত্যোপচারহেতু বস্তু অর্থাৎ গরমমশলা-বিশেষ। এটি পানের সঙ্গে খেতে হয়। মদয়ন্তী ও সহদেবী বৈদ্যকশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বনজাত বস্তু। দূর্বা,ভস্ম ও মৃত্তিকা প্রসিদ্ধ।

* * *

জলের সঙ্গে এই সব যুক্ত। এখানে মধ্যপদলোপী সমাস হয়েছে। কেননা বাসিত এই কথার সঙ্গে দূর্বাদির অন্বয় সম্ভব নয়। চন্দন প্রসিদ্ধ বস্তু। কুঙ্কুম মানে কাশ্মীর। রোচনা মানে গোরচনা। কর্পূর প্রসিদ্ধ বস্তু। এই সবের দ্বারা সুবাসিত যে-জল তা দ্বারা পূর্ণ; বস্ত্রযুগ্মের দ্বারা বেষ্টিত, নূতন অর্থাৎ অব্যবহৃত, কলশ। 'বালাষড়ঙ্গেন' অর্থ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ এই ক্রমানুসারে বীজত্রয় অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ দুবার আবৃত্তি ক'রে তা দ্বারা, অতঃপর বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে অগ্নি ঈশান নৈঋত ও বায়ু কোণে, মধ্যে এবং যথাক্রমে পূর্বাদি দিকে, এমনি করে। এখানে ষড়ঙ্গ বলতে বুঝাচ্ছে উক্ত ধর্মের অতিদেশ[১]। শ্রী, শ্যামা ও বার্তালী এই তিনজনের চক্র নিক্ষেপ করে অর্থাৎ স্থাপন ক'রে। কোথায় স্থাপন করবে এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হয়েছে সমীপবর্তিতা হেতু কলশে। সেখানেও পূর্ণপাত্রাদির উপর নয়, কেননা, 'নিক্ষিপ্য'পদের অর্থসঙ্গতি করতে হলে বলতে হয় জলেই স্থাপন করবে।

* * *

'ত্রিসৃণাং' অর্থ, ললিতাদির অর্থাৎ ললিতা শ্যামা ও বার্তালীর; 'আবরণ-মন্ত্রৈঃ' এই কথা দ্বারা কেবলমাত্র পঞ্চোপচারপূজাব্যাবৃত্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। অভ্যর্চ্য মানে পূজা ক'রে।

এ দ্বারা বিহিত হল এই পূজা অপূর্ব। পূজার পর চক্রোদ্ধার অর্থসঙ্গত। কেবলমাত্র অপূর্ব পূজারই বিধান করা হয়েছে বলে বিভিন্ন বিশেষার্ঘ্যপাত্রে রক্ষিত বিভিন্ন কুলদ্রব্যের দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত সহযোগে এই পূজা করতে হবে। সেইটুকুমাত্র ক'রে চক্রোদ্ধার করতে হবে। জলোদ্ধৃত চক্রগুলির উপর গন্ধ-পুষ্প-অক্ষত-নিক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত।

'অস্ত্রেণ' মানে ফট্ এই মন্ত্রের দ্বারা। 'সংরক্ষ্য' মানে রাক্ষস ভূত পিশাচাদির দুরাধর্ষ অর্থাৎ আক্রমণের বহির্ভূত ক'রে। ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রসিদ্ধ। এই দুই মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে অর্থ কলশের উপর এই দুই মুদ্রা রচনা ক'রে। ৩৭

১। এক বিষয়ে বিহিত ধর্মের বা বিধির অন্য বিষয়ে প্রয়োগের আদেশকে বলে অতিদেশ।

মাতৃকাযন্ত্রম্

মাতৃকাযন্ত্রমাহ[1]—

শিবযুক্সৌবর্ণকর্ণিকে স্বরদ্বন্দ্বজুষ্টকিঞ্জল্কাষ্টকে ক চ ট ত প য শ ল্লাক্ষরবর্গাষ্টযুক্তাষ্টদলে দিগষ্টকস্থিত ঠঁ বঁ চতুরশ্রে মাতৃকাযন্ত্রে শিষ্যং নিবেশ্য তেন কুম্ভাম্ভসা তিসৃভিঃ বিদ্যাভিঃ স্নপয়েৎ ॥ ৩৮।

শিবো হকারঃ তেন যুক্তঃ সৌবর্ণঃ সৌ ইতি বর্ণ, স কর্ণিকায়াং কমলমধ্যদেশে যস্য এতাদৃশে। অত্র পূর্বোক্তবর্ণোপরি বিসর্গোঽপি যোজনীয়ঃ, "ব্যোমেন্দ্বোরসনার্ণকর্ণিকং" ইতি, শ্রীশঙ্করভগবৎপাদৈঃ উক্তত্বাৎ। ইমানি সর্বাণি কমলবিশেষণানি। স্বরাঃ অকারাদিবিসর্গান্তাঃ ষোড়শ তেষাং দ্বন্দ্বং দ্বয়ং দ্বয়ং তেন জুষ্টং যুক্তং কিঞ্জল্কাষ্টকং পত্রযুগমধ্যবর্তিদেশবিশেষঃ যস্যেতি বহুব্রীহিঃ। কশ্চ চশ্চ টশ্চ তশ্চ পশ্চ যশ্চ শশ্চ লশ্চ ইতি দ্বন্দ্বঃ, দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং প্রত্যেকং সম্বধ্যতে ইতি ন্যায়েন বর্গপদং সর্বৈঃ সম্বধ্যতে। তথা চ কবর্গমারভ্য পবর্গপর্যন্তং পঞ্চপঞ্চবর্ণাঃ যবর্গশ্চত্বারঃ শবর্গোঽপি তথা লক্ষ ইতি লবর্গঃ এবং অষ্টবর্গৈর্যুক্তানি অষ্টদলানি যস্যেতি বহুব্রীহিঃ। একৈকদলে একৈকং বর্গং লিখেৎ ইতি ফলিতার্থঃ ॥

কেসরেষু দলেষু চ বর্ণলেখনে ক্রমাকাঙ্ক্ষায়াং প্রাচ্যাদিক্রম এব ধর্তব্যঃ। যদ্যপি দলকেসরয়োঃ দ্বয়োরপি প্রাচী ন সম্ভবতি, তথাঽপি পদ্মকুণ্ডলেখনপ্রকারেণ লেখনে কর্ণিকায়াঃ প্রাচী, তদনুসারেণৈব দলেষু বর্ণলেখনক্রমোঽনুসন্ধেয়ঃ ॥

দিশাং যদষ্টকং প্রাচ্যাদীশানদিগন্তং তেষু স্থিতৌ বকার-ঠকারৌ যস্মিন্ ঈদৃশং চতুরশ্রং যস্মিন্নিতি বহুব্রীহিঃ। ঈদৃশে মাতৃকাসংজ্ঞকে যন্ত্রে শিষ্যং নিবেশ্য স্নপয়িত্বা।

তদিত্থং—পদ্মকুণ্ডবদষ্টদলং পদ্মং বিলিখ্য তদ্বহির্দ্বাররহিতং চতুরশ্রং বিলিখ্য কর্ণিকায়াং হসৌঃ ইতি বিলিখ্য প্রাগাদিকেসরেষু অ আ ইতি ক্রমেণ স্বরদ্বয়মেকৈককেসরে স্বরমেকং বিলিখ্য পত্রান্তঃ পূর্বোক্তস্থানে কাদ্যষ্টবর্গান্ প্রত্যেকং একৈকস্যান্তঃ একৈকং বর্গং বিলিখ্য তদ্বহিশ্চতুরশ্রে প্রাগাদিদিগষ্টকে বঁ ঠঁ ইতি লিখেদিতি সমুদিতার্থঃ।

১। তদনন্তরকৃত্যমাহ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

তদুক্তং ভগবৎপাদৈঃ—

ব্যোমেন্দ্বৌরসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎকেসরং
পত্রান্তর্গতপঞ্চবর্গযশলার্ণাদিত্রিবর্গং ক্রমাৎ।
আশাস্বশ্রিষু লান্তলাঙ্গলিযুজা ক্ষোণীপুরেণাবৃতং
বর্ণাব্জং শিরসি স্থিতং বিষগদপ্রধ্বংসি মৃত্যুঞ্জয়ম্ ॥ ইতি ॥

ব্যোমঃ হকারঃ, ইন্দু সকারঃ, ঔ স্বরূপং, রসনার্ণং বিসর্গঃ, লান্তো বকারঃ, লাঙ্গলি ঠকারঃ, শেষং স্পষ্টম্।

তিসৃভিঃ শ্রীশ্যামাবার্তালীবিদ্যাভিঃ স্নপয়েৎ, সর্ব্বাঙ্গে জলসংযোগো যথা ভবতি তথা কুর্যাৎ। তেনেতি বিশেষণাৎ উদকান্তরমপর্যাপ্তৌ ন গ্রাহ্যমিতি সূচিতম্। অয়মেব পূর্ণাভিষেক ইত্যুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

মাতৃকাযন্ত্র

মাতৃকাযন্ত্র বলছেন—

হ্‌সৌঃ বর্ণ যার কর্ণিকার মধ্যে, স্বরদ্বন্দ্বযুক্ত যার অষ্টকেশর, ক চ ট ত প য শ ল্ এই অষ্টবর্গযুক্ত যার অষ্টদল, যার অষ্টদিকে বঁ ও ঠঁ অবস্থিত এবং যা চতুরশ্রবিশিষ্ট, এমনি মাতৃকাযন্ত্রে শিষ্যকে স্থাপন ক'রে শ্রীমন্ত্র শ্যামামন্ত্র ও বার্তালীমন্ত্রে সেই কুম্ভের জলের দ্বারা তাকে স্নান করাবেন ॥ ৩৮ ॥

শিবঃ হকার। তা দ্বারা যুক্ত সৌ এই বর্ণ। তা কর্ণিকায় অর্থাৎ কমল-মধ্যস্থলে, যার অবস্থিতি তাদৃশ। এখানে পূর্বোক্ত বর্ণে অর্থাৎ হ্‌সৌ এই বর্ণে বিসর্গঃ যোগ করতে হবে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্যের "ব্যোমেন্দ্বৌরসনার্ণকর্ণিকং" এই উক্তি অনুসারে। এই সবই কমলের বিশেষণ। স্বরসমূহ অর্থ অকারাদি বিসর্গান্ত ষোড়শ স্বরবর্ণ। তাদের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দুটি দুটি করে, তা দ্বারা জুষ্ট মানে যুক্ত, কিঞ্জল্কাষ্টক মানে কেশরাষ্টক অর্থাৎ অষ্টপত্রযুগমধ্যবর্তী স্থান যার, এখানে বহুব্রীহি সমাস করা হয়েছে। ক মানে কশ্চ অর্থাৎ ক এবং উক্ত বর্গের অন্যান্য বর্ণের দ্বন্দ্ব। চ ট ত প ইত্যাদি বর্গ সম্বন্ধেও এই কথা। "দ্বন্দ্বান্তে শ্রুয়মাণং প্রত্যেকং সম্বধ্যতে" এই ন্যায় অনুসারে বর্গপদের দ্বারা বর্গের অন্তর্ভুক্ত সব বর্ণের সমাহার বুঝাবে। কবর্গ থেকে পবর্গ পর্যন্ত প্রত্যেক বর্গের বর্ণসংখ্যা পাঁচ, যবর্গের বর্ণসংখ্যা চার, শবর্গেরও তাই, ল্ ও ক্ষ এই দুই বর্ণ নিয়ে লবর্গ। এই প্রকার অষ্টবর্গের দ্বারা যুক্ত যার অষ্টদল ; এখানে বহুব্রীহি সমাস করা হয়েছে। ফলিতার্থ হল একেক দলে একেক বর্গ লিখতে হবে।

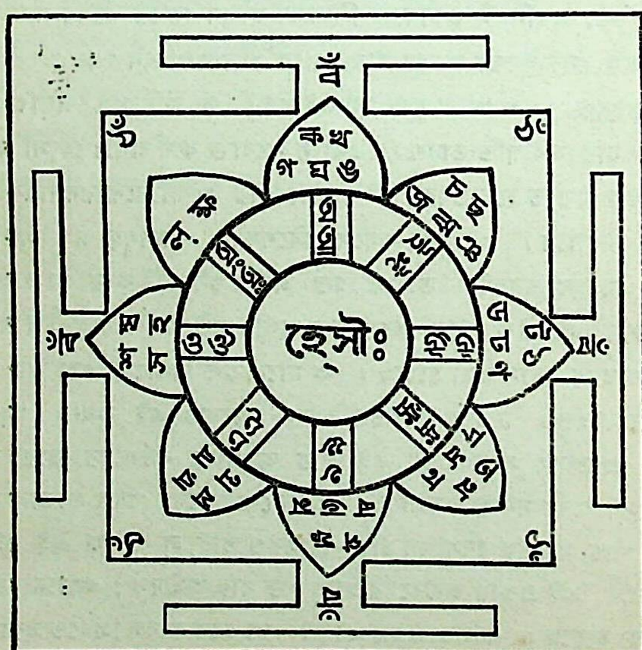
কেশরে এবং দলে বর্ণলেখার ক্রম কি, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রাচ্যাদিক্রমই ধর্তব্য ; যদিও দল এবং কেশর এই উভয়েরই প্রাচী অর্থাৎ পূর্বদিক্ সম্ভবপর

নয়, তথাপি পদ্মকুণ্ড-অঙ্কনপদ্ধতিতে লেখনে কর্ণিকার প্রাচী অর্থাৎ পূর্বদিক্ নির্দিষ্ট হয়। সেই অনুসারে দলে অর্থাৎ পদ্মদলে বর্ণলেখনক্রম অন্বেষণীয়।

দিকের অষ্টক অর্থাৎ অষ্ট দিক্ মানে প্রাচী থেকে আরম্ভ করে ঈশান পর্যন্ত দিক্। তাতে অবস্থিত বকার ও ঠকার যাতে এমনি চতুরশ্র যাতে আছে। এখানেও বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। এই প্রকার মাতৃকানামক যন্ত্রে শিষ্যকে 'নিবেশ্য' মানে স্থাপন ক'রে।

ব্যাপারটি এই রকম—পদ্মকুণ্ডের মতো অষ্টদল পদ্ম লিখে, তার বহির্ভাগে দ্বাররহিত চতুরশ্র লিখে, কর্ণিকায় হ্‌স্‌ৌঃ লিখে, কেশরে পূর্ব থেকে আরম্ভ ক'রে অ আ এই ক্রমে প্রত্যেক কেশরে দুটি দুটি ক'রে স্বরবর্ণ লিখে, পত্রান্তরস্থ পূর্বোক্ত স্থানে অর্থাৎ দলে কবর্গাদি অষ্টবর্গ, একেক দলে একেক বর্গ, এইভাবে লিখে, তার বহির্ভাগস্থ চতুরশ্রে পূর্বাদিক্রমে অষ্টদিকে বঁ ও ঠঁ লিখতে হবে, এটি হল মোদ্দা কথা। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য বলেছেন—কর্ণিকার মধ্যে হ্‌স্‌ৌঃ, কেশরে দুটি দুটি ক'রে স্বরবর্ণ, অষ্টদলে যথাক্রমে ক-আদি পঞ্চ বর্গ এবং য শ ল্ এই তিন বর্গ, পূর্বাদি দিক্ ও অগ্ন্যাদি কোণে বঁ ঠঁ, একে ভূপুরের দ্বারা আবৃত করা হবে। শিরে এই মাতৃকাপদ্ম অর্থাৎ মাতৃকাযন্ত্রের ভাবনা করলে তা বিষ ও রোগ ধ্বংস করে এবং অন্তে মৃত্যুজয়কারী হয়।

মাতৃকাযন্ত্রম্



ব্যোম = হকার, ইন্দুঃ = সকার, ঔ = ঔকার, রসনার্ণ = বিসর্গ, লান্ত = বকার, লাঙ্গলি = ঠকার। বাকী অংশ স্পষ্ট।

ত্রিসৃভিঃ মানে শ্রী, শ্যামা ও বার্তালী এই তিনের বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা, স্নপয়েৎ অর্থ সর্বাঙ্গে যাতে জলসংযোগ হয় তা করতে হবে। 'তেন' এই বিশেষণের দ্বারা এইটি সূচিত হয়েছে যে কলসের জল অপর্যাপ্ত হলেও অন্য জল গ্রাহ্য হবে না। একেই বলা হয় পূর্ণাভিষেক ।৩৮

মান্ত্রীং দীক্ষামুপসংহরতি—

সদ্বকুলং সালেপং সাভরণং সমালং সুপ্রসন্নং শিষ্যং পার্শ্বে নিবেশ্য মাতৃকাং তদঙ্গে বিন্যস্য বিমুক্তমুখকর্পটস্য তস্য হস্তে ত্রীন্ প্রথমসিক্তান্ চন্দনোক্ষিতান্ দ্বিতীয়খণ্ডান্ পুষ্পখণ্ডান্নিক্ষিপ্য তত্ত্বমন্ত্রৈর্গ্রাসয়িত্বা দক্ষিণকর্ণে বালামুপদিশ্য পশ্চাদিষ্টমনুং বদেৎ ॥ ৩৯ ॥

সদ্বকুলমিত্যাদি পার্শ্বে নিবেশ্যেত্যন্তঃ স্পষ্টার্থঃ। বহির্মাতৃকান্যাসঃ স্বাঙ্গে তন্ত্রান্তরোক্তো যথা ক্রিয়তে তদ্বচ্ছিষ্যাঙ্গে বিন্যস্য বিমুক্তমুখকর্পটস্য পূর্বং মুখং যেন বদ্ধং বিমুক্তং মুখবস্ত্রং যস্য তস্য হস্তে।

ইদং দীক্ষাত্রয়স্য তন্ত্রপক্ষে। কেচিন্মতানুসারেণ ক্রমিকদীক্ষাপক্ষে তত্ত্বদীক্ষা-ন্তে বিসর্গঃ ॥

যদ্বা—সূত্রকারস্য তন্ত্রদীক্ষায়া এব অভিমতত্বাৎ তন্ত্রপক্ষে এব মুখবন্ধনম্ ॥

প্রথমসিক্তান্ অত্র প্রথমং অসংস্কৃতং, 'আজ্যেন যূপমনক্তি" ইতিবৎ। এবমেব দ্বিতীয়ং, "জাঘন্যা পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি" ইতিবৎ ॥

বস্তুতস্তু—ক্রমস্য পূর্বং বিধানাৎ তচ্ছেষস্য সংস্কৃতস্য বিদ্যমানত্বাৎ, প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাসে উদয়নীয়মভিনির্বপতি ইতিবৎ উপযোক্ষ্যমাণসংস্কারার্থং তাবৎকালং পাত্রবিসর্জনমকৃত্বা স্থাপিতত্বাৎ সংস্কৃতপ্রথমসিক্তদ্বিতীয়খণ্ডানামেব দানং, ন ত্বসংস্কৃতস্য ॥

বহুবচনেনৈব কপিঞ্জলন্যায়েন ত্রিত্বলাভে ত্রীনিতি পুনর্বিশেষণাৎ সকৃদেব ত্রয়াণাং ন নিক্ষেপঃ, কিন্ত্বেকৈকমিতি, "দ্বৌ পরিধী পরিদধাতি" ইতিবৎ ॥

তত্ত্বমন্ত্রৈঃ আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, ইতি ত্রিভিঃ। গ্রাসয়িত্বেতি ণিজন্তশ্রবণাৎ আচার্যানুজ্ঞানন্তরং ভক্ষণম্। বালাং ত্র্যক্ষরীং। উপাদিশ্যেত্যন্তমঙ্গম্। ইষ্টমনুং পঞ্চদশীষোড়শীরূপং বদেৎ উপদিশেদিত্যর্থঃ।

ননু নায়ং ষোড়শ্যা উপদেশবিধিঃ মনুং ইত্যেকবচনেন কেবলপঞ্চদশ্যা এব বিধিঃ। ন চ বৈপরীত্যে কিং বিনিগমকং ইতি বাচ্যম্; বালোপদেশানন্তরং

পঞ্চদশ্যা এব প্রসক্তত্বেন একবচনেন তস্যৈব গ্রহণাৎ।[১] কিং চ অস্মিন্ তন্ত্রে যদি ষোড়শ্যুপদেশোঽভিমতঃ স্যাৎ তর্হি তদুদ্ধারং কুর্যাৎ। যতোঽস্মিন্ননুদ্ধারঃ অত এবানভিমত ইতি চেৎ—ন। ন[২] হি সর্বত্র বিধেয়বিশেষণানাং সংখ্যাবাচকানাং বিবক্ষায়ামপি প্রকৃত্যর্থ এবান্বয়ঃ ইতি নিয়মঃ, তদবচ্ছেদকেনাপ্যন্বয়স্য দৃষ্টত্বাৎ। তথা চ জাত্যন্বিতমেকবচনমুপপন্নম্। তথা সতি কথং তদনুসারেণ ষোড়শী-নিবৃত্তিঃ। অন্যথা "ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ" ইত্যত্র ব্রাহ্মণদ্বয়হননিষেধো ন স্যাৎ। অস্তু বৈকবচনবিবক্ষা, তথাঽপি ন ষোড়শীনিবৃত্তিঃ, বচনানুসারেণ বরিষ্ঠায়া একস্যাঃ ষোড়শ্যা উপদেশানন্তরং পশ্চাৎ শ্যামারশ্মিমালাঽঽদিবিদ্যোপদেশাবসরে পঞ্চদশ্যুপদেশে বাধকাভাবাৎ। অনুদ্ধারাদগ্রহণমিতি যৎ তদপি ন। পঞ্চদশ্যা অপি অনুদ্ধারেণ তস্যা অপ্যুপদেশো ন স্যাৎ।

ন চ মূলাধারে বিভাবনীয়রশ্মিপঞ্চকমধ্যে মাদনশক্তীত্যনেন সোদ্ধৃতেতি বাচ্যম্; সা পঞ্চদশী ন সর্বসাধারণ্যেনোদ্ধৃতা; কিং তু রশ্মিপঞ্চকাবয়বরূপা। অতএব তত্র তস্যাঃ মহাবিদ্যেত্যুক্তম্। অন্যথা তস্যা ইত্যস্য সার্থক্যং ব্রহ্মণাঽপি দুরুপপাদম্। অতঃ পূর্বপ্রতিপাদিতাঙ্গোপাঙ্গপ্রত্যঙ্গপাদুকাসহিতবিদ্যা একা। তদবয়বভূতা বিদ্যা কথং প্রধানভূতা ভবেৎ॥

কিং চ স্বতন্ত্রে অনুদ্ধৃতং ন গ্রাহ্যং ইতি কিং সূত্রকারাভিপ্রায়ো নিষ্কাস্যতে, অথবা স্বতন্ত্রে অনুদ্ধৃতং ন গ্রাহ্যং ইতি বচনান্তরেণ নিষ্কাস্যতে?

নাদ্যঃ, এতাদৃশাভিপ্রায়নিষ্কাসকলিঙ্গস্য সূত্রে অভাবাৎ। কিং চ—বালা-মন্ত্রস্ত্র্যক্ষরো ন কুত্রাপ্যুদ্ধৃতঃ স্বয়ং চ বালামুপদিশ্যেতি বদতি। এতেনানুদ্ধৃ-তোঽপি গ্রাহ্য ইতি সূত্রকারাভিপ্রায়ঃ সুস্পষ্টঃ। ন চ রশ্মিমালাসু শ্রিয়োঽঙ্গ-ত্বেন নবার্ণবালায়া উদ্ধৃতত্বেন বালামুপদিশ্যেত্যুক্তে সৈব গ্রাহ্যা ইতি বাচ্যম্। যদি নবাক্ষরীবিদ্যা বালাপদেন বিবক্ষিতা তর্হি অগ্রে পঞ্চদশনিত্যামন্ত্রোদ্ধারে "কুমারী কুলসুন্দরী" ইতি কুলসুন্দরীমন্ত্রে কুমারীবর্ণসাদৃশ্যবিধানেন তত্রাপি নবার্ণত্বপ্রসঙ্গঃ। ইষ্টাপত্তৌ দূষণং কুলসুন্দরীমন্ত্রোদ্ধারে বক্ষ্যামঃ। এবং শ্রীবিদ্যান্যাসপ্রকরণে বালাদ্বিরাবৃত্ত্যা কৢপ্তষড়ঙ্গ ইত্যত্র নবার্ণাদ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গন্যাসস্তু সর্বসম্প্রদায়বিরুদ্ধঃ। তস্মান্ন নবার্ণাঽত্র বালা, কিং তু ত্র্যক্ষর্যেব। অতএব রশ্মিমালায়াং নবার্ণমন্ত্রে শ্রিয়োঽঙ্গং বালেত্যেবোক্তং ন তু বালেতি। ইতোঽপ্যধিকযুক্তিকলাপং রশ্মিমালামন্ত্রোদ্ধারে বক্ষ্যামঃ। অতঃ স্যাৎ ত্র্যক্ষরী। ত্র্যক্ষরী বালা তু ন কচনোদ্ধৃতা, কিং তু তন্ত্রান্তরে কৢপ্তং

১। 'ন বিনিগমনাবিরহঃ ইত্যধিকঃ পাঠঃ' পুস্তকান্তরে।

২। "নহি একবচনানুসারেণ তৎসিদ্ধিঃ" ইত্যধিকপাঠঃ তত্রৈব।

গৃহীত্বৈবোপদিশ্যেতি ব্যবহৃতম্। অপি চ তত্ত্বমন্ত্রৈঃ গ্রাসয়িত্বেতি সূত্রিতম্। মন্ত্রাশ্চ নোদ্ধৃতাঃ। এবং বারাহীপ্রকরণে ত্রয়ো গুণমন্ত্রাঃ ইত্যাদয়ো নোদ্ধৃতাঃ। তেন ন সূত্রকারস্যায়মভিপ্রায় ইতি সিদ্ধান্তঃ ॥

ন দ্বিতীয়ঃ, তাদৃশশাস্ত্রস্য কুত্রাপ্যনুলব্ধেঃ ॥

কিং চ—এতদ্দীক্ষাঽবসানে শিষ্যোঽপি পূর্ণতাং ভাবয়িত্বেতি বিদিতবেদিতব্য ইতি অশেষমন্ত্রাধিকারীতি শিষ্যবিশেষণত্রয়ং শ্রূয়তে। তত্র পূর্ণত্বং গুরোগ্র্াহ্য-শেষরহিতত্বম্। যদি পঞ্চদশ্যৈব অশেষদীক্ষাপরিপূর্তিঃ তর্হি শেষস্য ষোড়শী-গ্রহণস্য সত্ত্বাৎ পূর্ণতাভাবনাবিধানং কথম্। এবমেব বিদিতবেদিতব্যত্বমনু-পপন্নম্ ॥

ন চ পঞ্চদশ্যৈব সূত্রকারমতে কৃতার্থতা পূর্ণতাঽস্তু তেনৈব মোক্ষসিদ্ধিরস্তু ইতি ন কাঽপ্যনুপপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্, এবমপ্যশেষমন্ত্রাধিকারীত্যত্র কিং পঞ্চদশ্যু-পদেশেন ষোড়শ্যামপ্যধিকারঃ স্বীক্রিয়তে, অথবা অশেষপদস্য ষোড়শীভিন্নে সঙ্কোচঃ ক্রিয়তে। নাদ্যঃ, পঞ্চদশ্যপেক্ষয়া ষোড়শ্যাঃ অল্পফলজনকত্বাপত্তেঃ। যো গুরুকার্যে অধিকৃতঃ স লঘুকার্যে অধিকৃতো ভবতি। যথা যো গঙ্গাতরণে অধিকৃতঃ স কুল্যাতরণে অধিকৃতঃ। ন তু বিপরীতং লোকে দৃষ্টম্। ন দ্বিতীয়ঃ সঙ্কোচে মানাভাবাৎ ॥

তস্মাৎ এবং নিস্পক্ষপাতেন বিচার্যমাণে ইষ্টমন্ত্রপদেন পঞ্চদশীষোড়শ্যোঃ গ্রহণে ন কিমপি বাধকং পশ্যামঃ ॥

অস্তু বা পরসন্তোষায় পঞ্চদশীদীক্ষামাত্রং সূত্রকারাভিপ্রেতম্। তথাঽপি তদ্দীক্ষাবান্ অল্পদীক্ষাবান্, তন্মণ্ডলে ষোড়শীদীক্ষাবতা তন্ত্রান্তরানুযায়িনা ন প্রবেষ্টব্যং সেবকগৃহে রাজপ্রবেশবৎ ইতি মহেশ্বরানন্দনাথা আহুঃ। তন্ন। তথাহি দীক্ষায়ামল্পত্বং অল্পাক্ষরমন্ত্রত্বং বা কিমল্পফলসাধনমন্ত্রত্বম্। আদ্যে শ্রীবিদ্যাদীক্ষাতো বারাহ্যাঃ, ততোঽপি শ্যামাদীক্ষায়াঃ বরিষ্ঠত্বাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে তন্ত্রান্তরে ষোড়শীদীক্ষায়াঃ যৎফলং তদেব অস্যাপি শ্রূয়তে, কৃতকৃত্যো বিদিতনিখিলবেদিতব্যো জীবন্মুক্তো ভবতীত্যাদিপদৈঃ প্রতীয়তে। তথাচ তুল্যত্বান্ন ন্যূনদীক্ষাবত্ত্বম্।

ননু তর্হি তন্ত্রান্তরে পঞ্চদশীদীক্ষা ন্যূনদীক্ষা ভবতীতি শ্রূয়তে। তস্য কা গতিঃ ইতি চেৎ—ন; যস্মিন্ তন্ত্রে ষোড়শীপঞ্চদশ্যোঃ সমুচ্চয়ঃ তস্মিন্ তন্ত্রে পঞ্চদশ্যাঃ অপরিপূর্ণফলত্বাৎ ষোড়শীদীক্ষায়াস্তথাত্বাৎ। তন্ত্রানুসারিণাবুভৌ, তত্রৈকঃ পঞ্চদশ্যা দীক্ষিতঃ, একঃ ষোড়শ্যা দীক্ষিতঃ, তস্যাগ্রে কর্তব্যশেষ-

সত্ত্বাদপরিপূর্ণ ইতি তস্য মণ্ডলে গুরুদীক্ষিতেন ন গন্তব্যমিতি যুক্তম্। ইহ তু তুল্যফলং প্রমাণেন সিদ্ধং, কথং গুরুত্বং লঘুত্বম্। বিচারয়ন্ত্বনাগ্রহেণ।

ন চ কারণলাঘবগৌরবেণ ফললাঘবগৌরবমস্ত্যেব ইতি বাচ্যম্ ; তথা সতি কেবলবহ্ন্যর্থিনৌ দ্বৌ। তত্রৈকেন লোহপাষাণসমবন্ধেন বহ্নির্নির্মিতঃ। একেন অরণিনির্মথনেন নির্মিতঃ। তত্র পূর্বাপেক্ষয়া পরস্য বহ্নিনির্মাণে কালাধিক্যং পুরুষাধিক্যং শ্রমাধিক্যমিতি বহুকারণগৌরবমিতি তদীয়বহ্নেরধিকদাহজনকত্বং স্যাৎ। এবং বৌধায়নসূত্রানুসারিদর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগাপেক্ষয়া আপস্তম্বপ্রয়োগস্য দ্বিগুণত্বেন আপস্তম্বসূত্রানুযায়িনাং দ্বিগুণস্বর্গোৎপত্ত্যাপত্তিঃ। আপস্তম্ব-সূত্রানুসারিণো বৌধায়নসূত্রানুযায়িতো গুরুতরত্বাপত্তিঃ। তস্মাদধিকফল-জনকত্বারিক্তং গুরুত্বং দীক্ষায়াং দুর্বচম্ ॥

প্রকৃতে তদভাবাৎ কথং লঘুদীক্ষাবত্ত্বং সূত্রানুযায়িনঃ, গুরুসাধনে তুল্য-ফলত্বেঽপি প্রবৃত্তিঃ। স্বপূর্বগুরুপরম্পরাঽঽগতসাধনমন্তরা তদধিকারিণঃ ফলং ন ভবতীতি শাস্ত্রেণৈব, ন ফলাধিক্যেচ্ছয়া। "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি", "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি", ইত্যাদৌ ফলতারতম্যব্যবস্থাপনং চ তাদৃশশাস্ত্রাভাবাদধিকারিভেদেন ব্যবস্থাসম্ভবাত্যুক্তম্। তস্মাদত্র ন ন্যূনাধিক-দীক্ষাভাব ইতি। সুধীভিঃ শেষমূহ্যম্ ॥

অয়ং পক্ষঃ পরতুষ্টয়ে অঙ্গীকৃত্য চালিতঃ। বস্তুতস্তু ইষ্টমন্ত্রপদেন ষোড়শীগ্রহণে বাধকাভাবঃ উক্তঃ প্রাক্ ॥

ন চ উষঃকালক্রিয়ায়াং কাদিং হাদিং বা মূলবিদ্যাং মনসা দশবারমাবর্ত্যে-ত্যত্র কাদিং হাদিং বেতি বিদ্যাবিশেষণং অত্র ষোড়শ্যভাবে লিঙ্গং ইতি বাচ্যম্ ; তাভ্যাং বিশেষণাভ্যাং উষঃকালক্রিয়াসন্নিধৌ পঠিতাভ্যাং তদঙ্গত্বেন ষোড়শী নিবর্ততাং, কামং তথাঽপি সর্বত্র ষোড়শীং নিবর্তয়িতুং তয়োঃ কা শক্তিঃ। আরামগমনকালে অশ্বমানয় ইতি রাজ্ঞো বাক্যেন আরামগমনসাধনশিবিকাঽ-ঽদিযানবাধেঽপি অশ্বপদঘটিতং বাক্যং সদা যানান্তরং ন বাধিতুং সমর্থং ভবতি ॥

তস্মাৎ ষোড়শ্যুপদেশঃ আবশ্যকঃ সূত্রানুযায়িনামপি। ইতোঽপ্যধিকং সুধীভিরাগ্রহং পরিত্যজ্য বিচার্যম্। ধর্মতত্ত্ববিবেচনে স্বমতপক্ষপাতো নরকায়ৈব ভবেৎ ইত্যলং ভূয়সা ॥ ৩৯।

মান্ত্রীদীক্ষার উপসংহার করছেন—

পট্টবস্ত্রপরিহিত কৃতাঙ্গরাগ সাভরণ মাল্যভূষিত সুপ্রসন্ন শিষ্যকে পাশে বসিয়ে, তার অঙ্গে বহির্মাতৃকান্যাস ক'রে তার মুখের বাঁধন বস্ত্রখণ্ড খুলে ফেলে,

তার হাতে ক্রমে তিন প্রথমসিক্ত চন্দনলিপ্ত দ্বিতীয়খণ্ড পুষ্পখণ্ড স্থাপন ক'রে, তত্ত্বমন্ত্রে তাকে তা ভক্ষণ করিয়ে, তার দক্ষিণকর্ণে বালামন্ত্র উপদেশ করবেন এবং তারপর ইষ্টমন্ত্র উপদেশ করবেন ॥ ৩৯ ॥

'সদ্বকূলং' থেকে 'পার্শ্বে নিবেশ্য' পর্যন্ত অংশের অর্থ স্পষ্ট। তন্ত্রান্তরোক্ত বিধানে নিজ অঙ্গে যে-প্রকারে বহির্মাতৃকান্যাস করতে হয় সেই প্রকারে শিষ্যের অঙ্গে ন্যাস ক'রে। বিমুক্তকর্পটস্য মানে পূর্বে যা দিয়ে মুখ বাঁধা হয়েছিল সেই মুখবন্ধনবস্ত্র যার বিমুক্ত তার, হস্তে অর্থাৎ হাতে।

* * * * *

'তত্ত্বমন্ত্রৈঃ' অর্থ আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, এই তিন মন্ত্রের দ্বারা। ণিজন্ত গ্রাসয়িত্বা পদ ব্যবহারের দ্বারা বুঝান হয়েছে, গুরুর আজ্ঞা নিয়ে তবে ভক্ষণ করতে হবে। 'বালাং' পদের অর্থ ঐ̐ ক্লী̐ সৌঃ এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র। 'উপদিশ্য' পদের দ্বারা দীক্ষার শেষ অঙ্গ বুঝান হয়েছে। 'ইষ্টমনুং' অর্থ পঞ্চদশী-ষোড়শীরূপ ইষ্টমন্ত্র। বদেৎ অর্থ উপদেশ করবে ॥

* * * * ॥ ৩৯ ॥

শিষ্যনামনির্দেশঃ

গুরুকর্তৃকং কর্মশেষং বদতি—

ততস্তস্য শিরসি স্বচরণং নিক্ষিপ্য সর্বান্ মন্ত্রান্ সকৃদ্বা ক্রমেণ বা যথাঽধিকারমুপদিশ্য স্বাঙ্গেষু কিমপ্যঙ্গং শিষ্যং স্পর্শয়িত্বা তদঙ্গ-মাতৃকাবর্ণাদি দ্ব্যক্ষরং ত্র্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা আনন্দনাথশব্দান্তং তস্য নাম দিশেৎ ॥ ৪০ ॥

ততঃ ইত্যনেন বক্ষ্যমাণানাং ধর্মাণাং উত্তরাঙ্গত্বং সূচিতম্। স্বস্য গুরোঃ চরণং "অনাদেশে দক্ষিণং প্রতীয়াৎ" ইতি পরিভাষয়া দক্ষিণচরণমেব ন্যসেৎ। সর্বান্ মন্ত্রান্ প্রকরণেন সর্বপদসঙ্কোচে "সর্বে হারিযোজনং লিপ্সন্তি" ইতিবৎ শ্রীবিদ্যাঽঙ্গভূতান্ গণপতি-শ্যামা-বার্তালী-পরা-পঞ্চদশী-নিত্যা-রশ্মিমালা-মন্ত্রাদীন্ সর্বান্। সকৃদ্বা ইত্যত্র বাকার এবকারার্থঃ। তদানীমেবেত্যর্থঃ। ক্রমেণ বা তত্তদুপাসনবেলায়াং বা। যথাঽধিকারং ইত্যনেন ব্যবস্থিতবিকল্পঃ সূচিতঃ। ভক্তিশ্রদ্ধাঽঽধিক্যবতঃ তদানীমেব, কিঞ্চিন্ন্যূনতদ্বতঃ ক্রমেণেতি। স্বাঙ্গেষু ইত্যত্র অঙ্গপদং শরীরাবয়বপরম্। স্পর্শং কুর্বিত্যাজ্ঞাং দদ্যাৎ। তত শিষ্যো যমবয়বং স্পৃশেৎ তত্র মাতৃকান্যাসে যো বর্ণঃ স আদিঃ যস্মিন্ ঈদৃশম্।

ইদং নামবিশেষণম্। যথা শিরস্‌স্পর্শে তত্র মাতৃকাবর্ণ অকারঃ স আদির্যস্য অমৃতানন্দনাথ ইতি। এবমেব সর্বত্র যোজ্যম্। দ্ব্যক্ষরং বেত্যাদিঃ স্পষ্টার্থঃ। আনন্দনাথশব্‌দান্তং স্পষ্টম্। তস্য শিষ্যস্য নাম দিশেৎ স্থাপয়েৎ ॥ ৪০।

শিষ্যনামনির্দেশ

গুরুর করণীয় শেষ কর্ম বলছেন—

তারপর শিষ্যের শিরে গুরু স্বীয় দক্ষিণচরণ স্থাপন করে শ্রীবিদ্যার অঙ্গভূত সব মন্ত্র একবারেই অথবা ক্রমে ক্রমে শিষ্যের অধিকারানুযায়ী উপদেশ ক'রে শিষ্যকে তার কোনো অঙ্গ স্পর্শ করতে আদেশ করবেন এবং শিষ্য যে-অঙ্গ স্পর্শ করবে মাতৃকান্যাসের সময় সেই অঙ্গে যে-বর্ণ ন্যাস করতে হয় তাকে আদ্যক্ষর ধরে দুই তিন বা চার অক্ষরের একটি নাম নির্বাচন ক'রে তার সঙ্গে আনন্দনাথ শব্দ যোগ করতঃ শিষ্যের সেই নাম রাখবেন ॥ ৪০ ॥

'ততঃ' এই পদের দ্বারা বক্ষ্যমাণ ধর্মের অর্থাৎ অনুষ্ঠানের পরবর্তিতা সূচিত হয়েছে। 'স্ব' অর্থ 'স্বস্য' মানে গুরুর, "অনাদেশে দক্ষিণং প্রতীয়াৎ"—যেখানে কোনো নির্দেশ নাই সেখানে দক্ষিণ বুঝতে হবে, এই নিয়ম অনুসারে 'চরণং' অর্থে দক্ষিণ চরণ, তাই স্থাপন করতে হবে, এইটি বুঝাচ্ছে। 'সর্বান্ মন্ত্রান্' এখানে প্রকরণ অনুসারে 'সর্ব'পদের অর্থসঙ্কোচ হয়েছে এবং "সর্বে হারিযোজনং লিপ্সন্তি" এক্ষেত্রের মতো 'সর্বান্' বলতে বুঝাচ্ছে শ্রীবিদ্যার অঙ্গভূত গণপতি-শ্যামা-বার্তালী-পরা-পঞ্চদশী-নিত্যা-রশ্মিমালা-মন্ত্রাদি। সকৃদ্‌বা এখানে 'বা' মানে এব অর্থাৎ ই। সহজ অর্থ হল তখনই। 'ক্রমেণ বা' মানে অথবা সেই সেই উপসনার সময়। 'যথাঽধিকারং' এর দ্বারা ব্যবস্থিতবিকল্প সূচিত হয়েছে। যার ভক্তিশ্রদ্ধা অধিক তার তখনই, আর যার ভক্তিশ্রদ্ধা কিছুটা কম তার তদনুযায়ী ক্রমে। 'স্বাঙ্গেষু' এখানে অঙ্গপদের অর্থ শরীরের অবয়ব। স্পর্শ কর-এই আজ্ঞা করবেন। তখন শিষ্য যে-অবয়ব স্পর্শ করবে সেখানে মাতৃকান্যাসে যে-বর্ণ ন্যাস করতে হয় সেই বর্ণ আদি যার, ঈদৃশ। এটি নামের বিশেষণ। যেমন, শির স্পর্শ করলে সেখানে মাতৃকান্যাসের বর্ণ অকার, তা আদি যার, এই প্রকারে পাওয়া যায় অমৃতানন্দনাথ। সর্বত্র এইভাবে প্রয়োগ হবে। 'দ্ব্যক্ষর বা' ইত্যাদির অর্থ স্পষ্ট। 'আনন্দনাথশব্‌দান্তং' একথার অর্থও স্পষ্ট। তস্য মানে শিষ্যের, নাম, দিশেৎ মানে রাখবেন। ৪০।

গুরুপাদুকামন্ত্রদানম্

বিস্মৃতং পুনরাহ—

বালোপদিষ্টৈঃ পূর্বমাত্মনঃ পাদুকাং ষট্‌তারযুক্তাং দদ্যাৎ ॥ ৪১ ॥

দ্বিতীয়শকলগ্রাসানন্তরং ৰালোপদিষ্টেঃ পূৰ্বং আত্মনঃ পাদুকাং আত্মনঃ গুরোঃ দীক্ষাকালে দত্তং যন্নাম তদ্‌ঘটিতপাদুকাঽন্তং মন্ত্রং ষট্‌তারযুক্তং তস্মৈ উপদিশেৎ। ষট্‌ তারাশ্চ কুলার্ণবে—

বাগ্‌ভবং চ পরা শ্রীশ্চ কালীৰীজং ততঃ প্রিয়ে।
ভুৰনেশী মন্মথং চ ষট্‌ তারাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ইতি ॥

অমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি ॥

এতেন নিৰন্ধস্থপাদুকামন্ত্রঃ সূত্রানবলোকনকল্পিতঃ পরাস্তঃ।

যদ্যপ্যত্র পাঠক্রমেণ অত্রৈবোপদেশঃ প্রাপ্তঃ, তথাঽপি "আশ্বিনো দশমো গৃহ্যতে" ইতিবৎ শ্রৌতক্রমেণ তস্য ৰাধো যুক্তঃ ॥ ৪১ ॥

গুরুপাদুকামন্ত্রদান

বিস্মৃত বস্তু আবার বলছেন—

শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ করার পূর্বে গুরু স্বীয় দীক্ষাকালে প্রাপ্ত নামের সঙ্গে পাদুকাশব্দ যোগ ক'রে এবং তার সঙ্গে ষট্‌তার যুক্ত ক'রে পাদুকামন্ত্র শিষ্যকে দান করবেন ॥ ৪১ ॥

শিষ্যের দ্বিতীয়খণ্ড ভক্ষণের পর শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ করার পূর্বে গুরুর নিজের দীক্ষাকালে যে-নাম তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেই নামের অন্তে পাদুকা-শব্দ যোগ ক'রে তার সঙ্গে ষট্‌তার যুক্ত ক'রে তাকে অর্থাৎ শিষ্যকে উপদেশ করবেন। কুলার্ণবতন্ত্রে ষট্‌তার এইভাবে বিবৃত হয়েছে—প্রিয়ে, বাগ্‌ভববীজ অর্থাৎ ঐঁ, পরাবীজ অর্থাৎ সৌঃ, শ্রীবীজ অর্থাৎ শ্রীঁ, কালীবীজ অর্থাৎ ক্রীঁ, ভুবনেশীবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ আর মন্মথবীজ অর্থাৎ ক্লীঁ, ষট্‌তার নামে খ্যাত।

অমুকানন্দনাথের শ্রীপাদুকা পূজা করি, এইভাবে বলতে হবে[১]।

* * * * ॥ ৪১ ॥

আচারানুশাসনাদি

আচারাননুশিষ্য, হার্দচৈতন্যমামৃশ্য, বিদ্যাত্রয়েণ তদঙ্গং ত্রিঃ পরিমৃজ্য পরিরভ্য মূর্ধন্যবঘ্রায় স্বাত্মরূপং কুর্যাৎ ॥ ৪২ ॥

আচারান্ দশমখণ্ডে বক্ষ্যমাণান্ অনুশিষ্য শিক্ষয়িত্বা হার্দং হৃদয়াকাশ-সম্বন্ধি চৈতন্যং, তমিতি শেষঃ, শিষ্যং আমৃশ্য ধ্যাত্বা, স্বহৃদয়স্থচৈতন্যাভিন্নং শিষ্যং ভাবয়িত্বেত্যর্থঃ। বিদ্যাত্রয়েণ শ্রী-শ্যামা-বার্তালীবিদ্যাভিঃ। বিদ্যাত্রয়ং

১। মন্ত্রঃ—ঐঁ সৌঃ শ্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

একদা পঠিত্বা পরিমার্জনং প্রথমং, ততঃ দ্বিঃ তূষ্ণীং, ত্রিঃ প্রোক্ষতি ইতিবৎ, ন তু ত্রিভিস্ত্রিবারম্। তথা সতি তিসৃভির্বিদ্যাভিরিত্যেব বদেৎ। বিদ্যাত্রয়েণেতিকরণে একত্ববৈশিষ্ট্যং প্রতীয়তে। তস্মান্ন তথা। পরিমার্জনং নাম স্বহস্তেন শিষ্যস্য সর্বশরীরস্পর্শঃ। পরিরভ্য আলিঙ্গ্য. মূর্ধন্যবঘ্রায় স্বাত্মরূপং কুর্যাৎ, স্বস্য যথা আত্মা মোক্ষপ্রতিবন্ধকপৌরুষমলরহিতঃ তথা তং কুর্যাৎ ॥ ৪২ ॥

আচারানুশাসনাদি

শিষ্যকে আচার শিক্ষা দিয়ে গুরু স্বীয় হৃদয়াকাশস্থ চৈতন্য শিষ্যে ধ্যান ক'রে, বিদ্যাত্রয় পাঠ ক'রে শিষ্যের অঙ্গ তিনবার পরিমার্জন ক'রে, তাকে আলিঙ্গন ক'রে, তার মস্তকাঘ্রাণ ক'রে তাকে আত্মস্বরূপ অর্থাৎ নিজে যেমন পৌরুষমলরহিত তেমনি করবেন ॥ ৪২ ॥

দশমখণ্ডে যে-সব আচার বলা হবে তা 'অনুশিষ্য' মানে শিক্ষা দিয়ে 'হার্দং' মানে হৃদয়াকাশসম্বন্ধী যে-চৈতন্য তাকে, শিষ্যকে 'আমৃশ্য' মানে ধ্যান ক'রে অর্থাৎ স্বহৃদয়স্থ চৈতন্য থেকে শিষ্য অভিন্ন এইরূপ ভাবনা ক'রে। 'বিদ্যাত্রয়েণ' মানে শ্রী-শ্যামা-বার্তালী-বিদ্যা দ্বারা। বিদ্যাত্রয় একসময়ে পাঠ ক'রে, এক পরিমার্জন, দুই তূষ্ণী, তিন প্রোক্ষণ করবেন, এই মতো হবে। তিনটি দ্বারা তিনবার, এরকম বুঝাচ্ছে না। সে রকম হ'লে তিন বিদ্যা দ্বারা এমনি বলা হত। 'বিদ্যাত্রয়েণ' এইরূপ বলায় একত্ববৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হচ্ছে। কাজেই, তিনটি দ্বারা তিনবার সেরকম নয়। স্বহস্তে শিষ্যের সর্বশরীর স্পর্শ করার নাম পরিমার্জন। 'পরিরভ্য' মানে আলিঙ্গন ক'রে। 'মূর্ধন্যবঘ্রায়' মানে মস্তক আঘ্রাণ ক'রে। 'আত্মস্বরূপং কুর্যাৎ' মানে নিজের আত্মা যেমন মোক্ষের প্রতিবন্ধক পৌরুষমলরহিত তেমনি শিষ্যকে করবেন। ৪২

শিষ্যস্য অশেষমন্ত্রাধিকারিত্বম্

সদ্গুরুরিত্যারভ্য এতদন্তং গুরুকর্তৃকং কর্ম, ইতঃ পরং শিষ্যকর্তৃকক্রিয়া ভবতি—

শিষ্যোঽপি পূর্ণতাং ভাবয়িত্বা কৃতার্থস্তং গুরুং যথাশক্তি বিত্তৈরুপচর্য বিদিতবেদিতব্যোঽশেষমন্ত্রাধিকারী ভবেদিতি শিবম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীরেণুকাগর্ভসম্ভূত-দুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক-শ্রীভার্গবোপাধ্যায়-জামদগ্ন্য-মহাদেবপ্রধানশিষ্য-মহাকৌলাচার্য—শ্রীমৎপরশুরামকৃতৌ কল্পসূত্রে দীক্ষা-বিধির্নাম প্রথম খণ্ডঃ।

পূর্ণতা পূর্বমেব ব্যাখ্যাতা। অতএব কৃতোঽর্থ মোক্ষসাধনং যেন স তাদৃশঃ। তং ইতি কালবাচী, তং কালং, অস্মিন্নেব কাল ইত্যর্থঃ, গুরুবিশেষণত্বে

বৈয়র্থ্যাৎ। যদ্বা– "গুরোর্গুরৌ সমীপস্থে প্রগুরোরেব পূজনম্" ইতি বচনেন কদাচিৎ সপর্যায়া অন্যযোগপ্রাপ্তৌ তন্মা ভূৎ ইতি জ্ঞাপয়িতুং তমিতি। যথাশক্তি বিত্তৈঃ "লক্ষং লক্ষপতির্দদ্যাৎ দরিদ্রস্তু বরাটিকাম্" ইতি রীত্যা উপচর্য সন্তোষ্য। বিদিতং জ্ঞাতং বেদিতব্যং জ্ঞাতুং যোগ্যং যেন সঃ সর্বজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ। অশেষমন্ত্রাণাং সৌরবৈষ্ণবাদিসপ্তকোটিমন্ত্রেষু অধিকারী ভবেৎ ইতি। এতেন এতদুপদেশেন সর্বমন্ত্রোপদেশো জাতঃ, পুস্তকাদিবাচননিষেধো নাস্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

যস্য নো পশ্চিমং জন্ম তুষ্টো যেন চ সদ্‌গুরুঃ[1]।
তেনৈব লভ্যতে বিদ্যা সাক্ষাচ্ছ্রীষোড়শাক্ষরী[2] ॥
অত্র সর্বে মহামন্ত্রাঃ বীজান্তর্বৃক্ষগাত্রবৎ।
সংস্থিতাস্তু মহেশানি তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠতরা ভবেৎ ॥ ইতি ॥

যচ্চোপক্রান্তং দীক্ষাপ্রকরণং তৎসমাপ্তং ইতি জ্ঞাপকঃ শিবশব্দঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীরামেশ্বররচিতায়াং সৌভাগ্যোদয়নাম্নি পরশুরামসূত্রবৃত্তৌ প্রথমখণ্ডাত্মকং দীক্ষাপ্রকরণং সমাপ্তম্।

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শিষ্যের অশেষমন্ত্রাধিকার

'সদ্‌গুরুঃ'-আদি সূত্র (৩৪) দিয়ে আরম্ভ করে এই সূত্র (৪২) দিয়ে শেষ করে যা বলা হল তা গুরুর করণীয় কর্ম। অতঃপর শিষ্যের করণীয় কর্ম—

শিষ্যও পূর্ণতার ভাবনা ক'রে কৃতার্থ হয়ে এবং গুরুকে যথাশক্তি বিত্তের দ্বারা সন্তুষ্ট করে বেদিতব্য রহস্য জ্ঞাত হয়ে অশেষ মন্ত্রের অধিকারী হবে। শিবম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীরেণুকাগর্ভসম্ভূত, দুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক, ভার্গবোপাধ্যায়, জমদগ্নিপুত্র, মহাদেবের প্রধান শিষ্য, মহাকৌলাচার্য শ্রীমৎপরশুরামকৃত কল্পসূত্রে দীক্ষাবিধি নামক প্রথম খণ্ড।

পূর্ণতার ব্যাখা পূর্বেই করা হয়েছে। অতএব 'কৃতোঽর্থঃ' মানে মোক্ষসাধন যার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে, তাদৃশ 'তং'পদ কালবাচক। তং মানে তং কালং অর্থাৎ তৎকাল, কেননা, তং পদকে গুরুং পদের বিশেষণ ধরলে তা নিরর্থক হবে। অথবা—"গুরুর গুরু সমীপস্থ থাকলে প্রগুরুরই পূজা করতে হয়" এই বচনানু-

১। যদি বা শঙ্করঃ স্বয়ম্ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। শ্রীমৎপঞ্চাদশাক্ষরী ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

সারে পূজার অন্য যোগাযোগ সম্ভাবনায় অর্থাৎ স্বগুরুর স্থলে গুরুর গুরুর পূজা সম্ভাবনায়, এ ক্ষেত্রে তা হবে না, এইটি জ্ঞাপন করার জন্য তৎপদের ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে তৎপদ গুরুং পদের বিশেষণ। যথাশক্তি বিত্তের দ্বারা অর্থ "লক্ষপতি লক্ষমুদ্রা দেবে আর দারিদ্র দেবে কপর্দক" এই রীতি অনুসারে বিত্তের দ্বারা। 'উপচর্য' মানে সন্তুষ্ট ক'রে। 'বিদিতং' মানে জ্ঞাত হয়েছে, বেদিতব্যং মানে জানার যোগ্য যৎকর্তৃক বিদিতবেদিতব্যঃ সে, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। অশেষমন্ত্রাণাং মানে সৌরবৈষ্ণবাদি সপ্তকোটি মন্ত্রের, অধিকারী হবে। আলোচ্যমান মন্ত্রোপদেশের দ্বারা সর্বমন্ত্রের উপদেশ হয়ে যায়। এরূপ মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে পুস্তকাদিবাচনের নিষেধ নাই। তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—যার পরজন্ম নাই, যে সদ্‌গুরুকে তুষ্ট করেছে, সে-ই সাক্ষাৎ শ্রীষোড়শাক্ষরী বিদ্যা লাভ করতে পারে। বৃক্ষগাত্রের অভ্যন্তরে যেমন বীজ থাকে তেমনি, ওগো মহেশানী, এই মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত মহামন্ত্র সংস্থিত। এইজন্য, এই বিদ্যা অর্থাৎ ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা শ্রেষ্ঠতরা।

যে-দীক্ষাপ্রকরণ আরম্ভ করা হয়েছিল তা সমাপ্ত হল শিবশব্দ তারই জ্ঞাপক।

শ্রীরামেশ্বররচিত সৌভাগ্যোদয় নামক পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে প্রথম-খণ্ডাত্মক দীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ—গণনায়কপদ্ধতিঃ

গণনায়কোপাস্তিবিধিঃ

পূর্বখণ্ডে দীক্ষাবিধিং পরিসমাপ্য শ্রীললিতোপাস্তিপ্রকরণং বিবক্ষুঃ তদুপাস্তেঃ পূর্বাঙ্গভূতাং শ্রীমহাগণপত্যুপাস্তিং বক্তুং প্রক্রমতে—

ইত্থং সদ্‌গুরোরাহিতদীক্ষঃ মহাবিদ্যাহঽহরাধনপ্রত্যূহাপোহায় গণনায়কীং পদ্ধতিমামৃশেৎ ॥ ১ ॥

ইত্থং পূর্বোক্তপ্রকারেণ সদ্‌গুরোঃ শাস্ত্রোক্তলক্ষণসহিতগুরোঃ সকাশাৎ আহিতা প্রাপ্তা দীক্ষা যেন ঈদৃশঃ। এতেন ঈদৃশদীক্ষাবত এব শ্রীবিদ্যোপাস্তাবধিকারো নান্যস্য ইতি সূচিতম্। মহাবিদ্যা পঞ্চদশী ষোড়শী বা। তস্যা আরাধনং জপঃ। যদ্‌বা—মহাবিদ্যা শ্রীললিতা, মহাবিদ্যাবাচ্যত্বাৎ, বাচ্যবাচকয়োরভেদাৎ, তস্যা আরাধনং ফলপ্রাপ্ত্যন্তং পূজনং, তদুৎপত্তিপ্রতিবন্ধকীভূতাঃ যে প্রত্যূহাঃ বিঘ্নাঃ—"বিঘ্নোঽন্তরায়ঃ প্রত্যূহঃ" ইত্যমরঃ, তেষাং অপোহায় নাশায় গণনায়কীং গণেশসম্বন্ধিনীং পদ্ধতিং মার্গং—"সরণিঃ পদ্ধতিঃ পদ্যা বর্তন্যেকপদীতি চ" ইত্যমরঃ—উপাসনাসরণিমিত্যর্থঃ। আমৃশেৎ স্বীকুর্যাৎ। অস্যাঃ শ্রীললিতোপাস্ত্যঙ্গত্বং যথা স্যাৎ তথোক্তং প্রাক্ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড—গণনায়কপদ্ধতি

গণনায়কোপাসনাবিধি

প্রথমখণ্ডে দীক্ষাবিধি পরিসমাপ্ত করে শ্রীললিতার উপাসনাপ্রকরণ বলতে ইচ্ছুক হয়ে সেই উপাসনার পূর্বাঙ্গভূত শ্রীমহাগণপতির উপাসনা বলতে আরম্ভ করলেন—

এইপ্রকারে সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মহাবিদ্যার আরাধনার বিঘ্ননাশের জন্য গণনায়কী পদ্ধতি অর্থাৎ গণেশের উপাসনাসরণি স্বীকার করবে ॥ ১ ॥

'ইত্থং' মানে এই প্রকারে অর্থাৎ পূর্বোক্তপ্রকারে, 'সদ্‌গুরোঃ' মানে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত সদ্‌গুরুর, তাঁর কাছে যে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে সে সদ্‌গুরোরাহিতদীক্ষঃ। এ দ্বারা ঈদৃশ দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই শ্রীবিদ্যা-উপাসনায় অধিকার, অন্যের নয়, এইটি সূচিত হয়েছে। মহাবিদ্যা পঞ্চদশী অর্থাৎ পঞ্চদশাক্ষরী বা ষোড়শী অর্থাৎ ষোড়শাক্ষরী। তাঁর আরাধন মানে জপ। অথবা—মহাবিদ্যা মানে শ্রীললিতা, কেননা, মহাবিদ্যাশব্দের বাচ্য শ্রীললিতা আর বাচ্য

ও বাচকে কোনো ভেদ নেই। তাঁর আরাধন মানে পূজান্তে ফলপ্রাপ্তি হয় এরূপ পূজা। তার উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত যে 'প্রত্যূহাঃ' মানে বিঘ্নসমূহ, অমরকোষে আছে—বিঘ্ন অন্তরায় প্রত্যূহ পর্যায়বাচক শব্দ। তাদের 'অপোহায়' মানে নাশের জন্য 'গণনায়কী' মানে গণেশসম্বন্ধী, 'পদ্ধতিং' মানে মার্গ। অমরকোষে আছে—সরণি পদ্ধতি পদ্যা বর্তনী ও একপদী পর্যায়বাচক শব্দ। কাজেই পদ্ধতি অর্থ দাঁড়াল উপাসনাসরণি। 'আস্থেৎ' মানে স্বীকার করবে। গণেশোপাসনা যে ললিতোপসনার অঙ্গ তা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১

প্রাতঃকৃত্যং ধ্যানাদি তর্পণান্তম্

এবং গণনায়কোপাস্তেঃ আবশ্যকতামুক্ত্বা তদুপাসনাপ্রকারং প্রপঞ্চয়তি—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত উত্থায়[১] দ্বাদশান্তে সহস্রদলকমলকর্ণিকামধ্যনিবিষ্ট-গুরুচরণযুগলবিগলদমৃতরসবিসরপরিপ্লুতাখিলাঙ্গো হৃদয়কমল-মধ্যে জ্বলন্তমুদয়দরুণকোটিপাটলমশেষদোষনির্বেষভূতমনেকপাননং নিয়মিত-পবনমনোগতির্ধ্যাত্বা তৎপ্রভাপটলপাটলীকৃততনুঃ বহির্নির্গত্য মুক্ত-মলমূত্রো দন্তধাবনস্নানবস্ত্রপরিধানসূর্যার্ঘ্যদানানি বিধায় উদ্যদাদিত্য[২]-বর্তিনে মহাগণপতয়ে তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ইত্যর্ঘ্যং দত্বা নিত্যকৃত্যং বিধায় চতুরাবৃত্তিতর্পণং কুর্যাৎ।

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বলং পুষ্টির্মহদ্‌যশঃ।
কবিত্বং ভুক্তিমুক্তী চ চতুরাবৃত্তিতর্পণাৎ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্তে উষঃকালে উত্থায়, শয়নাদিতি শেষঃ। দ্বাদশান্তে—ললাটোর্ধ্বং কপালোর্ধ্বাবসানং দ্বাদশান্তপদবাচ্যং, তস্মিন্। তদুক্তং স্বচ্ছন্দসংগ্রহে—

দ্বাদশান্তং ললাটোর্ধ্বং ললাটোর্ধ্বাবসানকম্ ॥ ইতি ॥

যদ্‌বা—দ্বাদশান্তে স্থূলশরীরে সুষুম্নানাড়ীমাশ্রিত্য দ্বাত্রিংশৎপদ্মানি সন্তি। তেষু সহস্রদলকমলে দ্বে, সর্বাধঃ অকুলনামকমেকমূর্ধ্বমুখং, সর্বোর্ধ্বাং দ্বাদশান্ত-নামকমধোমুখমপরম্। অত্র প্রমাণং সবিস্তরং যোগিনীতন্ত্রস্যোত্তরচতুশ্‌শতী-ব্যাখ্যানে সেতুবন্ধে অস্মৎপরমগুরুকৃতে দ্রষ্টব্যম্। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ লিখিতম্।

১। মুহূর্তে চোত্থায় ইতি পাঠান্তরঃ।
২। মণ্ডল ইতি পাঠান্তরঃ।

ইদং চ কমলে বিশেষণং অভেদসম্বন্ধেন। যদ্যপি দ্বাদশান্ত ইতি সপ্তম্যন্তস্য সমাসঘটকীভূতকমলেন সাকং অন্বয়ো ন সম্ভবতি সমাসঘটকপদসাপেক্ষত্বরূপা-সামর্থ্যাৎ কমলস্য সমাসপ্রযোজকসামর্থ্যাভাবেন সমাসানুপপত্তেঃ। অন্যথা ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গা ইতি প্রয়োগাপত্তেঃ। তথাঽপি দ্বাদশান্ত ইত্যপি সমাসান্তং, ঋদ্ধরাজমাতঙ্গা ইতিবৎ। সপ্তমীলোপাভাবঃ ছান্দসঃ। দ্বাদশান্তসংজ্ঞকং যৎকমলং তৎকর্ণিকামধ্যনিবিষ্টগুরুচরণযুগলং দ্বন্দ্বং তস্মাৎ বিগলৎ স্রবদ্ যৎ অমৃতং তস্য রসস্য যো বিসরঃ বিস্তারঃ তেন পরিপ্লুতং ক্লিন্নং অখিলাঙ্গং যস্য, এবং ভূত্বেতি শেষঃ। ভূত্বেতি পূর্বোক্তং নিয়মিতপবনমনো-গতিরিতি চ ধ্যানকর্তৃবিশেষণং, কর্তৃপরিচ্ছেদকতয়া ধ্যানাঙ্গং, "অভিক্রামং জুহোতি" ইতিবৎ। নিয়মিতা পবনমনসোর্গতিঃ যেন, প্রাণান্ মনশ্চাচলং কৃত্বেত্যর্থঃ। মনঃপবননিরোধমন্তরা ঐকাগ্র্যং ন সম্ভবতি। ঐকাগ্রমন্তরা ধ্যানং চ ন সম্ভবতি। অতস্তয়োরাবশ্যকতেতি ভাবঃ। হৃদয়কমলমধ্যে অনাহতে জ্বলন্তমিত্যনেন স্বশরীরস্থপাপদাহকর্তৃত্বং সূচিতম্। উদয়দরুণকোটি-পাটলমিত্যনেন অভূতোপমানেন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এতদ্রূপমমন্যন্নাস্তীতি সূচিতম্। অশেষদোষনির্বেষং অশেষাণাং স্বকীয়দোষাণাং নির্বেষঃ—নির্গতো বেষঃ স্বরূপং যেষাং তে নির্বেষাঃ স্বরূপশূন্যাঃ নষ্টাঃ ইত্যর্থঃ, ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ, ইত্থং চ—নির্বেষত্বং ধ্বংসো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বশরীরস্থনিখিলদোষ-নাশকমিতি ফলিতোঽর্থঃ। অনেকপো দ্বিপঃ গজঃ তস্য আননং যস্যেতি ঈদৃশং ধ্যাত্বা তস্য দেবস্য প্রভায়াঃ পটলেন সমূহেন পাটলীকৃতঃ। অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। শ্বেতরক্তত্বং সম্পাদিতা তনুঃ স্বকীয়শরীরং যেন। "শ্বেতরক্তস্তু পাটলঃ" ইত্যমরঃ। এতেন স্বতনৌ যাবৎপর্যন্তং পাটলত্বং সম্ভবতি তাবৎপর্যন্তং ধ্যায়ে-দিত্যর্থঃ। এতাবৎপর্যন্তং শয়নস্থলকৃত্যং, অগ্রে বহির্নির্গত্যেত্যুক্তত্বাৎ। ইদং বহির্নির্গমনং স্মৃতিপ্রাপ্তম্। মলমূত্রবিসর্গশ্চানেন অনূদ্যতে। অত্র 'দন্তধাবনং বিধায়েতি সামান্যবিধৌ সত্যাং কথং বিধানং ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াঃ, স্মার্তাপেক্ষয়া তান্ত্রিকধর্মাণাং অশ্বপ্রতিগ্রহন্যায়েন সন্নিকৃষ্টত্বাৎ, তন্ত্রান্তরোক্তানামেব ধর্মাণাং গ্রহণং ন তু স্মার্তানাম্। স্নানাদিসূর্যার্ঘ্যান্তানাং তন্ত্রান্তরাৎ শ্রীক্রমস্য সন্নিকৃষ্টত্বাৎ তত এব কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা পূরণীয়া ॥

নিবন্ধকারাস্তু গণপতিপদ্ধতৌ মন্ত্রেষু ত্রিতারীযোগে কর্তব্যে শ্রীমায়াকাম-বীজানাং যোগমুক্ত্বা তত্র প্রমাণং শ্রীবিদ্যাঽর্ণবতন্ত্রং দর্শয়ামাসুঃ। তচ্চিন্ত্যম্। তথা হি শ্রীক্রমে সর্বত্র মন্ত্রাদৌ ত্রিতারীতি শ্যামাক্রমে মন্ত্রাণামাদৌ কুমারীযোগ ইতি বারাহীক্রমে বাচমুচ্চার্য গ্লৌং ইতি চ পদ্ধতাবস্যাং সর্বে মনবো জপ্যা ইতি

পরাক্রমে সর্বেঽপি পরাক্রমমনবঃ সৌবর্ণপূর্বিকাঃ কার্যাঃ ইতি সূত্রে পঠিতত্বাৎ গণপতিক্রমে অপঠিষ্যতঃ সূত্রকারস্য অত্র মন্ত্রেষু বীজযোগ এব নাস্তীতি সুস্পষ্টং প্রতীয়তে। তথা সতি কথং বিদ্যাঽর্ণবতন্ত্রানুসরণম্। অথবা শ্রীক্রমে বাঙ্মায়াকমলানাং যোগস্য বক্ষ্যমাণত্বেন শ্যেনযাগে দ্রুতনবনীতবৎ তস্য সর্বাঙ্গত্বাৎ অস্যাপি শ্রীবিদ্যাঽঙ্গত্বেন প্রাপ্তৌ তং বাধিত্বা তন্ত্রান্তরানুসরণস্য নির্যুক্তিকত্বাৎ,

স্বশাস্ত্রে বর্তমানো যঃ পরশাস্ত্রেণ বর্ততে।
ভ্রূণহত্যাসমং তস্য স্বশাস্ত্রমবমন্যতঃ[1] ॥

ইতি স্মৃতেশ্চ।

উদ্যদাদিত্যবর্তিনে মহাগণপতয়ে ইতি দত্বা ইত্যস্য সম্প্রদানত্বেনান্বেতি। উদ্যদাদিত্যবর্তিনে ইত্যনেন তাদৃশসূর্যে ধ্যানং[2] অগ্রে সপর্যাপ্রকরণে বক্ষ্যমাণরীত্যা কার্যমিতি সূচিতম্ ॥

নিবন্ধে ত্রিরর্ঘ্যদানমুক্তম্। তত্র মূলং মৃগ্যম্। অর্ঘ্যমিত্যেকবচনান্তেন বিধেয়পদেনৈকত্বস্য স্পষ্টত্বাৎ। নাপ্যভ্যাসঃ, তদ্বোধকপদাভাবাৎ। নাপি শ্রীক্রমোক্তস্যাতিদেশঃ, সূর্যার্ঘ্যান্তস্যৈব বচনেনাতিদিষ্টত্বাৎ, তদগ্রিমধর্মাণামতিদেশে প্রমাণাভাবাৎ ॥

নিত্যকৃত্যং অগ্নিহোত্রহোমাদি বিধায়। এতেন অগ্রে বক্ষ্যমাণচতুরাবৃত্তিতর্পণং সন্নিধানাদর্ঘ্যাঙ্গমিতি ভ্রমো নিরস্তঃ। প্রকরণেনোপাস্ত্যঙ্গমেবেতি সূচিতম্ ॥

অয়ং চতুরাবৃত্তিতর্পণোৎপত্তিবিধিঃ। তত্র চতুরাবৃত্তিতর্পণমিতি কর্মনামধেয়ং, ন তু গুণবিধিঃ, চতুরাবৃত্তেরগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। তথা চ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যত্রেব বিভক্তিবিপরিণামেন তৃতীয়ান্তার্থত্বং লক্ষণয়া, তস্য ধাত্বর্থে ভাবনায়াং করণত্বেন অন্বয়ঃ। চতস্র আবৃত্তয়োঽভ্যাসা যাদৃশক্রিয়াঽবয়বক্রিয়াসু তচ্চতুরাবৃত্তিতর্পণম্। যদ্যপি প্রথমতর্পণে দ্বাদশাবৃত্তিরস্তি ন চতুরাবৃত্তিঃ, তথাঽপি সৃষ্টিন্যায়েন ভূমাত্বমনুসৃত্য অচতুরাবৃত্তিতর্পণেঽপি চতুরাবৃত্তিতর্পণমিতি ব্যবহারঃ। অত্র সাধ্যাকাঙ্ক্ষায়াং কমি (তি?) যোগাভাবাৎ নায়ুরারোগ্যাদি সাধ্যত্বেনান্বেতি। কিন্তু শ্রীগণপত্যুপাস্ত্যুপকার এব। অন্যথা "সমিধো যজত্যস্মিন্ লোকে প্রতিতিষ্ঠতি" ইতি শ্রুত্যা প্রযাজানামপি প্রতিষ্ঠাঽদিফলাপত্তেঃ। অতঃ আয়ুরারোগ্যমিত্যর্থবাদঃ ॥

১। মভিবর্ততঃ ইতি পাঠান্তরঃ।
২। অর্ঘ্যদানং ইতি পাঠান্তরঃ।

তথা চ আয়ুরারোগ্যাদিপ্রাপ্তয়ে ইতি ন লিখিত্বা গণপতিপ্রীতয়ে ইতি সঙ্কল্পং নিবন্ধকারো যল্লিলেখ তৎ সাধু। পরং তু নন্দ্যাদাবিত্যারভ্য পঞ্চোপচারানাচর্য ইত্যন্তপ্রাপকং প্রমাণং মৃগ্যম্। স্ববুদ্ধিবিরচিতমশ্রদ্ধেয়মেবেতি দিক্ ॥ ২ ॥

ধ্যানাদিতর্পণান্ত প্রাতঃকৃত্য

এইভাবে গণেশোপাসনার আবশ্যকতা ব্যক্ত ক'রে সেই উপাসনাপ্রকার বলছেন—

ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান ক'রে দ্বাদশান্তে, সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকামধ্যে নিবিষ্ট গুরুচরণযুগল থেকে নিঃসৃত অমৃতরসের দ্বারা সর্বাঙ্গ পরিপ্লুত হচ্ছে, এরকম ভাবনা করবে। হৃদয়কমলমধ্যে উদীয়মান সূর্যের কিরণকোটি দ্বারা পাটল জ্বলন্ত অশেষদোষনাশক গজানানের ধ্যান করবে। আর ধ্যান করবে তাঁর প্রভা যা দ্বারা স্বীয় তনু পাটলীকৃত হয়েছে। তারপর বাইরে গিয়ে মলমূত্র ত্যাগ ক'রে দন্তধাবন স্নান বস্ত্রপরিধান সূর্যার্ঘ্যপ্রদান ইত্যাদি সম্পন্ন ক'রে উদীয়মান সূর্যের অন্তর্বর্তী অর্থাৎ তদ্রূপ সূর্যমণ্ডলস্থ মহাগণপতিকে 'তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ' এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করবে। অতঃপর নিত্যকৃত্য সমাপন ক'রে চতুরাবৃত্তি তর্পণ করবে।

চতুরাবৃত্তিতর্পণ করলে আয়ু আরোগ্য ঐশ্বর্য বলপুষ্টি মহৎ যশ কবিত্ব ও ভুক্তিমুক্তি লাভ হয় ॥ ২ ॥

'ব্রাহ্মে মুহূর্তে' মানে উষাকালে। 'উত্থায়' মানে শয়ন থেকে উঠে। দ্বাদশান্তে—দ্বাদশান্তপদের অর্থ ললাটোর্ধ্ব মানে কপালোর্ধ্ব পর্যন্ত, তাতে। স্বচ্ছন্দসংগ্রহে বলা হয়েছে—দ্বাদশান্ত ললাটোর্ধ্ব মানে ললাটোর্ধ্ব পর্যন্ত।

অথবা, দ্বাদশান্তে—স্থূল শরীরে সুষুম্নানাড়ীকে অবলম্বন করে বত্রিশটি পদ্ম আছে। তার মধ্যে দুটি সহস্রদলপদ্ম। সর্বনিম্ন সহস্রদলপদ্মটির নাম অকুল। এটি উর্ধ্বমুখ। সকলের উপরে অপর সহস্রদলপদ্ম। এটি নিম্নমুখ, তাতে।

* * * *

দ্বাদশান্ত নামক যে পদ্ম তার কর্ণিকার মধ্যে নিবিষ্ট গুরুচরণযুগল মানে গুরুচরণদ্বয়, তা থেকে বিগলৎ মানে নিঃসৃত অমৃত, তার রসের যে বিসর মানে বিস্তার, তা দ্বারা পরিপ্লুত মানে ক্লিন্ন অখিলাঙ্গ মানে সর্বাঙ্গ যার, এরূপ হয়ে। এরূপ হয়ে অর্থ পূর্বোক্তরূপ হয়ে, এটি এবং নিম্নমিত-

পবনমনোগতি এই উভয় পদ ধ্যানকারীর বিশেষণ। "অভিক্রামং জুহোতি" এখানে যেমন তেমনি এক্ষেত্রেও ধ্যানকারীনির্ণয় ধ্যানের অঙ্গ অর্থাৎ ধ্যান যেখানে সেখানে ধ্যানকারীও থাকবে। পবন এবং মনের গতি যা দ্বারা নিয়মিত হয়েছে। সহজ অর্থ প্রাণ ও মনকে অচঞ্চল অর্থাৎ স্থির ক'রে। প্রাণবায়ু এবং মনের নিরোধ না করলে একাগ্রতা সম্ভবপর নয়। একাগ্রতা ছাড়া ধ্যান সম্ভবপর নয়। অতএব অন্তর্নিহিত ভাব হল এই দুটিই আবশ্যক। 'হৃদয়কমলমধ্যে' মানে অনাহতপদ্মে। 'জ্বলন্তং' এই পদের দ্বারা স্বশরীরস্থ পাপের দাহকারিতা সূচিত হয়েছে। 'উদয়দরুণকোটিপাটলং' এই অপূর্ব উপমানের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে এর অন্য উপমা নেই, তাই সূচিত হয়েছে। 'অশেষদোষনির্বেষং' মানে অশেষ স্বীয়দোষের নির্বেষ। নির্বেষ অর্থাৎ নির্গত হয়েছে বেষ অর্থাৎ স্বরূপ যার তা নির্বেষ, মানে স্বরূপশূন্য, নষ্ট। এখানে ভাবপ্রধান নির্দেশ হয়েছে। এই প্রকারে, নির্বেষত্ব অর্থাৎ ধ্বংস যা থেকে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্বশরীরস্থনিখিলদোষনাশক, এই ফলিতার্থ হয়। 'অনেকপঃ' মানে দ্বিপ, গজ। তার আনন যাঁর তাঁকে। অনেকপাননং পদের এই অর্থ। এরূপ ধ্যান ক'রে। সেই দেবতার প্রভার পটল মানে সমূহ, তা দ্বারা পাটলীকৃত। এখানে অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ প্রত্যয় হয়েছে। তনু অর্থাৎ স্বশরীর যৎকর্তৃক শ্বেতরক্ত কৃত। অমরকোষে আছে—শ্বেতরক্ত পাটল। এ দ্বারা বুঝান হয়েছে স্বশরীরে যে-পর্যন্ত পাটলত্ব সম্ভব না হয়েছে সেই পর্যন্ত ধ্যান করতে হবে। এপর্যন্ত শয়নস্থলের কৃত্য বলা হল। পরবর্তী 'বহির্নির্গত্য'—বাইরে গিয়ে, এই কথা দ্বারা তা সূচিত হয়েছে। এই বহির্নির্গমন স্মৃতিসম্মত। মলমূত্রত্যাগও এ দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে 'দন্তধাবনং বিধায়'—দন্তধাবন সম্পন্ন করে, এই সাধারণ নিয়ম বলায়, কেমন ক'রে তা সম্পন্ন করা হবে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে। তা পূরণে বলা যায় অশ্ব-প্রতিগ্রহন্যায় অনুসারে স্মার্তধর্ম অপেক্ষা তান্ত্রিকধর্মের সন্নিকৃষ্টতাহেতু এক্ষেত্রে তন্ত্রান্তরোক্ত ধর্মই গ্রাহ্য, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম নয়। তন্ত্রান্তর থেকে শ্রীক্রমের সন্নিকৃষ্টত্বহেতু স্নান থেকে আরম্ভ ক'রে সূর্যার্ঘ্য পর্যন্ত যা সেখানে ব্যক্ত হয়েছে তা থেকেই কোনো রকমে পূর্বোক্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে।

* * * *

উদ্যদাদিত্যবর্তিনে মহাগণপতয়ে—উদীয়মান সূর্যমণ্ডলস্থ মহাগণপতিকে, দত্ত্বা মানে প্রদান ক'রে। এখানে মহাগণপতির সঙ্গে দত্ত্বাপদের সম্প্রদানত্ব-

অন্বয় হয়েছে। পরে সপর্যাপ্রকরণে বিবৃত রীতি অনুসারে উদীয়মানসূর্যে ধ্যান উদ্যদাদিত্যবর্তিনে পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে।

*   *   *   *

'নিত্যকৃত্যং' মানে অগ্নিহোত্রহোমাদি, 'বিধায়' মানে সম্পন্ন করে। এ দ্বারা বক্ষ্যমাণ চতুরাবৃত্তিতর্পণ সান্নিধ্যহেতু অর্ঘ্যাঙ্গ, এই ভ্রম দূর হল। প্রকরণের দ্বারা এটি উপসনার অঙ্গরূপে সূচিত।

চতুরাবৃত্তিতর্পণের উৎপত্তিবিধি এই। এখানে চতুরাবৃত্তিতর্পণ কর্মবিশেষের নাম, তা গুণবিধি নয়। পরে চতুরাবৃত্তির বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা থেকে এটা বুঝা যায়।

*   *   *   * ।২।

তদেব স্পষ্টং বিশিনষ্টি—

প্রথমং দ্বাদশবারং মূলমন্ত্রেণ তর্পয়িত্বা মন্ত্রাষ্টাবিংশতিবর্ণান্ স্বাহাঽন্তানেকৈকং চতুর্বারং মূলং চ চতুর্বারং তর্পয়িত্বা পুনঃ শ্রীশ্রীপতি-গিরিজাগিরিজাপতিরতিরতিপতিমহীমহীপতিমহালক্ষ্মীমহালক্ষ্মীপতিঋদ্ধ্যামোদসমৃদ্ধিপ্রমোদকান্তিসুমুখমদনাবতীদুর্মুখমদদ্রবাহবিঘ্নদ্রাবিণীবিঘ্নকর্তৃবসুধারাশঙ্খনিধিবসুমতীপদ্মনিধিত্রয়োদশমিথুনেষ্বেকৈকাং দেবতাং চতুর্বারং মূলং চতুর্বার চ তর্পয়েৎ, এবং চতুশ্চত্বারিংশদধিকচতুশ্‌শত-তর্পণানি ভবন্তি ॥ ৩ ॥

মূলমুচ্চার্য তর্পয়ামি ইতি মন্ত্রেণ তর্পণম্। এবমেব অগ্রে সর্বত্র মূলস্থলে সংযোজ্যম্। চতুরাবৃত্তিতর্পণমিত্যত্র ন ক্রিয়াঽঽবৃত্তিঃ বিধীয়তে, কিং তু মন্ত্রাবৃত্তিরেব। যদ্যপি দ্বাদশবারমিতি দ্বিতীয়াঽন্তং স্তোকং পচতীতিবৎ ক্রিয়াবিশেষণং ভবিতুমর্হতি, তথা চ ক্রিয়াঽভ্যাস এব সিদ্ধঃ, তথাঽপ্যস্মিন্নগ্রে চতুশ্চত্বারিংশদধিকচতুশ্‌শততর্পণানি ভবন্তি ইতি সূত্রস্থসংখ্যয়া কর্মভেদে সিদ্ধে ন ক্রিয়াঽভ্যাসো ভবিতুমর্হতি। অতঃ দ্বাদশবারমিত্যনন্তরং আবৃত্তেনেতি পূরণীয়ম্। অত এবাগ্রে মূলং চতুর্বারং একৈকং চতুর্বার-মিত্যনেন মন্ত্রাভ্যাস এব স্পষ্টঃ শ্রূয়তে। যদি ক্রিয়াঽভ্যাসঃ স্যাত্তদা সকৃদেব মন্ত্রপঠনং প্রসজ্যেত। তচ্চ অগ্রিমসংখ্যাঽনুরোধেন নিরস্তম্। যদ্বা—দ্রব্যপৃথক্ত্বেন ক্রিয়াঽঽবৃত্তাবপি মন্ত্রাবৃত্তির্ভবিষ্যতি, তথাঽপ্যগ্রে মন্ত্রাবৃত্তেঃ স্পষ্টত্বাৎ তৎসহচরিতে অত্রাপি মন্ত্রাবৃত্তিরেব। চতুর্বারমিত্যনন্তরং উচ্চার্যেতি শেষঃ। স্বাহাঽন্ত ইত্যনেন প্রতিবর্ণমন্ত্রে স্বাহাকারঘটকত্বং সূচিতম্। অবয়বিনো

বিশিষ্টমন্ত্রস্য গণপতিদেবতাকত্বে তদবয়বানামপি তদ্দেবতাকত্বং স্পষ্টম্। অতঃ স্বাহান্তে তর্পয়ামীত্যপি যোজ্যম্। তথা চ মূলস্যৈকবর্ণঃ, তত্র বিন্দুযোগোঽপি শিষ্টসম্প্রদায়াৎ, ততঃ স্বাহাকারঃ, ততস্তর্পয়ামীতি পূর্বোক্তম্। এবং চতুর্বারং, ততো মূলেন চতুর্বারম্। এবং সর্বেষু বর্ণেষূহ্যম্। পূর্বং দ্বাদশবারং তর্পয়িত্বেতি একো গণঃ সূচিতঃ। তদুত্তরং চতুর্বারং তর্পয়িত্বেত্যন্ততর্পণং একো গণঃ সূচিতঃ। অস্মিন্ সূত্রে পুনরিত্যনেন ত্রয়োদশমিথুনতর্পণং অন্যো গণঃ সূচিতঃ। গণত্রয়সূচনফলং চ—একৈকগণস্য একৈকাপূর্বজনকত্বাৎ তন্মধ্যে একস্য বিস্মরণে পুনঃ তদ্গণমারভ্যৈব অনুষ্ঠানং ন সকলাদিমারভ্য। যথা মন্ত্রৈকদেশে বর্ণলোপে তন্মন্ত্রস্যাদিমারভ্যাবর্তনং তদ্বৎ। শ্রীশ্রীপতীত্যেকং, গিরিজাগিরিজাপতীত্যেকং মিথুনং এবংরীত্যা একং স্ত্রীলিঙ্গান্তং একং পুল্লিঙ্গান্তং মিথুনং জ্ঞেয়ম্। মদদ্রবোত্তরং ন বিদ্যন্তে বিঘ্নাঃ যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা অবিঘ্ন ইতি পুল্লিঙ্গঃ। শেষং স্পষ্টম্। এবং ত্রয়োদশমিথুনেষু একৈকাং দেবতাং দ্বিতীয়ান্তমুচ্চার্য তর্পয়ামীতি যোজয়েৎ। ইত্থং চোক্তরীত্যা একদেবতায়াশ্চতুর্বারং তর্পণং, ততো মূলেন চতুর্বারং কার্যং পূর্ববৎ। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্রমেণ নিরুক্তসংখ্যাকানি তর্পণানি ভবন্তি। তদিত্থং মূলতর্পণানি ২২৮ বর্ণতর্পণানি ১১২ মিথুনতর্পণানি ১০৪ আহত্য পূর্বোক্তসংখ্যাকানি ৪৪৪ চতুশ্চত্বারিংশদুত্তরচতুশ্শততর্পণানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সেই বস্তুই অর্থাৎ চতুরাবৃত্তিতর্পণই স্পষ্ট করে ব্যক্ত করছেন—

প্রথম দ্বাদশ বার মূলমন্ত্রে[১] তর্পণ ক'রে[২] মূলমন্ত্রের অষ্টাবিংশতি বর্ণের[৩] প্রত্যেকটি বর্ণ স্বাহাযুক্ত ক'রে চারবার এবং তার সঙ্গে মূলমন্ত্র চারবার উচ্চারণ করে তর্পণ করতে হবে[৪]। তার পর আবার শ্রীশ্রীপতি, গিরিজা-গিরিজাপতি, রতি-রতিপতি, মহী-মহীপতি, মহালক্ষ্মী-মহালক্ষ্মীপতি, ঋদ্ধি-আমোদ, সমৃদ্ধি-প্রমোদ, কান্তি-সুমুখ, মদনাবতী-দুর্মুখ, মদদ্রবা-অবিঘ্ন, দ্রাবিণী-বিঘ্নকর্তৃ, বসুধারা-শঙ্খনিধি, বসুমতী-পদ্মনিধি, এই ত্রয়োদশ মিথুনের

১। মূলমন্ত্র :—ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা।

২। উক্ত মূলমন্ত্রের সঙ্গে মহাগণপতিং তর্পয়ামি যোগ ক'রে দ্বাদশবার তর্পণ করতে হবে।

৩। মূলমন্ত্রের ওঁ থেকে স্বাহা পর্যন্ত বর্ণসংখ্যা ২৮।

৪। এটি এইভাবে হবে—ওঁ স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি। এইটি চার বার। ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি। এইটি চার বার। শ্রীঁ ইত্যাদি বাকী ২৭ বর্ণ নিয়েও অনুরূপ তর্পণমন্ত্র হবে।

প্রত্যেক দেবতার সঙ্গে স্বাহা সহযোগে চার বার এবং তার সঙ্গে মূলমন্ত্র চার বার উচ্চারণ ক'রে তর্পণ করতে হবে[1]। এই প্রকারে ৪৪৪টি তর্পণ হবে[2] ॥ ৩ ॥

মূলমন্ত্রের সঙ্গে তর্পয়ামি যোগ ক'রে যে-মন্ত্র হবে সেই মন্ত্রে হবে তর্পণ। এইভাবে, সূত্রের পরবর্তী অংশে যেখানে যেখানে মূলমন্ত্রের উল্লেখ আছে সেই সেই স্থলে তার সঙ্গে তর্পয়ামি এই পদ যোগ করতে হবে। 'চতুরাবৃত্তিতর্পণম্' এই কথা দ্বারা ক্রিয়ার আবৃত্তি বুঝাচ্ছে না, মন্ত্রের আবৃত্তি বুঝাচ্ছে। যদিও 'দ্বাদশবারং' এই দ্বিতীয়ান্ত পদ, 'স্তোকং পচতি' এক্ষেত্রে যেমন স্তোকং পদটি ক্রিয়াবিশেষণ, তেমনি ক্রিয়াবিশেষণ হতে পারে; তথাপি সূত্রের পরবর্তী অংশে ৪৪৪টি তর্পণ হবে, এইরূপ সংখ্যানির্দেশের দ্বারা কর্মভেদ সিদ্ধ হয়েছে বলে এক্ষেত্রে ক্রিয়াভ্যাস হতে পারে না। অতএব, দ্বাদশবার কথাটির পর 'আবৃত্তি দ্বারা' এই কথা যোগ করে অনুক্তপূরণ করতে হবে। কাজেই, সূত্রে পরে মূলমন্ত্র চার বার এবং মূলমন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ চার বার এইরূপ বলা দ্বারা স্পষ্টই মন্ত্রাভ্যাস সূচিত হয়েছে। যদি ক্রিয়াভ্যাস উদ্দিষ্ট হত তা হলে একবারই মন্ত্রপাঠ প্রশস্ত হত। কিন্তু সূত্রে পরে সংখ্যা উল্লেখ করায় এটি নিরস্ত হয়েছে। অথবা—যদি বলা হয় পৃথক্ হওয়ায় ক্রিয়াবৃত্তিতেও মন্ত্রাবৃত্তি হয় তা হলে বলতে হয় পরে মন্ত্রাবৃত্তির কথা স্পষ্ট ক'রে বলার জন্য তার সহচরণের কারণ এখানেও মন্ত্রাবৃত্তিই সূচিত হয়েছে। 'চতুর্বারং' কথাটির অর্থ পরপর চারবার উচ্চারণ করতে হবে। 'স্বাহাঽন্ত' কথাটি দ্বারা প্রতি-বর্ণমন্ত্রে স্বাহা যোগ করতে হবে, এইটি সূচিত হয়েছে। বিশিষ্ট অবয়বীমন্ত্রের দেবতা গণপতি। অতএব, তার অবয়বমন্ত্রের দেবতাও গণপতি, একথা স্পষ্ট। অতএব, স্বাহা শব্দের পর তর্পয়ামি পদটিও যোগ করতে হবে। মূলমন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে বিন্দুযোগ শিষ্টসম্প্রদায়সম্মত। তার সঙ্গে স্বাহা এবং পূর্বোক্ত তর্পয়ামি পদ যোগ করতে হবে। এই প্রকারে হবে চারবার। তারপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে চারবার। মূলমন্ত্রের সব বর্ণ সম্বন্ধে এই বিধি অনুমেয়। পূর্বোক্ত 'দ্বাদশবার তর্পণ ক'রে' এই কথা দ্বারা অভিব্যক্ত তর্পণ

১। এটি এইভাবে হবে—শ্রিয়ং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি। এটি চারবার। ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি। এইটি চারবার। শ্রীপতিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি। এইটি চারবার। ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি। এটি চারবার। অন্য দ্বাদশ মিথুন নিয়েও অনুরূপ তর্পণমন্ত্র হবে।

২। হিসাবটি এই রকম—মূলমন্ত্রতর্পণ ২২৮, বর্ণতর্পণ ১১২, মিথুনতর্পণ ১০৪; মোট তর্পণ ৪৪৪।

একটি 'গণ' অর্থাৎ ভাগ সূচিত করছে। তার পরের 'চার বার তর্পণ ক'রে" পর্যন্ত বচনের দ্বারা সূচিত তর্পণ একটি গণ সূচিত করছে। সূত্রে 'পুনঃ শ্রীশ্রীপতি' ইত্যাদি দ্বারা যে মিথুনতর্পণ ব্যক্ত হয়েছে তা অপর একটি গণ সূচিত করেছে। এই গণত্রয় সূচনার তাৎপর্য—গণের মধ্যে পৌর্বাপর্য থাকায় কোনো গণের মধ্যেকার কিছু বিস্মরণ হলে আবার সেই গণের প্রথম থেকে আরম্ভ ক'রে অনুষ্ঠান করতে হবে, সব গণের আরম্ভ থেকে করতে হবে না। যেমন, মন্ত্রের কোনো অংশের বর্ণলোপ হলে সেই মন্ত্রের গোড়া থেকে আবৃত্তি করতে হয়, এও সেইরকম। শ্রী-শ্রীপতি এক মিথুন, গিরিজা-গিরিজাপতি এক মিথুন, এইপ্রকারে একটি স্ত্রীলিঙ্গ পদ আর একটি পুংলিঙ্গ পদ নিয়ে একটি মিথুন হয়েছে বুঝতে হবে। যার বিঘ্ন নাই সে অবিঘ্ন, ব্যুৎপত্তি অনুসারে মদদ্রবা পদের পরবর্তী অবিঘ্নপদ পুংলিঙ্গ। পরবর্তী অংশ স্পষ্ট। এই প্রকার ত্রয়োদশমিথুনের প্রত্যেক দেবতাকে দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত ক'রে তার সঙ্গে 'তর্পয়ামি' পদটি যোগ করতে হবে। এইপ্রকারে, কথিত পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দেবতার চারবার তর্পণ, তারপর মূলমন্ত্রের দ্বারা পূর্বের মতো চারবার তর্পণ করতে হবে। এইভাবে উক্ত পদ্ধতি অনুসারে ক্রমে কথিত সংখ্যক তর্পণ হবে। তা এইরকম—মূলমন্ত্রতর্পণ ২২৮, বর্ণতর্পণ ১১২, মিথুনতর্পণ ১০৪, মোট পূর্বোক্ত ৪৪৪টি তর্পণ। ৩।

যাগগৃহপ্রবেশাদি বিঘ্নেশ্বরধ্যানান্তম্

এবং তর্পণক্রমমুক্ত্বা পূজাবিধিং বক্তুমুপক্রমতে—

অথ যাগবিধিঃ—গৃহমাগত্য স্থণ্ডিলমুপলিপ্য দ্বারদেশ উভয়পার্শ্বয়োর্ভদ্রকাল্যৈ ভৈরবায় দ্বারোর্ধ্বে লম্বোদরায় নম ইতি অন্তঃ প্রবিশ্য আসনমন্ত্রেণ আসনে স্থিত্বা প্রাণানাযম্য ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা স্বাত্মনি দেবং সিদ্ধলক্ষ্মী-সমাশ্লিষ্টপার্শ্বং অর্ধেন্দুশেখরমারক্তবর্ণং মাতুলুঙ্গগদাপুণ্ড্রেক্ষুকার্মুকশূলসুদর্শনশঙ্খপাশোৎপলধান্যমঞ্জরীনিজদন্তাঞ্চলরত্নকলশপরিষ্কৃতপাণ্যেকাদশকং প্রভিন্নকটমানন্দপূর্ণমশেষবিঘ্নধ্বংসনিঘ্নং বিঘ্নেশ্বরং ধ্যাত্বা ॥ ৪ ॥

অথ—অধিকারান্তরবাক্যমিদম্। এতেন তর্পণপ্রকরণং সমাপ্তম্। তথা চ প্রকরণেন তর্পণোপাসনয়োঃ অঙ্গাঙ্গিভাবঃ সূচিতঃ। তেন দীক্ষাঽঙ্গক্রমে তর্পণস্য নাতিদেশঃ। উচ্যতে ইতি শেষঃ। গৃহমাগত্যেত্যনেন তর্পণং নদ্যাদৌ গৃহাদ্বহিঃ কার্যমিতি সূচিতম্। স্থণ্ডিলং যাগদেশং উপলিপ্য গোময়েনেতি শেষঃ ॥

স্থলশুদ্ধিঃ প্রমাণান্তরপ্রাপ্তা অনূদ্যতে। অনেন ক্রমো ন বিবক্ষিতঃ। যদি চানুবাদে ফলাভাবাৎ বৈয়র্থ্যভিয়া ক্রমপ্রাপ্ত্যর্থমত্র পাঠঃ ইত্যুচ্যতে, তদা দ্বারপূজাঽব্যবহিতপ্রাগেবোপলেপঃ কার্যঃ॥

উভয়পার্শ্বয়োরিত্যত্রানাদেশাদ্দক্ষিণং প্রথমং পশ্চাদ্বামম্। দক্ষবামৌ দ্বারাদ্‌বহির্নির্গমনবেলায়াং যৌ তৌ গ্রাহ্যৌ, তত্রৈব তথা ব্যবহারাৎ, ন তু প্রবেশবেলায়াম্। নমঃ ইত্যুত্তরং যজেদিতি শেষঃ। মন্ত্রলিঙ্গাবগতা দেবতা। অন্তঃ প্রবিশ্যেত্যনেনৈব দ্বারপূজা বহিঃ স্থিত্বৈব কার্যা ইতি সিদ্ধম্। আসনমন্ত্রেণেত্যনেন শ্যামাপ্রকরণপঠিতো মন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ, সন্নিকৃষ্টত্বাৎ। অতএব ন তন্ত্রান্তরস্থং গ্রাহ্যম্॥

নিবন্ধোক্তনির্মূলধর্মপ্রদর্শনম্

যত্তু নিবন্ধে দীপানভিতঃ প্রজ্বাল্যেতি, তাম্বূলভক্ষণং, বালাতৃতীয়-বীজেনাসনপ্রোক্ষণং লিখিতং তং প্রতি অয়ং প্রশ্নঃ—এতৎপ্রাপকং প্রমাণং তন্ত্রান্তরং, কিং বা এতত্তন্ত্রে দীপপ্রজ্বলনাদিকমগ্রে শ্রীক্রমে উক্তং, বালাতৃতীয়-বীজেনাসনপ্রোক্ষণং পরাপদ্ধতাবুক্তং, তেষাং সর্বেষাং প্রাপকমতিদেশশাস্ত্রং বা। নাদ্যঃ, তস্য পূর্বমেব নিরস্তত্বাৎ। দ্বিতীয়ে, অতিদেশস্ত্রিবিধঃ—বচনাতিদেশঃ, নামাতিদেশঃ, আকাঙ্ক্ষয়া আনুমানিকাতিদেশঃ। তন্মধ্যে কীদৃশোঽতিদেশঃ। ন বচনং—"সমানমিতরচ্ছ্যেনেন" ইতিবৎ 'শেষং শ্রীক্রমেণ সমং' ইতিবচনং অস্তি। অতো নাদ্যঃ। এবং "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতিবৎ "শ্রীক্রমং কুর্যাৎ" ইতি তন্নাম্না ব্যবহারো ন হ্যস্তি। অতো ন দ্বিতীয়ঃ। তৃতীয়োঽতিদেশো যথা—"সৌর্যং চরুং নির্বপেৎ ব্রহ্মবর্চসকাম" ইত্যুক্তে কমিযোগাৎ ব্রহ্মবর্চসং কিং কুর্যাদিতি কর্মাকাঙ্ক্ষাপূরকম্। ততঃ কেন কুর্যাৎ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ধাত্বর্থঃ করণত্বেন অন্বেতি। কথং কুর্যাৎ ইত্যাকাঙ্ক্ষাপরি-পূরকতয়া অঙ্গকলাপো ন পঠিতঃ। তত আকাঙ্ক্ষাশামকং ওষধীদ্রব্যকত্বেন ব্যক্তলিঙ্গকত্বেন সাদৃশ্যাৎ দর্শপূর্ণমাসবদিতি পদং কল্প্যতে—সৌর্যং চরুং দর্শপূর্ণমাসবৎ নির্বপেৎ ইতি বাক্যম্। ততশ্চ দর্শপূর্ণমাসধর্মাঃ প্রাপ্নুবন্তি। নহ্যত্র তথাঽঽকাঙ্ক্ষাঽস্তি, সাঙ্গপ্রধানস্যাত্র পাঠাৎ॥

কিং চ—যদ্যতিদেশেনৈব ধর্মপ্রাপ্তিঃ তর্হি শ্রীক্রমে "পীঠমনুনা আসনে সমুপবিষ্টঃ" ইতি বচনেন আসনমন্ত্রস্য কৢপ্তত্বাৎ অতিদেশেনৈব প্রাপ্তৌ পুনর্বিধানং ব্যর্থং সৎ গৃহমেধীয়াজ্যভাগন্যায়েন যাবদুক্তং কর্তব্যং নাতোঽধিক-মিতি স্পষ্টীকরোতি। ইত্থং চ কথমেতদতিরিক্তানাং প্রাপ্তির্ভবেৎ। কিং চ—শ্রীক্রমাদ্ধর্মপ্রাপ্তিরতিদেশেন ভবতি, তৎ কিং যাবদঙ্গানাং ভবতীত্যুচ্যতে,

আহোস্বিৎ যৎকিঞ্চিদ্ধর্মাণাম্। আদ্যে চতুর্নবতিমন্ত্রৈঃ অভিমন্ত্রণাভাবঃ কেন সিদ্ধঃ। ন হি "নার্ষেয়ং বৃণীতে ন হোতারম্" ইতিবৎ সূত্রে চতুর্নবতিমন্ত্রৈরভিমন্ত্রণং ন কর্তব্যমিত্যস্তি, যেন তন্নিবার্যতে। [1]যশ্চ যৎকিঞ্চিদ্ধর্মাতিদেশ ইতি পক্ষঃ স চ দেবানাং প্রিয়াণামেব প্রিয়ো ভবিতুমর্হতি ন পণ্ডিতানাম্॥

তস্মাৎ পূর্বোক্তধর্মপ্রাপকং সর্ষপমাত্রমপি প্রমাণং ন পশ্যামঃ। এবমত্রত্যাঃ কেচন নির্মূলং শ্রীক্রমে লিখিতাঃ। এবং শ্যামাক্রমোক্তাঃ নিষ্প্রমাণাঃ শ্রীক্রমে অন্যত্র চ প্রক্ষিপ্তাঃ। ন হি প্রমাণরহিতো ধর্মো ভবিতুমর্হতি। অতো মীমাংসাগন্ধানভিজ্ঞেন কেবলসংস্কৃতভাষাঽভিজ্ঞেন স্বেচ্ছয়া সাঙ্কর্যং প্রাপিতো যো নিবন্ধঃ তমাশ্রিত্য সুধিয়োঽপ্যনুতিষ্ঠন্তি। অত্র কেঽপি পরিশোধনং ন কুর্বন্তি। অত্র কলিযুগশক্তিরেব বীজং নান্যদিতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। তস্মাৎ তত্রত্যানি নানুষ্ঠেয়ানি। যাবদুক্তং কর্তব্যম্। যত্রান্যতো গ্রাহ্যং সূচিতং যথাঽঽসনমন্ত্রেণেতি তদ্ গ্রাহ্যং, ন কেনচিদবিচার্য লিখিতং প্রমাণম্। প্রমাণাভাবাৎ তদনুষ্ঠানে নাপূর্বং ভবেৎ। যদি ভবেৎ তর্হি অগ্নিহোত্রে দর্শপূর্ণমাসধর্মাতিদেশঃ, দর্শপূর্ণমাসয়োঃ জ্যোতিষ্টোমধর্মাতিদেশোঽপি ভবেৎ। তস্মাদপ্রমাণং স্বেচ্ছয়া সঙ্কীর্ণো নিবন্ধোঽশ্রদ্ধেয় ইত্যলমতিবিস্তরেণ॥

কিং চ—একক্রিয়ায়াঃ প্রকৃতিরেকা শাস্ত্রে দৃষ্টা, ন হি নানাপ্রকৃতিকা একা বিকৃতির্দৃষ্টা শ্রুতপূর্বা বা আসীৎ। অয়ং নিবন্ধকারঃ কাংশ্চিদ্ধর্মান্ পরাপ্রকরণস্থান্ সৌরিত্যনেন আসনপ্রোক্ষণাদিরূপান্ তাম্বূলভক্ষণাদিরূপান্ [2]শ্রীবিদ্যাপ্রকরণস্থাংশ্চ, ইত্যেবং নানাপ্রকরণস্থান্ একত্র অতিদিশন্ কথং ধর্মতত্ত্বজ্ঞো ভবেৎ॥

ন চ যথা জ্যোতিষ্টোমস্য যে ধর্মাঃ তেষাং দ্বাদশাহে অতিদেশঃ, ততঃ অতিদিষ্টতৎপ্রকরণস্থধর্ময়োর্দ্বয়োঃ যথা দ্বিরাত্রাদাবতিদেশঃ, তদ্বৎ মূলপ্রকৃতিঃ শ্রীবিদ্যা, ততোঽতিদেশেন প্রাপ্তাঃ পরায়াং তাম্বূলাদয়ঃ, তৎসহিতঃ যোঽসাবাসনপ্রোক্ষণরূপো বিশেষধর্মঃ স সর্বোঽপি দ্বিরাত্রাদিস্থানাপন্নে গণপতাবতিদিশ্যতাম্। তথা সতি ন নানাপ্রকৃতিকত্বং ইতি বাচ্যম্। যদি শ্রীপ্রকৃতিকা পরা, তর্হি ভূষণধারণস্য অতিদেশেনৈব প্রাপ্তৌ তৎপ্রকরণে ভূষিতবিগ্রহ ইতি ব্যর্থম্। এবং বামপার্ষ্ণিঘাতাদিকং বহুতরং ব্যর্থম্। অতো ন প্রকৃতিবিকৃতিভাবস্তয়োঃ সম্ভবতি। অতো যেষাং প্রত্যক্ষবচনমস্তি যথাঽত্রৈব সূর্যার্ঘ্যান্তবিধিঃ, এবং পরাপ্রকরণে শ্যামাবৎ সামান্যবিশেষার্ঘ্যে সাধ (দ?)-

১। মন্মতে তু, প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবাৎ যাবদুক্তং কর্তব্যমিতি, অত্র তদুক্ত্যভাবাৎ চতুর্নবতিমন্ত্রৈরনভিমন্ত্রণং যুক্তম্। তব মতে সন্দর্ভবিরুদ্ধম্। ইত্যধিকঃ পাঠ পুস্তকান্তরে।

২। 'তন্ত্রান্তরে' ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

য়ে[1]দিত্যাদি, যত্র চাকাঙ্ক্ষাঽপরিপূর্তিঃ সর্বথা, তাদৃশস্থল এব অন্যধর্মস্পর্শঃ, অন্যত্র [2]ন যুক্তমিতি রাদ্ধান্তঃ। অনয়ৈব দিশা নিবন্ধে নির্মূলসঙ্কীর্ণধর্মাণাং পরিত্যাগোঽন্যত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥

প্রাণায়ামঃ শ্বাসনিরোধঃ, তং কুম্ভকরেচকাদিযুক্তং বিধায়। প্রাণায়ামে মন্ত্রো মূলম্ ॥

সঙ্কল্পাবশ্যকতা

ততঃ সঙ্কল্পমপি সামান্যশাস্ত্রেণ প্রাপ্তং কুর্যাৎ। শ্রীবিদ্যোপাস্তৌ নির্বিঘ্নতাসিদ্ধ্যর্থং মহাগণপতিক্রমং নির্বর্তয়িষ্যে ইতি সঙ্কল্পঃ। ন চ সঙ্কল্পস্য সূত্রে অনুক্তত্বাৎ কথং গ্রহণং ইতি শঙ্কনীয়ম্। শুচিত্বমুপবীতং অব্যভিচারেণ যথা কর্মসামান্যেন সম্বদ্ধং এবমেব সঙ্কল্পোঽপি। এতদনুগুণানি বচনানি চ সন্তি। যথা—

অনাচম্য কৃতং যচ্চ যচ্চ সঙ্কল্পবর্জিতম্।
রাক্ষসং তদ্ভবেৎ কর্ম..... ...... ॥

ইতি দানধর্মে মহাভারতবচনম্।

আদৌ সঙ্কল্প উদ্দিষ্টঃ পশ্চাত্তস্য সমর্পণম্।
অকুর্বন্ সাধকঃ কর্মফলং প্রাপ্নোত্যনিশ্চিতম্ ॥

ইতি রুদ্রযামলবচনাচ্চ। তথৈব শিষ্টাচারোঽপি। অতঃ সঃ আবশ্যকঃ ইতি গাণনায়ক্যাঃ সপর্যায়া অপি শ্রীবিদ্যাঽঙ্গত্বাদাবশ্যক এব সঙ্কল্পঃ। অষ্টাঙ্গোল্লেখনং চ—

অবশ্যং তান্ত্রিকং কালমুল্লিখেদন্যথা শিবে।
বহির্মুখং তু তৎকর্ম ভবেদ্ভস্মহুতং যথা ॥

ইতি যামলবচনাদষ্টাঙ্গোল্লেখনমাবশ্যকম্। এবমেব শ্যামাদৌ জ্ঞেয়ম্।

ততঃ ষড়ঙ্গানি মূলমন্ত্রষড়ঙ্গানি হৃদয়াদিস্থানেষু বিন্যস্য স্থাপয়িত্বা সকলমূলেন করতলাভ্যাং সর্বাঙ্গে বিন্যসেৎ। ইদমেব ব্যাপককরণম্। তদুক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

তলাভ্যাং নিখিলাঙ্গস্য স্পর্শনং ব্যাপকং ভবেৎ ॥

অত্র নিবন্ধোক্তং "রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায়[3]" ইত্যারভ্য "মাতৃকান্যাসং বিদধ্যাৎ" ইত্যন্তং অশ্রদ্ধেয়ম্।

১। সূত্রটি (পরশুরামকল্পসূত্র ৮।১২) এই—শ্যামাবৎ সামান্যবিশেষার্ঘ্যে সাদয়েৎ। কাজেই, আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থধৃতপাঠে লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে বলেই মনে হয়।

২। যাবদুক্তং কর্তব্যমিতি ইত্যয়ং পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

৩। নঃধায় ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

স্বাত্মনি স্বহৃদয়ে। আত্মশব্দো মনসি প্রসিদ্ধঃ। মনোহৃদয়য়োরৈক্যাৎ তদর্থত্বম্। আদ্যবিশেষণচতুষ্টয়ার্থঃ স্পষ্টঃ। মাতুলুঙ্গং ফলবিশেষঃ। গদা আয়ুধবিশেষঃ। পুণ্ড্রেক্ষুঃ নানারেখাযুক্তেক্ষুঃ, অনেকবর্ণ[1] ইতি যাবৎ। তদ্রূপকার্মুকশ্চাপঃ। শূলঃ আয়ুধবিশেষঃ। সুদর্শনম্ চক্রম্। শঙ্খপাশৌ প্রসিদ্ধৌ। উৎপলং কমলম্। শেষাণি প্রসিদ্ধানি। এবং মাতুলুঙ্গাদিরত্ন-কলশান্তৈঃ পরিষ্কৃতং পাণ্যেকাদশকং যস্যেদৃশম্॥

যদ্যপি শ্রীমহাগণপতিমূর্তেঃ দশ ভুজাঃ প্রসিদ্ধাঃ, অত্রৈকাদশেতি বিরুদ্ধং, তথাঽপি পাণিপদেন শুণ্ডাদণ্ডোঽপ্যত্র গ্রাহ্যঃ, তত্র পাণ্যপরপর্যায়েণ করঃ হস্তঃ ইতি ব্যবহারাৎ, করী হস্তীতি সর্বলোকপ্রসিদ্ধেঃ। ইত্থং চ দশভুজাঃ, একাদশঃ শুণ্ডাদণ্ডঃ ইতি তদাভিপ্রায়েণ সূত্রকৃতা ভগবতা পাণ্যেকাদশকমি-ত্যুক্তম্॥

আয়ুধস্থাননিয়মঃ

অত্র আয়ুধানাং দক্ষবামাদিনিয়মো নোক্তঃ, তথাঽপি সামান্যপরিভাষয়া আয়ুধস্থানানি যোজ্যানি। তদুক্তং রুদ্রযামলে—

আয়ুধানাং তু তে ধ্যানং ব্রবীমি শৃণু শা (শ ?) ঙ্করি।
খড়্গবাণাঙ্কুশগদাজ্ঞানশূলভুসুণ্ডিকাঃ॥
ভল্লো দণ্ডো বজ্রশক্তী পরিঘপ্রাসতোমরাঃ।
মালামুসলপরশুমুখা দক্ষকরস্থিতাঃ॥
পাশশঙ্খং চাপফলং চর্মখট্বাঙ্গপুস্তকম্।
ঘণ্টাডমরুমুণ্ডং চ বামহস্তে সুসংস্থিতম্॥
বরাভয়ে শঙ্খচক্রং পুষ্পপাত্রং দ্বয়স্থিতম্।
অনুক্তে বামদক্ষেধঃ প্রাদক্ষিন্যক্রমান্নরৈঃ[2]॥
যোজ্যানি সর্বায়ুধানি[3] জ্ঞেয়ানি পরমেশ্বরি।
[4]চক্রশঙ্খৌ তথাঽভীতিবরৌ সম্মুখসংস্থিতৌ॥ ইতি॥

অস্যার্থঃ—

আয়ুধস্থানানুক্তৌ খড়্গাদিপরশ্বন্তা দক্ষকরে নিয়তাঃ। পাশাদিমুণ্ডান্তাঃ বামে নিয়তাঃ। শঙ্খাদিপাত্রান্তাঃ ইচ্ছয়া উভয়ত্রাপি। পাশাঙ্কুশাদিযুগ্ম-

১। অনেকরূপ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। অনুক্তেষু বামদক্ষপ্রাদক্ষিন্যেতরক্রমৈঃ॥ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তক ন্তরে।
৩। যুক্ত্যা সর্বত্রায়ুধানি ইতি পাঠান্তরঃ তত্রৈব।
৪। পাশাঙ্কুশৌ ধনুর্বাণখড়্গচর্মাণি শঙ্করি ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

পঞ্চকং সম্মুখে। যৎসঙ্খ্যাকদক্ষকরে যুগ্মান্তরং তৎসঙ্খ্যাকবামকর এবাপরম্। বামোর্ধ্বাদারভ্য দক্ষোর্ধ্বক্রমে প্রদক্ষিণক্রমঃ, বিপরীতে ত্বপ্রদক্ষিণক্রমঃ। দ্বয়োর্বিকল্প ইত্যর্থঃ। প্রকৃতে গণপত্যায়ুধে ন প্রদক্ষিণাপ্রদক্ষিণক্রমৌ সম্ভবতঃ। তথা হি—মাতুলুঙ্গচাপশঙ্খধান্যমঞ্জরীণাং উক্তবচনানুসারেণ বামকরসম্বন্ধ আবশ্যকঃ। গদাশূলচক্রোৎপলদন্তানাং দক্ষসম্বন্ধস্তথা। অতঃ সূত্রপাঠ-ক্রমানুরোধেন রুদ্রযামলবচনানুরোধেন চ বক্ষ্যমাণদ্বন্দ্বানাং সম্মুখত্বৈব যুক্তা। মাতুলুঙ্গগদে চাপশূলৌ শঙ্খচক্রে পাশোৎপলে ধান্যমঞ্জরীনিজদন্তৌ অমীষাং দ্বন্দ্বানাং মধ্যে প্রথমং প্রথমং বামোর্ধ্বকরে দ্বিতীয়ং দক্ষোর্ধ্বকরে। অনেন ক্রমেণ অধোঽধো যোজ্যম্। এবং যুগ্মপঞ্চকৈঃ দশভুজেষু ব্যাবৃত্তেষু কল্পশং পরিশিষ্টে শুণ্ডাদণ্ডে জ্ঞেয়ম্। যদ্যপি যামলবচনে দন্তস্থানং নোক্তং, তথাঽপি পরিশেষাৎ দক্ষাধঃ। ধান্যমঞ্জরী ফলান্তর্ভূতা, অতো বামভাগনিয়মঃ॥

প্রভিন্নঃ প্রস্রবন্ কটো গণ্ডো যস্য তম্। "গণ্ডঃ কটো মদো দানং" ইত্যমরঃ। আনন্দপূর্ণং পূর্ণানন্দং ইত্যর্থঃ। অশেষা যে বিঘ্নজনিতাঃ ধ্বংসাঃ অনিষ্টকলাপাঃ তেষাং নিঘ্নং নাশকং বিঘ্নেশ্বরং উক্তগুণবিশিষ্টং ধ্যায়েৎ॥ ৪॥

যাগগৃহে প্রবেশ থেকে বিঘ্নেশ্বরধ্যান পর্যন্ত।

এইভাবে তর্পণক্রম বলে পূজাবিধি বলতে আরম্ভ করলেন—

অতঃপর যাগবিধি। বাড়ীতে এসে স্থণ্ডিল গোবর দিয়ে নিকিয়ে দ্বারদেশে উভয়পার্শ্বে ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ভৈরবায় নমঃ এবং দ্বারোর্ধ্বে লম্বোদরায় নমঃ[১] মন্ত্রে যথোদ্দিষ্ট দেবতার পূজা ক'রে ভিতরে প্রবেশ করবে। তারপর আসনমন্ত্রের[২] দ্বারা আসন পূজা ক'রে আসনে উপবিষ্ট হবে। তারপর প্রাণায়াম ক'রে ও মূলমন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস[৩] ক'রে এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা তিনটি

১। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ভৈরবায় নমঃ। এই মন্ত্রে দ্বারের বামপার্শ্বে।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ লম্বোদরায় নমঃ। এইমন্ত্রে দ্বারোর্ধ্বে।
—দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ, দ্বিতীয়োল্লাসঃ, পূজাবিধিঃ।

২। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ।
—দ্রঃ ঐ

৩। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ গাঁ অঙ্গুষ্ঠহৃদয়ায় নমঃ। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ গীঁ তর্জনীশিরসে স্বাহা। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁগূঁ মধ্যমাশিখায়ৈ বষট্। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ গৈঁ অনামিকাকবচায় হুম্। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গৌঁ কনিষ্ঠিকানেত্রত্রয়ায় বৌষট্। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গঁ গঃ করতল-করপৃষ্ঠাস্ত্রায় ফট্। দ্রঃ নিত্যোৎসঃ, দ্বিতীয়োল্লাসঃ, পূজাবিধিঃ।

ব্যাপক[১] ক'রে স্বহৃদয়ে সিদ্ধলক্ষ্মীসমাশ্লিষ্টপার্শ্ব, অর্ধেন্দুশেখর, আরক্তবর্ণ, যাঁর একাদশপাণি মাতুলুঙ্গ গদা পুণ্ড্রেক্ষুধনু শূল সুদর্শনচক্র শঙ্খ পাশ উৎপল ধান্যমঞ্জরী নিজদন্তের প্রান্তভাগ এবং রত্নকলশ এই সবের দ্বারা ভূষিত অর্থাৎ যিনি দশভুজে ও শুণ্ডে এইসব ধারণ করে আছেন, যাঁর গণ্ড মদস্রাবী, যিনি পূর্নানন্দ, অশেষ বিঘ্নজনিত অনিষ্টসমূহের যিনি নাশকারী, এইরূপ বিঘ্নেশ্বরের ধ্যান করতঃ ॥ ৪ ॥

অথ শব্দটি আরম্ভসূচক। এ দ্বারা তর্পণপ্রকরণের সমাপ্তি সূচিত হল। প্রকরণে তর্পণ ও উপাসনার অঙ্গাঙ্গিভাব সূচিত হয়েছে। সেইজন্য, দীক্ষাঙ্গ-ক্রমে তর্পণের অতিদেশ অর্থাৎ বিশেষ নির্দেশ নেই, এইটি বক্তব্য। 'গৃহমাগত্য' গৃহে এসে, এই কথা দ্বারা গৃহের বাইরে নদী ইত্যাদিতে তর্পণ কর্তব্য, এইটি সূচিত হয়েছে। স্থণ্ডিল মানে যাগস্থল বা যজ্ঞস্থান। গোময়ের দ্বারা তা লেপন করতে হবে।

* * *

'উভয়পার্শ্বয়োঃ' কথাটির মধ্যে কোনো বিশেষ নির্দেশ না থাকায় প্রথমে দক্ষিণ তারপর বাম বুঝতে হবে। দ্বার দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময় যা দক্ষিণ এবং বাম এখানে দক্ষিণ এবং বাম বলতে তাই বুঝাচ্ছে; ভিতরে প্রবেশ করার সময় যা দক্ষিণ ও বাম, তা নয়। নমঃ এই পদের পরে যজেৎ অর্থাৎ পূজা করবে এইটি উহ্য আছে, তা সূচিত হয়েছে। মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারা দেবতা বিদিতা। 'অন্তঃ প্রবিশ্য' অর্থাৎ ভিতরে প্রবেশ করে, এই কথাটা দ্বারা দ্বারপূজা বাইরে থেকেই করতে হবে, এটি নির্দিষ্ট হয়েছে। 'আসনমন্ত্রেণ' এই পদের দ্বারা যে-আসন-মন্ত্র সূচিত হয়েছে সন্নিকৃষ্টতাহেতু তা শ্যামাপ্রকরণে উক্ত আসনমন্ত্র। কাজেই তন্ত্রান্তরে বিবৃত আসনমন্ত্র গ্রাহ্য নয়।

* * *

সঙ্কল্পের আবশ্যকতা

তারপর, শাস্ত্রে সাধারণভাবে যে-সঙ্কল্প বিহিত হয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সঙ্কল্পবচন—'শ্রীবিদ্যোপাস্তৌ নির্বিঘ্নতাসিদ্ধ্যর্থং মহাগণপতি-ক্রমং নির্বর্তয়িষ্যে'—শ্রীবিদ্যা-উপাসনায় নির্বিঘ্নতাসিদ্ধির জন্য মহাগণপতি সম্পর্কিত শাস্ত্রবিধির অনুবর্তন করব। সূত্রে সঙ্কল্পের উল্লেখ না থাকায় কি

১। করতলের দ্বারা সর্বাঙ্গ স্পর্শ একটি ব্যাপক।

করে সঙ্কল্প গ্রহণ করা হবে এরূপ শঙ্কার কোনো কারণ নেই। যেমন সাধারণ শাস্ত্রীয় কর্মের সঙ্গেও শুচিতা এবং উপবীত যুক্ত, তেমনি সঙ্কল্পও যুক্ত। এর অনুকূল শাস্ত্রবচনও আছে। যথা, দানধর্মপ্রসঙ্গে মহাভারতের বচন—'আচমন না ক'রে যা করা হয় এবং যা সঙ্কল্পবর্জিত সেরকম কর্ম রাক্ষসকর্ম ......'। রুদ্রযামলেও এই বচনটি আছে—'প্রথম সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে পরে তা সমর্পণ করতে হবে। যে-সাধক এরূপ করে না তার কর্মফল অনিশ্চিত'। তা ছাড়া, এটি শিষ্টসম্মত আচারও বটে। অতএব, সঙ্কল্প আবশ্যক। গণপতি-পূজা শ্রীবিদ্যার অঙ্গ। এক্ষেত্রেও সঙ্কল্প আবশ্যক।

* * *

আয়ুধসংস্থাননিয়ম

এখানে আয়ুধসংস্থানের দক্ষিণ বামাদি নিয়ম বলা হয় নি। তথাপি অনিয়মনিবারক সাধারণ ন্যায়-অনুসারে আয়ুধস্থান সংযোজন করে নিতে হবে। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—ওগো শঙ্করী, শোন, তোমার কাছে আয়ুধসমূহ সম্পর্কে চিন্তা ব্যক্ত করছি। খড়্গ বাণ অঙ্কুশ গদা জ্ঞান শূল ভুসুণ্ডিকা ভল্ল দণ্ড বজ্র শক্তি পরিঘ প্রাস তোমর মালা মুসল পরশু প্রমুখ আয়ুধ দক্ষিণ হস্তে সংস্থিত হয়। আর পাশ শঙ্খ চাপ ফল চর্ম খট্বাঙ্গ পুস্তক ঘণ্টা ডমরু মুণ্ড বাম হস্তে সংস্থিত হয়। বরাভয় শঙ্খচক্র পুষ্পপাত্র উভয়বিধ হস্তে সংস্থিত হয়। ওগো পরমেশ্বরী, যেখানে বামদক্ষিণের উল্লেখ নেই সেখানে অধঃপ্রদক্ষিণক্রমে সব আয়ুধ সংযোজন করতে হবে। শঙ্খচক্র অভয়বর সামনে থাকবে।

রুদ্রযামলের বচনের অর্থ—আয়ুধসংস্থান সম্বন্ধে বলা হচ্ছে খড়্গ থেকে পরশু পর্যন্ত দক্ষিণ করে থাকবে। পাশ থেকে মুণ্ড পর্যন্ত থাকবে বাম করে। শঙ্খ থেকে পাত্র পর্যন্ত সাধকের ইচ্ছামত উভয় করেই থাকতে পারে। পাশাঙ্কুশাদি[১] পঞ্চযুগ্মক অর্থাৎ পাশশঙ্খ চাপফল চর্মখট্বাঙ্গ পুস্তকঘণ্টা ও ডমরুমুণ্ড এই পঞ্চ যুগ্মক সামনে থাকবে। যুগ্মকের যে-সংখ্যা দক্ষিণ করে থাকবে সেই সংখ্যা বাম করে থাকবে। অর্থাৎ যুগ্মকের একটি দক্ষিণ করে থাকলে অপরটি বাম করে থাকবে; এই ভাবে পঞ্চ যুগ্মকের সংস্থান হবে। প্রদক্ষিণক্রম বলতে বুঝায় বাঁদিকের ঊর্ধ্ব কর থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণ

১। উদ্ধৃত যামলবচনে আছে পাশশঙ্খং। কাজেই হওয়া উচিত পাশশঙ্খাদি, পাশাঙ্কুশাদি নয়। মনে হয় এখানে লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে।

দিকের ঊর্ধ্ব কর হয়ে যে-ক্রম। তার বিপরীত অপ্রদক্ষিণক্রম। একটি অপরটির বিকল্প। প্রকরণপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে গণপতির আয়ুধবিষয়ে প্রদক্ষিণ-অপ্রদক্ষিণক্রম হবে না। যেমন, মাতুলুঙ্গ চাপ শঙ্খ ও ধান্যমঞ্জরীর উক্ত বচনানুসারে বামকরসম্বন্ধ আবশ্যক আর গদা শূল চক্র উৎপল ও দন্তের দক্ষিণকরসম্বন্ধ। অতএব, সূত্রের পাঠক্রমানুসারে বক্ষ্যমাণ যুগ্মকগুলির সামনে থাকাই যুক্তিযুক্ত। মাতুলুঙ্গ-গদা চাপ-শূল শঙ্খ-চক্র পাশ-উৎপল ধান্যমঞ্জরী-নিজদন্ত এই যুগ্মকগুলির প্রথম যুগ্মকের প্রথমটি বাঁদিকের ঊর্ধ্ব করে এবং দ্বিতীয়টি ডানদিকের ঊর্ধ্ব করে। এইটিকে প্রথম ধরে এই ক্রমানুসারে একটি যুগ্মকের নিম্নে আরেকটি যুগ্মকের সংস্থিতি হবে। এই প্রকারে পঞ্চ যুগ্মকের দ্বারা দশভুজে ছড়িয়ে আয়ুধসংস্থান হয়ে গেলে বাকী থাকবে কলশ। বুঝতে হবে সেটি থাকবে শুণ্ডে। যদ্যপি যামলবচনে দন্তস্থানের উল্লেখ নাই, তথাপি অবশিষ্ট স্থান হিসাবে দক্ষিণদিকের নিম্নভাগ সেই স্থান হবে। ধান্যমঞ্জরী ফলের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তার স্থান হবে বামভাগে।

প্রভিন্নকটম্—প্রভিন্ন মানে স্রাবী অর্থাৎ মদস্রাবী, কট মানে গণ্ড ; যাঁর গণ্ড মদস্রাবী তাঁকে। অমরকোশে আছে—"গণ্ডঃ কটো মদো দানম্"। আনন্দপূর্ণং মানে পূর্ণানন্দ। অশেষবিঘ্নধ্বংসনিঘ্নং—অশেষ যে বিঘ্নজনিত ধ্বংসসমূহ অর্থাৎ অনিষ্টসমূহ তাদের নিঘ্ন মানে নাশক। উক্ত গুণবিশিষ্ট বিঘ্নেশ্বরের ধ্যান করবে। ৪।

অর্ঘ্যস্থাপনম্

এবং ধ্যানান্তমুক্ত্বা ততোঽর্ঘ্যস্থাপনবিধিং বক্তুমারভতে—

পুরতো মূলসপ্তাভিমন্ত্রিতেন গন্ধাক্ষতপুষ্পপূজিতেন শুদ্ধেন বারিণা ত্রিকোণষট্কোণবৃত্তচতুরশ্রাণি বিধায় তস্মিন্ পুষ্পানি বিকীর্য বহ্নীশাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাঽঽত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নমঃ সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাঽঽত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাঽঽত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নম ইতি শুদ্ধজল-মাপূর্য অস্ত্রেণ সংরক্ষ্য কবচেনাবকুণ্ঠ্য [1]ধেনুযোনিমুদ্রাং[2] প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫ ॥

পুরত ইত্যস্য কস্যেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং যোগ্যত্বাৎ স্বস্যেতি শেষঃ। এতেন

১। ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য যো ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। মুদ্রে ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

দক্ষবামভাগয়োঃ ব্যত্যাসঃ। মূলেন সপ্তত্বং আবৃত্ত্যা সম্পাদনীয়ম্ তৈঃ অভিমন্ত্রিতেন গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজিতেন শুদ্ধেন পবিত্রেণ পটপূতেন বারিণা ত্রিকোণষট্‌কোণবৃত্তচতুরশ্রাণি বিধায় নির্মায় তস্মিন্ নির্মিতত্রিকোণাদিসঙ্ঘাত্মকে মণ্ডলে বিকীর্য ক্ষিপ্ত্বা। বহ্ন্যাদিশব্দাঃ তত্তদ্দিগ্‌লক্ষণাঃ। মধ্যে পূর্বাদি-দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি মূলষড়ঙ্গানি। বিদিক্ষিতি লঘুসূত্রে কর্তব্যে বহ্নীশেতি গুরুসূত্রং ক্রমবিশেষলাভার্থম্। অত্র যদ্যপি বাক্যেন অগ্নিমণ্ডলায় নমঃ ইত্যারভ্য শুদ্ধজলমাপূর্যেত্যন্তেন আপূরণশেষত্বং সর্বস্য প্রতীয়তে, তথাঽপি "সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতি" ইতিবৎ লিঙ্গেন বিভজ্যৈব মন্ত্রাণাং ত্রয়াণাং আধারায় নমঃ পাত্রায় নমঃ অমৃতায় নমঃ ইত্যন্তানাং আধারস্থাপনপাত্রস্থাপন-জলপূরণেষু প্রত্যেকং শেষত্বং বাচ্যম্ ; বাক্যাৎ লিঙ্গস্য প্রবলত্বাৎ। বস্তুতস্তু— "অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্‌বিভাগে স্যাৎ" ইতি জৈমিনিসূত্রোক্ত-বাক্যলক্ষণাভাবাৎ ন বাক্যবিরোধোঽপি। ক্বচিৎ পুস্তকে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ ইত্যেতদুত্তরং "ইত্যাধারপাত্রে ধৃত্বা" ইতি পাঠঃ। তদা ন বিবাদঃ। শুদ্ধজলং পূর্বোক্তম্। অত্র দ্বিতীয়া তৃতীয়াঽর্থে সক্তুবৎ, দৃষ্টফলসম্ভবাৎ। যদ্‌বা— "স্রুচঃ সম্মার্ষ্টি" ইতিবৎ গুণকর্ম, আপূরণক্রিয়য়া জলং সংস্কুর্যাদিতি। তথা চ অস্মিন্ পক্ষে দ্বিতীয়ৈব যথাশ্রুতা। অস্ত্রেণ অস্ত্রমুদ্রয়া সংরক্ষ্য রক্ষোভূতাদি-যাগবিঘ্নকর্তৃদুরাধর্ষং কৃত্বা। যদ্‌বা—অস্ত্রেণ ফট্ ইতি মন্ত্রেণ পূর্ববৎ কৃত্বা। কবচেন হুং ইতি মন্ত্রেণ অবকুণ্ঠ্য অন্যত্র গমনশক্তিরহিতং কৃত্বা।

নিবন্ধকারস্তু মন্ত্রমুদ্রাদ্বয়ং অস্ত্রপদেনোবাচ। তন্ন, "সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদেবার্থং গময়তি" ইতি ন্যায়াৎ, আবৃত্তৌ বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ ॥

অতএব পূর্ববিলক্ষণত্বাৎ ধেনুযোনিমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ইত্যুক্তম্। এতেন ন তে মুদ্রে পূর্বতনে, মন্ত্র ইতি স্পষ্টম্। মুদ্রাং ইত্যেকবচনমার্ষম্। ধেনুসহিত-যোনিরিতি মধ্যমপদলোপী সমাসো বা কার্যঃ ॥ ৫ ॥

অর্ঘ্যস্থাপন

এইভাবে ধ্যান পর্যন্ত বলে তারপর অর্ঘ্যস্থাপনবিধি বলতে আরম্ভ করলেন—

পুরতঃ সাতবার মূলমন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা অভিমন্ত্রিত এবং গন্ধ অক্ষত ও পুষ্প দিয়ে পূজিত পবিত্র জলের দ্বারা ত্রিকোণ-ষট্‌কোণ-বৃত্ত-চতুরশ্র-সমন্বিত মণ্ডল অঙ্কন ক'রে তাতে ফুল ছড়িয়ে দিতে হবে এবং মণ্ডলের অগ্নি ঈশান নৈঋত ও বায়ু কোণে, মধ্যে ও পূর্বাদি দিকে মূলমন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে।

তারপর "অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে[১] অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নমঃ", "সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে[২] অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ" এবং "সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে[৩] অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ ক'রে শুদ্ধ জলের দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ ক'রে, অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা অথবা ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসভূতাদি থেকে রক্ষা ক'রে এবং হুং এই মন্ত্রের দ্বারা আবৃত করে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে ॥ ৫ ॥

পুরতঃ বলায় কার পুরতঃ এই আকাঙ্ক্ষা সমীচীন হয়। তার উত্তর হল নিজের পুরতঃ। এ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম ভাগের বিপর্য্যাস সূচিত হয়েছে। মূলমন্ত্রের সাতবার আবৃত্তি দ্বারা সম্পাদনীয়, এইরূপ অভিমন্ত্রিত, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতের দ্বারা পূজিত, শুদ্ধেন মানে পবিত্র অর্থাৎ পটপূত, তা দ্বারা, বারিণা মানে জলের দ্বারা, ত্রিকোণ ষট্‌কোণ বৃত্ত চতুরশ্র অঙ্কন ক'রে সেই ত্রিকোণাদিসমূহাত্মক মণ্ডলে, বিকীর্য মানে ছড়িয়ে দিয়ে। বহ্নি-আদি শব্দ সেই সেই দিক্‌সূচক অর্থাৎ বহ্নি মানে অগ্নিকোণ, ঈশ মানে ঈশানকোণ, আসুর মানে নৈঋতকোণ আর বায়ু মানে বায়ুকোণ। মধ্যে এবং পূর্বাদি দিকে। ষড়ঙ্গ মানে মূলমন্ত্রের ষড়ঙ্গ। 'বিদিক্ষু' এই লঘুসূত্র যেখানে করা উচিত ছিল সেখানে 'বহ্নীশ' এই গুরুসূত্র করার হেতু ক্রমবিশেষপ্রাপ্তি। যদিও 'অগ্নিমণ্ডলায় নমঃ' থেকে আরম্ভ ক'রে 'শুদ্ধজলমাপূর্য' পর্যন্ত বাক্যের দ্বারা সব মন্ত্রের শেষে আপূরণই বুঝাচ্ছে তথাপি "সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতি" এক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমনি এখানেও লিঙ্গ অর্থাৎ লক্ষণের দ্বারা পৃথক করে আধারায় নমঃ, পাত্রায় নমঃ এবং অমৃতায় নমঃ এইরূপে সমাপ্ত তিনটি মন্ত্রের

১। "ব্যাপক বর্ণ থেকে (য র ল ব শ ষ স হ ল় এবং ক্ষ এই দশটি ব্যাপক বর্ণ আগ্নেয়) নিম্নোক্ত দশটি আগ্নেয় কলার উদ্ভব হয়েছে—ধূম্রার্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা এবং কব্যবহা।" দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পৃঃ ৩৮৭

২। "স্পর্শযুগ্ম থেকে দ্বাদশ সৌরকলার উদ্ভব হয়েছে। স্পর্শযুগ্ম বলতে বুঝায় ম বাদ দিয়ে বাকী চব্বিশটি স্পর্শবর্ণের জোড়া জোড়া ভাগ। বর্ণযুগ্ম বা জোড়া এইভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে—কভ, খব, গফ, ঘপ, ঙন, চধ, ছদ, জথ, ঝত, ঞণ, টঢ, ঠড। কলার নাম তপনী (তপিণী), ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী (বোধনী), ধারণী (ধারিণী) এবং ক্ষমা।" দ্রঃ ঐ

৩। "ষোড়শ সৌম্য বর্ণ (স্বরবর্ণ) থেকে ষোড়শ কলার উদ্ভব হয়েছে। তাদের নাম অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা এবং পূর্ণামৃতা।" দ্রঃ ঐ

শেষে আধারস্থাপন, পাত্রস্থাপন এবং জলপূরণ এই তিন ক্রিয়ার প্রত্যেকটি সূচিত হয়েছে। কারণ বাক্য থেকে লিঙ্গ প্রবল।

* *

ধেনু ও যোনি মুদ্রা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তবু এখানে ধেনুযোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে, এই কথা বললেন। এ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল পূর্বে এই দুই মুদ্রার কথা যেভাবে বলা হয়েছে, এখানে সেভাবের বিচার নয়। 'ধেনু-যোনিমুদ্রাং' এখানে একবচনের ব্যবহার আর্ষ। অথবা ধেনুসহিত যোনি ধেনুযোনি এইভাবে মধ্যপদলোপী সমাস ক'রে ধেনুযোনিমুদ্রাং পদের একবচন সমর্থিত হতে পারে। ৫।

অর্ঘ্যসংস্কারঃ

এবং মুদ্রাপ্রদর্শনান্তমুক্ত্বা সূত্রান্তরেণ সংস্কারশেষানাহ—

[১]সপ্তবারমভিমন্ত্র্য তজ্জলবিপ্রুড়্ভিরাত্মানং পুজোপকরণানি চ সংপ্রোক্ষ্য তজ্জলেন পূর্বোক্তং মণ্ডলং পরিকল্প্য তদ্বদাদিমং সংযোজ্য[২] তত্রোপাদিমং মধ্যমং চ নিক্ষিপ্য বহ্ন্যর্কেন্দুকলাঃ অভ্যর্চ্য বক্রতুণ্ড-গায়ত্র্যা গণানাং ত্বেত্যনয়া ঋচা চাভিমন্ত্র্য অস্ত্রাদিরক্ষণং কৃত্বা তদ্বিন্দুভিস্ত্রিশঃ শিরসি গুরুপাদুকামারাধয়েৎ ॥ ৬ ॥

মূলেনেতি সপ্তবারমিত্যাদিঃ। ক্বচিত্তথৈব পাঠঃ। তজ্জলেন সামান্যা-র্ঘ্যোদকেন পূর্বোক্তং ত্রিকোণাদিরূপং মণ্ডলং সংস্কৃতদেশবিশেষম্। তদ্বৎ সামান্যার্ঘ্যোদকবৎ। আদিমং প্রথমং সংযোজ্যেত্যনেন তদন্তা ক্রিয়া তদ্বদি-ত্যতিদিশ্যতে। তেন আধারপাত্রস্থাপনয়োরপি লাভঃ। ক্বচিৎ সংশোধ্যেতি পাঠঃ। [৩]চকারেণ চতুর্থপঞ্চময়োর্গ্রহণম্। পূর্বস্মাদত্র যো বিশেষস্তমাহ—বহ্নীতি। আধারে বহ্নিকলাঃ ধূম্রার্চিরাদয়ঃ, পাত্রে সূর্যকলাঃ তপিন্যাদয়ঃ, অমৃতে অমৃতাদয়শ্চন্দ্রকলাঃ চতুর্থ্যন্ততত্তন্নামভিঃ প্রাগাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন বৃত্তাকারং যজেৎ। দিঙ্নিয়মো বৃত্তাকার-নিয়মশ্চ যঃ তন্মূলং পরমানন্দতন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে দ্রষ্টব্যম্। আধারস্থাপনোত্তরং তত্র দশবহ্নিকলাঃ সম্পূজ্য ততঃ পাত্রং স্থাপয়েৎ। এবমন্যত্রাপি। বক্রতুণ্ডগায়ত্র্যা "তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায়

১। মূলেনস ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। সংশোধ্য ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

৩। আদিমোপাদিময়োরেব গ্রহণাৎ অত্র চতুর্থপঞ্চময়োর্নিবৃত্তিঃ। যদ্বা—"যোগ্যৈঃ সহ মপঞ্চকমুররীকৃত্য" ইতি অগ্রে মপঞ্চকস্বীকারলিঙ্গাৎ চকারেণ আবশ্যকম্। যুক্তশ্চায়মেব পক্ষঃ। —ইতি পুস্তকান্তরে।

ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ"। ইত্যনয়া। "গণানাং ত্বা"[১] ইতীয়মৃক্ প্রসিদ্ধা। ক্বচিৎপাঠে সমগ্রপাঠোঽপি দৃশ্যতে। অভিমন্ত্রণং নাম মন্ত্রপঠনকালে সংস্কার্যদ্রব্যস্পর্শঃ। অস্ত্রাদীত্যাদিপদেন কবচম্। তে উভে পূর্বং ব্যাখ্যাতে। রক্ষণমিতি অবকুণ্ঠনাস্যাপ্যুপলক্ষণম্। তথা চ অস্ত্রমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য অবকুণ্ঠ্য কবচমন্ত্রেণেত্যর্থঃ। যদ্যপি "তদ্বদাদিমং সংযোজ্য" ইত্যনেনৈব অস্ত্রাদীনাং প্রাপ্তিসম্ভবে পুনর্বিধানং ব্যর্থম্; তথাঽপি পূর্বং ধেনুযোনিমুদ্রে স্থিতে তন্নিবৃত্ত্যর্থং পুনঃ কথনং জ্ঞেয়ম্। তদ্বিন্দুভিঃ সংস্কৃতপ্রথমবিন্দুভিঃ ত্রিশঃ ত্রিবারং শিরসি বিধিবিলে গুরুপাদুকামারাধয়েৎ। আরাধনং নাম গুরুপাদুকোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগঃ। তস্যাহবনীয়াদিবং দেশনিয়মঃ শিরসি। বিন্দুভিরিত্যনেন দ্রব্যমাননিয়মঃ। সাবরণগণপতিপূজা[২]য়ামপি নিয়মোঽনেন ক্রিয়তে॥ ৬॥

অর্ঘ্যসংস্কার

এইভাবে মুদ্রাপ্রদর্শন পর্যন্ত বলে অন্য সূত্রের দ্বারা সংস্কারের অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলি বলছেন—

সাতবার মূলমন্ত্র পাঠের দ্বারা অভিমন্ত্রিত সামান্যার্ঘজলের বিন্দু দ্বারা নিজের এবং পূজোপকরণসমূহের প্রোক্ষণ করবে। সেই জলের দ্বারাই পূর্বোক্ত ত্রিকোণাদিসমন্বিত মণ্ডল রচনা ক'রে সামান্যার্ঘ্যজলের মতো প্রথম মকার সংযোজন ক'রে তার মধ্যে দ্বিতীয় ও মধ্যম মকার নিক্ষেপ করবে। তারপর অগ্নিকলা সূর্য্যকলা ও চন্দ্রকলার পূজা ক'রে বক্রতুণ্ডগায়ত্রী ও "গণানাং ত্বা" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে এবং অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা রক্ষা ও কবচমন্ত্রের দ্বারা তা আবৃত ক'রে কৃতসংস্কার প্রথমার্ঘ্যজলবিন্দু দ্বারা তিন বার স্বীয় শিরে গুরুপাদুকার আরাধনা করবে॥ ৬॥

'মূলেন' এই পদের পূর্বে সপ্তবারং যোগ করতে হবে। কোথাও কোথাও ঐ পাঠই আছে। 'তজ্জলেন' অর্থ সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা, পূর্বোক্তং অর্থ পুর্বোক্ত ত্রিকোণাদিরূপ, মণ্ডল মানে কৃতসংস্কার স্থানবিশেষ। তদ্বৎ মানে সামান্যার্ঘ্য জলের মতো। 'আদিমং' মানে প্রথম মকার। সংযোজ্য কথাটা দ্বারা তার পরের ক্রিয়া সেইমতো হবে এই অতিদেশ করা হয়েছে। তা দ্বারা আধারস্থাপন

১। ঋক্‌টি এই—গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্। জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্।—ঋ বে ২।২৩।১

২। যা দেশনি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

এবং পাত্রস্থাপনও পাওয়া যাচ্ছে। সংযোজ্য স্থলে কোথাও কোথাও সংশোধ্য পাঠ লক্ষ্য করা যায়। চ দ্বারা চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ব থেকে এখানকার যে-বিশেষত্ব তাকেই বহ্নি ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আধারে অর্থাৎ পাত্রের আধারে ধূম্রার্চি ইত্যাদি বহ্নিকলা, পাত্রে তপিনী ইত্যাদি সূর্যকলা, অমৃতে অমৃতা ইত্যাদি চন্দ্রকলা, এই সব কলার নাম চতুর্থীবিভক্তি-যুক্ত ক'রে পূর্বদিক্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে বৃত্তাকারে পূজা করতে হবে। দিঙ্‌নিয়ম এবং বৃত্তাকারের যে নিয়ম তার মূল পরমানন্দতন্ত্রের অষ্টমোল্লাসে দ্রষ্টব্য। আধারস্থাপন করতঃ তাতে দশ অগ্নিকলার পূজা ক'রে তার পর পাত্র স্থাপন করতে হবে। এইপ্রকারে অন্যত্রও হবে। বক্রতুণ্ডগায়ত্রীর দ্বারা অর্থ "তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ" এই গায়ত্রী দ্বারা। 'গণানাং ত্বা' এই ঋক্ প্রসিদ্ধ। কোথাও কোথাও উক্ত সমগ্র ঋক্‌টি সহ পাঠ লক্ষ্য করা যায়। অভিমন্ত্রণ অর্থ মন্ত্রপাঠকালে সংস্কার-যোগ্য দ্রব্যস্পর্শ। অস্ত্রাদিপদের আদিপদের দ্বারা কবচ সূচিত হয়েছে। অস্ত্র ও কবচ এই উভয়ের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। রক্ষণং বলায় তা দ্বারা অবগুণ্ঠনেরও উপলক্ষণ হয়েছে। পূর্বসূত্রে অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা সংরক্ষণ ক'রে কবচমন্ত্রের দ্বারা অবগুণ্ঠনের কথা বলা হয়েছে। যদিও 'তদ্‌বদাদিমং সংযোজ্য" এই কথা দ্বারাই অস্ত্রাদির কথা বলা হয় বলে আবার অস্ত্রাদির বিধান নিরর্থক হয়, তথাপি পূর্বসূত্রে তৎপূর্বেই ধেনুমুদ্রাদির কথা বলা হয়েছিল বলে যেমন তা নিবৃত্তির জন্য আবার ধেনুমুদ্রাদির উল্লেখ করা হয়েছে, এখানেও সেই রকম হয়েছে, এইটি বুঝতে হবে। তদ্‌বিন্দুভিঃ মানে কৃত-সংস্কার প্রথমার্ঘ্যের বিন্দুসমূহের দ্বারা, ত্রিশঃ মানে তিনবার। শিরসি মানে বিধিবিলে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে (?) গুরুপাদুকার আরাধনা করবে। আরাধনা অর্থ গুরুপাদুকার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ। তস্যাহবনীয়াদির মতো তার স্থান সম্বন্ধে নিয়ম হল তা হবে শিরে। বিন্দুভিঃ এই কথা দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণনিয়ম সূচিত হয়েছে। এ দ্বারা সাবরণগণপতিপূজাতেও পালনীয় নিয়ম করা হল। ৬।

পীঠশক্তি-ধর্মাদ্যষ্টক-মহাগণপতি-পঞ্চাবরণ-পূজাবিধিঃ

পীঠনিয়মপূর্বকং মন্ত্রোদ্ধারাদিকমাহ—

পুরতো রক্তচন্দননির্মিতে পীঠে মহাগণপতিপ্রতিমায়াং বা চতুরশ্রাষ্টদলষট্‌কোণত্রিকোণময়ে চক্রে বা তীব্রায়ৈ জ্বালিন্যৈ নন্দায়ৈ ভোগদায়ৈ কামরূপিণ্যৈ উগ্রায়ৈ তেজোবত্যৈ সত্যায়ৈ বিঘ্ননাশিন্যৈ

ঋঁ ধর্মায় ঋৃঁ জ্ঞানায় ৯ঁ বৈরাগ্যায় ঃঁ ঐশ্বর্যায় ঋঁ অধর্মায় ঋ্ঁ অজ্ঞানায় ৯ঁ অবৈরাগ্যায় ঃঁ অনৈশ্বর্যায় নম ইতি পীঠশক্তীর্ধর্মাদ্যষ্টকং চাভ্যর্চ্য মূলমুচ্চার্য মহাগণপতিমাবাহয়ামীত্যাবাহ্য পঞ্চধোপচর্য দশধা সন্তর্প্য[১] মূলেন মিথুনাঙ্গব্রাহ্ম্যাদীন্দ্রাদিরূপপঞ্চাবরণপূজাং কুর্যাৎ॥ ৭ ॥

পুরত ইতি পীঠে ইত্যন্তং মূর্ত্যাধারনিয়ামকম্। বাকারদ্বয়ং সমবিকল্পদ্যোতকম্। চতুরশ্রং সর্বস্মাৎ বহিঃ তদন্তঃ অষ্টদলং তদন্তঃ ষট্‌কোণং তদন্তঃ ত্রিকোণং ইতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তীব্রাদিষু পীঠশক্তিরিতি সঙ্কেতাৎ আসাং শ্রীগণপত্যাধারভূতপীঠে রক্তচন্দননির্মিতে পূজনমিতি জ্ঞায়তে। তত্র ক্রমানুক্তৌ প্রাগাদিষ্বষ্টদিক্ষু মধ্যে চ নবশক্তয়ঃ পূজ্যাঃ। ধর্মাদীনাং চতুষ্টয়ং বায়ব্যাদিবিদিক্ষু অধর্মাদিচতুষ্টয়ং পশ্চিমাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন পীঠ এব সমর্চয়েৎ। পীঠশক্তীঃ ধর্মাদ্যষ্টকং চেতি দ্বয়োরেকদেশস্য শ্রুতত্বাৎ। ধর্মাদীনাং দিঙ্‌নিয়মঃ বায়ুকোণতঃ। পরমানন্দতন্ত্রে—

ধর্মং জ্ঞানং চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং পশ্চিমাদিতঃ।
অধর্মাদিচতুষ্কং চ··· ··· ··· ॥ ইতি ॥

পঞ্চধা পঞ্চপ্রকারৈঃ গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যরূপৈঃ উপচর্য পূজয়িত্বা। অত্র মন্ত্রাঃ—লং পৃথিব্যাত্মনে গন্ধং কল্পয়ামি, হং আকাশাত্মনে পুষ্পং কল্পয়ামি, যং বায়্বাত্মনে ধূপং কল্পয়ামি, রং অগ্ন্যাত্মনে দীপং কল্পয়ামি, বং অমৃতাত্মনে অমৃতনৈবেদ্যং কল্পয়ামি। অত্র প্রমাণং পরমানন্দতন্ত্রে—

গন্ধং পুষ্পং চ ধূপং চ দীপং নৈবেদ্যকং প্রিয়ে।
ভূতপঞ্চকবীজেন পৃথিব্যাদ্যাত্মকং পরম্।
ক্রমেণ পঞ্চভির্দেবি মানসে ত্বেবমর্চয়েৎ ॥ ইতি ॥

মূলেন দশধা দশবারম্। সন্তর্প্যেত্যত্র তর্পণসাধনদ্রব্যং বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থম্। তৎপ্রকারশ্চ কথং কার্যং ইত্যাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ সন্নিকৃষ্টত্বাৎ শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণধর্ম এব গ্রাহ্যঃ। এবমাবরণপূজায়ামপি ইতিকর্তব্যতাऽऽকাঙ্ক্ষায়াং তত এব গ্রাহ্যম্। তর্পণে তু মূলমুক্ত্বা শ্রীমহাগণপতিং তর্পয়ামীতি মন্ত্রশেষঃ। প্রতিতর্পণং মন্ত্রাবৃত্তিঃ, দ্রব্যপৃথক্ত্বাৎ। অতএব হিরণ্যকেশিসূত্রে "দ্রব্যপৃথক্ত্বেऽভ্যাবর্ততে" ইতি ॥

যত্তু নিবন্ধে তর্পণমন্ত্রে পূজয়ামীতি মন্ত্রশেষলেখনং তদশুদ্ধম্। যদি তর্পণপূজনয়োরভেদঃ তর্হ্যগ্রেऽপি পঞ্চাবরণতর্পণং কুর্যাদিত্যেব বদেৎ, ন

১। দশধোপতর্প্য ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পূজাং কুর্যাদিতি বদেৎ। যতো ধাতুভেদেনোচ্চারণং অতোঽর্থভেদোঽপ্যাবশ্যকঃ। অর্থভেদে পূজালিঙ্গকমন্ত্রস্য তর্পণানঙ্গত্বং স্পষ্টম্। এবং নিবন্ধে প্রধানদেবপূজোত্তরং ষড়ঙ্গৌঘত্রয়পূজা চোক্তা। তত্র মূলং যদি তন্ত্রান্তরং তস্যাত্র প্রবেশো নাস্তীতি পূর্বমেবোক্তম্। অতস্তন্ন কার্যম্।

মিথুনানাং আবরণদ্বয়ং, অঙ্গদেবতাঃ তৃতীয়াবরণং, ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ চতুর্থাবরণং ইন্দ্রাদ্যাঃ পঞ্চমাবরণং, এবং পঞ্চাবরণপূজাং কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

পীঠশক্তি-ধর্মাদ্যষ্টক-মহাগণপতি-পঞ্চাবরণ-পূজা-বিধি।

পীঠনিয়ম বলার পর যন্ত্রোদ্ধারাদি অর্থাৎ যন্ত্রাঙ্কনাদি বলছেন—

পুরতঃ রক্তচন্দননির্মিত পীঠে স্থাপিত মহাগণপতির প্রতিমায় অথবা চতুরশ্র-অষ্টদল-ষট্‌কোণ-ত্রিকোণ-আত্মক চক্রে অর্থাৎ যন্ত্রে তীব্রায়ৈ নমঃ[১] জ্বালিন্যৈ নমঃ নন্দায়ৈ নমঃ ভোগদায়ৈ নমঃ কামরূপিণ্যৈ নমঃ উগ্রায়ৈ নমঃ তেজোবত্যৈ নমঃ সত্যায়ৈ নমঃ বিঘ্ননাশিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে এই নব শক্তির এবং ঋঁ ধর্মায় নমঃ[২] ঋৃঁ জ্ঞানায় নমঃ ৯ঁ বৈরাগ্যায় নমঃ ৯ৗঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ ঋঁ অধর্মায় নমঃ ঋৃঁ অজ্ঞানায় নমঃ ৯ঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ ৯ৗঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ এই মন্ত্রে ধর্মাদি অষ্টকের পূজা করতে হবে। তারপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে 'মহাগণপতিং আবাহয়ামি' এই বলে আবাহন ক'রে ও পূজা ক'রে মূলমন্ত্রের দ্বারা দশবার তর্পণ করতঃ, মিথুনদের[৩] নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় আবরণ, অঙ্গদেবতারা তৃতীয় আবরণ, ব্রাহ্মী-আদি[৪] চতুর্থ আবরণ এবং ইন্দ্রাদি[৫] পঞ্চম আবরণ, এই প্রকার পঞ্চ আবরণের পূজা করতে হবে ॥ ৭ ॥

'পুরতো' থেকে 'পীঠে' পর্যন্ত বাক্যাংশ মূর্তির আধারনিয়ামক। দুবার 'বা' সমবিকল্পদ্যোতক। সবার বাইরে চতুরশ্র, তার ভিতরে অষ্টদল, তার ভিতরে ষট্‌কোণ, তার ভিতরে ত্রিকোণ এই ক্রম জ্ঞেয়। তীব্রাদি পীঠশক্তি এই সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীগণপতির আধারভূত রক্তচন্দননির্মিত পীঠে এ:দের পূজা বিহিত, এটি জানা যায়। সূত্রে ক্রম সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি

১। পূর্ণ মন্ত্রটি এই—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। এইভাবে অন্য পীঠশক্তির নামেরও পূর্বে উক্ত ত্রিবীজ যোগ করতে হবে। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ ইত্যাদি।

২। পীঠশক্তির ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমনি এখানেও ধর্মাদি প্রত্যেকের সঙ্গে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই ত্রিবীজ যোগ করতে হবে। যথা শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঋঁ ধর্মায় নমঃ ইত্যাদি।

৩। মিথুন সম্বন্ধে দ্রঃ সূত্র ৩

৪। ব্রাহ্মী নারায়ণী মাহেশ্বরী চামুণ্ডা কৌমারী অপরাজিতা বারাহী নারসিংহী এই অষ্টমাতৃকা।

৫। ইন্দ্র অগ্নি যম নির্ঋত বরুণ মরুৎ কুবের ও ঈশ এই অষ্ট দিক্‌পাল।

বলে চক্রের পূর্বাদি অষ্টদিকে এবং মধ্যে নব শক্তির পূজা করতে হবে। পীঠেই বায়ুকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে যথাক্রম ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চতুষ্টয়ের এবং পশ্চিম থেকে আরম্ভ ক'রে উক্তক্রমে যথাক্রম অধর্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য এই চতুষ্টয়ের পূজা করতে হবে। অষ্ট পীঠশক্তি ও ধর্মাদি অষ্টক উভয়ের একই স্থান শাস্ত্রসম্মত। ধর্মাদির দিঙ্নিয়ম বায়ুকোণ থেকে আরম্ভ করে ব্যবস্থিত। পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য (বায়ুকোণ থেকে) আর অধর্মাদি চতুষ্টয় পশ্চিম দিক্ থেকে।

পঞ্চধা মানে পঞ্চপ্রকারে অর্থাৎ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চ উপাচারে, উপচর্য মানে পূজা ক'রে। এখানে মন্ত্রগুলি হবে এই—লং[১] পৃথিব্যাত্মনে গন্ধং কল্পয়ামি, হং আকাশাত্মনে পুষ্পং কল্পয়ামি, যং বায়্বাত্মনে ধূপং কল্পয়ামি, রং অগ্ন্যাত্মনে দীপং কল্পয়ামি, বং অমৃতনৈবেদ্যং কল্পয়ামি। এর প্রমাণ আছে পরমানন্দতন্ত্রে—

প্রিয়ে, গন্ধ ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য পঞ্চভূতের বীজ সংযুক্ত ক'রে এবং পৃথিব্যাদি-আত্মক বলে, ওগো দেবী, যথানির্দিষ্ট ক্রমে উক্ত উপাচারের দ্বারা মানস পূজা করতে হবে।

মূলমন্ত্রের দ্বারা, দশধা মানে দশবার। সন্তর্প্য এই কথা দ্বারা তর্পণসাধন দ্রব্য বিশেষার্ঘ্যপাত্রে আছে, এইটি বুঝান হয়েছে। তা কি প্রকারে হবে এই আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। এইজন্য তা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, সন্নিকৃষ্ট বলে শ্যামাক্রমে এ সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ ধর্মই গ্রহণযোগ্য। এইভাবে, আবরণ-পূজা সম্পর্কে ইতিকতর্ব্যতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঐ শ্যামাক্রম থেকেই নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। তর্পণের বেলা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীমহাগণপতিং তর্পয়ামি এই বলে মন্ত্র শেষ করতে হবে। তর্পণদ্রব্য পৃথক্ বলে প্রতি তর্পণে মন্ত্র-পাঠ করতে হবে। এইজন্য হিরণ্যকেশিসূত্রে আছে "দ্রব্যপৃথক্ত্বেঽভ্যাবর্ততে।"

* * * *

মিথুনগুলির দুটি আবরণ, অঙ্গদেবতারা তৃতীয় আবরণ, ব্রাহ্মী-আদি চতুর্থ আবরণ এবং ইন্দ্রাদি পঞ্চম আবরণ, এই প্রকার পঞ্চাবরণপূজা করতে হবে। ৭।

১। লং ক্ষিতিবীজ। তেমনি হং ব্যোমবীজ, যং বায়ুবীজ বা মরুৎবীজ, রং বহ্নিবীজ বা তেজোবীজ, বং বরুণবীজ বা অপ্‌বীজ।

পঞ্চাবরণীপূজা

[1]তত্র প্রধানদেবতাতর্পণদেশমাহ—

ত্রিকোণে দেবঃ তস্য ষড়শ্রস্যান্তরালে শ্রীশ্রীপত্যাদিচতুর্মিথুনানি অঙ্গানি চ ঋদ্ধ্যামোদাদিষণ্মিথুনানি ষড়শ্রে মিথুনদ্বয়ং ষড়শ্রোভয়পার্শ্বয়োস্তৎসন্ধিষ্বঙ্গানি ব্রাহ্ম্যাদ্যা অষ্টদলে চতুরশ্রাষ্টদিক্ষ্বিন্দ্রাদ্যাঃ পূজ্যাঃ সর্বত্র দেবতানামসু শ্রীপূর্বং পাদুকামুচ্চার্য পূজয়ামীত্যষ্টাক্ষরং যোজয়েৎ ॥ ৮ ॥

ত্রিকোণে দেবঃ তর্প্যঃ ইতি শেষঃ। তৎ ত্রিকোণং ষড়শ্রং চ তয়োরন্তরালে অনুক্তত্বাৎ প্রাগাদিদিক্ষু চতুরাবৃত্তি-তর্পণপাঠক্রমানুরোধেন শ্রীশ্রীপতিপ্রভৃতি-মিথুনচতুষ্টয়ং পূজ্যম্! এতাবৎ প্রথমাবরণম্। ঋদ্ধ্যামোদমিথুনমারভ্য ষণ্মিথুনানি ষড়শ্রকোণেষু। এতদুত্তরবৃত্তিমিথুনদ্বয়ং ষড়শ্রপার্শ্বদ্বয়ে ইতি দ্বিতীয়া-বরণম্। ষট্কোণযন্ত্রে রেখোপরি রেখা যত্র গচ্ছতি স তৎসন্ধিঃ। তত্র ঈদৃশঃ সন্ধয়ঃ ষট্ সন্তি, তাদৃশসন্ধিষু। ক্রমস্যানুক্তত্বাৎ অগ্নীশাসুরবায়ুকোণ-ক্রমস্যোক্তস্যাসম্ভবাৎ, প্রাগপবর্গতা উত্তরাপবর্গতা যথা স্যাৎ তথা, ক্রমমনাদৃত্য, ষড়ঙ্গানি যজেৎ। ইতি তৃতীয়াবরণম্। অষ্টদলে ক্রমাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রীবিদ্যার্ণবোক্তঃ। আদ্যচতসৃণাং পশ্চিমাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন অগ্রিমাণাং বায়ব্যাদিবিদিক্ষু প্রাদক্ষিণ্যেন পূজ্যা ব্রাহ্ম্যাদ্যাষ্টমাতরঃ ইতি চতুর্থাবরণম্। চতুরশ্রে প্রাগাদ্যষ্ট-দিক্ষু তত্তদ্দিক্‌পতীন্ যজেৎ। অত্র মন্ত্রাকাঙ্ক্ষাসত্ত্বাৎ সন্নিকৃষ্টশ্যামাক্রমোক্ত-দিক্‌পালমন্ত্রা গ্রাহ্যাঃ। অথবা—বক্ষ্যমাণাষ্টাক্ষরীযুক্তনামমন্ত্রেণৈব। ইতি পঞ্চমাবরণম্। অনুষ্ঠানে উপযুক্তাং সর্বসাধারণীং কাঞ্চিৎ পরিভাষামাহ—সর্বত্রেতি সর্বত্র পূজাসামান্যে দেবতানামসু নামমন্ত্রেষু। ঘটকত্বং সপ্তম্যর্থঃ। শ্রীপূর্বং প্রথমং শ্রীপদমুচ্চার্য ততঃ পাদুকাং ইতি ততঃ পূজয়ামি ইতি। তথা চ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি যোজ্যমিতি যাবৎ ॥ ৮ ॥

পঞ্চাবরণীপূজা

সেক্ষেত্রে প্রধানদেবতার তর্পণস্থান বলছেন—

ত্রিকোণে দেব তর্পণীয়। ত্রিকোণ ও ষড়শ্রের অন্তরালে শ্রী-শ্রীপতি-আদি চার মিথুনের অর্থাৎ শ্রী-শ্রীপতি গিরিজা-গিরিজাপতি রতি-রতিপতি ও মহী-মহীপতি এই চার মিথুনের এবং ঋদ্ধি-আমোদাদি ছয় অঙ্গ মিথুনের অর্থাৎ

১। তদেব সবিস্তরং প্রপঞ্চয়তি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ঋদ্ধি-আমোদ সমৃদ্ধি-প্রমোদ কান্তি-সুমুখ মদনাবতী-দুর্মুখ মদদ্রবা-অবিঘ্ন দ্রাবিণী-বিঘ্নকর্তা এই ছয় মিথুনের ষড়শ্রে পূজা করতে হবে। এদের পরবর্তী মিথুনদ্বয়ের অর্থাৎ বসুধারা-শঙ্খনিধি ও বসুমতী-পদ্মনিধি এই দুই মিথুনের পূজা করতে হবে ষড়শ্রের দুই পাশে। ষড়শ্রের সন্ধিগুলিতে ষড়ঙ্গের পূজা[1] করতে হবে। অষ্টদলে ব্রাহ্মী-আদি অষ্ট মাতৃকার পূজা করতে হবে। চতুরশ্রে অষ্টদিকে ইন্দ্রাদির পূজা করতে হবে। সর্বত্র অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে দেবতার নামের সঙ্গে শ্রীপাদুকাং এই পদ উচ্চারণ ক'রে পূজয়ামি এই পদ উচ্চারণ করতে হবে অর্থাৎ 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এই অষ্টাক্ষর দেবতার নামের সঙ্গে যোগ করতে হবে ॥ ৮ ॥

ত্রিকোণে দেবের তর্পণ করতে হবে। এই ত্রিকোণ এবং ষড়শ্র, তাদের অন্তরালে। ক্রম সম্বন্ধে সূত্রে কিছু বলা হয়নি বলে চতুরাবৃত্তিতর্পণের পাঠ-ক্রমানুরোধে পূর্বাদি দিকে শ্রী-শ্রীপতি প্রভৃতি মিথুনচতুষ্টয়ের পূজা কর্তব্য। এই পর্যন্ত প্রথমাবরণ। ঋদ্ধি-আমোদ এই মিথুন থেকে আরম্ভ করে ষড়্-মিথুনের ষড়শ্রকোণে পূজা করতে হবে। এর পরবর্তী মিথুনদ্বয়ের পূজা হবে ষড়শ্রের দুইপাশে। এটি দ্বিতীয় আবরণ। ষট্‌কোণ যন্ত্রে যেখানে—একটি রেখার উপর দিয়ে আরেকটি রেখা চলে যায় সেই স্থান সন্ধি। এই প্রকার ছটি সন্ধি আছে, এইরূপ সন্ধিতে। এখানে কোনো ক্রম বলা হয় নি। অগ্নি-ঈশান-নিঋ'ত-বায়ু-কোণ এই যে ক্রম পূর্বে বলা হয়েছে তা এখানে সম্ভব নয়। কেননা, উত্তরাপবর্গতা যেমন হবে প্রাগপবর্গতা তেমনি হবে। সেই জন্য ক্রম উপেক্ষা করে ষড়ঙ্গ পূজা করতে হবে। এটি তৃতীয় আবরণ। অষ্ট-দলে কি ক্রম হবে এই আকাঙ্ক্ষাপূরণে বলতে হয় শ্রীবিদ্যার্ণবে যে-ক্রম বলা হয়েছে এখানেও তাই হবে। ব্রাহ্মী-আদি অষ্টমাতৃকার পূজা হবে এইভাবে—আদ্যচতুষ্টয়ের পূজা পশ্চিম দিক্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে এবং পরের চতুষ্টয়ের পূজা বায়ুকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে। এটি চতুর্থ আবরণ। চতুরশ্রে পূর্বাদি অষ্ট দিকে সেই সেই দিক্‌পতির পূজা করতে হবে। এখানে মন্ত্র কি হবে এই আকাঙ্ক্ষা থাকায় তা নিবৃত্তির জন্য বলতে হয় সন্নি-

১। ষড়ঙ্গপূজার মন্ত্র—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ গাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রাঁ ক্লীঁ শ্রীঁ গীঁ শিরসে স্বাহা শিরশ্‌শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ গূঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রাঁ ক্লীঁ ক্লীঁ গৈঁ কবচায় হুম্ কবচশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীং ক্লীঁ গ্লৌঁ গৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গঁ গঃ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ, তরুণোল্লাস দ্বিতীয়ঃ—গণপতিক্রমঃ।

কৃষ্ট শ্যামাক্রমে বিবৃত দিক্‌পালমন্ত্রগুলি নিতে হবে। অথবা বক্ষ্যমাণ অষ্টাক্ষরীযুক্ত নামমন্ত্রের দ্বারাই এই মন্ত্রের কাজ চলবে। এটি পঞ্চম আবরণ। 'সর্বত্র' এই কথাটি দ্বারা অনুষ্ঠানের উপযোগী কিছু সাধারণ নিয়ম সূচিত হয়েছে। সর্বত্র মানে সাধারণভাবে পূজায়, 'দেবতানামসু' মানে দেবতার নামমন্ত্রে। এখানে সপ্তমী বিভক্তির তাৎপর্য হল ঘটকত্ব অর্থাৎ সংযোজন। 'শ্রীপূর্বং', মানে প্রথমে শ্রী এই পদটি উচ্চারণ ক'রে তারপর 'পাদুকাং' পদটি উচ্চারণ করতঃ 'পূজয়ামি' বলতে হবে। মোট কথা, 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এইটি যোগ করতে হবে। ৮।

গণনাথস্য পুনরুপতর্পণাদিঃ

এবং পঞ্চাবরণীমিষ্ট্বা পুনর্দেবং গণনাথং দশধোপতর্প্য ষোড়শোপচারৈরুপচর্য প্রণবমায়াহন্তে সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং স্বাহা ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দত্ত্বা গণপতিৰ্বুদ্ধ্যোকং বটুকং সিদ্ধলক্ষ্মীৰ্বুদ্ধ্যোকাং শক্তিং চাহূয় গন্ধপুষ্পাক্ষতৈরভ্যর্চ্যাদিমোপাদিমমধ্যমান্ দত্ত্বা মম নির্বিঘ্নং মন্ত্রসিদ্ধির্ভূয়াদিত্যনুগ্রহং কারয়িত্বা নমস্কৃত্য যথাশক্তি জপেৎ । ৯ ॥

এবং উক্তপ্রকারেণ পঞ্চানামাবরণানাং আবরণদেবতানাং সমূহঃ পঞ্চাবরণী, "দ্বিগোঃ" ইতি ঙীপ্, তাং ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা। [১]পুনরিত্যনেন পঞ্চাবরণান্তঃপাতিত্বং সূচিতম্। দশধা দশবারম্। তর্পণপ্রকারশ্চ পূর্বমেব ব্যাখ্যাতঃ। ষোড়শোপচারাশ্চ পরমানন্দতন্ত্রে পরিগণিতাঃ। যথা—

পাদ্যমর্ঘ্যং চাচমনং স্নানং বস্ত্রং চ ভূষণম্।
গন্ধং পুষ্পং ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং চাপি বীটিকাম্।
নীরাজনং চাঞ্জলিং চ পরিক্রামং নতিং শিবে।
গণয়েদুপচারান্ বৈ প্রত্যেকং ষোড়শেশ্বরি ॥ ইতি ॥

অগ্রে সূত্রোক্তষোড়শোপচারা বা ॥

অত্র পূজাঙ্গত্বেন পদ্ধতৌ হোম উক্তঃ, স নির্মূলঃ।

প্রণবঃ প্রসিদ্ধঃ, মায়া হ্রীঁ, এতয়োঃ অন্তে অগ্রে, স্বাহাহন্তং শেষং পঠেৎ। অয়ং বলিদানমন্ত্রঃ। ইমং মন্ত্রং ত্রিঃ পঠিত্বা ততো বলিদানং কুর্যাৎ। বলি-

---

১। পুনরিত্যনেন যথাপূর্বোক্তপঞ্চাবরণপূজায়া ইব এবং পঞ্চাবরণীমিষ্ট্বেত্যেব অনুবাদঃ। তদ্বৎ অয়মপি অনুবাদ এব। ক্রমমাত্রবিধিরিতি ভ্রমো নিরস্তঃ। দশধা—ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ঋদ্ধি-আমোদ সমৃদ্ধি-প্রমোদ কান্তি-সুমুখ মদনাবতী-দুর্মুখ মদদ্রবা-অবিঘ্ন দ্রাবিণী-বিঘ্নকর্তা এই ছয় মিথুনের ষড়শ্রে পূজা করতে হবে। এদের পরবর্তী মিথুনদ্বয়ের অর্থাৎ বসুধারা-শঙ্খনিধি ও বসুমতী-পদ্মনিধি এই দুই মিথুনের পূজা করতে হবে ষড়শ্রের দুই পাশে। ষড়শ্রের সন্ধিগুলিতে ষড়ঙ্গের পূজা[১] করতে হবে। অষ্টদলে ব্রাহ্মী-আদি অষ্ট মাতৃকার পূজা করতে হবে। চতুরশ্রে অষ্টদিকে ইন্দ্রাদির পূজা করতে হবে। সর্বত্র অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে দেবতার নামের সঙ্গে শ্রীপাদুকাং এই পদ উচ্চারণ ক'রে পূজয়ামি এই পদ উচ্চারণ করতে হবে অর্থাৎ 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এই অষ্টাক্ষর দেবতার নামের সঙ্গে যোগ করতে হবে ॥ ৮ ॥

ত্রিকোণে দেবের তর্পণ করতে হবে। এই ত্রিকোণ এবং ষড়শ্র, তাদের অন্তরালে। ক্রম সম্বন্ধে সূত্রে কিছু বলা হয়নি বলে চতুরাবৃত্তিতর্পণের পাঠ-ক্রমানুরোধে পূর্বাদি দিকে শ্রী-শ্রীপতি প্রভৃতি মিথুনচতুষ্টয়ের পূজা কর্তব্য। এই পর্যন্ত প্রথমাবরণ। ঋদ্ধি-আমোদ এই মিথুন থেকে আরম্ভ করে ষড়্-মিথুনের ষড়শ্রকোণে পূজা করতে হবে। এর পরবর্তী মিথুনদ্বয়ের পূজা হবে ষড়শ্রের দুইপাশে। এটি দ্বিতীয় আবরণ। ষট্‌কোণ যন্ত্রে যেখানে—একটি রেখার উপর দিয়ে আরেকটি রেখা চলে যায় সেই স্থান সন্ধি। এই প্রকার ছটি সন্ধি আছে, এইরূপ সন্ধিতে। এখানে কোনো ক্রম বলা হয় নি। অগ্নি-ঈশান-নিঋ'ত-বায়ু-কোণ এই যে ক্রম পূর্বে বলা হয়েছে তা এখানে সম্ভব নয়। কেননা, উত্তরাপবর্গতা যেমন হবে প্রাগপবর্গতা তেমনি হবে। সেই জন্য ক্রম উপেক্ষা করে ষড়ঙ্গ পূজা করতে হবে। এটি তৃতীয় আবরণ। অষ্ট-দলে কি ক্রম হবে এই আকাঙ্ক্ষাপূরণে বলতে হয় শ্রীবিদ্যার্ণবে যে-ক্রম বলা হয়েছে এখানেও তাই হবে। ব্রাহ্মী-আদি অষ্টমাতৃকার পূজা হবে এইভাবে—আদ্যচতুষ্টয়ের পূজা পশ্চিম দিক্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে এবং পরের চতুষ্টয়ের পূজা বায়ুকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে। এটি চতুর্থ আবরণ। চতুরশ্রে পূর্বাদি অষ্ট দিকে সেই সেই দিক্‌পতির পূজা করতে হবে। এখানে মন্ত্র কি হবে এই আকাঙ্ক্ষা থাকায় তা নিবৃত্তির জন্য বলতে হয় সন্নি-

১। ষড়ঙ্গপূজার মন্ত্র—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ গাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ গীঁ শিরসে স্বাহা শিরশ্‌শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়াম ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ গূঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ গৈঁ কবচায় হুম্ কবচশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীং ক্লীঁ গ্লৌঁ গৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গঁ গঃ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ, তরুণোল্লাস দ্বিতীয়ঃ—গণপতিক্রমঃ।

কৃষ্ট শ্যামাক্রমে বিবৃত দিক্‌পালমন্ত্রগুলি নিতে হবে। অথবা বক্ষ্যমাণ অষ্টাক্ষরীযুক্ত নামমন্ত্রের দ্বারাই এই মন্ত্রের কাজ চলবে। এটি পঞ্চম আবরণ। 'সর্বত্র' এই কথাটি দ্বারা অনুষ্ঠানের উপযোগী কিছু সাধারণ নিয়ম সূচিত হয়েছে। সর্বত্র মানে সাধারণভাবে পূজায়, 'দেবতানামসু' মানে দেবতার নামমন্ত্রে। এখানে সপ্তমী বিভক্তির তাৎপর্য হল ঘটকত্ব অর্থাৎ সংযোজন। 'শ্রীপূর্বং', মানে প্রথমে শ্রী এই পদটি উচ্চারণ ক'রে তারপর 'পাদুকাং' পদটি উচ্চারণ করতঃ 'পূজয়ামি' বলতে হবে। মোট কথা, 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এইটি যোগ করতে হবে। ৮।

গণনাথস্য পুনরুপতর্পণাদিঃ

এবং পঞ্চাবরণীমিষ্ট্বা পুনর্দেবং গণনাথং দশধোপতর্প্য ষোড়শোপচারৈরুপচর্য প্রণবমায়াঽন্তে সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং স্বাহা ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দত্ত্বা গণপতির্বুদ্ধ্যৈকং বটুকং সিদ্ধলক্ষ্মীর্বুদ্ধ্যৈকাং শক্তিং চাহূয় গন্ধপুষ্পাক্ষতৈরর্ভ্যর্চ্যাদিমোপাদিমমধ্যমান্ দত্ত্বা মম নির্বিঘ্নং মন্ত্রসিদ্ধির্ভূয়াদিত্যনুগ্রহং কারয়িত্বা নমস্কৃত্য যথাশক্তি জপেৎ । ৯ ।।

এবং উক্তপ্রকারেণ পঞ্চানামাবরণানাং আবরণদেবতানাং সমূহঃ পঞ্চাবরণী, "দ্বিগোঃ" ইতি ঙীপ্, তাং ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা। [১]পুনরিত্যনেন পঞ্চাবরণান্তঃপাতিত্বং সূচিতম্। দশধা দশবারম্। তর্পণপ্রকারশ্চ পূর্বমেব ব্যাখ্যাতঃ। ষোড়শোপচারাশ্চ পরমানন্দতন্ত্রে পরিগণিতাঃ। যথা—

পাদ্যমর্ঘ্যং চাচমনং স্নানং বস্ত্রং চ ভূষণম্।
গন্ধং পুষ্পং ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং চাপি বীটিকাম্।
নীরাজনং চাঞ্জলিং চ পরিক্রামং নতিং শিবে।
গণয়েদুপচারান্ বৈ প্রত্যেকং ষোড়শেশ্বরি ॥ ইতি ॥

অগ্রে সূত্রোক্তষোড়শোপচারা বা ॥

অত্র পূজাঽঙ্গত্বেন পদ্ধতৌ হোম উক্তঃ, স নির্মূলঃ।

প্রণবঃ প্রসিদ্ধঃ, মায়া হ্রীঁ, এতয়োঃ অন্তে অগ্রে, স্বাহাঽন্তং শেষং পঠেৎ। অয়ং বলিদানমন্ত্রঃ। ইমং মন্ত্রং ত্রিঃ পঠিত্বা ততো বলিদানং কুর্যাৎ। বলি-

১। পুনরিত্যনেন যথাপূর্বোক্তপঞ্চাবরণপূজায়া ইব এবং পঞ্চাবরণীমিষ্ট্বেত্যেব অনুবাদঃ। তদ্বৎ অয়মপি অনুবাদ এব। ক্রমমাত্রবিধিরিতি ভ্রমো নিরস্তঃ। দশধা—ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

দ্রব্যমাকাঙ্ক্ষিতং শ্রীক্রমোক্তং গ্রাহ্যম্। দেশাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রীক্রমোক্তং স্ববামভাগতঃ। গণপতিবুদ্ধ্যা ইত্যস্য অভ্যর্চ্য ইত্যনেনান্বয়ঃ। গণপতিস্বরূপং ভাবয়িত্বেতি যাবৎ। পাঠক্রমং বাধিত্বা অর্থক্রমেণ আদৌ আবাহনং পশ্চাৎ ভাবনং ততোঽর্চনং, এবমগ্রেঽপি। অত্র দ্বয়োরপ্যাহ্বানাদিকং পদার্থানুসময়েন নত্বঙ্গনাদিবৎ কাণ্ডানুসময়েন, তদ্বৎ অত্র বাধকাভাবাৎ, সর্বেষাং তুল্যপ্রধানসন্নিকর্ষসম্ভবাচ্চ। আদিমং স্পষ্টং, উপাদিমং দ্বিতীয়ং, মধ্যমং তৃতীয়ং চ দত্ত্বা। অয়ং প্রতিপত্তিসংস্কারঃ মধ্যমানিতি দ্বিতীয়াশ্রুতেঃ। দানেন দ্রব্যং সংস্কুর্যাৎ ইতি তদর্থঃ। তথা চ আবরণপূজোত্তরং দ্রব্যদোষে এতস্য নিবৃত্তিরেব। অনুগ্রহং কারয়িত্বা তয়োরনুগ্রহো যথা ভবেৎ তথা তৎসন্তোষং স্বয়ং সম্পাদয়েৎ ইতি ভাবঃ। নমঃ ইত্যারভ্য জপেৎ ইত্যন্তঃ স্পষ্টার্থঃ ॥

যচ্চ নিবন্ধে জপানন্তরং বটুকসুবাসিনীপূজনকথনং তৎসূত্রবিরুদ্ধমিত্যনেন স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৯ ॥

গণনাথের পুনরায় উপতর্পণাদি।

এই প্রকারে পঞ্চাবরণীর পূজা ক'রে, দেব গণনাথের দশবার তর্পণ ক'রে ও ষোড়শোপচারে পূজা ক'রে, 'ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং স্বাহা' এই মন্ত্র তিন বার পাঠ ক'রে বলিদান করতে হবে। তারপর গণপতিবুদ্ধিতে একজন বটুক ও সিদ্ধলক্ষ্মীবুদ্ধিতে একজন শক্তিকে আবাহন ক'রে এবং গন্ধ পুষ্প অক্ষতের দ্বারা পূজা ক'রে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকার দান করতে হবে আর 'আমার নির্বিঘ্ন মন্ত্রসিদ্ধি হোক্'—এই অভিলাষপূরণে তাঁরা যাতে অনুগ্রহ করেন সেইভাবে তাঁদের সন্তোষ বিধান ক'রে তাঁদের প্রণাম করতঃ যথাশক্তি জপ করতে হবে ॥ ৯ ॥

'এবং' মানে উপরে উক্ত প্রকারে। পঞ্চ আবরণের অর্থাৎ পঞ্চাবরণদেবতার সমূহ পঞ্চাবরণী। এখানে "দ্বিগোঃ" এই সূত্রানুসারে ঙীপ্ হয়েছে। তাকে অর্থাৎ পঞ্চাবরণীকে 'ইষ্ট্বা' মানে পূজা ক'রে। 'পুনঃ' বলা দ্বারা সূচিত হয়েছে গণপতিতর্পণ পঞ্চাবরণের অন্তঃপাতী। দশধা মানে দশবার। পূর্বেই কিপ্রকারে তর্পণ হবে তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। পরমানন্দতন্ত্রে এই প্রকারে ষোড়শোপচার গণনা করা হয়েছে—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানের খিলী, নিরাজন, অঞ্জলি, পরিক্রমা ও প্রণাম। ওগো ঈশ্বরী, এর প্রত্যেকটিকে ষোড়শোপচারের উপচার গণ্য করতে হবে।

এখানে পদ্ধতিগ্রন্থে পূজার অঙ্গ হিসাবে যে-হোমের কথা বলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন।

প্রণব প্রসিদ্ধ। মায়া অর্থ হ্রীঁ। এই উভয়ের অন্তে মানে পরে। স্বাহা বলে শেষ ক'রে মন্ত্র পাঠ করতে হবে। এটি বলিদানমন্ত্র। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ ক'রে বলিদান করতে হবে। বলিদ্রব্য কি হবে এই আকাঙ্ক্ষাপূরণে বক্তব্য, শ্রীক্রমোক্ত বলিদ্রব্য গ্রহণীয়। স্থানের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্য, শ্রীক্রমে যেমন বলা হয়েছে, নিজের বামভাগ থেকে। 'গণপতিবুদ্ধ্যা' এই পদের অন্বয় 'অভ্যর্চ্য' পদের সঙ্গে। তাৎপর্য হল গণপতিস্বরূপ ভাবনা ক'রে। সূত্র-নির্দিষ্ট পাঠক্রম স্থগিত রেখে বলতে হয় অর্থ-ক্রমানুসারে প্রথম আবাহন, তারপর ভাবনা, তারপর পূজা। অতঃপরও এইভাবে হবে। এখানে দুয়ের ভাবনাদি পদার্থানুসময়[১] অনুসারে হয়েছে, অঞ্জনাদির মতো কাণ্ডানুসময়[২] অনুসারে হয়নি। তেমনি এখানে, বাধক না থাকায় সমস্তের তুল্যপ্রধানসন্নিকর্ষ সম্ভবপর হলেও, পদার্থানুসময় অনুসারে ব্যবস্থা হয়েছে। আদিম প্রথম, উপাদিম দ্বিতীয় এবং মধ্যম তৃতীয়, দান ক'রে। 'মধ্যমান্' এই দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা বুঝাচ্ছে একটি প্রতিপত্তিসংস্কার। দানের দ্বারা দ্রব্যসংস্কার করতে হয় এই হল তার অর্থ। আবরণপূজার পর যদি দ্রব্যদোষ ঘটে তা হলে এ দ্বারা তারও নিবৃত্তি হবে। 'অনুগ্রহং কারয়িত্বা'—অনুগ্রহ করিয়ে নিয়ে, অর্থাৎ যাতে তাঁদের অনুগ্রহ হয় সেইভাবে স্বয়ং তাঁদের সন্তোষবিধান করতে হবে, এই হল মূলগত ভাব। নমঃ থেকে আরম্ভ ক'রে জপেৎ পর্যন্ত অর্থ স্পষ্ট।

* * * ॥ ৯ ॥

গণপত্যুদ্বাসনম্

যদ্যগ্নিকার্যসম্পত্তিঃ বলেঃ পূর্বং বিধিবৎ সংস্কৃতেঽগ্নৌ স্বাহাঽন্তৈঃ শ্রীশ্রীপত্যাদিবিঘ্নকর্তৃপর্যন্তৈঃ মন্ত্রৈর্হুত্বা পুনরাগত্য দেবং ত্রিবারং সন্তর্প্য যোগ্যৈস্সহ মপঞ্চকমুররীকৃত্য মহাগণপতিমাত্মন্যুদ্বাস্য সিদ্ধ-সঙ্কল্পঃ সুখী বিহরেৎ ইতি শিবম্ ॥ ১০ ॥

ইতি দুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক-রেণুকাগর্ভসম্ভূত-মহাদেবপ্রধানশিষ্য-পরশুরাম-শ্রীভার্গবমহোপাধ্যায়-শ্রীমৎকুলাচার্যবিরচিত-কল্পসূত্রে গণপতিপ্রকরণং দ্বিতীয়-খণ্ডাত্মকং সমাপ্তম্।

১। নানা বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে নানাবিধ কর্ম করাকে বলে অনুসময়। অনুসময় ত্রিবিধ—পদার্থানুসময়, কাণ্ডানুসময় এবং সমুদায়ানুসময়।

পদার্থানুসময়—সমস্তের সম্পর্কে এক কর্ম করা, তারপর সমস্তের সম্পর্কে দ্বিতীয় কর্ম করা,—ইত্যাদিভাবে চলবে।

২। কাণ্ডানুসময়—কোনো বস্তু সম্পর্কে খুঁটিনাটি যাবতীয় কর্ম করা, তারপর দ্বিতীয় বস্তু সম্পর্কে এইভাবে করা, ইত্যাদি।

ষদীত্যনেন হোমস্য কৃতাকৃতত্বং সূচিতম্। বলেঃ পূর্বং ইত্যনেন [১]ক্রমশেষঃ সূচিতঃ। বিধিবৎ ইতি—অগ্রে বক্ষ্যমাণবিধিনেত্যর্থঃ। শ্রীশ্রীপতিভ্যাং স্বাহেতি মন্ত্রস্বরূপম্ ॥

যচ্চ নিবন্ধে শ্রিয়ৈ স্বাহা শ্রীপতয়ে স্বাহা ইতি মন্ত্রবিভাগং লিলেখ তং প্রত্যয়ং প্রশ্নঃ —মিথুনমেকা দেবতা, উত দেবতাদ্বয়ম্ ? আদ্যে মন্ত্রদ্বয়বিভাগোঽনুচিতঃ। দ্বিতীয়ে আবরণপূজায়াং শ্রীশ্রীপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামিতি নিবন্ধে সমষ্টি-মন্ত্রোল্লেখোঽনুচিতঃ। তস্মাৎ সন্দর্ভবিরুদ্ধমুপেক্ষ্যম্। ন চ তব মতে চতুরাবৃত্তি-তর্পণেঽপি সমষ্টিমন্ত্রাপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; তত্র মিথুনেষ্বেকৈকাং দেবতাং চতুর্বারমিতি বর্ততে, ন মিথুনানি তর্পয়িত্বেতি। পূজাপ্রকরণে কেবলমিথুনানি পূজয়েদিত্যেব। তেন মিথুনস্য দেবতাত্বং স্পষ্টম্। এবং হোমস্থলেঽপি শ্রী-শ্রীপত্যাদীত্যনেন মিথুনস্যৈকদেবতাত্বং স্পষ্টম্। অন্যথা শ্র্যাদিবিঘ্নকর্তৃ-পর্যন্তৈরিত্যেব বদেৎ, শ্রীপতিগ্রহণং ব্যর্থম্। ন চ বিঘ্নকর্তৃপর্যন্তৈরিত্যত্র একদেবতাগ্রহণং প্রত্যেকস্য দেবতাত্বে কিমিতি জ্ঞাপকং ন ভবেৎ ইতি বাচ্যম্। যদীদং মন্ত্রস্বরূপজ্ঞাপকং ভবেৎ অত্রাপি বিঘ্নকর্ত্রন্তৈরিত্যনেনৈব শ্রীশ্রীপত্যাদীনাং লাভে শ্রীশ্রীপত্যাদীতি ব্যর্থং সৎ মন্ত্রস্বরূপজ্ঞাপকং সৎ সার্থকম্। বিঘ্নকর্তৃপর্যন্তৈরিতি অগ্রিমমিথুননিবর্তকং সৎ সার্থকমিতি সর্বং সমঞ্জসম্। তস্মাৎ চতুরাবৃত্তিতর্পণে পূর্বোক্তযুক্ত্যা চতুশ্চত্বারিংশদধিকচতুঃশততর্পণসংখ্যা-পরিপূর্তয়ে চ প্রত্যেকং দেবতাত্বম্[২]। পূজায়াং হোমে চোক্তজ্ঞাপকেন ব্যাসজ্যবৃত্ত্যেব দেবতাত্বম্। অতো মন্ত্রস্বরূপমস্মদুক্তমেব। বিঘ্নকর্তৃপর্যন্তৈরিত্য-নেন অগ্রিমমিথুনপরিসংখ্যা ॥

হুত্বা ইত্যত্র দ্রব্যাকাঙ্ক্ষায়াং "অনাদিষ্ট আজ্যং ভবতি" ইতি পরিভাষয়া আজ্যমেব। কামনাবিশেষে তু দ্রব্যবিশেষো মোদকাঽঽদিঃ। পুনরাগত্য ইত্যনেন পূজাপ্রদেশাদন্যো হোমপ্রদেশ ইতি সূচিতঃ। শেষং পূর্ববৎ। যোগ্যৈঃ সম্প্রদায়াভিজ্ঞৈঃ সহ। এতদ্বিশেষণস্বরসার্থং বিতত্য স্পষ্টীকরিষ্যামঃ উপরি-ষ্টাৎ শ্রীক্রমে। মপঞ্চকমুররীকৃত্য স্বীকৃত্য শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণেন বিধিনা। অত্র সহশব্দশ্চ ন যোগ্যাভাবেঽপ্যবশ্যং সম্পাদনীয়মিতি তদভাবে অঙ্গলোপ-জনিতং প্রায়শ্চিত্তং বা প্রাপয়তি, কিং তু বিদ্যমানে সাহিত্যং অবিদ্যমানে কেবলং স্বয়মেব, "সহ শাখয়া প্রস্তরং প্রহরতি" ইতিবৎ। অত্র গণপত্যুপাসনা-

---

১। দেশঃ সূচিতঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। দেবতাত্বেঽপি পূজায়াং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

মর্যাদাঽনুক্তেঃ শ্যামাঽঽদিবৎ। জপসংখ্যায়াশ্চানুক্তেঃ তন্ত্রান্তরং শরণীকার্যম্। তত্র তন্ত্রান্তরবচনং তন্ত্রসারে—

ধ্যায়েন্মন্ত্রং জপেন্মন্ত্রং চতুর্লক্ষং সমাহিতঃ।
চতুস্সহস্রসংযুক্তং চত্বারিংশৎসহস্রকম্।
দশাংশং জুহুয়াৎ দ্রব্যৈরষ্টভির্মোদকাদিভিঃ ॥ ইতি ॥

উদ্বাসনমুদ্রয়া উদ্বাস্য। সিদ্ধসঙ্কল্পঃ সিদ্ধকার্যঃ। সুখী বিহরেৎ ইতি প্রতিপাদিতকর্মণঃ ন কেবলং প্রত্যূহনাশঃ, কিন্ত্বিদমপি ফলমিতি দর্শিতম্। এতেন শ্রীবিদ্যোপাস্ত্যনৌপয়িকানঙ্গস্বতন্ত্রগণনায়কোপাস্ত্যা যদ্যদপেক্ষিতং তৎ সিধ্যতীতি কৃতসঙ্কল্পেতি পদেন সূচিতম্। শিবং ইতি পূর্ববৎ প্রকরণসমাপ্তি-দ্যোতকম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীরামেশ্বরনির্মিতায়াং সৌভাগ্যোদয়নাম্নি পরশুরামসূত্রবৃত্তৌ গণ-নায়কপদ্ধতির্নাম দ্বিতীয়খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

গণপতির উদ্বাসন

বলির পূর্বে যদি অগ্নিকার্য অর্থাৎ হবির্দানাদিপূর্বক অগ্নিপ্রজ্বালন সম্পন্ন হয়ে থাকে তা হলে যথাবিধি কৃতসংস্কার অগ্নিতে শ্রী-শ্রীপতি থেকে আরম্ভ করে বিঘ্নকর্তৃ পর্য্যন্ত মন্ত্রগুলির শেষে স্বাহা যোগ ক'রে তা দ্বারা হোম করতে হবে। তারপর ফিরে এসে দেব গণপতির পুনরায় তিনবার তর্পণ ক'রে যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পঞ্চমকার স্বীকার করার পর সাধক স্বহৃদয়ে মহাগণপতির উদ্বাসন[১] ক'রে সিদ্ধসঙ্কল্প হয়ে সুখে বিহার করবেন ॥ ১০ ॥

দুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক রেণুকাগর্ভসম্ভূত মহাদেবপ্রধানশিষ্য শ্রীভার্গবমহোপাধ্যায় শ্রীমৎকুলাচার্য পরশুরাম কর্তৃক বিরচিত কল্পসূত্রের দ্বিতীয়খণ্ডাত্মক গণপতি-প্রকরণ সমাপ্ত। ১০।

'যদি' এই পদের দ্বারা হোমের কৃতাকৃতত্ব সূচিত হয়েছে। 'বলেঃ পূর্বং'—বলির পূর্বে, এই কথা দ্বারা ক্রমশেষ সূচিত হয়েছে। বিধিবৎ অর্থ এর পরে বক্ষ্যমাণবিধি অনুসারে। মন্ত্রস্বরূপ—শ্রীশ্রীপতিভ্যাং স্বাহা।

* * *

'হুত্বা'—হোম করে, এই পদে হবনদ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা আছে। তা পূরণের জন্য বক্তব্য, 'অনাদিষ্ট আজ্যং ভবতি' এই পরিভাষা অনুসারে ঘৃতই হবনদ্রব্য।

১। উদ্বাসন শব্দের অর্থ স্থাপন এবং বিসর্জন। বাহ্যপ্রতিমা থেকে ইষ্টদেবতাকে বিসর্জন ক'রে সাধকের স্বহৃদয়ে স্থাপন করতে হয়। হৃদয় ইষ্টদেবতার স্থান।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯২৬—২৭

কামনাবিশেষে মোদকাদি দ্রব্যবিশেষ বিহিত। 'পুনরাগত্য'—ফিরে এসে পুনরায়, এই কথা দ্বারা পূজাস্থান থেকে ভিন্ন হোমস্থান সূচিত হয়েছে। পরবর্তী অংশ পূর্বের মতো। 'যোগৈঃ সহ' মানে সম্প্রদায়াভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত। এই বিশেষণের স্বাভাবিক রসানুগত অর্থ শ্রীক্রমের প্রথমে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করব। এখানে সহ শব্দ যোগ্যের অভাব হলেও অবশ্য সম্পাদন করতে হবে, এটি নিষেধ করছে, অথবা যোগ্যের অভাব হলে অঙ্গলোপ হবে এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করছে। তা হলেও যোগ্য বিদ্যমান থাকলে তাঁর সহিত আর অবিদ্যমান থাকলে সাধক স্বয়ং একলাই করবেন, "সহ শাখয়া প্রস্তরং প্রহরতি" এক্ষেত্রে যেমন বিহিত হয়েছে, সেইরকম। এখানে গণপতি উপাসনার মর্যাদা বলা হয়নি বলে তা শ্যামাদির মতো হবে। জপসংখ্যাও বলা হয়নি। এক্ষেত্রে তন্ত্রান্তরের আশ্রয় নিতে হবে। এ সম্পর্কিত তন্ত্রান্তর-বচন তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হয়েছে। যথা—সমাহিত হয়ে মন্ত্রের ধ্যান ও চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জপ করতে হবে এবং তার দশভাগের এক ভাগ মোদকাদি অষ্টদ্রব্যের[১] দ্বারা হোম করতে হবে।

উদ্‌বাসনমুদ্রা দ্বারা উদ্‌বাসন ক'রে। সিদ্ধসঙ্কল্প মানে কার্যসিদ্ধি হয়েছে এমন। 'সুখী বিহরেৎ' এই কথা দ্বারা শুধু যে প্রতিপাদিত কর্মগুলির বিঘ্ননাশ সূচিত হয়েছে তা নয়, পরন্তু এই কার্যসিদ্ধিরূপ ফল দর্শিত হয়েছে। শ্রীবিদ্যার উপাসনার সঙ্গে যুক্ত নয় এবং তার অঙ্গ নয় এমন স্বতন্ত্র গণপতি-উপাসনায় যা যা অপেক্ষিত তা এ দ্বারা সিদ্ধ হয়। 'কৃতসঙ্কল্পঃ' (সূত্রে আছে সিদ্ধসঙ্কল্পঃ) পদ ব্যবহার করায় তাই সূচিত হয়েছে। পূর্বের মতো শিবম্ পদটি প্রকরণ-সমাপ্তিসূচক। ১০।

শ্রীরামেশ্বরবিরচিত সৌভাগ্যোদয় নামক পরশুরামকল্পসূত্রবৃত্তির গণনায়ক-পদ্ধতিনামক দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

১। "মোদক চিপিটক খই ছাতু ইক্ষুপর্ব নারকেল তিল ও সুপক্ক কদলীফল এই অষ্টদ্রব্য" —দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী প্রকাশিত, ১০ম সং, পৃঃ ১৩২।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ—শ্রীক্রমঃ

ললিতাঽধিকারঃ

নিত্যৌঘত্রয়মিলিতামষ্টাবরণাঙ্গষট্‌কসংবীতাম্।
চিন্তয়তাং তৎকৃপয়া বাচো নির্যান্ত্যযত্নতো বদনাৎ॥

এবং পূর্বখণ্ডেন শ্রীললিতোপাস্ত্যঙ্গভূতং গণপত্যুপাসনমুক্তা শ্রীপরদেবতায়া ললিতায়াঃ ক্রমং বক্তুমুপক্রমতে—

এবং গণপতিমিষ্ট্বা বিধূতসমস্তবিঘ্নব্যতিকরঃ শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ শ্রীললিতায়াঃ ক্রমমারভেত ॥ ১ ॥

এবমিতি বিঘ্নব্যতিকর ইত্যন্তেন গ্রন্থেন পূর্বং কংচিৎকালং গণপত্যারাধনং কৃত্বা পশ্চাৎ শ্রীললিতোপাস্ত্যারম্ভ ইতি সূচিতম্। এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ ইষ্ট্বা উপাস্য বিধূতা নিরস্তা সমস্তাঃ সম্পূর্ণাঃ বিঘ্নানাং ব্যতিকরাঃ সঙ্ঘাতাঃ যেন॥

গণনায়কোপাস্তেঃ প্রধানকর্মত্বম্

ইদং অধিকারিবিশেষণম্। অয়ং উৎপত্তিবিধিঃ। পূর্ববিশেষণস্বারস্যাৎ অধিকারবিধিরপি। যদ্‌বা—নাধিকারিবিশেষণমিদম্, তথা সতি গণপতেরুপাসনায়াঃ অগ্রিমোপাসনাঙ্গত্বাপত্তেঃ। ন চেষ্টাপত্তিঃ। তাতীর্যশ্রুতিলিঙ্গাদীনি অঙ্গত্বসাধকানি ষট্‌ প্রমাণানি। তন্মধ্যে তৃতীয়বাক্যপ্রমাণসিদ্ধং অঙ্গত্বম্, তদ্‌বাধকলিঙ্গশ্রুত্যোরভাবেন প্রমাণসিদ্ধাঙ্গত্বাপহ্নবস্য কর্তুমশক্যত্বাৎ। কিং তু গণপত্যুপাস্ত্যুত্তরবৃত্তিত্বরূপক্রমবিশিষ্টললিতোপাস্তিরনেন বিধীয়তে। যদ্‌বা—পূর্বোপাস্তিরূপগুণবিশিষ্টক্রমবিশেষবিশিষ্টো বা অয়মারম্ভঃ। তৎকালললিতোপাস্তিঃ অনেন বিধীয়তে। বিধূতসমস্তবিঘ্নব্যতিকর ইতি পূর্বোক্তফলস্যানুবাদকম্। এবং চারম্ভো নাম সঙ্কল্পবিশেষঃ "দর্শপূর্ণমাসাবারপ্স্যে" ইতিবৎ। ললিতাক্রমমারভেত ইত্যনেন যাবজ্জীবং বর্তিষ্যে ইতি সঙ্কল্পঃ সিদ্ধঃ। তদঙ্গং গণপত্যারাধনম্। এতদ্‌গুণকসঙ্কল্পশ্চ শ্রীললিতোপাস্তৌ প্রযাজাদিবদারাদুপকারকঃ প্রধানকর্ম, "যৈস্তু দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে" ইতি জৈমিনিসূত্রোক্তলক্ষণসত্ত্বাৎ। ন চ অধিকারিবিশেষণত্বে সম্প্রত্যুক্তবিশিষ্টবিধিরূপত্বে বা অনুষ্ঠানে কো বিশেষ ইতি বাচ্যম্। যদ্যধিকারিবিশেষণং তর্হি প্রমাদাদিনা গণপত্যুপাস্তিমকৃত্বা ললিতোপাস্ত্যারম্ভে অনধিকারিণা অন্ধাদিনা অনুষ্ঠিতদর্শপূর্ণমাসবৎ তাবৎপর্যন্তকৃতস্য কর্মণোঽফলত্বেন যদা সাবধানতা তদা ললিতোপাস্তিং ত্যক্ত্বা গণপত্যুপাস্তিং সম্পাদ্য সম্পন্নাধিকারঃ ততঃ শ্রীবিদ্যোপাস্তিং কুর্যাৎ।

বিশিষ্টবিধিপক্ষে গণপত্যুপাস্তেরারম্ভাঙ্গত্বেন আরম্ভস্য চ ললিতোপাস্ত্যঙ্গত্বেন বিস্মৃত্যারম্ভে জাতে সতি অঙ্গলোপজনিতদোষপরিহারায় কিঞ্চিদ্‌বিহিতং প্রায়শ্চিত্তম্, নাঙ্গানুসারেণ প্রধানাবৃত্তিঃ। ন চ অত্যন্তমঙ্গলোপাদ্‌বরং তস্যানুষ্ঠানং প্রধানস্যাঙ্গাননুরোধিত্বান্না ভবত্বাবৃত্তিঃ, অঙ্গং তু কেবলমনুষ্ঠীয়তাং ইতি বাচ্যম্। প্রধানপূর্বাঙ্গানাং যাবতাং প্রধানেন অপূর্বে জননীয়ে সহকারিত্বং, কাম্যে প্রধানেনাপূর্বে জননীয়ে সহকারিণোঽভাবাৎ অনন্তরং প্রধানস্য নষ্টত্বেন কেবলাঙ্গানুষ্ঠানে তদপি ব্যর্থম্। নিত্যে তু যাবজ্জীবং কর্তব্যং ইত্যঙ্গলোপরহিতং চ কর্তব্যং ইত্যুক্তে অশক্যানুষ্ঠানরূপত্বেন শাস্ত্রস্য অপ্রামাণ্যাপত্তিভিয়া সকলাঙ্গং ইত্যস্য যাবচ্ছক্যযাবজ্‌জ্ঞাতসকলাঙ্গমিতি বাক্যসঙ্কোচো যুক্তঃ। তথা চ যথাশক্তিযাবজ্‌জ্ঞাতৈরেবাঙ্গৈঃ সহিতপ্রধানেন অপূর্বোৎপত্তিঃ কল্প্যত ইতি কৢপ্তং ষষ্ঠে। তথা চ ললিতোপাস্তের্নিত্যত্বেন অজ্ঞাতযৎকিঞ্চিদঙ্গলোপেঽপি প্রধানেনেতরাঙ্গসহিতেন অপূর্বজননাৎ পুনরঙ্গানুষ্ঠানস্য ব্যর্থত্বাৎ ন গণপত্যুপাস্তিরূপস্যাঙ্গস্যাজ্ঞাতস্য পুনরনুষ্ঠানম্। যদি বিঘ্ননিরাসার্থং কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং তর্হি বিনায়কস্তবপাঠাদিকং তন্মন্ত্রজপ এব বা কার্যঃ। এবং-প্রকারানুষ্ঠানভেদোঽস্তি ইতি তদ্‌বিচারঃ কৃতঃ। ইতোঽধিকং সুধিয়ো বিচারয়ন্তু ॥

শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ শক্তিচক্রাণি শ্রীচক্রাবয়বনবচক্রাণাং মধ্যে ত্রিকোণাদীনি পঞ্চচক্রাণি। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
নবচক্রৈশ্চ সংসিদ্ধং শ্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ ॥
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা।
চতুর্দশারং চৈতানি শক্তিচক্রাণি পঞ্চ চ ॥ ইতি ॥

তেষাং একা মুখ্যা নায়িকা যা তস্যাঃ। যদ্‌বা—শক্তয়ঃ সধবাঃ স্ত্রিয়ঃ তাসাং চক্রং সমূহঃ, তেষাং মধ্যে একা অদ্বিতীয়া চেয়ং [১]নায়িকা জগন্নিয়ন্ত্রী। ন চ 'ন নির্ধারণে' ইতি ষষ্ঠীসমাসনিষেধাৎ কথময়মর্থঃ ইতি বাচ্যম্; ষষ্ঠীসমাস-নিষেধেঽপি পুরুষোত্তম ইতিবৎ সপ্তমীসমাসে বাধকাভাবাৎ। যদ্‌বা—তত্তদ্‌-বস্তুনিষ্ঠতত্তৎকার্যনির্বাহিকাঃ শক্তয়ঃ, তাসাং সমূহস্যৈকা অদ্বিতীয়া নায়িকা প্রেরিকা, তদুক্তং শ্রীদেবীভাগবতে—

শিবাদ্যবনিপর্যন্তে শক্তয়ঃ কার্যসাধকাঃ।
ময়ৈব প্রেরিতা বিদ্ধি তাঃ সর্বা মুনিসত্তম ॥ ইতি ॥

১। নাথা শ্রেষ্ঠা। ন চ—ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

যদ্বা—শক্তয়ঃ শ্যামাবার্তাল্যাদিপ্রভৃতয়ঃ তা এব চক্রং পরিবারঃ, "চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যঃ" ইত্যভিযুক্তপ্রয়োগাৎ। তাসামেকনায়িকা অদ্বিতীয়নিয়ন্ত্রী ইত্যর্থঃ। এতেন শ্রীবিদ্যায়াঃ প্রাধান্যং সূচিতম্। শক্তিচক্রৈকনায়িকেতি ললিতায়া গুণঃ। তথা চ বিশিষ্টস্য দেবতাত্বং, উৎপত্তিবাক্যে শ্রূয়মাণগুণবিশিষ্টস্য দেবতাত্বাৎ "যদগ্নয়ে পবমানায় অগ্নয়ে পাবকায়" ইত্যাদিবৎ উৎপত্তিবাক্যে শ্রুতদেবতায়াঃ সর্বত্রোচ্চারণমিতি নিয়মাৎ। ইত্থং চ যত্র দেবতানামকীর্তনমাবশ্যকং তত্র গুণবিশিষ্টস্যৈব কীর্তনম্; যথা সন্ধ্যাজপাদৌ সন্ধ্যাপূজাঽঽদৌ, শক্তিচক্রৈক-নায়িকায়াঃ শ্রীললিতায়াঃ প্রীতয়ে অমুককর্ম করিষ্য ইতি। এবং নিবেদনে। অন্যথা পবমানেষ্টৌ "অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি" ইত্যেব স্যাৎ। তস্মাৎ গুণবিশিষ্ট-দেবতাযোজনং মন্ত্রেষ্বত্র কার্যম্। ক্রমং পূজাং উপাসনাং বা আরভেৎ॥

ললিতানামনির্বচনম্

ললিতানামনির্বচনং পদ্মপুরাণে—

লোকানতীত্য ললতে ললিতা তে চোচ্যতে। ইতি॥

অত্র চকারদ্যোত্যং নিরুক্ত্যন্তরং দর্শয়ামাসুরস্মৎপরমেষ্ঠিগুরবঃ সহস্রনামভাষ্যে —ললিতং শৃঙ্গারভাবজন্যঃ ক্রিয়াবিশেষঃ, তদ্বতী ললিতা। তেন শৃঙ্গাররস-প্রধানেয়ং মূর্তিরিতি ধ্বনিতম্॥ ১॥

তৃতীয় খণ্ড—শ্রীক্রম

ললিতাধিকার

নিত্যৌঘত্রয়[১]সম্মিলিতা অষ্টাবরণযুক্তা ষড়ঙ্গসংবীতা দেবীর চিন্তা যাঁরা করেন, দেবীর কৃপায় তাঁদের মুখ থেকে অনায়াসে বাক্য নির্গত হয়।

এই প্রকারে পূর্বখণ্ডে ললিতা-উপাসনার অঙ্গভূত গণপতি উপাসনার কথা বলে পরদেবতা ললিতার ক্রম অর্থাৎ উপাসনা বলতে আরম্ভ করলেন—

এই প্রকারে গণপতির পূজা ক'রে সব বিঘ্ন নিরসন করতঃ শক্তিচক্রের একনায়িকা ললিতার ক্রম আরম্ভ করতে হবে॥ ১॥

'এবং' থেকে আরম্ভ করে বিঘ্নব্যতিকরঃ' পর্যন্ত রচনা দ্বারা সূচিত হয়েছে প্রথমে কিছু সময় গণপতির আরাধনা করার পর ললিতার উপাসনা আরম্ভ হবে। 'এবং' মানে পূর্বোক্ত প্রকারে। ইষ্ট্বা মানে উপাসনা ক'রে।

১। ওঘত্রয়—দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ আর মানবৌঘ। "ভাবনোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে ভাস্কররায় লিখেছেন—শ্রীগুরুর তিন রূপ—দিব্য বা দিব্যৌঘ, সিদ্ধ বা সিদ্ধৌঘ আর মানব বা মানবৌঘ।"—এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা ১ম সং, পৃঃ ৭৩৮, ৭৬১-৭৬২

বিধূতাঃ মানে নিরস্ত, সমস্তা সম্পূর্ণ, বিঘ্নব্যতিকরঃ মানে বিঘ্নসমূহের ব্যতিকরাঃ অর্থাৎ সংঘাত, বিঘ্নসংঘাত যৎ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে তিনি 'বিধূতসমস্তবিঘ্নব্যতিকরঃ'।

গণনায়কোপাসনার প্রধানকর্মতত্ত্ব

* * *

শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ—শ্রীচক্রের অবয়ব নবচক্রের মধ্যে ত্রিকোণাদি পাঁচটি চক্র শক্তিচক্র। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে—চারটি শিবচক্র[১] ও এবং পাঁচটি শক্তিচক্র দিয়ে গঠিত শ্রীচক্র শিবশক্তির বপু। ত্রিকোণ অষ্টকোণ অন্তর্দশার বহির্দশার এবং চতুর্দশার এই পাঁচটি শক্তিচক্র।

তাদের মধ্যে 'একা' মানে মুখ্যা' নায়িকা যিনি তাঁর। অথবা—'শক্তয়ঃ' মানে সধবা স্ত্রীলোকেরা তাদের 'চক্র' মানে সমূহ, তার মধ্যে 'একা' মানে অদ্বিতীয়া। নায়িকা মানে জগতের নিয়ন্ত্রণকারিণী। 'ন নির্ধারণে' এই সূত্রানুসারে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নিষিদ্ধ, তা হলে এই অর্থ কি ক'রে হবে, একথা বলা চলে না। কেন না, যেমন পুরুষোত্তম পদের ক্ষেত্রে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নিষিদ্ধ হলেও সপ্তমীতৎপুরুষ সমাস হতে কোনো বাধা নেই, তেমনি এক্ষেত্রেও তাই হবে। অথবা—সেই সেই বস্তুনিষ্ঠ সেই সেই কার্যনির্বাহিকা শক্তি, তাদের সমূহ, তার মধ্যে একা মানে অদ্বিতীয়া, নায়িকা মানে প্রেরিকা। দেবীভাগবতে বলা হয়েছে—হে মুনিসত্তম, শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত তত্ত্বে যে-সব কার্যসাধিকা শক্তি অবস্থিত তাদের আমিই প্রেরণ করেছি জানবে।

অথবা—'শক্তয়ঃ' মানে শ্যামাবার্তালী প্রভৃতি। তাঁরাই 'চক্রং' মানে পরিবার। কেননা, 'চক্রের সেবা করতে হবে, রাজার সেবা করতে হবে' পণ্ডিতেরা এইভাবে চক্রশব্দের প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একনায়িকা মানে অদ্বিতীয়নিয়ন্ত্রণকারিণী। এ দ্বারা শ্রীবিদ্যার প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। শক্তিচক্রৈকনায়িকা এটি ললিতার গুণ অর্থাৎ বিশেষণ।

* * * *

ললিতানামের ব্যাখ্যান

পদ্মপুরাণে ললিতানামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে—লোকোত্তর লীলা করেন বলে ললিতা বলা হয়।

১। "বিন্দু অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম এবং চতুরস্র বা ভূপুর এই চারটি শিবচক্র।" শ্রীচক্র বা শ্রীযন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৮৮-৮৯৯

এখানে 'চোচ্যতে' পদের চ-কার অন্যরকম নিরুক্তের দ্যোতক। আমার পরমেষ্ঠিগুরু ললিতাসহস্রনামের ভাষ্যে তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন ললিত অর্থ শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়াবিশেষ, সেই ক্রিয়াবতী যিনি তিনি ললিতা। তা দ্বারা ললিতামূর্তি শৃঙ্গাররসপ্রধানা, এটি ব্যঞ্জিত হয়েছে। ১।

ব্রাহ্মমুহূর্তকর্তব্যধ্যানাদি

[1]ততো গুরুধ্যানাদীনুপদিশতি সূত্রদ্বয়েন—

ব্রাহ্মে মুহূর্তে ব্রাহ্মণো মুক্তস্বাপঃ পাপবিলাপায় পরমশিবরূপং গুরুমভিমৃশ্য ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মো মুহূর্তঃ—দিবসং ষষ্টিঘটিকাঽঽত্মকং ত্রিংশতা বিভজ্য অষ্টাবিংশো মুহূর্তঃ স ব্রাহ্মঃ। তদুক্তং দেবীভাগবতে—

অষ্টাবিংশতিমো যশ্চ মুহূর্তো ব্রহ্মনামকঃ।
তস্মিন্নুত্থায় মতিমাংশ্চিন্তয়েদাত্মনো হিতম্ ॥ ইতি ॥

তস্মিন্ ব্রাহ্মণঃ মুক্তস্বাপঃ নিদ্রাং ত্যক্ত্বা। তস্মিন্ সময়ে নিদ্রাত্যাগস্য সামান্যতঃ স্মৃতিপ্রাপ্তত্বেঽপি ক্রত্বর্থত্বেন অপ্রাপ্তমনেন বিধীয়তে। দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে "নানৃতং বদেৎ" ইতিবৎ ক্রত্বর্থত্বম্। তস্মিন্নিদ্রাঽভাবে প্রাশস্ত্যং ত্রিপুরারহস্যে—

দ্বিমুহূর্তাবশেষে তু সূর্যস্যোদয়নং প্রতি।
উষঃ কালঃ সমাখ্যাতঃ সাধকানাং শুভাবহঃ ॥
তৎকালে যো যমর্থং বৈ চিন্তয়েন্নিশ্চলান্তরঃ।
তদস্য জায়তে রাম কালবেলাস্বভাবতঃ ॥
যস্তু কল্পদ্রুমপ্রখ্যে কালেঽস্মিন্নাববুধ্যতে।
বুদ্ধা বা স্বং হিতং নৈব চিন্তয়ত্যতিমূঢ়ধীঃ ॥
সর্বৈঃ স্বার্থৈঃ পরিভ্রষ্টঃ পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ ইতি ॥

ঈদৃশে কাল উত্থায় সর্বপাপক্ষয়ায়—তাদর্থ্যে চতুর্থী। শিব এব গুরুঃ ন ততোঽন্যঃ ইতি অভিমৃশ্য মনসি ধ্যাত্বা ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মমুহূর্তে করণীয় ধ্যানাদি

তারপর দুটি সূত্রে গুরুধ্যানাদি উপদেশ করছেন—

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মমুহূর্তে নিদ্রাত্যাগ ক'রে পাপক্ষয়ের জন্য পরমশিবস্বরূপ গুরুর মনে মনে ধ্যান করবেন ॥ ২ ॥

১। "ইতঃ পরং ললিতোপাসকেন অনুদিনং কর্তব্যাঃ ক্রিয়া আহ" ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ব্রাহ্মঃ মুহূর্তঃ—ষাট ঘটিকায়[1] দিবস অর্থাৎ দিবারাত্রিকে ৩০ ভাগ করলে পরে সেই ভাগের অষ্টাবিংশতিতম যে মুহূর্ত[2] অর্থাৎ কালপরিমাণ হবে তাই ব্রাহ্মমুহূর্ত। দেবীভাগবতে বলা হয়েছে—ব্রহ্মনামক যে অষ্টাবিংশতিতম মুহূর্ত সেই সময়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিদ্রা ত্যাগ ক'রে আপনার হিত চিন্তা করবে।

তস্মিন্ মানে সেই সময়ে, ব্রাহ্মণ 'মুক্তস্বাপঃ' মানে নিদ্রা ত্যাগ ক'রে। সেই সময়ে সাধারণভাবে নিদ্রা ত্যাগের কথা স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া গেলেও এখানে ক্রত্বর্থে নিদ্রাত্যাগের কথা বলা হয়েছে; দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে 'মিথ্যা বলবে না' এই সাধারণ নিষেধ যেমন ক্রত্বর্থে বিহিত হয়েছে, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সেই সময়ে নিদ্রার অভাবের প্রশংসা করা হয়েছে ত্রিপুরারহস্যে—সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেকার শেষ যে দুই মুহূর্ত তা সাধকের শুভপ্রদ উষাকাল নামে খ্যাত। সেই সময়ে স্থিরমানস হয়ে যে যে-বিষয় চিন্তা করে, রাম, সময়ের স্বাভাবিক গুণেই অর্থাৎ সময়টা স্বভাবতঃই শুভ বলে; তা তার উপলব্ধ হয়। আর যে-মূঢ়মতি এই কল্পতরুতুল্য কালে নিদ্রা ত্যাগ করে না, কিংবা নিদ্রা ত্যাগ ক'রেও নিজের হিত চিন্তা করে না, সে সর্বস্বার্থপরিভ্রষ্ট হয়ে গোরুর মতো পঙ্কে নিমগ্ন হয়।

এই রকম সময়ে নিদ্রাত্যাগ করে সর্বপাপ ক্ষয়ের জন্য, এখানে 'তাদর্থ্যে চতুর্থী' এই সূত্রানুসারে চতুর্থী হয়েছে। শিবই গুরু, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নয়, এটি অভিম্লশ্য মানে মনে মনে ধ্যান ক'রে। ২।

মূলাদিবিধিবিলপর্যন্তং তটিৎকোটিকডারাং তরুণদিবাকরপিঞ্জরাং জ্বলন্তীং মূলসংবিদং ধ্যাত্বা তদ্রশ্মিনিহতকশ্মলজালঃ কাদিং হাদিং বা মূলবিদ্যাং মনসা দশবারমাবর্ত্য ॥ ৩ ॥

মূলং আধারচক্রং তদাদি তদারভ্য বিধিবিলপর্যন্তং, এতস্য জ্বলন্তীমিত্যনেনান্বয়ঃ। তটিৎকোটয়ো বিদ্যুৎকোটয়ঃ তদ্বৎ কডারাং কপিশাং তরুণদিবাকরঃ নভোমধ্যবর্তী সূর্যঃ তদ্বৎ পিঞ্জরাং অতএব জ্বলন্তীং মূলসংবিদং নির্বিষয়চিতং ধ্যাত্বা তদ্রশ্মিভিঃ চিদ্রূপজ্বালারশ্মিভিঃ নিহতানি পরিহৃতানি কশ্মলানাং জালানি সমূহাঃ যেন ঈদৃশঃ সন্ কাদিং কামোপাসিতাং হাদিং লোপামুদ্রোপাসিতাং বা বিদ্যাং পঞ্চদশীং মনসা ক্রমবিশিষ্টান্ বর্ণান্ ধ্যাত্বা ॥

১। ঘটিকা—দণ্ড, ২৪ মিনিট।

২। মুহূর্ত—৪৮ মিনিট।

অত্র নিবন্ধে স্বগুরুপাদুকোচ্চারঃ পঞ্চমুদ্রাভিঃ নমনং অন্যে চ স্বকপোল-কল্পিতাঃ শ্লোকাশ্চ লিখিতাঃ। তে সূত্রানভিমতা অনাদরণীয়াঃ। এবং দন্ত-ধাবনে মন্ত্রাঃ, বিংশতিগণ্ডুষনিয়মঃ, সর্বেঽপি নিস্প্রমাণাস্ত্যাজ্যাঃ ॥ ৩ ॥

কোটি কোটি বিদ্যুতের মতো কপিশবর্ণা, তরুণ দিবাকরের মতো পিঙ্গর-বর্ণা, মূলাধারচক্র থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলমানা মূলসংবিদের ধ্যান ক'রে, তার রশ্মি দ্বারা পরিহৃতমালিন্য হয়ে কাদি[১] অথবা হাদি[২] মূলবিদ্যার মনে মনে দশ বার আবৃত্তি করবে। ৩।

মূলং মানে আধারচক্র, তা থেকে আরম্ভ ক'রে বিধিবিলপর্যন্তং এই অংশের জ্বলন্তীং পদের সঙ্গে অন্বয় হবে। তটিৎকোটয়ঃ মানে কোটি কোটি বিদ্যুৎ, তার মতো, কডারাং মানে কপিশবর্ণা। তরুণদিবাকরঃ মানে নভোমধ্যবর্তী সূর্য, তার মতো, পিঙ্গরা মানে পিঙ্গরবর্ণা, অতএব, জ্বলন্তীং মানে জ্বলমানা মূলসংবিদং মানে নির্বিষয়চিৎ, ধ্যাত্বা মানে ধ্যান ক'রে, তার রশ্মি দ্বারা অর্থাৎ চিদ্রূপ অগ্নিশিখার রশ্মি দ্বারা। নিহতানি মানে পরিহৃত; কশ্মলজালঃ কশ্মলসমূহ, নিহতকশ্মলজালঃ মানে পরিহৃত হয়েছে কশ্মলসমূহ যার এমন। কাদি মানে কাম-উপাসিতা অথবা হাদি মানে লোপামুদ্রা-উপসিতা পঞ্চদশী বিদ্যার ক্রমবিশিষ্ট বর্ণসমূহের মনে মনে ধ্যান করে।

* * * * * ।৩।

স্নানসন্ধ্যাকর্ম

ততঃ স্নানসন্ধ্যে বদতি—

স্নানকর্মণি প্রাপ্তে মূলেন দত্বা[৩] ত্রিঃ সলিলাঞ্জলীন্ ত্রিস্তদভিমন্ত্রিতাঃ

১। কাদি—কাদিমতের। কাদিমতে মন্ত্রের আরম্ভে আছে ক। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র বলা হয়েছে ক ব্রহ্মস্বরূপ। যে মতে ক-কে আদি স্বীকার হয় তা কাদিমত। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪৬৩

কাদি মূলবিদ্যা অর্থাৎ মূলমন্ত্র—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। এটি পঞ্চদশী বিদ্যা। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫২৭

২। হাদি—হাদিমতের। হাদিমতে মন্ত্রের আরম্ভে আছে হ। হ শিবস্বরূপ। যে-মতে হ-কে আদি স্বীকার করা হয় তা হাদিমত। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪৬৩

হাদি মূলবিদ্যা অর্থাৎ মূলমন্ত্র—হ স ক হ ল হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। এটি পঞ্চদশী বিদ্যা। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫২৭

৩। মূলেন মূর্ধনি দত্বা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পীত্বাঽপস্ত্রিস্সন্তর্প্য ত্রিঃ প্রোক্ষ্যাত্মানং পরিধায় [১]বাসসী [২]হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ সঃ ইত্যুক্ত্বা মার্তাণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় স্বাহেতি ত্রিস্সবিত্রে দত্তার্ঘ্যঃ ॥ ৪ ॥

স্নানকর্মণি প্রাপ্তে স্নানাবসরে। এতেন বৈদিকস্নানোত্তরত্বং অস্য সূচিতম্। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টমুক্তঃ ত্রিপুরার্ণবে—

ত্রৈবর্ণিকৈর্বৈদিকান্তে তান্ত্রিকং ক্রিয়তেঽখিলম্ ॥ ইতি ॥

অত্র প্রত্যঞ্জলি মন্ত্রাবৃত্তিঃ। অঞ্জলীন্ ইতি বহুবচনেন দ্রব্যভেদে সিদ্ধে ক্রিয়ায়া আবৃত্তিরপি, দ্রব্যভেদে মন্ত্রাবৃত্তেরেকাদশে ব্যবস্থাপিতত্বাৎ। দত্বা ইত্যস্য কুত্রেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং স্নানরূপতয়া যোগ্যত্বাৎ স্বশিরসীতি পূরণীয়ম্। মূলেন ইতি মূলমুচ্চারয়ন্নিতি তদর্থঃ। ত্রিঃ তদভিমন্ত্রিতাঃ মূলাভিমন্ত্রিতাঃ ত্রিরিত্যস্য অভিমন্ত্রিতা ইত্যনেনান্বয়ঃ সন্নিহিতত্বাৎ, ন পীত্বেত্যনেন বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ। তেন মূলত্রিবারাভিমন্ত্রিতানাং অপাং সকৃদেব প্রাশনম্। ত্রিঃ সন্তর্প্য মূলমুচ্চার্য শক্তিচক্রৈকনায়িকাং শ্রীললিতাং তর্পয়ামীতি মন্ত্রস্য সকৃৎপাঠঃ, ক্রিয়াঽভ্যাসরূপত্বাৎ। চতুরাবৃত্তিতর্পণে তু মন্ত্রাবৃত্তিরেব ন ক্রিয়াঽঽবৃত্তিঃ ইতি পূর্বমেব ব্যবস্থাপিতম্। ন হি দ্রব্যভেদপ্রাপকং শাস্ত্রমস্তি, তস্মাৎ সকৃদেব মন্ত্রঃ। প্রোক্ষণেঽপ্যেবমেব। আত্মানং ইতি শরীরবাচকং, মুখ্যার্থস্য প্রোক্ষণজনিতসংস্কারাসম্ভবাৎ। তর্পণপ্রোক্ষণয়োঃ মন্ত্রানুক্তেঃ মূলেনেতি যোজয়েৎ। তদুক্তং ত্রিপুরার্ণবে—

মন্ত্রানুক্তৌ মূলমন্ত্রং যোজয়েৎ পরমেশ্বরি ॥ ইতি ॥

ন 'মূলেন দত্বা' ইত্যস্মাদনুষঙ্গঃ, তথা সতি 'তদভিমন্ত্রিতাঃ' ইত্যত্রাপ্যনুষঙ্গে তৎপদবৈয়র্থ্যাৎ। অতোঽধ্যাহার এব। [৩]বস্ত্রপরিধানং স্মৃতিপ্রাপ্তমনূদ্যতে। তৎফলং স্নানকর্মপরিসমাপ্তিজ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। [৪]ইত্যুক্ত্বা ইত্যেতাবদপহায় স্বাহাঽন্তোঽর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ। যদ্যপি মন্ত্রলিঙ্গেনৈব দেবতালাভে সবিত্র ইতি ব্যর্থম্। তথাঽপি দত্তার্ঘ্য ইত্যত্র দানপদার্থঃ স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বকদেবতোদ্দেশ্যকদ্রব্যত্যাগঃ। স চ অমুকদেবতায়া ইদং ন মমেতি রূপঃ। তত্র মন্ত্রলিঙ্গেন মার্তাণ্ডভৈরবায়েদং ন মমেতি সিদ্ধঃ। 'ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে' ইতিবৎ তং বাধিতুং চতুর্থ্যন্তং

১। মূলেন ইতি অধিকপাঠঃ পুস্তকান্তরে।

২। গৃহমাগত্য দীর্ঘত্রয়ান্বিতো হংস ইত্যুক্ত্বা ইত্যধিকপাঠঃ পুস্তকান্তরে।

৩। মূলেন, মূলমুচ্চারয়ন্ ইতি তদর্থঃ ইত্যধিকপাঠঃ পুস্তকান্তরে।

৪। বৈদিকসন্ধ্যোত্তরং তান্ত্রিকসন্ধ্যাং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ইত্যধিকপাঠঃ পুস্তকান্তরে।

সবিত্রে ইতি। অত্রাপি সকৃদ্দত্তদ্রব্যস্য পুনর্দানাসম্ভবাৎ অপরার্ঘ্যে দ্রব্যান্তরত্বং সিদ্ধম্। তথা চ দ্রব্যপৃথক্ত্বাৎ মন্ত্রাবৃত্তিঃ, যথা নানাবীজেষ্ববহননমন্ত্রঃ ॥ ৪ ॥

স্নানসন্ধ্যাকর্ম

তারপর স্নান ও সন্ধ্যার কথা বলছেন—

স্নানকর্মের সময় হলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে, নিজশিরে তিনবার সলিলাঞ্জলি প্রদান ক'রে, মূলমন্ত্রের দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত জল পান ক'রে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার ললিতার তর্পণ ক'রে, মূলমন্ত্রের দ্বারা নিজদেহ তিনবার প্রোক্ষণ ক'রে, বিহিত বস্ত্র পরিধান ক'রে, 'হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ সঃ মার্তাণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় স্বাহা' এই মন্ত্রে সবিতাকে তিনটি অর্ঘ্য দেবেন ॥ ৪ ॥

'স্নানকর্মণি প্রাপ্তে' মানে স্নানের সময়ে। এ দ্বারা বৈদিক স্নানের পর তান্ত্রিক স্নান, এটি সূচিত হয়েছে। এই বিষয়টিই ত্রিপুরার্ণবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—দ্বিজাতি বৈদিক ক্রিয়ার পর সব তান্ত্রিক ক্রিয়া করবেন।

এখানে প্রত্যেক অঞ্জলির বেলা মন্ত্রপাঠ করতে হবে। 'অঞ্জলীন্' এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা দ্রব্যভেদ সিদ্ধ হওয়ায় ক্রিয়ার আবৃত্তি সিদ্ধ হয়েছে। কেননা, দ্রব্যভেদে মন্ত্রাবৃত্তির ব্যবস্থা একাদশে[১] দেওয়া হয়েছে। 'দত্ত্বা'—প্রদান ক'রে, এই পদে আকাঙ্ক্ষা থাকে, কোথায়? উত্তর—স্নানরূপতার সঙ্গে মানায় বলে নিজশিরে। 'মূলেন' পদের অর্থ মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে। 'ত্রিঃ' মানে তিনবার, 'তদভিমন্ত্রিতাঃ' মানে মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত। কাছাকাছি বলে ত্রিঃ পদের অন্বয় অভিমন্ত্রিতাঃ পদের সঙ্গে হবে, দূরে থাকার জন্য 'পীত্বা' পদের সঙ্গে নয়। এ দ্বারা তিনবার মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল একবার পান বিহিত হয়েছে। 'ত্রিঃ সন্তর্প্য' মানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে 'শক্তিচক্রৈকনায়িকাং শ্রীললিতাং তর্পয়ামি' এই মন্ত্র একবার পাঠ করে একবার তর্পণ, এইভাবে তিনবার তর্পণ। কেননা ক্রিয়ার অভ্যাস এখানে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু চতুরাবৃত্তি তর্পণে শুধু মন্ত্রাবৃত্তি হবে ক্রিয়াবৃত্তি নয়, এটি পূর্বেই নির্ণীত হয়েছে। দ্রব্যভেদপ্রাপক শাস্ত্রনির্দেশ আছে বলে একবার মন্ত্রপাঠের কথা বলা হল, তা নয়। প্রোক্ষণের ব্যাপারেও এমনি হবে। 'আত্মানং' অর্থে এখানে শরীর বুঝতে হবে। কেননা, মুখ্যার্থ ধরলে

১। পূর্বমীমাংসাদর্শন, একাদশ অধ্যায়, তৃতীয়পাদ।

আত্মার প্রোক্ষণজনিত সংস্কার অসম্ভব। তর্পণ ও প্রোক্ষণের মন্ত্র বলা হয়নি বলে, মূলমন্ত্রের দ্বারা, এইটি যোগ করে নিতে হবে। ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে —ওগো পরমেশ্বরী, যেখানে মন্ত্র বলা হয় নি সেখানে মূলমন্ত্র যোজনা করতে হবে।

'মূলেন দত্বা' একথার সঙ্গে এর কোনো অনুষঙ্গ নেই। তা যদি হত তা হলে 'তদভিমন্ত্রিতা' এই ক্ষেত্রেও অনুষঙ্গ হত আর তা হলে 'তৎ' পদটি ব্যর্থ হত। অতএব, এখানে 'মূলেন' পদটির অধ্যাহার হবে। বস্ত্রপরিধান স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন বিহিত তেমনি হবে। তাই এখানে আর পৃথক্ ক'রে বলা হল না। বস্ত্র পরিধানের অনুষ্ঠান স্নানকর্মসমাপ্তির জ্ঞাপক বলে জানতে হবে। ইত্যুক্ত্বা—ইতি মানে এ পর্যন্ত, এ পর্যন্ত বলার পর, স্বাহা-অন্ত হবে অর্ঘ্যদানমন্ত্র। মন্ত্র-লক্ষণের দ্বারাই দেবতাকে পাওয়া যায় বলে 'সবিত্রে' পদটি নিরর্থক মনে হলেও বস্তুতঃ তা নয়। কেননা, দত্তার্ঘ্যঃ এই পদে দানপদার্থ নিজের স্বত্বলোপ ক'রে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য-ত্যাগ অর্থটি প্রকাশ করছে। এই দ্রব্যতাগের রূপটি হবে এই প্রকার—এটি অমুক দেবতার, আমার নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রলক্ষণের দ্বারা এটি মার্তাণ্ডভৈরবের, আমার নয়, এ কথা সিদ্ধ হয়। তা নিরস্ত করার জন্য "ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে" এক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমনি এখানে 'সবিত্রে' এই চতুর্থ্যন্ত পদ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানেও একবার যে-দ্রব্য দান করা হয়েছে তা পুনরায় দান অসম্ভব বলে, অন্য অর্ঘ্যে অন্য দ্রব্য থাকবে, এটি সিদ্ধ হল। নানা বীজ অর্থাৎ শস্যের অবহননমন্ত্রের[১] বেলা যেমন তেমনি এক্ষেত্রেও দ্রব্য পৃথক্ হওয়ায় মন্ত্রাবৃত্তি হবে অর্থাৎ আবার মন্ত্রপাঠ হবে। ৪।

ততঃ শ্রীচক্রভাবনং সবিতৃমণ্ডলে দেব্যৈ অর্ঘ্যদানং চ বিধীয়তে—

তন্মণ্ডলমধ্যে নবযোনিচক্রমনুচিন্ত্য বাচমুচ্চার্য ত্রিপুরসুন্দরি বিদ্মহে কামমুচ্চার্য পীঠকামিনি ধীমহি শক্তিমুচ্চার্য তন্নঃ ক্লিন্না প্রচোদয়াদিতি ত্রির্মহেশ্যৈ দত্তার্ঘ্যঃ শতমষ্টোত্তরমামৃশ্য মনুং মৌনমালম্ব্য ॥ ৫ ॥

তস্য সবিতৃমণ্ডলস্য দৃশ্যমানবর্তুলাকারস্য মধ্যে নবযোনয়ঃ চতস্রঃ পরাঙ্-মুখাঃ পঞ্চ স্বাভিমুখা যোনয়ো যস্মিন্ তৎ নবযোনিচক্রং শ্রীচক্রমিত্যর্থঃ। তদুক্তং কামিকাগমে—"নবযোনিঃ শ্রীচক্রমিতি"। সুন্দরীহৃদয়েঽপি—"নবযোনিঃ

১। দ্রঃ পূর্বমীমাংসা, একাদশ অধ্যায়, তুরীয়পাদ।

শ্রীচক্রং বিশ্বস্যোৎপত্তিকারণং প্রোক্তম্" ইতি। শেষং স্পষ্টম্। বাচং প্রথম-কূটং, "শ্রীমদ্‌বাগ্‌ভবকূটৈকস্বরূপমুখপঙ্কজা" ইতি প্রমাণাৎ। প্রথমকূটানন্তরং বিদ্মহে ইত্যন্তং পঠেৎ। ততঃ কামং মধ্যকূটং, তদুক্তং চিদ্‌গগনচন্দ্রিকায়াম্—

শক্তিবাগ্‌ভবয়োর্মধ্যে কামরাজস্তু বিশ্রুতঃ।
রক্তশুক্লপ্রভামিশ্রঃ... ... ...ইতি॥

তদুচ্চার্য পীঠকামিনি ধীমহি ইতি পঠেৎ। শক্তিং শক্তিকূটং তৃতীয়ং উচ্চার্য পঠিত্বা, "শক্তিকূটৈকতাঽঽপন্নকট্যধোভাগধারিণী" ইতি সহস্রনামপাঠাৎ। ততঃ প্রচোদয়াদিত্যন্তং পঠেৎ। ইদং ত্রিপুরাগায়ত্রীত্যপ্যুচ্যতে। শেষং পূর্ববৎ। আমৃশ্য জপিত্বা। শেষং স্পষ্টম্॥

অত্র নিবন্ধকারোক্তং—স্নানে জলে হস্তমাত্রমণ্ডলকরণমারভ্য বঁ ইতি বীজেন সপ্তবারমভিমন্ত্রণান্তং সন্ধ্যায়াং ত্রিরাত্মানং প্রোক্ষ্যেত্যন্তং—তন্ত্রান্তরস্থং এতত্তন্ত্রানুসারিণা ন স্প্রষ্টব্যম্। যদি স্পৃশ্যতে তন্ত্রান্তরং, তর্হি সন্ধ্যাত্রয়ং পারায়ণক্রমশ্চ কেন হেতুনা ব্যক্তঃ। তন্মূলং প্রামাণিকশ্চেদ্বদতু॥ ৫॥

তারপর সবিতৃমণ্ডলমধ্যে শ্রীচক্রভাবনা ও দেবীকে অর্ঘ্যদান বিধান করা হয়েছে—

সবিতৃমণ্ডলমধ্যে নবযোনিচক্রের চিন্তা ক'রে বাগ্‌ভবকূট[১] উচ্চারণ ক'রে 'ত্রিপুরসুন্দরি বিদ্মহি', কামরাজকূট[২] উচ্চারণ ক'রে 'পীঠকামিনি ধীমহি', শক্তিকূট[৩] উচ্চারণ ক'রে 'তন্নঃ ক্লিন্না প্রচোদয়াৎ' এই মন্ত্র[৪] পাঠ ক'রে, মহেশীকে তিনটি অর্ঘ্য প্রদান করতঃ একশ আটবার মন্ত্রজপ ক'রে মৌন অব-লম্বন করবেন॥ ৫॥

'তস্য' মানে—দৃশ্যমান বর্তুলাকার সবিতৃমণ্ডলের মধ্যে, নবযোনিচক্রং—চার পরাঙ্‌মুখ মানে প্রত্যাবৃতমুখ অর্থাৎ অধোমুখ আর পাঁচ স্বাভিমুখ মানে উর্ধ্বমুখ, যোনি অর্থাৎ ত্রিকোণ যাতে আছে তা নবযোনিচক্র[৫] অর্থাৎ শ্রীচক্র। কামিকাগমে বলা হয়েছে—'শ্রীচক্র নবযোনি'। সুন্দরীহৃদয়েও আছে—'নবযোনি শ্রীচক্রকে বিশ্বের উৎপত্তির কারণ বলা হয়। বাকী অংশ স্পষ্ট।

১। বাগ্‌ভবকূট—ক এ ঈ ল হ্রীঁ। একে বাগ্‌ভব বীজও বলা হয়।

২। কামরাজকূট—হ স ক হ ল হ্রীঁ। একে কামরাজবীজও বলা হয়।

৩। শক্তিকূট—স ক ল হ্রীঁ। একে শক্তিবীজও বলা হয়।

৪। ক এ ঈ ল হ্রীঁ ত্রিপুরসুন্দরি বিদ্মহে হ স ক হ ল হ্রীঁ পীঠকামিনি ধীমহি স ক ল হ্রীঁ তন্নঃ ক্লিন্না প্রচোদয়াৎ। এটি ত্রিপুরাগায়ত্রী।

৫। এটি কৌলমতে নবযোনি। চার অধোমুখ ত্রিকোণ শিবত্রিকোণ আর পাঁচ উর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ শক্তিত্রিকোণ। সময়াচারীদের মতে পাঁচ শক্তিত্রিকোণ অধোমুখ আর চার শিব-ত্রিকোণ উর্ধ্বমুখ। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৯০

'বাচং' মানে প্রথম কূট। তার প্রমাণ—"শ্রীমদ্‌বাগ্‌ভবকূটৈকস্বরূপমুখপঙ্কজা" এই বচন। প্রথম কূটের পর বিদ্মহে পদ দিয়ে শেষ ক'রে পড়তে হবে। তার পরং কামং মানে মধ্যকূট। চিদ্‌গগনচন্দ্রিকায় বলা হয়েছে—শক্তিকূট ও বাগ্‌ভবকূটের মধ্যবর্তী কামরাজকূট বিখ্যাত। এটি রক্তশুক্লপ্রভামিশ্রিত...। তা উচ্চারণ ক'রে 'পীঠকামিনি ধীমহি' এইটি পাঠ করবেন। 'শক্তিং' মানে তৃতীয়কূট, উচ্চার্য মানে পাঠ ক'রে, ললিতাসহস্রনামে পাওয়া যাচ্ছে—"শক্তি-কূটৈকতাপন্নকট্যধোভাগধারিণী" এই পাঠ। এটি শক্তিকূটের প্রমাণ। তারপর 'প্রচোদয়াৎ' এইটি দিয়ে শেষ ক'রে পাঠ করতে হবে। একে ত্রিপুরাগায়ত্রীও বলা হয়। পরের অংশ পূর্বের মতো। আমৃশ্য মানে জপ ক'রে। শেষাংশ স্পষ্ট।

* * * ।৫।

যাগমন্দিরপ্রবেশাদি

ততো যাগমন্দিরপ্রবেশাদীন্ বদতি—

যাগমন্দিরং গত্বা কৢপ্তাকল্পস্সঙ্কল্পাকল্পো বা পীঠমনুনা আসনে সমুপবিষ্টঃ ॥ ৬ ॥

যাগমন্দিরং পূজাস্থানং গত্বা। এতেন সন্ধ্যা বহির্জলে নদ্যাদাবিতি সিদ্ধম্। কৢপ্তাঃ ধৃতাঃ আকল্পাঃ ভূষণানি যেনেদৃশঃ। ইদং ভূষণধারণং পূজাকর্তুর্-রঙ্গম্। অতো লোকে পূজাকর্তু র্ধার্যাণি যানি ভূষণানি তান্যবশ্যং ধার্যাণি। ইদং চ শ্রীমতাং সম্ভবতি। এবং সতি দরিদ্রস্য অঙ্গভূতভূষণাসমর্থস্য অন্ধাদি-বদনধিকারঃ প্রসক্তঃ। অত আহ—সঙ্কল্পাকল্পো বেতি। সঙ্কল্পেন মানস-ক্রিয়য়া কল্পিত আকল্পো যেনেদৃশো বা। মনসা নির্মিতভূষণধারণকর্তেতি যাবৎ। তথা চ দরিদ্রস্যাপ্যস্ত্যধিকার ইতি ভাবঃ। ভূষণানি পদ্মরাগপ্রচুরাণি ভূষণবিশেষনিয়মস্য তন্ত্রান্তরস্থস্যাপি গ্রহণমভিমতম্ ॥

যত্তু নিবন্ধে দ্বারপূজায়াং তাম্বূলভক্ষণমুক্তং তৎ সূত্রকারানভিমতম্। যদ্বা—যাগমন্দিরে ক্রিয়াবিধানাৎ অর্থসিদ্ধে গমনে পুনর্যাগমন্দিরং গত্বেতি ব্যর্থং সৎ গণপতিক্রমস্থান্তঃপ্রবিশ্যেত্যর্থকশব্দকথনাৎ তদন্তর্ধর্মাতিদেশং জ্ঞাপয়তি। অত এব বারাহীক্রমে নায়ং শব্দঃ। তেন শ্রীক্রমে শ্যামাক্রমে দ্বারপূজাঽস্তু। তথাঽপি শ্রীক্রমে তাম্বূলভক্ষণং নির্মূলমেব ॥

পীঠমনুনেতি পূর্বং ব্যাখ্যাতম্। সমুপবিষ্ট ইত্যত্র সমিত্যুপসর্গেণ আ সমাপ্তি একাসনেন স্থেয়ং ইতি জ্ঞাপয়তি। অত এব যেনাসনেন সমাপ্তি-পর্যন্তমবস্থানে স্বস্য শ্রমো ন স্যাৎ তেন পদ্মাদ্যন্যতমেনাসনেন স্থেয়মিত্যর্থঃ ॥

নিবন্ধে বালাতৃতীয়বীজেন দ্বাদশবারমভিমন্ত্রণং মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষণং উক্তম্। তৎ সূত্রানভিমতম্ জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬ ॥

যাগমন্দিরপ্রবেশাদি

তারপর যাগমন্দিরে প্রবেশাদি বলছেন—

যাগমন্দিরে গিয়ে ভূষণধারণ ক'রে অথবা মানসসৃষ্ট ভূষণ ধারণ ক'রে পীঠমন্ত্রের দ্বারা পূজা করতঃ আসনে সমুপবিষ্ট হবে ॥ ৬ ॥

'যাগমন্দির' মানে পূজাস্থান, 'গত্বা' মানে গিয়ে। এ দ্বারা সন্ধ্যা বাইরে নদী ইত্যাদির জলে করতে হবে এটি সিদ্ধ হল। 'কৢপ্তাঃ' মানে ধৃত, 'আকল্পাঃ' মানে ভূষণসমূহ, যৎ কর্তৃক এরূপ ব্যক্তি 'কৢপ্তাকল্পঃ'। এই ভূষণ-ধারণ পূজাকারীর কর্তব্যের অঙ্গ। এইজন্য লোকসমাজে পূজাকারীর ধার্য হিসাবে যে-সব ভূষণ স্বীকৃত সে-সব অবশ্যই ধারণ করতে হবে। যাঁরা ধনবান্ তাঁরাই এটি করতে পারেন। তা যদি হয় তা হলে পূজাকার্যের অঙ্গীভূত ভূষণধারণে অসমর্থ দরিদ্রদের অন্ধাদির মতো পূজায় সতত অনধিকার বর্তে। এইজন্যই বললেন—সঙ্কল্পাকল্পো বেতি, অথবা মানসভূষণধৃত হয়ে। সঙ্কল্পের দ্বারা মানে মানসক্রিয়া দ্বারা কল্পিত, আকল্প মানে ভূষণ, যৎ কর্তৃক এরূপ ব্যক্তি সঙ্কল্পাকল্প। সহজ কথায় মানসসৃষ্ট-ভূষণ-ধারণকারী। তাৎপর্য হল এরূপ ভূষণধারণের অধিকার দরিদ্রেরও আছে। ভূষণগুলি হবে পদ্মরাগবহুল। তন্ত্রান্তরস্থ ভূষণবিশেষ সম্পর্কিত নিয়ম স্বীকার এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত।

* *

'পীঠমনুনা' একথার ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। সমুপবিষ্ট এই পদের সম্ এই উপসর্গের দ্বারা সমাপ্তি পর্যন্ত একাসনে অবস্থান করতে হবে এইটি বিজ্ঞাপিত হয়েছে। অতএব, যে-আসনের দ্বারা সমাপ্তি পর্যন্ত নিজের ক্লান্তি না হয় সেই রকম পদ্মাসনাদি কোনো এক আসন ক'রে অবস্থান করতে হবে, এই হল নির্গলিতার্থ।

* * * ॥ ৬

এতৎসপর্যোপযোগিনীং ত্রিতারীমাহ—

ত্রিতারীমুচ্চার্য রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নম ইতি ভূমৌ মুঞ্চেৎ পুষ্পাঞ্জলিম্ ॥ ৭ ॥

ত্রিতারীং বক্ষ্যমাণামুক্ত্বা নম ইত্যন্তমুচ্চরেৎ। অয়ং দীপনাথার্হণমনুঃ।

অনেন ভূমৌ পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। পুষ্পাণামঞ্জলিগৃহীতানাং প্রচয়ঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ। তদুক্তং অগস্ত্যসংহিতায়াং সোমবারবিধিপ্রকরণে—

সংশ্লিষ্টহস্তদ্বয়মধ্যবর্তী প্রসূনপুঞ্জঃ কুসুমাঞ্জলিঃ স্যাৎ ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

এই পূজার উপযোগী ত্রিতারী বলছেন—

ত্রিতারী[1] উচ্চারণ ক'রে 'রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ' এই মন্ত্রে[2] ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। ৭।

ত্রিতারী, তারপর রক্তাদিবক্ষ্যমাণ পদ এবং শেষে নমঃ উচ্চারণ করতে হবে। এটি দীপনাথপূজার মন্ত্র। এই মন্ত্রে ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। অঞ্জলিতে গৃহীত পুষ্পসমূহ পুষ্পাঞ্জলি। অগস্ত্যসংহিতায় সোমবারবিধিপ্রকরণে বলা হয়েছে—সংশ্লিষ্টহস্তদ্বয়মধ্যবর্তী অর্থাৎ কুব্জীকৃত ও মিলিত হস্তদ্বয়ের মধ্যস্থিত কুসুমসমূহ হবে কুসুমাঞ্জলি। ৭।

সর্বমন্ত্রেষু ত্রিতারীসংযোগবিধিঃ

সর্বমন্ত্রোপযুক্তাং কাঞ্চিৎ পরিভাষামাহ—

সর্বেষাং মন্ত্রাণামাদৌ ত্রিতারীসংযোগঃ। ত্রিতারী বাঙ্‌মায়াকমলাঃ ॥ ৮ ॥

অত্র সর্বশব্দস্য প্রকরণেন সঙ্কোচং কৃত্বা শ্রীবিদ্যোপাস্ত্যঙ্গভূতানামেতদুত্তরপঠিতানাং ইত্যর্থঃ। তেনৈতৎপূর্বমন্ত্রেষু ত্রিতারীযোগো নাস্তীতি সিদ্ধম্। অত এব সেতুবন্ধে—"যাগমন্দিরপ্রবেশোত্তরং কল্পসূত্রে ত্রিতারীযোগপাঠাৎ ততঃ প্রাক্ মন্ত্রেষু ন তদ্‌যোগ ইতি মন্তব্যং" ইতি স্থিতম্। আদাবিত্যনেন অন্তব্যাবৃত্তিঃ। যোগ ইতি বক্তব্যে সমিত্যুপসর্গেণ ত্রিতার্য্যুচ্চারঃ স্পষ্টমভূৎ। ততো যৎকিঞ্চিদঙ্গমন্ত্রপাঠসময়ে মধ্যে যদি করণাপাটবাদিদোষেণ একো বর্ণো লুপ্তঃ তদা পুনর্মন্ত্রঃ পঠনীয়ঃ তত্রাপি পুনঃ ত্রিতারীযোগঃ সূচিতঃ। যদ্‌বা—ত্রিতারীপাঠান্তরং কেনচিৎ প্রতিবন্ধেন মন্ত্রপাঠে যদি ক্ষণবিলম্বঃ তাদৃশস্থলে পুনস্ত্রিতার্য্যুচ্চারোঽবিলম্বেনোচ্চারণরূপো জ্ঞাপ্যতে। যদ্যপ্যনেনৈব দীপনাথার্চনমন্ত্রে ত্রিতারীযোগপ্রাপ্তৌ তত্র ত্রিতারীমুচ্চার্যেতি ব্যর্থম্। তথাঽপি তত্র ত্রিতারীমুক্ত্বেতি তন্মন্ত্রঘটকত্বং ত্রিতার্য্যা জ্ঞাপয়তি। ইয়ং পরিভাষা চ ত্রিতারীযোগেন মন্ত্রাণাং সংস্কারং বদতি ইতি ন বৈয়র্থ্যম্ ॥

১। ত্রিতারী—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।

২। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ।—দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ, যৌবনোল্লাসস্তৃতীয়ঃ—শ্রীক্রমঃ, সপর্যাপ্রকরণম্, যাগমন্দিরপ্রবেশঃ।

যত্তু নিবন্ধে দীপনাথার্হণোত্তরং গণপতিনমনং গুরুনমনং অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তব্যাপকমিতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা চ, তৎসর্বং তন্ত্রান্তরস্থং অন্যপ্রকরণস্থং শ্রীবিদ্যাপ্রয়োগে ন স্প্রষ্টব্যম্ ॥

অত্র ত্রিতারী কেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—ত্রিতারীতি। বাক্ সবিন্দুঃ দ্বাদশস্বরঃ। মায়া তুরীয়োষ্মসহিতদ্বিতীয়ান্তস্থোত্তরসবিন্দুস্তুর্যস্বরঃ। কমলা প্রথমোষ্মসহিতদ্বিতীয়ান্তস্থোপরি সবিন্দুস্তুর্যস্বরঃ। এতে ত্রিতারীপদবাচ্যা ভবন্তীতি শেষঃ। বাগাদীনামুক্তার্থত্বে প্রমাণমগ্রে বক্ষ্যামঃ ॥ ৮ ॥

সর্বমন্ত্রে ত্রিতারীসংযোগবিধি

সর্বমন্ত্রের উপযোগী এক পরিভাষা বলছেন—

সব মন্ত্রের প্রথমে ত্রিতারী সংযোগ করতে হবে। ত্রিতারী বাক্[১] মায়া[২] কমলা[৩]।

এখানে প্রকরণের দ্বারা সর্বশব্দের অর্থসঙ্কোচ ক'রে অর্থ করা হয়েছে শ্রীবিদ্যা-উপাসনার অঙ্গভূত অতঃপর পঠিত সর্ব। এ দ্বারা এতৎপূর্ববর্তী মন্ত্রসমূহে ত্রিতারীযোগ হবে না, এটি সিদ্ধ হল। তাই সেতুবন্ধে পাওয়া যাচ্ছে—কল্পসূত্রে যাগমন্দিরপ্রবেশোত্তর ত্রিতারীপাঠ নির্দিষ্ট হওয়ায় তার পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলিতে ত্রিতারীযোগ হবে না, এটি জ্ঞেয়। 'আদৌ' এই কথা দ্বারা অন্তে থাকবে না, তাই বুঝাচ্ছে। যেখানে যোগ বলার কথা সেখানে তা না বলে সংযোগ বলায় অর্থাৎ সম্ এই উপসর্গ যোগ করায়, ত্রিতারী উচ্চারণ করতে হবে একথা স্পষ্ট হল। তারপর কোনো অঙ্গমন্ত্র পাঠের বেলা মাঝখানে যদি করণাপাটব[৪] ইত্যাদি দোষের জন্য একটি বর্ণ লুপ্ত হয় তা হলে মন্ত্রটি পুনরায় পাঠ করতে হবে আর সেক্ষেত্রেও পুনরায় ত্রিতারীযোগ করতে হবে, এটি সূচিত হয়েছে। অথবা—ত্রিতারীপাঠের পর কোনো প্রতিবন্ধকের জন্য মন্ত্রপাঠে যদি ক্ষণিক বিলম্ব হয় তা হলে সে রকম ক্ষেত্রে পুনরায় ত্রিতারী উচ্চারণ অবিলম্বে করতে হবে, এটি বিজ্ঞাপিত হয়েছে। যদিও এ দ্বারাই দীপনাথার্হণমন্ত্রে ত্রিতারীপ্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে 'ত্রিতারীমুচ্চার্য' এ কথা বলা নিরর্থক হয়; তথাপি সেখানে ত্রিতারী কথাটা বলে ত্রিতারী দ্বারা সেই মন্ত্র সংঘটিত

১। বাক্—ঐঁ

২। মায়া—হ্রীঁ

৩। কমলা—শ্রীঁ

৪। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়বৈকল্য, যেমন জিভ জড়িয়ে যাওয়া।

হয়, তাই বুঝান হয়েছে। আলোচ্য সূত্রের পরিভাষাও ত্রিতারীযোগে মন্ত্রের সংস্কার হয়, এই কথা ব্যক্ত করছে বলে, তা নিরর্থক নয়।

* * *

এখানে ত্রিতারী কি এই আকাঙ্ক্ষা থাকায় বললেন—ত্রিতারী বাক্ ইত্যাদি। বাক্ মানে সবিন্দু দ্বাদশ স্বর অর্থাৎ ঐঁ। মায়া মানে এই—তুরীয় উষ্ম অর্থাৎ শাদিবর্গের চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ হ, তার সঙ্গে যুক্ত হবে দ্বিতীয় অন্তস্থ বর্ণ অর্থাৎ র এবং তার সঙ্গে যুক্ত হবে সবিন্দু চতুর্থ স্বর মানে ঈঁ, তা হলে দাঁড়াল হ্রীঁ। কমলা মানে এই—প্রথম উষ্ম অর্থাৎ শাদি বর্গের প্রথম বর্ণ শ, তার সঙ্গে যুক্ত হবে দ্বিতীয় অন্ত্যস্থ বর্ণ অর্থাৎ র এবং তার সঙ্গে যুক্ত হবে সবিন্দু চতুর্থ স্বর অর্থাৎ ঈঁ ; তা হলে দাঁড়াল শ্রীঁ। ত্রিতারীপদের দ্বারা এই তিনকে বুঝান হয়েছে। বাগাদির যে অর্থ আমরা করলাম তার প্রমাণ পরে উল্লেখ করব। ৮।

শ্রীচক্রস্বরূপং তৎসাধনদ্রব্যং চ

ইতঃ পরং শ্রীচক্রস্বরূপং তৎসাধনদ্রব্যং চাহ—

পুরতঃ পঞ্চশক্তিচতুঃশ্রীকণ্ঠমেলনরূপং ভূসদনত্রয়বলিত্রয়ভূপপত্র-দিক্পত্রভুবনারত্রুহিণারবিধিকোণদিক্কোণত্রিকোণবিন্দুচক্রময়ং মহা-চক্ররাজং সিন্দুরকুঙ্কুমলিখিতং[১] চামীকরকলধৌতপঞ্চলোহরত্নস্ফটিকা-দ্যুৎকীর্ণং বা নিবেশ্য ॥ ৯ ॥

পুরত ইত্যস্য নিবেশ্যেত্যনেন সাকমন্বয়ঃ। পঞ্চশক্তয়ঃ শক্তিচক্রাণি, চতুঃ-শ্রীকণ্ঠাঃ চত্বারি শিবচক্রাণি, এষাং মেলনরূপং অভিন্নস্বরূপম্। এতেন বিশেষণেন এতাদৃশস্বরূপজ্ঞানং পূজাঽঽদাবাবশ্যকমিতি সূচিতম্। এতন্মেলন-প্রকারঃ, পূজাকালে ঈদৃশজ্ঞানস্যাবশ্যকতয়া চোক্তা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

ত্রিকোণে বৈন্দবং শ্লিষ্টমষ্টারেঽষ্টদলাম্বুজম্।
দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভুবনাশ্রকে ॥
শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রাণাং চ পরস্পরম্।
অবিনাভাবসম্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ ॥
এবং বিভাগমজ্ঞাত্বা শ্রীচক্রং যোঽর্চয়েৎ সকৃৎ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি ললিতাঽম্বা ন তুষ্যতি ॥ ইতি ॥

অয়মেবার্থস্তন্ত্রেষু বহু প্রতিপাদিতঃ। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ তত্রত্যবচনানি

১। মিলিতং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

লিখিতানি। ভূসদনত্রয়ং পরিতঃ চতুরশ্ররেখাত্রয়ম্। চতুরশ্রে ভূসদনশক্তি-গ্রাহকং প্রমাণং তু—

তদ্‌বাহ্যে বৃত্তমালিখ্য তদ্‌বাহ্যে চতুরশ্রকম্।

ইতি তন্ত্রান্তরবচনম্ অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুভিরপি সেতুবন্ধে লিখিতং 'ভূগৃহং নাম চতুরশ্রং' ইতি ॥

শ্রীচক্রে দ্বাররহিতচতুরশ্রত্রয়লেখনসমর্থনম্

ননু তন্ত্রান্তরবচনে চতুরশ্রকমিত্যেকবচনেন একমেব চতুরশ্রমিতি প্রতীয়তে, ইহ চতুরশ্রত্রয়মিত্যুক্তম্, দ্বয়োর্বিরোধে কথমেতদিতি চেৎ—ন; তত্তত্তন্ত্রানু-সারিপুরুষভেদেন ব্যবস্থিতবিকল্পসম্ভবাৎ। এবং সূত্রানুযায়িনাং শ্রীচক্রে ভূপুরং দ্বাররহিতং, অনুক্তত্বাৎ ॥

ননু ত্রিপুরার্ণবে "বৃত্তং ততো ভূপুরাণাং ত্রিতয়ং দ্বারশোভিতং" ইত্যুক্তত্বাৎ, এবং নিত্যাতন্ত্রে "এবং ত্রিভূসদনকং চতুর্দ্বারবিভূষিতং" ইতি, বামকেশ্বরতন্ত্রে "পরিবেষং ভূপুরং চ চতুর্দ্বারোপশোভিতং" ইতি, এবমাদিতন্ত্রানুসারেণ অত্রাপি দ্বারতাৎপর্যং কল্প্যতাং ইতি চেৎ—ন, "বৃত্তত্রয়ং চ ধরণীসদনত্রয়ং চ শ্রীচক্রমেতদুদিতং পরদেবতায়াঃ" ইতি যামলবচনে, এবমন্যেষ্বপি তন্ত্রেষু, দ্বাররহিতভূপুরশ্রবণেন বিকল্পস্য দুর্নিবারত্বাৎ। ন চৈবং দ্বাররহিতভূপুরস্য কেনাপি নিবন্ধকারেণালিখিতত্বাদিদমশ্রদ্ধেয়ং ইতি বাচ্যম্; সৌন্দর্যলহর্যাং "ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ" ইতি শ্লোকে দ্বারানুক্তেঃ ভগবৎপাদানামস্মদুক্তপক্ষস্যৈবা-ভিমতত্বাৎ। এবং প্রপঞ্চসারসংগ্রহে শ্রীবিদ্যারণ্যস্বামিভিরপি দ্বাররহিতমপি শ্রীচক্রে চতুরশ্রমুপলভ্যতে ক্বচিদিতি গ্রন্থেন অস্মদনুমতমেব লিখিতম্। এবমতি-চিরন্তনশিঙ্গভূপালপদ্ধতাবপি তথাঽস্তি। ইদমন্বেষিতুং প্রবৃত্তৌ অন্যান্যপি নিবন্ধান্তরবাক্যানি মিলিষ্যন্তি, এতাবদলমিতি ন বিশেষযত্নঃ কৃতঃ ॥

ইত্থং চাহং সূত্রানুযায়ীতি বিশেষাভিমানবতা নিত্যোৎসবনিবন্ধকারেণ শ্রীচক্রলেখনপ্রকারকথনাবসরে "চতুর্দ্বারং ভূপুরং সমুদ্ভাবয়েৎ" ইতি যতো লিখিতং অত এব তেন সূত্রং ন পরিশোধিতম্। গতানুগতিকলোকানুসারেণ লিখিতমিতি স্ফুটম্ ॥

কিংচ নিবন্ধকারঃ শ্রীভাস্কররায়ানাং শিষ্য ইতি স্বনিবন্ধ এব লিলেখ। শ্রীভাস্কররায়োক্তসেতুবন্ধে "প্রতিদিশং রেখাত্রয়যুক্তং দ্বারসামান্যাভাববৎ" ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষঃ। কল্পসূত্রমস্মিন্ পক্ষে অনুকূলমিতি লিখিতম্ ॥

কিংচ সর্বেষাং মন্ত্রাণাং আদৌ ত্রিতারীসংযোগ ইতি কল্পসূত্রস্য যাগমন্দির-প্রবেশোত্তরমেব পাঠাৎ ততঃ প্রাক্তনমন্ত্রেষু ন তদ্‌যোগ ইতি সেতুবন্ধে স্থিতে অয়ং মুষঃকারী রশ্মিমালামন্ত্রেষু সন্ধ্যাবন্দনে চ ত্রিতারীং যোজয়ামাস। তথা

দ্বারচতুষ্টয়ং চ যোজয়ামাস। এবং সতি গুরুমতমপি যঃ অজানন্ স্বেচ্ছয়া লিখতি স কীদৃশ উপাসকঃ, কীদৃশো বা গুরুশিষ্যভাবঃ, তং ন বিদ্মঃ॥

যদি চ সেতুবন্ধে প্রথমং দ্বারসামান্যাভাবং বিলিখ্য অগ্রে তত্ত্বং বিচার্য অগ্রে তত্রৈব "দ্বারসামান্যাভাবপক্ষস্তু দ্বারপ্রতিষেধপর্যুদাসান্যতরমন্তরেণ যামলকল্পসূত্রাদৌ দ্বারানুক্তিমাত্রেণ কল্প্যমানঃ সাহসমাত্রং" ইতি লিখিতত্বাৎ কথং গুরুমতানভিজ্ঞতেত্যুচ্যতে—তদা আস্তাং দ্বারবিষয়ে গুরুমতাভিজ্ঞতা। রশ্মিমালামন্ত্রেষু সন্ধ্যামন্ত্রেষু চ ত্রিতারীযোজনে গুরুমতানভিজ্ঞতা বজ্রলেপায়িতা। এতেনায়ং নিবন্ধঃ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রশ্রীভাস্কররায়ৈঃ পরিশোধিত ইত্যৈতিহ্যমপি নির্মূলমিতি স্ফুটং যুক্তমুৎপশ্যামঃ॥

বলিত্রয়ং বৃত্তত্রয়ম্। অত্র বহবঃ—ষোড়শদলস্য অষ্টদলস্য দ্বে কর্ণিকাবৃত্তে, তয়োর্বহিঃ একং বৃত্তং, এবং চ বৃত্তত্রয়ং, ন পদ্মদ্বয়স্য বহির্বৃত্তত্রয়ম্। যত্তু "বলিত্রয়ং" ইতি কল্পসূত্রম্, "বৃত্তত্রয়ং চ ধরণীসদনত্রয়ংচ" ইতি যামলবচনং, "জ্যেষ্ঠারূপং চতুষ্কোণং বামারূপং ভ্রমিত্রয়ং" ইতি যোগিনীতন্ত্রবচনম্, সর্বং উক্তবৃত্তত্রয়পরমেবেত্যাহুঃ॥

শ্রীচক্রে পঞ্চবৃত্তলেখনসমর্থনম্

অত্র অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরবঃ সেতুবন্ধে বক্ষ্যমাণপ্রকারান্তরেণ শ্রীচক্রলেখনাবসরে—

বহিঃ পদ্মদ্বয়ং কুর্যাদষ্টষোড়কচ্ছদম্।
গুণবৃত্তং ততঃ কুর্যাচ্চতুরশ্রং চ তদ্বহিঃ॥

ইতি বামকেশ্বরতন্ত্রবচনে ততঃপদস্বারস্যেন পদ্মদ্বয়াদ্বহিরেব ত্রীণি বৃত্তানি, তদনুসারেণ পরিশেষং ভূপুরং চেতি। অত্রৈকবচনমবিবক্ষিতম্। এবং চ পঞ্চ বৃত্তানি। অত এব জ্ঞানার্ণবে—

এতদ্বাহ্যে মহেশানি বৃত্তং পূর্ণেন্দুসন্নিভম্।
তদ্যুতং কুরু মীনাক্ষি বসুপত্রং মনোহরম্॥
তথা ষোড়শপত্রং তু বিলিখেৎ সুরবন্দিতে।
তদ্বাহ্যে দেবদেবেশি ত্রিবৃত্তং মাতৃকাঽন্বিতম্॥

ইত্যত্র তদ্বাহ্য ইতিপদেন কর্ণিকাবৃত্তাদতিরিক্তং বৃত্তত্রয়ং স্পষ্টমুক্তম্॥

তদ্ব্যাখ্যাতারোঽন্যে আগ্রহেণ তদ্বাহ্যে ইতি শ্লোকার্ধং স্বপুস্তক উপরি লিখিতত্বাৎ অক্ষরলেখনপ্রকারস্য কস্মিংশ্চিত্তন্ত্রে অলেখনাৎ অকস্মান্মাতৃকাঽন্বিতত্বোক্তেরসঙ্গতত্বাৎ বহুষু পুস্তকেষু অনুপলব্ধেশ্চ প্রক্ষিপ্তমিতি পরমতমনূদ্য তদুপরি যদি প্রক্ষিপ্তং তর্হি তৃতীয়বৃত্তবিধায়কবচনাভাবাৎ বৃত্তদ্বয়াপত্তেরিতি

দূষিতত্বাৎ সংহিতায়াং তন্ত্রান্তরে চ বহির্বৃত্তত্রয়ং সুস্পষ্টমস্তীতি লিখিতত্বাৎ পঞ্চবৃত্তানীতি (সেতুবন্ধে) ব্যবস্থাপয়ামাসুঃ ॥

অত্র মহেশ্বরানন্দনাথাঃ—"তদ্বাহ্যে বৃত্তমালিখ্য তদ্বাহ্যে চতুরশ্রকম্" ইতি পরমানন্দতন্ত্রে বৃত্তমিত্যেকবচনাৎ, "বৃত্তং ততো ভূপুরাণাং" ইতি, "বৃত্তং ত্রিভূসদনকং" ইতি, "পরিবেষং ভূপুরং চ" ইতি, "সুবৃত্তং পরমেশানি" ইতি, ত্রিপুরার্ণব-নিত্যা-বামকেশ্বরতন্ত্র-দক্ষিণামূর্তিসংহিতাসু একবচনবলাৎ কর্ণিকা-বৃত্তদ্বয়েনৈব সহ ত্রিবৃত্তমিতি ব্যবস্থাপ্য ততঃ সেতুবন্ধমতমনূদ্য তদ্দূষণে সেতুবন্ধ এব বামকেশ্বরতন্ত্রজ্ঞানার্ণববচনয়োঃ বহুষু পুস্তকেষ্বনুপলম্ভাদিতি শ্রীভাস্কর-রায়লেখং হেতুত্বেনোপন্যস্য সেতুবন্ধং দূষয়ামাসুঃ ॥

অয়ং প্রকারোঽসিদ্ধঃ। সেতুবন্ধে তৈঃ সিদ্ধান্তাবসরে বহুষু পুস্তকেষ্বনুপ-লম্ভাদিতি নোক্তঃ। কিংতু বাদিমতানুবাদবেলায়াং উপন্যস্তঃ। স চ বাদিনো লেখঃ। তেন হেতুনা শ্রীভাস্কররায়মতং কথং নিরস্তম্। রায়ৈশ্চ প্রত্যুত মৎ-পুস্তকমধ্যলেখাৎ প্রমাণমেবেতি প্রতিবন্দ্যুত্তরং বৃত্তদ্বয়াপত্তিশ্চেতি দূষণদ্বয়ং দত্তম্। কিং চ বামকেশ্বরতন্ত্রবচনে ন কোঽপি বিবাদং লিলেখ। এবং সতি তত্রাপি নির্মূল ঈদৃশো দোষারোপঃ কেবলং স্বপাণ্ডিত্যপ্রকটনার্থ এব। অতো বামকেশ্বরতন্ত্রবচনস্য বৃত্তত্রয়প্রাপকস্য জ্ঞানার্ণবস্য চ গতিমকল্পয়িত্বা ন বৃত্তপঞ্চক-নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি ॥

যদি চ নিরুক্তৈকবচনবলাদেব যামলকবচনেন অষ্টদলষোড়শদলেতি পৃথগুক্ত্যা তদুত্তরং শ্রূয়মাণবৃত্তত্রয়েতিপদে ত্রয়মিত্যস্য সমুদায়ানুবাদকত্বরূপ-বৈয়র্থ্যমঙ্গীকৃত্য, এবং বামারূপং ভ্রমিত্রয়মিত্যত্র অষ্টদলষোড়শদলাবয়বস্য ভ্রমেরেব বামারূপত্বকল্পনায়াসঃ ক্রিয়তে। তর্হি তদ্বাহ্য চতুরশ্রকামিত্যত্রাপ্যে-কবচনং তুল্যম্। তদ্রূপোদ্বলকানি বচনানি—বামকেশ্বরতন্ত্রে "পরিবেষং ভূপুরং চ" ইতি, তত্রৈব ষষ্ঠপটলে "বামারূপং চতুষ্কোণং" ইতি, পূর্বতন্ত্রে চ "গুণবৃত্তং ততঃ কুর্যাচ্চতুরশ্রং চ তদ্বহিঃ" ইতি, দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াং— "সুবৃত্তং পরমেশানি ততো ভূবিম্বমালিখেৎ" ইত্যাদিবচনানি। এবং বচনেষু সৎসু একবচনে নির্ভরবতঃ অত্র পরমানন্দতন্ত্রটিপ্পণ্যাং "চতুরশ্রং চতুরশ্রত্রয়[১]" ইতি মহেশ্বরানন্দনাথলেখঃ সন্দর্ভবিরুদ্ধ এব ॥

যদি চ "ভূপুরাণাং ত্রিতয়ং দ্বারশোভিতং" ইত্যাদিতন্ত্রবচনৈরেকবচনং তত্রত্যমবিবক্ষিতমিত্যুচ্যতে, তর্হি বৃত্তমিত্যত্রৈকবচনেন কোঽপরাধোঽনুষ্ঠিতঃ। এবং বহুষ্বেকবচনং লোকে বেদে চ প্রযুজ্যমানং বহূপলভ্যতে। লোকে, "গৃহে

১। "তচ্চতুরশ্রত্রয়ং ত্রিভিরঙ্গুলৈঃ" ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

ধান্যমস্তি", "সম্পন্নো ব্রীহিঃ", "ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে" ইতি ঈদৃশস্থলে জাত্যেকবচনমিতি বদন্তি শিষ্টাঃ। "ব্রাহ্মণো মম দৈবতং" ইতি পুরাণপ্রয়োগঃ। শ্রুতৌ বহুপত্নীকদর্শপূর্ণমাসে "পত্নীং সংনহ্য", "গৃহং সংমার্ষ্টি", ইত্যেবমাদীনি বহূনি সন্তি। তদ্বদুপপত্তেঃ নৈকবচনস্য সর্বথা গত্যভাবঃ ॥

ন চ—উক্তস্থলেষু বাধকবশাদেকবচনস্য লক্ষণাং বহুত্বে কল্পয়িত্বা একবচনং নির্বাহ্যম্। প্রকৃতেঽপি তদ্বৎপক্ষাশ্রয়ণে বামকেশ্বরতন্ত্রস্থস্য "গুণবৃত্তং ততঃ" ইত্যত্র তত ইত্যস্যৈব লক্ষণায়াং তাৎপর্যগ্রাহকতা বাচ্যা। সা চ ন সম্ভবতি। ততঃপদঘটিতবামকেশ্বরতন্ত্রস্য "তদ্বাহ্যে বৃত্তং" ইতি পরামানন্দতন্ত্রস্যৈকবচনঘটিতস্য তুল্যবলত্বেন একবচনানুসারেণ তত ইত্যস্যৈব লক্ষণাপক্ষং অবিবক্ষাপক্ষং বাঽঽশ্রিত্যৈকবচনবিবক্ষৈব কিমিতি ন ক্রিয়তে। দ্বয়োর্মধ্যে অন্যতরস্য অন্যথানয়নে কার্যে তত ইতি পদস্বারস্যেনৈকবচনমবিবক্ষিতং ন বিপরীতমিত্যত্র নিয়ামকাভাবাৎ—ইতি বাচ্যম্। প্রত্যয়ার্থপ্রাতিপদিকার্থয়োর্মধ্যে একানুসারেণ অপরস্যান্যথানয়নে প্রাপ্তে প্রাতিপদিকস্য প্রবলত্বেন তদনুসারেণ বচনপ্রত্যয়ার্থস্যৈবান্যথা নয়নম্। তদুক্তং শ্রীবিদ্যারণ্যস্বামিভিঃ—

ত্রিরনূক্তির্ধ্বচো ধর্মঃ স্থানধর্মোঽথ নাগ্রিমঃ।
স্ত্রীলিঙ্গত্বান্ন তৎপ্রাতিপদিকপ্রবলত্বতঃ ॥

ইতি প্রাতিপদিকপ্রাবল্যসাধকযুক্তয়োঽপি বহ্ব্যঃ সন্তি। গ্রন্থবিস্তরভয়াদভিযুক্তোক্তিক্ৎপ্তৈব লিখিতা। তস্মাৎ প্রাতিপদিকীভূততত‌ইত্যনুসারেণ একবচনমেব অন্যথা নেয়ম্। তথা চ সুধিয়া আগ্রহং পরিত্যজ্য কেবলতত্ত্ববুভুৎসুনা বিচার্যমাণে সর্বতন্ত্রেষ্বপি বচনমাত্রস্যাবিবক্ষাং কৃত্বা শ্রীযন্ত্রে পঞ্চবৃত্তান্যভিমতানীতি সিধ্যেদিতি। প্রকৃতমনুসরামঃ ॥

ভূপপত্রমিতি—ভূপা ইতি ষোড়শসংখ্যায়াঃ সঙ্কেতঃ। ষোড়শপত্রাণি যস্মিংস্তৎ। দিক্পত্রং—দিগিত্যষ্টসংখ্যায়াঃ সংজ্ঞা, তাবন্তি পত্রাণি যস্মিংস্তৎ। ভুবনারং—ভুবনমিতি চতুর্দশসংখ্যায়াঃ সংজ্ঞা, তাবদরং তাবৎকোণম্। দ্রুহিনারং দ্রুহিণ ইতি দশসংখ্যায়াঃ সংজ্ঞা, শ্রীভাগবতাদৌ সৃষ্টিনিমিত্তানাং দশ প্রজাপতীনাং কর্দমাদীনাং প্রসিদ্ধত্বাৎ। তাবদরং দশকোণমিত্যর্থঃ। এতেন বিধিকোণমিতি চ ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। দিক্পদং চ ব্যাখ্যাতম্। ত্রিকোণবিন্দূ স্পষ্টৌ। ময়মিত্যনেন সমষ্ট্যেকরূপত্বং জ্ঞাপিতম্। মহাচক্ররাজং—চক্ররাজমিতি শ্রীচক্রস্য নাম, তত্র মহত্ত্বং পূজ্যত্বং, "মহ পূজায়াং" ইত্যনুশাসনাৎ। তথা চ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাদিসকলপূজ্যমিত্যর্থঃ। সিন্দূরং প্রসিদ্ধং, কুঙ্কুমং কাশ্মীরং,

এতদন্যতরেণ। যদ্বা—দ্বন্দ্বসমাসেন সাহিত্যপ্রতীতেঃ সিন্দূরসহিতকুঙ্কুমেন লিখিতম্ ॥

নব্যাস্তু—যদা ভূমৌ প্রস্তারো লিখ্যতে তদা কুঙ্কুমরজোভিঃ পূরণং, মেরুপ্রস্তারশ্চেৎ সিন্দূররজোভিরিতি ব্যবস্থামাহুঃ। তত্র মূলং চিন্ত্যম্ ॥

লেখনপ্রকারস্য অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুকৃতসেতুবন্ধে সবিস্তরমুক্তত্বান্নাত্র লিখ্যতে। এতাবৎপর্যন্তং পূজাসময়ে নিত্যযন্ত্রনির্মাণপ্রকারঃ উক্তঃ। ইদানীং সিদ্ধযন্ত্রেঽপি পূজাপ্রকারং যন্ত্রনির্মাণদ্রব্যনিয়মং চাহ—চামীকরেত্যাদিনা। চামীকরং সুবর্ণং কলধৌতং রৌপ্যম্। যদ্যপি কলধৌতপদং সুবর্ণবাচকমপি ভবতি। "কলধৌতং রৌপ্যহেম্নোঃ" ইতি কোশাৎ, তথাঽপি সুবর্ণস্য পূর্বমুক্তত্বাদ্রৌপ্যমেব। পঞ্চলোহং, তল্লক্ষণমুক্তং তন্ত্রসারে বৃহৎপাঞ্চরাত্রে চ—

রৌপ্যং নৃপগুণং প্রোক্তং দিক্‌সংখ্যো হেমভাগকঃ।
তাম্রং দ্বাদশভাগঃ স্যাল্লোহভাগস্য পঞ্চকম্।
আরকূটস্য ষড়্ভাগাঃ পঞ্চলোহং প্রকীর্তিতম্ ॥ ইতি ॥

আরকূটং পিত্তলং, শেষং স্পষ্টম্। রত্নানি মরকতাদীনি, তেষু উৎকীর্ণং পূর্বোক্তশাস্ত্রেন নির্মিতম্। আদিপদাৎ তাম্রদৃষদাদিকং পরমানন্দতন্ত্রোক্তং গ্রাহ্যম্। ইদমপি পূর্বোক্তচক্ররাজে বিশেষণম্। ঈদৃশং চক্ররাজং পুরতো নিবেশ্য ॥

অত্র পূজনং মুখ্যম্। এতস্যালাভে তন্ত্রান্তরোক্তপ্রতিনিধিস্বীকারোঽপি কার্যঃ। তদুক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

আদর্শে চৈকগুণিতং পুস্তকে দ্বিগুণং ফলম্।
প্রতিমায়াং চতুর্ধা স্যাৎ সালগ্রামেষু ষোড়শ ॥
শিবনাভে শতগুণং পূজনাৎ পুরুষার্থকম্।
সহস্রধা নার্মদে তু ফলং দেবি প্রচক্ষতে ॥
কুণ্ডল্যাং লক্ষগুণিতং দেবতাদর্শনং ভবেৎ।
চক্ররাজে তু যা পূজা সাঽনন্তফলদায়িনী ॥ ইতি ॥

ইমানি তু পঠিতক্রমে উত্তরোত্তরাভাবে পূর্বপূর্বং গ্রাহ্যম্। এতাদৃশার্থতাৎপর্যগ্রাহকমেব ফলতারম্যশ্রবণম্। কুণ্ডলী শেষকুণ্ডলী। পুস্তকং কুলশাস্ত্রপুস্তকম্। প্রতিমা ধ্যানশ্লোকস্থাকারা। শেষং স্পষ্টম্ ॥

যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা সূত্রে অনুক্তত্বাৎ ন কর্তব্যা সূত্রানুযায়িভিঃ। এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠাঽপি ন কার্যা সূত্রানুযায়িভিঃ, অনুক্তত্বাৎ অনাকাঙ্ক্ষিতত্বাচ্চ। বস্তুতস্তু—যন্ত্রপ্রতিষ্ঠায়াঃ পূজাপ্রয়োগবহির্ভূতত্বাৎ অধিকাভ্যুদয়েচ্ছায়াং তন্ত্রান্তরোক্তমনুষ্ঠেয়ং,

যথা সহস্রনামপাঠাদি। তৎকরণে অভ্যুদয়ঃ অকরণেঽপি ন হানিঃ সূত্রানুযায়িনাম্। যথা বা যজ্ঞোপবীতসংস্কারো বৌধায়নে সূত্রে পঠিতঃ। অন্যসূত্রাপঠিতত্বাৎ "বহ্বল্পং বা" ইতি সূত্রাৎ অননুষ্ঠানে ন হানিরিতি দ্রবিড়ান্ধ্রদেশীয়াঃ যজ্ঞোপবীতস্য ন সংস্কারং কুর্বন্তি। মহারাষ্ট্রদেশীয়ৈস্তু করণে অভ্যুদয়ং মত্বা সংস্কারঃ ক্রিয়তে। তদ্বৎ চক্ররাজে সংস্কারে অভ্যুদয়ঃ অকরণে সূত্রানুযায়িনাং ন হানিঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীচক্রস্বরূপ এবং তার সাধনদ্রব্য

এর পর শ্রীচক্রস্বরূপ এবং তার সাধনদ্রব্য বলছেন—

ভূসদনত্রয় বৃত্তত্রয় ষোড়শদলপদ্ম অষ্টদলপদ্ম চতুর্দশার বহির্দশার অন্তর্দশার অষ্টকোণ ত্রিকোণ ও বিন্দু এই দশ চক্র অর্থাৎ অংশ সমন্বিত, পাঁচটি শক্তিত্রিকোণ ও চারটি শিবত্রিকোণের অভিন্ন স্বরূপ, সিন্দূর ও কুঙ্কুমের দ্বারা রচিত অথবা স্বর্ণ-রৌপ্য-পঞ্চলোহ[1]-রত্ন-স্ফটিকাদিতে উৎকীর্ণ মহারাজচক্রকে পুরতঃ স্থাপন করে ॥ ৯ ॥

'পুরতঃ' এই পদের অন্বয় 'নিবেশ্য' পদের সঙ্গে হবে। 'পঞ্চশক্তয়ঃ' মানে পঞ্চশক্তিচক্র অর্থাৎ পঞ্চশক্তিত্রিকোণ। 'চতুঃশ্রীকণ্ঠাঃ' মানে চারশিবচক্র অর্থাৎ চারশিবত্রিকোণ। এদের 'মেলনরূপং' মানে অভিন্নস্বরূপ। পূজার আদিতে এরূপ স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক, উক্ত বিশেষণের দ্বারা তাই সূচিত হয়েছে।

* * * * *

ভূপপত্রং—ভূপাঃ পদ ষোড়শ এই সংখ্যাসূচক; ষোড়শ পত্র যাতে আছে তা। দিক্‌পত্রং—দিক্ অষ্ট এই সংখ্যাসূচক; অষ্ট পত্র যাতে আছে তা। ভুবনারং—ভুবনং চতুর্দশ এই সংখ্যাসূচক, চতুর্দশ অর অর্থাৎ কোণ যাতে আছে তা। দ্রুহিণারং—দ্রুহিণঃ দশ এই সংখ্যাসূচক, কেননা, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিতে বিবৃত সৃষ্টির নিমিত্তস্বরূপ কর্দমাদি দশ প্রজাপতির নাম প্রসিদ্ধ। দশ সংখ্যক অর যাতে আছে তা 'দ্রুহিণারং' অর্থাৎ দশকোণ।[2] এ দ্বারা বিধিকোণেরও ব্যাখ্যা প্রায় হয়ে গেল। (এ কথার তাৎপর্য—দ্রুহিণ মানে ব্রহ্মা

১। পঞ্চলোহ—রামেশ্বরকৃত বৃত্তি অনুসারে সোনা রূপা তামা লোহা ও পিতল এই পঞ্চকের মিশ্রধাতু।

অভিধানানুসারে সুবর্ণ রজত তাম্র সীসক ও রঙ্গ এই পঞ্চধাতু পঞ্চলোহ। দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুমঃ।

২। এটি বহির্দশকোণ বহির্দশার।

বা বিধি। আর ব্রহ্মা মানে প্রজাপতি। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে প্রজাপতি দশ জন। কাজেই, বিধিকোণ[১] অর্থ দশকোণ)। ত্রিকোণ আর বিন্দু স্পষ্ট। 'চক্রময়ং'-এর 'ময়ং' কথাটি দ্বারা সমষ্টির একরূপত্ব বুঝান হয়েছে। মহারাজ-চক্রং—শ্রীচক্রের নাম চক্ররাজ, তাতে মহত্ব অর্থাৎ পূজ্যত্ব বিদ্যমান, 'মহ পূজায়াং' এই অনুশাসনানুসারে। এর তাৎপর্য হল ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদি সবার পূজ্য। সিন্দূর প্রসিদ্ধ বস্তু। কুঙ্কুম মানে কাশ্মীর। এই উভয়ের কোনো একটি দ্বারা (রচিত) অথবা দ্বন্দ্ব সমাসে সহিতত্ব সূচিত হয় বলে সিন্দূরসহ কুঙ্কুমের দ্বারা রচিত।

* * * * *।৯।

মন্দিরার্চনম্

ততো মন্দিরাদ্যর্চনক্রমমাহ—

তত্র মহাচক্রে অমৃতাম্ভোনিধয়ে রত্নদ্বীপায় নানাবৃক্ষমহোদ্যানায় কল্পবৃক্ষবাটিকায়ৈ[২] সন্তানবাটিকায়ৈ হরিচন্দনবাটিকায়ৈ মন্দার-বাটিকায়ৈ পারিজাতবাটিকায়ৈ কদম্ববাটিকায়ৈ পুষ্প (ষ্য ?) রাগ-রত্নপ্রাকারায়[৩] পদ্মরাগরত্নপ্রাকারায় গোমেধ[৪]-রত্নপ্রাকারায় বজ্ররত্ন-প্রাকারায় বৈদূর্যরত্নপ্রাকারায় ইন্দ্রনীলরত্নপ্রাকারায় মুক্তারত্ন-প্রাকারায় মরকতরত্নপ্রাকারায় বিদ্রুমরত্নপ্রাকারায় মাণিক্যমণ্ডপায় সহস্রস্তম্ভমণ্ডপায় অমৃতবাপিকায়ৈ আনন্দবাপিকায়ৈ বিমর্শবাপিকায়ৈ বালাতপোদ্গারায় চন্দ্রিকোদ্গারায় মহাশৃঙ্গারপরিঘায়ৈ মহাপদ্মাটব্যৈ চিন্তামণিগৃহরাজায় পূর্বাম্নায়ময়পূর্বদ্বারায় দক্ষিণাম্নায়ময়দক্ষিণদ্বারায় পশ্চিমাম্নায়ময়পশ্চিমদ্বারায়োত্তরাম্নায়ময়োত্তরদ্বারায় রত্নপ্রদীপবলয়ায় মণিময়মহাসিংহাসনায় ব্রহ্মময়ৈকমঞ্চপাদায় বিষ্ণুময়ৈকমঞ্চপাদায়

১। এটি অন্তর্দশকোণ বা অন্তর্দশার।

২। কল্পবাটিকায়ৈ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

৩। আমাদের অনুসৃত পুস্তকে 'পুষ্যরাগরত্নপ্রাকারায়' এই পাঠ আছে। রামেশ্বরও বৃত্তিতে 'পুষ্যরাগাদিবিদ্রুমান্তা নবরত্নভেদাঃ' বলেছেন। কিন্তু কোনো অভিধানে পুষ্যরাগরত্নের উল্লেখ নেই। সর্বত্রই পুষ্পরাগরত্নের উল্লেখ আছে। কাজেই, 'পুষ্যরাগ' লিপিকরপ্রমাদ বলে মনে হয়। অতএব, 'পুষ্পরাগ' পাঠই গ্রহণ করা হল। পুষ্পরাগরত্ন বাংলায় পোখরাজ।

৪। গোমেদ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

রুদ্রময়ৈকমঞ্চপাদায় ঈশ্বরময়ৈকমঞ্চপাদায় সদাশিবময়ৈকমঞ্চফলকায় হংসতূলতল্লায় হংসতূলমহোপধানায় কৌসুম্ভাস্তরণায় মহাবিতানকায় মহাযবনিকায়ৈ নম ইতি চতুশ্চত্বারিংশন্মন্ত্রৈ[1]স্তত্তদখিলং ভাবয়িত্বা অর্চ্চয়িত্বা ॥ ১০ ॥

তত্র যাগমন্দিরে স্থিতে ইতি শেষঃ। ইদং চ মহাচক্রে ইত্যস্য বিশেষণম্। যদ্বা—তত্রেতি লিখিতার্থকং পূর্বসূত্রে, পুরতো নিবেশ্যেত্যন্বিতম্। মহাচক্রে ইতি "ভাবয়িত্বা অর্চয়িত্বা" ইতি অগ্রিমেণান্বিতম্। অমৃতাম্ভোনিধিঃ অমৃত-সমুদ্রঃ। রত্নময়ো দ্বীপঃ বাসযোগ্যদেশ উন্নতভূমিরিতি যাবৎ। উদ্যানং ক্রীড়া-বনং, "পুমানাক্রীড় উদ্যানং" ইত্যমরঃ। বৃক্ষবাটিকা উপবনং "গেহোপবনে বৃক্ষ-বাটিকা" ইত্যমরঃ। কল্পাদীনি সুরতরুনামানি।

পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্ ॥ ইত্যমরঃ ॥

কদম্বঃ প্রসিদ্ধঃ। পুষ্পরাগাদিবিদ্রুমান্তা নবরত্নভেদাঃ তেষাং প্রাকারঃ পরিতঃ গৃহাদ্বহির্নির্মিতা ভিত্তিঃ। মাণিক্যং পদ্মরাগং তস্য মণ্ডপঃ। বাপী দীর্ঘিকা। উদ্গারো লোহিতবর্ণং সমাহ্লাদকং বস্তু। তদুক্তং ত্র্যক্ষরকোশে "উদ্গারো লোহিতে বর্ণে সমাহ্লাদনবস্তুনি" ইতি। রত্নময়াঃ প্রদীপাঃ তেষাং বলয়ম্। হংসতূলং পক্ষিবিশেষস্য পক্ষাধঃস্থিতরোমমালাঽঽকৃতিসূক্ষ্মপক্ষাঃ মহারাষ্ট্রভাষায়াং পরা ইতি প্রসিদ্ধম্। মহোপধানং মহারাষ্ট্রভাষায়াং লোড্ ইতি প্রসিদ্ধম্। কৌসুম্ভাস্তরণং রক্তবর্ণং তল্পোপরি তন্মালিন্যাভাবার্থং সূক্ষ্মং বস্ত্রং পাত্যতে। তৎ মহারাষ্ট্রভাষায়াং পলঙ্গংপূস ইতি প্রসিদ্ধম্। বিতানং উর্ধ্বদেশান্মৃত্তিকাদিপাতপ্রতিবন্ধকমুপরি বধ্যমানং বস্ত্রম্। যবনিকা মহারাষ্ট্র-ভাষায়াং পড়্দা ইতি প্রসিদ্ধম্। শেষং প্রসিদ্ধম্। এবং চতুর্থ্যন্তৈঃ সর্বৈঃ নম ইতি যোগঃ, "যা তে অগ্নেঽয়াশয়া" ইতিবৎ। এতৈঃ চতুশ্চত্বারিংশন্মন্ত্রৈঃ মন্ত্রবাচ্যানর্থান্ আদৌ শ্রীচক্রে পরিভাব্য তেষাং পূজনং কুর্য্যাৎ। একস্য ধ্যানং ততোঽর্চনং, ততোঽপরস্য ধ্যানং ততঃ তস্যার্চনমিতি ক্রমঃ তত্তদিতি পদদ্বারস্যাৎ লব্ধঃ। অন্যথা ন্যায়তঃ পদার্থানুসময়েন ধ্যানং পূজনং চ প্রাপ্তং, তত্তদিতি বীপ্সয়া তদ্বাধো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১০ ॥

১। ত্রিংশন্মন্দিরমন্ত্রৈ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

মন্দিরার্চনা

তারপর মন্দিরার্চনার ক্রম বলছেন—

অমৃতসমুদ্র, রত্নদ্বীপ, নানাবৃক্ষশোভিত মহোদ্যান, কল্পবৃক্ষবাটিকা, সন্তানবাটিকা, হরিচন্দনবাটিকা, মন্দারবাটিকা, পারিজাতবাটিকা, কদম্ববাটিকা, পুষ্পরাগরত্নপ্রাকার, পদ্মরাগরত্নপ্রাকার, গোমেধরত্নপ্রাকার, বজ্ররত্নপ্রাকার, বৈদূর্যরত্নপ্রাকার, ইন্দ্রনীলরত্নপ্রাকার, মুক্তারত্নপ্রাকার, মরকতরত্নপ্রাকার, বিদ্রুমরত্নপ্রাকার, মাণিক্যমণ্ডপ, সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ, অমৃতবাপিকা, আনন্দবাপিকা, বিমর্শবাপিকা, সুখকর তরুণসূর্যকিরণক্ষরণ, সুখকর জ্যোৎস্নাক্ষরণ, অতিশোভন পরিঘ অর্থাৎ খুব সুন্দর হুড়কা, মহাপদ্মবন, চিন্তামণিগৃহরাজ, পূর্বাম্নায়ময় পূর্ব্বদ্বার, দক্ষিণাম্নায়ময় দক্ষিণদ্বার, পশ্চিমাম্নায়ময় পশ্চিমদ্বার, উত্তরাম্নায়ময় উত্তরদ্বার, রত্নপ্রদীপবলয়, মণিময় সিংহাসন, ব্রহ্মময়ৈকমঞ্চপাদ, বিষ্ণুময়ৈকমঞ্চপাদ, রুদ্রময়ৈকমঞ্চপাদ, ঈশ্বরময়ৈকমঞ্চপাদ, সদাশিবময়ৈকমঞ্চফলক, হংসতূলতল্প, হংসতূলমহোপাধান, কৌসুম্ভ আস্তরণ, মহাবিতানক, মহাযবনিকা যাগমন্দিরস্থ মহাচক্রে অর্থাৎ শ্রীচক্রে প্রথমে এই সবের ভাবনা[১] ক'রে তারপর সূত্রোক্ত 'অমৃতাম্ভোনিধয়ে'-আদি প্রত্যেকটি চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের সঙ্গে 'নমঃ' যোগ ক'রে যে-চুয়াল্লিশটি মন্ত্র হবে, এক এক ক'রে তার প্রত্যেকটি মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চনা করবে ॥ ১০ ॥

'তত্র' মানে যাগমন্দিরে স্থিত। তত্র পদটি মহাচক্রের বিশেষণ। অথবা পূর্বসূত্রে 'পুরতো নিবেশ্য' বলে যা নির্দেশ করা হয়েছে 'তত্র' তাই বুঝাচ্ছে। 'মহাচক্রে' পদের অন্বয় হবে পরবর্তী 'ভাবয়িত্বা অর্চ্চয়িত্বা' এই দুই পদের

১। সূত্রোক্ত ভাবনার বস্তুটির মোটামুটি এই চিত্র—অমৃতসমুদ্রের মধ্যে একটি রত্নময় দ্বীপ। তাতে আছে নানাবৃক্ষশোভিত একটি দিব্য উদ্যান। তাতে আছে কল্পবৃক্ষ সন্তান হরিচন্দন মন্দার ও পরিজাত এই পঞ্চ দেবতরুর উপবন। উদ্যানকে পরিবেষ্টন ক'রে আছে পুষ্পরাগ প্রভৃতি নবরত্নের প্রাকার। উদ্যানে আছে একটি সহস্রস্তম্ভ মাণিক্যমণ্ডপ আর আছে অমৃতবাপী আনন্দবাপী ও বিমর্শবাপী এই তিনটি বাপী। উদ্যানাদির উপর প্রভাত সূর্যের সুখকর কিরণ ক্ষরিত হয় আর ক্ষরিত হয় সুখকর জ্যোৎস্না। উক্ত উদ্যানে আছে অত্যুত্তম চিন্তামণিগৃহ। তার দ্বারে অতি সুন্দর অর্গল। চিন্তামণিগৃহের চার দ্বার—পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর, যথাক্রমে পূর্বাম্নায় দক্ষিণাম্নায় পশ্চিমাম্নায় ও উত্তরাম্নায়। চিন্তামণিগৃহে আছে মণিময় প্রদীপবলয়ের দ্বারা বেষ্টিত মণিময় সিংহাসন। সিংহাসনের পদ বা পায়া—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ঈশ্বর। সদাশিব তার ফলক বা পাটা। সিংহাসনের উপরে আছে হংসের পাখার নীচেকার কোমল লোমের আকারের পালকের শয্যা ও উক্ত উপাদানের বালিশ। কুসুমফুলের রঙ্গে ছোপান মিহি কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে শয্যা ঢাকা। তার উপরে উত্তম চাঁদোয়া। সিংহাসনটি উত্তম পর্দা দিয়ে আড়াল-করা।

সঙ্গে। 'অমৃতাম্ভোনিধিঃ' মানে অমৃতসমুদ্র। 'রত্নময়ো দ্বীপঃ' মনে রত্নময় বাসযোগ্য স্থান, উচ্চভূমি। উদ্যানং মানে ক্রীড়াবন। অমরকোশে আছে—"পুমানাক্রীড় উদ্যানং"। বৃক্ষবটিকা মানে উপবন। অমরকোশে আছে—"গেহোপবনে বৃক্ষবটিকা"। কল্পাদি দেবতরুর নাম। অমরকোশে আছে—মন্দার পারিজাতক সন্তান কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই পাঁচটি দেবতরু।

কদম্ব প্রসিদ্ধ। পুষ্যরাগ থেকে বিদ্রুম পর্যন্ত নব রত্ন। তাদের প্রাকার। প্রাকার মানে গৃহের বাইরের দেয়াল। মাণিক্য মানে পদ্মরাগমণি, তার মণ্ডপ। বাপী মানে দীঘি। উদ্গারঃ মানে লোহিতবর্ণ, সুখকর বস্তু। ত্র্যক্ষরকোশে আছে—"উদ্গারো লোহিতে বর্ণে সমাহ্লাদবস্তুনি"। রত্নপ্রদীপবলয় মানে রত্নময়প্রদীপসমূহের বলয়। হংসতূলং মানে হংস এই পক্ষিবিশেষের পক্ষের নিম্নস্থ লোমরাশির আকারের সূক্ষ্ম পক্ষরাশি। মারাঠী ভাষায় একে বলা হয় পরা। মহোপধানং—মারাঠী ভাষায় এটি লোড্ নামে প্রসিদ্ধ (বাংলায় তাকিয়া)। কৌসুম্ভাস্তরণং বলতে বুঝাচ্ছে, শয্যা যাতে মলিন না হয় সেইজন্য শয্যার উপরে যে-রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্র পাততে হবে তাই। মারাঠীতে একে বলে পালঙ্গংপূস। উপর থেকে যাতে ধূলি প্রভৃতি না পড়ে তার জন্য যে কাপড় টাঙ্গান হয় তাকে বলে বিতান। যবনিকা প্রসিদ্ধ। মারাঠীভাষায় একে বলে পড়্দা (বাংলায় পর্দা)। পরের অংশ প্রসিদ্ধ। "যা তে অগ্নেঽয়াশয়া" এই দৃষ্টান্ত-অনুসারে সূত্রোক্ত সব চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের সঙ্গে 'নমঃ' যোগ করতে হবে। এইভাবে চুয়াল্লিশটি মন্ত্র পাওয়া যাবে। শ্রীচক্রে প্রথমে এইসব মন্ত্রবাচ্য বস্তুর যথাক্রমে একটির ভাবনা ক'রে তারপর সেই মন্ত্রের দ্বারা পূজা করতে হবে। একটির ধ্যান অর্থাৎ ভাবনা, তারপর পূজা। তারপর আরেকটির ভাবনা এবং পূজা। 'তত্তৎ' এই পদের তাৎপর্য থেকে এই ক্রমটি পাওয়া যাচ্ছে। তা না হলে, ন্যায়তঃ পদার্থানুসময় অনুসারে ধ্যান ও পূজা বিহিত হয়। কিন্তু তৎ তৎ এই দ্বিরুক্তি দ্বারা তাতে বাধা দেওয়া হয়েছে। ১০।

দীপদানং চক্রাভ্যর্চনং চ

গন্ধপুষ্পাদিস্থাপনস্থানাদিকমাহ—

গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীংশ্চ দক্ষিণভাগে দীপানভিতো দত্ত্বা মূলেন চক্রমভ্যর্চ্য মূলত্রিখণ্ডৈঃ প্রথমত্র্যশ্রে ॥ ১১ ॥

অক্ষতাদীত্যত্র আদিপদেন প্রথমদ্বিতীয়াদিগ্রহণম্। এতস্য দত্ত্বেত্যনেনান্বয়ঃ। তত্র দানং ন যৎকিঞ্চিদ্দেবতোদ্দেশেন ত্যাগঃ। কিং তু "যজ্ঞায়ুধানি সম্ভরতি"

ইতিবৎ পূজাসামগ্র্যাঃ একত্র সম্পাদনম্। এতস্য ফলং তত্তদর্পণবেলায়াং তস্য তস্য শীঘ্রলাভঃ। দীপানামভিতঃ পার্শ্বদ্বয়ে দানং স্থাপনমদৃষ্টার্থম্। দত্ত্বেত্যস্য চ-কারেণ আবৃত্তির্জ্ঞাপিতা, প্রত্যুদ্দেশ্যং বাক্যপরিসমাপ্ত্যর্থমাবৃত্তেরাবশ্যকত্বাৎ। অতো ন দদাতেরর্থভেদো দোষজনকঃ। ন চ দাধাতোরয়মর্থঃ কেন প্রমাণেনেতি বাচ্যম্, রজকস্য বস্ত্রং দদাতি, সংবাহকস্য চরণৌ দদাতি, শত্রবে ভয়ং দদাতি, ইত্যাদৌ যোগ্যতয়া অর্থকল্পনাবৎ অত্রাপি যোগ্যার্থকল্পনাৎ। অভিত ইত্যনেন একস্মিন্ পার্শ্বে যাবন্তো দীপাঃ তাবন্ত এব অপরপার্শ্বে ইতি জ্ঞাপ্যতে। অস্য ফলং অন্ধকারনিবৃত্তিঃ। এতেন পূজাগৃহে অন্ধকারসামান্যাভাবঃ কার্য ইত্যর্থঃ। একস্মিন্ পার্শ্বে অধিকদীপস্থাপনে তৎপৃষ্ঠতঃ তচ্ছায়ারূপান্ধকারঃ পতিষ্যতি। অভিতস্তুল্যপ্রজ্বালনে ন কুত্রাপ্যন্ধকার ইত্যর্থঃ। পার্শ্বদ্বয়নিয়মো দৃষ্টার্থঃ। চক্রং নবচক্রাত্মকং সমষ্টিচক্রং মূলেন পঞ্চদশ্যা অভ্যর্চ্য। অত্র পুষ্পাক্ষতক্ষেপণমেবাভ্যর্চনম্। ত্রিখণ্ডৈঃ বাগ্‌ভবকামরাজশক্তিভিঃ প্রথমং চক্রনির্মাণসময়ে প্রথমস্য চক্রস্য ত্রীণি যান্যশ্রাণি তানি দ্বিগুত্বাদেকবদ্ভাবঃ। ন বহুব্রীহিঃ। তৎপক্ষে ত্রিকোণাত্মকৈকচক্রে একদেশে পূজনে মন্ত্রত্রয়স্যানাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ "ভগো বাং বিভজতু" ইতিবদ্‌বিকল্পাপত্তেঃ। ন চ "চতুর্ভিরভ্রিমাদত্তে" ইতিবৎ সমুচ্চয়োঽস্ত্বিতি বাচ্যম্; তথাঽপি বহুব্রীহিপক্ষে অন্যপদার্থে লক্ষণাকল্পনং দোষঃ। দ্বিগুপক্ষে তু কোণত্রয়ে কূটত্রয়ং যুক্তম্। অভ্যর্চ্য ইত্যস্য পূর্বস্মাদনুবৃত্তিঃ। ক্রমস্যানুক্তত্বাৎ স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন ॥ ১১ ॥

দীপদান ও চক্রাভ্যর্চনা

গন্ধপুষ্পাদি স্থাপনের স্থানাদি বললেন—

গন্ধপুষ্পাক্ষতাদি ডান ধারে প্রদীপগুলির দুই পাশে স্থাপন ক'রে, মূলমন্ত্রের দ্বারা চক্রের পূজা ক'রে, মূলমন্ত্রের ত্রিখণ্ড অর্থাৎ ত্রিকূটের দ্বারা প্রথম চক্রের তিন কোণে পূজা করতে হবে ॥ ১১ ॥

'অক্ষতাদি' এতে যে-আদিপদ আছে তা দ্বারা প্রথমদ্বিতীয়াদি বুঝতে হবে। এই অক্ষতাদির সঙ্গে 'দত্ত্বা' এই পদের অন্বয় করতে হবে। দত্ত্বা পদে যে-দান সূচিত হয়েছে তা দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু ত্যাগ নয়। পক্ষান্তরে "যজ্ঞায়ুধানি সম্ভরতি" এই ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তেমনি পূজাসামগ্রীর একত্রীকরণ এই দানপদের এখানে অর্থ হবে। এর ফলে অর্পণের সময় যে যে দ্রব্য অর্পণ করা হবে তা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যাবে। * * *। অভিতপদের দ্বারা বুঝাচ্ছে একপাশে যতগুলি প্রদীপ থাকবে অপর পাশেও ততগুলি থাকবে। তার ফলে অন্ধকার দূর হবে। এর দ্বারা পূজাগৃহে সাধারণভাবে

অন্ধকারের অভাব হবে, এই অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। কোনো এক পাশে অধিক সংখ্যক প্রদীপ রাখলে পিছনে ছায়া পড়ে অন্ধকার হবে। দুই পাশে সমান-সংখ্যক প্রদীপ জ্বাললে কোথাও অন্ধকার থাকবে না, এই হল সহজ অর্থ। পার্শ্বদ্বয়ের যে নিয়ম তার অর্থ স্পষ্ট প্রতীয়মান। 'চক্রং' মানে নবচক্রাত্মক সমষ্টিচক্র। 'মূলেন' মানে পঞ্চদশী শ্রীবিদ্যার দ্বারা; 'অভ্যর্চ্য' বলতে যে অভ্যর্চনা বুঝাচ্ছে তা পুষ্পাক্ষতক্ষেপণ ভিন্ন আর কিছু নয়। 'ত্রিখণ্ডৈঃ' মানে বাগ্‌ভব কামরাজ ও শক্তি এই ত্রিকূটের দ্বারা। 'প্রথমং' মানে চক্রনির্মাণ-সময়ে যে-চক্র প্রথম নির্মিত হয়। 'প্রথমত্র্যশ্রে' মানে এই চক্রের যে-তিনটি কোণ তাতে। দ্বিগুসমাসে ত্র্যশ্র এইপদে একবদ্ভাব হয়েছে। এখানে বহুব্রীহিসমাস হয় নি। * * *। বহুব্রীহি সমাস করলে অন্যপদার্থের লক্ষণ কল্পিত হবে এবং তাতে দোষ হবে। দ্বিগুসমাস করলে কোণত্রয়ে কূটত্রয় প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হবে। অভ্যর্চ্যপদের অনুবৃত্তি হয়েছে পূর্বেকার উক্ত পদ থেকে। কোনো ক্রম বিবৃত না হওয়ায় পূজকের স্বীয় সম্মুখ ভাগ থেকে প্রদক্ষিণক্রম বুঝতে হবে। ১১।

আত্মশুদ্ধিহেতু শোষণাদি

ততঃ শোষণাদীনাত্মশুদ্ধিহেতূনাহ—

বায়্বগ্নিসলিলবর্ণযুক্প্রাণায়ামৈঃ শোষণং সন্দহনমাপ্লাবনং চ বিধায় ॥ ১২ ॥

বায়ুবর্ণঃ—যং, অগ্নিবর্ণঃ—রং, সলিলবর্ণঃ—বং। বায়ৌ শোষকতাশক্তিঃ লোকপ্রসিদ্ধা। অতস্তদ্‌বর্ণেঽপি সাঽস্তি। অতঃ তেন শোষণং জলাংশনাশনং, এবমেব অগ্নিবর্ণেন সন্দহনং ভস্মীকরণং, তথৈব তদ্‌ভস্মনঃ উদকবর্ণেন পিণ্ডী-করণং আপ্লাবনং, বিধায় কৃত্বা। চকারাৎ তন্ত্রান্তরোক্তং শ্যামাপ্রকরণস্থং বা লং ইতি পার্থিবৰীজেন কাঠিন্যসম্পাদনং শাম্ভবশরীরোৎপত্তিশ্চ গ্রাহ্যা। যদ্‌বা —সমীপবৃত্তিত্বাৎ শ্যামাপ্রকরণস্থমেব গ্রাহ্যম্। শোষণাদিক্রিয়াণাং কর্মা-কাঙ্ক্ষায়াং দৃশ্যমানং স্থূলশরীরং লিঙ্গশরীরং বা কর্ম তন্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধং গ্রাহ্যম্। বর্ণযুক্প্রাণায়ামৈরিত্যুক্ত্যা যমিত্যুচ্চরন্ প্রাণানাতমিতোর্নিযচ্ছেৎ, ততঃ শরীর-শোষণং ভাবয়েৎ, যচ্চ শ্যামাপ্রকরণে "বায়ুং পিঙ্গল্যা আকৃষ্য" ইত্যভ্যাসঃ কৃতঃ তস্যার্থস্য প্রাণায়ামৈরিত্যনেন জ্ঞাপিতত্বাৎ। এবমেবাগ্রেঽপি ॥

যত্তু নিবন্ধে সঙ্কোচশরীরং শোষয়েদিত্যাদিবারাহীপ্রকরণস্থা মন্ত্রা লিখিতাঃ তে নির্মূলা হেয়াঃ, অসূত্রিতত্বাৎ। পরং তু শ্যামাপ্রকরণস্থং কঠিনত্বসম্পাদনং শাম্ভবশরীরোৎপত্তিঃ চকার[১]সূচিতার্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধা অনুষ্ঠেয়া ॥ ১২ ॥

১। সূত্রকার ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

আত্মশুদ্ধির হেতু শোষণাদি

তার পর আত্মশুদ্ধির হেতু শোষণাদি বললেন—

যং রং বং বীজযুক্ত প্রাণায়ামের দ্বারা শোষণ সন্দহন ও আপ্লাবন করতে হবে ॥ ১২ ॥

বায়ুবর্ণঃ—যং, অগ্নিবর্ণঃ—রং, সলিলবর্ণঃ—বং। বায়ুতে যে শোষকতাশক্তি রয়েছে তা লোকপ্রসিদ্ধ। অতএব, বায়ুবর্ণেও তা আছে। কাজেই, তা দ্বারা শোষণ অর্থাৎ জলাংশনাশ হয়। এইভাবে অগ্নিবর্ণের দ্বারা হয় সন্দহন অর্থাৎ ভস্মীকরণ। তেমনিভাবে সলিলবর্ণের দ্বারা সেই ভস্মের আপ্লাবন অর্থাৎ পিণ্ডীকরণ হয়। বিধায় মানে ক'রে। চকারের দ্বারা বুঝাচ্ছে তন্ত্রান্তরস্থ কিংবা শ্যামাপ্রকরণস্থ লং এই পৃথিবী-বীজের দ্বারা কাঠিন্যসম্পাদন এবং শাম্ভবশরীরের উৎপত্তি গ্রহণীয়। শোষণাদিক্রিয়ার প্রয়োগ কোথায় হবে এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য বলতে হয় তন্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধ দৃশ্যমান স্থূলশরীর বা লিঙ্গশরীর এক্ষেত্রে গ্রাহ্য। বর্ণযুক্ কথাটা দ্বারা বুঝান হয়েছে যং এই বীজ উচ্চারণ সহ প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ ক'রে, সংযত ক'রে বহির্নির্গত করতে হবে এবং তারপর শরীরশোষণ ভাবনা করতে হবে। কারণ, শ্যামাপ্রকরণে "বায়ুং পিঙ্গল্যা আকৃষ্য" এই বচনের দ্বারা অভ্যাস নির্দেশ ক'রে যা বলা হয়েছে তা দ্বারা প্রাণায়ামই জ্ঞাপিত হয়েছে। বাকী দুই ক্ষেত্রে অর্থাৎ সন্দহন ও আপ্লাবনের ক্ষেত্রেও এইরূপ হবে।

* * * । ১২ ।

প্রাণায়ামঃ

ততঃ প্রাণায়ামবিধিমাহ—

ত্রিঃ প্রাণানাযম্য ॥ ১৩ ॥

প্রাণায়ামস্তু শ্যামাপ্রকরণে বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাণায়াম

তারপর প্রাণায়ামবিধি বললেন—

তিনটি প্রাণায়াম করতে হবে ॥ ১৩ ॥

শ্যামাপ্রকরণে যে-প্রকার প্রাণায়াম বলা হবে এখানেও তাই হবে, এটি জ্ঞাতব্য। ১৩।

বিঘ্নকরভূতোৎসারণম্, বজ্রকবচন্যাসশ্চ

তদনন্তরং বিঘ্নকৃদ্‌ভূতোৎসারণং কার্যমিতি তদাহ—

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। ইতি বামপাদপার্ষ্ণিঘাতকরাস্ফোটসমুদঞ্চিতবক্ত্রৈস্তালত্রয়ং দত্ত্বা দেব্যহংভাবযুক্তঃ স্বশরীরে বজ্রকবচন্যাসজালং বিদধীত ॥ ১৪ ॥

অপসর্পন্তু ইতি মন্ত্রেণ পার্ষ্ণ্যা পাদপৃষ্ঠভাগেন ভুবো ঘাতঃ তাড়নং, করয়োঃ আস্ফোটঃ সংঘর্ষঃ, সমুদঞ্চিতং তির্যক্‌কৃতং বক্ত্রং মুখং, এভিঃ সহেতি শেষঃ। তালত্রয়ং অধোমুখাভ্যাং দক্ষমধ্যমাতর্জনীভ্যাং বামকরতলে সশব্দং ত্রিরভিঘাতঃ, তং দত্ত্বা উৎপাদ্য। অহং উপাস্যদেব্যভিন্ন ইতি ভাবয়িত্বা। স্বশরীরে ইত্যনেন দেবতাশরীরব্যাবৃত্তিঃ। বজ্রকবচং অভেদ্যকবচরূপং ন্যাসজালং ন্যাসসমূহং বক্ষ্যমাণং বিদধীত কুর্যাৎ ॥ ১৪ ॥

বিঘ্নকারী ভূতাপসারণ, বজ্রকবচন্যাস

প্রাণায়মের পর বিঘ্নকারীর অপসারণ কর্তব্য এইজন্য বললেন—

পৃথিবীতে অবস্থিত যে-সব ভূত তারা অপসৃত হোক। যে সব ভূত বিঘ্নকারী শিবের আজ্ঞায় তারা বিনাশপ্রাপ্ত হোক। এই মন্ত্র পড়ে বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত ক'রে, হাততালি দিয়ে, মুখ খিঁচিয়ে, ডান হাতের অধোমুখ মধ্যমা ও তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের চেটোয় তিনবার সশব্দ আঘাত ক'রে ভূতাপসারণ করবেন। তারপর 'আমি দেবী' এই ভাবনাযুক্ত হয়ে স্বীয় শরীরে অভেদ্যকবচরূপ ন্যাসসমূহ করবেন ॥ ১৪ ॥

'অপসর্পন্তু' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা। পার্ষ্ণি দ্বারা মানে পাদপৃষ্ঠভাগের দ্বারা অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা। 'ভুবঃ ঘাত' মাটিতে তাড়ন। করদ্বয়ের আস্ফোট মানে সংঘর্ষ। 'সমুদঞ্চিতং' মানে তির্যক্‌কৃত, 'বক্ত্রং' মানে মুখ। এই সব সহ। 'তালত্রয়ং' বলতে বুঝাচ্ছে ডান হাতের অধোমুখ মধ্যমা ও তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের চেটোয় তিনবার সশব্দ আঘাত। 'তং দত্ত্বা' মানে তা উৎপাদন করে। আমি উপাস্যা দেবী থেকে অভিন্ন এই ভাবনা করে। 'স্বশরীরে' এই পদের দ্বারা দেবতাশরীরের ব্যাবৃত্তি হয়েছে। 'বজ্রকবচং' মানে অভেদ্যকবচরূপ; 'ন্যাসজালং' মানে বক্ষ্যমাণ ন্যাসসমূহ। 'বিদধীত' মানে করবে। ১৪।

করশুদ্ধিন্যাসঃ

কিং তন্ন্যাসজালং ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং আদৌ করশুদ্ধিন্যাসমাহ—

বিন্দুযুক্ শ্রীকণ্ঠানন্ততাতীর্যৈঃ মধ্যমাদিতলপর্যন্তং কৃতকরশুদ্ধিঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীকণ্ঠঃ শিবঃ অকারঃ যোগিনীতন্ত্রে পঞ্চদশ্যাং শ্রীকণ্ঠদশকমিত্যবর্ণগণনাৎ। অনন্তঃ দীর্ঘাকারঃ তন্ত্রসারে আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইতি মন্ত্রস্য "অনন্তো বিন্দুসংযুক্তো মায়াব্রহ্মাগ্নিতারবান্" ইত্যুদ্ধারাৎ। বিন্দুযুজৌ চ তৌ শ্রীকণ্ঠানন্তৌ চেতি সমাসঃ। তাতীর্যঃ বালাতৃতীয়ঃ সৌঃ ইতি। এবং চ অঁ আঁ সৌঃ অনেন মন্ত্রেণ মধ্যমামারভ্য তলপর্যন্তং কৃতা করশুদ্ধিঃ যেন। মধ্যমাঽনামাকনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীকরতলকরপৃষ্ঠেষু ন্যসেদিত্যর্থঃ। অয়ং করশুদ্ধিন্যাসঃ ॥ ১৫ ॥

করশুদ্ধিন্যাস

অঁ আঁ সৌঃ এই মন্ত্রের দ্বারা মধ্যমা থেকে আরম্ভ করে করতল পর্যন্ত কৃতকরশুদ্ধি হয়ে ॥ ১৫

'শ্রীকণ্ঠঃ' মানে শিব অর্থাৎ অকার। প্রমাণ,, যোগিনীতন্ত্রে পঞ্চদশীতে শ্রীকণ্ঠদশকং বলতে অ-বর্ণ ধরা হয়েছে। 'অনন্তঃ' মানে দীর্ঘ অকার অর্থাৎ আকার। প্রমাণ, তন্ত্রসারে "অনন্তো বিন্দুসংযুক্তো মায়াব্রহ্মাগ্নিতারবান্" এ থেকে মন্ত্রোদ্ধার করা হয়েছে আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। 'বিন্দুযুক্' বলতে বুঝান হয়েছে বিন্দুযুক্ত শ্রীকণ্ঠ-অনন্ত। শ্রীকণ্ঠ ও অনন্ত সমাসবদ্ধ। 'তাতীর্যঃ' মানে বালা ত্রিপুরার তৃতীয় বীজ সৌঃ। এইভাবে পাওয়া যাচ্ছে অঁ আঁ সৌঃ এই মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা মধ্যমা থেকে আরম্ভ ক'রে করতল পর্যন্ত শুদ্ধি কৃত হয়েছে যৎকর্তৃক। 'মধ্যমাদিতলপর্যন্তং' বলতে বুঝাচ্ছে মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তর্জনী করতল ও করপৃষ্ঠে ন্যাস করতে হবে। এটি করশুদ্ধিন্যাস। ১৫।

আত্মরক্ষান্যাসঃ

আত্মরক্ষান্যাসমাহ—

কুমারীমুচ্চার্য মহাত্রিপুরসুন্দরীপদমাত্মানং[১] রক্ষ রক্ষেতি হৃদয়ে অঞ্জলিং দত্বা ॥ ১৬ ॥

কুমারীং বালাং উচ্চার্য পদমিতি বর্ণদ্বয়মপহায় রক্ষরক্ষেত্যন্তং পঠন্ হৃদয়ে অঞ্জলিং দদ্যাৎ। অয়মাত্মরক্ষান্যাসঃ ॥ ১৬ ॥

১। মমূতচৈতন্যমাত্মানং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

আত্মরক্ষান্যাস

আত্মরক্ষান্যাস বললেন –

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ উচ্চারণ ক'রে মহাত্রিপুরসুন্দরীপদ উচ্চারণ করতঃ 'আত্মানং রক্ষ রক্ষ' এই বলে হৃদয়ে অঞ্জলি দিতে হবে ॥ ১৬ ॥

কুমারীং মানে বালা অর্থাৎ বালাবীজ উচ্চারণ ক'রে ; পদ এই বর্ণদ্বয় বাদ দিয়ে ; অন্তে রক্ষ রক্ষ বলে, হৃদয়ে অঞ্জলি দিতে হবে। তা হলে মন্ত্রটি দাঁড়াল— ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ মহাত্রিপুরসুন্দরী আত্মানং রক্ষ রক্ষ। এটি আত্মরক্ষান্যাস। ১৬।

চতুরাসনন্যাসঃ

চতুরাসনন্যাসমাহ—

মায়াকামশক্তীরুচ্চার্য দেব্যাত্মাসনায় নম ইতি স্বস্যাসনং দত্ত্বা ॥ ১৭ ॥

মায়া হ্রীঁ ইতি স্পষ্টং বহুস্থলে প্রসিদ্ধম্। কামঃ ক্লীমিতি। তদুক্তং দেবীভাগবতে—

ক্লীবেতি মুনিপুত্রস্তমাজুহাব তদন্তিকে।
সুদর্শনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দধারাদ্যাক্ষরং স্ফুটম্ ॥
অনুস্বারযুতং তচ্চ প্রোবাচ চ পুনঃ পুনঃ।
বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা ॥ ইতি ॥

শক্তিঃ সৌরিতি, "শক্তিঃ পরা তৃতীয়া চ" ইতি কোশাৎ। যদ্যপি কামশক্তিপদেন ত্রিপুরাগায়ত্রীবৎ পঞ্চদশীদ্বিতীয়তৃতীয়কূটগ্রহণমপি গ্রহীতুং শক্যতে, তদর্থেঽপি প্রমাণস্য দর্শিতত্বাৎ। তথাহপি

মাদনং শক্তি[1]সংযুক্তং চতুর্থস্বরসংযুতম্।
ঊর্ধ্বে মধ্যেন্দুবিন্দ্বাঢ্যং কামরাজং সমুদ্ধৃতম্।
শান্তান্তং কাদিসংযুক্তমৈকারান্তান্তযোজিতম্ ॥

ইতি যোগিনীতন্ত্রে এতন্মন্ত্রোদ্ধারাদয়মেবার্থঃ। মাদনং ককারঃ। শক্তিঃ[2] লকারঃ। চতুর্থস্বরঃ ঈকারঃ। শান্তান্তং সকারঃ। কাদির্বিসর্গঃ। ঐকারান্তান্তমৌকারঃ। উচ্চার্যেতি ত্যক্ত্বা নমোন্তো মনুঃ। ইত্থং চ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ দেব্যাত্মাসনায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ স্বস্যাসনং দত্ত্বেতি, আসনে পুষ্পাক্ষতান্ ক্ষিপেৎ ॥ ১৭ ॥

১। শক্র ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। শক্রঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

চতুরাসনন্যাস

চতুরাসনন্যাস বললেন—

হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ দেব্যাত্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে স্বীয় আসন প্রদান ক'রে॥ ১৭॥

মায়া অর্থ হ্রীঁ, এ স্পষ্ট ও বহুস্থলে প্রসিদ্ধ। কামঃ অর্থ ক্লীঁ।

* * *

শক্তিঃ অর্থ সৌঃ। * * *। এইভাবে হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ দেব্যাত্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রের দ্বারা স্বীয় আসন প্রদান ক'রে। এর অর্থ নিজের আসনে পুষ্প ও আতপতণ্ডুল নিক্ষেপ করতে হবে। ১৭।

ততঃ সূত্রদ্বয়েন চক্রাসনাদিমন্ত্রানুদ্ধরতি—

শিবযুগ্বালামুচ্চার্য শ্রীচক্রাসনায় নমঃ শিবভৃগুযুগ্বালামুচ্চার্য সর্বমন্ত্রাসনায় নমো ভুবনামদনৌ ৱেলমুচ্চার্য সাধ্যসিদ্ধাসনায় নম ইতি চক্রমন্ত্রদেবতাঽসনং ত্রিভির্মন্ত্রৈশ্চক্রে কৃত্বা ॥ ১৮ ॥

শিবো হকারঃ, "হশ্শিবো গগনং প্রাণঃ[১]" ইতি কোশাৎ। তেন যুক্তা ৱালা। অত্র ৱালাপদেন ৱালাবর্ণঃ, তেন ৱালাবর্ণমুদ্দিশ্য হবর্ণযোগো বিধীয়তে। তথা চ ৱালাবর্ণাঙ্গং হকার ইতি সিদ্ধম্। এবং চ "প্রতিপ্রধানমঙ্গাবৃত্তিঃ" ইতি ন্যায়াৎ বর্ণত্রয়েঽপি হকারযোগঃ। তত্রাপি স্বরান্তে ব্যঞ্জনস্যাদৃষ্টত্বাদাদাবেব যোজ্যম্। ইত্থং হৈঁ হক্লীঁ হসৌঃ শ্রীচক্রাসনায় নমঃ ইত্যেকো মন্ত্রঃ। শিবভৃগুযুক্—শিবো হকারঃ, ভৃগুঃ সকারঃ, সকারাধিকারে "জগদ্বীজং শক্তিনামা সোঽহং ৱেগবতী ভৃগুঃ" ইতি নন্দনকোশাৎ। এতদুভয়যুক্তা ৱালা হৈস্ঁ হস্ক্লীঁ হেস্সৌঁ সর্বমন্ত্রাসনায় নমঃ ইতি দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ। ভুবনা ভুবনেশ্বরী, তস্যা মন্ত্রোমায়াবীজরূপ এবোদ্ধৃতঃ, দেবীভাগবতে—"শিবমায়াঽগ্নিবিন্দুমান্" ইতি বচনাৎ। শিবো হকারঃ। মায়া ঈকারঃ। অগ্নিঃ রেফঃ। বিন্দুঃ প্রসিদ্ধঃ। এষাং যোগে হ্রীমিতি ভবতি, "ভুবনেশী চ লজ্জা চ হৃল্লেখা কুলদেবতা।" ইতি কোশাৎ। প্রকৃতেঽপি স এব মদনো ব্যাখ্যাতঃ। তথা চ হ্রীঁ ক্লীঁ ৱেলঁ সাধ্যসিদ্ধাসনায় নমঃ ইতি তৃতীয়ো মন্ত্রঃ। এবং ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ ক্রমেণ চক্রমন্ত্রদেবতাঽসনানি চক্রে কল্পয়িত্বা। অয়ং চতুরাসনন্যাস ইতি কথ্যতে ॥ ১৮ ॥

তারপর দুটি সূত্রে চক্রাসনাদির মন্ত্র উদ্ধার করছেন—

হৈঁ হক্লীঁ হেসৌঃ শ্রীচক্রাসনায় নমঃ, হৈসঁ হস্ক্লীঁ হেস্সৌঁ সর্বমন্ত্রাসনায়

১। হংসঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

নমঃ, হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সাধ্যসিদ্ধাসনায় নমঃ, এই তিন মন্ত্রের দ্বারা চক্রে চক্র-মন্ত্র ও দেবতার আসন কল্পনা করতে হবে ॥ ১৮ ॥

শিবঃ হকার। কোশে আছে— "হঃ শিবো গগনং প্রাণঃ।" তা দ্বারা যুক্ত বালা। এখানে বালাপদের দ্বারা বালাবর্ণ বুঝান হয়েছে। তাই বালা বর্ণের সঙ্গে হবর্ণ যোগ করতে হবে। এতে হকার বালাবর্ণাঙ্গ এটি সিদ্ধ হল। "প্রতিপ্রধানমঙ্গাবৃত্তিঃ" এই ন্যায় অনুসারে তিনটি বর্ণেই হকার যোগ হবে। আর সেক্ষেত্রেও স্বরের অন্তে ব্যঞ্জন দেখা যায় না বলে আদিতেই হকার যোগ করতে হবে। এই প্রকারে উদ্ধার করা মন্ত্র—হৈঁ হক্লীঁ হেসৌঃ শ্রীচক্রাসনায় নমঃ। এটি একটি মন্ত্র। শিবভৃগুযুক্—শিবঃ হকার, ভৃগুঃ সকার। নন্দন-কোশে সকারাধিকারে আছে—"জগদ্বীজং শক্তিনামা সোঽহং বেগবতী ভৃগুঃ"। এই উভয়যুক্ত বালা। এইভাবে উদ্ধার করা মন্ত্র—হসৈঁ হসক্লীঁ হসৌঃ সর্ব্ব-মন্ত্রাসনায় নমঃ। এটি দ্বিতীয় মন্ত্র। ভুবনা মানে ভুবনেশ্বরী। তাঁর মন্ত্র মায়া-বীজরূপেই উদ্ধৃত হয়েছে। দেবীভাগবতে আছে—"শিবমায়াঽগ্নিবিন্দুমান্।" শিবঃ হকার, মায়া ঈকার, অগ্নিঃ রেফ অর্থাৎ রফলা, বিন্দুঃ প্রসিদ্ধ। এ সবের যোগে হয় হ্রীঁ। কোশে আছে "ভুবনেশী চ লজ্জা চ হৃল্লেখা কুল-দেবতা।" তা থেকে পাওয়া যাচ্ছে হ্রীঁ হল ভুবনেশী। পূর্বেই মদনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মদন হল ক্লীঁ। তা হলে মন্ত্রটি দাঁড়াল—হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সাধ্যসিদ্ধাসনায় নমঃ। এটি তৃতীয় মন্ত্র। এই তিনটি মন্ত্রের দ্বারা চক্রে-ক্রমে চক্রমন্ত্রদেবতাসন কল্পনা করতে হবে। একে চতুরাসনন্যাস বলে। ১৮।

বালাষড়ঙ্গন্যাসঃ

ততঃ বালাষড়ঙ্গমাহ—

বালাদ্বিরাবৃত্ত্যা ত্রিদ্ব্যেকদশত্রিদ্বিসঙ্খ্যাঽঙ্গুলিবিন্যাসৈঃ কৢপ্ত-ষড়ঙ্গঃ ॥ ১৯ ॥

বালাদ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়্বর্ণৈঃ হৃদয়াদিষড়ঙ্গানি ক্রমেণ ত্র্যাদ্যঙ্গুলিভিঃ কৢপ্তানি বিন্যস্তানি ষড়ঙ্গানি যেন ঈদৃশঃ। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টমুক্তো দক্ষিণামূর্তি-সংহিতায়াম্—

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠরহিতৈঃ ত্রিভিস্তু হৃদি বিন্যসেৎ।
মধ্যমানামিকাভ্যাং তু ন্যসেচ্ছিরসি মন্ত্রবিৎ ॥
শিখাঽঙ্গুষ্ঠেন বিন্যস্য দশভিঃ কবচং ন্যসেৎ।
হৃদ্গতৈ[১]র্নেত্রবিন্যাসং বিন্যসেৎ পরমেশ্বরি ॥
তর্জনীমধ্যমাভ্যাং তু ততোঽস্ত্রং বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ইতি ॥

ইতি বালাষড়ঙ্গন্যাসঃ ॥ ১৯ ॥

১। হৃদ্গতৈ ইতি পাঠান্তরঃ সরস্বতীভবনপ্রকাশিতপুস্তকে।

বালাষড়ঙ্গন্যাস

বালাষড়ঙ্গ বলছেন—

দ্বিরাবৃত্ত বালাবীজমন্ত্রে তিন দুই এক দশ তিন দুই এই সংখ্যক অঙ্গুলি[১] দ্বারা ষড়ঙ্গে[২] কৃতন্যাস ॥ ১৯ ॥

বালাদ্বিরাবৃত্ত্যা—বালাবীজ অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ দুবার আবৃত্তি করলে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ এই দুটি বীজ পাওয়া যাবে, তা দ্বারা। কৢপ্ত-ষড়ঙ্গঃ—হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে যথাক্রমে তিন আঙ্গুলি-আদি দ্বারা কৃতন্যাস। দক্ষিণা-মূর্তিসংহিতায় এই বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে বলা হয়েছে। যথা "কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাদ দিয়ে বাকী তিন আঙ্গুলের দ্বারা হৃদয়ে ন্যাস করতে হবে। মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা মন্ত্রবিৎ শিরে ন্যাস করবে। ওগো পরমেশ্বরী, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিখায় ও দশ আঙ্গুলের দ্বারা কবচে ন্যাস করতে হবে। হৃদয়ে যে-প্রকারে ন্যাস কথিত হয়েছে সেই প্রকারে নেত্রে ন্যাস করতে হবে। তার পর তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা অস্ত্রে ন্যাস করতে হবে।" এই ষড়ঙ্গন্যাস। ১৯।

বশিন্যাদিযোগিনীন্যাসঃ

অথ বশিন্যাদিযোগিনীন্যাসমাহ

সবিন্দুনচো ব্‌ল্‌মুচ্চার্য বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নম ইতি শিরসি। সর্বত্র বর্গাণাং বিন্দুযোগঃ। কবর্গং কলহ্রীঁ চ নিগদ্য কামেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নম ইতি ললাটে। চুং গদিত্বা নৃব্‌লীঁ মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নম ইতি ভ্রূমধ্যে। টুং ভণিত্বা য্‌লূঁ বিমলাবাগ্‌-দেবতায়ৈ নম ইতি কণ্ঠে। তুং চ প্রোচ্য জ্‌ম্রীঁ অরুণাবাগ্‌দেবতায়ৈ নম ইতি হৃদি। পুং চ হ্‌স্‌ল্‌ব্‌য়ূঁ উচ্চার্য জয়িনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নম ইতি নাভৌ। যাদিচতুষ্কং ঝ্‌ম্‌র্‌য়ূঁ উচ্চার্য সর্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নম ইতি লিঙ্গে শাদিষট্‌কং ক্ষ্‌ম্রীঁ আখ্যায় কৌলিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নম ইতি মূলে ॥ ২০ ॥

সবিন্দুনচো বিন্দুযুক্তাঃ অকারাদিবিসর্গান্তাঃ তানুচ্চার্য নম ইত্যন্তো বশিনী-মন্ত্রঃ। তথা চ অঁ আঁ··· অং অঃ ব্‌লূঁ বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ ইতি

১। অঙ্গন্যাসের সাধারণ অঙ্গুলিনিয়ম—তিন দুই এক দশ তিন দুই এই সংখ্যক অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে ন্যাস করতে হয়। দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ৯৩

২। হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্র।

শিরসি ন্যসেৎ। নন্বেবং সর্বেষু বিন্দুযোগকথনাদন্যত্র নেত্যত আহ—সর্বত্রেতি। স্পষ্টোঽর্থঃ। কবর্গমিতি। কবর্গঃ প্রসিদ্ধঃ সবিন্দুঃ। কলহ্রীঁ ইত্যত্র কেবল-ব্যঞ্জনমাত্রগ্রহণম্। "সমুদায়েষু বিদ্যমানা বর্ণাঃ তদবয়বেষু দৃশ্যন্তে" ইতি ন্যায়াৎ। গৃহীতশ্চায়ং পক্ষঃ সেতুবন্ধে শ্রীভাস্কররায়ৈঃ "অধস্তান্নাভসং বীজং" ইত্যস্য ব্যাখ্যানাবসরে "নাভসো হংসসমুদায়ঃ তদেকদেশঃ কেবলহকার এব গ্রাহ্যঃ" ইতি ব্যাখ্যানপঙ্‌ক্তৌ। অত্রাপি তথা গ্রহণে বীজং "ত্রয়োবিংশদক্ষরোঽসৌ কামেশ্বরীমন্ত্রঃ" ইতি সেতুবন্ধলেখ এব। ককারলকারয়োরবর্ণবিশিষ্টয়োর্গ্রহণে দ্বিতারীযুক্তপাদুকাং পূজয়ামীতি ঘটিতে স্ত্রীঁ শ্রীঁ কঁ ক্‌ল্‌হ্রীঁ কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতাকামেশ্বরীপাদুকাং পূজয়ামীতি মন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবর্ণত্বাৎ তস্মাৎ কেবল-ব্যঞ্জনমাত্রগ্রহণম্। ব্যঞ্জনানাং ন বর্ণত্বমিতি বিস্তার উক্তো বরিবস্যারহস্যে পঞ্চদশীবর্ণপরিগণনে। তথা চ কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ ক্‌ল্‌হ্রীঁ কামেশ্বরীবাগ্‌-দেবতায়ৈ নমঃ ইতি ললাটে ন্যসেৎ। চুং চবর্গং চুমিত্যস্যোদিত্ত্বাৎ তেন সর্ব-বর্ণগ্রহণশাস্ত্রস্য "অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ" ইতি শাস্ত্রস্য সত্ত্বাৎ চবর্গগ্রহণম্। চবর্গং নম ইত্যন্তং মন্ত্রং পঠিত্বা ভ্রূমধ্যে ন্যসেৎ। টুং টবর্গং পূর্ববৎ। শেষং স্পষ্টম্। হসলবর্ণেষু ব্যঞ্জনমাত্রগ্রহণং পূর্ববৎ। যঃ আদিঃ যস্য চতুষ্কস্য ইতি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ। ইত্থং চ যঁ রঁ লঁ বঁ ইতি। শাদিষট্‌ক-মিত্যত্রাপি সমাসঃ পূর্ববৎ ॥ ২০ ॥

বশিনী-আদি যোগিনীন্যাস

এবার বশিনী ইত্যাদি যোগিনীন্যাস বললেন—

অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অং অঃ র্‌ব্‌লূঁ বশিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে শিরে ন্যাস করতে হবে। কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ ক্‌ল্‌হ্রীঁ কামেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে ললাটে ন্যাস করতে হবে। চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ ন্‌ব্‌লীঁ মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে ভ্রূমধ্যে ন্যাস করতে হবে। টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ য্‌ল্‌রূঁ বিমলাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে কণ্ঠে ন্যাস করতে হবে। তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ জ্‌ম্রীঁ অরুণাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে ন্যাস করতে হবে। পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ হ্‌ স্‌ ল্‌ব্যূঁ জয়িনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাভিতে ন্যাস করতে হবে। যঁ রঁ লঁ বঁ ঝ্‌ম্র্যূঁ সর্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে লিঙ্গে ন্যাস করতে হবে। শঁ ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ ক্ষ্‌ম্রীঁ কৌলিনীবাগ্‌-দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে মূলাধারে ন্যাস করতে হবে ॥ ২০ ॥

সবিন্দুনচো মানে বিন্দুযুক্ত অকারাদি বিসর্গান্ত স্বরবর্ণ। * * * কলহ্রীঁ এখানে কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রহণ করতে হবে। * * * চুং মানে

চবর্গ। * * * টুং মানে পূর্ববৎ টবর্গ। * * * যাদিচতুষ্কং মানে যে-চতুষ্কের আদিতে য, অর্থাৎ য র ল ব। শাদিষট্‌কং মানে যে-ষট্‌কের আদিতে শ, অর্থাৎ শ ষ স হ ল্ ক্ষ।২০।

মূলমন্ত্রন্যাসঃ

এবং বশিন্যাদিযোগিনীন্যাসমুক্ত্বা মূলমন্ত্রন্যাসাদীন্ বদতি—

মূলবিদ্যাপঞ্চদশবর্ণান্ মূর্ধ্নি মূলে হৃদি চক্ষুস্ত্রিতয়ে শ্রুতিদ্বয়মুখভুজযুগলপৃষ্ঠজানুযুগলনাভিষু বিন্যস্য যোঢ়া চক্রে ন্যস্যান্যস্য বা ॥ ২১ ॥

চক্ষুস্ত্রিতয়ং ভ্রূমধ্যেন সহ জ্ঞেয়ম্। শ্রুতিদ্বয়ং শ্রোত্রদ্বয়ম্। শেষস্থানানি স্পষ্টানি। মূলপঞ্চদশবর্ণৈঃ বিন্দুসহিতৈঃ নমোঽন্তৈঃ ক্রমেণোক্তপদশস্থানেষু ন্যসেৎ। যোঢ়া ষট্‌প্রকারঃ, গণেশ-গ্রহ-নক্ষত্র-যোগিনী-রাশি-পীঠভেদেন চক্রন্যাসস্তন্ত্রান্তরোক্তঃ। ন্যস্যান্যস্য ইত্যনেন কৃতাকৃতত্বং সূচিতম্ ॥ ২১ ॥

মূলমন্ত্রন্যাস

এই প্রকারে বশিন্যাদিযোগিনীন্যাস বলে মূলমন্ত্রন্যাসাদি বলছেন—

পঞ্চদশী মূলবিদ্যার[১] পঞ্চদশ বর্ণ মূর্ধায়, মূলাধারে, হৃদয়ে, চক্ষুত্রয়ে, কর্ণদ্বয়ে, মুখে, ভুজযুগলে, পৃষ্ঠে, জানুদ্বয়ে এবং নাভিতে ন্যাস[২] করতে হবে। তারপর চক্রে ষট্‌প্রকার ন্যাস ক'রে অথবা না ক'রে ॥ ২১ ॥

চক্ষুস্ত্রিতয়ং বলতে দুই চক্ষু এবং ভ্রূমধ্য বুঝতে হবে। শ্রুতিদ্বয়ং মানে দুই কর্ণ। অন্য স্থানগুলি স্পষ্ট। মূলবিদ্যার পঞ্চদশ বর্ণ বিন্দুযুক্ত ক'রে এবং তাঁর সঙ্গে নমঃ যোগ ক'রে যথাক্রমে মূর্ধাদি স্থানে ন্যাস করতে হবে। যোঢ়া মানে ষট্‌প্রকার। গণেশ-গ্রহ-নক্ষত্র-যোগিনী-রাশি-পীঠভেদে চক্রন্যাস তন্ত্রান্তরোক্ত বিধি অনুসারে হবে। 'ন্যস্যান্যস্য' পদের দ্বারা কৃতাকৃতত্ব সূচিত হয়েছে।২১।

পাত্রাসাদনম্, সামান্যার্ঘ্যবিধানম্

এবং দেবীরূপত্বসিদ্ধয়ে ন্যাসানুক্ত্বা ততোঽর্চনাঙ্গভূতপাত্রস্থাপনবিধিমুপদিশতি—

শুদ্ধাম্ভসা বামভাগে ত্রিকোণষট্‌কোণবৃত্তচতুরশ্রমণ্ডলং কৃত্বা পুষ্পৈরভ্যর্চ্য সাধারং শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপ্য[৩] শুদ্ধজলমাপূর্য আদিমবিন্দুং

১। কাদিমতে ও হাদিমতে পঞ্চদশী বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন। তৃতীয় সূত্রসংক্রান্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। বর্ণন্যাসের ক্রমটি এই প্রকার—ক মূর্ধায়, এ মূলাধারে, ঈ হৃদয়ে, ল হ্রীঁ হ যথাক্রমে যথাক্রমে দক্ষিণ বাম ও তৃতীয় নেত্রে অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে, স ক যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম কর্ণে, হ মুখে। ল হ্রীঁ যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম ভুজে, স পৃষ্ঠে, ক ল যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম জানুতে এবং হ্রীঁ নাভিতে। দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ শ্রীক্রমঃ।

৩। সংস্থাপ্য ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

দত্ত্বা ষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্য বিদ্যয়া অভিমন্ত্র্য তজ্জলবিপ্রুড়্ভিঃ আত্মানং পূজোপকরণানি চ সংপ্রোক্ষ্য ॥ ২২ ।

শুদ্ধাম্ভসা ইত্যনেন গণপতিপদ্ধতৌ কথিতগন্ধাক্ষতকুসুমসমর্চিতত্বং জ্ঞাপিতম্। শুদ্ধেন পটপূতেনাম্ভসা। স্ববামভাগে ত্রিকোণাদিচতুরশ্রান্তং নিয়মবিধিরূপত্বাৎ আকাঙ্ক্ষাবত্ত্বাৎ শ্যামাক্রমোক্তমৎস্যমুদ্রয়া নির্গমনরীত্যা কৃত্বা পুষ্পৈরভ্যর্চ্য। সাধারমিত্যস্য তত্রেত্যাদিঃ ॥

আধারশঙ্খয়োঃ প্রতিষ্ঠাপনে শুদ্ধজলপূরণে চ মন্ত্রাকাঙ্ক্ষায়াং সন্নিহিতত্বা-বিশেষাৎ গণপতিপ্রকরণস্থং শ্যামাপ্রকরণস্থং বেচ্ছয়া গ্রাহ্যম্। ন তু আধারাদিষু পাবকাদিকলাপূজনং, অনুক্তত্বাৎ অসূচিতত্বাৎ অত্রানাকাঙ্ক্ষিতত্বাচ্চ। বস্তুতস্তু— শ্যামাগণপত্যপেক্ষয়া শ্রীবিদ্যাপ্রকরণস্থবিশেষার্ঘ্যপাত্রাধারাদিমন্ত্রাণাং সন্নিহিতত্বাৎ ত এব গ্রাহ্যাঃ। তত্রাপি যাবদাকাঙ্ক্ষিতং গ্রাহ্যম্, ন ত্বনাকাঙ্ক্ষিতম্ "পয়সা মৈত্রাবরুণং প্রীণাতি" ইতিবৎ ॥

আদিমবিন্দুসংযোগঃ শঙ্খজলসংস্কারঃ। বিন্দুমিত্যত্র বিধেয়গতসঙ্খ্যা বিবক্ষিতা। তেন বিন্দুদ্বয়দানেন নাদৃষ্টোৎপত্তিঃ। ন চ বিন্দুমিত্যত্র দ্বিতীয়া-বিভক্তিশ্রবণাৎ স এবোদ্দেশ্যঃ কিং ন স্যাদিতি বাচ্যম্। সংস্কৃতবিন্দোঃ বিনিয়োগাকাঙ্ক্ষায়াং বিনিয়োগাশ্রবণাৎ ন বিন্দুসংস্কারঃ। কিং তু জলসংস্কারঃ, জলস্যাগ্রে বিনিয়োগশ্রবণাৎ। তথা চ সংস্কার্যস্যৈবোদ্দেশ্যত্বনিয়মাৎ বিন্দুর্বিধেয়ঃ। তদ্গতসঙ্খ্যা বিবক্ষিতৈব। ষড়ঙ্গেন ষড়ঙ্গমন্ত্রৈঃ অগ্নীশাসুর-বায়ুকোণেষু ষড়ঙ্গদেবতা অভ্যর্চ্য। অঙ্গেনেত্যত্র একবচনমার্ষং, বহুত্বলক্ষকং বা পাশাধিকরণন্যায়েন, ষণ্মন্ত্রেষু একত্বান্বয়াসম্ভবাৎ ॥

বস্তুতস্তু—অঙ্গমন্ত্রবৃত্তিসঙ্খ্যায়াঃ ষট্পদেনৈব বোধিতত্বাদ্ বচনার্থোঽবিবক্ষিত এব। তথা চ ঔৎসর্গিকমেকবচনমেব যুক্তম্। ন চ বিশেষণবাচকষট্পদ-সমানবচনকত্বহানিরিতি বাচ্যম্, ষট্পদেন সাকং সমাসাঙ্গীকারেণ অনুপপত্ত্যা-ভাবাৎ। অনেনাপি জলসংস্কার এব ॥

যদ্বা—ষড়ঙ্গমন্ত্রৈঃ ষড়ঙ্গদেবতাঃ তস্মিন্নেব শঙ্খোদকে কূটত্রয়দ্বিরাবৃত্ত্যা ক্রমেণ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামীত্যাদিমন্ত্রৈস্তর্পয়েৎ। ন চ অভ্যর্চ্যেত্যস্য তর্পণার্থত্বে কিং মানং ইতি বাচ্যম্। "তর্পয়েত্তত্র যোগিনীঃ" ইতি বামকেশ্বরতন্ত্রাৎ, যোগিনীপদস্য ত্রিপুরসুন্দর্যাঃ ষড়ঙ্গদেবতা ইতি সেতুবন্ধে ব্যাখ্যানাৎ ॥

বিদ্যয়া পঞ্চদশ্যা অভিমন্ত্র্য অভিমন্ত্রণেন সংস্কৃত্য, তজ্জলং সংস্কৃতজলং, তস্য যে বিপ্রুষঃ বিন্দবঃ তৈঃ আত্মানং স্বশরীরং পূজোপকরণানি গন্ধপুষ্পপ্রথমাদীনি

চ সংপ্রোক্ষ্য। অত্র কপিঞ্জলাধিকরণন্যায়েন বিপ্রুড়্‌ভিরিত্যনেন প্রোক্ষণসাধনং ৰিন্দুত্রয়মেবেতি প্রাপ্তং ন্যায়ং ৰাধিতুং সমিত্যুপসর্গঃ। তথা চ, যথা পূজোপকরণানি জলেন সম্যক্ সিক্তানি তথা প্রোক্ষয়েদিত্যর্থঃ॥ ২২॥

পাত্রাসাদন, সামান্যার্ঘ্যবিধান

এই প্রকারে দেবীরূপত্বপ্রাপ্তির জন্য ন্যাস ব'লে তারপর অর্চনার অঙ্গভূত পাত্রস্থাপনবিধি উপদেশ করছেন—

নিজের বামভাগে শুদ্ধজলের দ্বারা ত্রিকোণ-ষট্‌কোণ-বৃত্ত ও চতুরশ্র-মণ্ডল রচনা ক'রে, পুষ্প দ্বারা পূজা ক'রে, আধারের সহিত শঙ্খ প্রতিষ্ঠা ক'রে, তা শুদ্ধজলে পূর্ণ করতে হবে। তারপর শঙ্খজলে আদিমকারের বিন্দু নিক্ষেপ ক'রে, ষড়ঙ্গমন্ত্রের দ্বারা ষড়ঙ্গদেবতার পূজা ক'রে, পঞ্চদশী বিদ্যা দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত ক'রে সেই অভিমন্ত্রিত জলবিন্দুনিচয়ের দ্বারা স্বীয় শরীর ও পূজোপকরণসমূহ প্রোক্ষণ করতে হবে॥ ২২॥

'শুদ্ধাম্ভসা' পদের দ্বারা গণপতিপদ্ধতিতে কথিত গন্ধাক্ষতকুসুমের দ্বারা অর্চিতত্ব বিজ্ঞাপিত হয়েছে। 'শুদ্ধেন' অর্থ পটপূত, অম্ভসা অর্থ জলের দ্বারা।

বামভাগে অর্থাৎ নিজের বামভাগে। ত্রিকোণাদিচতুরশ্রান্ত এই নিয়মবিধি আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় শ্যামাক্রমোক্ত মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে নির্গমনরীতিতে মণ্ডল রচনা করতঃ পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করতে হবে। সাধার শঙ্খ সেই মণ্ডলের উপর স্থাপন করতে হবে।

শঙ্খের প্রতিষ্ঠায় ও তাতে শুদ্ধজলপূরণে মন্ত্র কি হবে এই আকাঙ্ক্ষায় বক্তব্য —সন্নিহিতত্বের কথা বিশেষ করে না বলায় ইচ্ছামত গণপতিপ্রকরণস্থ অথবা শ্যামাপ্রকরণস্থ মন্ত্র গ্রহণ করা যায়।

* * *

আদিমৰিন্দুসংযোগঃ অর্থ শঙ্খজলসংস্কার। ......'ষড়ঙ্গেন' মানে ষড়ঙ্গ-মন্ত্রগুলির দ্বারা। অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে এবং (মধ্যে ও প্রাগাদি চতুর্দিকে) ষড়ঙ্গদেবতাদের অভ্যর্চ্য মানে পূজা ক'রে। 'ষড়ঙ্গেন' এই পদে একবচন আর্ষ প্রয়োগ। অথবা, পাশাধিকরণন্যায় অনুসারে এটি বহুত্বলক্ষক। কারণ, ষট্‌ মন্ত্রে একান্বয় সম্ভব নয়।

* * * *

অথবা, ষড়ঙ্গমন্ত্রৈঃ অর্থ ষড়ঙ্গমন্ত্রগুলি দ্বারা ষড়ঙ্গদেবতাদের। তর্পণ সেই শঙ্খজলেই ত্রিকূট দুবার উচ্চারণ ক'রে যথাক্রমে 'হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়-শক্তিশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি' ইত্যাদি ছ'টি মন্ত্রের দ্বারা করতে হবে। 'অভ্যর্চ্য'

পদের এরূপ তর্পণ অর্থ করার প্রমাণ কি, তা বলা চলে না। কেননা, তার প্রমাণ হল, সেতুবন্ধে "তর্পয়েত্তত্র যোগিনীঃ" এই বামকেশ্বরতন্ত্রবচনের যোগিনীঃ পদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ত্রিপুরসুন্দরীর ষড়ঙ্গদেবতা।

'বিদ্যয়া' মানে পঞ্চদশী বিদ্যা দ্বারা। 'অভিমন্ত্র্য' মানে অভিমন্ত্রণের দ্বারা সংস্কার ক'রে। 'তজ্জলং' মানে সংস্কৃত জল। তার 'বিপ্রুষঃ' মানে বিন্দুনিচয়, তা দ্বারা। 'আত্মানং' স্বশরীর। 'পূজোপকরণানি' মানে গন্ধপুষ্প ইত্যাদি। 'সংপ্রোক্ষ্য' মানে প্রোক্ষণ ক'রে। এখানে কপিঞ্জলাধিকরণন্যায়[১] অনুসারে 'বিপ্রুড়্ভিঃ' এই পদের দ্বারা কেবলমাত্র বিন্দুত্রয় পাওয়া যায়, এইটি প্রতিরোধ করার জন্য প্রোক্ষ্যপদের সঙ্গে সম্ উপসর্গ যোগ করা হয়েছে। পূজোপকরণসমূহ যাতে জলে সম্যক্ সিক্ত হয় সেরকমভাবে প্রোক্ষণ করতে হবে। ২২।

বিশেষার্ঘ্যবিধিঃ (অর্ঘ্যশোধনম্)

এবং সামান্যার্ঘ্যেঃ তৃপ্তিং বিধায় বিশেষার্ঘ্যতৃপ্তিমাহ[২]—

তজ্জলেন ত্রিকোণষট্কোণবৃত্তচতুরশ্রমণ্ডলং কৃত্বা মধ্যং বিদ্যয়া বিদ্যাখণ্ডৈস্ত্রিকোণং বীজাবৃত্ত্যা[৩] ষড়শ্রং সম্পূজ্য বাচমুচ্চার্য অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নম ইতি প্রতিষ্ঠাপ্য আধারং প্রপূজ্য পাবকীঃ কলাঃ ॥ ২৩ ॥

তজ্জলেন সামান্যার্ঘ্যোদকেন। শেষং পূর্ববৎ। মধ্যং ত্রিকোণমধ্যং, বিদ্যয়া সমষ্টিবিদ্যয়া, সম্পূজ্যেতি সর্বত্রানুষজ্যতে। বিদ্যাখণ্ডৈঃ কূটত্রয়েণ ত্রিকোণং ত্রিকোণকোণত্রয়ম্। অস্যোপপত্তির্দর্শিতা প্রাক্। বীজাবৃত্ত্যা কূটত্রয়দ্বিরাবৃত্ত্যা. কূটস্য বীজরূপত্বং শ্রীষোড়শাক্ষর্যাঃ ষোড়শার্ণত্বোপপত্তয়ে, একৈককূটস্যৈকৈক-বীজরূপত্বং ইতি সপ্রমাণং বরিবস্যারহস্যে অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুভিঃ প্রপঞ্চিতম্। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ লিখ্যতে। ক্রমস্যানুক্তত্বাৎ প্রাগাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন স্বাগ্রাদি-প্রাদক্ষিণ্যেন বা। নমোঽন্তো মন্ত্রঃ, "নমোঽন্তৈঃ পাদুকাঽন্তৈর্বা" ইতি যোগিনী-তন্ত্রবচনাৎ। বাচং ঐঁ ইতি। তদুক্তং দেবীভাগবতে—

বাগ্ভবং কামরাজং চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্।
চিত্তে যস্য ভবেত্তং তু ন কশ্চিদ্বাধিতুং ক্ষমঃ॥

১। কপিঞ্জলন্যায় সমধিক প্রসিদ্ধ। "যে ন্যায় দ্বারা বহুত্বকে ত্রিত্ব সংখ্যায় পর্যবসিত করা যায়, তাহাকে কপিঞ্জলন্যায় বলে।"—দ্রঃ বিশ্বকোষ, কপিঞ্জলন্যায় শব্দ।

২। সামান্যার্ঘ্যোৎপত্তিং বিধায় বিশেষার্ঘ্যবিধিমাহ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

৩। বীজদ্বিরাবৃত্ত্যা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ইত্যুপক্রম্য বাগ্ভবং প্রথমবীজং স্তোতুং কথামুপক্রম্য

ঐ ঐ ইতি ভয়ার্তেন দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রাদিকং বনে।
বিন্দুহীনমপি প্রোক্তং বাঞ্ছিতং প্রদদৌ কিল ॥ ইতি ॥

বিন্দুহীনস্য কৈমুতিকন্যায়েন ফলহেতুত্বস্তুত্যা সবিন্দুঃ ঐকারো বাগ্ভব ইতি সিধ্যতি। নিত্যারহস্যে—"বাগ্ভবং প্রথমং দেবি কামরাজং দ্বিতীয়কম্" ইতি বালামন্ত্রোদ্ধারাচ্চ, "রবিবিম্বরো বিন্দুযুক্তো বাগ্ভবং বীজমীরিতম্" ইতি বীজকোশাচ্চ। আধারং কীদৃশং ইত্যাকাঙ্ক্ষাসত্ত্বাৎ তন্ত্রান্তরোক্তং ত্রিপদাদি গ্রাহ্যম্। পাবকীঃ বহ্নিসম্বন্ধিনীঃ কলাঃ চতুর্থ্যন্তনমোঽন্তৈঃ তত্তন্নামভিঃ প্রাগাদিবৃত্তরূপং যজেৎ, "প্রাগাদিবৃত্তরূপেণ" ইতি পরমানন্দতন্ত্র-বচনাৎ। সেতুবন্ধে ভাস্কররায়াস্তু পশ্চিমাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন ইত্যাহুঃ ॥ ২৩ ॥

বিশেষার্ঘ্যবিধি (অর্ঘ্যশোধন)

এই প্রকারে সামান্যার্ঘ্য দ্বারা তৃপ্তি বিধান ক'রে বিশেষার্ঘ্যতৃপ্তির কথা বললেন—

সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা ত্রিকোণষট্‌কোণবৃত্তচতুরশ্রমণ্ডল রচনা করে, ত্রিকোণের মধ্যে বিদ্যা দ্বারা পূজা ক'রে, ত্রিকোণের কোণত্রয়ে কূটত্রয়ের দ্বারা পূজা ক'রে, কূটত্রয় দুবার আবৃত্তি ক'রে ষড়শ্রের পূজা ক'রে, ঐঁ উচ্চারণ ক'রে অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নমঃ এই বলে অর্ঘ্যপাত্রাধার প্রতিষ্ঠা ক'রে বহ্নিকলার পূজা করতে হবে ॥ ২৩ ॥

'তজ্জলেন' মানে সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা। বাকী অংশ পূর্বের মতো। 'মধ্যং' মানে ত্রিকোণের মধ্য। 'বিদ্যয়া' মানে সমষ্টিবিদ্যা দ্বারা। 'সম্পূজ্য' পদটি আলোচ্য সর্বক্ষেত্রে যুক্ত হবে। 'বিদ্যাখণ্ডৈঃ' মানে কূটত্রয়ের দ্বারা, 'ত্রিকোণং' ত্রিকোণের কোণত্রয়। এর উপপত্তি পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে। বীজাবৃত্ত্যা মানে কূটত্রয়ের দুবার আবৃত্তি দ্বারা। কূটের বীজরূপত্ব আমার পরমেষ্ঠিগুরু বরিবস্যারহস্যে ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার ষোড়শবর্ণত্বোপপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক একটি কূট এক একটি বীজ এই বলে প্রমাণ সহ ব্যক্ত করেছেন। কোনো ক্রম কথিত না হওয়ায় তা পূর্বদিক্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণ ক্রমে অথবা সাধকের অগ্র থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণ ক্রমে হবে। নমঃ অন্তে যার তা মন্ত্র। প্রমাণ যোগিনীতন্ত্রের এই বচন—"নমোঽন্তৈঃ পাদুকান্তৈর্বা।" বাচং মানে ঐঁ। দেবীভাগবত—'যার চিত্তে বাগ্ভব কামরাজ এবং তৃতীয়টি মায়াবীজ রয়েছে কেউ তাকে কষ্ট দিতে পারে না বা বাধা দিতে পারে না।' এই বলে প্রথম বীজ বাগ্ভবের স্তুতি করার জন্য বলতে আরম্ভ

করলেন—'বনে ব্যাঘ্রাদি দেখে ভয়ার্ত ব্যক্তি ঐ ঐ ক'রে চেঁচালে সেই বিন্দুহীন 'ঐ' পর্যন্ত নিশ্চয় বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে।'

কৈমুতিকন্যায়[১] অনুসারে বিন্দুহীন 'ঐ'-র ফলহেতুত্বের প্রশংসা দ্বারা বিন্দুযুক্ত 'ঐ' বাগ্‌ভব এটি সিদ্ধি হল। নিত্যারহস্যে বালামন্ত্র-উদ্ধার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'ওগো দেবী, বাগ্‌ভব প্রথম এবং কামরাজ দ্বিতীয়।' বীজকোশে আছে—'বিন্দুযুক্ত রবিস্বর মানে দ্বাদশ সংখ্যক স্বর অর্থাৎ ঐ-কে বাগ্‌ভব বীজ বলা হয়।' আধার কিরূপ হবে এই আকাঙ্ক্ষা থাকায় এখানে তন্ত্রান্তরোক্ত টিপাই ইত্যাদি গ্রহণ করতে হবে। 'পাবকীঃ' মানে বহ্নিসম্বন্ধী অর্থাৎ আগ্নেয়, 'কলাঃ' মানে ধূম্রার্চি ইত্যাদি দশ কলা[২], ধূম্রার্চি ইত্যাদির সঙ্গে চতুর্থী বিভক্তি যোগ ক'রে এবং শেষে নমঃ যোগ ক'রে যে-মন্ত্র হবে তা দ্বারা প্রাগাদিবৃত্তরূপে পূজা করবে। প্রমাণ পরমানন্দতন্ত্রের এই বচন—"প্রাগাদিবৃত্তরূপেণ।" কিন্তু সেতুবন্ধে ভাস্কররায় বলেছেন পশ্চিমাদি প্রদক্ষিণক্রমে পূজা করতে হবে। ২৩।

মদনাদুপরি সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাঽঽত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নম ইতি সংবিধায় পাত্রং সংস্পৃশ্য কলাঃ সৌরীঃ সৌঃ সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাঽঽত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ ইতি পূরয়িত্বা আদিমং দত্ত্বোপাদিমমধ্যমৌ পূজয়িত্বা বিধোঃ কলাষোড়শকম্ ॥ ২৪ ॥

মদনস্তু চতুরাসনন্যাসে প্রপঞ্চিতং। শেষং স্পষ্টম্। সংস্পৃশ্যেত্যস্মাৎ পূর্বং তত্রেত্যাদিঃ। তত্র পাত্রে সৌরীঃ কলাঃ তপিন্যাদীঃ (তপিণ্যাদীঃ) সংস্পৃশ্য পূজয়িত্বা। যদ্যপি স্পৃশিধাতোঃ ন পূজনমর্থঃ, তথাঽপি 'সম্পূজ্য পাবকীঃ কলাঃ' 'পূজয়িত্বা বিধোঃ কলাঃ' ইতি বাক্যমধ্যবৃত্তিত্বাৎ, "তত্র পাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র সূর্যকলা যজেৎ" ইতি যোগিনীতন্ত্রবচনাচ্চ পূজায়ামেব তাৎপর্যং কল্প্যম্। আদিমং প্রথমং পূরয়িত্বা উপাদিমং দ্বিতীয়ং মধ্যমং তৃতীয়ং, ইদং চতুর্থপঞ্চ-ময়োরপ্যুপলক্ষণম্। সিদ্ধান্তগ্রন্থে প্রথমখণ্ডে "পঞ্চ মকারাঃ তৈরর্চনং গুপ্ত্যা" ইত্যুক্তম্। তত্রৈব দত্ত্বা স্থাপয়িত্বা। বিধোঃ কলাষোড়শকং অমৃতাদি-পূর্ণামৃতান্তম্ ॥ ২৪ ॥

১। "যে স্থলে দুর্বোধ ও দুঃসাধ্য বিষয় সহজে বোধ হইয়া থাকে তথায় সুবোধ ও সুসাধ্য বিষয় অনায়াসেই বোঝা যায়। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে ভার দুর্বলেও বহন করিতে পারে, সে ভার অবশ্যই বলবানে বহন করিতে পারিবে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। দ্রঃ বিশ্বকোষ, ন্যায় (লৌকিক)।

২। ধূম্রার্চি উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবহা এবং কব্যবহা এই দশ আগ্নেয় কলা। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৮৭

ক্লীঁ সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যাপাত্রায় নমঃ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রের প্রতিষ্ঠা ক'রে তাতে তাপিনী-আদি দ্বাদশ সৌরকলার পূজা করতে হবে। তারপর সৌঃ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ এই মন্ত্রে প্রথম মকারের দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ ক'রে তাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকার স্থাপন ক'রে অমৃতাদি ষোড়শ সৌম্যকলার পূজা করতে হবে ॥ ২৪ ॥

চতুরাসনন্যাস প্রসঙ্গে মদন পদটি ব্যাখ্যাত হয়েছে। বাকী অংশ স্পষ্ট। সংস্পৃশ্য কথাটির পূর্বে তত্র পাত্রং ইত্যাদি হবে। তত্র পাত্রে অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্রে, 'সৌরীঃ কলাঃ' মানে তপিনী (তর্পিণী) ইত্যাদি সৌরকলা[১]। সংস্পৃশ্য মানে পূজা ক'রে। যদিও স্পৃশ্ ধাতুর অর্থ পূজা নয় তথাপি "সম্পূজ্য পাবকীঃ কলাঃ", "পূজয়িত্বা বিধোঃ কলা" এই সব সূত্রান্তর্গত বচন এবং যোগিনী তন্ত্রের "তত্র পাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র সূর্যকলাং যজেৎ" এই বচন থেকে এখানে সংস্পৃশ্য পদের তাৎপর্য যে পূজা তা অনুমান করা যায়। 'আদিমং' মানে প্রথম মকার, উপাদিমং মানে দ্বিতীয় মকার, মধ্যমং মানে তৃতীয় মকার। এটি চতুর্থ ও পঞ্চমেরও উপলক্ষণ। সিদ্ধান্তগ্রন্থে প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে 'পঞ্চমকার, তা দ্বারা গোপনে অর্চনা করতে হবে'। 'তত্রৈব' মানে সেখানেই। অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্রে দত্বা মানে স্থাপন ক'রে। চন্দ্রের ষোড়শ কলা মানে অমৃতা থেকে আরম্ভ ক'রে পূর্ণামৃতা পর্যন্ত ষোড়শ কলা[২]। ২৪।

তত্র বিলিখ্য ত্র্যশ্রমকথাদিময়রেখং হলক্ষযুগান্তস্থিতহংসভাস্বরং বাক্কামশক্তিযুক্তকোণং হংসেনারাধ্য বহির্বৃত্তষট্‌কোণং কৃত্বা ষড়শ্রং ষড়ঙ্গেন পুরোভাগাদভ্যর্চ্য মূলেন সপ্তধা অভিমন্ত্র্য দত্তগন্ধাক্ষতপুষ্প-ধূপদীপঃ তদ্‌বিপ্রুড়্‌ভিঃ প্রোক্ষিতপূজাদ্রব্যঃ সর্বং বিদ্যাময়ং কৃত্বা তৎ-স্পৃষ্ট্বা চতুর্নবতিমন্ত্রান্ জপেৎ ॥ ২৫ ॥

তত্র প্রথমদ্রব্যে পূর্বোক্তক্রমেণ পূজয়িত্বা। অকারাদিবিসর্গান্তষোড়শস্বরৈঃ পশ্চিমাদীশানান্তাং একাং রেখাং কুর্যাৎ। তত ঈশানাদ্যাগ্নেয়ান্তাং কবর্গমারভ্য তান্তৈঃ ষোড়শবর্ণৈঃ অপরাং রেখাং সম্পাদয়েৎ। তত আগ্নেয়াদি-পশ্চিমান্তাং থাদিসান্তৈঃ ষোড়শভিঃ তৃতীয়রেখাং সম্পাদয়েৎ। এবং

১। তপনী (তর্পিণী), তাপনী (তাপিনী), ধুম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী (বোধনী), ধারণী (ধারিণী) এবং ক্ষমা এই দ্বাদশ সৌরকলা। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৮৭

২। অমৃতা, মানদা, পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা এবং পূর্ণামৃতা এই ষোড়শ সৌম্যকলা। দ্রঃ ঐ

সতি অশ্চ কশ্চ থশ্চ আদির্যেষাং বর্ণানাং দীর্ঘাকারখকারদকারপ্রভৃতীনাং তন্ময়াঃ তদভিন্নাঃ রেখাঃ যস্মিন্ ত্রিকোণে তৎ অকথাদিময়রেখম্। ইদং ত্র্যশ্রবিশেষণম্। হশ্চ লক্ষযুগং চ তয়োঃ অন্তঃ মধ্যে স্থিতো যো হংসঃ ইতি বর্ণসমুদায়ঃ তেন ভাস্বরং—দ্রব্যে স্বদক্ষভাগে হং ইতি বিলিখ্য তদুত্তরতো হংস ইতি বর্ণৌ বিলিখ্য তদুত্তরতো লক্ষেতি বিলিখেৎ। এবং চোক্তরূপং ভবতি। এবং বাক্কামশক্তয়ঃ বালায়া বর্ণত্রয়ম্। যদ্বা—মূলকূটত্রয়ম্। প্রমাণং অর্থদ্বয়েঽপি পূর্বমেবোক্তম্। তদ্যুক্তানি কোণানি যস্মিংস্তৎ। এতাদৃশ-বিশেষণত্রয়বিশিষ্টং ত্রিকোণং বিলিখ্য। হংসেন হংস ইতি মন্ত্রেণ আরাধ্য পুষ্পাদিভিঃ পূজয়িত্বা। বহিঃ ত্রিকোণাৎ বৃত্তং ষট্‌কোণং চ কৃত্বা। ষড়শ্রং ষট্‌কোণানি মূলষড়ঙ্গমন্ত্রৈঃ পুরোভাগাদি স্বাভিমুখাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন অভ্যর্চ্য। মূলেন সপ্তধা সপ্তবারমাবৃত্তেন। তস্মিন্ দ্রব্যে দত্তাঃ অর্পিতাঃ গন্ধাক্ষতপুষ্পধূপদীপাঃ যেন ঈদৃশঃ পূজকো ভবেদিতি বিশিষ্টবিধৌ দানমমীষাং কার্যমিতি বিশেষণবিধিরার্থিকঃ। বিদ্যা পরসম্বিৎ তন্ময়ং তদভিন্নং কৃত্বা ভাবয়িত্বা। তৎ প্রথমাদিকম্। চতুর্নবতিমন্ত্রান্ বক্ষ্যমাণান্ ॥ ২৫ ॥

বিশেষার্ঘ্যদ্রব্যে অ-ক-থ-আদিরেখাবিশিষ্ট ত্রিকোণ লিখতে হবে। এই ত্রিকোণের তিন কোণের ভিতরের দিকে হ ল্ ক্ষ লিখতে হবে। মধ্যে লিখতে হবে 'হংস', তা দ্বারা ভাস্বর হবে ত্রিকোণ। ত্রিকোণের তিন কোণের বাইরের দিকে ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ অথবা বাগ্‌ভবকূট কামরাজকূট এবং শক্তিকূট যুক্ত হবে। এমনি ত্রিকোণ হংস মন্ত্রে পূজা করতে হবে। তারপর ত্রিকোণের বহির্ভাগে বৃত্ত ও ষট্‌কোণ রচনা ক'রে ষট্‌কোণ স্বীয় অভিমুখাগ্রভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে মূলষড়ঙ্গমন্ত্রে পূজা করতে হবে। মূলমন্ত্র সাত বার পাঠ করা দ্বারা অভিমন্ত্রিত গন্ধ-অক্ষত-পুষ্প-ধূপ-দীপ বিশেষার্ঘ্যদ্রব্যে অর্পণ করতে হবে এবং বিশেষার্ঘ্যজলবিন্দু ছিটিয়ে পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করতঃ সমস্তকে বিদ্যাময় ভাবনা ক'রে, তা অর্থাৎ প্রথম দ্রব্যাদি হাত দিয়ে স্পর্শ করে বক্ষ্যমাণ চতুর্নবতি মন্ত্র জপ করতে হবে ॥ ২৫ ॥

তত্র মানে প্রথমদ্রব্যে পূর্বকথিত ক্রমানুসারে পূজা ক'রে। অকারাদি-বিসর্গান্ত ষোড়শ স্বরবর্ণের দ্বারা পশ্চিম দিক্ থেকে ঈশানকোণ পর্যন্ত একটি রেখা লিখতে হবে। তারপর ঈশানকোণ থেকে অগ্নিকোণ পর্যন্ত ক থেকে ত পর্যন্ত ষোড়শ বর্ণের দ্বারা আরেকটি রেখা লিখতে হবে। তারপর অগ্নিকোণ থেকে পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত থ থেকে স পর্যন্ত ষোড়শ বর্ণের দ্বারা তৃতীয় রেখাটি লিখতে হবে। এরূপ হলে অ ক এবং থ থেকে যে-সব বর্ণের আরম্ভ, যেমন

যথাক্রমে আ খ দ প্রভৃতি বর্ণ, সেই সব বর্ণময় অর্থাৎ তা থেকে অভিন্ন রেখা রচিত যে-ত্রিকোণ তা অকথাদিময়রেখ। এটি ত্র্যস্রের বিশেষণ। হ এবং ল্ ক্ষ এই বর্ণযুগ্মক, তাদের 'অন্তঃ' মানে মধ্যে স্থিত যে-'হংস' এই বর্ণসমুদায়, তা দ্বারা ভাস্বরদ্রব্যে নিজের ডান দিকে হং লিখে, তার পরে হংস এই বর্ণদ্বয় লিখে, তারপরে ল্ ক্ষ লিখতে হবে। এই প্রকারে সূত্রোক্তরূপ ত্রিকোণ হবে। এই প্রকার ত্রিকোণ বাক্‌কাম-শক্তি-যুক্ত হবে অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরা-বালার এই বীজত্রয় যুক্ত হবে অথবা বাগ্‌ভব কামরাজ ও শক্তি এই কূটত্রয় যুক্ত হবে। উভয় অর্থের পক্ষেই প্রমাণ পূর্বে কথিত হয়েছে। এই প্রকার বাক্-কাম-শক্তি-যুক্ত কোণ যাতে তা। এইরূপ বিশেষণত্রয়বিশিষ্ট ত্রিকোণ লিখে। 'হংসেন' মানে হংস এই মন্ত্রের দ্বারা। 'আরাধ্য' মানে পুষ্পাদি দ্বারা পূজা ক'রে। বহিঃ মানে ত্রিকোণের বাইরে, বৃত্ত এবং ষট্‌কোণ রচনা ক'রে। 'ষড়শ্রং' মানে ষট্‌কোণ। 'ষড়ঙ্গৈঃ' মানে মূলষড়ঙ্গমন্ত্রগুলির দ্বারা। 'পুরোভাগাদি' মানে স্বাভিমুখ-অগ্রাদিপ্রদক্ষিণক্রমে, 'অভ্যর্চ্য' মানে পূজা ক'রে। মূলেন সপ্তধা মানে মূলমন্ত্র সাতবার আবৃত্তি করে। সেই দ্রব্যে, গন্ধঅক্ষত-পুষ্প-ধূপ-দীপ অর্পিত হয়েছে যৎ কর্তৃক এরূপ পূজক হতে হবে, এটি হল বিশিষ্টবিধি আর এসব অর্পণ করতে হবে তা হল বিশেষণবিধি। বিদ্যা মানে পরাসম্বিৎ, 'তন্ময়ং, মানে তদভিন্ন, কৃত্বা মানে ভাবনা করতঃ। 'তৎ' মানে প্রথমাদি। চতুর্নবতি মন্ত্র বক্ষ্যমাণ। ২৫।

তান্ মন্ত্রানাহ—

ত্রিতারীনমস্‌সম্পুটিতাঃ তেজস্ত্রিতয়কলা অষ্টত্রিংশৎ। সৃষ্টি-ঋদ্ধিস্মৃতিমেধাকান্তিলক্ষ্মীদ্যুতিস্থিরাস্থিতিসিদ্ধয়ো ব্রহ্মকলা দশ। জরা পালিনী শান্তিরীশ্বরী রতিকামিকে বরদা হ্লাদিনী প্রীতিদীর্ঘা বিষ্ণুকলা দশ। তীক্ষ্ণা রৌদ্রী ভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুধা ক্রোধিনী ক্রিয়োদ্‌গারী মৃত্যবো রুদ্রকলা দশ। পীতা শ্বেতাঽরুণাঽসিতাশ্চতস্র ঈশ্বরকলাঃ। নিবৃত্তিপ্রতিষ্ঠাবিদ্যাশান্তীন্ধিকাদীপিকারেচিকামোচিকাপরাসূক্ষ্মাসূক্ষ্মা-মৃতাজ্ঞানাজ্ঞানামৃতাপ্যায়িনীব্যাপিনীব্যোমরূপাঃ ষোড়শ সদাশিব-কলাঃ॥ হংসশ্‌শুচিষদ্‌বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্‌বরসদৃতসদ্‌ব্যোমসদব্‌জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ প্রতদ্‌বিষ্ণুস্তবতে বীর্যায় মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা। ত্র্যম্বকং

যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ তদ্‌বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা॥ ইত্যেতে পঞ্চমন্ত্রাঃ॥ মূলবিদ্যা চাহত্য চতুর্নবতিমন্ত্রাঃ॥ ২৬॥

ত্রিতারী পূর্বোক্তা। ত্রিতারী নম ইত্যনয়োর্মধ্যে চতুর্নবতিমন্ত্রান্ পঠেৎ। তথা চ দ্বাভ্যাং সম্পুটিতো ভবতি। যথা লোকে সম্পুটে করণ্ডে অন্তঃ কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা আধারাবয়বোত্তরাবয়বমধ্যবৃত্তিত্বং বস্তুনঃ সম্পাদ্যতে তদ্‌বৎ প্রথমং ত্রিতারী, পশ্চাচ্চতুর্নবতিমন্ত্রেষ্বেকো মন্ত্রঃ, ততো নম ইতি। এবং সতি মন্ত্রঃ দ্বাভ্যাং সম্পুটিতো ভবতি। তেজস্ত্রিতয়ং বহ্নিসূর্যসোমাঃ তেষাং কলাঃ ধূম্রার্চিরাদিপূর্ণামৃতান্তাঃ শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণা অষ্টত্রিংশৎ। মন্ত্রস্বরূপং তু ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধূম্রার্চিষে নমঃ। এবং অগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। সৃষ্টিঋদ্ধীত্যত্র সন্ধ্যভাবঃ আর্ষঃ। যদ্‌বা—"ঋত্যকঃ" ইতি পাক্ষিকত্বাদসন্ধিঃ। শেষং স্পষ্টম্। বহ্নিকলাঃ—১০। সূর্যকলাঃ—১২। চন্দ্রকলাঃ—১৬। ব্রহ্মকলাঃ—১০। বিষ্ণুকলাঃ—১০। রুদ্রকলাঃ—১০। ঈশ্বরকলাঃ—৪। সদাশিবকলাঃ—১৬। ইত্থং চ কলাঃ সর্বাঃ—৮৮। যদ্যপি হংসশ্‌শুচিষৎ ইত্যারভ্য পুষ্করস্রজা ইত্যন্তং সপ্ত ঋচঃ সন্তি, তথাঽপি 'ইত্যেতে পঞ্চমন্ত্রাঃ' ইত্যুক্ত্যা চতুর্থপঞ্চমৌ মিলিত্বা একো মন্ত্রঃ, ষষ্ঠসপ্তমৌ মিলিত্বা একো মন্ত্রঃ। একলিঙ্গত্বাদুক্তয়োরেবৈক্যং যুক্তং, নত্বন্যত্র। মূলবিদ্যা পঞ্চদশী। পূর্বকলাঃ ৮৮, উক্তমন্ত্রাঃ পঞ্চ, মূলবিদ্যা চ, আহত্য সর্বং মিলিত্বা চতুর্নবতিমন্ত্রাঃ সম্পদ্যন্তে। এতৈরভিমন্ত্রণেন দ্রব্যং সংস্কুর্যাদিতি ফলিতোঽর্থঃ॥ ২৬॥

সেই মন্ত্রগুলি বললেন—

আটত্রিশ অগ্নিসূর্যসোমকলা[১]; সৃষ্টি ঋদ্ধি স্মৃতি মেধা কান্তি লক্ষ্মী দ্যুতি স্থিরা স্থিতি ও সিদ্ধি এই দশ ব্রহ্মকলা; জরা পালিনী শান্তি ঈশ্বরী রতি কামিকা বরদা হ্লাদিনী প্রীতি ও দীর্ঘা এই দশ বিষ্ণুকলা; তীক্ষ্ণা রৌদ্রী ভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুধা ক্রোধিনী ক্রিয়া উদ্‌গারী ও মৃত্যু এই দশ রুদ্রকলা; পীতা শ্বেতা অরুণা ও

১। ১০ অগ্নিকলা, ১২ সূর্যকলা এবং ১৬ সোমকলা।
দ্রঃ ২৩ সংখ্যক সূত্রের পাদটীকা।

অসিতা এই চার ঈশ্বরকলা; নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তি ইন্ধিকা দীপিকা রেচিকা মোচিকা পরা সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানা জ্ঞানামৃতা আপ্যায়িনী ব্যাপিনী ও ব্যোমরূপা এই ষোল সদাশিবকলা; হংসশ্‌শুচিষদ্‌বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্‌বরসদৃতসদ্‌ব্যোমসদব্‌জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ[১] ॥ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্যায় মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা[২] ॥ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ[৩] ॥ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দেবীব চক্ষুরাততম্[৪] ॥ তদ্‌বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্[৫] ॥ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে[৬] ॥ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা[৭] ॥ এই পঞ্চ[৮] মন্ত্র; আর মূলবিদ্যা। এই সবের প্রত্যেকটি ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ও নমঃ দ্বারা সম্পুটিত করতে হবে। এই প্রকারে প্রাপ্ত মন্ত্র সব যোগ করলে মোট চতুর্নবতি মন্ত্র হবে ॥ ২৮ ॥

ত্রিতারী পূর্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ত্রিতারী ও নমঃ এই উভয়ের মধ্যে চতুর্নবতি মন্ত্র থাকবে; তাই পাঠ করতে হবে। এইভাবে উক্ত উভয়ের দ্বারা

১। "হংস দীপ্ত আকাশে অবস্থিতি করে, বসু অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করে। হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করে। অতিথি গৃহে অবস্থিতি করে। ঋত মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করে, বরণীয় স্থানে অবস্থান করে, জলে জন্মিয়াছে, কিরণে জন্মিয়াছে, সত্যে জন্মিয়াছে এবং পর্বতে জন্মিয়াছে।"

২। "যেহেতু বিষ্ণুর তিনপদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।"

৩। "সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ করি। উর্বারুক ফলের ন্যায় যেন আমরা মৃত্যুবন্ধ হইতে মুক্ত হই। অমৃত হইতে যেন (চ্যুত) না হই।"

৪। "আকশে সর্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্বদা দৃষ্টি করেন।"

৫। স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন।"

৬। "বিষ্ণু স্ত্রীঅঙ্গকে গর্ভাধানের উপযুক্ত করিয়া দিন; ত্বষ্টা গর্ভস্থ সন্তানের অবয়ব স্থির করিয়া দিন; প্রজাপতি শুক্র-পাতন করুন; ধাতা তোমার গর্ভকে ধারণ করুন।"

৭। "হে সিনীবালী; গর্ভকে ধারণ কর; হে সরস্বতি। তুমিও গর্ভকে ধারণ কর। পদ্মমালাধারী দেব অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন।"

৮। চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ মিলে এক মন্ত্র আর ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋক্ মিলে এক মন্ত্র এইভাবে পঞ্চ মন্ত্র।

মন্ত্র সম্পুটিত হবে। সংসারে যেমন দেখা যায় সম্পুটে অর্থাৎ ঢাকনীবদ্ধ হয় এরকম ঝাঁপিতে কোন জিনিস রেখে তাকে ঝাঁপির আধার-অবয়বের ও ঊর্ধ্ব-অবয়বের মধ্যবর্তী করা হয় তেমনি এখানেও প্রথমে ত্রিতারী, মাঝখানে চতুর্নবতিমন্ত্রের একেকটি মন্ত্র ও তারপর নমঃ থাকবে। এইপ্রকারে মন্ত্র ত্রিতারী ও নমঃ এই দুয়ের দ্বারা সম্পুটিত হবে। 'তেজস্ত্রিতয়ং' মানে অগ্নি সূর্য ও সোম। তাদের কলা আটত্রিশ. তা শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণ। উক্তপ্রকার মন্ত্র এইরূপ হবে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধূম্রার্চিষে নমঃ। পরের মন্ত্রগুলিও ঐরকম হবে। সৃষ্টিঋদ্ধিঃ এইক্ষেত্রে সন্ধি না হওয়াটা আর্ষপ্রয়োগ।......শেষাংশ স্পষ্ট। বহ্নিকলা—১০। সূর্যকলা—১২। চন্দ্রকলা—১৬। ব্রহ্মকলা—১০। বিষ্ণুকলা—১০। রুদ্রকলা—১০। ঈশ্বরকলা—৪। সদাশিবকলা—১৬। এই প্রকারে সব মিলিয়ে মোট কলা-সংখ্যা—৮৮। যদিও হংসশুচিষৎ থেকে আরম্ভ ক'রে পুষ্করস্রজা পর্যন্ত সাতটি ঋক্ রয়েছে তথাপি 'ইত্যেতে পঞ্চমন্ত্রাঃ'-এই পঞ্চমন্ত্র; একথা বলার জন্য চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ মিলে একটি মন্ত্র এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋক্ মিলে একটি মন্ত্র ধরতে হবে। দুই ক্ষেত্রেই সমানলিঙ্গ থাকার জন্য মন্ত্রযুগ্মকের ঐক্য যুক্তিযুক্ত। সমানলিঙ্গ না থাকার জন্য অন্যত্র তা হয়নি। মূলবিদ্যা পঞ্চদশী। পূর্বে প্রাপ্ত কলাসংখ্যা ৮৮, উক্ত মন্ত্র ৫, মূলবিদ্যা ১। যোগ করলে হয় ৯৪ মন্ত্র। ফলিতার্থ—এই সব মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে দ্রব্যসংস্কার করতে হবে। ২৬।

অথ হৈকে পঞ্চভিরখণ্ডাদ্যৈরভিমন্ত্রণমামনন্তি ॥ ২৭ ॥

অথেত্যনেন চতুর্নবতিমন্ত্রোত্তরমেবেতি ক্রমবিশেষঃ সূচিতঃ। নাত্র পাঠক্রমঃ সম্ভবতি, স্বমতাভাবাৎ। অতঃ অথেত্যাবশ্যকম্। হ ইতি শব্দালঙ্কারে। একে ইত্যনেন পাক্ষিকত্বং সূচিতম্। অখণ্ডঃ আদ্যঃ যেষামিতি তদ্গুণসংবিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ ॥ ২৭ ॥

অতঃপর কেউ কেউ অখণ্ডাদি পঞ্চমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রণের কথা চিন্তা করেন ॥ ২৭ ॥

অথ পদের দ্বারা চতুর্নবতিমন্ত্রের পর, এইটি সূচিত হয়েছে। স্বমতের অভাব হেতু এখানে পাঠক্রম সম্ভব নয়। হ শব্দালঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। একে এই পদের দ্বারা পক্ষ সূচিত হয়েছে। (অর্থাৎ একপক্ষ এরূপ চিন্তা করেন, অপর পক্ষ করেন না, এইভাবে পক্ষ সূচিত হয়েছে)। 'অখণ্ডাদ্যৈঃ' মানে অখণ্ড যাদের আদি তা দ্বারা। এখানে তদ্গুণসংবিজ্ঞান হওয়ায় বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। ২৭।

অখণ্ডাদ্যাঃ কে ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

অখণ্ডৈকরসানন্দকরে পরসুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহ্যকুলনায়িকে ॥
অকুলস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকরে পরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥
তদ্রূপিণ্যৈকরস্যত্বং কৃত্বা হ্যেতৎস্বরূপিণি।
ভূত্বা পরামৃতাকারা ময়ি চিৎস্ফুরণং কুরু ॥
ইতি তিস্রোঽনুষ্টুভো বিদ্যাঃ ॥ ২৮ ॥

বেদভাষ্যে বৈদিকমন্ত্রাণাং অর্থস্য বিবৃতত্বাৎ তান্ পরিত্যজ্য কেবলতান্ত্রিক-সুবোধমন্ত্রাণাং কেষাং চিদর্থং প্রকটয়ামি[১]। অখণ্ডেতি—অখণ্ডেত্যাদিমন্ত্রত্রয়ং লিঙ্গেন সুধাদেবীপ্রার্থনাঙ্গং ভবিতুমর্হতি। ততোঽপি বলবতা অভিমন্ত্রণোত্তর-দ্বিতীয়াশ্রুত্যা অভিমন্ত্রণাঙ্গম্। এতদনুসারেণ পরমানন্দতন্ত্রে—“এতৎত্রয়ং ত্রিবীজাঢ্যং চতুর্থ্যা তত্র বৈ জপেৎ” ইত্যত্র স্পৃশন্ ইত্যধ্যাহার্যম্। তথা চ অভিমন্ত্রণাঙ্গত্বং সিদ্ধম্। এবং চ পরমানন্দটিপ্পণ্যাং অখণ্ডেত্যাদি সুধাদেবী-প্রার্থনারূপমিতি লেখঃ প্রামাদিক[২] এব, লিঙ্গাচ্ছ্রুতিবাধস্য কেনাপ্যনঙ্গীকারাৎ। অস্য মন্ত্রার্থস্তু—অকুলং নাম সহস্রদলকমলদ্বয়ম্। সর্বকমলানামাধারভূতং ঊর্ধ্বমুখমেকং পদ্মং মূলাধারস্যাধস্তিষ্ঠতি। তদেকং অকুলপদবাচ্যম্। “অকুলে বিষুসংজ্ঞে চ” ইতি যোগিনীতন্ত্রশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে সর্বাধঃস্থিত-সহস্রদলকমলোপর্যষ্টদলং তদুপরি ষড়্দলং তদুপরি মূলাধারাদিচক্রাণি তত্র মূলধারাধঃস্থিতং ষড়্দলং কুলপদ্মং তদধঃস্থিতে অষ্টদলসহস্রদলে অকুলে ইতি সেতুবন্ধলেখাৎ। এবং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতাধোমুখসহস্রচ্ছদপদ্মমপি অকুলম্। তদুক্তং ত্রিপুরার্ণবে—

সুষুম্নোর্ধ্বং সুধারশ্মিকোটিকান্তিসমপ্রভম্।
অধোমুখং গুরুস্থানং সহস্রদলশোভিতম্ ॥
অকুলং তদ্বিজানীয়াৎ.........ইতি ॥

১। প্রকটয়তি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। চিন্ত্য ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পরমানন্দতন্ত্রেঽপি—

সাধকঃ প্রাতরুত্থায় ব্রহ্মরন্ধ্রে নিজং গুরুম্।
পূর্বোক্তাকুলপদ্মান্তর্দ্বাদশান্তসরোরুহে॥ ইতি॥

এবং দ্বয়োঃ সহস্রচ্ছদয়োরকুলবাচ্যত্বে সিদ্ধে প্রকৃতে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থস্যৈব গ্রহণম্, তস্যৈবামৃতস্রাবিত্বাৎ। প্রকৃতে অকুলং যদ্ব্রহ্মরন্ধ্রস্থকমলং তস্য নায়িকা তদধিষ্ঠাত্রী তৎসম্বোধনে হে অকুলনায়িকে। অখণ্ডোঽবিচ্ছিন্নঃ একরসো দুঃখাসংভিন্ন যঃ আনন্দঃ তং করোতি ব্যঞ্জয়তীতি তাদৃশে। পরা উৎকৃষ্টা যা সুধা ব্রহ্মরন্ধ্রস্থা অমরত্বকারিণী তদাত্মনি তৎস্বরূপে অত্র দ্রব্যে স্বচ্ছন্দা স্বতন্ত্রা যা চিৎ তস্যাঃ স্ফুরণাং প্রকাশশক্তিং নিধেহি স্থাপয়। হে পরে শ্রেষ্ঠে ক্লিন্নমার্দ্ররূপং তদস্মিন্নস্তি ইতি ক্লিন্নরূপিণি অস্মিন্ বস্তুনি অমৃতত্বং নিধেহি সংস্থাপয় সম্পাদয়। অকুলং ব্যাখ্যাতং তত্র বিদ্যমানং যৎ অমৃতং তস্য স্বরূপমিব স্বরূপং যস্যাঃ দ্রব্যাভিমানিদেবতায়াঃ। ইদং পরেত্যস্য বিশেষণম্। শুদ্ধজ্ঞানকরে স্বরূপজ্ঞানাবির্ভাবকর্ত্রি, ইদমপি পরাবিশেষণম্। যত্তু সৌভাগ্যানন্দসন্দোহে পরে ইতি সপ্তম্যন্তং কৃত্বা বস্তুবিশেষণমিত্যুক্তম্, তন্ন, দূরান্বয়াপত্তেঃ। তৎ পরব্রহ্ম তস্য যদ্রূপং তদ্বতি পরব্রহ্মস্বরূপে ইতি যাবৎ। তদ্রূপিণি বিশেষার্ঘ্যরূপিণি ময়ি দেহাভিমানিনি। পরং যৎ অমৃতং আনন্দঃ তদাকারা ভূত্বা ঐকরস্যং চিত্তস্যৈকাকারতাং কৃত্বা সম্পাদ্য চিৎস্ফুরণং স্বস্বরূপপ্রকাশং কুর্বিতি মন্ত্রত্রয়ার্থঃ। অনুষ্টুভঃ অনুষ্টুপ্ছন্দস্কা ইত্যর্থঃ, "দ্বাত্রিংশদক্ষরাঽনুষ্টুপ্" ইতি শ্রুতেঃ। বিদ্যাঃ মন্ত্রাঃ। ইদং বিদ্যাত্রয়ং মিলিত্বা একাপূর্বজনকং, পৌর্ণমাসযাগত্রিকবৎ, অগ্রিমমন্ত্রেষু অথো ইতি প্রক্রমান্তরসত্ত্বাৎ, তন্ত্রান্তরেঽপি এতৎত্রয়মিতি সমষ্টিবিনিয়োগদর্শনাচ্চ। তেনৈকমন্ত্রলোপে পুনস্ত্রিতয়পাঠঃ, ন তাবন্মাত্রম্॥ ২৮॥

অখণ্ডাদ্যা বলতে কাদের বুঝাচ্ছে এই আকাঙ্ক্ষা থাকায় বললেন—

দুঃখের দ্বারা অসংশ্লিষ্ট-অবিচ্ছিন্ন-আনন্দকারিণী পরসুধাস্বরূপা, ওগো অকুলনায়িকা, এই দ্রব্যে চিতের প্রকাশশক্তি স্থাপন কর। ওগো ক্লিন্নরূপিণী অকুলস্থা অমৃতস্বরূপিণী শুদ্ধজ্ঞানকারিণী পরা, এই দ্রব্যে অমৃতত্ব স্থাপন কর। ওগো তদ্রূপিণী, পরমামৃতাকারা হয়ে চিত্তের একাকারতা সম্পাদন ক'রে আমাতে চিৎস্ফুরণ কর। এইগুলি অনুষ্টুপছন্দে রচিত মন্ত্র॥ ২৮॥

বেদভাষ্যে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বিবৃত হয়েছে বলে সেগুলি বাদ দিয়ে কেবল তান্ত্রিকদের সুখবোধগম্য কয়েকটি মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করব। * * * এখন মন্ত্রার্থ বলা যাক—অকুল মানে দুটি সহস্রদলপদ্ম। সব পদ্মের আধারভূত

ঊর্ধ্বমুখ একটি পদ্ম মূলাধারে অবস্থিত। এটিকে একটি অকুল বলা হয়। যোগিনীতন্ত্রের "অকুলে বিষুসংজ্ঞে চ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেতুবন্ধে বলা হয়েছে, সর্বনিম্নস্থ সহস্রদলপদ্মের উপরে অষ্টদলপদ্ম, তার উপরে ষড়্দলপদ্ম, তার উপরে মূলাধারাদি চক্র। মূলাধারাধঃস্থিত ষড়্দল পদ্ম কুলপদ্ম। তার নিম্নস্থ অষ্টদল ও সহস্রদল পদ্ম সেতুবন্ধের লেখনানুসারে অকুল। :আর ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মও অকুল। ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে—'সুষুম্নার ঊর্ধ্বস্থ কোটিচন্দ্ররশ্মির কান্তির মতো প্রভাযুক্ত অধোমুখ সহস্রদলশোভিত পদ্ম গুরুস্থান। তাকে অকুল বলে জানবে, ... ।'

পরমানন্দতন্ত্রেও আছে—'সাধক প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্রে পূর্বোক্ত অকুলপদ্মান্তর্গত দ্বাদশদল পদ্মে নিজের গুরুর ধ্যান করবে।'

এইভাবে অকুল বলতে দুটি সহস্রদল পদ্ম বুঝায়, এটি সিদ্ধ হলেও প্রস্তুতবিষয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদল পদ্মকেই অকুল বলে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, এই পদ্মই অমৃতস্রাবী। প্রস্তুত বিষয়ে, অকুল অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ যে-পদ্ম তার নায়িকা মানে তার অধিষ্ঠাত্রী, তার সম্বোধনে হল, হে অকুলনায়িকে। 'অখণ্ডঃ' মানে অবিচ্ছিন্ন। 'একরসানন্দকরে' একরস মানে দুঃখের দ্বারা অসংশ্লিষ্ট, যে-আনন্দ, তা করেন অর্থাৎ প্রকাশ করেন, এই রূপা, তার সম্বোধনে। পরসুধাত্মনি—পর মানে উৎকৃষ্ট যে-সুধা ব্রহ্মরন্ধ্রস্থা ও অমৃতকারিণী, তদাত্মা মানে তৎস্বরূপা, সম্বোধনে তদাত্মনি। 'অত্র' মানে দ্রব্যে। 'স্বচ্ছন্দস্ফুরণাং'—স্বচ্ছন্দা মানে স্বতন্ত্রা যে-চিৎ, তার স্ফুরণাং মানে প্রকাশশক্তিকে। 'নিধেহি' মানে স্থাপন কর। 'পরে'—হে পরা, মানে শ্রেষ্ঠা। ক্লিন্নরূপিণি—ক্লিন্নং মানে আর্দ্ররূপ তা এতে আছে, তাই ক্লিন্নরূপিণী, সম্বোধনে ক্লিন্নরূপিণি। এই বস্তুতে অমৃতত্ব 'নিধেহি' মানে স্থাপন কর অর্থাৎ সম্পাদন কর। 'অকুলস্থামৃতাকারে'—অকুল পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, তথায় বিদ্যমান যে-অমৃত, তার আকার অর্থাৎ স্বরূপের মতো স্বরূপ যার অর্থাৎ যে দ্রব্যাভিমানী দেবতার; তার সম্বোধনে। এটি পরার বিশেষণ। 'শুদ্ধজ্ঞানকরে'—স্বরূপজ্ঞানের আবির্ভাবকারিণী। এটিও পরার বিশেষণ। সৌভাগ্যানন্দসন্দোহে 'পরে' পদটিকে সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত ধরে বস্তুর বিশেষণ বলা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কেননা, তাতে দূরান্বয়দোষ হয়। 'তদ্রূপিণি'—তৎ মানে পরব্রহ্ম, তাঁর যে রূপ, তা যাঁর, তিনি তদ্রূপিণী অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপা; সম্বোধনে তদ্রূপিণি। তদ্রূপিণী এখানে বিশেষার্ঘ্যরূপিণী। 'ময়ি' আমাতে। পরামৃতাকারা—পর যে-অমৃত তদাকারা, হয়ে, ঐকরস্যং (সূত্রে আছে ঐকরস্যত্বং) মানে

চিত্তের একাকারতা। 'কৃত্বা' মানে সম্পাদন ক'রে। 'চিৎস্ফুরণং'—স্বরূপপ্রকাশ। 'কুরু' মানে কর। এই হল মন্ত্র তিনটির অর্থ। 'অনুষ্টুভঃ' মানে অনুষ্টুপ্‌ছন্দ-নিবদ্ধ। শ্রুতিতে আছে, "অনুষ্টুপ্‌ দ্বাত্রিংশদক্ষরা"। বিদ্যা মানে মন্ত্র। এই তিন মন্ত্র মিলে পৌর্ণমাসযাগত্রিকের মতো একটি মন্ত্রসমষ্টি হয়েছে, পর পর এক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্র হয় নি। কেননা, পরের সূত্র 'অর্থ' দিয়ে আরম্ভ হওয়ায় ভিন্ন প্রক্রম সূচিত হয়েছে, আর তন্ত্রান্তরেও 'এতৎত্রয়ং' এইরূপে মন্ত্রত্রয়ের সমষ্টিবিনিয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ দ্বারা সূচিত হল একটি মন্ত্র ছুট পড়লে আবার মন্ত্রত্রয়ই পাঠ করতে হবে, কেবলমাত্র যেটি ছুট পড়েছে সেটিই নয়। ২৮।

চতুর্থং অমৃতেশীমন্ত্রমাহ—

অথো বাচং ব্‌লূঁ ঝ্রৌমিতি জুঁ সঃ ইতি চোক্ত্বা অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরি অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহেতি চতুর্থো মন্ত্রঃ ॥ ২৯ ॥

বাচং ঐঁ। ইতি দ্বয়ং চোক্ত্বেতি চ ত্যক্ত্বা শেষং মন্ত্রস্বরূপম্। হে অমৃতে অস্মিন্ দ্রব্যে অমৃতং স্রাবয় ইতি তদর্থঃ। শেষাণ্যমৃতে ইত্যস্য বিশেষণানি। তদর্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ২৯ ॥

চতুর্থ মন্ত্র অমৃতেশীমন্ত্র। তা বলছেন—

তারপর ঐঁ ব্‌লূঁ ঝ্রৌঁ জুঁ সঃ এই বলে অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরি অমৃতবর্ষিণি অমৃত ক্ষরণ করাও ক্ষরণ করাও এবং শেষে স্বাহা বলতে হবে। এটি চতুর্থ মন্ত্র[১] ॥ ২৯ ॥

বাচং ঐঁ। 'ইতি' পদদুটি এবং 'চ ত্যক্ত্বা' এই পদগুলি বাদ দিয়ে বাকী যা থাকবে তা মন্ত্রস্বরূপ। হে অমৃতা, এই দ্রব্যে অমৃত ক্ষরণ করাও, এই হল অর্থ। বাকীগুলি অর্থাৎ অমৃতোদ্ভবে ইত্যাদি অমৃতে পদের বিশেষণ আর তার অর্থও স্পষ্ট। ২৯।

ততঃ পঞ্চমং মন্ত্রমুদ্ধরতি—

বাগ্‌ভবো বদবদ ততো বাগ্‌বাদিনি বাঙ্‌মদনক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় মহাক্ষোভং কুরুযুগলং মাদনং শক্তির্মোক্ষং কুরুকুরু শবে্দা হসচতুর্দশ-

১। মন্ত্রটি এই—ঐঁ ব্‌লূঁ ঝ্রৌঁ জুঁ সঃ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরি অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা।

পঞ্চদশপিণ্ডঃ সহচতুর্দশষোড়শপিণ্ডশ্চেতি পঞ্চমীয়ং বিদ্যৈতাভিঃ অভিমন্ত্র্য জ্যোতির্ময়ং তদর্ঘ্যং বিধায় ॥ ৩০ ॥

বাগ্‌ভবঃ ঐঁ। বাক্ ঐঁ। মদনঃ ক্লীঁ। কুরুযুগলং দ্বিবারং কুর্বিত্যুচ্চার্য। মাদনং ক্লীঁ। শক্তিঃ সৌঃ। চতুর্দশ অচাং চতুর্দশঃ ঔ। পঞ্চদশ অনুস্বারঃ। পিণ্ডঃ সমুদায়ঃ। ষোড়শো বিসর্গঃ। তথা চ মন্ত্রস্বরূপং—ঐঁ বদবদ বাগ্‌বাদিনি ঐঁ ক্লীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় মহাক্ষোভং কুরুকুরু ক্লীঁ সৌঃ মোক্ষং কুরুকুরু হ্‌সৌং স্হৌঃ। ইতীয়ং পঞ্চমী বিদ্যা। এতাভিঃ পঞ্চভিঃ অভিমন্ত্র্য। জ্যোতির্ময়ং নির্দোষং তদর্ঘ্যং বিধায়। এতেন তন্ত্রান্তরোক্তশাপবিমোচনাদিকং অনেনৈব জাতমিতি সূচিতম্ ॥

নন্বু জ্যোতির্ময়মিত্যনেন অয়মভিপ্রায়ঃ কথং নিষ্পাদিত ইতি চেৎ-উচ্যতে। জ্যোতিরিতি প্রকাশাপরপর্যায়ঃ। প্রাচুর্যার্থং ময়ট্। যস্মিন্ প্রকাশে মলমিশ্রত্বং তত্র প্রকাশপ্রাচুর্যং ন সম্ভবতি যথোপরক্তদিবাকরাদৌ। মলনির্গমে সতি তত্রৈব প্রকাশপ্রাচুর্যমনুভূয়তে। এবমেবাদর্শে মুখপ্রকাশকে। তদ্বদত্রাপি দ্রব্যে নানাশাপাদিমলোপহতে জ্যোতির্ময়ত্বং ন সম্ভবতি। প্রোক্তৈকোনশতমন্ত্রৈরভিমন্ত্রণে সতি নিরস্তনিখিলমলং সৎ জ্যোতির্ময়ং ভবতি। তত এব জ্যোতির্ময়ং কৃত্বেত্যুক্তম্। এতেন তন্ত্রান্তরোক্তশাপবিমোচনস্যাপি সমুচ্চয় ইতি কেষাংচিদুক্তিঃ অশ্রদ্ধেয়ৈব ॥

দ্বিপাত্রবিধেঃ মুখ্যত্বসমর্থনম্

এবং যে মহেশ্বরানন্দনাথপ্রভৃতয়ঃ তন্ত্রান্তরে নিত্যপূজায়াং "পূর্ববত্তু ত্রিপাত্রকং" ইতি বচনাৎ সূত্রে ন কর্তব্যমিতি নিষেধাভাবাৎ সূত্রানুসারিভিরপি ত্রিপাত্রং কর্তব্যমিত্যূচুঃ, তান্ প্রতি অয়ং প্রশ্নঃ—সূত্রে ন কর্তব্যমিতি নিষেধাভাবেন ত্রিপাত্রত্বং সাধ্যতে, উত তন্ত্রান্তরে উক্তত্বাৎ, উত স্বসূত্রে নিষেধাভাবে সতি তন্ত্রান্তরে বিদ্যমানত্বেন বা, উত তন্ত্রান্তরে দ্বিপাত্রনিষেধশ্রবণাদ্বা। নাদ্যঃ, "ব্রীহিভির্যজেত" ইত্যত্র ন গোধূমৈরিতি নিষেধাভাবাৎ গোধূমযোগেনাপ্যপূর্বং স্যাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তথা সতি পরশুরামসূত্রোক্তসঙ্গীতমাতৃকাবারাহ্যাদ্যুপাস্তেঃ শ্রীবিদ্যাঽঙ্গত্বেন সৌভাগ্যানন্দসন্দোহে পরেষামপি ঈদৃশাঙ্গত্যাগস্য নির্যুক্তিকত্বাপত্তিঃ। এতেন তৃতীয়পক্ষোঽপি নিরস্তঃ। নাপি চতুর্থঃ। তথা হি যোঽয়ং "তস্মাৎ পাত্রদ্বয়ং দেবি নৈব কুর্যাৎ কদাচন" ইতি নিষেধঃ, যা চ নিন্দা—

আলস্যেনান্যথা বাঽপি কৃত্বা পাত্রদ্বয়ং শিবে।
পূজাফলেন হীনস্তু বিক্রিয়াং লভতে নরঃ ॥

ইতি, ত্রিপাত্রকমিতি বিধিশেষার্থবাদঃ। অন্যথা ত্রিপাত্রবিধিনৈব দ্বিপাত্রব্যাবৃত্তৌ নিষেধস্য নিবৃত্তিরূপফলাভাবেন বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। যদি চ বিধিনা প্রবৃত্তিমাত্রং নিষেধেন চ তদিতরনিবৃত্তিরিত্যুচ্যতে তর্হি "একাদশ প্রযাজান্ যজতি" ইত্যত্র ন দ্বাদশ ন দশ ইতি বাক্যাভাবাৎ দশভির্দ্বাদশভিশ্চ প্রযাজৈরপূর্বং স্যাৎ। তস্মাদ্‌বিধিনৈব দ্বিপাত্রনিবৃত্তৌ নিষেধো ব্যর্থঃ সন্ তচ্ছেষোঽর্থবাদ এব। অর্থবাদস্য স্তুতিমাত্রে তাৎপর্যম্। ন তস্মিন্নিষেধরূপত্বমস্তি। কথং নিষেধেন হেতুনা তন্ত্রান্তরে ত্রিপাত্রত্বসাধনম্॥

কিং চ—এতত্তন্ত্রে কতি পাত্রাণি? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং স্বসূত্রে বিশেষাশ্রবণাৎ তন্ত্রান্তরস্থং 'পূর্ববত্তু ত্রিপাত্রকং' ইতি বচনমেব আকাঙ্ক্ষাপূরকং সৎ ত্রিপাত্রং সাধয়তীতি পরমতম্। তথা সতি দ্বিপাত্রপ্রাপ্তেরেবাভাবেন নিষেধস্য দূরনিরস্তত্বাৎ॥

ন চ অর্থবাদ ইতি বদতস্তব মতে দ্বিপাত্রপ্রাপ্ত্যভাবেন ন দ্বিপাত্রং কুর্যাদিতি বাক্যস্য প্রামাণ্যং কথং চিন্ত্যতে ইতি বাচ্যম্। অর্থবাদঘটকনিষেধস্য প্রাপ্তিপূর্বকত্বমিতি ন নিয়মঃ, তস্য স্বার্থে তাৎপর্যাভাবাৎ। অতোঽপ্রাপ্তার্থনিষেধোঽপি নির্বহতি; যথা—"নান্তরিক্ষে ন দিব্যগ্নিশ্চেতব্যঃ" ইতি,"যদন্তরিক্ষে চিন্বীত অন্তরিক্ষং শুচাঽর্পয়েৎ" ইতি। তাদৃশার্থস্য ন স্বার্থে তাৎপর্যম্, কিং তু প্রাশস্ত্যমাত্রে। তচ্চাবাধিতম্॥

ন বা তন্ত্রয়োঃ পরস্পরং প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ সপ্রমাণঃ, যতো বা প্রাপ্তং নিষিধ্যেত। ন হ্যপ্রাপ্তনিষেধঃ স্বপ্নেঽপি শ্রুতঃ॥

কিং চ—পরপ্রীতয়ে অর্থবাদেঽপি আরোপিতনিষেধত্বমস্তু। তথাঽপি ন তেষাং সমীহিতসিদ্ধিঃ। তথা হি কল্পসূত্রেণ পাত্রদ্বয়প্রাপ্তিঃ, পরমানন্দতন্ত্রেণ তন্নিষেধঃ, তথা সতি তন্ত্রয়োঃ সমবলত্বেন গ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্প এব স্যাৎ। নিষেধশাস্ত্রস্যৈব স্বরুচ্যা প্রাবল্যাঙ্গীকারে গ্রহণপক্ষস্তত্যন্তং বাধ্যতে। বিকল্প এব ন স্যাৎ। দ্বিপাত্রপ্রয়োগোঽশাস্ত্রীয়ঃ ইতি বদতাং মহেশ্বরানন্দনাথাদীনাং বিকল্পো ন হীষ্টঃ। স চ দুষ্পরিহারঃ॥

ন চ—পরশুরামসূত্রে ন কণ্ঠরবেণ দ্বিপাত্রং কর্তব্যমিত্যুক্তম্, কিং তু পাত্রদ্বয়প্রয়োগস্থপাঠানুসারেণ কল্প্যো বিধিঃ। "তস্মাৎ পাত্রদ্বয়ং দেবি নৈব কুর্যাৎ" ইতি প্রত্যক্ষো নিষেধঃ। তথা প্রত্যক্ষেণানুমানিকং বাধ্যতে। গ্রহণাগ্রহণস্থলে উভয়ং প্রত্যক্ষমিতি বিকল্পো যুক্তঃ। প্রকৃতে ন তথা, বৈষম্যাৎ, —ইতি বাচ্যম্। অগ্নীষোমীয়পশৌ অধ্রিগুপ্রৈষে "ষড়্বিংশতিরস্য বঙ্ক্রয়ঃ" ইতি মন্ত্রোঽস্তি। তত্র বঙ্ক্রয়ঃ পার্শ্বাস্থীনি অস্য পশোঃ ষড়্বিংশতিরিতি

তদর্থঃ। অয়ং মন্ত্রঃ অশ্বমেধে অগ্নীষোমীয়বিকৃতিত্বাৎ অতিদেশেন প্রাপ্তঃ। তথা সতি অশ্বমেধে "চতুস্ত্রিঁ্শদ্বাজিনো দেবৰন্ধোঃ" ইতি মন্ত্রান্তরমস্তি। তেন মন্ত্রলিঙ্গেন অশ্বস্য পার্শ্বাস্থীনি চতুস্ত্রিংশৎ ইতি সিদ্ধম্। তৎসিদ্ধৌ "ষড়্বিংশতিরস্য বঙ্ক্রয়ঃ" ইতি মন্ত্রে ষড়্বিংশলিঙ্গবিরোধে তৎস্থানে "চতুস্ত্রিঁ্শদস্য বঙ্ক্রয়ঃ" ইত্যূহঃ প্রাপ্তঃ। এবং সতি অশ্বমেধপ্রকরণে পুনরেবং শ্রূয়তে—"ন চতুস্ত্রিঁ্শদিতি ব্রূয়াৎ, ষড়্বিঁ্শতিরিত্যেব ব্রূয়াৎ" ইতি। অত্র চতুস্ত্রিংশদিত্যূহশাস্ত্রস্যানুমানিকত্বাৎ তং বাধিত্বা ন চতুস্ত্রিংশৎ ইতি নিষেধো নিত্যং প্রবর্ততে ইতি পূর্বপক্ষমুক্ত্বা তদুত্তরং যত্রানুমানিকো বিধিঃ নিষেধশ্চ প্রত্যক্ষঃ তত্র দ্বয়োরপি সমবলত্বমঙ্গীকার্যম্। তথা হি—প্রবলদুর্বলভাবো হি ন বস্তুনি স্বাভাবিকঃ কুত্রচিদস্তি, কিং ত্বাকাঙ্ক্ষায়াং শীঘ্রোপস্থিতিবিলম্বোপস্থিতিপ্রযুক্তঃ। যথা বিকৃতৌ কর্মবিশেষে প্রকৃতিতো বেদ্যাস্তরণং প্রাপ্তম্। তত্র কেন বেদ্যাস্তরণং কার্যং ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সাধনবোধকং পদং যদি ন স্যাৎ তদা প্রাকৃতবেদ্যাস্তরণসাধনং স্মৃত্বা কুশান্ বুদ্ধৌ আরোপ্য পশ্চাৎ প্রকৃতিবৎ কুশৈরাস্তরণং কর্তব্যমিতি আনুমানিকশব্দকল্পনয়া আকাঙ্ক্ষা পূরণীয়া। ততোঽপি ঝটিতি "শরময়ং বর্হির্ভবতি" ইতি প্রত্যক্ষবাক্যেনোপস্থিতশরৈঃ আকাঙ্ক্ষাশান্তৌ বোধকশাস্ত্রস্য তদংশে আকাঙ্ক্ষাবিরহাৎ দুর্বলত্বম্। প্রকৃতে "ন চতুস্ত্রিঁ্শদিতি ব্রূয়াৎ" ইতি নিষেধস্য প্রাপ্তিসাপেক্ষত্বাৎ "চতুস্ত্রিঁ্শদ্বাজিনঃ" ইতি লিঙ্গেন পূর্বং বিধিকল্পনানন্তরং বিধিমনুসৃত্য প্রবৃত্তং পুরুষং নিবর্তয়িতুং নিষেধঃ পশ্চাৎ প্রবৃত্তঃ। [1]ন কুশশাস্ত্রাৎ পূর্বং শরশাস্ত্রমিব নিষেধঃ বিধিকল্পনাৎ পূর্বং প্রবৃত্তিক্ষমঃ। অত ঈদৃশস্থলে আনুমানিকবিধিপ্রত্যক্ষনিষেধয়োঃ তুল্যবলত্বাদ্বিকল্প এবেতি নবমে তুরীয়পাদে সিদ্ধান্তিতং জৈমিনিতন্ত্রে। প্রকৃতেঽপি তথা তুল্যবলত্বাদ্বিকল্পো দুষ্পরিহারঃ॥

যদি চ সূত্রে পাত্রদ্বয়েতিকর্তব্যতাসহিতস্থাপনকথনেন প্রয়োগবিধৌ দ্বিপাত্রবিধির্ন কল্প্যতে, তন্ত্রান্তরানুসারেণ পাত্রদ্বয়কথনং তৃতীয়স্যাপ্যুপলক্ষকমিতি কল্প্যতে, তদা সর্বেষ্বপি তন্ত্রেষু ত্রিপাত্রপ্রয়োগস্যৈব তন্ত্রাভিমতত্বেন দ্বিপাত্রপ্রবর্তকাভাবেন দ্বিপাত্রবিধেঃ শশশৃঙ্গসমত্বেন তন্নিষেধস্যাপি তাদৃশত্বেন তেন হেতুনা কথং ত্বৎসমীহিতসিদ্ধিঃ। সেয়ং উভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ। তস্মাৎ কল্পসূত্রযোগিনীতন্ত্রানুসারিভিঃ দ্বিপাত্রপ্রয়োগো নিশ্শঙ্কমনুষ্ঠেয়ঃ॥

যত্তু পরমানন্দতন্ত্রটিপ্পণ্যাং সৌভাগ্যানন্দসন্দোহসংজ্ঞিকায়াং একোনবিং-

---

১। অতঃ যমুপজীব্য প্রবৃত্তঃ তমত্যন্তং বাধিতুমসমর্থস্সন্ পক্ষে বাধতে। অত ঈদৃশস্থলে —ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

শোল্লাসে পঞ্চদশশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে—ননু পরশুরামসূত্রবামকেশ্বরাদিতন্ত্রেষু প্রোক্তপাত্রদ্বয়ং বিরুধ্যেত ইতি চেচ্ছৃণু। অগ্রিমোল্লাসে অনুকল্পপূজায়াং পাত্রদ্বয়স্য সুস্পষ্টং বক্ষ্যমাণত্বাৎ অনুকল্পপূজাপরং পরশুরামসূত্রাদিতন্ত্রম্। অতএব তত্র শাপমোচনমন্ত্রাণামভাব ইতি সুবচম্। অথবা—আত্মযোগাভ্যাসিপরম্। অতএব ত্রিপুরার্ণবে "আত্মযোগপরাণাং তু নাঙ্গলোপেন হীয়তে[১]" ইতি। অতএব শ্রীভাস্কররায়ৈঃ একপাত্রাদিসংক্ষেপপূজনং অভ্যাসশীলানামিতি সেতুবন্ধে নিরূপিতম্। অথবা পরমাপৎপক্ষো বা। তদুক্তং তন্ত্রে—

প্রত্যক্ষযুগ্মপাত্রং বৈ কৃত্বা শাপমবাপ্নুয়াৎ।
ক্বচিন্ময়ৈবোপদিষ্টঃ পরমাপত্তিকালিকঃ॥

—ইতি মহেশ্বরানন্দনাথাঃ পক্ষত্রয়মূচুঃ, তচ্চিন্ত্যম্॥

পরশুরামসূত্রোক্তসরণির্মুখ্যা ন মিলতি। তথা প্রতিনিধিস্বীকারপক্ষ ইতি প্রথমপক্ষে "তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ তৈরর্চনং গুপ্ত্যা" ইতি, "তদ্বদাদিমং সংশোধ্য" ইতি "আদিমবিন্দুং দত্বা" ইতি "পূরয়িত্বা আদিমং" ইতি "মপঞ্চকেন সন্তর্প্য" ইতি প্রভৃতীনাং শতাবধিবাক্যানাং সূত্রস্থানাং কুণ্ডলপ্রক্ষেপ এব স্যাৎ। কিং চ—"মপঞ্চকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ" ইতি সূত্রেণ নিত্যপূজায়াং মপঞ্চকস্য মুখ্যত্বং সুস্ফুটম্। এবং সতি সূত্রমনুকল্পপরমিতি লেখঃ পূর্বোত্তরসূত্রাপরিশোধনমূলঃ প্রামাদিক ইতি হেয় এব॥

কিং চ—এতৎপক্ষস্য সাধকতয়া শাপমোচনাভাবো হেতুত্বেনোপন্যস্তঃ। স তু অত্যন্তনির্মূলকোঽসঙ্গতশ্চ। তথাহি—শাপবিমোচনং নাম কিং পূর্বং কৃষ্ণং স্থিতং যৎ তস্যানন্তরক্রিয়য়া শুক্লত্বসম্পাদনরূপং দৃষ্টং ফলং, কিং বা সন্মার্গাদিনা স্রুক্স্রুবাদৃষ্টং যাগসাধনশরীরং উৎপদ্যত ইতি। নাদ্যঃ, শাপমোচকমন্ত্রসহস্রাবৃত্ত্যাঽপি পূর্বরূপপরাবৃত্ত্যাদর্শনাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ,

ক্বচিত্তন্ত্রেষু বিস্তারঃ ক্বচিত্তন্ত্রেষু সংগ্রহঃ।
একং তন্ত্রং সমাশ্রিত্য সম্যক্কর্ম কৃতং তথা॥
সর্বং তেন কৃতং রামে[২] তচ্চ শ্রীগুরুমার্গতঃ॥

ইতি ত্রিপুরারহস্যবচনেন

বহ্বল্পং বা স্বগৃহ্যোক্তং যস্য যাবৎ প্রকীর্তিতম্।
তস্য তাবতি শাস্ত্রার্থে কৃতে সর্বঃ কৃতো ভবেৎ॥

ইতি বোধায়নস্মৃতিপ্রমাণেন চ আদিমদ্রব্যে যাবদুক্তসংস্কারৈরেব

১। নাঙ্গলোপো ন বাধিতঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। বাম ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

যাগজনকস্বরূপলাভে শাপবিমোচনমন্ত্রাণাং তত্রাপ্রযোজকত্বাৎ কথমনেন হেতুনা সূত্রং প্রতিনিধিপরং সিধ্যেৎ। কিং চ—মুখ্যাভাবে প্রতিনিধিস্বীকারে মুখ্যধর্মা যাবন্তঃ প্রতিনিধৌ প্রবর্তন্তে, যথা ব্রীহ্যভাবে নীবারে যাবদ্‌ব্রীহিধর্মাঃ, যথা বা সোমাভাবে পূতীকেষু যাবৎসোমধর্মাঃ, তত্র উহোঽপি নাস্তীতি সাধিতং জৈমিনিতন্ত্রে। অনুতিষ্ঠন্তি চ তথৈব শিষ্টাঃ। এবং সতি প্রতিনিধৌ শাপবিমোচনমন্ত্রাভাবঃ কেন বার্যতে। ইত্থং চ বহ্বাবনুষ্ঠত্ববদত্যন্তাসিদ্ধহেতুং প্রযুঞ্জানাস্তে স্বাবিদ্বত্তাং সুস্ফুটং প্রকটয়ামাসুঃ॥

নাপি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ সাধুঃ। তথা হি—দীক্ষাঽদ্যারভ্য নিখিলপরশুরাম-সূত্রপ্রতিপাদিতং কর্ম যোগাভ্যাসিপরং, উত পূজামাত্রম্। নাদ্যঃ, দীক্ষাতঃ প্রাক্ যোগাভ্যাসিত্বং ন সম্ভবতি। "অদীক্ষিতানাং পুরতো নোচ্চরেচ্ছিবপদ্ধতিম্" ইতি নিষেধেন তান্ত্রিকসিদ্ধান্তশ্রবণাভাবেন শ্রবণমৃতে যোগাসম্ভবেন যোগাভ্যাসি-নামিয়ং দীক্ষেতি বক্তুমশক্যত্বাৎ। দ্বিতীয়ে—ঈদৃশাভ্যাসী এতত্তন্ত্রবিহিতপূজা-কর্তা কিমেতত্তন্ত্রোক্তদীক্ষাবান্ উত তন্ত্রান্তরেণ দীক্ষিতস্য কালেন স্বতন্ত্রানুষ্ঠানেন পরিপক্কচিত্তস্যৈব এতৎসূত্রোক্তপূজায়ামধিকারো বা। নাদ্যঃ, দীক্ষাঽব্যবহিতোত্তর-ক্ষণে ন ভবদভিমতধ্যানসিদ্ধিঃ। অয়মনুভূয়তে সর্বৈঃ। ইত্থং চ সূত্রানুসারেণ দীক্ষাং সম্পাদ্য অযোগিত্বেনৈতত্তন্ত্রোক্তপূজানধিকারাৎ তন্ত্রান্তরাশ্রয়ণং পূজাঽর্থং কর্তব্যম্।

তর্হি—

স্বশাস্ত্রে বর্তমানো যঃ পরশাস্ত্রং নিষেবতে।
ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি স্বশাস্ত্রমবমন্যতে॥

ইতি নিষেধোল্লঙ্ঘনম্। কিং চ—দীক্ষোত্তরং মহাবিদ্যাঽঽরাধনপ্রত্যূহা-পোহায় গাণনায়কীং পদ্ধতিমামৃশেৎ ইতি সূত্রেণ ললিতোপাস্তিবিঘ্ননাশ-সাধনত্বং গণপত্যুপাস্তেরুক্তম্। ললিতোপাস্ত্যনন্তরং হি তৎসাধ্যশ্চিত্তপরিপাকঃ ততো নিরুক্তযোগঃ। তদনন্তরং দ্বিপাত্রপ্রযোগে অধিকারো বাচ্যঃ। স ন সম্ভবতি গণপত্যুপাস্তেঃ বিঘ্নসমানকালিকত্বেন তদানীং নিরুক্তযোগাভাবাদপি গণপত্যুপাস্তৌ দ্বিপাত্রকথনাৎ তত্রাবশ্যং দ্বিপাত্রপ্রয়োগোঽঙ্গীকার্যঃ। ইত্থং চ তত্র ব্যভিচরিতাধিকারস্য অন্যত্রাপি কল্পনং কেন প্রতিবদ্ধম্, সকৃদ্‌ব্যভি-চরিতায়াঃ স্ত্রিয়ঃ কিমপরত্র বস্ত্রাবগুণ্ঠনেনেতি ন্যায়াৎ।

ন চ—যশ্চাযোগী তেন গণপত্যুপাস্তিং ত্যক্ত্বা কেবলললিতোপাস্তিরেব তন্ত্রান্তরমনুসৃত্য যোগসিদ্ধিপর্যন্তং অনুষ্ঠেয়া ন গণপত্যুপাস্তিঃ, অথবা গণপত্যু-পাস্তাবপি তন্ত্রান্তরমাশ্রীয়তাং—ইতি বাচ্যম্। তথা সতি "এবং গণপতিমিষ্ট্বা

বিধূতসমস্তবিঘ্নব্যতিকরঃ শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ শ্রীললিতায়াঃ ক্রমমারভেত" ইতি সূত্রেঽপি অপ্রামাণ্যং বক্তব্যং স্যাৎ। সূত্রে গণপত্যুপাস্তিপাঠবৈয়র্থ্যম্—ন ললিতোপাস্তেঃ পূর্বমনুষ্ঠানং অযোগিত্বেন তস্য তদাঽনধিকারাৎ। ললিতোপাস্ত্যা ফলসিদ্ধ্যনন্তরমপি অপ্রযোজকত্বাৎ অননুষ্ঠেয়ম্। এবং চ বৈয়র্থ্যং দুর্নিবারম্॥

ন চ—দ্বিপাত্রনিষেধস্য ললিতাপ্রকরণস্থত্বাৎ তত্রৈবাযোগিনামনধিকারঃ। অন্যত্রাস্ত্যেব দ্বিপাত্রপ্রয়োগেঽধিকারঃ নিষেধাভাবাৎ ইতি—বাচ্যম্; শ্রীললিতায়া মহাযাগানুষ্ঠানাবসরে নির্বিঘ্নতাসিদ্ধয়ে পরশুরামসূত্রানুসারেণ নিখিলগণপত্যুপাস্তিং বিধায় পাত্রাসাদনকালে দ্বিপাত্রপ্রয়োগং পরিত্যজ্য ত্রিপাত্রপ্রয়োগমনুসরতাং মহেশ্বরানন্দনাথানাং এতৎপক্ষস্যাননুমতত্বাৎ। নাপি তন্ত্রান্তরেণ দীক্ষিতস্য স্বতন্ত্রানুষ্ঠানেন পরিপক্কচিত্তস্য সূত্রোক্তপূজায়ামধিকার ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। তথা সতি সূত্রে দীক্ষাপাঠবৈয়র্থ্যাৎ। এবমেতৎপক্ষসাধকত্বেন ত্রিপুরার্ণববচনম্ "আত্মযোগপরাণাং তু নাঙ্গলোপেন হীয়তে" ইত্যলিখৎ। তদতীব মন্দম্। যোগাভ্যাসিনামঙ্গলোপো ন দোষায়েতি তদর্থঃ। যোগিরূপাধিকারিবিশেষং উদ্দিশ্য সূত্রোক্তদ্বিপাত্রবিধিরিতি সিদ্ধান্তস্তদীয়ঃ। এবং চ যোগিপ্রয়োগে তৃতীয়পাত্রস্য বৈশ্যকর্তৃকদশপূর্ণমাসসম্বন্ধিসামিধেন্যাং পাঞ্চদশ্যস্যেবানঙ্গত্বাদঙ্গলোপ এব নাস্তি। এবং সত্যঙ্গলোপে দোষো নাস্তীতি স্বমতসাধকত্বেন হেতুকথনং বন্ধ্যাপুত্রস্য স্বকার্যসাধকত্বেন গ্রহণবদেব ভবতি। যা চৈতদ্বিষয়ে একপাত্রাদিসঙ্ক্ষেপপূজনমভ্যাসশীলানামিতি সেতুবন্ধলেখসম্মতির্দর্শিতা, সাঽপ্যসিদ্ধা। সেতুবন্ধে ঈদৃশী পঙ্ক্তিঃ ন কুত্রাপ্যস্তি। প্রত্যুত দ্বিপাত্রপ্রয়োগ এব ব্যবস্থাপিতঃ। তথা হি—পূর্বচতুশ্শতীসম্বন্ধিনঃ

> হেমাদিপাত্রে সাধারে স্থাপয়েদর্ঘ্যমঞ্জসা[১]।
> রোচনাচন্দ্রকাশ্মীরলঘুকস্তূরিকাযুতম্॥
> ভাবয়েদ্বহ্নিসূর্যেন্দুভূতানি পরমেশ্বরি।
> জপেচ্চ দশবারং তত্তর্পয়েত্তেন যোগিনীঃ॥

ইতি শ্লোকদ্বয়স্য ব্যাখ্যানাবসরে ইদং পূর্বতন্ত্রস্থবচনং সামান্যার্ঘ্যপরং, উত্তরতন্ত্রস্থং "শ্রীচক্রস্যাত্মনশ্চৈব মধ্যে ত্বর্ঘ্যং প্রতিষ্ঠয়েৎ" ইতি বিশেষার্ঘ্যপরং, তদন্তে "তথৈবার্ঘ্যং বিশেষেণ সাধয়েৎ সাধকোত্তমঃ" ইতি গুরুপাত্রাত্মপাত্রান্যতরপরমিতি প্রাচীনব্যাখ্যাং নিরস্য পূর্বতন্ত্রস্থবচনমেব বিশেষার্ঘ্যপরমিত্যপি

১। মম্বুনা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

মতান্তরং নিরস্য পূর্বতন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যবিধিঃ উত্তরতন্ত্রস্থেন শ্রীচক্রস্যাত্মনশ্চেতি বচনেন তস্যৈব দেশকালবিধিঃ "তথৈবার্ঘ্যং বিশেষেণ" ইতি পূর্বধর্মাতিদেশ-সহিতবিশেষার্ঘ্যবিধিরিতি ব্যবস্থাপ্যোপসংহারসময়ে "তস্মাদেতত্তন্ত্রানুসারেণ দ্বয়োরেব স্থাপনমিষ্টং" ইতি দ্বিপাত্রব্যবস্থামাত্রং শ্রীভাস্কররায়াশ্চক্রুঃ। (সা চ অস্মাকমনুগুণা পরেষামননুগুণা চ)।' যোগিনামেবায়ং প্রয়োগঃ ইতি নোচুঃ॥

যত্তু—সেতুবন্ধে স্থলান্তরে তন্ত্রান্তরেষু যোগিনীতন্ত্রস্যোত্তরচতুঃশতীবদন্ত-র্যাগপ্রপঞ্চস্যাভাবাৎ তন্ত্ররাজস্যাপ্যেতৎসাপেক্ষত্বাদত্যুত্তমং এতত্তন্ত্রং, এতৎ-সাপেক্ষত্বং চ তন্ত্ররাজে—"নিত্যাহৃদয়সংপ্রোক্তস্ফুটোপায়েন ভাবয়েৎ" ইতি কথনাৎ। নিত্যাহৃদয়মেতদুত্তরতন্ত্রনাম। অত্র বহির্যাগাঙ্গানামল্পানাং কথনেঽপি অন্তরঙ্গোপাস্তিদার্ঢ্যশীলানাং তাবতৈব পরিপূর্তিসম্ভবাৎ ইতি কল্প্যত ইতি লিখিতত্বাৎ। মতদ্বয়খণ্ডনপূর্বকপূর্বলিখিতৈতত্তন্ত্রানুসারেণ দ্বয়োরেব স্থাপন-মিষ্টং ইতি বাক্যে এতৎপদং উত্তরচতুঃশতীপরম্। উত্তরচতুঃশত্যাং তু শুদ্ধান্তঃকরণস্যৈবাধিকারাৎ তেষাং প্রয়োগ পাত্রদ্বয়মিতি সিদ্ধান্তঃ সমীহিতঃ। এতদভিপ্রায়েণৈবাস্মাকং সেতুবন্ধসম্মতিলেখোঽপীতি—তদপি ন। তথা সতি উত্তরতন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যোদকোৎপত্তিবিধ্যভাবেন কেবলমুত্তরচতুঃশতীতন্ত্রেণৈবানু-তিষ্ঠতাং বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্যৈবাসাদনং প্রসক্তং, ন পাত্রদ্বয়স্য। তথা চোপসংহার-বাক্যে এতত্তন্ত্রানুসারেণ দ্বয়োঃ স্থাপনমিষ্টমিতি বাক্যং বিরুধ্যত এব। তস্মা-দেতত্তন্ত্রপদেন পূর্বোত্তরচতুঃশতীমেকীকৃত্য সমগ্রতন্ত্রানুযায়িনামিত্যে-বাভিপ্রায়ঃ। অতএব সামান্যার্ঘ্যস্য পূর্বচতুঃশত্যামুৎপন্নস্য বিনিয়োগোঽ-ষ্টমপটলে বক্ষ্যতীতি সেতুবন্ধলেখশ্চ সংগচ্ছতে। এতেন পূর্বোত্তরতন্ত্রোক্তমেক-মেবেতি স্পষ্টম্। ঈদৃশী পূজা অপরিপক্কচিত্তস্যাপি প্রাপ্তা, তদনুসারেণ পাত্রদ্বয়ং দুর্নিবারম্॥

যশ্চ বহির্যাগাঙ্গানামল্পানাং কথনেঽপ্যন্তরঙ্গোপাস্তিশীলানাং তাবতৈব পরিপূর্তিরিতি সেতুবন্ধলেখঃ স নৈতত্তন্ত্রানুসরিপরঃ। কিং তু তন্ত্ররাজানুসারেণ পূর্বমুপাস্তিং কুর্বতঃ কালেন চিত্তশুদ্ধিপূর্বকভাবনায়াং সম্পন্নায়াং "ইত্থং কুর্বন্ হি সততং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ" ইতি বচনে সাঙ্গবহির্যাগস্য সততমিত্যনেন তদুত্তরমপি যাবজ্জীবং সাঙ্গোপাস্তিপ্রাপ্তৌ তদ্বাধকমিদং "নিত্যাহৃদয়সংপ্রোক্ত-স্ফুটোপায়েন ভাবয়েৎ" ইতি। নিত্যাহৃদয়মুত্তরচতুঃশতী, তত্র প্রোক্তো যঃ স্ফুটঃ উপায়ঃ বহির্যাগানুষ্ঠানপূর্বিকা ভাবনা, তাং কুর্যাদিতি তদর্থঃ—তন্ত্ররাজে বহির্যাগাঙ্গানাং বহুত্বাৎ যোগাভ্যাসং চিকীর্ষতাং তদনুষ্ঠানপূর্বকযোগাভ্যাসে

কালাভাবেন কানি হেয়ানি কানি সংগ্রাহ্যাণি ইতি বিচিকিৎসায়াং যোগমভ্যসিষোঃ যাবজ্জীবপ্রাপ্তুতন্ত্ররাজোক্তযাবদঙ্গকলাপানুষ্ঠানং ন কর্তব্যম্, কিং তু উত্তরচতুশ্শত্যুক্তাল্পাঙ্গকলাপেনৈব বহির্যাগং সম্পাদ্য ভাবনাং কুর্যাৎ, তাবতৈব তস্য পরিপূর্তিরিতি কল্প্যত ইতি তন্ত্ররাজানুযায়িনঃ উত্তরচতুশ্শতীধর্মপ্রাপ্ত্যভিপ্রায়কঃ। নৈতাবতা নিখিলং তন্ত্রং যোগাভ্যাসিপরমিতি ব্রহ্মাপি সাধয়িতুং শক্নোতি। তথা সতি তন্ত্ররাজবচনে নিত্যাহৃদয়েত্যনেন উত্তরচতুশ্শত্যা এব যোগাভ্যাসিপরত্বকথনাৎ পূর্বচতুশ্শতীপাঠবৈয়র্থ্যাৎ। অতস্তন্ত্ররাজবচনেন পরিপক্কচিত্তানাং যোগাভ্যাসদক্ষাণাং উত্তরচতুশ্শত্যুক্তমেকং পাত্রং বিশেষার্ঘ্যরূপং সমষ্টিমন্ত্রেণ পূজনম্। অপরিপক্কচিত্তানাং যোগিনীতন্ত্রানুসারিণাং পূর্বোত্তরচতুশ্শতীমেকীকৃত্য দ্বিপাত্রপ্রয়োগ ইতি সেতুবন্ধাভিপ্রায়তত্ত্বম্। এবমেব সূত্রানুযায়িনামিত্যলং পল্লবিতেন॥

নাপি পরমাপৎপক্ষো বেতি তৃতীয়ঃ পক্ষঃ। তথা হি তৃতীয়পক্ষসাধকং যদ্বচনং—

প্রত্যক্ষে যুগ্মপাত্রং বৈ কৃত্বা শাপমবাপ্নুয়াৎ।
ক্বচিন্ময়ৈবোপদিষ্টঃ পরমাপত্তিকালিকঃ॥

ইতি লিখিতং তৎ কিং "যোপগুরেত্তং শতেন যাতয়াৎ" ইতিবচ্ছাপরূপানিষ্টসাধনত্বং দ্বিপাত্রে জ্ঞাপয়তি উত্তরার্ধস্তচ্ছেষোঽর্থবাদঃ, উত পূর্বার্ধেনানিষ্টসাধনত্বং উত্তরার্ধেন আপত্তৌ অভ্যনুজ্ঞা চেতি দ্বয়মুচ্যতে, অথবা কেবলমভ্যনুজ্ঞাপর এব বা সর্বোঽপি শ্লোকঃ। নাদ্যঃ, উত্তরার্ধস্য অর্থবাদরূপস্য কেবলস্ততৌ তাৎপর্যেণাপত্তিকালে অভ্যনুজ্ঞাপকত্বাসম্ভবাৎ স্বোক্তপক্ষাসিদ্ধেঃ। কিং চ—দ্বিপাত্রে অনিষ্টসাধনত্বং প্রতিপাদয়ন্ দ্বিপাত্রে প্রবৃত্তং পুরুষং নিবর্তয়তি ইতি বাচ্যম্। তত্র দ্বিপাত্রপ্রয়োগে প্রবৃত্তিসাধনং রাগো বা তন্ত্রান্তরং বা। নাদ্যঃ, ত্রিপাত্রং কর্তব্যমিতি বিধিসত্ত্বে অঙ্গলোপাদ্ভীতস্য শ্রদ্ধাবতঃ দ্বিপাত্রে রাগো ন কদাঽপি সম্ভবতি। ন দ্বিতীয়ঃ, বিকল্পো দুষ্পরিহারঃ ইতি প্রাগেব দত্তোত্তরত্বাৎ। এতেন দ্বিতীয়পক্ষঃ প্রত্যুক্তঃ। তস্মাৎ অগত্যা যস্মিংস্তন্ত্রে ইদং বচনং পঠিতং তত্র ত্রিপাত্রবিধিঃ স্যাদেব। তচ্ছেষঃ পূর্বার্ধোঽর্থবাদঃ। উত্তরার্ধেন ত্রিপাত্রবিধিতন্ত্রানুযায়িনাং পরমাপত্তৌ স্বান্যতন্ত্রোক্তদ্বিপাত্রপ্রয়োগগ্রহণমভ্যনুজ্ঞাতম্।

অনৃতং ন বদেদ্বিদ্বাননৃতং ধর্মনাশনম্।
প্রাণসংশয় আপন্নে ত্বনৃতং নৈব দুষ্যতি॥

ইতিবৎ তৃতীয়পক্ষ এব সাধুঃ। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টীকৃতো বোধয়নাচার্যৈঃ—

স্বশাস্ত্রে বিদ্যমানে যঃ পরশাস্ত্রেণ বর্ততে।
ভ্রূণহত্যাসমং তস্য স্বশাস্ত্রমবমন্যতঃ॥
আর্ষেয়স্য স্বশাস্ত্রস্য প্রদেশাস্তদ্গু [পরশাস্ত্রগু) ণৈস্সহ।
কর্মণাং প্রবিচারা [র্যা] র্থমাপৎসু চ সমাপন্নয়াৎ॥ ইতি॥

অস্যোদাহরণং ভবস্বামিনা দর্শিতম্। যথা তৃতীয়সবনে "সৌম্যং তন্ত্রং তূষ্ণীং" ইতি শালিকিশাখায়াম্, "দর্শপূর্ণমাসবৎ সর্বং" ইতি শাখাঽন্তরে। স্বস্বশাখিভিঃ যথোক্তমনুষ্ঠেয়ম্। আপত্তৌ তু সর্বৈরপি তূষ্ণীমিতি। ইত্থং চ ত্র্যা [দ্ব্যা] দিপাত্রাণামাপৎকালে অভ্যনুজ্ঞাপকং শাস্ত্রং কথং আ [অন্য] পন্নপরমিতি ব্যবস্থাপয়েৎ। তস্মান্ন কিঞ্চিদেতৎ। পরশুরামসূত্রযোগিনীতন্ত্রানুসারিভিঃ নিঃশঙ্কং দ্বিপাত্রাসাদনমেব কর্তব্যম্॥

নন্ তন্ত্রান্তরস্থদ্বিপাত্রদূষকবচনানাং বিধিশেষার্থপরত্বং ব্যবস্থাপ্য সূত্রানুসারিভিঃ দ্বিপাত্রপ্রয়োগ এব কার্যঃ তন্ত্রান্তরস্পর্শো ন কার্যঃ ইতি প্রতিজ্ঞায়াং "তন্ত্রানুক্তং সূচিতং চ তথাঽন্যেষ্বপি দূষিতম্" অন্যতন্ত্রাৎ গ্রাহ্যং ইতি বিধ্যুদাহরণং কিমিতি চেৎ—শৃণু। অস্যৈব বচনস্যাব্যবহিতপূর্বং,

ক্বচিত্তন্ত্রেষু বিস্তারঃ ক্বচিত্তন্ত্রেষু সংগ্রহঃ।
একং তন্ত্রং সমাশ্রিত্য সম্যক্কর্মকৃতে তথা।
সর্বং তেন কৃতং রাম তচ্চ শ্রীগুরুমার্গতঃ॥

ইত্যনেন পূজাঽঙ্গানাং পূজাঽনঙ্গভূতানাং যাবৎকর্মণাং স্বতন্ত্রানুক্তানাং নিবৃত্তৌ কথিতায়াং "তন্ত্রানুক্তং সূচিতং চ" ইত্যনেন কেষাংচিৎ পূজাঽঙ্গানাং গ্রহণম্, "তথাঽন্যেষ্বপি দূষিতং" ইত্যনেন পূজাঽনঙ্গভূতানাং কেষাংচিদকরণে অতিনিন্দা, শ্রূয়তে। যথা সহস্রনামপাঠঃ। তস্যাননুষ্ঠানে—

অকীর্তয়ন্নিদং স্তোত্রং কথং ভক্তো ভবিষ্যতি।
অপঠন্নামসাহস্রং প্রীণয়েদ্যো মহেশ্বরীম্॥
স চক্ষুষা বিনা রূপং পশ্যেদেব বিমূঢ়ধীঃ।
রহস্যনামসাহস্রং মুক্ত্বা যঃ সিদ্ধিকামুকঃ॥
স ভোজনং বিনা নূনং ক্ষুন্নিবৃত্তিমভীপ্সতি॥

ইত্যাদিবচনৈঃ অপাঠেঽপি নিন্দা শ্রূয়তে। তত্তন্ত্রান্তরস্থমবশ্যং গ্রাহ্যম্। অত্রৈব ত্রিপুরারহস্যবচনাভিপ্রায়ঃ। "স্বতন্ত্রেণাবিরুদ্ধং তু যাবদন্যৎ সমাচরেৎ" ইতি পূর্বলিখিততন্ত্রান্তরবচনস্যাপ্যত্রৈব তাৎপর্যম্, ন তু একপ্রয়োগাঙ্গেষু তন্ত্রান্ত-

রাশ্রয়ণম্। প্রয়োগাঙ্গেষু সূচিতং আকাঙ্ক্ষিতং চ মুক্ত্বা তন্ত্রান্তরস্থস্য ঈষদপি প্রবেশো নাস্তীতি পরমসিদ্ধান্তঃ। অতএব শ্রীভাগবতেঽপি

যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে॥

ইতি ইয়মেবার্থমাহ। অস্য শ্লোকস্য "স্বধর্মানুষ্ঠানানন্তরং ধর্মভূয়স্ত্বার্থমপি পরধর্মো নানুষ্ঠেয়ঃ অনুপযোগাদিত্যাহ—স্বভাবেতি" ইতি শ্রীধরস্বাম্যবতরণম্। এতেন শ্লোকো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩০॥

ঐঁ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি ঐঁ ক্লীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু ক্লীঁ সৌঃ মোক্ষং কুরু কুরু শব্দ যোগ করতে হবে। তার পর যোগ করতে হবে হ্সৌং স্হৌঃ। এইটি পঞ্চমী বিদ্যা। এই পঞ্চবিদ্যা বা মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে সেই অর্ঘ্যের জ্যোতির্ময়ত্ব বিধান করতে হবে॥ ৩০॥

বাগ্‌ভবঃ অর্থাৎ ঐঁ। বাক্ অর্থাৎ ঐঁ। মদনঃ অর্থাৎ ক্লীঁ। কুরুযুগলং মানে দুবার কুরু শব্দ, উচ্চারণ ক'রে। মাদনং অর্থাৎ ক্লীঁ। শক্তিঃ অর্থাৎ সৌঃ। চতুর্দশ অর্থাৎ স্বরবর্ণের চতুর্দশ বর্ণ ঔ। পঞ্চদশ অর্থাৎ স্বরবর্ণের পঞ্চদশ বর্ণ অনুস্বার। পিণ্ড মানে সমুদায়। ষোড়শ অর্থাৎ স্বরবর্ণের ষোড়শ বর্ণ বিসর্গ। তা হলে মন্ত্রটির রূপ দাঁড়াল—ঐঁ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি ঐঁ ক্লীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু ক্লীঁ সৌঃ মোক্ষং কুরু কুরু হ্সৌং স্হৌঃ। এই পঞ্চমী বিদ্যা। এই পঞ্চ বিদ্যার দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে। জ্যোতির্ময় মানে নির্দোষ। সেই অর্ঘ্যের বিধান ক'রে। তন্ত্রান্তরোক্ত শাপবিমোচনাদি এ দ্বারাই সঞ্জাত হল, এইটি এই জ্যোতির্ময়ত্ব বিধানের দ্বারা সূচিত হয়েছে।

* * * * ।৩০।

তৎপাত্রস্থবিন্দুভিঃ করণীয়কৃত্যমাহ—

তদ্‌বিন্দুভিস্ত্রিশঃ শিরসি গুরুপাদুকামিষ্ট্বা আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহেতি তদ্‌বিন্দুমাত্মনঃ কুণ্ডলিন্যাং জুহুয়াৎ॥ ৩১॥

তদ্‌বিন্দুভিঃ বিশেষার্ঘ্যবিন্দুভিঃ ত্রিশঃ ত্রিবারং শিরসি দ্বাদশান্তস্থানে গুরুপাদুকামিষ্ট্বা গুরুপাদুকোদ্দেশেন দ্রব্যদানং কৃত্বা আর্দ্রং জ্বলতি ইতি স্বাহান্তেন মন্ত্রেণ তদ্‌বিন্দুং গুরুপাদুকাযাগশেষবিন্দুমিত্যর্থঃ, সর্বনাম্নাং সন্নিহিতপরত্বেন

পাদুকাদত্তশেষস্যৈব সন্নিহিতত্বাৎ, "তদীয়ং শেষমাদায় জপন্ যোগং সমাচরেৎ" ইতি যোগিনীতন্ত্রবচনাচ্চ। আত্মনঃ স্বস্য কুণ্ডলিন্যাং চিদ্বহ্নৌ। কুণ্ডলিনী-স্বরূপমুক্তং তন্ত্রান্তরে—

বিশদে কর্ণিকায়াং চ ধ্যাত্বাঽঽধারেঽথ লোহিতে।
কর্ণিকাকুলকুণ্ডান্তস্‌সার্ধত্রিবলয়াকৃতিম্॥
প্রসুপ্তসর্পসদৃশীং বিসতন্তুতনীয়সীম্।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীশক্তিম্.................॥ ইতি॥

জুহুয়াৎ ইত্যনেন অস্মিন্ কর্মণি হোমবুদ্ধিঃ দৃঢ়া কার্যা, ন তু পানবুদ্ধিরিতি সূচিতা। বিন্দুমিত্যনেন হোমদ্রব্যস্যাত্যল্পত্বং সূচিতম্। বিন্দুমিতি দ্বিতীয়য়া প্রতিপত্তিসংস্কারোঽপি সূচিতঃ। গুরুপাদুকায়ৈ দত্তশেষং হোমেন সংস্কুর্যা-দিত্যর্থঃ। তেন শেষাভাবে ন হোমঃ॥

কুলদ্রব্যস্বীকারবিধিসমর্থনম্

ননু সকলশ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু সুরাপানস্য পঞ্চমহাপাতকেষু গণিতত্বাৎ কথং তন্ত্রোক্তদ্রব্যসেবনং সুখায় ভবিতুমর্হতি। এবং যেষু তন্ত্রেষু দ্রব্যসেবনং বিহিতং তেষ্বেব তন্ত্রেষু নিষেধো বহুলমুপলভ্যতে। যথা কুলার্ণবে—

সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্যাৎ সূর্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
আজানুভ্যাং ভবেৎ স্নানমানাভ্যুপবসেচ্ছিবে।
ঊর্ধ্বং নাভেস্ত্রিরাত্রং স্যান্মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ॥
সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনির্দগ্ধঃ ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
মদ্যপানজদোষস্য প্রায়শ্চিত্তমিতীরিতম্॥ ইতি॥

ত্রিপুরার্ণবেঽপি—

কামান্মোহাদ্‌যদি সুরাং পিবেৎ সকৃদপি দ্বিজঃ॥
বিদ্বানপি চ সন্ত্যাজ্যঃ তন্ত্রজ্ঞৈরবিচারিতম্॥ ইতি॥

দেবীযামলেঽপি—

আঘ্রাণং দর্শনং চৈব সুরায়াস্‌সন্ত্যজেদ্‌বুধঃ॥ ইতি॥

দর্শনমেব ত্যজেৎ কিমু পানত্যাগে ইতি তদর্থঃ। এবং অন্যতন্ত্রবচনান্যপি বহূনি সন্তি। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ লিখ্যন্তে। তস্মাৎ কুলদ্রব্যস্বীকারশাস্ত্রম-শ্রদ্ধেয়মিতি চেৎ—ন, রাগপ্রাপ্তসুরাপাননিবর্তাকান্যেব অমূনি বচনানি।

ক্রত্বর্থপ্রবৃত্তিরিষ্টৈব, অন্যথা "ন ব্রাহ্মণং হন্যাৎ" ইতি নিষেধেন "ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণমালভতে" ইতি শ্রুতেরপ্রামাণ্যাপত্তেঃ। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টমুক্তঃ শ্রীভাগবতে—

যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াঃ তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্॥
যে ত্বনেবংবিদঃ পুংসঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিস্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥

ইতি গ্রন্থেন। তস্মাৎ নিরবকাশবিশেষদ্রব্যস্বীকারবিধেঃ ক্রত্বর্থত্বকল্পনাৎ নিষেধস্য চ কেবলপুরুষার্থত্বেন একার্থত্বাভাবাৎ। অত এবৈতদভিপ্রায়সূচকমেব কামাদিতি ত্রিপুরার্ণবে, কুলার্ণবে চ কামকৃতে ইতি, পদং পঠিতম্। এবং তন্ত্রান্তরে—

দোষোঽন্যত্র বরারোহে যজ্ঞে দোষো ন বিদ্যতে।
অশ্বমেধাদিযজ্ঞেষু বাজিহত্যা যথা ভবেৎ॥

ইতি সদৃষ্টান্তমুক্তার্থমেব দ্রঢ়য়তি॥

অত্র তারাভক্তিসুধার্ণবে "এবং চ বীরস্যাপি ব্রাহ্মণস্য ক্ষীরমেব অন্যস্য তদপি ন" ইতি ভাবশোধনপ্রকরণে উক্ত্বা এবমেতদগ্রে স্থলান্তরে উক্তায়া এব প্রতিজ্ঞায়া দৃঢ়ীকরণার্থং বহুবিচারঃ কৃতো নৃসিংহাচার্যৈঃ। তথাহি—

বীক্ষণপ্রোক্ষণধ্যানমন্ত্রমুদ্রাবিভূষিতম্।
দ্রব্যং তর্পণযোগ্যং স্যাদ্দেবতাপ্রীতিকারকম্॥

তর্পণমত্র পানমেব। ইদং তু ব্রাহ্মণেতরবিষয়ম্, ব্রাহ্মণস্য তদুপাদাননিষেধাৎ॥

ননু—

ব্রাহ্মণৈস্তু সদা পেয়ং ক্ষত্রিয়ৈস্তু রণাগমে।
বৈশ্যৈর্ধনপ্রয়োগে চ শূদ্রৈস্তু ন কদাচন॥

ইতি কুলার্ণবে,

সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণঃ প্রপিবেৎ সুরাম্।

ইতি সময়াচারতন্ত্রে,

সত্যে ক্রমাচ্চতুর্বর্ণৈঃ ক্ষীরাজ্যমধুপিষ্টজৈঃ।
ত্রেতায়াং পূজিতা দেবী ঘৃতেন সর্বজাতিভিঃ॥
মধুভিঃ সর্ববর্ণৈস্তু পূজিতা দ্বাপরে যুগে।
পূজনীয়া কলৌ দেবী কেবলৈরাসবৈঃ শুভৈঃ॥

ইতি যামলে চোক্তত্বাৎ কথং ব্রাহ্মণস্যানধিকার ইতি চেৎ—উচ্যতে। "বিপ্রাঃ ক্ষোণিভুজো বিশস্তদিতরে ক্ষীরাজ্যমধ্বাসবৈঃ" ইতি লঘুস্তবে,

"বর্ণানুক্রমভেদেন দ্রব্যভেদা ভবন্তি বৈ" ইতি জ্ঞানার্ণবে, "দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেনৈব ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্" ইতি তত্রৈবোক্তম্। তথা আসবভেদমুক্ত্বা

এবং দদ্যাৎ ক্ষত্রিয়োঽপি পৈষ্টীং তু ন কদাচন।
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে গব্যং তথা মধু ॥
রাজন্যবৈশ্যয়োর্দানং[1] ন দ্বিজস্য কদাচন।
এবং প্রদানমাত্রেণ হীনায়ু ব্রাহ্মণো ভবেৎ[2] ॥

ইতি মহাকালসংহিতায়াম্,

ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা ঘৃতেন নৃপবংশজৈঃ।
মাক্ষিকৈর্বৈশ্যবর্ণৈস্তু আসবৈঃ শূদ্রজাতিভিঃ ॥

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে,

যত্রাবশ্যং বিনির্দিষ্টং মদিরাদানপূজনম্।
ব্রাহ্মণস্তাম্রপাত্রে তু মধু মদ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥

ইতি কুলচূড়ামণৌ,

ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা[3] ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।
স্বগাত্ররুধিরং দত্ত্বা স্বাত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি হংসমাহেশ্বরতন্ত্রে, কলিধর্মপ্রকরণে গৃহ্যপরিশিষ্টে হরিনাথোপাধ্যায়ৈঃ সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহণনিষেধস্যোক্তত্বাৎ, "ব্রাহ্মণৈস্তু সদাঽপেয়া" ইত্যকার-প্রশ্লেষাৎ ব্রাহ্মণস্য সদা নিষেধঃ। ক্ষত্রিয়স্য সংগ্রামকালে, বিকলস্য সংগ্রামা-সম্ভবাৎ। বৈশ্যস্য ধনপ্রয়োগকালে, অন্যথা বিকলধিয়া বিংশতিদানে কর্তব্যে শতাদিদানাপত্তেঃ। শূদ্রৈর্নৈব কদাচন অপেয়া তেন সর্বদৈব পেয়েত্যর্থঃ। এবং চ "পূজনীয়া কলৌ দেবি কেবলৈরাসবৈঃ" ইত্যত্র অনুষজ্যমানসর্ববর্ণশব্দশ্চ ব্রাহ্মণেতরবিষয় ইত্যবধাতব্যম্ ॥

অথ—

ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতমাজ্যং বল্কলসম্ভবম্।
মধু পুষ্পরসোদ্ভূতং আসবং তণ্ডুলোদ্ভবম্ ॥

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ক্ষীরাদিপদানাং আসববিশেষপরিভাষণাৎ ব্রাহ্মণস্যাপি

১। দেয়ং ব্রাহ্মণস্য ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। হীনো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
৩। পীত্বা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

তত্রাধিকারঃ প্রতীয়তে ইতি চেৎ—অত্র প্রতিভাতি। ক্ষীরাদীনাং কথং ভৈরবকল্পমিত্যত্রেদং বচনম্। তেন ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং বার্ক্ষং মৈরেয়মিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। অন্যথা ক্ষীরবৃক্ষপদাদের্বৈপরীত্যেন প্রয়োগাপত্তেঃ, "অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" ইতি ন্যায়াৎ। তণ্ডুলোদ্ভবস্ত্বোদনঃ। তেন শূদ্রস্যাপ্যোদনস্থানে আসবমেব তেন। পৃথগোদনং, ব্রাহ্মণাদিভিঃ আসবং চ, ন দেয়মিত্যর্থঃ। লিখিতবচনাৎ আমং, "শূদ্রহস্তেন পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ ॥

নচ—শুক্রশাপস্য ব্রাহ্মণবিষয়ত্বেন সুরায়াং তদুদ্ধারবিধানানুপপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্, শূদ্রমাত্রস্য সদাঽধিকারে শাস্ত্রসিদ্ধে শুক্রশাপবিমোচনস্যাদৃষ্টার্থত্বাৎ ॥

কিং চ—"ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে' ইত্যাদৌ লিঙ্গাপেক্ষয়া শ্রুতেরিব শাপবিমোচনকল্প্যমৈরেয়দানবিধানাপেক্ষয়া 'ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা' ইত্যাদি নিষেধবিধেঃ শ্রৌতস্য বলবত্ত্বং যুক্তিসাম্যাৎ" ইত্যনেন লেখেন ব্রাহ্মণেতরপরমিতি প্রতিজ্ঞাং দৃঢ়ীচক্রুঃ নৃসিংহপণ্ডিতাঃ ॥

তদতীব মন্দম্। তথাহি—দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেনেতি জ্ঞানার্ণববচনং স্বসাধকত্বেন লিখিতম্। তদত্যন্তমপরিশোধনমূলম্। সাত্ত্বিকদ্রব্যং নাম ব্রীহ্যাদিবৎ [ন] লোকপ্রসিদ্ধং কিঞ্চিদস্তি। অতঃ কিং তৎ সাত্ত্বিকদ্রব্যং ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োঃ ব্যাকরণস্মৃতিবৎ শাস্ত্রৈকগম্যা সাত্ত্বিকপদশক্তিঃ। তচ্ছাস্ত্রং ত্রিপুরার্ণবে—

গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ ত্রিবিধং দ্রব্যমীরিতম্।
ঐক্ষবক্ষৌদ্রজাতাঽঽদ্যা গৌড়ী স্যাৎ সাত্ত্বিকী স্মৃতা ॥
মধূককুসুমদ্রাক্ষাতালবৃক্ষাদিসম্ভবা।
মাধ্বীতি কীর্তিতা তজ্‌জ্ঞৈঃ রাজসী সা ভবেচ্ছিবে ॥
পিষ্টতণ্ডুলজাতা যা তামসী পৈষ্টিকী স্মৃতা।
সাত্ত্বিকী ব্রাহ্মণে খ্যাতা রাজসী নৃপবৈশ্যয়োঃ ॥ ইতি ॥

এবং সতি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতরপরমিতি প্রতিজ্ঞা অজ্ঞানমূলেতি ধ্রুবং প্রতীমঃ। তথা মহাকালসংহিতাস্থং জানীয়াৎ "নারিকেলোদকং কাংস্যে" ইতি। রাজন্য বৈশ্যকর্তৃকপ্রয়োগে মুখ্যদ্রব্যপ্রতিনিধিনিয়মং বিধায় ব্রাহ্মণকর্তৃকে প্রয়োগে উক্তদ্রব্যপরিসংখ্যাং কৃত্বা পরিসংখ্যাশেষত্বেন "এবং প্রদানমাত্রেণ হীনায়ুর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ" ইতি নিন্দয়া অর্থবাদরূপয়া স্তৌতি। ইদং বচনং ভবৎসাধকং কথং ভবেৎ ॥

ন চ—ক্ষত্রিয়াদিকর্তৃকত্বেনৈব ব্রাহ্মণাদিকর্তৃকত্বনিবৃত্তিঃ, যথা গোধূম—

নিবৃত্তির্ব্রীহিনিয়মেন, তথা চ কথং ব্রাহ্মণকর্তৃকপ্রয়োগে তস্য প্রাপ্তিঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থা পরিসংখ্যা বা কথং—ইতি বাচ্যম্, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। দর্শপূর্ণমাসযাগঃ দ্রব্যমন্তরা অনুপপন্নঃ ইত্যাক্ষেপেণ ইতরদ্রব্যাদিবৎ পক্ষে ব্রীহিপ্রাপ্তৌ ব্রীহয় এবেতি নিয়ম্যতে। তাবতা দর্শপূর্ণমাসে দ্রব্যান্তরাকাঙ্ক্ষাবিরহাদার্থিকী ইতরনিবৃত্তিঃ। প্রকৃতৌ রাজন্যবৈশ্যকর্তৃকে প্রয়োগে প্রতিনিধিনিয়মেন দ্রব্যাকাঙ্ক্ষায়া বিরহেঽপি ব্রাহ্মণকর্তৃকে দ্রব্যাকাঙ্ক্ষাসত্ত্বাৎ পক্ষে অস্যাপি প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যায়া যুক্তত্বাৎ, তস্মাৎ অনেন প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিঃ যগুনেব পুত্রোৎপত্তিঃ ॥

যচ্চ "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" ইতি ভৈরবীতন্ত্রবচনং সাধকত্বেন লিখিতং তদপি বালপ্রতারণামাত্রং, ভৈরবীতন্ত্র এব এতদ্‌বচনসমীপে "ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং" ইত্যনেন ক্ষীরাদিপদার্থনির্ণয়াৎ। যত্তু "ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং" ইত্যস্য ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতকার্যকারীত্যর্থং কৃত্বা বৃক্ষসমুদ্ভূতকার্যং তর্পণং ক্ষীরে প্রসিদ্ধে বিধীয়ত ইতি, তদশুদ্ধম্। বৃক্ষসমুদ্ভবাদিপদত্রয়স্য কিং দ্রব্যসামান্যমর্থঃ, কিং দ্রব্যবিশেষঃ? আদ্যে বৃক্ষসমুদ্ভূতত্বরূপশক্যার্থপ্রবৃত্তিনিমিত্তরূপস্য দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নে বাধাদ্বিশেষার্থে শক্তস্য সামান্যে লক্ষণা। তথা সতি শ্রূয়মাণশক্যার্থত্যাগঃ বৃক্ষসমুদ্ভূতপদেনৈব আজ্যাদিষু বিধানসম্ভবে একার্থানাং তৎফলসম্ভবাদিপদানাং বৈয়র্থ্যং চ। বৃক্ষসমুদ্ভবাদিপদং দ্রব্যবিশেষপরমিতি দ্বিতীয়পক্ষে দ্রব্যবিশেষস্য কার্যং ক্ষীরে বিধীয়তে। তৎ কিং দৃষ্টং বা, কিং বাঽদৃষ্টসাধনং শাস্ত্রীয়ং কার্যং বিধীয়তে। আদ্যে বিধানবৈয়র্থ্যং, লোকত এব জ্ঞাতুং শক্যত্বাৎ। দ্বিতীয়ে যথা "খলেবালী যূপো ভবতি" ইত্যত্র "যূপে পশুং নিযুঞ্জীত" ইত্যনেন শাস্ত্রেণ কৃতং যৎকার্যং তৎখলেবাল্যাং বিধীয়তে। তথা শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্তং বিধীয়তে উত শাস্ত্রান্তরেণ অপ্রাপ্তং বিধীয়তে। আদ্যে ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতমিত্যনেনৈব বৃক্ষসমুদ্ভূতকার্যস্য ক্ষীরতর্পণাদের্লাভে ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যেতি শাস্ত্রং ব্যর্থম্। ন হি "খলেবালী যূপো ভবতি" ইতি প্রোচ্য "খলেবাল্যাং পশুং নিযুঞ্জীত" ইতি পৃথগুক্তং অপ্রাপ্তকার্যস্য বিধানং, তদ্‌বৎ বন্ধ্যাপুত্রাদেরপি দম্পত্তিকার্যত্বেন বিধানাপত্তেঃ। মন্মতে তু ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যেতি তর্পণসাধনদ্রব্যবিধিঃ ক্ষীর পদস্য প্রসিদ্ধার্থং বাধিত্বা অর্থবিশেষতাৎপর্যগ্রাহকং "ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং" ইতি বচনমিতি ন কস্যাঽপি বৈয়র্থ্যম্। অন্যোঽপি নানুপপত্তিগন্ধঃ। যদ্যপি বিধায়কত্বাভাবেন বৈয়র্থ্যং কল্প্যম্, তথাঽপি "যদাগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপতি সৌম্যং চরুং" ইত্যষ্টৌ হবীংষি চাতুর্মাস্যে বিধায় পুনঃ "বৈশ্বদেবেন যজেত" ইতি সমুদায়স্য বৈশ্বদেব ইতি সঙ্কেতঃ কৃতঃ। তেন "বসন্তে বৈশ্বদেবেন যজেত" ইত্যত্র যাগেন বিশ্বদেবযাগস্যৈব বসন্তে প্রাপ্তৌ ততং বাধিত্বা নবীনসঙ্কেতেন

অষ্টানাং যাগানাং সম্পত্তিং কুর্বন্ সার্থকং তদ্‌বাক্যং ইত্যুক্তং জৈমিনিতন্ত্রে। তথা সার্থকং ভবিতুমর্হতি ॥

ন চ—স্বৈনৈব ক্ষীরপদমত্যন্তরূঢ়ং প্রযুজ্য রূঢ়িশক্তিং পরিত্যক্তুং ব্যাখ্যাঽন্তরং কৃতম্, এবং ন কুত্রাপি দৃষ্টং ইতি—বাচ্যম্। কাশীখণ্ডে—

অরুন্ধতীং ধ্রুবং চৈব তথা সপ্তর্ষিমণ্ডলম্।
আসন্নমৃত্যুর্নো পশ্যেৎ ··· ··· ॥

ইতি প্রথমমুক্ত্বা "অরুন্ধতী নাসিকাগ্রং" ইত্যাদিনা স্বেনৈব ব্যাখ্যাতম্। এবং শতশঃ সন্তি, পরং তু প্রয়োজনাভাবাৎ অধিকং ন লিখিতম্ ॥

অস্মিন্ বচনে চতুর্থচরণে "আসবং তণ্ডুলোদ্ভবং" ইত্যত্র তণ্ডুলোদ্ভবমিতি পিষ্টোদ্ভবস্যাপি উপলক্ষকং বৃহদ্‌বামকেশ্বরতন্ত্রে—

ক্ষীরমাজ্যং মধু তথা হ্যাসবং চ মহেশ্বরি।
বৃক্ষত্বক্‌পুষ্পপিষ্টোত্থং ক্রমাৎ জ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ।

ইত্যত্র পৈষ্ঠেঽপি আসবসঙ্কেতস্য কৃতত্বাৎ। এতেন পরমতে দণ্ডপ্রক্ষেপাত্মকো হেতুঃ ক্ষীরবৃক্ষপদাদেঃ বৈপরীত্যেন প্রয়োগাপত্তেঃ ইতি, তৎসাধকতয়া অনুবাদ্যমনুক্ত্বেতি, লেখঃ, স সর্বোঽপি পরাহতঃ, অর্থবিশেষতাৎপর্যগ্রাহকত্বেন বর্ণনেন অত্র উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবগন্ধস্যাপ্যভাবাৎ। অতএব নামধেয়পাদে "উদ্ভিদা যজেত" ইত্যত্র নামধেয়স্যাবিধেয়তয়া ন স্বতঃ ধর্মে প্রামাণ্যম্, কিং তু ঋত্বিজাং প্রয়োগবিধিস্মারকতয়া তদ্‌দ্বারেতি স্থিতমাকরে ॥

অস্তু বা পরপ্রীতয়ে অশাস্ত্রীয়ঃ বৃক্ষসমুদ্ভূতমুদ্দিশ্য ক্ষীরসংজ্ঞা বিধীয়তে ইত্যঙ্গীকারঃ। তথাঽপি পরপ্রক্ষিপ্তদণ্ডঃ অস্মিন্ মতে অসহ্যঃ। যদ্‌যৎ প্রথমনির্দিষ্টং ইতি ব্যাপ্তিসিদ্ধমূলো হি দণ্ডপ্রক্ষেপঃ, স ত্বসিদ্ধঃ, "দধ্না জুহোতি", "যে যজমানাস্ত ঋত্বিজঃ", "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ", ইত্যাদৌ শতশো ব্যভিচারাৎ। তর্হ্যনুবাদ্যমনুক্ত্বেতি প্রামাণিকোক্তেঃ কা গতিরিতি চেৎ, অসতি বাধকে প্রথমনির্দিষ্টমুদ্দেশ্যং প্রায়েণ ভবতীতি তস্যাভিপ্রায়ঃ। প্রকৃতে ক্ষীরমুদ্দিশ্য বৃক্ষসমুদ্ভূতত্ববিধানে বৈয়র্থ্যমেব বাধকম্। ইদং কথং ন জ্ঞাতং পরেণ। এবং "আসবং তণ্ডুলোদ্ভবং" ইত্যত্র তণ্ডুলোদ্ভবশব্দস্য ওদনমর্থং ব্রুবন্ তৎসাধকতয়া "আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং" ইতি চ লিখন্ বালানামপ্যুপহাস্যো বভূব। এতেন লঘুস্তবরত্নস্য সাধকত্বলেখো দূরীকৃতঃ, ক্ষীরাদীনাং সাঙ্কেতিকশব্দানাং তত্র গৃহীতত্বাৎ। যত্তু শুক্রশাপবিমোচনলিঙ্গাপেক্ষয়া "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্বা" ইতি প্রত্যক্ষশ্রুতেঃ প্রাবল্যমিতি কথনং, তদপি তুচ্ছম্। ন হি "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে" ইত্যত্র নিষেধার্থে নঞ্ শ্রুতিঃ

বিধিপ্রত্যয়রূপাঽস্তি। কিং তু মদিরাদাননিন্দয়া কল্প্যো বিধিঃ। ইত্থং চ তস্য প্রত্যক্ষশ্রুতিত্বং ব্রুবন্ বিদ্বৎসমাজে কিমুত্তরং বদেদিতি ন বিদ্মঃ। ইত্থং চ শুক্রশাপবিমোচনসহিতস্য "সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণঃ প্রপিবেৎ সুরাম্" ইতি কুলাচারস্থপ্রত্যক্ষস্বলিখিতবচনস্য গতিং অকল্পয়িত্বা মুখেন ব্রাহ্মণেতরপরমিতি প্রতিজ্ঞামাত্রেণ পরেষাং[1] মোহমুৎপাদয়ন্ তান্ত্রিকবহিষ্কৃতো মন্তব্যঃ॥

ইত্থং চ বচনানামিয়ং ব্যবস্থা—'দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেন' ইত্যত্র 'ক্ষ রেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা' ইত্যস্য লঘুস্তবস্থমহাকালসংহিতাবচনস্য ব্যবস্থা দর্শিতা। তথা চ যচ্চ ভৈরবীতন্ত্রবচনং 'ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা' ইতি, যচ্চ বৃহদ্বামকেশ্বরতন্ত্রে "ক্রমেণ ব্রাহ্মণাদ্যৈস্তু ক্ষীরাজ্যমাক্ষিকাসবৈঃ[2] ইতি, যচ্চ লঘুস্তববচনং, তেষাং সামান্যরূপত্বাৎ যামলবচনে "সত্যে ক্রমাচ্চতুর্বর্ণৈঃ ক্ষীরাজ্যমধুপিষ্টজৈঃ" ইত্যত্রোপসংহারঃ। ইত্থং চ ক্ষীরাদীনাং ভৈরব্যাদিতন্ত্রৈঃ অবিশেষেণ সদা প্রাপ্তৌ কালবিশেষে কর্তৃবিশেষে ক্ষীরাদিদ্রব্যবিশেষ ইতি সঙ্কোচসম্পাদকং যামলবচনম্। যত্তু জ্ঞানার্ণবস্থং "দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেনৈব ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্" ইতি, "ঐক্ষবক্ষৌদ্রজাতায়াঃ" সাত্ত্বিকদ্রব্যস্য ক্ষীরপদবাচ্যতয়া যামলবচনেন সঙ্কোচাসম্ভবাৎ যুগচতুষ্টয়ে প্রাপ্তবদ্ব্রাহ্মণকর্তৃকপ্রয়োগে বিকল্পঃ প্রাপ্নোতি। এবং "রাজসী নৃপবৈশ্যয়োঃ" ইত্যনেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যকর্তৃকপ্রয়োগে—

মধূককুসুমদ্রাক্ষাতালবৃক্ষাদিসম্ভবা। মাধ্বীতি কীর্তিতা তজ্জ্ঞৈঃ রাজসী॥

ইতি বিবরণেন উক্তদ্রব্যপ্রকৃতিকদ্রব্যস্য সদা প্রাপ্তৌ উক্তানামমীষাং সংঘাতে ক্ষীরাদিসংজ্ঞায়া অপ্রবৃত্তেঃ সম্ভবৎক্ষত্রিয়স্য বল্কলপ্রকৃতিকদ্রব্যস্য কৃতযুগে প্রাপ্তৌ এতদ্ [?] দ্রাক্ষাদিপ্রকৃতিকস্যাপি প্রাপ্তৌ বিকল্পঃ। শূদ্রস্য বচনদ্বয়ে একরূপত্বাৎ কৃতে ন বিকল্পঃ। এবং ত্রেতাঽঽদিষু যথাযথং স্বয়মূহ্যম্। কলিযুগে ব্রাহ্মণস্য জ্ঞানার্ণবত্রিপুরার্ণববচনাভ্যাং ঐক্ষবমধুপ্রকৃতিকং প্রাপ্তং "পূজনীয়া কলৌ সর্ববর্ণৈঃ কেবলমাসবৈঃ" ইতি। এবং সতি—

কৃতে তু শূদ্রৈঃ সম্পূজ্যা প্রত্যক্ষৈরাসবৈঃ প্রিয়ে।
ত্রেতায়াং বৈশ্যশূদ্রাভ্যাং নৃপাদ্যৈঃ দ্বাপরে যুগে।
কলৌ যুগে মহাদেবি ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ প্রপূজিতা॥

ইতি রহস্যার্ণববচনং যদ্যুপতিষ্ঠতে তদা কৃতেতরবচনৈঃ দ্রব্যেতরবিশেষঃ সর্ববর্ণেষু প্রাপ্তঃ, রহস্যার্ণববচনেন শূদ্রাতিরিক্তে পরিসংখ্যাঽপি প্রাপ্তা, তথা সতি কৃতে ত্রৈবর্ণিকে বিকল্পঃ প্রত্যক্ষস্য দ্রব্যস্য। যদ্বা—রহস্যার্ণবেঽপি

১। সর্বেষাং—ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। মধুপিষ্টজৈঃ—ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

কৃতযুগসম্বন্ধিশূদ্রকর্তৃকপ্রয়োগে প্রত্যক্ষাসবং তণ্ডুলপ্রকৃতিকং বিধীয়তে। তেন তন্ত্রান্তরেণ শূদ্রস্য আসবপ্রাপ্তৌ বৈয়র্থ্যভিয়া পরিসংখ্যাত্বকল্পনং অশ্রদ্ধেয়ম্। তথা সতি ব্রাহ্মণাদিকর্তৃকপ্রয়োগে দ্রব্যস্য আকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ অন্যস্মাৎ তন্ত্রাৎ ক্ষীরাদিকং গ্রাহ্যম্। ন বিকল্পঃ। এবমেব ত্রেতায়াং রহস্যার্ণববচনং শূদ্রবৈশ্যয়োরাসবং বিদধাতি। তথা সতি বৈশ্যস্য অনেন আসবং প্রাপ্তম্। যামলবচনেন ঘৃতং প্রাপ্তম্। অত্র বিকল্পঃ। এবং দ্বাপরে বৈশ্যক্ষত্রিয়য়োঃ আসবমধুবিকল্পঃ উক্তবচনদ্বয়েন। কলিযুগে তু উভয়োঃ একরূপতয়া বিরোধাভাবাৎ অবিচার এব। যুক্তশ্চায়মেব পক্ষঃ, ন পরিসংখ্যাপক্ষঃ। ইত্থং চ "যত্রাবশ্যং বিনির্দিষ্টং" ইতি কুলচূড়ামণিবচনং তস্মিন্ 'মুখ্যালাভে' ইতি পূরণীয়ম্। মুখ্যালাভে ব্রাহ্মণেন তৎস্থানে তাম্রপাত্রে মধু যোজয়েৎ ইতি তদর্থঃ। এবং সতি "তাম্রে গব্যং তথা মধু। রাজন্যবৈশ্যয়োরেবং ন দ্বিজস্য কদাচন" ইতি মহাকালসংহিতাবচনেন বিরুধ্যতে। তথা তুল্যবলত্বাদ্বিকল্পো ন পরিহার্যঃ পরমতেঽপি॥

যদপি হংসমাহেশ্বর[১]তন্ত্রবচনং "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে" ইতি তৎ যদি তত্তন্ত্রে ক্ষত্রিয়াদীনাং কুলদ্রব্যবিধিসমীপে স্যাৎ তর্হি তচ্ছেষোঽর্থবাদঃ "অপশবো বা অন্যে গো অশ্বেভ্যঃ" ইতিবৎ। যদি তৎসমীপে ন স্যাৎ তর্হি অজিতেন্দ্রিয়ব্রাহ্মণপরম্, তস্য দ্রব্যদাননিষেধস্যাগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যচ্চ কুলার্ণববচনম্ "ব্রাহ্মণৈস্তু সদাঽপেয়ং" ইতি তত্র অকারপ্রশ্লেষং কৃত্বা যোঽয়ং ব্রাহ্মণানাং নিষেধঃ কৃতঃ স পুনর্থপর ইতি পরাভিপ্রায়ঃ। ক্ষত্রিয়স্য সংগ্রামকালে, বিকলস্য সংগ্রামাসম্ভবাৎ ইত্যাদিনিষেধহেতুলেখাৎ। স চাস্মাকমিষ্ট এব। ক্রত্বর্থাতিরিক্তদ্রব্যস্বীকারো ব্রাহ্মণস্য নাস্তীতি বয়মপি ব্রূমঃ। যশ্চ হরিনাথোক্তঃ সৌত্রামণ্যাং কলৌ সুরাগ্রহনিষেধঃ সোঽপ্যস্মাকমনুমতঃ। ন তাবতা কুলাচারেঽপি নিষেধঃ সম্ভবতি। কলিযুগসম্বন্ধিসৌত্রামণিগ্রহত্বং সুরানিষেধোদ্দেশ্যতাঽবচ্ছেদকং, তদনাক্রান্তত্বাৎ কুলাচারস্য কৈমুতিকন্যায়প্রবেশে অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ পরোক্তানাং ব্রাহ্মণবিষয়ে বাধকানাং গন্ধস্যাপ্যভাবেন সাধকসহস্রস্য দর্শিতত্বেন তন্ত্রপ্রামাণ্যমঙ্গীকুর্বতঃ ব্রাহ্মণাদিকর্তৃকপূজায়াং প্রথমাদরঃ শাস্ত্রপ্রাপ্তঃ। স তু ব্রাহ্মণাঽপি ত্যক্তুমশক্যঃ।

ইত্যথং চ—

বিনা দ্রব্যাধিবাসেন ন স্মরেন্ন জপেৎ প্রিয়ে।
যে স্মরন্তি মহাদেবি তেষাং দুঃখং পদে পদে॥
নাসবেন বিনা মন্ত্রং ন মন্ত্রেণ বিনাঽঽসবম্॥

১। হংসপারমেশ্বর ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ইতি কুলার্ণবে,

বিনাঽলিপিশিতাভ্যাং চ পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ।

ইতি সময়াচারে,

বিনা হেতুকমাস্বাদ্য ক্ষোভযুক্তো মহেশ্বরি।
ন পূজাং ন জপং কুর্যান্ন ধ্যানং ন চ চিন্তনম্॥

ইতি ভাবচূড়ামণৌ,

বিনাঽলিপিশিতাভ্যাং চ যঃ কুর্যাৎ পূজনং মম।
দুঃখসন্ধাকরো[1] ভূত্বা যোগিনীনাং পশুর্ভবেৎ॥

ইতি কালিকাপুরাণে,

যঃ কুর্যাদাদিমদ্রব্যবিহীনং তব পূজনম্।
তব ক্রোধেন দগ্ধঃ সন্ ভস্মীভবতি নান্যথা॥

ইতি সময়াঙ্কমাতৃকায়াং স্থিতম্—ঈদৃশানি বচনান্যনুগৃহীতানি ভবন্তি। এবং চ ব্রাহ্মণেতরপরমিত্যত্যন্তমশুদ্ধমিতি অকৃত্রিময়া স্বমত্যা বিচার্যমাণে প্রতিভাতি। ইতোঽধিকং নির্মৎসরাঃ পণ্ডিতাঃ বিচারয়ন্তু। "ইমাং বিজ্ঞায় সুধিয়া মদন্তি" ইতি ত্রিপুরোপনিষৎসপ্তমমন্ত্রভাষ্যেঽপ্যেবমেব স্থিতম্॥

যত্তু সৌভাগ্যানন্দসন্দোহে অস্মদ্ব্যবস্থাপিতার্থমেব প্রতিজ্ঞায় বৈদিক-মন্ত্রৈরভিমন্ত্রণস্য বিহিতত্বাৎ শূদ্রপূজাপরত্বে তত্র তস্যানবকাশাদ্বিধেরনবকাশা-পত্তিহেতুনা ব্রাহ্মণাধিকারঃ সাধিতঃ, স তু অতিশিথিলঃ। "বর্ষাসু রথকার আদধীত" ইত্যত্র রূঢ়িশক্ত্যা যোগং বাধিত্বা সঙ্করজাতেরাধানাধিকারসিদ্ধৌ তদনন্তরং তদুপযুক্তবেদাধ্যায়নমপি কল্প্যত ইতি যাষ্ঠন্যায়েন শূদ্রস্য যুক্ত্যা অধিকারসিদ্ধৌ বেদমন্ত্রপাঠে যাবদুপযুক্তে অধিকারস্যানিবার্যত্বেন অনেন হেতুনা স্বেপ্সিতাসিদ্ধেঃ॥

এতাবৎপর্যন্তং ব্রাহ্মণে অধিকারব্যবস্থা কৃতা। ব্যবস্থিতোঽপ্যয়মধিকারো ন সর্বস্য, কিং তু জিতেন্দ্রিয়স্য কামাদিরহিতস্যৈব।

অতএব পরমানন্দতন্ত্রে—

অয়ং তু পরমঃ কৌলমার্গঃ সম্যঙ্মহেশ্বরি।
অসিধারাব্রতসমো মনোনিগ্রহহেতুকঃ॥
স্থিরচিত্তস্য সুলভঃ সকলতূর্ণসিদ্ধিদঃ।
অন্যস্য বিফলো দুঃখহেতুঃ স্যাৎ পরমেশ্বরি॥ ইতি॥

১। সম্পাদকো ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ত্রিপুরার্ণবেঽপি—

অয়ং সর্বোত্তমো ধর্মঃ শিবোক্তঃ সুখসিদ্ধিদঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য সুলভো নান্যস্যানন্তজন্মভিঃ॥
যদূর্ধ্বরেতসাং সর্বত্যাগিনামনিকেতিনাম্।
ক্ষণেন স্মৃতমাত্রেণ মোহমুৎপাদয়ত্যলম্॥
তদেবাত্র হি সংসিদ্ধৌ কারণং সর্বমীরিতম্।
ইতো মদ্যমিতো মাংসং ভক্ষ্যমুচ্চাবচং তথা॥
তরুণ্যশ্চারুবেষাঢ্যা মদঘূর্ণিতলোচনাঃ।
তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্বথা হ্যতিদুষ্করম্॥
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনস্য কথং স্যাদেতদীশ্বরি॥ ইতি॥

ভাবচূড়ামণৌ—

তন্ত্রাণামতিগূঢ়ত্বাত্তদ্ভাবোঽপ্যতিগোপিতঃ।
ব্রাহ্মণো বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বুদ্ধিমান্ বশী॥
গূঢ়তন্ত্রার্থভাবস্য নির্মন্থ্যোদ্ধরণক্ষমঃ।
কৌলমার্গেঽধিকারী স্যাদিতরো দুঃখভাক্ ভবেৎ॥ ইতি॥

কুলার্ণবে—

অহো ভুক্তং তু যন্মদ্যং মোহয়েৎ ত্রিদশামপি।
তন্মেরেয়ং শিবং পীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ॥
জপন্ শিবপরো ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ॥ ইতি॥

ভগবতা পরশুরামেণাপি কৌলাচারে মুখ্যধর্মত্বেন "কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যাবিহিতহিংসাস্তেয়লোকবিরুদ্ধলোকবিদ্বিষ্টবর্জনং" ইতি প্রতিপাদিতম্। তেন যথা আজ্যাবেক্ষণাদ্যঙ্গানুসারেণ চক্ষুষ্মত এব দর্শপূর্ণমাসয়োরধিকারঃ নান্ধানাং, তথা কামক্রোধাদিবর্জনাদ্যঙ্গানুসারেণ জিতেন্দ্রিয়স্যৈব অধিকারো নান্যস্যেতি সূত্রকৃদভিপ্রায়ঃ। এবমন্যেষ্বপি তন্ত্রেষু বহূনি বচনান্যুপলভ্যন্তে। তানি অনতিপ্রয়োজনত্বাৎ গ্রন্থবিস্তরভয়াচ্চ ন লিখিতানি॥

সম্প্রতি ইদানীন্তনাঃ অজিতেন্দ্রিয়াঃ চপলজিহ্বাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ রাগান্ধতয়া আরোপিতকৌলিকতাকাঃ কেবলদ্রব্যমাত্রলোলুপাঃ লিখিতবচনান্যনাদৃত্য স্বাধিকারমবিচার্যৈব স্বাভিপ্রায়সাধনানি "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা" ইতি, "আগলান্তং পিবেৎ দ্রব্যং" ইত্যাদিকুলার্ণববচনান্যেব পুরস্কৃত্য তদভিপ্রায়মজানন্তো জানন্তো বা ধূর্তাঃ সন্তঃ যথেচ্ছাঽঽচারং কুর্বন্তি। ইহামুত্র ন কুত্রাপি শর্ম লভন্তে। প্রত্যুত মহাপাতকজনিতযাতনাং শ্রীধর্মরাজশাসনাৎ লভন্ত এব।

নাত্র সন্দেহঃ। তাদৃশাঃ পতিতাঃ, তন্ত্রগোষ্ঠীষু ন স্মর্তব্যাঃ। অত এবৈতাদৃশ-কৌলিকানামুপহাসোঽপি বিস্তরেণ কৃতঃ প্রবোধচন্দ্রোদয়ে। তস্মাৎ জিতেন্দ্রিয়াণাং ভক্তিশ্রদ্ধাবতাং বিদুষাং আরম্ভে প্রতিপাদিতভক্তিভূমিকামারূঢ়ানামেব অত্রাধিকারঃ, অন্যেষাং পতনায়ৈব ইত্যলং বিস্তরেণ। উক্তাধিকারিভিন্নানাং বিষ্ণ্বাদ্যুপাসনং কেবলবৈদিকমার্গেণেতি তত্ত্বম্ ॥

দক্ষিণবামাচারবিবেকঃ

অজিতেন্দ্রিয়ৈঃ কুলমার্গং প্রবিশ্য কেবলোদকাদিনা পূজা কার্যা। অয়ং দক্ষিণমার্গঃ। জিতেন্দ্রিয়ৈঃ প্রোক্তদ্রব্যেণ সপর্যাঽনুষ্ঠেয়া। অয়ং বামাচার ইতি কশ্চিৎ। তত্তুচ্ছম্, বামাচারপদার্থস্যৈব তেনাজ্ঞাতত্বাৎ। তথা চ ত্রিকূটারহস্যে—

বামাচারং প্রবক্ষ্যামি শ্রীবিদ্যাসাধনং প্রিয়ে।
যং বিধায় কলৌ শীঘ্রং মান্ত্রিকঃ সিদ্ধিভাক্ ভবেৎ ॥
মালা নৃদন্তসম্ভূতা পাত্রং মানুষমুণ্ডকম্।
আসনং সিংহচর্মাদি কঙ্কণং স্ত্রীকচোদ্ভবম্ ॥

ইত্যাদ্যুপক্রম্য বিস্তরেণ বর্ণিতম্। তন্মধ্যে মুখ্যদ্রব্যনামাপি নাস্তি। তদ্বিস্তরস্তু "সব্যাপসব্যমার্গস্থা" ইতি ললিতানামব্যাখ্যানাবসরে অস্মৎপরমেষ্ঠি-গুরুভিঃ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ। বিশেষজিজ্ঞাসুভিঃ ততোঽবগন্তব্যম্। তথা কালিকাপুরাণাদপি। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ তনোমি ॥

অজিতেন্দ্রিয়স্য কৌলমার্গে অনধিকারঃ

যদপি পরমানন্দতন্ত্রটিপ্পণ্যাং অজিতেন্দ্রিয়াণাং গন্ধোদকেন পূজনমুক্তম্ ; তদসৎ, "মুখ্যালাভে চানুকল্পো নান্যথা তু কদাচন" ইতি পরমানন্দতন্ত্রে বিংশোল্লাসবচনবিরোধাৎ, মুখ্যেঽনধিকৃতস্য প্রতিনিধাবধিকারস্য শশবিষাণ-তুল্যত্বাৎ। তস্মাদজিতেন্দ্রিয়াণাং আপাততঃ উপাসনেচ্ছায়াং অন্যমার্গেণ অন্যদেবতোপাসনং কৃত্বা তেন পরিপক্কান্তঃকরণং দৃঢ়ং বিদিত্বা পশ্চাৎ কৌলমা-শ্রয়েৎ। তদুক্তং কুলসারে—

অন্যাসাং দেবতানাং তু ভূয়োভূয়ো নিষেবণাৎ।
পরিপক্কমনাঃ কৌলে লব্ধপ্রামাণ্যকো নরঃ।
বাহ্যেন্দ্রিয়াণি সংযম্য প্রবিশেদত্র নেতরঃ ॥ ইতি ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেঽপি—

যস্যান্যদেবতানামকীর্তনং জন্মকোটিষু।
তস্যৈব ভবতি শ্রদ্ধা শ্রীদেবীনামকীর্তনে।
চরমে জন্মনি যথা শ্রীবিদ্যোপাসকো ভবেৎ।
নামসাহস্রপাঠশ্চ তথা চরমজন্মনি ॥ ইতি ॥

যামলেঽপি—

শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্তকর্মানুষ্ঠানাদ্‌বহুজন্মসু।
শোধিতং চ মনো জ্ঞাত্বা শ্রীবিদ্যোপাসকো ভবেৎ ॥ ইতি ॥

ফেট্‌কারীতন্ত্রেঽপি—

সর্বথা গোপনীয়েয়ং বিদ্যা স্যাদজিতেন্দ্রিয়ে।
তেন বীর্যবতী বিদ্যা ন বিদ্যা স্যাৎ প্রকাশতঃ ॥
কুলপুষ্পং কুলদ্রব্যং কুলপূজাং কুলং জপম্।
নেদৃশানাং প্রবক্তব্যং যদীচ্ছেৎ প্রিয়[১]মাত্মনঃ ॥ ইতি ॥

অজিতেন্দ্রিয়ে প্রবচনমপি নিষিধ্যতে। কিমু বক্তব্যং স্বীকারে। তস্মাদ-জিতেন্দ্রিয়স্য কৌলমার্গে নাস্ত্যধিকার ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ৩১ ॥

সেই বিন্দু অর্থাৎ বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থ সুরাবিন্দু দ্বারা নিজের মস্তকে গুরুপাদুকার পূজা ক'রে অর্থাৎ গুরুপাদুকার উদ্দেশে সুরা প্রদান ক'রে, 'আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা'[২] এই মন্ত্রে সেই বিন্দু অর্থাৎ গুরুপাদুকাযাগাবশিষ্ট সুরাবিন্দু স্বীয় কুণ্ডলিনীশক্তিতে অর্থাৎ চিদ্‌বহ্নিতে আহুতি দেবে ॥ ৩১ ॥

তদ্‌বিন্দুভিঃ মানে বিশেষার্ঘ্য বিন্দু দ্বারা, ত্রিশঃ মানে তিনবার, শিরসি মানে দ্বাদশান্তস্থানে অর্থাৎ মস্তকে, গুরুপাদুকামিষ্ট্বা মানে গুরুপাদুকার উদ্দেশে সুরা দান করে। আর্দ্রং জ্বলতি থেকে আরম্ভ ক'রে স্বাহা দিয়ে যে-মন্ত্র হয়েছে তা দ্বারা। তদ্‌বিন্দুং মানে গুরুপাদুকাযাগাবশিষ্ট সুরাবিন্দু। কারণ, সর্বনামের সন্নিহিতত্বহেতু পাদুকাদত্তাবশিষ্টই সন্নিহিত রয়েছে এবং

১। সিদ্ধি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। মন্ত্রাংশের বঙ্গানুবাদ—আর্দ্র জ্বলছে। আমি জ্যোতি। জ্যোতি জ্বলছে। আমি ব্রহ্ম। যে-আমি আছি সেই আমি ব্রহ্ম। আমি আছি। আমি ব্রহ্ম। আমিই আমি। আমাকে আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা।

যোগিনীতন্ত্রেও আছে 'তার অবশিষ্ট গ্রহণ ক'রে জপ করতঃ যোগ সাধন করবে'। আত্মনঃ মানে নিজের। কুণ্ডলিন্যাং মানে চিদ্‌বহ্নিতে।

কুণ্ডলিনীর স্বরূপ তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—লোহিতবর্ণ মূলাধারে বিশদ কর্ণিকায় ধ্যান ক'রে, কর্ণিকাকুলকুণ্ডাভ্যন্তরে সার্ধত্রিবলয়াকারা প্রসুপ্তসর্প-সদৃশী মৃণালতন্তুর মতো সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনীশক্তির ধ্যান ক'রে……।

জুহুয়াৎ এই পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে এই কর্মে হোমবুদ্ধি দৃঢ় করবে, পান-বুদ্ধি নয়, অর্থাৎ হোমবুদ্ধিতে সুরাপান কর্তব্য, পানবুদ্ধিতে তা করা উচিত নয়। বিন্দুং এই পদের দ্বারা হোমদ্রব্যের অল্পত্ব সূচিত হয়েছে। এর অর্থ হোমবুদ্ধিতে অল্পমাত্র সুরাপান করতে হবে। বিন্দুং পদের দ্বিতীয়াবিভক্তি দ্বারা প্রতিপত্তিসংস্কার সূচিত হয়েছে। তার অর্থ—গুরুপাদুকার উদ্দেশে প্রদত্ত সুরার অবশিষ্ট হোমের দ্বারা সংস্কার করবে। অবশিষ্ট না থাকলে হোম করবে না। এ দ্বারা তাই বুঝান হয়েছে।

কুলদ্রব্যস্বীকারবিধিসমর্থন

সমস্ত শ্রুতিস্মৃতিপুরাণে সুরাপানকে পঞ্চমহাপাতকের অন্যতম গণনা করা হয়েছে। তা হলে তন্ত্রোক্ত দ্রব্যসেবন অর্থাৎ সুরাপান কি ক'রে সুখের অর্থাৎ মুক্তির কারণ হতে পারে। আবার দেখা যায় যে-সব তন্ত্রে সুরাপান বিহিত হয়েছে সেই সব তন্ত্রেই সুরাপানের নিষেধবচনও অনেক পাওয়া যায়। যেমন কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—সুরাদর্শনমাত্র সূর্যাবলোকন করবে, তার আঘ্রাণ-মাত্র তিনটি প্রাণায়াম করতে হবে। ওগো শিবা, হাঁটু পর্যন্ত মদ্যের স্পর্শে স্নান করতে হবে, নাভি পর্যন্ত স্পর্শে উপবাস করতে হবে আর নাভির ঊর্ধ্বে স্পর্শে তিন অহোরাত্র উপবাস করতে হবে। সুরাপানের অভিলাষে সুরাপান করলে ফুটন্ত সুরা মুখে নিক্ষেপ করতে হবে; তার দ্বারা দগ্ধ হলে পরে তবে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। মদ্যপানজনিত দোষের এই প্রায়শ্চিত্ত বলা হল।

ত্রিপুরার্ণবে আছে—দ্বিজ যদি সুরাপানের অভিলাষে বা মোহবশতঃ একবারমাত্রও সুরাপান করে তা হলে বিদ্বান হলেও তাকে তন্ত্রজ্ঞরা নির্বিচারে পরিত্যাগ করবে।

দেবীযামলে বলা হয়েছে—বিদ্বান্ সুরার আঘ্রাণ এবং দর্শনও বর্জন করবে।

এর তাৎপর্য হল যেক্ষেত্রে দর্শনও বর্জন করতে বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে পান বর্জনের আর কথা কি। অন্যান্য তন্ত্রেও এরূপ অনেক বচন আছে। গ্রন্থ-বিস্তারের ভয়ে এখানে সেসব লেখা হল না। অতএব, বলতে হয় কুলদ্রব্য-স্বীকারশাস্ত্র অর্থাৎ সুরাপানবিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র অশ্রদ্ধেয়। না, তা বলা ঠিক

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেঽপি—

যস্যান্যদেবতানামকীর্তনং জন্মকোটিষু।
তস্যৈব ভবতি শ্রদ্ধা শ্রীদেবীনামকীর্তনে।
চরমে জন্মনি যথা শ্রীবিদ্যোপাসকো ভবেৎ।
নামসাহস্রপাঠশ্চ তথা চরমজন্মনি ॥ ইতি ॥

যামলেঽপি—

শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্তকর্মানুষ্ঠানাদ্‌বহুজন্মসু।
শোধিতং চ মনো জ্ঞাত্বা শ্রীবিদ্যোপাসকো ভবেৎ ॥ ইতি ॥

ফেট্‌কারীতন্ত্রেঽপি—

সর্বথা গোপনীয়েয়ং বিদ্যা স্যাদজিতেন্দ্রিয়ে।
তেন বীর্যবতী বিদ্যা ন বিদ্যা স্যাৎ প্রকাশতঃ ॥
কুলপুষ্পং কুলদ্রব্যং কুলপূজাং কুলং জপম্।
নেদৃশানাং প্রবক্তব্যং যদীচ্ছেৎ প্রিয়[১]মাত্মনঃ ॥ ইতি ॥

অজিতেন্দ্রিয়ে প্রবচনমপি নিষিধ্যতে। কিমু বক্তব্যং স্বীকারে। তস্মাদজিতেন্দ্রিয়স্য কৌলমার্গে নাস্ত্যধিকার ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ৩১ ॥

সেই বিন্দু অর্থাৎ বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থ সুরাবিন্দু দ্বারা নিজের মস্তকে গুরুপাদুকার পূজা ক'রে অর্থাৎ গুরুপাদুকার উদ্দেশে সুরা প্রদান ক'রে, 'আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা'[২] এই মন্ত্রে সেই বিন্দু অর্থাৎ গুরুপাদুকাযাগাবশিষ্ট সুরাবিন্দু স্বীয় কুণ্ডলিনীশক্তিতে অর্থাৎ চিদ্‌বহ্নিতে আহুতি দেবে ॥ ৩১ ॥

তদ্‌বিন্দুভিঃ মানে বিশেষার্ঘ্য বিন্দু দ্বারা, ত্রিশঃ মানে তিনবার, শিরসি মানে দ্বাদশান্তস্থানে অর্থাৎ মস্তকে, গুরুপাদুকামিষ্ট্বা মানে গুরুপাদুকার উদ্দেশে সুরা দান করে। আর্দ্রং জ্বলতি থেকে আরম্ভ ক'রে স্বাহা দিয়ে যে-মন্ত্র হয়েছে তা দ্বারা। তদ্‌বিন্দুং মানে গুরুপাদুকাযাগাবশিষ্ট সুরাবিন্দু। কারণ, সর্বনামের সন্নিহিতত্বহেতু পাদুকাদত্তাবশিষ্টই সন্নিহিত রয়েছে এবং

১। সিদ্ধি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। মন্ত্রাংশের বঙ্গানুবাদ—আর্দ্র জ্বলছে। আমি জ্যোতি। জ্যোতি জ্বলছে। আমি ব্রহ্ম। যে-আমি আছি সেই আমি ব্রহ্ম। আমি আছি। আমি ব্রহ্ম। আমিই আমি। আমাকে আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা।

যোগিনীতন্ত্রেও আছে 'তার অবশিষ্ট গ্রহণ ক'রে জপ করতঃ যোগ সাধন করবে'। আত্মনঃ মানে নিজের। কুণ্ডলিন্যাং মানে চিদ্‌বহ্নিতে।

কুণ্ডলিনীর স্বরূপ তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—লোহিতবর্ণ মূলাধারে বিশদ কর্ণিকায় ধ্যান ক'রে, কর্ণিকাকুলকুণ্ডাভ্যন্তরে সার্ধরাত্রিবলয়াকারা প্রসুপ্তসর্প-সদৃশী মৃণালতন্তুর মতো সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনীশক্তির ধ্যান ক'রে……।

জুহুয়াৎ এই পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে এই কর্মে হোমবুদ্ধি দৃঢ় করবে, পান-বুদ্ধি নয়, অর্থাৎ হোমবুদ্ধিতে সুরাপান কর্তব্য, পানবুদ্ধিতে তা করা উচিত নয়। বিন্দুং এই পদের দ্বারা হোমদ্রব্যের অল্পত্ব সূচিত হয়েছে। এর অর্থ হোমবুদ্ধিতে অল্পমাত্র সুরাপান করতে হবে। বিন্দুং পদের দ্বিতীয়াবিভক্তি দ্বারা প্রতিপত্তিসংস্কার সূচিত হয়েছে। তার অর্থ—গুরুপাদুকার উদ্দেশে প্রদত্ত সুরার অবশিষ্ট হোমের দ্বারা সংস্কার করবে। অবশিষ্ট না থাকলে হোম করবে না। এ দ্বারা তাই বুঝান হয়েছে।

কুলদ্রব্যস্বীকারবিধিসমর্থন

সমস্ত শ্রুতিস্মৃতিপুরাণে সুরাপানকে পঞ্চমহাপাতকের অন্যতম গণনা করা হয়েছে। তা হলে তন্ত্রোক্ত দ্রব্যসেবন অর্থাৎ সুরাপান কি ক'রে সুখের অর্থাৎ মুক্তির কারণ হতে পারে। আবার দেখা যায় যে-সব তন্ত্রে সুরাপান বিহিত হয়েছে সেই সব তন্ত্রেই সুরাপানের নিষেধবচনও অনেক পাওয়া যায়। যেমন কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—সুরাদর্শনমাত্র সূর্যাবলোকন করবে, তার আঘ্রাণ-মাত্র তিনটি প্রাণায়াম করতে হবে। ওগো শিবা, হাঁটু পর্যন্ত মদ্যের স্পর্শে স্নান করতে হবে, নাভি পর্যন্ত স্পর্শে উপবাস করতে হবে আর নাভির ঊর্ধ্বে স্পর্শে তিন অহোরাত্র উপবাস করতে হবে। সুরাপানের অভিলাষে সুরাপান করলে ফুটন্ত সুরা মুখে নিক্ষেপ করতে হবে; তার দ্বারা দগ্ধ হলে পরে তবে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। মদ্যপানজনিত দোষের এই প্রায়শ্চিত্ত বলা হল।

ত্রিপুরার্ণবে আছে—দ্বিজ যদি সুরাপানের অভিলাষে বা মোহবশতঃ একবারমাত্রও সুরাপান করে তা হলে বিদ্বান হলেও তাকে তন্ত্রজ্ঞরা নির্বিচারে পরিত্যাগ করবে।

দেবীযামলে বলা হয়েছে—বিদ্বান্ সুরার আঘ্রাণ এবং দর্শনও বর্জন করবে।

এর তাৎপর্য হল যেক্ষেত্রে দর্শনও বর্জন করতে বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে পান বর্জনের আর কথা কি। অন্যান্য তন্ত্রেও এরূপ অনেক বচন আছে। গ্রন্থ-বিস্তারের ভয়ে এখানে সেসব লেখা হল না। অতএব, বলতে হয় কুলদ্রব্য-স্বীকারশাস্ত্র অর্থাৎ সুরাপানবিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র অশ্রদ্ধেয়। না, তা বলা ঠিক

নয়। উদ্ধৃত এই সব বচন আসক্তিযুক্ত সুরাপান নিষেধার্থক। যাগার্থ সুরা-পান এই সব বচনের অভিপ্রেত নয়। অন্যথা 'ন ব্রাহ্মণং হন্যাৎ' এই নিষেধের দ্বারা 'ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভতে' এই শ্রুতির অপ্রামাণ্যাপত্তি হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই বিষয়টিই স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করা হয়েছে—শাস্ত্রে সুরার ঘ্রাণভক্ষ অর্থাৎ আঘ্রাণ[১] বিহিত হয়েছে, সুরাপান নয়। পশুর আলভন[২] বিহিত হয়েছে, পশুহিংসা নয়। এইভাবে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত মৈথুন বিহিত হয়েছে, রতির জন্য নয়। মনোরথবাদীরা এই বিশুদ্ধ স্বধর্ম অবগত নয়। যে-সব ব্যক্তি এসব জানে না এবং পশুহিংসা করে সেই মূঢ় সদভিমানীদের পরলোকে এই শান্ত পশুরাই ভক্ষণ করে। অতএব, যাগার্থ সুরাপান এবং কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত সুরাপানের মধ্যে একার্থতা নেই বলে বিশেষক্ষেত্রে অর্থাৎ যাগার্থে শাস্ত্রীয় সুরাপানবিধির মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। অর্থাৎ "নিষেধ-বিধি দ্বারা ইচ্ছাপূরণার্থ পানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, যজ্ঞার্থ পান নিষিদ্ধ হয় নাই।" ত্রিপুরার্ণবে 'কামাৎ' এবং কুলার্ণবে 'কামকৃতে' এই পদ দুটি এই অভিপ্রায় সূচিত করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রকার তন্ত্রান্তরেও বলা হয়েছে—ওগো বরারোহা, দোষ অন্যত্র, যজ্ঞে দোষ নাই। যেমন অশ্বমেধাদিযজ্ঞে অশ্ববধ দোষের নয়। এই সদ্‌দৃষ্টান্ত উক্ত অর্থকেই সুদৃঢ় করছে।

নৃসিংহাচার্য তারাভক্তিসুধার্ণবে ভাবশোধনপ্রকরণে 'এই প্রকারে বীর ও ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষীর, অন্যের পক্ষে তাও নয়' এই বলে পরে অন্যত্র এই বিষয় দৃঢ়ীকরণের জন্য অনেক বিচারের অবতারণা করেছেন। তার মধ্যে আছে—'বীক্ষণ প্রোক্ষণ ধ্যান মন্ত্রজপ ধেনুমুদ্রাপ্রদর্শন এই সবের দ্বারা বিভূষিত অর্থাৎ শোধিত দ্রব্য মানে সুরা তর্পণযোগ্য এবং দেবতার প্রীতিকারক হয়।' এখানে তর্পণ মানে পান। এই পান ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য বুঝতে হবে। কেননা, ব্রাহ্মণের পক্ষে এই উপাদান অর্থাৎ সুরা নিষিদ্ধ। '

কিন্তু পক্ষান্তরে কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ সব সময়ে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধের সময়ে, বৈশ্য ধনপ্রয়োগের সময়ে সুরাপান করবে, শূদ্র কখনও পান করবে না।

সময়াচারতন্ত্রে আছে—ব্রাহ্মণ সৌত্রামণীযাগে এবং কুলাচারে সুরাপান করবে।

১। "সৌত্রামণীযাগে যে সুরাপান করা হয়, তাহার নাম অবঘ্রাণ, পান নহে; নিজের ইচ্ছামত সুরাপানের নাম পান।"—দ্রঃ কৌলমার্গরহস্য, ১৩৩২, পৃঃ ১৪৬, পাদটীকা।

২। "দেবতার উদ্দেশে পশুহননের নাম আলভন, হিংসা নহে; নিজের ভক্ষণের জন্য পশুহননের নাম হিংসা।"—ঐ

যামলে বলা হয়েছে—সত্যযুগে চতুর্বর্ণের লোকেরা যথাক্রমে ক্ষীর মানে দুধ, ঘৃত, মধু এবং পিষ্টজ অর্থাৎ মদ্যের দ্বারা দেবীর পূজা করেছে। ত্রেতাযুগে সর্বজাতির লোকেরা ঘৃতের দ্বারা দেবীর পূজা করেছে। দ্বাপরযুগে সর্ববর্ণের লোকেরা মধু দ্বারা পূজা করেছে। কলিযুগে সকলেরই শুভকর সুরা দ্বারা দেবীর পূজা করতে হবে।

প্রশ্ন উঠে, এই সব বচন বিদ্যমানে ব্রাহ্মণের সুরাপানে অনধিকার কি ক'রে হয়। তার উত্তরে বলা হচ্ছে—লঘুস্তবে আছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং তদেতর অর্থাৎ শূদ্র যথাক্রমে ক্ষীর অর্থাৎ দুধ, ঘৃত, মধু ও আসবের দ্বারা দেবীর পূজা করবে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে, যথাক্রম বর্ণভেদানু-সারে দ্রব্যভেদ হবে। উক্ত তন্ত্রেই আছে, ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক দ্রব্যের দ্বারা শিবার পূজা করবে।

মহাকালসংহিতায় আসবের ভেদ বলে বলা হয়েছে—এই প্রকারে ক্ষত্রিয়ও সুরা প্রদান করবে কিন্তু কখনো পৈষ্টী সুরা প্রদান করবে না। সুরার অনুকল্প হিসাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কাঁসার পাত্রে নারকেলের জল এবং তামার পাত্রে গব্য বা মধু প্রদান করবে। এরূপ প্রদান ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেই বিহিত, ব্রাহ্মণের পক্ষে কখনো নয়। এরূপ প্রদানমাত্র ব্রাহ্মণের আয়ুক্ষয় হবে।

ভৈরবীতন্ত্রে আছে—ব্রাহ্মণেরা ক্ষীরের অর্থাৎ দুগ্ধের দ্বারা, ক্ষত্রিয়েরা ঘৃতের দ্বারা, বৈশ্যেরা মধু দ্বারা এবং শূদ্রজাতির লোকেরা আসবের দ্বারা দেবীর তর্পণ করবে।

কুলচূড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে—যেখানে সুরাদানের দ্বারা পূজা অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণ তাম্রপাত্রে মধু রেখে তা মদ্য বলে কল্পনা ক'রে, তাই দিয়ে পূজা করবে।

হংসমাহেশ্বরতন্ত্রে আছে—ব্রাহ্মণ মদিরা প্রদান করলে ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট হবে আর স্বগাত্ররুধির প্রদান করলে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হবে।

হরিনাথ উপাধ্যায় গৃহ্যপরিশিষ্টে কলিধর্মপ্রকরণে কলিকালে সৌত্রামণী-যাগে সুরাগ্রহণ নিষিদ্ধ বলেছেন। এরূপ বলতে হলে "ব্রাহ্মণৈস্তু সদা অপেয়া" এইভাবে 'পেয়া'পদের' পূর্বে অকার প্রশ্লেষ ক'রে অর্থ করতে হবে

১। রামেশ্বরোদ্ধৃত কুলার্ণবতন্ত্রের সংসৃষ্ট বচনে আছে "ব্রাহ্মণৈস্তু সদা পেয়ং"। "ব্রাহ্মণৈস্তু সদা পেয়া" এরকম কোনো বচন তিনি উদ্ধৃত করেন নি। এখানে তিনি মূলের অর্থানুসরণ করেছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু পাঠের দিকে কিঞ্চিৎ অনবহিত হয়েছেন।

সুরা ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বদা অপেয়া। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধকালে অপেয়া। কেননা, বিকল অর্থাৎ মাতালের পক্ষে যুদ্ধ সম্ভব নয়। বৈশ্যের পক্ষে ধনপ্রয়োগকালে অপেয়া। কেননা, মদ্যপানে বিকল বুদ্ধিতে ধনপ্রয়োগ করতে গেলে বিংশ মুদ্রা দেওয়ার জায়গায় শতমুদ্রা দিয়ে ফেলতে পারে। শূদ্রের পক্ষে কখনো অপেয়া নয়। তার অর্থ শূদ্রেরা সব সময়ে পান করতে পারে। এইভাবে বিচারে পূর্বোক্ত "পূজনীয়া কলৌ দেবী কেবলৈরাসবৈঃ শুভৈঃ" এক্ষেত্রে অনুষজ্যমান সর্ববর্ণৈঃ পদের সর্ববর্ণের দ্বারা ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণ বুঝান হয়েছে।

পক্ষান্তরে ভৈরবীতন্ত্রে আছে—ক্ষীর বৃক্ষসমুদ্ভূত, আজ্য বল্কলসম্ভূত, মধু পুষ্পরসোদ্ভূত আর আসব তণ্ডুলোদ্ভূত। এখানে ক্ষীর, আজ্য ও মধু পারিভাষিক শব্দ; প্রত্যেকটির অর্থ সুরা। কাজেই, পূর্বোক্ত বচনগুলির ক্ষীরাদি শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করলে সুরা দ্বারা ব্রাহ্মণের দেবী-তর্পণের অধিকার প্রতীয়মান হয় না কি? হ্যাঁ, এরূপ প্রতিভাত হয় বটে। তবে তার তাৎপর্য অন্য। যেখানে সুরা দ্বারা তর্পণ বিধি সেখানে ব্রাহ্মণকে ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধের দ্বারা তর্পণ করতে হবে। ক্ষীর সুরার অনুকল্প। ক্ষীর কিরকম সুরার অনুকল্প হবে তাই ভৈরবীতন্ত্রের আলোচ্য বচনে বলা হয়েছে; বলা হয়েছে ক্ষীর হবে বৃক্ষসমুদ্ভূত সুরার অনুকল্প। পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্থাৎ আজ্য বা ঘৃত ও মধু সম্বন্ধেও অনুরূপ বুঝতে হবে। কেননা তা না হলে, 'অনুবাদ অর্থাৎ উদ্দেশ্যপদ ব্যক্ত না করে বিধেয়ের উল্লেখ করা যায় না' এই ন্যায় অনুসারে ক্ষীর ও বৃক্ষ এই পদদ্বয়ের বৈপরীত্য-প্রয়োগাপত্তি হয় অর্থাৎ যেখানে 'বৃক্ষসমুদ্ভূতং ক্ষীরং' বলা উচিত ছিল সেখানে 'ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং' বলা হয়েছে। অতএব, উদ্ধৃত বচনানুকূল অর্থ গ্রহণ করতে হবে। তণ্ডুলোদ্ভবঃ মানে ওদন অর্থাৎ অন্ন। কাজেই, তণ্ডুলোদ্ভবম্ এই পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে শূদ্রেরও অন্নের স্থানে আসব প্রদান করতে হবে, পৃথগ্‌ভাবে অন্নপ্রদান করতে হবে না। আর ব্রাহ্মণাদি আসবও প্রদান করবেন না, উদ্ধৃত বচনের এই তাৎপর্য্য। শূদ্রের পক্ষে যে অন্নদান বিহিত নয় সে সম্বন্ধে স্মৃতিবচনও পাওয়া যায়; যথা—'শূদ্রহস্তে আমান্নই পক্কান্ন আর পক্কান্নকে উচ্ছিষ্ট বলা হয়।'

ব্রাহ্মণের সুরাপান সম্পর্কেই শুক্রাচার্যের অভিশাপ। তা হলে শাস্ত্রে যে এই শাপোদ্ধারের বিধান আছে তার যৌক্তিকতা থাকে না; অর্থাৎ সুরা যখন ব্রাহ্মণের অপেয় তখন তার শাপোদ্ধারের আর প্রয়োজন কি? এরূপ

কথা বলা চলে না। কারণ, শূদ্রের সর্বদা মদ্যপানের অধিকার শাস্ত্রসিদ্ধ আর এ সম্পর্কে শুক্রশাপবিমোচনের অদৃষ্টার্থতা বিদ্যমান। তা ছাড়া, 'ঐন্দ্রা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে' ইত্যাদি বচনে যেমন লিঙ্গাপেক্ষা অর্থাৎ হেতু-অপেক্ষা শ্রুতি বলবান্ তেমনি শুক্রশাপবিমোচন থেকে ব্রাহ্মণের সুরাদান কল্পনার চেয়ে এ বিষয়ে "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্বা"—ব্রাহ্মণ মদিরা প্রদান ক'রে, ইত্যাদি শ্রৌত নিষেধবিধি অধিকতর বলবান্। কেন না, উভয়ক্ষেত্রে যুক্তি একই।"

এই পর্যন্ত আলোচনা ক'রে নৃসিংহ পণ্ডিত. সুরাদান ব্রাহ্মণেতরপর অর্থাৎ সুরাদান ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের পক্ষে বিহিত, নিজের এই প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সাধ্য-নির্দেশ দৃঢ় করেছেন।

কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য অত্যন্ত শিথিল। তিনি নিজের সাধ্যবিষয়ের সাধক-রূপে 'দ্রব্যেণ সাত্বিকেন' ইত্যাদি জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবচনের উল্লেখ করেছেন। তা অত্যন্ত অপরিশোধনমূলক অর্থাৎ তাতে কিছুই পরিষ্কার হয় না। সাত্বিকদ্রব্য বলে ব্রীহি ইত্যাদির মতো লোকপ্রসিদ্ধ কিছু নেই। অতএব, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের স্বরূপ জানার জন্য যেমন ব্যাকরণশাস্ত্রের শরণ নিতে হয় তেমনি সাত্বিকদ্রব্য কি এই আকাঙ্ক্ষায় সাত্বিকপদের শক্তি, একমাত্র শাস্ত্র থেকে জানতে হবে। ত্রিপুরার্ণবে এই শাস্ত্র রয়েছে। যথা—দ্রব্য অর্থাৎ সুরা ত্রিবিধ, গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী। ইক্ষুসঞ্জাত গুড় থেকে উৎপন্ন এবং মধুসম্ভূত সুরাকে বলা হয় গৌড়ী। গৌড়ী সাত্বিক বলে শাস্ত্রবিহিত। মহুয়ার ফুল, দ্রাক্ষা এবং তালগাছ ইত্যাদির রস থেকে সম্ভূত সুরাকে তদভিজ্ঞেরা বলেন মাধ্বী। ওগো শিবা, মাধ্বী রাজসিক। পিষ্টক থেকে এবং তণ্ডুল থেকে জাত সুরাকে বলা হয় পৈষ্টী। এটি তামসী। সাত্বিক সুরা ব্রাহ্মণের পক্ষে আর রাজসিক সুরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে বিহিত।

শাস্ত্র এমনি হওয়ায় সুরাদান 'ব্রাহ্মণেতরপর' এই প্রতিজ্ঞা ভ্রান্তিমূলক সুনিশ্চিত প্রতীত হয়।

* * * *

নৃসিংহ পণ্ডিত যে বলেছেন শুক্রশাপবিমোচনলিঙ্গাপেক্ষা অর্থাৎ শুক্রশাপ-বিমোচনরূপ হেতু অপেক্ষা 'ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্বা' ইত্যাদি প্রত্যক্ষশ্রুতি বলবান্, তাও বাজে কথা। "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে" এই বচনে নিষেধবিধিসূচক নঞ্-শ্রুতি নেই, পরন্তু মদিরাদানের নিন্দাহেতু এখানে নিষেধবিধি কল্পনা করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বচনের প্রত্যক্ষ শ্রুতিনিষেধত্ব ঘোষণা করার জন্য বিদ্বৎসমাজে কি জবাবদিহি করবেন তা

আমাদের জানা নেই। এইপ্রকার, শুক্রশাপবিমোচনের সহিত 'সৌত্রামণী-যাগে ও কুলাচারে ব্রাহ্মণ সুরা পান করবে' এই কুলাচারবিষয়ক প্রত্যক্ষবিধিরূপ নিজোদ্ধৃত বচনের কি গতি হবে তা না ভেবে, 'ব্রাহ্মণেতর-পরম্' শুধু এই প্রতিজ্ঞামাত্রের কথা বলা দ্বারা অপরের মোহ উৎপাদন করেছেন। এজন্য তাঁকে তান্ত্রিক সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত মনে করি।

* * * *

জ্ঞানার্ণব ও ত্রিপুরার্ণবের বচনের দ্বারা ঐক্ষব এবং মধুসম্ভূত গৌড়ী সুরা আর 'কলিযুগে আসবের দ্বারা সর্ববর্ণের লোকেরা দেবীর পূজা করবে' এই যামলবচনের দ্বারা আসবও কলিযুগে ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত দেখা যায়। এরূপ হওয়ায়, 'প্রিয়ে, সত্যযুগে শূদ্রেরা, ত্রেতাযুগে বৈশ্য ও শূদ্রেরা, দ্বাপরযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেরা আর কলিযুগে, ওগো মহাদেবী, ব্রাহ্মণাদি সব বর্ণের লোকেরাই প্রত্যক্ষ আসবের দ্বারা তোমার পূজা করবে'; রহস্যার্ণবের এই বচনের উপস্থিতি হলে কৃতেতর বচনগুলির দ্বারা অর্থাৎ সত্যযুগ ভিন্ন অন্যযুগসম্বন্ধী বচনগুলির দ্বারা সকল বর্ণের সম্পর্কেই দ্রব্যেতর-বিশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রহস্যার্ণববচনের দ্বারা সত্যযুগে শূদ্রাতিরিক্ত বিষয়ে পরিসংখ্যাবিধিরও প্রাপ্তি হয়। তা হলে পরে সত্যযুগে ত্রিবর্ণিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ আসবের বিকল্প সূচিত হয়।

অথবা—রহস্যার্ণবে দেখা যায় সত্যযুগে শূদ্রকর্তৃক প্রয়োগে তণ্ডুলোদ্ভব প্রত্যক্ষ আসব বিহিত। তা দ্বারা তন্ত্রান্তরে শূদ্রের আসবপ্রাপ্তির যে-বিধান তা নিরর্থক হয়ে যায় এই ভয়ে পরিসংখ্যাকল্পনা অশ্রদ্ধেয়। তা হলে পরে এরূপ ক্ষেত্রে সত্যযুগে ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক প্রয়োগে দ্রব্য কি হবে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে অন্যতন্ত্রবিহিত ক্ষীরাদি গ্রহণ করতে হয়, বিকল্প নয়।

* * * *

কাজেই অপর পক্ষের যে-সব উক্তি[১] ব্রাহ্মণের সুরা দ্বারা পূজা-বিষয়ে বাধক হিসাবে উপন্যস্ত হয়েছে দেখা গেল তাতে বাধকত্বের গন্ধও নেই।

১। রামেশ্বর 'পরোক্তানাং' পদ ব্যবহার করেছেন। এ দ্বারা তিনি প্রধানতঃ নৃসিংহ পণ্ডিতের উক্তিই বুঝিয়েছেন। তিনি নৃসিংহ পণ্ডিত কর্তৃক উদ্ধৃত বচনগুলি পণ্ডিত যে-অর্থে ব্যবহার করেছেন তা খণ্ডন করেছেন। রামেশ্বরকৃত বিবৃতির যে-সব অংশ মূল বক্তব্য বুঝার পক্ষে আবশ্যক মনে হয়েছে শুধু সেই সব অংশেরই অনুবাদ দেওয়া হল। সংসৃষ্ট বিবৃতির সম্পূর্ণ অনুবাদ সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সঙ্কলিত কৌলমার্গরহস্যে দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে উক্ত বিষয়ে সাধক হিসাবে বহু প্রমাণ প্রদর্শিত হল। কাজেই, যে-ব্যক্তি তন্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন তাঁর কাছে ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক পুজায় প্রথমের অর্থাৎ সুরার আদর শাস্ত্রসম্মত। স্বয়ং ব্রহ্মাও তা নাকচ করতে পারেন না।

পূজায় সুরা ব্যবহার সম্পর্কে কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—প্রিয়ে, দ্রব্যাধিবাস ছাড়া অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা অধিবাস ছাড়া মন্ত্রস্মরণ ও মন্ত্রজপ করতে নেই। মহাদেবী, যারা এরূপ স্মরণ করে তাদের পদে পদে দুঃখ ঘটে। আসব ছাড়া মন্ত্রজপ এবং মন্ত্রজপ ছাড়া আসবগ্রহণ হয় না।

সময়াচারতন্ত্রে আছে—মদ্য ও মাংস ছাড়া পূজা নিষ্ফল হয়।

ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে পাওয়া যায়—হেতুক অর্থাৎ সুরা আস্বাদন ভিন্ন ক্ষোভযুক্ত হয়ে, ওগো মহেশ্বরী, পূজা জপ ধ্যান চিন্তা কিছুই করতে নেই।

কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে—মদ্য ও মাংস ছাড়া যে আমার পূজা করে সে দুঃখসংযোগকারী হয়ে যোগিনীদের পশু অর্থাৎ ভক্ষ্য হয়।

সময়াঙ্কমাতৃকায় আছে—যে তোমার আদিমদ্রব্যবিহীন অর্থাৎ মদ্যবিহীন পূজা করে সে তোমার ক্রোধে পুড়ে ছাই হয়ে যায়; এর কোনো অন্যথা হয় না।

এই রকম সব বচন আমাদের মতের আনুকূল্যবিধায়ক। কাজেই নৃসিংহাচার্যের 'ব্রাহ্মণেতরপরম্' এই অভিমত আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির বিচারে অত্যন্ত অশুদ্ধ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। এর অধিক বিচার নির্মৎসর পণ্ডিতেরা করুন। "ইমাং বিজ্ঞায় সুধিয়া মদন্তি" এইরূপ ত্রিপুরোপনিষদের সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যেও বলা হয়েছে।

* * * * *

এই পর্যন্ত বিচারবিমর্শের দ্বারা সুরাপানে ব্রাহ্মণের অধিকারব্যবস্থা সাব্যস্ত হল। তবে এই যে-অধিকারের বিধান হল তা সকলের জন্য নয়। এ অধিকার কেবলমাত্র কামাদিরহিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির। এইজন্য পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—ওগো মহেশ্বরী, এই পরম কৌলমার্গ অসিধারা ব্রতের মতো সম্যক্ মনোনিগ্রহের হেতু। এটি স্থিরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সুলভ, সফল ও শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদানকারী; অন্যের পক্ষে, ওগো পরমেশ্বরী, বিফল ও দুঃখের হেতু।

ত্রিপুরার্ণবেও দেখা যায়—শিবোক্ত এই সর্বোত্তম ধর্ম সুখ ও সিদ্ধিপ্রদানকারী; জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে সুলভ, অন্যের পক্ষে অনন্ত জন্মেও সুলভ নয়। যা স্মরণমাত্রেই উর্ধ্বরেতা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও মুহূর্তে অত্যন্ত মোহ উৎপাদন

করতে পারে, তা-ই এই কৌলমার্গে সম্পূর্ণসিদ্ধির কারণ বলে কথিত হয়। এদিকে মদ্য ; এদিকে মাংস ; এদিকে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ; এদিকে সুন্দরবেশ-ভূষায় সজ্জিতা মদঘূর্ণিতলোচনা তরুণীরা। এর মধ্যে সংযতচিত্ততা সর্বপ্রকারে অতি দুষ্কর। ওগো ঈশ্বরী, ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির এটি কি ক'রে হবে।

ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে—তন্ত্র অতিশয় গূঢ়, তার ভাবও অত্যন্ত গোপিত। যে-ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় এবং যে তন্ত্রশাস্ত্র মন্থন ক'রে তার গূঢ়ার্থভাব উদ্ধার করতে পারে সে-ই কৌলমার্গে অধিকারী। অন্য এই মার্গ অবলম্বন করলে দুঃখভোগ করবে।

কুলার্ণবে আছে—অহো! যে-মদ্য পান করলে দেবতাদেরও মোহ উৎপন্ন হয় সেই মঙ্গলজনক মদ্য পান ক'রে যে-ব্যক্তি বিকারগ্রস্ত না হয়ে, শিবপর হয়ে অর্থাৎ দেবতাগতচিত্তে মন্ত্র জপ করে সে মুক্ত এবং সে কৌলিক।

ভগবান্ পরশুরামও 'কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যাবিহিতহিংসাস্তেয়-লোকবিরুদ্ধলোকবিদ্বিষ্টবর্জন'কে কৌলাচারে মুখ্যধর্মরূপে প্রতিপাদিত করেছেন। আজ্যাবেক্ষণাদি ক্রিয়া যেমন দর্শপূর্ণমাসযাগের অঙ্গ বলে দর্শ পূর্ণমাসযাগে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরই অধিকার, অন্ধদের নয় ; তেমনি কাম-ক্রোধাদিবর্জন কৌলাচারের অঙ্গ বলে এতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরই অধিকার, অন্যের নয় ; এইটিই বলা সূত্রকারের অভিপ্রায়। অন্যান্য তন্ত্রেও এই প্রকারের বহু বচন পাওয়া যায়। অতি প্রয়োজনীয় নয় বলে এবং গ্রন্থ বেড়ে যাবে এই ভয়ে যে-সব লিখিত হল না।

সম্প্রতি আধুনিক অজিতেন্দ্রিয় চপলজিহ্ব শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তিরা অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ কেবলমাত্র মদ্যাদির লোভে, নিজেদের উপর কৌলিকত্ব আরোপ ক'রে অর্থাৎ যথার্থ কৌলিক না হয়েও কৌলিক বলে পরিচয় দিয়ে, শাস্ত্রলিখিত বচন উপেক্ষা ক'রে, নিজের অধিকার বিচার না ক'রে, আপন অভিপ্রায়সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে কুলার্ণবতন্ত্রের 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা,' 'আগলান্তং পিবেৎ দ্রব্যং' ইত্যাদি বচন সামনে রেখে অর্থাৎ এসবের দোহাই দিয়ে, এসব বচনের অর্থ না জেনে, অথবা জেনেও চালাকি ক'রে তা গোপন ক'রে, যথেচ্ছাচার করে বেড়ায়। এরা ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখলাভ করে না। প্রত্যুত শ্রীধর্মরাজের শাসনে মহাপাতকজনিত যন্ত্রণা ভোগ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইজন্যই, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এই সব কৌলিকদের বিস্তর উপহাস করা হয়েছে। এইজন্য, জিতেন্দ্রিয় ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত বিদ্বান্ এবং আলোচ্য গ্রন্থারম্ভে প্রতিপাদিত ভক্তিভূমিকায় আরূঢ় ব্যক্তিদেরই এতে

অধিকার। অন্যদের এটি পতনেরই কারণ হয়। এ সম্পর্কে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সার কথা, উক্ত অধিকারী ব্যতীত অন্যদের বৈদিক মার্গে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করা উচিত।

দক্ষিণাচার ও বামাচার সম্বন্ধে বিচার

কেউ কেউ বলেন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কুলমার্গে প্রবেশ ক'রে মদ্যাদির পরিবর্তে কেবলমাত্র জল দিয়ে পূজা করা কর্তব্য। এইটিই দক্ষিণমার্গ। আর জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শাস্ত্রপ্রোক্ত মদ্যাদির দ্বারা পূজা করা উচিত। এরই নাম বামাচার। কিন্তু এরূপ অভিমত অসার। বামাচার-বস্তুটি যে কি তা যে জানে না সে-ই এরকম কথা বলে। ত্রিকূটারহস্যে "প্রিয়ে, শ্রীবিদ্যাসাধন বামাচার বলছি। কলিকালে এই বামাচার অবলম্বন করলে মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তি অচিরে সিদ্ধিলাভ করবে। নৃ-দন্তের মালা, নৃমুণ্ডের পাত্র, সিংহচর্মাদির আসন, স্ত্রীকেশের কঙ্কন" ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ ক'রে বামাচার সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে মুখ্যদ্রব্যের অর্থাৎ মদ্যের নামও নাই। আমার পরমেষ্ঠিগুরু ললিতাসহস্রনামের ভাষ্যে 'সব্যাপসব্যমার্গস্থা' এই পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বামাচারের কথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন। কালিকাপুরাণেও বামাচার বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থ বেড়ে যাবে এই ভয়ে এখানে তা বিস্তৃতভাবে বললাম না।

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কৌলমার্গে অনধিকারী

পরমানন্দতন্ত্রের টিপ্পনীতে যে বলা হয়েছে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা মদ্যাদির পরিবর্তে গন্ধোদকের দ্বারা পূজা করবে তা ঠিক নয়। কেন না, পরমানন্দ-তন্ত্রেরই বিংশ উল্লাসের বচন 'মুখ্য দ্রব্য না পাওয়া গেলেই অনুকল্প গ্রহণ করতে হবে, অন্যথা কখনো নয়', উক্ত টিপ্পনী দ্বারা এই বচনের বিরোধিতা হয়। আর মুখ্যদ্রব্যে যার অধিকার নাই, প্রতিনিধিতে তার অধিকার শশশৃঙ্গের মত অলীক। সেইজন্য, উপাসনাকামী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের আপাততঃ অন্য মার্গ অবলম্বন করে অন্য দেবতার উপাসনা কর্তব্য। যখন তাঁরা বুঝতে পারবেন এরূপ উপাসনা দ্বারা অন্তঃকরণের পরিপক্কতা দৃঢ় হয়েছে তখন কৌলমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। এ সম্পর্কে কুলসারে বলা হয়েছে—বারংবার অন্যদেবতার সেবা দ্বারা পরিপক্কমনা ব্যক্তি কৌলমার্গের প্রামাণ্যবিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ ক'রে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত ক'রে কৌলমার্গে প্রবেশ করবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বলা হয়েছে—কোটিজন্ম ধরে যে অন্য দেবতার নামকীর্তন করেছে শ্রীদেবীর নামকীর্তনে তারই শ্রদ্ধা হয়। শেষ জন্মে যেমন সে শ্রীবিদ্যার উপাসক হয় তেমনি ললিতাসহস্রনাম পাঠেও তার প্রবৃত্তি হয়।

যামলেও আছে—বহু জন্ম ধরে শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্ত কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা মন শোধিত হয়েছে, এইটি জেনে তবে শ্রীবিদ্যার উপাসক হবে।

ফেট্‌কারীতন্ত্রেও বলা হয়েছে—এই বিদ্যা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কাছে সর্বপ্রকারে গোপন রাখতে হবে। এইভাবে রাখলে বিদ্যা বীর্যবতী হয়। প্রকাশ করলে বিদ্যা আর বিদ্যাই থাকে না। যে নিজের প্রিয় কামনা করে অর্থাৎ স্বীয় অভীষ্ট বস্তু লাভ করতে চায় তার ঈদৃশ ব্যক্তিদের অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের সামনে কুলপুষ্প কুলদ্রব্য কুলপূজা এবং কুলজপের কথা বলা উচিত হবে না।

এ দ্বারা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কাছে কৌলাচার বলাও নিষিদ্ধ হয়েছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কৌলাচার স্বীকার সম্বন্ধে আর কথা কি। অতএব, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কৌলমার্গে অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ৩১।

এতদর্ঘ্যশোধনমিতি শিবম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি……কল্পসূত্রে শ্রীক্রমো নাম তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

এতৎসামান্যার্ঘ্যশোধনোত্তরং' তজ্জলেন' ইতি মণ্ডলাদিকরণমুক্তম্, তদারভ্য "কুণ্ডলিন্যাং জুহুয়াৎ' ইত্যন্তং কর্ম অর্ঘ্যশোধনং অর্ঘ্যসংস্কারঃ। যদ্যপি পূর্বোক্ত-সূত্রে কর্মকলাপবিধানাদেব অর্ঘ্যসংস্কার ইতি জ্ঞাতুং শক্যতে, তথাঽপি শাপ-বিমোচনাদিকতিপয়সংস্কারং পাত্রান্তরাণি চ ভ্রান্ত্যা কেচন স্বীকুর্যুঃ, তন্মাভূৎ ইত্যেদর্থং পরশুরামঃ পরমকারুণিকো ভ্রান্তিনিরাসায় ইদং সূত্রং প্রণিনায়। এতৎ উক্তং যৎ তাবদেব শোধনং নান্যদিত্যর্থঃ। শিবমিত্যনেন অর্ঘ্যপ্রকরণ-সমাপ্তিঃ সূচিতা।

বিশেষার্ঘ্যশোধনে নিবন্ধে মণ্ডলপূজায়াং বিদ্যয়া মধ্যপূজনং সূত্রে উক্তং তত্ত্যক্তম্। অনুক্তং তুরীয়স্বরলেখনং হ্রীঁ মহালক্ষ্মীশ্বরীতি মন্ত্রং সুধাদেবী-পূজনাদি গালিন্যাঃ পুষ্পং দত্ত্বেত্যন্তং অনুক্তং সংগৃহীতম্। অত্র প্রমাণাভাবাৎ কেবলতদ্‌বুদ্ধ্যা রচিতমসংগ্রাহ্যম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি……কল্পসূত্রবৃত্তৌ শ্রীক্রমো নাম তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

এই হল অর্ঘ্যশোধন। শিবম্ ॥ ৩২ ॥

এতৎ বলতে বুঝাচ্ছে সামান্যার্ঘ্যশোধনের পর 'তজ্জলেন' (সূত্র ২৩) এই সূত্রের দ্বারা মণ্ডলাদিনির্মাণ এবং সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে 'কুণ্ডলিন্যাং জুহুয়াৎ (সূত্র ৩১) পর্যন্ত সূত্রসমূহে নির্দিষ্ট কর্ম। অর্ঘ্যশোধনং মানে অর্ঘ্য-সংস্কার। ... ...। এই যা বলা হল, অর্থাৎ ২৩ সংখ্যক সূত্র থেকে আরম্ভ ক'রে ৩১ সংখ্যক সূত্র পর্যন্ত যা বলা হল, সেই পর্যন্তই অর্ঘ্যসংস্কার ; অন্য কিছু নয়, আলোচ্য সূত্রের এই অর্থ। শিবম্ এই পদের দ্বারা অর্ঘ্যপ্রকরণের সমাপ্তি সূচিত হয়েছে। ৩২।

* * * *

...কলসূত্রবৃত্তিতে শ্রীক্রম নামক তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ—ললিতাক্রমঃ

শ্রীচক্রে পরচিত্যাবাহনম্

হৃদি স্থিতায়া দেবতায়াঃ শ্রীচক্রে আবাহনপ্রকারং দর্শয়িতুমুপক্রমতে—

অথ হৃচ্চক্রস্থিতামন্তস্সুষুম্নাপদ্মাটবীনির্ভেদনকুশলাং নিরস্তমোহতিমিরাং শিবদীপদীপ্তিমাত্মাং সম্বিদং বহন্নাসাপুটেন নির্গময্য লীলাঽঽকলিতবপুষং তাং ত্রিখণ্ডমুদ্রাশিখণ্ডে কুসুমাঞ্জলৌ হস্তে সমানীয় ॥ ১ ॥

অথেতি ক্রমবিশেষদ্যোতকং, „অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ" ইতিবৎ। যদ্বা—পূর্বপ্রকরণবিচ্ছেদদ্যোতকম্। হৃচ্চক্রং অনাহতং, তদেব দহ্রমিত্যপি ব্যবহ্রিয়তে। তত্র স্থিতাং। শাস্ত্রে দেবতানিবাসস্থানং তদেব প্রসিদ্ধম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্" ইতি। স্কান্দপুরাণেঽপি—"হৃৎপুণ্ডরীকান্তরসন্নিবিষ্টম্" ইতি অতো দেবতায়া নিবাসস্থানং হৃচ্চক্রম্। তত্র স্থিতায়া বাহ্যোপচারপূজনং ন সম্ভবতি। অতঃ তত্র স্থানাদ্বহিরানয়নার্থং সার্বকালিকং স্থানং জ্ঞাপয়িতুমিদং বিশেষণং জ্ঞেয়ম্। সুষুম্নাঽপি মূলাধারাদিব্রহ্মরন্ধ্রস্থসরোরুহান্তানাং কমলানাং গুম্ফনাধারভূতদণ্ডাকৃতিরেকো নাড়ীবিশেষঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—

মূলাদিদেহচক্রাণামাধারাঽসৌ প্রকীর্তিতা।
যা সুষুম্নেতি সর্বত্র গীয়তে পরমর্ষিভিঃ ॥

ইতি। তস্যাং যানি পদ্মানি বিশুদ্ধ্যাদীনি তেষাং অটবী দুর্গমং বর্ত্ম তস্য নির্ভেদনং গমনাগমনানুকূলবর্ত্মসম্পাদনং তদ্বিষয়ে কুশলাম্। অনেন বিশেষণেন হৃদয়াৎ শ্রীচক্রাদৌ আগমনে পূজাঽনন্তরং পুনর্গমনে প্রয়াসাভাবঃ সূচিতঃ। নিরস্তেতি—নিরস্তঃ দূরীকৃতঃ মোহোঽজ্ঞানং তদেব তিমিরং যয়া তাম্। এতদ্বিশেষণার্থং দৃঢ়ীকর্তুং বিশেষণান্তরমাহ—শিবেতি। শিবাত্মকো যো দীপঃ তস্য দীপ্তিং প্রকাশরূপাম্। এতেন প্রকাশরূপত্বকথনেন পূর্ববিশেষণেন প্রতিপাদিতং অজ্ঞানতিমিরনাশনং সূপপাদমিতি ধ্বনিতম্। কিং চ—যথা দীপপ্রভয়োরবিনাভাবসম্বন্ধঃ এবং শিবশক্ত্যোরপ্যবিনাভাবঃ সূচিতঃ। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টমুক্তো ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

ত্রিকোণরূপিণী শক্তিঃ বিন্দুরূপঃ পরঃ শিবঃ।
অবিনাভাবসম্বন্ধঃ তস্মাদ্বিন্দুত্রিকোণয়োঃ ॥ ইতি।

শ্রীদেবীভাগবতেঽপি—

যস্মিন্ ধর্মিণি যো ধর্মোঽবিনাভূতশ্চ তিষ্ঠতি।
স ধর্মী শিবরূপঃ স্যাদ্ধর্মশ্ শক্তিস্বরূপধৃক্ ॥ ইতি ॥

অনয়োর্বস্তুনোরৌপাধিকো ভেদো ন বাস্তব ইতি তত্ত্বনিরূপণে প্রপঞ্চিতং প্রাগেব। আদ্যাং সম্বিদং অপরিচ্ছিন্নসম্বিদং বহন্ নাসাপুটেন, যেন নাসাপুটেন অপ্রযত্নেন শ্বাসো নির্গচ্ছতি তেন মার্গেণ নির্গময্য, যথা নির্গমনং ভবেৎ তদনুকূল-ব্যাপারং কুর্যাৎ। অত্র তাদৃশো ব্যাপারঃ হৃদয়স্থানাৎ উক্তমার্গেণ নির্গমন-ভাবনমেব। তদনন্তরব্যাপারং বিধত্তে—লীলেতি। লীলয়া স্বেচ্ছামাত্রেণ আকলিতং স্বীকৃতং বপুঃ ধ্যানশ্লোকোক্তং যয়া। এতেন ইতরশরীরবৎ গর্ভ-বাসেন বিনা ভক্তানুগ্রহায় স্বীকৃতমনোহরবপুষ্ট্বং সূচিতম্। উক্তং চ গীতায়াম্—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাঽঽত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ইতি।

মার্কণ্ডেয়পুরাণেঽপি—

এবং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাঽবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥ ইতি ॥

তাং অঙ্গীকৃতবপুষং ত্রিখণ্ডমুদ্রা ত্রিখণ্ডা ত্রীন্ জন্মমৃত্যুজরাঃ, যদ্বা সত্ত্বরজ-স্তমোগুণান্, খণ্ডয়তীতি ত্রিখণ্ডা কেবলমোক্ষপ্রদেত্যর্থঃ। যদ্বা—ত্রীণি খণ্ডাণি কলাঃ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াঽঽত্মিকাঃ তৎস্বরূপা ত্রিখণ্ডা। তদুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

মুদ্রাঽঽখ্যা সা যদা সম্বিদম্বিকা ত্রিকলাময়ী।
ত্রিখণ্ডারূপমাপন্না সদা সন্নিধিকারিণী।
সর্বস্য চক্ররাজস্য ব্যাপিকা পরিকীর্তিতা ॥ ইতি ॥

মুদ্রাশব্দার্থশ্চ বিশ্বস্য মোদনাৎ দ্রাবণাচ্চ মুদ্রা। তদুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

চিদাত্মভিত্তৌ বিশ্বস্য প্রকাশামর্শনে যদা।
করোতি স্বেচ্ছয়া পূর্ণবিচিকীর্ষাসমন্বিতা ॥
ক্রিয়াশক্তিস্তু বিশ্বস্য মোদনাদ্ দ্রাবণাত্তথা।
মুদ্রেতি কথিতা দেবী··· ··· ॥ ইতি ॥

অস্যার্থঃ—যদা চিচ্ছক্তিঃ স্বাত্মাভিন্নায়াং ভিত্তৌ স্বেচ্ছয়া ঈক্ষণানন্তরং বিকারান্ পূর্ণানিচ্ছন্তী প্রকাশামর্শনে করোতি।

অয়ং ভাবঃ—জগতঃ ষড়্ভাববিকারাঃ অস্তি জায়তে বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি ইতি। তেষু দ্বিতীয়ো বিকারঃ প্রকাশঃ, স্ফুটীভাব ইতি

তল্লক্ষণাৎ। তৃতীয়ো বিকারঃ আমর্শনং, ইদন্তয়া হৃদয়ঙ্গমীভাব ইতি লক্ষণাৎ। ইত্থং চ ত্রিপুরসুন্দর্যাঃ স্বান্তস্স্থিতসৃষ্টিসত্তাপর্যালোচনোত্তরং বিশ্বস্য দ্বিতীয়াদি-বিকারবিষয়িণী ইচ্ছোৎপদ্যতে। সেয়ং বিচিকীর্ষা। ততো বিশ্বস্য উৎপত্ত্যভি-বৃদ্ধী ক্রমেণ করোতি। তে এবৈতে পূর্বোক্তপ্রকাশবিমর্শনে ঈদৃশেচ্ছাকৃতি-বিশিষ্টচিৎ ক্রিয়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। ইয়ং ক্রিয়াশক্তিঃ ত্রিপুরসুন্দর্যা ক্রিয়মাণোৎ-পত্ত্যভিবৃদ্ধী অনুমোদতে দ্রাবয়তি চেতি মুদ্রা সা। অনুমোদনং নাম স্বভিন্ন-কর্তৃকক্রিয়াঽনুকূল্যম্। দ্রাবণং নাম ঘনস্য সঙ্কুচিতস্য প্রশিথিলাবয়বতাঽঽপাদ-নাত্মকঃ প্রসরঃ। ঈদৃশক্রিয়াশক্তিরেব স্ববৃত্তিমুদ্রাত্বসামানাধিকরণ্যেন ঈক্ষণা-দের্মেলনেন ত্রিকলাময়ী ত্রিখণ্ডা ভবতি ইতি পরমরহস্যার্থঃ। অতঃ সর্বশ্রেষ্ঠেয়ং ব্যাপিকা মুদ্রেতি তস্যা আবাহনে বিনিয়োগঃ কৃতঃ। এতাদৃশী যা মুদ্রা তস্যা অদৃষ্টস্বরূপং প্রতিপাদিতম্। দৃষ্টস্বরূপং তু অঙ্গুলীপ্রগ্রথনরূপং নানাবিধং তন্ত্রভেদেন দৃশ্যতে। অস্মিন্ ন দৃশ্যতে। অতো গুরুসম্প্রদায়াবগতং তন্ত্রার্থং চৈকীকৃত্যাগ্রে স্পষ্টীক্রিয়তে। ঈদৃশং যৎত্রিখণ্ডাত্মকং বাহ্যস্বরূপং তেন শিখ-ণ্ডিতে গ্রথিতে কুসুমযুক্তা অঞ্জলিঃ যস্মিন্ হস্তে সমানীয় গৃহীত্বা ॥ ১ ॥

চতুর্থ খণ্ড—ললিতাক্রম

শ্রীচক্রে পরচিতির আবাহন

হৃদয়স্থিতা দেবতার শ্রীচক্রে আবাহনের প্রকার প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলেন—

অথ হৃচ্চক্রস্থিতা, সুষুম্নানাড়ীর অভ্যন্তরস্থ পদ্মসঙ্কুল দুর্গম বর্ত্মকে যাতা-য়াতের অনুকূল বর্ত্ম সম্পাদনে কুশলা, মোহরূপ তিমিরদূরীকরণকারিণী, শিব-রূপ দীপের দীপ্তিস্বরূপা, আদ্যা সম্বিৎকে অনায়াসে নিঃশ্বাসত্যাগসমর্থ নাসা-পুটপথে নির্গমন করিয়ে, লীলাচ্ছলে আকলিত অর্থাৎ স্বেচ্ছায় স্বীকৃত বপু-বিশিষ্টা সেই দেবীকে ত্রিখণ্ডমুদ্রাবদ্ধ কুসুমাঞ্জলিপূর্ণ হস্তে আনয়ন ক'রে ॥ ১॥

অথ পদটি ক্রমবিশেষদ্যোতক। 'অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ'—তারপর জিহ্বার, তারপর বুকের, এক্ষেত্রে যেমন অথ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে তেমনি। অথবা পদটি পূর্বপ্রকরণের বিচ্ছেদসূচক। হৃচ্চক্রং মানে অনাহত চক্র[১]। তাকে দহ্রও বলা

১। অনাহতচক্র ষট্‌চক্রের অন্যতম। "এই চক্রগুলি প্রাণশক্তির অতিসূক্ষ্ম কেন্দ্র। সজীব মানুষের দেহে প্রাণবায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। মানুষের প্রাণত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সব চক্র মিলিয়ে যায়। এইজন্যই, শবব্যবচ্ছেদ করে চক্রের সন্ধান পাওয়া না।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৪১

"মণিপূরচক্রের ঊর্ধ্বে হৃদয়ে অনাহতচক্র। এখানে শব্দব্রহ্মময় অনাহত শব্দ প্রত্যক্ষ হয় বলে একে অনাহত বলা হয়।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯৫৪

এ সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯৪১-৪২, ৯৫৪-৫৬

হয়। সেখানে অবস্থিতা। দেবতার নিবাসস্থান বলে শাস্ত্রে তাই প্রসিদ্ধ। এবিষয়ে শ্রুতি—"সেই পুণ্ডরীকের মধ্যেও সূক্ষ্ম আকাশবৎ অমূর্ত শোকরহিত যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিরাজমান তাই উপাসনীয় অর্থাৎ বিজাতীয়প্রত্যয়রহিত সজাতীয়-প্রত্যয়প্রবাহে চিন্তনীয়[1]।" স্কন্দপুরাণেও বলা হয়েছে—"হৃৎপুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট।" অতএব, দেবতার নিবাসস্থান হৃচ্চক্র। সেখানে যিনি অবস্থিতা তাঁর বাহ্যপূজা সম্ভব নয়। সেইজন্য, সেখান থেকে বাইরে আনার জন্য এবং সার্বকালিক স্থান জ্ঞাপন করার জন্য এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, বুঝতে হবে। সুষুম্নাও মূলাধারস্থ পদ্ম থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পদ্ম পর্যন্ত পদ্মসমূহের গ্রন্থনের আধারভূত দণ্ডাকৃতি এক নাড়ীবিশেষ। এ সম্পর্কে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—'মূলাধারাদি চক্রসমূহের যে আধার বলে খ্যাত তাকে পরম ঋষিরা সর্বত্র সুষুম্না বলেছেন।' তাতে বিশুদ্ধ ইত্যাদি যে সব পদ্ম রয়েছে তাদের অটবী অর্থাৎ দুর্গম বর্ত্ম, তার নির্ভেদন অর্থাৎ গমনাগমনের অনুকূল বর্ত্মসম্পাদন, সেই বিষয়ে কুশলাকে। এই বিশেষণের দ্বারা দেবীর সাধকহৃদয় থেকে শ্রীচক্রাদিতে আগমন এবং পূজার পর সেখানে পুনর্গমনে প্রয়াসের অভাব সূচিত হয়েছে। নিরস্তমোহতিমিরাং—নিরস্ত অর্থাৎ দূরীকৃত হয়েছে, মোহতিমির, মোহ মানে অজ্ঞান, তাই তিমির, যাঁ দ্বারা, তাঁকে। এই বিশেষণের অর্থ দৃঢ়ীকরণের জন্য শিবদীপদীপ্তিং এই অপর বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। শিবদীপদীপ্তিং—শিবাত্মক যে-দীপ, তার দীপ্তিং মানে প্রকাশ-রূপাকে। এই প্রকাশরূপত্ব কথনের জন্য পূর্বাবিশেষণের দ্বারা প্রতিপাদিত অজ্ঞানতিমিরনাশ উত্তমরূপে উপপাদিত হয়েছে, তাই ব্যঞ্জিত হল। তা ছাড়া, যেমন দীপ ও তার প্রভার মধ্যে অবিনাভাবসম্বন্ধ[2] তেমনি শিব ও শক্তিরও অবিনাভাবসম্বন্ধ, এইটি সূচিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই বিষয়টিই স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে—'শক্তি ত্রিকোণরূপিণী, পরশিব বিন্দুরূপী। সেইজন্য বিন্দু ও ত্রিকোণের মধ্যে অবিনাভাবসম্বন্ধ'।

শ্রীদেবীভাগবতেও আছে—'যে ধর্মীতে যে ধর্ম অবিনাভূত হয়ে অবস্থান করে সেই ধর্মী শিবস্বরূপ আর ধর্ম শক্তিস্বরূপধারী।

এই উভয় বস্তুর ভেদ ঔপাধিক, বাস্তব নয়, একথা তত্ত্বনিরূপণ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে।

১। দ্র. রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০.১০.৩.২৩ ও তদ্ভাষ্য।

২। অবিনাভাবসম্বন্ধ বলতে বুঝায় অবিচ্ছেদ্যভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ, সহজ কথায়, একটিকে ছাড়া অপরটি থাকে না, উভয় নিত্যযুক্ত। যেমন, অগ্নি ও তার দাহকাশক্তি, চন্দ্র ও জ্যোৎস্না, ইত্যাদি।

আদ্যাং সম্বিদং মানে অপরিচ্ছিন্ন সম্বিৎ। বহন্ নাসাপুটেন মানে যে নাসাপুটে প্রয়াস ব্যতিরেকে শ্বাস বহির্গত হয়, সেই পথে। নির্গময্য মানে যাতে নির্গমন হয় তদনুকূল ব্যাপার ক'রে। এখানে সেরূপ ব্যাপার বলতে বুঝাচ্ছে হৃদয় থেকে উক্ত পথে নির্গমনভাবনা। তার পরের ব্যাপার বলছেন —লীলা ইত্যাদি। লীলয়া মানে লীলাচ্ছলে অর্থাৎ স্বেচ্ছামাত্র। আকলিতং বপুষং—আকলিত মানে স্বীকৃত, বপু অর্থাৎ ধ্যানশ্লোকোক্ত বপু, যৎকর্তৃক তাঁকে। এর দ্বারা অপর শরীরের মতো গর্ভবাস না ক'রেই ভক্তানুগ্রহের জন্য মনোহর বপুধারণ সূচিত হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে—ভারত, যখন যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অভ্যুত্থান হয় অধর্মের, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ রূপ পরিগ্রহ করি।

মার্কণ্ডেয়পুরাণেও আছে—এইরূপে যখন যখন দানবদের দ্বারা সৃষ্ট বাধা উপস্থিত হয় তখন তখন আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুক্ষয় করি।

তাং গৃহীতবপুষং—গৃহীতশরীরা তাঁকে। ত্রিখণ্ডমুদ্রা—ত্রিখণ্ডা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা এই তিন অবস্থা অথবা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণ যিনি খণ্ডন করেন তিনি। এর অর্থ হল কেবলমোক্ষপ্রদা। অথবা—তিন খণ্ড মানে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা তিন কলা, তৎস্বরূপা যিনি তিনি ত্রিখণ্ডা।

যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—সর্বদা সন্নিধিকারিণী ত্রিকলাময়ী অম্বিকা সম্বিৎ যখন মুদ্রা-আখ্যা প্রাপ্ত হন তখন ত্রিখণ্ডারূপ ধারণ করেন এবং সর্ব চক্ররাজের ব্যাপিকা বলে বিঘোষিতা হন।

মুদ্রাশব্দের অর্থ—বিশ্বের মোদন এবং দ্রাবণ যা করে তাই মুদ্রা। যোগিনী-তন্ত্রে বলা হয়েছে—পূর্ণবিচিকিৎসাসমন্বিতা চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যরূপিণী আত্ম-ভিত্তিতে বিশ্বের প্রকাশ এবং আমর্শন যখন করেন তখন তিনি ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তি দেবী বিশ্বের মোদন ও দ্রাবণ করেন বলে তাঁকে মুদ্রা বলা হয়।

এর অর্থ—যখন চিৎশক্তি ঈক্ষণের পর পূর্ণবিকার ইচ্ছা করেন তখন নিজের থেকে অভিন্ন ভিত্তিতে প্রকাশ ও আমর্শন করেন। ভাবটি এই—জগতের ভাববিকার ছ'টি। যথা—আছে, জাত হয়, বর্ধিত হয়, পরিণামপ্রাপ্ত হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং নাশপ্রাপ্ত হয়। এর মধ্যেকার দ্বিতীয় বিকার অর্থাৎ 'জাত হয়', তাই প্রকাশ। কেননা, জাত হওয়া মানে স্ফুটীভাব প্রাপ্ত হওয়া। তৃতীয় বিকার, অর্থাৎ বর্ধিত হওয়া, এটি আমর্শন। কারণ, ইদন্তারূপে হৃদয়ঙ্গমীভাব এর লক্ষণ। এইপ্রকারে ত্রিপুরসুন্দরীর স্বীয় অন্তঃস্থিত সৃষ্টিসত্তা

পর্যালোচনা করার পর দ্বিতীয় বিকার থেকে আরম্ভ ক'রে অন্যান্য বিকার-সম্বন্ধী তার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। এই ইচ্ছাই বিচিকীর্ষা। তারপর ক্রমে তিনি বিশ্বের উৎপত্তি ও অভিবৃদ্ধি করেন। এই দু'টিই পূর্বোক্ত প্রকাশ এবং বিমর্শন। এইরূপ ইচ্ছাকৃতিবিশিষ্ট যে-চিৎ তাকেই ক্রিয়াশক্তি বলা হয়। এই ক্রিয়াশক্তি ত্রিপুরসুন্দরীর ক্রিয়মাণ উৎপত্তি ও অভিবৃদ্ধি অনুমোদন ও দ্রাবণ করেন ব'লে তাঁকে বলা হয় মুদ্রা। অনুমোদন বলতে বুঝায় অন্য কর্তৃক কোনো ক্রিয়ার আনুকূল্য। দ্রাবণ বলতে বুঝায় ঘন সঙ্কুচিত বস্তুর শিথিল-অবয়বতাসম্পাদনাত্মক প্রসর। গূঢ় অর্থ হল স্ববৃত্তি এবং মুদ্রাত্বের সমান অধিকরণতার জন্য ঈক্ষণাদির মেলনহেতু ত্রিকলাময়ী ত্রিখণ্ডা হন। অতএব এই ব্যাপিকা মুদ্রা সর্বশ্রেষ্ঠা। দেবীর আবাহনে এর বিনিয়োগ করা হয়। এই প্রকার যে-মুদ্রা তার অদৃষ্টস্বরূপ প্রতিপাদিত হল। তন্ত্রভেদে করাঙ্গুলিরচিত তার নানাবিধ দৃষ্টস্বরূপ দেখা যায়। আলোচ্য তন্ত্রে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেইজন্য, গুরু ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অবগত অর্থ এবং তন্ত্রার্থ একীকৃত ক'রে এ বিষয় প'রে স্পষ্ট ক'রে বলা হবে। এই প্রকার যে ত্রিখণ্ডাত্মক বাহ্যস্বরূপ তা দ্বারা শিখণ্ডিত অর্থাৎ গ্রথিত কুসুমযুক্ত অঞ্জলি যাতে, সেই হস্তে, সমানয় মানে গ্রহণ ক'রে। ১।

মায়ালক্ষ্মীপরা উচ্চার্য দেবীনাম চামৃতচৈতন্যমূর্তিং কল্পয়ামি নমঃ ইতি কল্পয়িত্বা ॥ ২ ॥

মায়া হ্রীঁ, শ্রীঁ ইতি লক্ষ্মী শব্দার্থঃ, পরা সৌঃ। এতদ্বিষয়ে প্রমাণানি পূর্বমেব দর্শিতানি। এবং বীজত্রয়মুচ্চার্য দেবীনাম শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ ললিতায়াঃ ইতি ষষ্ঠ্যন্তং, যোগ্যত্বাৎ। ততো নমোঽন্তমবিকৃতং পঠেৎ। এবং চ আদৌ সাধারণপরিভাষাপ্রাপ্তা ত্রিতারী ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ ললিতায়াঃ অমৃতচৈতন্যমূর্তিং কল্পয়ামি নমঃ ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ণো মন্ত্রঃ। অনেন পরদেবতায়া মূর্তিং কল্পয়িত্বা ভাবয়িত্বা ॥

অত্র পূর্বসূত্রে লীলাঽঽকলিতবপুষঃ হস্তে আগতায়াঃ পুনর্মূর্তিকল্পনে বৈয়র্থ্যাদতঃ প্রবলেনার্থক্রমেণ পাঠক্রমবাধঃ। তথা চায়ং ক্রম.—প্রথমং কেবলচিতো মূর্তিকল্পনমনেন মন্ত্রেণ ততো মূর্তেঃ কল্পিতায়াঃ নাসাপুটমার্গেণ নির্গমনং ততো হস্তে কুসুমগর্ভেঽঞ্জলৌ সমানয়নমিতি বিবেকঃ ॥ ২ ॥

হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ উচ্চারণ ক'রে তারপরে দেবীর নাম ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত ক'রে উচ্চারণ করতঃ 'অমৃতচৈতন্যমূর্তিং কল্পয়ামি নমঃ' বলতে হবে। এইভাবে যে মন্ত্র উদ্ধার করা হল তা দ্বারা পরদেবতার মূর্তি ভাবনা ক'রে ॥ ২ ॥

মায়া হ্রীঁ, লক্ষ্মীশব্দের অর্থ শ্রীঁ, পরা সৌঃ। এ বিষয়ে প্রমাণ পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে। এইভাবে বীজত্রয় উচ্চারণ ক'রে, দেবীর নাম অর্থাৎ শক্তিচক্রৈকনায়িকা ললিতার, এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ যোগ করতে হবে। তারপর নমঃ পর্যন্ত সূত্রে যেমন আছে তেমনি অবিকৃতভাবে পাঠ করতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত মন্ত্রের সঙ্গে এ সম্পর্কিত সাধারণ পরিভাষা অনুসারে প্রাপ্ত ত্রিতারী যোগ করতে হয়। তা হলে দাঁড়াল—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ ললিতায়াঃ অমৃতচৈতন্যমূর্তিং কল্পয়ামি নমঃ এই তেত্রিশ বর্ণযুক্ত মন্ত্র। এ দ্বারা পরদেবতার মূর্তি কল্পয়িত্বা মানে ভাবনা ক'রে।

পূর্বসূত্রে বিবৃত হস্তে আগতা লীলাকলিতদেহার পুনরায় মূর্তিকল্পনা নিরর্থক। অতএব, এখানে অর্থানুসারী ক্রম প্রবল বলে গ্রন্থে প্রদত্ত পাঠক্রম খণ্ডিত হয়। উদ্দিষ্ট ক্রমটি হবে এই—প্রথমে আলোচ্য মন্ত্রের দ্বারা কেবলচিতির মূর্তিকল্পনা। তারপর এই কল্পিত মূর্তির নাসাপুটপথে নির্গমন। তারপর কুসুমপূর্ণ অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে তার সমানয়ন। এই আমাদের বিচার।২।

হসরযুজং বাচং হসযুক্তাং কলরীং হসরচতুর্দশষোড়শানপ্যুচ্চার্য,
মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
সর্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি।
ইতি বৈন্দবচক্রে পরচিতিমাবাহ্য ॥ ৩ ॥

পূর্বং ন্যাসপ্রকরণে উক্তেন সমুদায়গ্রহণ ইতি ন্যায়েন হসেত্যাদিষু কেবলব্যঞ্জনমাত্রগ্রহণং, সম্প্রদায়াৎ। হশ্চ সশ্চ রশ্চ তৈর্যুতং বাচং হৈস্রৈঁ ইতি। হশ্চ সশ্চ আভ্যাং যুক্তোঽয়ং ককারলকাররেফকারবিন্দুসমুদায়ঃ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীঁ ইতি। তথা হশ্চ সশ্চ রশ্চ চতুর্দশ ঔকারঃ স চ ষোড়শো বিসর্গঃ স চ হ স র চতুর্দশষোড়শাঃ, হস্রৌঃ ইতি এতানুচ্চার্য, পরমেশ্বরীত্যন্তং যথাশ্রুতং পঠিত্বা, বিন্দুচক্রে পরচিতিমাবাহয়েৎ। মন্ত্রস্বরূপং তু প্রথমং ত্রিতারী হৈস্রৈঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীঁ হস্রৌঃ—

মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
সর্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি ॥

ইত্যষ্টত্রিংশদ্‌বর্ণো মন্ত্রঃ। মহাপদ্মবনস্য যোঽন্তঃ প্রদেশঃ তত্রস্থে। মহাপদ্মস্বরূপমুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

পদ্মাটবীস্থলং বক্ষ্যে সাবধানো মুনে শৃণু।
সমে সুরত্নখচিতে তত্র ষড়্‌যোজনান্তরে।
পরিতঃ স্থূলপদ্মানি মহাকাণ্ডানি সন্তি বৈ ॥

সেতুবন্ধে তু—"মহাপদ্মবনং সহস্রদলকমলসমুদায়ঃ" ইত্যুক্তম্। কারণানন্দঃ অপরিচ্ছিন্নানন্দঃ স এব বিগ্রহো যস্যাঃ।

যদ্‌বা—কারণং প্রথমং, তস্মিন্ জাতঃ কারণঃ "তত্র জাতঃ" ইত্যণ্। স চাসাবানন্দশ্চেতি। শেষং পূর্ববৎ। শেষং স্পষ্টম্।

যদ্‌বা—চৈতন্যমহসো বহির্নিসৃসারণং কৃত্বা মন্ত্রেণ পরিচ্ছিন্নাং মূর্তিং কল্পয়িত্বা হস্তে সমানীয় মন্ত্রেণ পীঠনিবেশনান্তং আবাহনপদার্থঃ, অবদানাদিপ্রদানান্তস্যেব বহ্বীনাং ক্রিয়াণাং একপদার্থত্বে বাধকাভাবাৎ। তেন যত্র দীক্ষাঽঽদৌ নানাদেবতানাং তন্ত্রেণ পূজনং তত্র সমুদায়স্যৈকপদার্থত্বাৎ কাণ্ডানুসময়ঃ তাবতাং সিদ্ধঃ। এতাদৃশাবাহনৈকদেশপীঠনিবেশনে সাধনীভূতোঽয়ং মন্ত্রঃ॥

নিবন্ধকারস্তু জ্ঞানার্ণবোক্তং অন্তর্যাগক্রমং আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ দর্শয়ামাস। তদনাদরণীয়ং, প্রমাণাভাবাৎ॥ ৩॥

হৈ্স্রৈঁ হ্স্ক্ল্রীঁ হ্স্রৌঃ উচ্চারণ করে বলতে হবে 'মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে সর্বভূতহিতে মাতঃ এহি এহি'—মহাপদ্মবনান্তে অবস্থিতা, কারণানন্দবিগ্রহা, সর্বভূতের হিতে রত, মা, এস এস—এই মন্ত্রে বিন্দুচক্রে পরচিতিকে আবাহন করতে হবে॥ ৩॥

পূর্বে ন্যাসপ্রকরণে কথিত 'সমুদায়গ্রহণ' এই ন্যায় অনুসারে হ স ইত্যাদিতে কেবল ব্যঞ্জনমাত্র গ্রহণ করতে হবে, এটি সম্প্রদায়সম্মত। হ এবং স এবং র, তাদের দ্বারা যুক্ত বাক্ হৈ্স্রৈঁ। হ এবং স এই দুইয়ের দ্বারা যুক্ত ক ল র এবং বিন্দুর সমষ্টি হ্ স্ ক্ ল্ রীঁ। তারপর হ এবং স এবং র আর চতুর্দশ অর্থাৎ চতুর্দশ স্বরবর্ণ ঔ এবং ষোড়শ অর্থাৎ ষোড়শ স্বরবর্ণ বিসর্গ (ঃ), এদের সমষ্টি হ্স্রৌঃ। এর পর 'পরমেশ্বরি' পর্যন্ত যথাশ্রুত অর্থাৎ সূত্রে যেমনটি আছে তেমনটি পাঠ ক'রে, বিন্দুচক্রে পরচিতিকে আবাহন করতে হবে। মন্ত্রের রূপটি হবে এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৈ্স্রৈঁ হ্ স্ ক্ ল্ রীঁ হ্স্রৌঃ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে সর্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি। এটি আটত্রিশ বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্র।

মহাপদ্মবনান্তঃস্থে—মহাপদ্মবনের যে অন্তঃপ্রদেশ সেখানে অবস্থিতা যিনি, তাঁর সম্বোধন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মহাপদ্মের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে—মুনি, পদ্মবনস্থল ব্যক্ত করছি, অবহিত হয়ে শোন। সমানভাবে উত্তমরত্নখচিত ষড়্‌যোজনের মধ্যে সর্বত্র আছে অসংখ্য শাখাসংলগ্ন স্থলপদ্মরাশি।

কিন্তু সেতুবন্ধে বলা হয়েছে—মহাপদ্মবন অর্থ সহস্রদলপদ্মসমুদায়। কারণানন্দবিগ্রহে—কারণানন্দ মানে অপরিচ্ছিন্নানন্দ, তাই যাঁর বিগ্রহ, তাঁর সম্বো-

ধন। অথবা কারণানন্দঃ—কারণং মানে প্রথম, তাতে জাত কারণঃ, 'তত্র জাতঃ' এই সূত্রানুসারে অণ্ প্রত্যয় হয়েছে। যা কারণ তাই আনন্দ। বাকী অংশ পূর্বের মতো।

অথবা সূত্র সম্পর্কে অন্য মন্তব্য। যথা—চৈতন্যমহঃ বহিঃনিঃসারিত ক'রে মন্ত্রের দ্বারা তাঁর পরিচ্ছিন্ন মূর্তি কল্পনা করে, তাঁকে হস্তে আনয়ন ক'রে, মন্ত্রের দ্বারা পীঠে নিবেশন, এই সমস্ত মিলিয়ে হবে আবাহন। কেননা, অবদান থেকে প্রদান পর্যন্ত বহুক্রিয়ার একপদার্থত্ববিষয়ে কোনো বাধা নাই। এ দ্বারা দীক্ষাদিতে যেখানে নানা দেবতার পূজা তন্ত্রানুসারে বিহিত সেখানে সব মিলিয়ে একপদার্থ হয় বলে সমস্তের তৎপ্রকরণভাগের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ সিদ্ধ হল। এরূপ হওয়ায় আবাহনের অঙ্গ পীঠনিবেশনেও এই মন্ত্র সাধনীভূত হবে।

* * * * ।৩।

চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারবিধিঃ

চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারান্ কুর্যাৎ। সর্বে উপচারমন্ত্রাঃ ত্রিতারীপূর্বাঃ কল্পয়ামি নম ইত্যন্তাঃ কর্তব্যাঃ ॥ ৪ ॥

চতুষ্‌ষষ্টীত্যনেন এতত্তন্ত্রানুযায়িনাং তন্ত্রান্তরোক্তষোড়শাদ্যন্যতমপূজা-ব্যাবৃত্তিঃ ॥

ননু কিময়ং পরিসংখ্যাবিধিঃ উত নিয়মবিধিঃ উত অপূর্ববিধিঃ। নাদ্যঃ, কেনাপি প্রমাণেন নিত্যমপ্রাপ্তেঃ। পক্ষেঽপি প্রাপ্ত্যভাবেন ন দ্বিতীয়ঃ। তর্হি তৃতীয়ঃ স্যাদিতি চেদিষ্টাপত্তিঃ। তথাঽপি সর্বাংশে নাপূর্ববিধিঃ, উপচারাংশে অপূর্বঃ চতুষ্‌ষষ্ট্যংশে নিয়মঃ। উপচারবিধৌ উপচারাণামনন্তত্বেন তত্র নানা-সংখ্যাপ্রাপ্তৌ চতুষ্‌ষষ্টিসংখ্যায়া অপি পক্ষে প্রাপ্তত্বাৎ। ন চ—এবমেকস্মিন্নিয়-মাপূর্বস্বীকারে বিধিসাঙ্কর্যং ইতি বাচ্যম্, ইষ্টাপত্তেঃ, যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপাল ইতি বাক্যে অগ্নিপুরোডাশয়োঃ পক্ষে প্রাপ্তৌ তদংশে নিয়মঃ, যাগাংশে অপূর্ব ইতি দৃষ্টত্বাৎ। ন চ—চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারান্ বিধায় ইত্যগ্রিমসূত্রেণ পরিসংখ্যা-বিধিঃ অনেনাপচারবিধিঃ ইতি বাচ্যম্, তথা সতি অস্মিন্ সূত্রে চতুষ্‌ষষ্টিপদ-বৈয়র্থ্যাৎ। ন চ—এবং সতি চতুষ্‌ষষ্টীত্যগ্রিমবাক্যং ব্যর্থং ইতি শঙ্কনীয়ম্, চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারাননূদ্য ক্রমবিশেষবিধানাৎ। সর্বথা নোপচারস্য সঙ্খ্যায়া বিধায়কং তৎ। কুর্যাদিতি স্পষ্টবিধ্যন্তং ইদমেব সঙ্খ্যাবিশিষ্টোপচারবিধায়-কম্ ॥

যদ্বা—পাঠেনৈব ক্রমসিদ্ধৌ অগ্রিমেণ চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারান্ বিধায় ইত্যনেন ক্রমবিধানাসম্ভবাৎ বিহিতানামেব ‘ইতি চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারান্ বিধায়’ ইত্যনুবাদকং উপসংহাররূপম্। অস্য ফলং তু তন্ত্রান্তরে চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারানন্তর্ভূতাঃ উক্তাদন্যে কেচন সন্তি, তৈরর্চনং মা ভূৎ, কিং তু প্রতিনিধিং কল্পয়িত্বা মন্ত্রে শ্রুতদ্রব্যনাম্নৈবার্পণমেতদর্থম্। ইত্থং চোক্তোপচারাদধিকৈঃ সম্ভবে সতি পূজনং কর্তব্যম্। অতএব ত্রিপুরার্ণবে—

উক্তোপচারদধিকৈঃ সম্ভবে সতি পূজয়েৎ ॥

ইতি বচনং উক্তন্যায়গর্ভমেব। নিয়মবিধেরযোগব্যবচ্ছেদে তাৎপর্যম্, নত্বন্যযোগব্যবচ্ছেদে। তেন চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারমধ্যে একস্যাপ্যযোগো মা ভবত্বিত্যত্রৈব তাৎপর্যম্, ন ত্বধিকব্যবচ্ছেদে। তস্মাৎ ইতোঽধিকানাং শিবিকাগজাশ্বনৃত্যাদীনাং যাবতাং সম্ভবঃ তাবৎকল্পনং সূত্রাবিরুদ্ধং মন্তব্যম্ ॥

অত্র উপচারপদার্থশ্চ কল্প্যমানদ্রব্যজনিতঃ সুখবিশেষঃ তং কুর্যাৎ উৎপাদয়েৎ ইত্যর্থঃ ॥

ন চ নিত্যতৃপ্তায়াং দেবতায়াং কল্প্যমানদ্রব্যেণ কীদৃশী সুখোৎপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্। নিত্যতৃপ্তেঃ সুখোৎপত্তিঃ ন ভবতীতি সত্যং, তথাঽপি পরিচ্ছিন্নশরীরকল্পনবত্তচ্ছরীরে সুখকল্পনেন স্বাত্মন্যদৃষ্টোৎপত্তিরেব, ন তু কল্পিতেন পরদেবতায়াঃ সুখোৎপত্তিঃ। অত এবোক্তং শিবমহিম্নে—“ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি” ইতি। অত এবোপচারমন্ত্রে কল্পয়ামীত্যেব ক্রিয়াপদং যোজিতম্। শেষং সুস্পষ্টম্ ॥ ৪ ॥

চতুঃষষ্টি উপচারবিধি

চতুঃষষ্টি উপচার ভাবনা করতে হবে। সমস্ত উপচারমন্ত্রের আদিতে ত্রিতারী এবং অন্তে ‘কল্পয়ামি নমঃ’ এইরূপ প্রয়োগ কর্তব্য ॥ ৪ ॥

চতুষ্‌ষষ্টি এই পদের দ্বারা এই তন্ত্রানুসরণকারীদের পক্ষে তন্ত্রান্তরোক্ত ষোড়শাদি অন্যতম পূজার নিবৃত্তি হল।...

* * *

এখানে উপচার বলতে বুঝাচ্ছে কল্প্যমান পদার্থ থেকে উৎপন্ন সুখবিশেষ। তং কুর্যাৎ মানে তা করতে হবে অর্থাৎ উৎপাদন করতে হবে।

দেবতা নিত্যতৃপ্ত। কল্প্যমান দ্রব্যের দ্বারা তাঁর সুখোৎপত্তি আবার কিরকম, একথা বলা চলে না। সত্য বটে দেবতা নিত্যতৃপ্ত বলে তাঁর সুখোৎপত্তি হয় না। তথাপি দেবতার পরিচ্ছিন্ন শরীরকল্পনার মতো সেই পরিচ্ছিন্ন শরীরে সুখকল্পনার দ্বারা নিজের মধ্যে অদৃষ্টসুখোৎপত্তি হয়; কল্পিত বস্তুর

দ্বারা পরদেবতার সুখোৎপত্তি হয় না। এইজন্য শিবমহিম্নস্তোত্রে বলা হয়েছে —'যিনি স্বাত্মারাম তাঁকে বিষয়মরীচিকা ঘুরিয়ে মারে না।' অতএব, উপচার-মন্ত্রে 'কল্পয়ামি' এই ক্রিয়াপদ যুক্ত হয়েছে। বাকী অংশ সুস্পষ্ট। ৪।

ত্রিতারীমুচ্চার্য পাদ্যং কল্পয়ামি নম ইতি ক্রমেণ আভরণাবরোপণং সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গং মজ্জনশালাপ্রবেশনং মজ্জনমণ্টপমণিপীঠোপবেশনং দিব্যস্নানীয়োদ্বর্তনং উষ্ণোদকস্নানং কনককলশচ্যুতসকলতীর্থাভিষেকং ধৌতবস্ত্রপরিমার্জনং অরুণদুকূলপরিধানং অরুণ[1]কুচোত্তরীয়মালেপ-মণ্টপপ্রবেশনমালেপমণ্টপমণিপীঠোপবেশনং চন্দনাগুরুকুঙ্কুমসঙ্কু[2]মৃগ-মদকর্পূরকস্তূরীগোরোচনাদিদিব্যগন্ধসর্বাঙ্গীণবিলেপনং কেশভারস্য কালাগরুধূপং মল্লিকামালতীজাতীচম্পকাশোকশতপত্রপূগকুড্মলী-পুন্নাগকল্হারমুখ্যসর্বর্তুকুসুমমালাং ভূষণমণ্টপপ্রবেশনং ভূষণমণ্টপ-মণিপীঠোপবেশনং নবমণিমকুটং চন্দ্রশকলং সীমন্তসিন্দূরং তিলকরত্নং কালাঞ্জনং পালী[3]যুগলং মণিকুণ্ডলযুগলং নাসাভরণং অধরযাবকং প্রথমভূষণং কনকচিন্তাকং পদকং মহাপদকং মুক্তাবলিং একাবলিং ছন্নবীরং কেয়ূরযুগলচতুষ্টয়ং বলয়াবলিং ঊর্মিকাবলিং কাঞ্চীদাম কটিসূত্রং সৌভাগ্যাভরণং পাদকটকং রত্ননূপুরং পাদাঙ্গুলীয়কং এককরে পাশং অন্যকরে অঙ্কুশং ইতরকরে পুণ্ড্রেক্ষুচাপং অপরকরে পুষ্পবাণান্ শ্রীমন্মাণিক্যপাদুকে স্বসমানবেষাভিরাবরণদেবতাভিঃ সহ মহাচক্রাধি-রোহণং কামেশ্বরাঙ্কপর্যঙ্কোপবেশনং অমৃতাসবচষকং আচমনীয়ং কর্পূর-বীটিকাং আনন্দোল্লাসবিলাসহাসং মঙ্গলারাত্রিকং ছত্রং চামরযুগলং দর্পণং তালবৃন্তং গন্ধং পুষ্পং ধূপং দীপং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি নম ইতি চতুষ্ষষ্ট্যুপচারান্ বিধায় ॥ ৫ ॥

অত্র সামান্যপরিভাষয়ৈব ত্রিতারীসিদ্ধৌ পুনর্বিধানং দীপনাথমন্ত্রবৎ তদ-বয়বত্বং জ্ঞাপয়তি। শেষং স্পষ্টম্। মন্ত্রস্য স্বরূপং তু ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পাদ্যং কল্পয়ামি নম ইতি। ন ললিতায়া ইতি নামপ্রবেশঃ, মানাভাবাৎ ॥

নিবন্ধকারস্তু ন্যায়ানভিজ্ঞঃ স্বেচ্ছাচারী চ, তস্মাৎ নামপ্রবেশং স্বেচ্ছয়া চক্রে।

১। দুকূল ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। শিলারসমৃগ ইতি পাঠান্তরঃ তত্রৈব।
৩। বালী ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ন চ সম্প্রদানকারকস্য আকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ তদ্বাচকপদাভাবাৎ অবোধকত্বং স্যাৎ ইতি বাচ্যম্ ; অধ্যাহারেণাকাঙ্ক্ষাশান্তেঃ, অধ্যাহৃতস্য পদস্য মন্ত্রাবয়বত্বেন ন্যায়বিদ্ভি-রনঙ্গীকারাৎ, অন্যথা "ইষে ত্বা ছিনদ্মি, উর্জে ত্বা উন্মাজি্র্ম" ইতি প্রয়োগকালে পাঠাপত্তেঃ। অতো যাবচ্ছ্রুতো মন্ত্রঃ। যদি নামমন্ত্রত্বং মত্বা নামপ্রবেশঃ, তর্হি নামমন্ত্রস্য নমোঽন্তত্বং চতুর্থ্যন্তত্বং লক্ষণম্। অত্র দ্বিতীয়াঽন্তকল্পয়ামিভ্যাং মধ্যে ব্যবধানান্ন সম্ভবতীতি তত্ত্বম্। কিং চ সর্বত্রোপচারমন্ত্রাণাং কল্পয়ামি নম ইত্যনেনৈব নির্বাহে ত্রিতারীমুচ্চার্যেতি সূত্রং ব্যর্থং সৎ মন্ত্রস্বরূপং প্রতিপাদয়তি। যাবদুক্তং পঠনীয়ম্। উৎপত্তিবাক্যে ললিতাপদপ্রয়োগাদিতি নির্মূললিলিতা-পদপ্রবেশে হেতুর্বক্তব্যঃ। তমজানন্ কেবলকাব্যপাঠী নিবন্ধকারঃ সূত্রকারেণ ললিতাপদস্য ভূরিপ্রয়োগাদিতি হেতুবিলেখনেন স্বীয়মপাণ্ডিত্যং প্রকাশিতবান্।

ক্রমেণেত্যনেন পাদ্যমিতি প্রাতিপদিকস্থানে আভরণাবরোপণাদিপদো-চ্চারণং জ্ঞাপয়তি। স্নানীয়োদ্বর্তনং শরীরলগ্নস্নেহবিয়োগসাধনং সুগন্ধিচূর্ণ-বিশেষঃ। অত্র দ্বিতীয়ান্তানি সর্বাণি তত্তদ্বস্তুজন্যসুখবিশেষপরাণি। কুচোত্তরীয়ং কঞ্চুকম্। আলেপঃ সুগন্ধিদ্রব্যশরীরসংযোগঃ তজ্জনকো মণ্টপঃ স্থানবিশেষঃ। কুঙ্কুমং কাশ্মীরম্। সঙ্কুঃ বৃক্ষবিশেষঃ। তদুক্তং বিশ্বকোশে—"শঙ্কুঃ কীলে শরে শস্ত্রে সখ্যাপাদপভেদয়োঃ" ইতি সকারশকারয়োর্নাতিভেদাৎ "একদেশ-বিকৃতমনন্যবৎ" ইতি ন্যায়েন বৃক্ষবিশেষঃ সুগন্ধিঃ। মৃগমদঃ কস্তূর্যবান্তরভেদঃ। যদ্বা—ওতুবিশেষাবয়বো মৃগমদঃ মহারাষ্ট্রভাষয়া জব্বাজি ইতি প্রসিদ্ধঃ। কস্তূরী মৃগনাভিঃ। আদিপদেন অন্যানি লোকপ্রসিদ্ধানি সুগন্ধিদ্রব্যাণি। সর্বাঙ্গীণং সর্বাঙ্গসম্বন্ধি। সর্বাঙ্গশব্দাৎ সম্বন্ধার্থে খপ্রত্যয়ে সর্বাঙ্গীণং ইতি রূপং সিধ্যতি। তাদৃশং যৎ বিলেপনম্। অগরুঃ প্রসিদ্ধঃ। তন্মধ্যে অত্যুন্নতঃ কালাগরুঃ। মল্লিকামালতীত্যাদিনা ষড়্ঋতুসমুদ্ভবকুসুমানি। সীমন্তঃ কেশপাশমধ্যসরণিঃ তস্মিন্ সিন্দূরম্। তিলকস্থানে রত্নম্। কালাঞ্জনং অতি-কৃষ্ণাঞ্জনং সৌবীরাঞ্জনং বা। পালী কর্ণভূষণং, মহারাষ্ট্রভাষয়া বালী ইতি প্রসিদ্ধম্। তস্যা যুগলং যুগ্মম্। অধরে ওষ্ঠে যাবকং লাক্ষারসং রক্তত্বসম্পাদ-কম্। প্রথমভূষণং মঙ্গলসূত্রম্। কনকচিন্তাকং আন্ধ্রপুরন্ধ্রীভিঃ ধৃতো ভূষণ-বিশেষঃ কণ্ঠস্য আন্ধ্রভাষয়া গোলকুত্তিকণ্টু ইতি প্রসিদ্ধঃ। পদকং কণ্ঠভূষণং মহারাষ্ট্রভাষয়া তন্মণি ইতি প্রসিদ্ধম্। মহাপদকং কণ্ঠভূষণবিশেষঃ মহারাষ্ট্র-ভাষয়া পেটয়া ইতি প্রসিদ্ধঃ। মুক্তাবলিং মহারাষ্ট্রভাষয়া কণ্ঠা ইতি প্রসিদ্ধম্। একাবলিং সপ্তবিংশতিমৌক্তিকরচিতা মালা নক্ষত্রমালা ইতি প্রসিদ্ধা, "একা-বল্যেকযষ্টিকা সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ" ইত্যমরঃ। ছন্নবীরং উভয়তো

বৈকক্ষ্যদামাত্মকং ভূষণং ইতি নিবন্ধে স্থিতম্। কেয়ূরাণাং অঙ্গদানাং যুগলং যুগ্মং তস্য চতুষ্টয়ং একৈকবাহৌ দ্বয়ং দ্বয়ম্। বলয়াঃ কঙ্কণানি তেষামাবলিং পঙ্‌ক্তিম্। ঊর্মিকা অঙ্গুলিভূষণং তস্য আবলিম্। কটিভূষণান্যাহ— কাঞ্চীতি। সৌভাগ্যাভরণং অধরে[১] জঘনালম্বী ভূষণবিশেষ ইতি নিবন্ধে স্থিতম্। পাদকটকরত্নূপুরপাদাঙ্গুলীয়োত্তরমেকবচনমবিবক্ষিতম্, তদর্থস্য বাধাৎ। আয়ুধান্যাহ—একেতি। পুণ্ড্রেক্ষুঃ চিত্রবর্ণেক্ষুঃ। পুষ্পময়াঃ বাণাঃ পুষ্পবাণাঃ তান্। আয়ুধক্রম উক্তো দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াং—

দক্ষিণাধঃকরে বাণান্ বামাধস্তু শরাসনম্।
বামোর্ধ্বে পাশমারক্তং দক্ষোর্ধ্বে তু সৃণিং পরম্ ॥ ইতি ॥

মহাচক্রং শ্রীচক্রম্। কামেশ্বরাঙ্ক এব পর্যঙ্কঃ, তত্রোপবেশনম্। অমৃতরূপাসবো মদ্যং, তদ্‌যুক্তচষকম্। আচমনীয়ং স্পষ্টম্। কর্পূরবীটিকালক্ষণমুক্তং তন্ত্রান্তরে—

এলালবঙ্গকর্পূরকস্তূরীকেসরাদিভিঃ।
জাতীফলদলৈঃ পূগৈঃ লাঙ্গল্যূষণনাগরৈঃ।
চূর্ণৈঃ খদিরসারৈশ্চ যুক্তা কর্পূরবীটিকা ॥ ইতি ॥

লাঙ্গলী নারিকেলম্। উষণ পিপ্পলী। নাগরং শুণ্ঠী। খদিরসারং মহারাষ্ট্র-ভাষয়া "কাৎ" ইতি প্রসিদ্ধম্। আনন্দস্য উল্লাসঃ উদয়ঃ তেন বিলাসঃ আবির্ভাবঃ যস্যেদৃশহাসম্। লোকেঽপি আনন্দোদয়জ্ঞাপকো হাসঃ। অতো যুক্তং ঈদৃশং বিশেষণম্। মঙ্গলারাত্রিকলক্ষণং পরমানন্দতন্ত্রে—

তত আরাত্তিকং কুর্যাত্তদ্বিধানং শৃণু প্রিয়ে।
লোহভিন্নে সুবর্ণাদিপাত্রে সিন্দূররেণুভিঃ ॥
নানাবিধৈর্বর্ণকৈশ্চাপ্যষ্টপত্রং সকর্ণিকম্[২]।
স্বস্তিকং বা প্রকল্প্যাথ পিষ্টজান্ ডমরুপ্রভান্ ॥
ঘৃতপক্কান্নবসপ্তপঞ্চত্রিতয়মেব বা।
সবর্তিকং ঘৃতৈঃ পূর্ণং ক্রমাদ্‌বিন্যস্য পাত্রকে ॥
প্রজ্বাল্য মায়য়া পশ্চান্নবরত্নৈশ্চ মন্ত্রয়েৎ।
চক্রমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ নবরত্নৈশ্চ পূজয়েৎ ॥
আমস্তকং তু তৎপাত্রমুদ্ধরেৎ স্বয়মুত্থিতঃ।
সমস্তচক্রচক্রেশিযুতে দেবি নবাত্মিকে ॥

১। অধশ্চ ইতি পাঠঃ নিবন্ধে নিত্যোৎসবে নিবদ্ধঃ। অত্র লিপিকরপ্রমাদঃ ইতি মন্যতে।
২। মনোহরং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে ; সুবর্ণকং ইতি পাঠান্তরশ্চ অন্যস্মিন্ পুস্তকে।

আরাত্রিকমিদং দিব্যং গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে।
ইতি ঘণ্টাং বাদয়ন্ বৈ দেব্যা আপাদমস্তকম্ ॥
দক্ষহস্তেন ত্রির্ভ্রাম্য পাত্রং স্থাপ্য নতিং চরেৎ।
এবমারাত্রিকং কুর্যাৎ... ... ... ॥ ইতি ॥

তালবৃন্তং তালব্যজনম্। শেষং স্পষ্টম্। চতুষ্‌ষষ্ট্যুপচারমধ্যে উক্তস্য অলাভে প্রতিনিধিদ্রব্যনিয়ম উক্তস্তন্ত্রান্তরে—

তত্তদ্‌দ্রব্যোপচারানভাবে কুসুমাক্ষতৈঃ।
মনসা ভাবয়ন্ কুর্যাত্তেন পূজাফলং লভেৎ ॥ ইতি ॥

অক্ষতপূজনে বিশেষো যোগিনীতন্ত্রে—

শ্বেতাক্ষতৈর্ন পূজ্যা স্যাৎ ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।
কাশ্মীরৈঃ কুঙ্কুমৈর্বাঽপি[১] রক্তচন্দনপঙ্ককৈঃ[২]।
রঞ্জিতান্ শালিজান্ শুদ্ধানখণ্ডানর্পয়েৎ বুধঃ ॥ ইতি ॥

ইদং প্রতিনিধিকল্পনমপি গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যব্যতিরিক্তবিষয়মেব। তদুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

উপচারানলাভে তু পুষ্পাদ্যৈর্মনসা স্মরেৎ।
গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যান্যন্মহেশ্বরি।
গন্ধাদিপঞ্চকাভাবে পূজা ব্যর্থৈব সর্বদা[৩] ॥ ইতি ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ (১) পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ এই ক্রম অনুসারে (২) আভরণাবরোপণ অর্থাৎ আভরণ অবতারণ, ( ) সুগন্ধি তৈলাভ্যঙ্গ, (৪) মজ্জনশালা প্রবেশ, (৫) মজ্জনমণ্টপমণিপীঠে উপবেশন, (৬) দিব্যস্নানীয়োদ্বর্তন অর্থাৎ শরীরলগ্ন তৈলাদি দূরীকরণার্থ ব্যবহৃত সুগন্ধি চূর্ণবিশেষ, (৭) উষ্ণোদকে স্নান, (৮) সোনার কলশে সংগৃহীত সমস্ত তীর্থের জল ঢেলে স্নান, (৯) ধৌতবস্ত্রপরিমার্জন, (১০) অরুণদুকূলপরিধান অর্থাৎ অরুণ বর্ণের পট্টবস্ত্র পরিধান, (১১) অরুণবর্ণের কুচোত্তরীয়, (১২) শরীরে সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপনের মণ্ডপে প্রবেশ, (১৩) আলেপমণ্ডপের মণিপীঠে উপবেশন, (১৪) চন্দন-অগরু-সঙ্ক-কর্পূর-গোরচনাদি দিব্যগন্ধদ্রব্য সর্বাঙ্গে বিলেপন, (১৫) কেশভারে কালাগরুধূপ, (১৬) মল্লিকা-মালতী-জাতী-চম্পক-অশোক-শতপত্র-পূগকুড্‌মলী-পুন্নাগ-কহ্লারপ্রমুখ সর্বঋতুকুসুমের মালা, (১৭)

১। বা হরিদ্রৈর্বা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। পঙ্কজৈঃ ইতি পাঠান্তরঃ তত্রৈব।
৩। সর্বধা ইতি পাঠান্তরঃ তত্রৈব পুস্তকান্তরে চ।

ভূষণমণ্ডপে প্রবেশ, (১৮) ভূষণমণ্ডপমণিপীঠে উপবেশন, (১৯) নবমণিমুকুট, (২০) চন্দ্রকলা, (২১) সীমন্তসিন্দূর, (২২) তিলকরত্ন, (২৩) কালাঞ্জন, (২৪) পালীযুগল অর্থাৎ কর্ণভূষণযুগল, (২৫) মণিকুণ্ডলযুগল, (২৬) নাসাভরণ, (২৭) অধরযাবক অর্থাৎ ঠোঁটের আলতা, (২৮) প্রথমভূষণ অর্থাৎ মঙ্গলসূত্র, (২৯) কনকচিন্তাক (কণ্ঠভূষণ বিশেষ), (৩০) পদক, (৩১) মহাপদক, (৩২) মুক্তাবলি, (৩৩) একাবলি, (৩৪) ছন্নবীর (কণ্ঠভূষণ বিশেষ) (৩৫) কেয়ূরযুগল চতুষ্টয়, (৩৬) বলয়াবলি, (৩৭) উর্মিকাবলি, (৩৮) কাঞ্চীদাম, (৩৯) কটিসূত্র, (৪০) সৌভাগ্যাভরণ, (৪১) পাদকটক, (৪২) রত্ননূপুর, (৪৩) পাদাঙ্গুলীয়ক, (৪৪) এক হাতে পাশ, (৪৫) অন্য হাতে অঙ্কুশ, (৪৬) অন্য হাতে পুণ্ড্রেক্ষুধনু, (৪৭) অপর হাতে পুষ্পবাণ, (৪৮) শ্রীমন্‌মাণিক্যপাদুকাযুগল, (৪৯) স্বসমানবেশধারিণী আবরণদেবতাদের সহিত মহাচক্র-অধিরোহণ, (৫০) কামেশ্বরাঙ্কপর্যঙ্কে উপবেশন, (৫১) অমৃতাসবের চষক, (৫২) আচমনীয়, (৫৩) কর্পূরবীটিকা (এলাচ লবঙ্গ ইত্যাদির চূর্ণ দিয়ে তৈরী দ্রব্যবিশেষ), (৫৪) আনন্দোল্লাসবিলাসহাস, (৫৫) মঙ্গলারাত্তিক, (৫৬) ছত্র, (৫৭) চামরযুগল, (৫৮) দর্পণ, (৫৯) তালবৃন্ত, (৬০) গন্ধ, (৬১) পুষ্প, (৬২) ধূপ, (৬৩) দীপ, (৬৪) নৈবেদ্য,—এর প্রত্যেকটির সঙ্গে অর্থাৎ প্রত্যেকটির মূল সংস্কৃত দ্বিতীয়ান্ত পদের সঙ্গে 'কল্পয়ামি নমঃ' যোগ করে উক্তমন্ত্রে চৌষট্টি উপচার বিধান ক'রে ॥ ৫ ॥

* * *

'ক্রমেণ' বলার দ্বারা বুঝাচ্ছে 'পাদ্যং' এই প্রাতিপদিকের স্থানে এক এক করে আভরণাবরোপণাদি উচ্চারণ করতে হবে। স্নানীয়োদ্বর্তনং মানে শরীরলগ্ন তৈলাদি দূরীকরণকারী সুগন্ধি চূর্ণবিশেষ। এখানে দ্বিতীয়ান্ত সব পদ তত্তদ্‌বস্তুজাত সুখবিশেষ সূচিত করছে। কুচোত্তরীয়ং মানে কঞ্চুক অর্থাৎ কাঁচুলি।

আলেপমণ্টপঃ—আলেপ মানে শরীরে সুগন্ধিদ্রব্য মাখা, আর মণ্টপ মানে স্থান। কুঙ্কুমং মানে কাশ্মীর। শঙ্কুঃ মানে বৃক্ষবিশেষ। বিশ্বকোশে বলা হয়েছে—শঙ্কু অর্থ কীল, গর, শস্ত্র, সংখ্যা, পাদপবিশেষ। সকার ও শকারে বিশেষ ভেদ নেই। 'একদেশবিকৃতমনন্যবৎ' এই ন্যায় অনুসারে বৃক্ষবিশেষ সুগন্ধি। মৃগমদ কস্তূরীর প্রকারভেদ। অথবা, ওতু অর্থাৎ বিড়ালবিশেষের অবয়ব মৃগমদ।... । কস্তূরী মৃগনাভি। আদি-পদের দ্বারা অন্যান্য লোকপ্রসিদ্ধ সুগন্ধিদ্রব্য বুঝান হয়েছে। সর্বাঙ্গীণং অর্থ সর্বাঙ্গসম্বন্ধী। সর্বাঙ্গ শব্দের

উত্তর সম্বন্ধার্থে খ অর্থাৎ ঈন প্রত্যয় করে সর্বাঙ্গীণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাদৃশ যে বিলেপন তা সর্বাঙ্গীণবিলেপন।

অগরুঃ—প্রসিদ্ধ বস্তু। তার মধ্যে অত্যুন্নত অর্থাৎ অতি উঁচুদরের কালাগরু। মল্লিকা মালতী ইত্যাদি দ্বারা ষড়্ ঋতুজাত কুসুমসমূহ বুঝান হয়েছে। সীমন্তসিন্দূরং—সীমন্ত মানে কেশপাশমধ্যবর্তী সরণি, তাতে সিন্দূর। তিলকরত্নং মানে তিলকস্থানে রত্ন। কালাঞ্জনং মানে অতিকৃষ্ণাঞ্জন কিংবা সৌবীরাঞ্জন। পালী কর্ণভূষণবিশেষ। পালীযুগলং মানে এক জোড়া কানের অলঙ্কার। অধরযাবকং—অধর ঠোঁট, যাবক আলতা—যা রাঙ্গিয়ে দেয়, ঠোঁটের আলতা। প্রথমভূষণং মানে মঙ্গলসূত্র। কনকচিন্তাকং—অন্ধ্রদেশের পুরন্ধ্রীদের কণ্ঠভূষণবিশেষ। অন্ধ্রভাষায় বলা হয় গোলকুত্তিকণ্‌ট্‌। পদকং—কণ্ঠভূষণবিশেষ। মহারাষ্ট্র ভাষায় বলে তন্মনি। মহাপদকং—কণ্ঠভূষণবিশেষ। মহারাষ্ট্রভাষায় বলে পোয়া। মুক্তাবলিং—মুক্তাবলি, মহারাষ্ট্রভাষায় বলে কণ্ঠা। একাবলিং—একাবলি, সপ্তবিংশতি মুক্তারচিত মালা। এটি নক্ষত্রমালা নামে প্রসিদ্ধ। অমরকোশে আছে একাবলি একযষ্টিকা, তাই নক্ষত্রমালা। ছন্নবীরং-নিবন্ধে অর্থাৎ নিত্যোৎসবে একে বলা হয়েছে উভয়তঃ বৈকক্ষ্যদামাত্মক ভূষণ।

কেয়ূরযুগলচতুষ্টয়ং—কেয়ূর মানে অঙ্গদ, যুগল মানে জোড়া, কেয়ূরজোড়া, তার চার, অর্থাৎ চার জোড়া কেয়ূর। প্রত্যেক বাহুতে একজোড়া করে থাকবে। বলয়াবলিং—বলয় মানে কঙ্কণ, তার আবলি মানে পঙ্‌ক্তি, অর্থাৎ কঙ্কণ-পঙ্‌ক্তি।

ঊর্মিকাবলিং—ঊর্মিকা মানে অঙ্গুলিভূষণ, তার আবলি।

কাঞ্চী ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ করে কটিভূষণগুলি বলছেন।

সৌভাগ্যাভরণং—নিবন্ধে অর্থাৎ নিত্যোৎসবে একে বলা হয়েছে। অধঃ অর্থাৎ নিম্নভাগের জঘনাবলম্বী ভূষণবিশেষ। পাদকটকং রত্ননূপুরং এবং পাদাঙ্গুলীয়কং এই পদগুলিতে এক বচন অবিবক্ষিত অর্থাৎ কথনে অনীপ্সিত; কেননা, এতে পদগুলির অর্থ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আয়ুধসমূহ বলেছন—এককরে ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ ক'রে। পুণ্ড্রেক্ষুঃ মানে চিত্রবর্ণ ইক্ষু (বাংলায় বলে পুঁড়ি আক)।

পুষ্পবাণান্—পুষ্পময় বাণসমূহ। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় আয়ুধক্রম এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে—নীচের ডান হাতে বাণ; নীচের বাঁ হাতে শরাসন; উপরের বাঁ হাতে ঈষৎরক্তবর্ণ পাশ; আর উপরের ডান হাতে অঙ্কুশ।

মহাচক্রং মানে শ্রীচক্র। কামেশ্বরপর্যঙ্কোপবেশনং—কামেশ্বরের অঙ্কই পর্য্যঙ্ক, সেখানে উপবেশন। অমৃতাসবচষকং—অমৃতরূপী আসব অর্থাৎ মদ্য, তদ্যুক্ত চষক অর্থাৎ সুরাপানপাত্র। আচমনীয়ের অর্থ স্পষ্ট। কর্পূরবীটিকার লক্ষণ তন্ত্রান্তরে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, কস্তুরী, কেশর, জায়ফলের টুকরো, সুপারী, নারকেল, পিপুল, শুঁঠ—এই সবের চূর্ণের সঙ্গে খয়ের মিশিয়ে তৈরী হয় কর্পূরবীটিকা।...

আনন্দোল্লাসবিলাসহাসং—আনন্দের উল্লাস মানে উদয়, তা দ্বারা বিলাস মানে আবির্ভাব, যার, ঈদৃশ হাস অর্থাৎ হাসি। সংসারেও দেখা যায় হাসি আনন্দোদয়জ্ঞাপক। কাজেই, এরূপ বিশেষণ যুক্তিযুক্ত।

* * * ॥ ৫ ॥

নবমুদ্রাপ্রদর্শনম্

নবমুদ্রাশ্চ প্রদর্শ্য ॥ ৬ ॥

নবমুদ্রাঃ সংক্ষোভিণ্যাদিযোন্যন্তা বক্ষ্যমাণাঃ। চ কারেণ দশমীং ত্রিখণ্ডাং চ প্রদর্শ্য। দেব্যা ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

নবমুদ্রাপ্রদর্শন

নবমুদ্রা এবং দশমী মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে ॥ ৬ ॥

নবমুদ্রা বলতে বুঝাচ্ছে সংক্ষোভিণী থেকে আরম্ভ ক'রে যোনি পর্যন্ত বক্ষ্যমাণ মুদ্রা[১]। চকারের দ্বারা দশমী মুদ্রা ত্রিখণ্ডা সূচিত হয়েছে। দেবীর এই সব মুদ্রা। ৬।

ত্রিধা সন্তর্পণম্

মূলেন ত্রিধা সন্তর্প্য ॥ ৭ ॥

বিন্দাবিতি শেষঃ ॥

কেচিত্তু বিশেষার্ঘ্য এব তৎসংস্কাররূপং—ততঃ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত্য পাত্রান্তরেণ তত্রৈব নিক্ষেপরূপং—তর্পণং বিধীয়তে ইত্যূচুঃ। তন্ন, বিশেষার্ঘ্যশোধন-প্রকরণাভাবেন তথাত্বে প্রকৃতহান্যপ্রকৃতকল্পনাপত্তেঃ, এতদর্ঘ্যসংশোধনমিতি পূর্বসূত্রবিরোধাচ্চ। ন চ বিন্দাবিতি কথং জ্ঞাতমিতি শঙ্কনীয়ম্, মূলেনেতি তুরীয়[২]কূটশ্রবণেন তজ্জ্ঞানসম্ভবাৎ। পরং তু ইয়ান্ বিশেষঃ—এতদতিরিক্তে

১। সংক্ষোভিণী, বিদ্রাবিণী, আকর্ষণী, আবেশকারিণী, উন্মাদিনী, মহাঙ্কুশা, খেচরী, বীজমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা। দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ষষ্ঠতরঙ্গ, মুদ্রাপ্রকরণ।

২। তৃতীয় ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পূজয়িত্বেতি, অত্র সন্তর্প্যেতি শ্রবণাৎ, অত্র তর্পণং, অন্যত্র পূজনম্। অনুষ্ঠানে বিশেষস্তু অত্র বিন্দুমাত্রপ্রক্ষেপঃ, পূজনস্থলে বিন্দুপুষ্পাক্ষতোভয়প্রক্ষেপঃ। কিঞ্চ মূলেনেতি তৃতীয়য়া ইতরনৈরপেক্ষ্যশ্রবণাৎ, শ্রীপাদুকেত্যাদ্যষ্টাক্ষর্যাঃ পূজায়ামেব যোজনবিধানাৎ, "স্বাহা হোমে তর্পণে চ তর্পয়ামীতি চোচ্চরেৎ" ইতি দক্ষিণামূর্তিসংহিতাবচনেন মূলান্তে তর্পয়ামীত্যেব যোগঃ ॥

ননু তন্ত্রান্তরে একক্রিয়ায়ামেব দ্বয়োঃ পদয়োঃ প্রয়োগঃ পর্যায়েণ দৃশ্যতে, যথা "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" ইতি "দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেনৈব ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্" ইতি, ক্বচিৎ অস্মিন্নেবার্থে যজ্‌ধাতুরপি দৃশ্যতে যথা—"সুরাবটসহস্রেণ যক্ষ্যে ত্বাং পরমেশ্বরি" ইতি, তথা চ তর্পণপূজনযজনানি পর্যায়াণীতি চেৎ—ন। নহ্যেকার্থে প্রয়োগমাত্রেণ পর্যায়তা সিধ্যতি, লক্ষণয়াঽপ্যন্যস্মিন্নর্থে প্রয়োগসম্ভবাৎ। অন্যথা গঙ্গাতীরপদয়োরপি তথাত্বাপত্তেঃ। অতএব "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ" ইত্যত্র ধাতোঃ স্পর্শার্থকত্বেঽপি দ্রব্যদেবতাযোগস্য যাগমন্তরাঽনুপপত্তেঃ আলভতিধাতোঃ যাগে লক্ষণা কল্পিতা। তথা অনুপপত্ত্যভাবেন অগ্নিহোত্রে শ্রূয়মাণস্য "বৎসমালভেত" ইত্যত্র ধাতোঃ যথাশ্রুতার্থত্বমেবাঙ্গীকৃতম্। প্রকৃতেঽপি সন্তর্প্যেত্যত্র বায়ব্যাদিবাক্যবৎ বাধকাভাবাৎ বৎসমালভেত ইতিবৎ যথাশ্রুতার্থত্বমেব যুক্তম্ ॥

ননু দ্রব্যস্যাত্রাপ্যনুক্তত্বাৎ তর্পণং পূজনং বা কেন কার্যমিতি চেৎ—উচ্যতে। বিহিততর্পণাদিকং সাধনমপেক্ষতে। সংস্কৃতং বিশেষার্ঘ্যং চ কার্যমপেক্ষতে। এবং সাকাঙ্ক্ষয়োস্তয়োঃ নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়েন বিশেষার্ঘ্যং সংস্কৃত্য তেন দেবতাং যজেৎ ইতি বাক্যৈকবাক্যতা কল্প্যতে ॥

ন চ এবং সতি সামান্যার্ঘ্যস্যাঽপি তুল্যত্বেন তস্যাপি পূজাসাধনত্বাপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; তজ্জলেন ত্রিকোণেতি বিশেষার্ঘ্যমণ্ডলাদৌ শ্রৌতবিনিয়োগেনাস্য কিং কার্যং ইত্যাকাঙ্ক্ষাবিরহাৎ ॥

ন চ এবং "তদ্বিন্দুভিঃ ত্রিশঃ গুরুপাদুকামিষ্ট্বা" ইতি তৃতীয়য়া বিশেষার্ঘ্যস্যাপি বিনিয়োগশ্রবণাৎ উভয়ত্র তুল্যং ইতি বাচ্যম্; এতদর্ঘ্যসংশোধনমিতি তদগ্রিমসূত্রেণ তাবৎপর্যন্তং বিশেষার্ঘ্যসংস্কারস্যৈবোক্তত্বেন বিন্দুভিরিত্যাদেরপি সংস্কারান্তঃপাতিত্বাৎ, কিং চ শ্যামাক্রমে স্থিতেন সর্বচক্রদেবতাঽর্চনানি বামকরাঙ্গুষ্ঠানামিকাসন্দষ্টদ্বিতীয়শকলগৃহীতশ্রীপাত্রপ্রথমবিন্দুসহপতিতৈঃ দক্ষকরাক্ষতপুষ্পক্ষেপৈঃ কুর্যাদিতি বচনেন দ্রব্যলাভস্য নিষ্প্রত্যূহত্বাৎ ॥

ন চ তস্য শ্যামাপ্রকরণস্থত্বাৎ তত্রৈব বিশ্রান্তিঃ ইতি বাচ্যম্। শ্যামায়া ললিতোপাস্ত্যঙ্গত্বং পূর্বমেব ব্যবস্থাপিতম্। অঙ্গস্য প্রকরণং নাস্তীতি মীমাং-

সকসিদ্ধান্তঃ। অতঃ প্রবলেন প্রকরণেন সন্নিধিং বাধিত্বা সর্বত্র বিনিয়োগে বাধকাভাবাৎ ॥

ন চ তথাঽপি শ্যামাপদৈরুভয়তঃ সন্দংশাৎ প্রযাজাভিক্রমণন্যায়েন অবান্তর-প্রকরণং মহাপ্রকরণবাধকং ভবিষ্যতি ইতি বাচ্যম্ ; সর্বশব্দশ্রুত্যা সর্বপ্রবলয়া অবান্তরপ্রকরণবাধসম্ভবাৎ ॥

কিং চ অনারভ্য পঠিতেন সিদ্ধান্তগ্রন্থস্থেন "তদভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ মকারাঃ তৈরর্চনং" ইত্যনেন দ্রব্যস্য প্রাপ্তত্বেন অনুপপত্তিগন্ধাভাবাৎ ॥

এতা এব যুক্তয়ঃ গণপতিপ্রকরণস্থ—"সর্বত্র দেবতানামসু শ্রীপূর্বং পাদুকাং পূজয়ামীত্যষ্টাক্ষরং যোজয়েৎ" ইতি বাক্যে—দ্রষ্টব্যাঃ ॥

ত্রিধা ত্রিবারং, অত্র দ্রব্যভেদাৎ মন্ত্রাবৃত্তির্জ্ঞেয়া ॥ ৭ ॥

ত্রিধা সন্তর্পণ

মূলের দ্বারা তিন বার তর্পণ করতঃ ॥ ৭ ॥

তর্পণ করতে হবে বিন্দুতে অর্থাৎ শ্রীচক্রের বিন্দুতে।

কেউ কেউ বলেন বিশেষার্ঘ্যের সংস্কার বা শোধনরূপ তর্পণের কথা এই সূত্রে বলা হয়েছে। বিশেষার্ঘ্যপাত্র থেকে কিঞ্চিৎ দ্রব্য নিয়ে অন্যপাত্রের দ্বারা তাতেই তা নিক্ষেপ, এইটি হল তর্পণ। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, এখানে বিশেষার্ঘ্যশোধনের প্রকরণাভাব আর, তা ছাড়া, এই সূত্রে অর্ঘ্যশোধন কথিত হয়েছে বললে তা দ্বারা পূর্বসূত্রের বিরোধিতা হয়। বিন্দুতে তর্পণ করতে হবে, একথা কি ক'রে জানা গেল, এরূপ শঙ্কার কারণ নেই। কেন না, 'মূলেন' এই পদের দ্বারা চতুর্থকূট[১] ব্যক্ত হওয়ায় তা জানা যায়। পরন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ হল এই—মূলের সঙ্গে তদতিরিক্ত পূজয়িত্বা কথাটি যোগ করা হয়। কিন্তু যেহেতু আলোচ্যসূত্রে সন্তর্প্য পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, পূজয়িত্বা হয়নি, সেইহেতু এখানে তর্পণ হবে, অন্যত্র পূজা। অনুষ্ঠানে বিশেষ এই—এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রের প্রক্ষেপ হবে আর পূজার ক্ষেত্রে হবে বিন্দু ও পুষ্পাক্ষত উভয়ের প্রক্ষেপ। তাছাড়া 'মূলেন' এই পদের তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা অন্যনিরপেক্ষতা সূচিত হওয়ায় মূলের সঙ্গে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এই অষ্টাক্ষর যোজনা কেবলমাত্র

১। শ্রীবিদ্যা ত্রিকূটাও হতে পারে, চতুষ্কূটাও হতে পারে।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫২৭-২৮

শ্রীযন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আছে বিন্দু বা বিন্দুচক্র। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাত্রিপুরসুন্দরী। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৯০, ৮৯২

যদিও সমগ্র শ্রীযন্ত্র মহাত্রিপুরসুন্দরীরই রূপ, তথাপি বিন্দুচক্রের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে, মনে হয়, বিন্দুতে তর্পণের কথা বলা হয়েছে।

পূজার ক্ষেত্রেই বিহিত। এখানে দক্ষিণামূর্তিসংহিতার "স্বাহা হোমে তর্পণে চ তর্পয়ামীতি চোচ্চরেৎ" এই বচন অনুসারে মূলের পর 'তর্পয়ামি' কথাটি যোগ সিদ্ধ।

* * * *

ত্রিধা মানে তিনবার। এখানে দ্রব্যভেদ অনুসারে মন্ত্রাবৃত্তি হবে, এটি জ্ঞাতব্য। ৭।

ষড়ঙ্গপূজনম্

ষড়ঙ্গপূজনমাহ—

দেব্যা অগ্নীশাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি পূজয়িত্বা ॥ ৮ ॥

অত্র পূজনং নাম পুষ্পাক্ষতবিন্দুপ্রক্ষেপ এব, ন তু পঞ্চোপচারাদ্যর্পণরূপং, শ্যামাক্রমোক্তকল্পসূত্রানুরোধাৎ তথা শিষ্টসম্প্রদায়াচ্চ ॥

এবং সতি অত্রাধুনিকাঃ—যত্র যত্রৈতদুত্তরং পূজয়িত্বেতি তত্র তত্র পূর্বসূত্রস্থং সন্তর্প্যেত্যনুবর্ত্যোভয়বিধিঃ, মূলদেবীস্থলে তর্পণমাত্রং, বিন্দুদ্রব্যদানং তর্পণং, পুষ্পাক্ষতদানং পূজনং, ইত্থং চ ত্রিতারীশিরোমন্ত্রোত্তরং শিরশ্শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি শিরশ্শক্তিশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি ইত্যনুতিষ্ঠন্তি। তদনুষ্ঠানং ভ্রান্তিমূলং, তথা সতি অর্ধজরতীয়ন্যায়াৎ। ত্রিতারীমারভ্য শিরোমন্ত্রান্তং সকৃদাবৃত্তিঃ, শিরশ্শক্তীত্যারভ্য দ্বিবারমিতি কথনস্যাতিহাসাস্পদত্বাৎ। কিং চ পূজয়ামীতি মন্ত্রেণ পূজনং অগ্রিমমন্ত্রেণ তর্পণং ইতি পূজনতর্পণয়োঃ ক্রমিকত্বং প্রাপ্তম্। তথা সতি বিন্দুপুষ্পাক্ষতদানয়োঃ এককালাবাধকেন বিন্দুসহপতিতৈঃ পুষ্পাক্ষতৈঃ কুর্যাৎ ইতি সূত্রেণ বিরুধ্যতে। অপি চ বামকরসম্বন্ধাভাবপ্রসঙ্গশ্চ, ক্রমিকত্বেন দ্বয়োরপি দক্ষহস্তেন কর্তুং শক্যত্বাৎ। ন চ "বামকরাঙ্গুষ্ঠানামিকাসন্দষ্ট" ইতি সূত্রানুসারেণ বামকরস্যাবশ্যকতা ইতি বাচ্যম্; দক্ষকরস্য পুষ্পাক্ষতপ্রক্ষেপব্যাপৃতত্বেন সহত্বান্যথাঽনুপপত্ত্যা প্রাপ্তবামকরস্য বিধানাসম্ভবেনানুবাদকত্বাৎ। অতএব বহিষ্পবমানস্তোত্রার্থং প্রসর্পণাবসরে ছন্দোগানাং সূত্রে "সব্যৈঃ পাণিভিস্তৃণন্তি" ইত্যত্র ভাষ্যে দক্ষহস্তস্য "অধ্বর্যুং প্রস্তোতাঽন্বারভতে প্রস্তোতারং প্রতিহর্তা, প্রতিহর্তারমুদ্গাতা" ইতি বাক্যেন অধ্বর্য্বাদ্যন্বারম্ভে ব্যাপৃতত্বাৎ অর্থপ্রাপ্তঃ সব্যপাণিঃ অনূদ্যতে ইত্যুক্তম্ ॥

কেচিত্তু—সন্তর্প্যেত্যনুবর্ত্য তর্পণপূজোভয়ং বিধীয়তে অর্ধজরতীয়ন্যায়ভীত্যা, ত্রিতার্য্যুত্তরং হৃন্মন্ত্রান্তে হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি মন্ত্রং পঠন্তি। তদশুদ্ধম্, অনুবৃত্তৌ প্রমাণাভাবাৎ ॥

কিং চ বিধৌ আদৌ তর্পণং, পশ্চাৎ পূজা, মন্ত্রে বিপরীতক্রম ইতি চ বিরুদ্ধম্ ॥

তস্মাৎ পূর্ববাক্যে তর্পণং নাম বিন্দুপ্রক্ষেপমাত্রম্। তস্য অনুবৃত্তৌ আকাঙ্ক্ষাবিরহাৎ পূজনমেব বিধীয়তে। পূজাপদার্থশ্চ বিন্দুপুষ্পাক্ষতসমুদায়-প্রক্ষেপঃ। ইত্থং চ আদৌ ত্রিতারী, ততো হৃন্মন্ত্রঃ, ততো হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি মন্ত্রস্বরূপং জ্ঞেয়ম্। এবমেবাগ্রেঽপি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্ ॥

অগ্নীশেত্যত্র অগ্ন্যাদিপদেন তত্তদ্দেবতাসম্বন্ধিদিশাং গ্রহণম্। দিক্ষু ইত্য-নেন প্রাগাদিদিক্চতুষ্টয়গ্রহণম্। ষড়ঙ্গযুবতীনাং—অগ্ন্যাদিচতস্রো বিদিশঃ, মধ্যং, প্রাগাদিদিক্চতুষ্টয়ং মিলিত্বৈকং, ইতি ষট্ স্থানানি জ্ঞেয়ানি ॥

অত্র কেচিৎ—

যঃ পশ্যেদ্যত্র সূর্যং তু সা প্রাচী তস্য কথ্যতে।
উদয়ে সূর্যদ্রষ্টুস্তু মেরুরুত্তরসংস্থিতঃ ॥

ইতি দিগ্ব্যবস্থা শ্রৌতস্মার্তকর্মণি প্রসিদ্ধা, তথৈব শ্রীবিদ্যোপাসনায়ামপি দিগ্ব্যবস্থা ইত্যাহুঃ ॥

অন্যে তু নিরুক্তদিগ্ব্যবস্থায়া বৈদিকে কর্মণি সাবকাশত্বাৎ "পূজ্যপূজকয়োর্মধ্যে দিশং প্রাচীং প্রকল্পয়েৎ" ইতি তন্ত্রবচনানুসারেণ দেব্যগ্রভাগঃ প্রাচী, দেবীপৃষ্ঠভাগঃ প্রতীচী, দেব্যা দক্ষভাগো দক্ষিণা, বামভাগ উদীচী, দিগনু-সারেণ বিদিশাং কল্পনং ইত্যূচুঃ ॥

তদুভয়মপি স্থূলমানত্বাদুপেক্ষ্যম্। বস্তুতস্তু জ্ঞানার্ণবে শ্রীচক্রপূজনসন্নিধৌ—

উত্তরাশামুখো মন্ত্রী যদা চক্রং সমুদ্ধরেৎ।
উত্তরাশা তদা দেবি পূর্বাশেতি নিগদ্যতে ॥
ঈশানকোণং দেবেশি তদাঽঽগ্নেয়ং ন সংশয়ঃ।
পশ্চিমাশামুখো মন্ত্রী যদা চক্রং সমুদ্ধরেৎ ॥
পশ্চিমাশা তদা জ্ঞেয়া পূর্বাশেতি ন সংশয়ঃ।
বায়ুকোণং তদাঽঽগ্নেয়মৈশানং রাক্ষসং ভবেৎ ॥
দক্ষিণাভিমুখো মন্ত্রী যদা চক্রং সমুদ্ধরেৎ।
পূর্বাশৈব হ্যুদীচী স্যাৎ রক্ষঃকোণং তু বহ্নিদিক্ ॥ ইতি ॥

উত্তরাপশ্চিমাশেত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধোত্তরাং দিশমনূদ্য পূর্বাদিদিক্কার্যং বিধীয়তে "খলেবালী যূপো ভবতি" ইতিবৎ। ইত্থং চ দিঙ্মাত্রানুবাদেন

দিক্‌কার্যবিধানাৎ বিদিঙ্‌মুখশ্চক্রং নোদ্ধরেৎ ইতি সিদ্ধম্। প্রাচীদিগনুবাদেন বিধেয়াভাবাৎ তত্ত্যক্তম্। এবং কুলার্ণবেঽপি—

যদাশাঽভিমুখো মন্ত্রী ত্রিপুরাং পরিপূজয়েৎ।
দেবীপশ্চাত্তদা প্রাচী প্রত চী ত্রিপুরাপুরঃ॥

ইতি নিরবকাশবচনৈঃ শ্রীবিদ্যাবিষয়ে উক্তরীত্যা দিগ্‌ব্যবস্থা। শ্রীবিদ্যাঽতিরিক্তে তান্ত্রিকে কর্মণি পূজ্যপূজকয়োর্মধ্যং প্রাচী। নিখিলশ্রৌতস্মার্তকর্মণি যঃ পশ্যেদিত্যাদিবচনপ্রবেশ ইতি অলং ভূয়সা। দেব্যা ইত্যুক্ত্যা বিন্দুচক্র এবাগ্নেয়াদিদিশ উক্তশাস্ত্রেণ প্রকল্প্য তত্র ষড়ঙ্গযুবতীঃ পূজয়েৎ ইতি সিদ্ধম্॥ ৮॥

ষড়ঙ্গপূজন

অগ্নি ঈশান নৈঋত বায়ু এই চার কোণ, মধ্য এবং পূর্বাদিদিক্‌চতুষ্টয় মিলে এক অঙ্গ,—দেবীর এই ষড়ঙ্গ বা ষট্ স্থান পূজা ক'রে॥ ৮॥

শ্যামাক্রমোক্ত কল্পসূত্রানুসারে এবং শিষ্ট সম্প্রদায়ানুসারে এখানে পূজন অর্থ পুষ্পাক্ষত-বিন্দুপ্রক্ষেপ, পঞ্চোপচারাদি অর্পণরূপ পূজা নয়।

* * *

'অগ্নীশ' ইত্যাদি পদের দ্বারা তত্তদ্‌দেবতাসম্বন্ধী দিক্ সূচিত হয়েছে। 'দিক্ষু' পদের দ্বারা পূর্বাদিদিক্‌তুষ্টয় গ্রহণ করা হয়েছে। ষড়ঙ্গযুবতীনাং বলতে অগ্নি-আদি চার কোণ, মধ্য, পূর্বাদি দিক্‌চতুষ্টয় মিলে এক, এই ষট্ স্থান বুঝতে হবে।

* * * ।৮।

নিত্যাপূজনম্

অথ পঞ্চদশনিত্যামন্ত্রোদ্ধারপূর্বকং নিত্যাপূজনমাহ—

বাক্‌সকলহ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ ইতি কামেশ্বরী। সর্বত্র নিত্যাশ্রীপাদুকেতি যোজ্যম্। বাগ্‌ভগভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশংকরি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বাণি ভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐঁ ব্লূঁ জেঁ ব্লূঁ ভেঁ ব্লূঁ মোঁ ব্লূঁ হেঁ ব্লূঁ হেঁ ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীঁ হর ব্লেঁ হ্রীঁ ভগমালিনী। তারো মায়া নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা ইতি নিত্যক্লিন্না। প্রণবঃ ক্রোঁ ভ্রোঁ ক্রোঁ ঝ্রোঁ ছ্রোঁ জ্রোঁ স্বাহা ইতি ভেরুণ্ডা। প্রণবো মায়া বহ্নি-

বাসিন্যৈ নমঃ ইতি বহ্নিবাসিনী। মায়াক্লিন্নে বাক্ ক্রোঁ নিত্যমদদ্রবে হ্রীঁ ইতি মহাবজ্রেশ্বরী। মায়া শিবদূত্যৈ নমঃ ইতি শিবদূতী। প্রণবো মায়া হুঁ খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রীঁ হুঁ ক্ষেঁ হ্রীঁ ফট্ ইতি ত্বরিতা। কুমারী কুল-সুন্দরী। হসকলরডবাগ্‌ভবহসকলরডবিন্দুমালিনী হসকলরডচতুর্দশ-ষোড়শা ইতি নিত্যা। মায়া ফ্রেঁ স্রূঁ অঙ্কুশপাশস্মরবাগ্‌ভবব্লূঁ পদনিত্যমদদ্রবে বর্মফ্রেঁ মায়েতি নীলপতাকা। ভমরযঊমিতি বিজয়া। স্বৌমিতি সর্বমঙ্গলা। তারো নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবদেবি সর্বভূতসংহারকারিকে জাতবেদসি জ্বলন্তি জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল ত্রিজাতিযুক্তমায়ারেফসপ্তকজ্বালামালিনি বর্মফডগ্নিজায়েতি জ্বালামালিনী। (ওঁ) চে্কাঁ ইতি চিত্রেতি পঞ্চদশনিত্যাঃ প্রথমত্র্যশ্র-রেখাস্থিতপঞ্চদশস্বরেষু পূজ্যাঃ। বিসৃষ্টৌ ষোড়শীং মূলবিদ্যয়া চাভ্যর্চ্য ॥ ৯ ॥

বাক্ ঐঁ। শেষং যথাপঠিতম্। মন্ত্রান্তে সর্বত্র তত্তন্নিত্যানাম, তদুত্তরং অষ্টাক্ষরীযোগঃ। যথা আদৌ ত্রিতারী, ঐঁ সকলহ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ কামেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইতি। এবমগ্রেঽপি দ্রষ্টব্যম্। যদ্যপি শ্রীপাদুকেত্যষ্টাক্ষরীযোগঃ সামান্যবচনপ্রাপ্তঃ, তথাঽপি নিত্যাপদঘটিত-ত্বেনাপ্রাপ্তত্বাৎ তদর্থ আরম্ভঃ সর্বত্র নিত্যাপূজনমন্ত্রেষু। দ্বিতীয়মাহ—বাগিতি। তৃতীমাহ—তার ইতি। তারঃ প্রণবঃ, মায়া হ্রীঁ, শেষং যথাশ্রুতং পঠনীয়ম্। আদৌ প্রণবঃ, ততো মায়া, ততঃ স্বাহাঽন্তো যথাশ্রুতঃ ইতি ফলিতোঽর্থঃ। চতুর্থমাহ—প্রণব ইতি স্বাহেত্যন্তেন। পঞ্চমীমাহ—প্রণব ইতি নম ইত্যন্তেন। ষষ্ঠমাহ—মায়েতি হ্রীমিত্যন্তেন। সপ্তমমাহ—মায়েতি নম ইত্যন্তেন। অষ্টমমাহ—প্রণব ইতি ফডিত্যন্তেন। নবমমাহ—কুমারীতি। কুমারী বালা সৈব কুল-সুন্দরীত্যর্থঃ। দশমমাহ—হসেতি ষোড়শা ইত্যন্তেন। অত্র পূর্বোক্তযুক্ত্যা হসকেত্যাদৌ কেবলব্যঞ্জনানামেব গ্রহণম্। অন্যথা "দ্বাদশার্ধা চ নিত্যা স্যাৎ" ইতি অন্যতন্ত্রবচনেন দ্বাদশার্ধামন্ত্রবর্ণাতিদেশে "ত্রিবীজস্থা দ্বাদশার্ধা" ইতি মন্ত্রে ত্রিবর্ণত্বসিদ্ধেঃ অত্রাপি তদতিদেশসিদ্ধত্রিবর্ণত্বং বিরুধ্যতে। হ স ক ল র ডোত্তরং বাগ্‌ভবঃ ঐঁ পুনঃ তদুত্তরং বিন্দুযুক্তা মালিনী ঈকারঃ, "গোবিন্দশ্চ ত্রিমূর্তীশো মালিনীবামলোচনম্" ইতি কোশাৎ। চতুর্দশষোড়শৌ পূর্বমুক্তৌ। ইত্থং চ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৈঁ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডীঁ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৌঃ নিত্যানিত্যাশ্রী ইতি মন্ত্রস্বরূপম্।

যচ্চ নিবন্ধে অবর্ণসহিতহকারাদি লিখিতং তদজ্ঞানপ্রযুক্তমেব। তন্ত্রান্তরানুসারেণ যদি লিখিতং, তর্হি বশিন্যাদিন্যাসে কবর্গং কলহ্রীঁ চ নিগদ্য ইতি সূত্রে সতি হল্‌মাত্রগ্রহণে তন্ত্রান্তরমতে সাধনং মৃগ্যম্। তস্মাৎ উক্তযুক্ত্যা ত্র্যক্ষর্যেব নিত্যাবিদ্যা ॥

একাদশমাহ—মায়েত্যারভ্য মায়েত্যন্তেন। আদ্যানি ত্রীণি বীজানি স্পষ্টানি, অঙ্কুশঃ ক্রোমিতি, পাশঃ আমিতি "আদ্যন্তগোমহাপাশ" ইতি যোগিনীতন্ত্রাৎ। আদিরকারঃ তস্যান্তঃ অগ্রিমো দেশঃ তত্র স্থিত আকার ইতি তদর্থঃ। এবং "কামোঽগ্নির্ব্যাপকোঽঙ্কুশঃ" ইতি তত্রৈব। কামঃ ককারঃ অগ্নিঃ রেফঃ ব্যাপকঃ প্রণবঃ মিলিত্বা ক্রোমিতি সম্পদ্যতে। অয়মঙ্কুশ ইত্যর্থঃ। স্মরঃ ক্লীঁ বাগ্‌ভবঃ ঐঁ বর্ম হুঁ। ইত্থং চ হ্রীঁ ক্লে্রঁ স্রঁ ক্রোঁ আঁ ক্লীঁ ঐঁ ব্লূঁ নিত্যমদদ্রবে হুঁ ফ্রেঁ হ্রীঁ নীলপতাকানিত্যাশ্রী ইতি মন্ত্রস্বরূপম্।

দ্বাদশমাহ—ভ ম র য ঊঁ ইতি। অত্রাপি পূর্বযুক্ত্যা হল্‌মাত্রগ্রহণম্, "ইয়মেকাক্ষরী বিদ্যা বিজয়া সংপ্রকীর্ত্তিতা" ইতি তন্ত্রান্তরবচনাৎ ॥

তেন নিবন্ধে পঞ্চাক্ষরোচ্চারণং ঔকারোচ্চারণং প্রামাদিকম্। ভ্ ম্ র্ য্ ঊমিতি স্বরূপং জ্ঞেয়ম্। যদ্যপি তন্ত্রান্তরে অঙ্গদাদিবিন্দুসংযুতমিত্যস্তি। অঙ্গদ ঔকারঃ। তেন চরমস্বর ঔকার ইতি প্রতিভাতি। তথাঽপি সূত্রে ষষ্ঠস্বরোচ্চারণাৎ সূত্রবিরুদ্ধং তন্ত্রান্তরোক্তং সূত্রানুসারিণামনাদর্তব্যমেব ॥

ত্রয়োদশমাহ—স্বৌমিতি। চতুর্দশমাহ তার ইতি অগ্নিজায়েত্যন্তেন। ত্রিজাতিযুক্তমায়া হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ। বহ্নিজায়া স্বাহা। শেষং স্পষ্টম্।

পঞ্চদশমাহ—অঁ চে্‌কৌমিতি। পঞ্চদশনিত্যাপূজনে দেশনিয়মমাহ প্রথমেত্যাদি। প্রথমত্র্যশ্রং বিন্দুসমীপস্থং ত্রিকোণং, তত্রত্যা যাস্তিস্রো রেখাঃ, তাসু বর্তমানা যে পঞ্চদশ স্বরাঃ অকারাদ্যনুস্বারান্তাঃ তেষু একৈকস্বরে একৈকনিত্যা ক্রমেণ পূজ্যেত্যর্থঃ। অত্র রেখাস্থিতপঞ্চদশস্বরেম্বিতি স্বরাণাং তত্র সিদ্ধবন্নির্দেশাৎ একৈকরেখায়াং পঞ্চপঞ্চস্বরাঃ ভাবনীয়াঃ ইতি বিধিরুন্নেয়ঃ। ক্রমস্যানুক্তত্বাৎ স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন। পশ্চিমাদারভ্য ঈশানান্তরেখায়াং অ আ ই ঈ উ ইতি। ঐশানাদাগ্নেয়ান্তরেখায়াং ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ ইতি। আগ্নেয়াদারভ্য পশ্চিমান্তং এ ঐ ও ঔ অং ইতি ভাবনাবিবেকঃ। বিগতা নির্গতা সৃষ্টিঃ যস্যাঃ সা বিসৃষ্টিঃ বিন্দুচক্রম্। তৎসৃষ্টিপ্রকারঃ উত্তরচতুশ্‌শতীব্যাখ্যানে সেতুবন্ধে দ্রষ্টব্যঃ। তস্মিন্ ষোড়শীং সমষ্টিরূপাং মূলবিদ্যয়া পঞ্চদশ্যা অভ্যর্চ্য। এতাসামধিষ্ঠানং কৢপ্তত্রিকোণাদন্যদেব ত্রিকোণমুক্তং জ্ঞানার্ণবে—

বিভাব্য চ মহাত্র্যশ্রমগ্রদক্ষোত্তরং ক্রমাৎ ॥ ইতি ॥

তন্ত্ররাজে তু বিন্দাবেব পূজনমুক্তম্। ইত্থং তত্তত্তন্ত্রানুযায়িভিঃ তত্র তত্র কর্তব্যম্ ॥ ৯ ॥

নিত্যাপূজা

এবার পঞ্চদশ নিত্যার মন্ত্রোদ্ধার করতঃ নিত্যাপূজা বলছেন—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ স ক ল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ এই কামেশ্বরী মন্ত্র। সর্বত্র অর্থাৎ প্রত্যেক নিত্যার বেলা 'নিত্যাশ্রীপাদুকা' এইটি যোগ করতে হবে। এর অর্থ প্রত্যেক নিত্যার মন্ত্রের সঙ্গে 'অমুকনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এই অংশটি যোগ করতে হবে।[১] (প্রত্যেক নিত্যার মন্ত্রের আদিতে যুক্ত হবে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।) ঐঁ ভগভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশংকরি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বাণি ভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐঁ ব্লূঁ জেঁ ব্লূঁ ভেঁ ব্লূঁ মোঁ ব্লূঁ হেঁ ব্লূঁ হেঁ ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীঁ হর ব্লেঁ হ্রীঁ ভগমালিনী[২]। এটি ভগমালিনীর মন্ত্র। ওঁ হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা।[৩] এটি নিত্যক্লিন্নার মন্ত্র। ওঁ ক্রোঁ ভ্রোঁ ক্রৌঁ ঝ্রৌঁ ছ্রৌঁ জ্রৌঁ স্বাহা।[৪] এটি ভেরুণ্ডামন্ত্র। ওঁ হ্রীঁ বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ।[৫] এটি বহ্নিবাসিনীমন্ত্র। হ্রীঁ ক্লিন্নে ঐঁ ক্রোঁ নিত্যমদদ্রবে হ্রীঁ।[৬] এটি মহাবজ্রেশ্বরীমন্ত্র। হ্রীঁ শিবদূত্যৈ নমঃ।[৭] এটি শিবদূতীমন্ত্র। ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রীঁ হুঁ ক্ষেঁ হ্রীঁ ফট্।[৮] এটি ত্বরিতামন্ত্র। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ কুলসুন্দরী[৯]। এটি কুলসুন্দরীর মন্ত্র। কুমারী বলতে বুঝাচ্ছে বালা। বালা সঙ্কেতিত করছে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৈঁ হ্ স্ ক্ ল্

১। যেমন কামেশ্বরীনিত্যার সম্পূর্ণ পূজামন্ত্রটি হবে এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ সকলহ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে সৌঃ কামেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

২। এই পদের সঙ্গে যোগ করতে হবে নিত্যাশ্রীপাদুকাং, তারপর যোগ করতে হবে পূজয়ামি নমঃ।

৩। এই সঙ্গে যুক্ত হবে নিত্যক্লিন্নানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৪। এই সঙ্গে যুক্ত হবে ভেরুণ্ডানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৫। এই সঙ্গে যুক্ত হবে বহ্নিবাসিনীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৬। এই সঙ্গে যুক্ত হবে মহাবজ্রেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৭। এই সঙ্গে যুক্ত হবে শিবদূতীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৮। এই সঙ্গে যুক্ত হবে ত্বরিতানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৯। এই কুলসুন্দরী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে নিত্যাশ্রীপাদুকাং এবং তার সঙ্গে যোগ করতে হবে পূজয়ামি নমঃ।

র্ ডীঁ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডোঃ।[১] এটি নিত্যার মন্ত্র। হ্রীঁ ফ্রেঁ স্রূঁ ক্রোঁ আঁ ক্লীঁ ঐঁ ব্লূঁ নিত্যমদদ্রবে হুঁ ফ্রেঁ হ্রীঁ।[২] এই নীলপতাকার মন্ত্র। ভ্ ম্ র্ য্ ঊঁ।[৩] এটি বিজয়ামন্ত্র। স্বৌঁ[৪]। এটি সর্বমঙ্গলার মন্ত্র। ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবদেবি সর্বভূতসংহারকারিকে জাতবেদসি জ্বলন্তি জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ র র র র র র র জ্বালামালিনি হুঁ ফট্ স্বাহা।[৫] এটি জ্বালামালিনীর মন্ত্র। চ্ক্রৌঁ।[৬] এটি চিত্রার মন্ত্র। প্রথম-ত্র্যশ্ররেখাস্থিত অর্থাৎ বিন্দুসমীপস্থ ত্রিকোণের তিন রেখায় অবস্থিত পঞ্চদশ স্বরবর্ণে পঞ্চদশ নিত্যার পূজা করতে হবে। বিন্দুচক্রে পঞ্চদশী মূলবিদ্যা[৭] দ্বারা ষোড়শীর অর্চনা করতঃ ॥ ৯ ॥

বাক্ অর্থ ঐঁ। শেষাংশ সূত্রে যেমন পাঠ রয়েছে। প্রত্যেক মন্ত্রের পর যথানির্দিষ্ট নিত্যার নাম এবং তার পর অষ্টাক্ষরী যোগ করতে হবে। অষ্টাক্ষরী বলতে বুঝাচ্ছে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি'। মন্ত্রের আদিতে থাকবে ত্রিতারী অর্থাৎ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ। যেমন কামেশ্বরীনিত্যার মন্ত্রটি হবে এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ সকলহ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ কামেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এর পরের মন্ত্রগুলিও এই প্রকার হবে। ......বাক্ এই পদ দিয়ে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় মন্ত্র বলছেন। তারঃ মানে প্রণব। মায়া মানে হ্রীঁ। শেষাংশ সূত্রে যেমন আছে তেমনি পাঠ করতে হবে। ফলিতার্থ হল প্রথমে প্রণব, তারপর মায়া, তারপর সূত্রে যেমন আছে, আর অন্তে থাকবে স্বাহা। প্রণব দিয়ে আরম্ভ ক'রে এবং স্বাহা দিয়ে শেষ ক'রে চতুর্থ মন্ত্র বলছেন। প্রণব দিয়ে আরম্ভ করে এবং নমঃ দিয়ে শেষ ক'রে পঞ্চম মন্ত্র বলছেন। মায়া দিয়ে আরম্ভ ক'রে এবং হ্রীঁ দিয়ে শেষ ক'রে ষষ্ঠ মন্ত্র বলছেন। মায়া দিয়ে আরম্ভ করে এবং নমঃ দিয়ে শেষ করে সপ্তম মন্ত্র বলছেন। প্রণব দিয়ে আরম্ভ করে এবং ফট্ দিয়ে শেষ ক'রে অষ্টম মন্ত্র বলছেন। কুমারী দিয়ে আরম্ভ ক'রে (এবং কুলসুন্দরী দিয়ে শেষ ক'রে) নবম মন্ত্র বলছেন। কুমারী অর্থ বালা। তিনিই কুলসুন্দরী। হ স দিয়ে আরম্ভ ক'রে এবং 'ষোড়শা'

১। এই সঙ্গে যুক্ত হবে নিত্যানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
২। এই সঙ্গে যুক্ত হবে নীলপতাকানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৩। এই সঙ্গে যুক্ত হবে বিজয়ানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৪। এই সঙ্গে যুক্ত হবে সর্বমঙ্গলানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৫। এর সঙ্গে যুক্ত হবে জ্বালামালিনীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৬। এর সঙ্গে যুক্ত হবে চিত্রানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৭। ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। এটি কাদিমতের পঞ্চদশী বিদ্যা।

দিয়ে শেষ ক'রে দশম মন্ত্র বলছেন। এখানে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে হ স ক ইত্যাদি কেবল ব্যঞ্জনবর্ণরূপেই গ্রহণীয়। তা না হলে, 'নিত্যা হবে দ্বাদশার্ধা' অন্যতন্ত্রের এই বচনানুসারে মন্ত্রবর্ণ হবে দ্বাদশার্ধ এই যে নির্দেশ পাওয়া যায় এবং 'ত্রিবীজস্থা দ্বাদশার্ধা' এই বচনানুসারে মন্ত্রের যে ত্রিবর্ণত্ব সিদ্ধ হয়, এখানে সেই নির্দিষ্ট ত্রিবর্ণত্বের বিরোধ ঘটে। হ স ক ল র ড—এর পর বাগ্ভবঃ অর্থাৎ ঐঁ। আবার হ স ক ল র ড-এর পর বিন্দুমালিনী অর্থাৎ বিন্দুযুক্তা মালিনী মানে ঈ, অর্থাৎ ঈঁ। কোশে আছে "গোবিন্দঃ ত্রিমূর্তিঃ ঈশঃ বামলোচনম্"। চতুর্দশ ও ষোড়শ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। [চতুর্দশ মানে চতুর্দশ স্বরবর্ণ ঔ আর ষোড়শ মানে ষোড়শ স্বরবর্ণ (বিসর্গ) ঃ] এই প্রকারে মন্ত্রটি হবে—হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৈঁ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডীঁ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৌঃ নিত্যানিত্যাশ্রী-পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

* * * *

মায়া দিয়ে আরম্ভ ক'রে এবং মায়া দিয়ে শেষ ক'রে একাদশ মন্ত্র বলছেন। প্রথম তিনটি বীজ স্পষ্ট। অঙ্কুশঃ অর্থ ক্রোঁ; পাশঃ অর্থ আঁ। যোগিনীতন্ত্রে আছে 'আদ্যন্তগ মহাপাশঃ'। আদি মানে অকার, তার অন্ত মানে পরবর্তী স্থান, সেখানে যা অবস্থিত অর্থাৎ আকার। এই প্রকারে যোগিনীতন্ত্রেই পাওয়া যায়—"কামঃ অগ্নিঃ ব্যাপকঃ অঙ্কুশঃ"। কামঃ ক, অগ্নিঃ রেফ্ অর্থাৎ র্, ব্যাপকঃ প্রণব অর্থাৎ ওঁ। সব মিলে দাঁড়াল ক্রোঁ। এইটিই অঙ্কুশ। স্মরঃ ক্লীঁ, বাগ্ভবঃ ঐঁ, বর্ম হুঁ। এইভাবে মন্ত্রটি উদ্ধার করা হলে দাঁড়াবে—হ্রীঁ ফেঁ স্রূঁ ক্রোঁ আঁ ক্লীঁ ঐঁ ব্লূঁ নিত্যমদদ্রবে হুঁ ফ্রেঁ হ্রীঁ নীলপতাকানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দ্বাদশ মন্ত্র বলছেন—ভ ম র য ঊঁ। এখানেও পূর্বযুক্তি অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণমাত্র গ্রহণ করতে হবে। কেন না, তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—'এই একাক্ষরী বিদ্যা বিজয়া নামে খ্যাতা'।

* * * *

ত্রয়োদশ মন্ত্র বলছেন—স্বৌঁ। তারঃ দিয়ে আরম্ভ ক'রে অগ্নিজায়া দিয়ে শেষ করে চতুর্দশ মন্ত্র বলছেন। ত্রিজাতিযুক্তমায়া বলতে বুঝাছে হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ। বহ্নিজায়া (মূলে আছে অগ্নিজায়া) মানে স্বাহা। শেষাংশ স্পষ্ট। পঞ্চদশ মন্ত্র বলছেন—চে্ক্রীঁ। পঞ্চদশ নিত্যার পূজায় স্থাননিয়ম বলছেন প্রথমত্র্যশ্র ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ ক'রে। প্রথমত্র্যশ্র মানে বিন্দুসমীপস্থ ত্রিকোণ। সেই ত্রিকোণের যে তিন রেখা, তাতে বিদ্যমান যে অকার থেকে আরম্ভ ক'রে

অনুস্বার পর্যন্ত পঞ্চদশ স্বরবর্ণ, তার একেকটি বর্ণে একেকটি নিত্যার যথাক্রমে পূজা হবে। সূত্রে 'রেখাস্থিতপঞ্চদশস্বরেষু' এ কথা থাকায় রেখাতে স্বরবর্ণের অবস্থান সিদ্ধ এরূপ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। এই জন্য, প্রত্যেক রেখায় পাঁচ পাঁচটি ক'রে স্বরবর্ণের অবস্থিতিবিধি অনুমান করতে হয়। সূত্রে কোনো ক্রম বলা হয় নি বলে সাধকের নিজের অগ্র অর্থাৎ সম্মুখ থেকে আরম্ভ ক'রে ঃদক্ষিণক্রম অনুসরণ করতে হবে। পশ্চিম থেকে ঈশান কোণ পর্যন্ত যে-রেখা তাতে অবস্থিত অ আ ই ঈ উ। ঈশান কোণ থেকে অগ্নি-কোণ পর্যন্ত যে-রেখা তাতে অবস্থিত ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ। অগ্নিকোণ থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যে-রেখা তাতে অবস্থিত এ ঐ ও ঔ অং। এইভাবে ভাবনা করতে হবে। বিগতা অর্থাৎ নির্গতা হয়েছে সৃষ্টি যা থেকে সে বিসৃষ্টি অর্থাৎ বিন্দুচক্র। উত্তর-চতুঃশতীর ব্যাখ্যা সেতুবন্ধে এই সৃষ্টিপ্রকার দ্রষ্টব্য। সেই বিসৃষ্টিতে অর্থাৎ বিন্দুচক্রে সমষ্টিরূপা ষোড়শীর পূজা করতে হবে পঞ্চদশী বিদ্যা দ্বারা। জ্ঞানার্ণবে পঞ্চদশ নিত্যার অধিষ্ঠান উক্ত প্রকারে নির্দিষ্ট ত্রিকোণ থেকে পৃথক্ ত্রিকোণে নির্দেশ করা হয়েছে—

'অগ্র অর্থাৎ, সম্মুখে দক্ষিণ-উত্তর-ক্রমে ত্র্যশ্র ভাবনা করতঃ'। কিন্তু তন্ত্ররাজে বিন্দুতেই পূজার কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় যাঁরা যে-তন্ত্রের অনুসরণ করেন তাঁদের সেই তন্ত্রানুযায়ী এক্ষেত্রে চলতে হবে। ৯।

ওঘত্রয়পূজনম্

ওঘত্রয়পূজামাহ—

মধ্যে প্রাক্‌ত্র্যশ্রমধ্যান্তঃ মুনিবেদনাগসংখ্যান্ যথাসম্প্রদায়ং পাদুকান্ দিব্যসিদ্ধমানবৌঘসিদ্ধানিষ্ট্বা পশ্চাৎ স্বশিরসি নাথং যজেৎ। এতল্লয়াঙ্গপূজনং ইতি শিবম্[১] ॥ ১০ ॥

ইতি ....কল্পসূত্রে ললিতাক্রমো নাম চতুর্থঃ খণ্ডঃ প্রাক্‌ত্র্যশ্রং প্রথমত্র্যশ্রম্। যদ্বা—প্রাক্‌ত্র্যশ্রং পূর্বোক্তং ত্র্যশ্রং তস্য যো মধ্যঃ আভ্যন্তরপ্রদেশঃ তস্য যো অন্তঃ চরমাবয়বঃ স্বাভিমুখাগ্রসমীপবর্তী যঃ আভ্যন্তরপ্রদেশঃ তত্রেতি ফলিতোঽর্থ। মুনিঃ সপ্ত বেদঃ চত্বারঃ নাগঃ অষ্টৌ সংখ্যা যত্রেতি ব্যুৎপত্ত্যা ওঘে বিশেষণম্। যথাসম্প্রদায়ং পাদুকাঃ, কাদিহাদিবিদ্যাভেদেন পাদুকানাং গুরু-মণ্ডলানাং ভিন্নত্বাৎ যস্য পুরুষস্য পরিগৃহীতাঃ যা যাঃ পাদুকাঃ তত্তল্লাভায় যথাসম্প্রদায়ং পাদুকা ইতি। দিব্যাশ্চ সিদ্ধাশ্চ মানবাশ্চ তে ওঘাশ্চ তাদৃশান্

১। একে যোগসূত্রসৃষ্টিস্থিতিসংহারত্রিকে পঞ্চপঞ্চিকপঞ্চাম্নায়ান প্রপঞ্চাদিল্লাসদেবতা-দর্শনানি চ যজন্তি—ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

সিদ্ধান্। পূর্বোক্তে ওঘবিশেষণে। উভয়ত্র বিভক্তিব্যত্যয়ঃ আর্ষঃ। দিব্যাঃ ৭ সিদ্ধাঃ ৪ মানবাঃ ৮ ইতি বিবেকঃ। তান্ ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা। ক্ত্বাপ্রত্যয়েন পাঠেন চ প্রাপ্তক্রমঃ পশ্চাদিত্যনেন অনূদ্যতে। এতৎ উক্তং—যদ্বা এতদুত্তরং বক্ষ্যমাণং নবাবরণপূজনং—লয়াঙ্গং লয়স্বরূপঃ চতুরশ্রাদিবিন্দ্বন্তক্রমস্য লয়স্বরূপত্বাৎ লয়াঙ্গপূজনং ভবিতুমর্হতি। এতেন তন্ত্রান্তরোক্তবিন্দ্বাদিপূজাব্যাবৃত্তিঃ। শিবমিতি খণ্ডসমাপ্তিদ্যোতকম্ ॥ ১০ ॥

ইতি ··· পরশুরামসূত্রবৃত্তৌ ললিতাক্রমো নাম চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ওঘত্রয়পূজা

ওঘত্রয়পূজা[১] বলছেন—

প্রথম ত্র্যশ্রের অথবা পূর্বোক্ত ত্র্যশ্রের স্বাভিমুখাগ্রসমীপবর্তী যে আভ্যন্তর-প্রদেশ সেখানে যথাক্রমে সাত-চার-আটসংখ্যক[২] যথাসম্প্রদায় দিব্যৌঘ[৩], সিদ্ধৌঘ[৪] ও মানবৌঘ[৫] সিদ্ধাদের এবং তাঁদের পাদুকার পূজা ক'রে তারপরে নিজশিরে স্বগুরুর পূজা করতে হবে। এই হল লয়াঙ্গপূজা। শিবম্ ॥ ১০ ॥

কল্পসূত্রে ললিতাক্রম নামক চতুর্থখণ্ড সমাপ্ত।

১। ওঘ মানে পরম্পরা, পঙ্‌ক্তি। তান্ত্রিক সাধককে গুরুপঙ্‌ক্তির অর্চনা করতে হয়। এরই নাম ওঘত্রয়পূজা। "গুরুপঙ্‌ক্তি তিনটি—দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ আর মানবৌঘ। অর্থাৎ দিব্যগুরুর এক পঙ্‌ক্তি, সিদ্ধগুরুর এক পঙ্‌ক্তি আর মানবগুরুর এক পঙ্‌ক্তি, এই তিন পঙ্‌ক্তি। এই গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয়কে ইষ্টদেবতার আবরণ বলা হয়। মন্ত্রানুসারে গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয় বিভিন্ন হয়।" দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পৃঃ ৭৬১-৭৬২

২। এই সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মন্ত্রানুসারে ও সম্প্রদায়ানুসারে সংখ্যা ও নাম ভিন্ন হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭৬২-৬৩; নিত্যোৎসবঃ, যৌবনোল্লাসঃ তৃতীয়—শ্রীক্রমঃ।

৩। কাদিবিদ্যার ৭ দিব্যৌঘ—পরপ্রকাশানন্দনাথ, পরশিবানন্দনাথ, পরশক্ত্যম্বা, কৌলেশ্বরানন্দনাথ, শুক্লদেব্যম্বা, কুলেশ্বরানন্দনাথ এবং কামেশ্বর্যম্বা।

হাদি পঞ্চদশী বিদ্যার ৭ দিব্যৌঘ—পরমশিবানন্দনাথ, কামেশ্বর্যম্বানন্দনাথ, দিব্যৌঘানন্দনাথ, মহৌঘানন্দনাথ, সর্বানন্দনাথ, প্রজ্ঞাদেব্যম্বানন্দনাথ এবং প্রকাশানন্দনাথ।

৪। কাদিবিদ্যার ৪ সিদ্ধৌঘ—ভোগানন্দনাথ, ক্লিন্নানন্দনাথ, সময়ানন্দনাথ ও সহজানন্দনাথ।

হাদি পঞ্চদশী বিদ্যার ৬ সিদ্ধৌঘ—দিব্যানন্দনাথ, চিদানন্দনাথ, কৈবল্যানন্দনাথ, অন্নদেব্যম্বানন্দনাথ, মহোদয়ানন্দনাথ ও সিদ্ধানন্দনাথ।

প্রাক্ত্র্যশ্রং মানে প্রথমত্র্যশ্র। অথবা প্রাক্ত্র্যশ্রং মানে পূর্বোক্ত ত্র্যশ্র। তার যে মধ্যঃ মানে অভ্যন্তরপ্রদেশ, তার যে অন্তঃ মানে চরমাবয়ব। ফলিতার্থ হল হাভিমুখাগ্রসমীপবর্তী যে আভ্যন্তরপ্রদেশ সেখানে। মুনি ৭, বেদ ৪, নাগ ৮, এই সংখ্যা যেখানে তা 'মুনিবেদনাগসংখ্যান্'। ব্যুৎপত্তি অনুসারে এটি ওঘের বিশেষণ। যথাসম্প্রদায়ং পাদুকান্ বলতে বুঝাচ্ছে কাদিহাদি-বিদ্যাভেদে পাদুকা তথা গুরুমণ্ডল ভিন্ন হয় বলে, যে সাধকের যথাবিহিত পরি-গৃহীত যে যে পাদুকা, তাই। অর্থাৎ সাধকের স্বীয় মন্ত্র ও সম্প্রদায় অনুসারে পাদুকাপূজা করতে হবে। দিব্য, সিদ্ধ, মানব এই তিন ওঘ, এরূপ সিদ্ধদের। দিব্যাদি ওঘের বিশেষণ। উভয়ত্র বিভক্তিব্যত্যয় আর্যপ্রয়োগ। দিব্য ৭, সিদ্ধ ৪ এবং মানব ৮ এই হল বিভাগ। তাঁদের পূজা করতঃ। ক্ত্বাপ্রত্যয়ের দ্বারা এবং সূত্রে পশ্চাৎ এই পদ থাকার জন্য ক্রম পাওয়া যাচ্ছে। এতৎ মানে যা বলা হল। অথবা এতৎ মানে এর পর বক্ষ্যমাণ নবাবরণপূজা। লয়াঙ্গ মানে লয়স্বরূপ, চতুরশ্র থেকে আরম্ভ ক'রে বিন্দুপর্যন্ত লয়স্বরূপ বলে লয়াঙ্গ-পূজা হতে পারে। এ দ্বারা তন্ত্রান্তরোক্ত বিন্দু-আদিপূজার ব্যাবৃত্তি হল। শিবম্ পদটি খণ্ডসমাপ্তিদ্যোতক। ১০।

পরশুরামসূত্রবৃত্তিতে ললিতাক্রম নামক চতুর্থখণ্ড সমাপ্ত।

৫। কাদিবিদ্যার ৮ মানবৌঘ—গগনানন্দনাথ, বিশ্বানন্দনাথ, বিমলানন্দনাথ, মদনানন্দ-নাথ, ভুবনানন্দনাথ, লীলানন্দনাথ, স্বাত্মানন্দনাথ এবং প্রিয়ানন্দনাথ।

হাদি পঞ্চদশীবিদ্যার ৮ মানবৌঘ—চিদানন্দনাথ, বিশ্বানন্দনাথ (বিশ্বশক্ত্যানন্দনাথ), রামানন্দনাথ, কমলানন্দনাথ, পরানন্দনাথ, মনোহরানন্দনাথ, স্বাত্মানন্দনাথ ও প্রতিভানন্দ-নাথ।

দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ, যৌবনোল্লাসঃ তৃতীয়ঃ—শ্রীক্রমঃ।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ—ললিতাবরণপূজা

প্রথমাবরণব্যষ্টিপূজা

এতৎপদেন নির্দিষ্টাং পূজাং বিতত্য দর্শয়তি—

অথ প্রাথমিকে চতুরস্রে অণিমালঘিমামহিমেশিত্ববশিত্বপ্রাকাম্য-ভুক্তীচ্ছাপ্রাপ্তিসর্বকামসিদ্ধ্যন্তাঃ মধ্যমে চতুরস্রে ব্রাহ্ম্যাদ্যা মহালক্ষ্ম্যন্তাঃ তৃতীয়ে চতুরস্রে সংক্ষোভণদ্রাবণাকর্ষণবশ্যোন্মাদনমহাঙ্কুশখেচরীবীজ-যোনিত্রিখণ্ডাঃ সর্বপূর্বাস্তাঃ সম্পূজ্যাঃ ॥ ১ ॥

অথেতি নবাবরণপূজাঽধিকারদ্যোতকম্। চতুরস্রত্রয়মধ্যে প্রাথমিকে সর্ব-বাহ্যে চতুরস্রে অণিমেত্যারভ্য সর্বকামপর্যন্তং দ্বন্দ্বঃ। তে সর্বেঽপি সিদ্ধ্যন্তাঃ কার্যাঃ। সর্বেষাং পদানাং অন্তে সিদ্ধিরিতি যোজ্যম্। তথা চ ত্রিতারী ততোঽণিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি। এবমগ্রেঽপি। অত্রাণিমাঽঽদি-পদত্রয়ং ন মন্নন্তং ; কিন্তু ডাবন্তং, অণিমালঘিমেতিসমাসান্তসূত্রপাঠাৎ। অণি-মাসিদ্ধীতি পুংবদ্ভাবরহিতঃ পাঠঃ অশাস্ত্রীয়োঽপি সম্প্রদায়ানুরোধাদার্ষপ্রায়ঃ। যদ্বা—ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। ষষ্ঠ্যর্থশ্চাভেদ এব "রাহোঃ শিরঃ" ইতিবৎ। প্রাথমিকচতুরস্রে অণিমাঽঽদীনাং যথেচ্ছং পূজাপ্রাপ্তৌ তন্নিয়মঃ বামকেশ্বর-তন্ত্রে—

অণিমাং পশ্চিমদ্বারে লঘিমামপি চোত্তরে।
পূর্বদ্বারে তু মহিমামীশিত্বাখ্যাং তু দক্ষিণে ॥
বশিত্বাখ্যাং তু বায়ব্যে প্রাকাম্যামীশদেশকে।
ভুক্তিসিদ্ধিং তথাঽগ্নেয্যামিচ্ছাসিদ্ধিং তু নৈর্ঋতৌ ॥
অধস্তাৎ প্রাপ্তিসিদ্ধিং চ সর্বকামং[১] তথোর্ধ্বতঃ ॥ ইতি ॥

দিগ্‌ব্যবস্থাসম্প্রদায়শ্চ পূর্বমুক্তঃ। উর্ধ্বাধরাবপি ন লোকপ্রসিদ্ধৌ গ্রাহ্যৌ, কিং তু তান্ত্রিকৌ। তদুক্তং তত্ত্ববিমর্শিন্যাং—

ইন্দ্রেশানদিশোর্মধ্যে স্থানমূর্ধ্বস্য কীর্তিতম্।
নির্ঋত্যম্বুপয়োর্মধ্যে অধঃস্থানং প্রকীর্তিতম্ ॥ ইতি ॥

মধ্যমে চতুরস্রে ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ—ব্রাহ্মী আদৌ যাসাং তাঃ, এবং মহালক্ষ্মীঃ অন্তে যাসাং তাঃ।

১। সর্বকামাং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী চৈব চেন্দ্রাণী চামুণ্ডাঃ সপ্ত মাতরঃ॥

ইতি প্রসিদ্ধাঃ সপ্ত, মহালক্ষ্মী চেত্যষ্টৌ মাতরো মধ্যচতুরশ্রে পূজ্যাঃ। তত্র ক্রমাকাঙ্ক্ষায়াং বামকেশ্বরতন্ত্রে—

ব্রহ্মাণীং পশ্চিমদ্বারে মাহেশীমপি চোত্তরে।
পূর্বদ্বারে তু কৌমারীং দক্ষিণে বৈষ্ণবীমপি॥
বারাহীমপি বায়ব্যে তথৈন্দ্রীমৈশদেশকে।
চামুণ্ডামপি চাগ্নেয়ে মহালক্ষ্মীং চ নৈর্ঋতে॥ ইতি॥

অথ তৃতীয়ে চতুরশ্রে দশমুদ্রাপূজনমাহ—তৃতীয়ে ইতি। সর্বঃ সর্বশব্দঃ পূর্বং যন্নামসু তাঃ যথা ত্রিতায়ুর্ত্তরং সর্বসংক্ষোভিণীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি। এতাদৃশমুদ্রাশক্তয়ঃ—মুদ্রাশব্দার্থশ্চোক্তঃ প্রাক্—তাদৃশমুদ্রাত্বব্যাপ্য-ধর্মাবচ্ছিন্নাঃ ইমাঃ। সর্বসংক্ষোভিণীপদার্থশ্চ ইত্থং—সর্বান্ পদার্থভূতান্[১] ক্ষোভয়তীতি উৎপাদয়তীতি সর্বসংক্ষোভিণী, কার্যত্বাবচ্ছিন্নকার্যতানিরূপিত-কারণতাঽঽশ্রয়েতি যাবৎ। ইয়মেব বামাশক্তিরিত্যুচ্যতে। এতদুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

যোনিপ্রাচুর্যতস্ত্বেষা সর্বসংক্ষোভিকা পুনঃ।
বামাশক্তিপ্রধানেয়ম্ ... ইতি॥

যোনিঃ কারণত্বানি তেষাং প্রাচুর্যতো ভূয়স্ত্বেন। অত এব সর্বসংক্ষোভিণ্যা বাহ্যস্বরূপে অঙ্গুলিগ্রথনাত্মকেঽপি অঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠানামামধ্যমাগ্রাণাং যোগে যোনিভূয়স্ত্বং প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে। এতেন অদৃশ্যরূপমপি তথেত্যুন্নেয়ম্। দ্বিতীয়া সর্ববিদ্রাবিণী সর্বানুৎপন্নান্ দ্রাবয়তি বর্ধয়তি পোষণেন সা সর্ববিদ্রাবিণী, সর্বেষাং বস্তূনাং পালকত্বাদৃজুস্বভাবা জ্যেষ্ঠাশক্তিপ্রচুরা চ। তদুক্তং যোগিনী-তন্ত্রে—"ক্ষুব্ধবিশ্বস্থিতিকরী জ্যেষ্ঠা প্রাচুর্যমাস্থিতা" ইতি। ক্ষুব্ধস্য উৎপন্নস্যে-ত্যর্থঃ। যশ্চ সংরক্ষকঃ স ঋজুরিতি লোকে প্রসিদ্ধা গাথা। অতএব অস্যা মুদ্রায়াঃ বাহ্যরূপেঽপি অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠিকানামাযোগে অঙ্গুলিচতুষ্টয়ে ঋজুত্বং দৃশ্যতে। এবমাদ্যত্রিকোণে রেখাত্রয়মধ্যে পূর্বস্যাং দিশি স্থিতায়াং ঋজুরেখায়া-মেব তস্যা অধিষ্ঠানং শাস্ত্রসিদ্ধম্। তৃতীয়া সর্বাকর্ষিণী সর্বাকর্ষণশীলা। ইয়ং জ্যেষ্ঠাবামোভয়াত্মিকা। তদুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

জ্যেষ্ঠাবামাসমত্বেন সৃষ্টেঃ প্রাধান্যমাস্থিতা।
আকর্ষিণীতি মুদ্রেয়ম্ ... ॥ ইতি॥

১। মাত্রান্ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পূর্বোক্তমুদ্রাদ্বয়বাচকপদশক্যতাঽবচ্ছেদকয়োঃ দ্বয়োরপি সর্বাকর্ষিণীপদ-শক্যতাঽবচ্ছেদকত্বং বোধ্যম্, পুষ্পবচ্ছব্দবৎ। তত্রাপি জ্যেষ্ঠাত্বিবিশিষ্টবামাত্বং শক্যতাঽবচ্ছেদকং, ন তু বিপরীতম্। তথা সতি জ্যেষ্ঠায়া বিশেষ্যত্বেন প্রাধান্যং বাচ্যম্। প্রাধান্যে জ্যেষ্ঠায়া অতিসরলত্বেন প্রধানানুসারেণ বিশেষণীভূত-বামায়া অপি প্রধানানুবর্তিন্যাঃ সরলতয়া তর্জনীমধ্যময়োঃ বাহ্যরূপে কুটিলত্বং ন স্যাৎ। বামায়াঃ প্রাধান্যে তু তস্যাঃ কুটিলতয়া তদনুসারেণ অপ্রধানায়া জ্যেষ্ঠায়াঃ প্রধানানুবর্তিন্যাঃ কুটিলত্বং যুক্তম্। অত এব বাহ্যস্বরূপে অঙ্গুলিগ্রথনে সর্বাস্বঙ্গুলিষু কুটিলত্বম্। চতুর্থী সর্ববশ্যকরী সর্বান্ ক্ষিত্যাদিশিবান্তান্ বশ্যং স্বাধীনং নয়তি প্রাপয়তীতি তথা। লোকে আকাশো দ্বিবিধঃ দহ্রঃ প্রাকৃতশ্চ। দহ্রাকাশেঽপি সুসূক্ষ্মোঽন্য আকাশোঽস্তি, "তস্যান্তে সুষিরꣳ সূক্ষ্মং" ইতি শ্রুতি-প্রসিদ্ধঃ। তন্মধ্যে গাঢ়মাশ্লিষ্টা পরশিবেন যা আনন্দবিগ্রহা মূর্তিঃ সা সর্ববশ্যকরীপদবাচ্যা। তদুক্তং উত্তরচতুঃশত্যাম্—

ব্যোমদ্বয়ান্তরালস্থবিন্দুরূপা মহেশ্বরী।
শিবশক্ত্যাত্মসংশ্লেষাদেষা বশ্যকরী স্মৃতা॥ ইতি॥

বিন্দুরূপেতি কথনাৎ স্বরূপমপি তথা। অত এবাঙ্গুলিগ্রথনেঽপি অস্যা বাহ্যরূপে বিন্দ্বাকারতা সর্বাঙ্গুলীনাং গাঢ়সংশ্লেষোঽপি ব্যক্তঃ। পঞ্চমী উক্তশিবশক্তিবিন্দ্বোর্মধ্যে সূক্ষ্মরেখা "নীবারশূকবত্তন্বী", "তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধা। তস্যাঃ শিখায়াঃ দ্বিস্বভাবত্বং জ্যেষ্ঠাস্বভাবত্বং চ। যথা লোকে একস্যৈব দণ্ডস্য ঘটোৎপাদকশক্তিমত্ত্বং তন্নাশকশক্তিমত্ত্বং চাস্তি, তথাঽপি স দণ্ডঃ কদচিদুৎপাদকশক্তিপ্রধানো ভূত্বা ঘটমুৎপাদয়তি, কদাচিন্নাশশক্তিপ্রধানঃ তং নাশয়তি। এবং লোকে বহুস্থলে দৃষ্টম্। তথা দণ্ড-স্থানীয়া উক্তরেখা। সা যদা জগদ্রক্ষণকর্তৃত্ববিশিষ্টজ্যেষ্ঠাশক্তিপ্রধানা তদা সর্বোন্মাদিনী পদবাচ্যা। তদুক্তং উত্তরচতুঃশত্যাম্—

বিন্দ্বন্তরালবিলসৎসূক্ষ্মরূপশিখাময়ী।
জ্যেষ্ঠাশক্তিপ্রধানা তু সর্বোন্মাদনকারিণী॥ ইতি॥

অত এব তদঙ্গুলিগ্রথনবেলায়াং অঙ্গুষ্ঠানামতর্জন্যঃ সরলাঃ দৃশ্যন্তে, বিন্দুদ্বয়া-কারং মধ্যমাদ্বয়ং চ ভবতি। তত্রাপি নিরুক্তশিখাস্থানাপন্নগ্রথনবেলায়াং অনামাদ্বয়মেব জ্ঞেয়ম্। মধ্যমাদ্বয়স্য তদানীং বিন্দুদ্বয়রূপত্বেন তন্মধ্যবর্ত্য-নামাদ্বয়স্য "তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা" ইতি প্রসিদ্ধশিখাত্বং যুক্তম্। ষষ্ঠী তু— ইদমেব পূর্বোক্তং শিখাদ্বয়ং যদা বামাপ্রধানং তদা সর্বমহাঙ্কুশা। সূক্ষ্মরূপেণ পরমশিবকুক্ষৌ স্থিতং জগৎ। যথা অন্তস্থো গজঃ অঙ্কুশেন বহিরাকৃষ্যতে তথা

সর্বস্য বহিরাকর্ষণাৎ সর্বমহাঙ্কুশেত্যুচ্যতে। পরশিবকুক্ষিস্থজগতো বমনাৎ বামা তৎপ্রধানা শিখা সর্বমহাঙ্কুশা ইত্যুচ্যতে। তদপ্যুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

বামাশক্তিপ্রধানা তু মহাঙ্কুশময়ী পুনঃ।
তদ্বদ্বিশ্বং বমন্তী সা দ্বিতীয়ে তু দশারকে ॥ ইতি ॥

অত এব পূর্বমুদ্রায়াং সরলয়োরনাময়োঃ বক্রতা দৃশ্যতে। লোকে বমনবেলায়াং মানবো ধনুরাকারো বক্রো ভবতি। প্রসিদ্ধমেতৎ। অত্রায়ং বিবেকঃ—কেবলবামাত্বং সর্বসংক্ষোভিণীপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, জ্যেষ্ঠাত্ববিশিষ্টবামাত্বং সর্বাকর্ষিণীপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, সূক্ষ্মাকাশান্তর্বৃত্তিবিন্দুদ্বয়ত্বং সর্ববশ্যকরপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, জ্যেষ্ঠাশক্তিপ্রধানকবিন্দুদ্বয়মধ্যবৃত্তিরেখাত্বং সর্বোন্মাদিনীপদশক্যতাঽবচ্ছেদকং, বামাশক্তিপ্রধানত্বং সর্বমহাঙ্কুশাপদশক্যতাঽবচ্ছেদকং, এবংরীত্যা বৈলক্ষণ্যং সূক্ষ্মধিয়া দ্রষ্টব্যম্। সপ্তমী সর্বখেচরী জীবানাং স্বকর্মজনিতরোগাদিদুঃখনাশনক্ষমা শক্তিঃ। অত এব সর্বরোগহরচক্রস্থা ভবতি। তদপ্যুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

ধর্মাধর্মস্য সংঘট্টাদুত্থিতা বিত্তিরূপিণী।
বিকল্পোত্থক্রিয়ালোপরূপদোষবিঘাতিনী।
বিকল্পরূপরোগাণাং হারিণী খেচরী মতা ॥ ইতি ॥

অস্যার্থঃ—ধর্মঃ শক্তিঃ পরশিববৃত্তিত্বাৎ। ন বিদ্যতে ধর্মো যত্রেতি অধর্মঃ পরং ব্রহ্ম পরশিবঃ। যদ্বা—ন কস্যাপি ধর্মঃ অধর্ম ইতি নঞ্তৎপুরুষ এব যুক্তঃ, পরশিবে শক্তিরূপধর্মসত্ত্বেন পূর্বকল্পে স্বোক্তব্যাঘাতাৎ। তয়োঃ সংঘট্টঃ মেলনং তেন উত্থিতা। যাবদ্বিকল্পঃ তেনোত্থিতাঃ যাঃ ক্রিয়াঃ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ তাসাং লোপেন যৎপাপং তৎসম্ভবাঃ রোগাঃ তন্নাশিনী খেচরী। অত এবৈতাদৃশশিবশক্তিসামরস্যদ্যোতকং বাহ্যরূপে বাহুদ্বয়পরিবর্তনম্। অষ্টমী বীজমুদ্রা—জগতঃ ষড়্বিকারেষু প্রাথমিকো যো ভাববিকারঃ সূক্ষ্মরূপেণ সত্তা তদভিমানিনী শক্তিঃ। তদুক্তমুত্তরচতুঃশত্যাম্—

শিবশক্তিসমাশ্লেষস্ফুরদ্ব্যোমান্তরে পুনঃ।
প্রকাশয়ন্তী বিশ্বং সা সূক্ষ্মরূপস্থিতং সদা।
বীজরূপা মহামুদ্রা... ... ... ॥ ইতি ॥

অয়মর্থঃ—বটবীজে সুসূক্ষ্মেঽপি কিঞ্চিদাকাশোঽস্তি বিভুত্বাৎ। তস্মিন্ যথা মহাবৃক্ষঃ সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠতি তথা ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বানি শিবশক্তিগর্ভে বিদ্যন্তে সূক্ষ্মরূপেণ। সৈব সত্তা ঘটোঽস্তি পটোঽস্তি ইত্যত্র অনুবর্ততে। সা বীজমুদ্রেত্যর্থঃ। সর্ববীজস্থানাপন্নত্বাৎ সর্ববীজা। সূক্ষ্মত্বাদেব অঙ্গুলিপ্রগ্রথনবেলায়াং সংক্ষোভিণ্যা-

দ্যপেক্ষয়া অল্পযোনিত্বং সূক্ষ্মত্বজ্ঞাপকম্। যা নবমী যোনিমুদ্রা তদ্‌বৃত্ত্যসাধারণো ধর্ম্মঃ মুদ্রাত্বে সতি কলারূপত্বম্। মুদ্রাত্বস্বরূপমুক্তং প্রাক্। কলাপদার্থশ্চোচ্যতে। শক্তিবিশিষ্টে প্রকাশরূপে পরশিবে শক্তিমপহায় কেবলস্বরূপমাত্রনিষ্কর্ষণে সতি তুরীয়ৰিন্দুপদবাচ্যত্বং, যথা জলনিষ্ঠং দ্রবত্বমপহায় স্বরূপমাত্রনিষ্কর্ষণে জলপদবাচ্যত্বম্। অত্রাপহানং নাম শক্যতাঽবচ্ছেদককোটিপ্রবেশাভাব এব ন ততঃ পৃথক্ নিষ্কাসনং, অসম্ভবাৎ। তস্য শুদ্ধশিবস্য শক্তিসম্বন্ধিত্বেন বিবক্ষায়াং কামৰিন্দুপদবাচ্যতা। তস্যৈব সম্বন্ধস্যাভেদত্বেন শক্যতাঽবচ্ছেদককোটিপ্রবেশে বিসর্গো হকারঃ বিমর্শঃ ইতি তান্ত্রিকব্যবহারঃ। তাদৃশসামরস্যোত্তরং রক্তশুক্রবিন্দুমিশ্রণেন আবির্ভূতানন্দান্তর্ভাবেণ বিবক্ষায়াং কলেত্যুচ্যতে।[১] ঈদৃশকলারূপা যোনিমুদ্রা। তদুক্তং নিত্যাহৃদয়ে—

সম্পূর্ণস্য প্রকাশস্য লাভভূমিরিয়ং পুনঃ।
যোনিমুদ্রা কলারূপা... ... ॥ইতি॥

সর্ববশ্যকরী কেবলৰিন্দুদ্বয়রূপা অস্যাঃ শরীরে ৰিন্দুদ্বয়সংসর্গাবির্ভূতানন্দোঽপি শক্যতাঽবচ্ছেদককোটিপ্রবিষ্ট ইতি ততো বৈলক্ষণ্যং জ্ঞেয়ম্। দশমী ত্রিখণ্ডা পূর্বমুক্তা। এবং দশমুদ্রাণাং স্বরূপং শ্রীগুরুকৃপাবিশেষেণাবির্ভূতস্ফূর্তিকং যথামতি লোকানাং সুখৰোধার্থং স্পষ্টীচকার। এবং স্বরূপজ্ঞানফলং তন্ত্রেষু অনন্তং প্রপঞ্চিতং, বিস্তরভয়ান্নেহ লিখিতম্। এবং দশমুদ্রাশ্চতুরশ্রে তৃতীয়ে পূজ্যাঃ। অত্রাপি ইচ্ছয়া প্রাপ্তৌ নিয়ামকং বচনং তন্ত্রে—

পুরস্‌সব্যে চ বংশে চ বামে চৈবান্তরালকে।
ঊর্ধ্বাধো দশমুদ্রাশ্চ ... ... ॥ইতি॥

পূর্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষ্বাগ্নেয়াদ্যন্তরালচতুষ্কে চোর্ধ্বমধশ্চ দশমুদ্রাঃ পূজ্যা ইতি তদর্থঃ ॥ ১ ॥

পঞ্চম খণ্ড—ললিতার নবাবরণপূজা[২]

প্রথমাবরণব্যষ্টিপূজা

এতৎ এই পদের দ্বারা নির্দিষ্ট পূজা বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করছেন—

অথ প্রাথমিক চতুরশ্রে[৩] অণিমাসিদ্ধি, লঘিমাসিদ্ধি, মহিমাসিদ্ধি, ঈশিত্ব-

---

১। 'কলাপদশক্যতাঽবচ্ছেদককোটৌ আনন্দস্যাধিকস্য নিবেশ ইতি বিশেষঃ' ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

২। শ্রীযন্ত্র নবচক্রাত্মক। নবচক্র, যথা—বিন্দু, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, অন্তর্দশার, বহির্দশার, চতুর্দশার, অষ্টদলপদ্ম, ষোড়শদলপদ্ম এবং ভূপুর।

এই নবচক্রকে আবরণচক্রও বলা হয়। আবরণচক্ররূপে ত্রৈলোক্যমোহনচক্র অর্থাৎ চতুরশ্র বা ভূপুর প্রথম এবং সর্বানন্দময়চক্র অর্থাৎ বিন্দু নবম। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং পৃঃ ৮৮৯-৮৯২

৩। চতুরশ্র (চতুরস্র) বা ভূপুর। "ভূপুর ত্রিরেখারচিত চতুর্দ্বারযুক্ত চতুষ্কোণ। ত্রিরেখার

সিদ্ধি, বশিত্বসিদ্ধি, প্রাকাম্যসিদ্ধি, ভুক্তিসিদ্ধি, ইচ্ছাসিদ্ধি, প্রাপ্তিসিদ্ধি এবং সর্বকামসিদ্ধি এই দশসিদ্ধির ; ব্রাহ্মী থেকে আরম্ভ ক'রে মহালক্ষ্মী পর্যন্ত অষ্ট-মাতৃকার[৪] মধ্যম চতুরস্রে এবং তৃতীয় চতুরস্রে সর্বসংক্ষোভিণী সর্ববিদ্রাবিণী সর্বাকর্ষণী (সর্বাকর্ষিণী) সর্ববশ্যকরী সর্বোন্মাদিনী সর্বমহাঙ্কুশা সর্বখেচরী সর্ববীজমুদ্রা সর্বযোনিমুদ্রা সর্বত্রিখণ্ডা এই দশমুদ্রা বা মুদ্রাশক্তির[৫] পূজা করতঃ ॥ ১ ॥

অথ এই পদ নবাবরণপূজার অধিকারদ্যোতক। তিন চতুরস্রের মধ্যে প্রাথমিক অর্থাৎ সর্ববাহ্য চতুরস্রে। অণিমা থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বকাম পর্যন্ত পদ নিয়ে দ্বন্দ্বসমাস। অণিমাদি সব পদের অন্তে সিদ্ধিপদ যোগ করতে হবে। যেমন ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অণিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই হবে অণিমা-সিদ্ধিমন্ত্র। লঘিমাদির ক্ষেত্রেও এইরূপ হবে।

*　　*

মধ্যম চতুরস্রে ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ মানে ব্রাহ্মী আদিতে যাঁদের তাঁরা। মহা-লক্ষ্ম্যন্তাঃ মানে মহালক্ষ্মী যাদের অন্তে তাঁরা।

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা এই প্রসিদ্ধ সপ্তমাতৃকা আর মহালক্ষ্মী এই অষ্টমাতৃকা মধ্য চতুরস্রে পূজ্যা।

*　　*　　*　　*

এবার তৃতীয় চতুরস্রে দশমুদ্রার পূজা বলছেন—তৃতীয়ে এই পদ দিয়ে আরম্ভ ক'রে। সর্বপূর্বান্তাঃ মানে সর্বশব্দ যাদের নামের পূর্বে যুক্ত, তাঁরা। যেমন—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিণীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই হবে সর্ব-সংক্ষোভিণীমন্ত্র। 'সর্বসংক্ষোভিণী ইত্যাদি এই সব মুদ্রা শক্তি! মুদ্রাশব্দের অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাদৃশ মুদ্রাত্বরূপ ব্যাপ্যধর্মের দ্বারা এরা অবচ্ছিন্ন। সর্বসংক্ষোভিণীপদার্থ এই প্রকার—সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ ভূতকে

বাইরের রেখাকে বলে ব্রহ্মরেখা, এটি প্রথম রেখা। দ্বিতীয় রেখা মধ্যরেখা, এটিকে বলা হয় বিষ্ণুরেখা। তৃতীয় রেখাকে বলা হয় শিবরেখা।" দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৯৯ "ব্রহ্মরেখায় অণিমাদি দশসিদ্ধি অবস্থিতা"।—ঐ। সর্ববাহ্য চতুরস্র উক্ত ব্রহ্মরেখা।

৪। অষ্টমাতৃকা—ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী মাহেশী বা মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ঐন্দ্রী বা ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী। এঁরা বিষ্ণুরেখায় অবস্থিতা। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৯৯

৫। এঁরা শিবরেখায় অবস্থিতা। দ্রঃ ঐ

'ক্ষোভয়তি' মানে উৎপাদন করেন, এই অর্থে সর্বসংক্ষোভিণী। কার্যতাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কার্যতানিরূপিত কারণতার ইনি আশ্রয়রূপা, এই তাৎপর্য। এঁকেই বলা হয় বামাশক্তি।

* * *

দ্বিতীয়া মুদ্রা সর্ববিদ্রাবিণী। সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকে 'দ্রাবয়তি' অর্থাৎ পোষণের দ্বারা বর্ধন করেন যিনি তিনি সর্ববিদ্রাবিণী। সর্ব বস্তু পালন করেন বলে ইনি ঋজুস্বভাবা জ্যেষ্ঠাশক্তিপ্রাচুর্যবিশিষ্টা।

* * * * তৃতীয়া মুদ্রা সর্বাকর্ষিণী অর্থাৎ সর্বাকর্ষণশীলা। ইনি জ্যেষ্ঠা ও বামা এই উভয় শক্তিপ্রধানা। * * * চতুর্থী মুদ্রা সর্ববশ্যকরী। ক্ষিতি থেকে শিব পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্বকে স্বীয় বশ্য অর্থাৎ অধীন করেন এই অর্থে সর্ববশ্যকরী। সংসারে দ্বিবিধ আকাশ বিদ্যমান—দহ্র আর প্রাকৃত। দহ্রাকাশেও অতিশয় সূক্ষ্ম অন্য আকাশ আছে, "তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং" এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিবচন তার প্রমাণ। এই সুসূক্ষ্ম আকাশে পরশিবের দ্বারা নিবিড়ভাবে আশ্লিষ্টা যে আনন্দবিগ্রহমূর্তি তিনি সর্ববশকরীপদবাচ্যা।

* * * * *

পঞ্চমী মুদ্রা সর্বোন্মাদিনী। উক্ত শিবশক্তিরূপ বিন্দুর মধ্যে ইনি নীবারশূকবৎ সূক্ষ্ম রেখা। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শ্রুতিবচন "তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা"—তার মধ্যে বহ্নিশিখা। সেই শিখার দ্বিস্বভাবত্ব থাকায় তার মধ্যে জ্যেষ্ঠাস্বভাবত্বও বিদ্যমান। যেমন সংসারে দেখা যায় একই দণ্ডের ঘটোৎপাদকশক্তি ও ঘটনাশকশক্তি উভয়ই রয়েছে। সেই দণ্ড কখনো উৎপাদকশক্তিপ্রধান হয়ে ঘট উৎপাদন করে আবার কখনো নাশকশক্তিপ্রধান হয়ে তা নাশ করে। সংসারে অনেক ক্ষেত্রেই অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। পূর্বোক্ত রেখা এইপ্রকার দণ্ডস্থানীয়া। তিনি যখন জগদ্রক্ষণশক্তিবিশিষ্ট জ্যেষ্ঠাশক্তিপ্রধান হন তখন হন সর্বোন্মাদিনীপদবাচ্যা।

* * * * *

ষষ্ঠী মুদ্রা সর্বমহাঙ্কুশা। পূর্বোক্ত দ্বিস্বভাব শিখা যখন বামাশক্তিপ্রধান হন তখন হন সর্বমহাঙ্কুশা। জগৎ সূক্ষ্মরূপে পরশিবের কুক্ষিতে অবস্থিত। যেমন ভিতরে রয়েছে যে-হাতী তাকে অঙ্কুশের দ্বারা বাইরে আকর্ষণ করা হয় তেমনি ইনি সব কিছুকে বাইরে আকর্ষণ করেন। এইজন্য এঁকে বলা হয় সর্ব-

মহাঙ্কুশা। পরশিবকুক্ষিস্থিত জগৎ বমন-করার জন্য শক্তিকে বলা হয় বামা। তাই বামাশক্তিপ্রধান শিখাকে সর্বমহাঙ্কুশা বলা হয়ে থাকে।

* * * *

সপ্তমী মুদ্রা সর্বখেচরী। জীবের স্বকর্মজনিত রোগদুঃখাদিনাশে সক্ষম এই শক্তি। এইজন্যই ইনি সর্বরোগহর নামক চক্রে[1] অবস্থিতা।

* * * *

অষ্টমী মুদ্রা বীজমুদ্রা। জগতের ষড়্‌ভাববিকারের[2] মধ্যে যেটি প্রথম—সূক্ষ্মরূপে অস্তিত্ব—তার অভিমানিনী শক্তি ইনি।

* * * *

নবমী মুদ্রা যোনিমুদ্রা। এর মুদ্রাত্বের মধ্যে মুদ্রাবৃত্তিসাধারণধর্ম বিদ্যমান থাকায় এর কলারূপত্ব সূচিত হয়েছে। মুদ্রাত্বের স্বরূপ পূর্বেই উক্ত হয়েছে। এবার কলাপদার্থ বলা হচ্ছে। শক্তিবিশিষ্ট প্রকাশরূপ পরশিবের থেকে শক্তির 'অপহান' করতঃ স্বরূপমাত্রনিষ্কর্ষণ হলে তা তুরীয়বিন্দুপদবাচ্য হবে। যেমন জলনিষ্ঠ দ্রবত্ব 'অপহান' ক'রে স্বরূপমাত্রনিষ্কর্ষণে তা জলপদবাচ্য হয়। এখানে 'অপহান' অর্থ শক্যতাবচ্ছেদককোটিপ্রবেশাভাব, তা থেকে পৃথক্ নিষ্কাসন নয়, কেননা, সেটি অসম্ভব। সেই শুদ্ধ শিবের শক্তিসম্বন্ধিত্ব যখন বলা হয় তখন তা কামবিন্দুপদবাচ্য। সেই সম্বন্ধের অভেদত্বহেতু শক্যতাবচ্ছেদক-কোটিপ্রবেশ হলে তান্ত্রিক ব্যবহারে তা বিসর্গ, হকার, বিমর্শ নামে পরিলক্ষিত হয়। শিবশক্তির তাদৃশসামরস্যোত্তর রক্তশুক্লবিন্দুমিশ্রণের দ্বারা আবির্ভূত আনন্দান্তর্ভাবরূপে যখন কথিত হয় তখন তা কলা নাম প্রাপ্ত হয়। যোনিমুদ্রা এইরূপ কলারূপা।

* * * *

দশমী মুদ্রা ত্রিখণ্ডা। তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

* * * *

পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, আগ্নেয়াদি চতুষ্কোণ, ঊর্ধ্ব এবং অধঃ এই দশ-স্থানে দশমুদ্রার পূজা করতে হবে, এই হল তাৎপর্য। ১।

১। শ্রীযন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ অষ্টকোণচক্রের নাম সর্বরোগহরচক্র। এই চক্রের মুদ্রা খেচরী। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৯১, ৮৯৬

২। "আছে, জাত হয়, বর্ধিত হয়, পরিণামগ্রস্ত হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এই ষড়্‌ভাববিকার"। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪০৯

প্রথমাবরণসমষ্টিপূজা

প্রথমাবরণস্য ব্যষ্টিপূজামুক্ত্বা সমষ্টিপূজামাহ—

এতাঃ প্রকটযোগিন্যস্ত্রৈলোক্যমোহনচক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্ত্বিতি তাসামেব সমষ্ট্যর্চনং কৃত্বা ॥ ২ ॥

এতাঃ অণিমাঽঽদিত্রিখণ্ডাঽন্তাঃ। প্রকটযোগিন্য ইতি তাসামেব সমষ্টিনাম, যথা চৈত্রো মৈত্র ইত্যাদিপ্রত্যেকনামবতামপি মনুষ্য ইতি সমষ্টিনাম তদ্বৎ। উক্তযোগিনীষু প্রকটত্বং চ শিবাদিষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানাং মধ্যে যা স্থূলা পৃথিবী তদ্রূপে ভূপুরে চতুরশ্রে বর্তমানত্বাৎ। তদুক্তং নিত্যাহৃদয়ে—

তত্র প্রকটযোগিন্যশ্চক্রে ত্রৈলোক্যমোহনে।
যোগিন্যঃ প্রকটা জ্ঞেয়াঃ স্থূলবিশ্বপ্রথাত্মনি ॥
স্থিতত্বাৎ........................॥ ইতি ॥

ত্রৈলোক্যমোহনমিতি যোগরূঢ়িভ্যাং চতুরশ্রত্রয়াত্মকং সর্ববাহ্যং যচ্চক্রং তস্য[১] নাম। সমুদ্রা ইতি—পূর্বং বিস্তরেণ দশ যাঃ প্রতিপাদিতাঃ তাস্বেকৈকা মুদ্রা একৈকচক্রেঽস্তি। দশমী ত্রিখণ্ডা সর্বব্যাপিকা। অস্মিন্নর্থে প্রমাণং যোগিনীতন্ত্রেঽস্তি। শ্রীভগবান্ পরশুরামোঽপি তত্তচ্চক্রপূজায়াং একৈকমুদ্রাপ্রদর্শনং বক্ষ্যতি। এবং চ যস্মিন্ যা মুদ্রাঽস্তি তয়া সহিতা ইত্যর্থঃ। সসিদ্ধয় ইতি—অত্র সিদ্ধির্নাম তত্তচ্ছক্তিসাধ্যং ফলম্। তচ্চ স্বাকারেণ সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠতোবেতি শক্তয়োঽপি সসিদ্ধয়ঃ। সায়ুধা ইতি স্পষ্টম্। সশক্তয়ঃ—অত্র শক্তিপদেন অণিমাঽঽদিনিষ্ঠা যা তত্তৎকার্যজনকতা তদবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ স গ্রাহ্যঃ। ন হি কারণতা নিরবচ্ছিন্না লোকে প্রসিদ্ধা। অতঃ স্বনিষ্ঠকারণতায়াং অবচ্ছেদকং কিং চিদভ্যুপগন্তব্যম্। অভ্যুপগতং চ যদ্রূপং তৎ অধিষ্ঠানাদন্যন্ন বেত্যন্যদেতৎ। তাদৃশশক্ত্যা সহিতাঃ। সবাহনা ইতি স্পষ্টম্। পরিবারা অনুচরাঃ তৈঃ সহিতাঃ। শেষো মন্ত্রার্থঃ স্পষ্টঃ। তাসামণিমাঽঽদিত্রিখণ্ডাঽন্তানাং সমষ্ট্যর্চনং সমুদায়নামঘটিতমন্ত্রেণার্চনং বিধায়। অত্র মন্ত্রগতলিঙ্গেন প্রার্থনাঙ্গত্বং প্রতীয়তে, লোট্‌শ্রবণাৎ "প্রার্থনেষু লিঙ্‌ লোট্‌ চ" ইতি পাণিনিস্মৃতেঃ। তথাঽপি "মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু" ইতি মন্ত্রস্য "বিহব্যা উপদধাতি" ইতি শ্রুত্যা লিঙ্গং বাধিত্বা উপধানাঙ্গত্ববৎ অর্চনাঙ্গত্বং বোধ্যম্। সম্পূজিতাঃ সন্তু ইতি সমষ্ট্যর্চনং কৃত্বা ইত্যনেন অর্চনাঙ্গত্বে প্রতীয়মানে দুর্বলং লোট্‌শ্রবণং ন বাধকং ভবতি ॥ ২ ॥

১। যোগরূঢ়িশক্ত্যা ভূসদনাত্মকচতুরশ্ররেখাত্রয়স্য নাম ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

প্রথমাবরণসমষ্টিপূজা

প্রথমাবরণের ব্যষ্টিপূজা বলে সমষ্টিপূজা বলছেন—

এই সব প্রকটযোগিনী মুদ্রাসহ সিদ্ধিসহ আয়ুধসহ শক্তিসহ বাহনসহ পরিবারসহ সর্বোপচারে[১] ত্রৈলোক্যমোহনচক্রে পূজিতা হোন এই মন্ত্রে তাঁদেরই সমষ্টি-অর্চনা করতঃ ॥ ২ ॥

এতাঃ মানে পূর্বসূত্রে অণিমা থেকে ত্রিখণ্ডা পর্যন্ত যাঁরা বিবৃত হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের সমষ্টিনাম প্রকটযোগিনী। যেমন চৈত্র মৈত্র ইত্যাদি পৃথক্ নামধারী প্রত্যেকের সমষ্টিনাম মনুষ্য, তেমনি। শিবাদি ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের[২] মধ্যে যা স্থূল তা পৃথিবী। তদ্রূপ ভূপুরে অর্থাৎ চতুরস্রে বিদ্যমানতার জন্য উক্ত যোগিনীদের প্রকটত্ব। নিত্যাহৃদয়ে বলা হয়েছে—ত্রৈলোক্যমোহনচক্রে প্রকটযোগিনীরা অবস্থিতা। স্থূলবিশ্বপ্রথাত্মকতায় অবস্থানের জন্য যোগিনীরা প্রকটা বলে জ্ঞাতব্যা। যোগরূঢ়ার্থে চতুরস্রাত্মক সর্ববাহ্য যে-চক্র তার নাম ত্রৈলোক্যমোহন। সমুদ্রাঃ বলার তাৎপর্য—পূর্বে যে দশ মুদ্রা বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে তার একেক মুদ্রা একেক চক্রে বিদ্যমান[৩]। দশমী মুদ্রা ত্রিখণ্ডা সর্বব্যাপিনী। এ বিষয়ে প্রমাণ আছে যোগিনীতন্ত্রে। ভগবান্ পরশুরামও একেক চক্রপূজায় একেক মুদ্রাপ্রদর্শনের অর্থাৎ একটি বিশেষচক্রপূজায় তচ্চক্রে বিহিত মুদ্রাপ্রদর্শনের কথা বলেছেন। এইপ্রকারে অর্থ দাঁড়াল যে-চক্রে যে-মুদ্রা বিদ্যমান তার সহিত। সসিদ্ধয়ঃ—এখানে সিদ্ধি বলতে বুঝাচ্ছে সেই সেই শক্তিসাধ্য ফল। তা নিজ আকারে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান ক'রে বলে এই শক্তিরাও

১। "বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে যন্ত্রে দেবীর আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি করার পর ষোড়শোপচার মহামুদ্রা ফল নৈবেদ্য ও তাম্বূল দ্বারা দেবীর অর্চনা করতে হবে।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯০৪।

২। ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব—শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা, মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, রাগ, পুরুষ, অব্যক্ত বা প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, মন, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, বাক্, পাণি, পায়ু, উপস্থ, পাদ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি।—এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৬১-৩০০।

৩। যেমন—ভূপুর বা ত্রৈলোক্যমোহনচক্রে সর্বসংক্ষোভিণী ; ষোড়শদলপদ্ম বা সর্বাশাপরিপূরকচক্রে সর্ববিদ্রাবিণী ; অষ্টদলপদ্ম বা সর্বসংক্ষোভকচক্রে সর্বাকর্ষিণী ; চতুর্দশার বা সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্রে সর্ববশ্যকরী ; বহির্দশার বা সর্বার্থসাধকচক্রে সর্বোন্মাদিনী ; অন্তর্দশার বা সর্বরক্ষাকরচক্রে সর্বমহাঙ্কুশা ; অষ্টকোণচক্র বা সর্বরোগহরচক্রে সর্বখেচরী ; ত্রিকোণচক্র বা সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রে বীজমুদ্রা ; বিন্দুচক্র বা সর্বানন্দময়চক্রে যোনিমুদ্রা।—এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৯১-৯০০।

সিদ্ধিসহ বিরাজমান। সায়ুধাঃ—এর অর্থ স্পষ্ট। সশক্তয়ঃ—এখানে শক্তি-পদের দ্বারা অণিমাদিনিষ্ঠ যে তৎতৎকার্যজনকতা তার অবচ্ছেদক যে-ধর্ম তাই সূচিত হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন কারণতা সংসারে প্রসিদ্ধ নয়। অতএব, স্বনিষ্ঠ-কারণতাতে কিঞ্চিৎ অবচ্ছেদক স্বীকার্য। অভ্যুপগত যে-রূপ তা অধিষ্ঠান থেকে অপর, কি অপর নয়? এটি অপর। তাদৃশ শক্তির সহিত বিরাজমানা। সবাহনাঃ—অর্থ স্পষ্ট। পরিবারাঃ মানে অনুচরেরা, তাদের সহিত, সপরি-বারাঃ পদের এই অর্থ। অবশিষ্ট মন্ত্রার্থ স্পষ্ট। অণিমা থেকে ত্রিখণ্ডা পর্যন্ত পূর্বসূত্রোক্তাদের সমষ্ট্যর্চনং মানে সমুদায়নামঘটিত মন্ত্রের দ্বারা অর্চনা। তা করতঃ।

* * * *।২।

করশুদ্ধিমুচ্চার্য ত্রিপুরাচক্রেশ্বরীমবমৃশ্য দ্রামিতি সর্বসংক্ষোভিণী-মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। চক্রযোগিনীচক্রেশীনাং নামানি ভিন্নানি। শিষ্টং সমানম্ ॥ ৩ ॥

অত্র করশুদ্ধিপদেন করশুদ্ধিন্যাসাঙ্গভূতো মন্ত্রঃ ন্যাসপ্রকরণোক্তঃ তং উচ্চার্য। ত্রিপুরেতি ত্রৈলোক্যমোহনচক্রস্য নায়িকা। ত্রিপুরা চাসৌ চক্রে-শ্বরী চেতি কর্মধারয়ঃ। ত্রিপুরেত্যত্র পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ। ঈদৃশীং চক্রে-শ্বরীং অবমৃশ্য সম্পূজ্য। অত্রাপি পূজারূপত্বাৎ শ্রীপাদুকেতি মন্ত্রশেষোঽস্তি। পরং তু সমষ্ট্যর্চনে শ্রীপাদুকামিতি মন্ত্রশেষো নাস্তি, 'ইতি সমষ্ট্যর্চনং বিধায়' ইত্যত্র ইতি শব্দেন শেষব্যবচ্ছেদাৎ। দ্রাং ইতি সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রাবীজং তাং পঠিত্বা সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রাং অঙ্গুলিপ্রগ্রথনরূপাং বক্ষ্যমাণরীত্যা প্রদর্শয়েৎ। দেব্যা ইতি শেষঃ। এবং বক্ষ্যমাণরীত্যা দেব্যগ্রভাগে অঙ্গুলিষু গ্রথিতেষু তস্যাঃ দর্শিতং ভবতি। এবমগ্রিমেষ্ববগন্তব্যম্। এবং প্রকৃতে সমষ্ট্যর্চনমন্ত্রং প্রকৃতচক্রেশ্যাশ্চ মন্ত্রমুক্ত্বা অগ্রিমসমষ্ট্যর্চনমন্ত্রে চক্রেশীমন্ত্রে চ কেষাংচিৎ বর্ণানাং পর্যুদাসপূর্বকং কাংশ্চিদ্বর্ণানতিদিশতি—চক্রেতি। চক্রনামানি সর্বাশাপরিপূরকেত্যাদীনি, যোগিনীনাং নামানি গুপ্তেত্যাদীনি, চক্রেশীনাং ত্রিপুরেত্যাদীনি, যানি নামানি তদ্বর্ণাভিন্নানি। সমুদ্রা ইত্যাদিবর্ণকূটং সমানম্। অনেন তত্তৎপ্রকরণে উক্তচক্রাদিনামস্থানে বক্ষ্যমাণনামানি পঠনীয়ানীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

করশুদ্ধিন্যাসাঙ্গভূত মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে চক্রেশ্বরী ত্রিপুরার পূজা করতঃ দ্রাং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রা প্রদর্শন করবে। চক্র, যোগিনী

এবং চক্রেশ্বরী—এদের নাম ভিন্ন ভিন্ন[১]। মন্ত্রের অবশিষ্ট সমান অর্থাৎ পূর্বসূত্রে যেমন আছে তেমনি ॥ ৩ ॥

এখানে করশুদ্ধিপদের দ্বারা ন্যাসপ্রকরণোক্ত করশুদ্ধিন্যাসাঙ্গভূত মন্ত্র বুঝাচ্ছে। তা উচ্চারণ ক'রে ত্রিপুরা বলতে বুঝাচ্ছে ত্রৈলোক্যমোহনচক্রের নায়িকা। যিনি ত্রিপুরা তিনিই চক্রেশ্বরী এইভাবে কর্মধারয় সমাস হয়েছে। ত্রিপুরাপদে পুংবদ্ভাব না হওয়াটা আর্ষ প্রয়োগ। এইরূপ চক্রেশ্বরীকে অবমৃশ্য মানে পূজা করতঃ। * * * * দ্রাং সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রার বীজমন্ত্র। তা উচ্চারণ ক'রে করাঙ্গুলি দ্বারা বক্ষ্যমাণ রীতিতে সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা রচনা করতঃ দেবীকে প্রদর্শন করবে। বক্ষ্যমাণ রীতিতে দেবীর সামনে করাঙ্গুলি দ্বারা মুদ্রা রচনা করলেই তা দেবীকে প্রদর্শন করা হবে। * * * চক্রের নাম সর্বাশাপরিপূরক ইত্যাদি[২]। যোগিনীদের নাম গুপ্তা ইত্যাদি। চক্রেশ্বরীদের নাম ত্রিপুরা ইত্যাদি। পূর্বসূত্রোক্ত সমুদ্রাঃ ইত্যাদি বর্ণকূট এখানেও একই। এ দ্বারা বুঝা গেল সেই সেই প্রকরণে উক্ত চক্রাদিনামস্থানে বক্ষ্যমাণ নামগুলি পাঠ করতে হবে। ৩।

১। যথা

চক্র	যোগিনী	চক্রেশ্বরী
ত্রৈলোক্যমোহন	প্রকটযোগিনী	ত্রিপুরা
সর্বাশাপরিপূরক	গুপ্তা	ত্রিপুরেশী
সর্বসংক্ষোভক	গুপ্ততরা	ত্রিপুরসুন্দরী
সর্বসৌভাগ্যদায়ক	সম্প্রদায়া	ত্রিপুরবাসিনী
সর্বার্থসাধক	কুলকৌলা	ত্রিপুরাশ্রী
সর্বরক্ষাকর	নিগর্ভা	ত্রিপুরমালিনী
সর্বরোগহর	রহস্যা	ত্রিপুরসিদ্ধা
সর্বসিদ্ধিপ্রদ	অতিরহস্যা	ত্রিপুরাম্বা
সর্বানন্দময়	পরাপররহস্যা	মহাত্রিপুরসুন্দরী

দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৯২।

২। লয়ক্রমে শ্রীচক্রান্তর্গত দ্বিতীয়চক্রের নাম সর্বাশাপরিপূরক। দ্বিতীয়চক্রের নাম ক'রে ইত্যাদি চক্রনাম এরূপ বলার যৌক্তিকতা দুর্জ্ঞেয়। তেমনি দ্বিতীয়চক্রের যোগিনী 'গুপ্তা'র নামোল্লেখ ক'রে ইত্যাদি যোগিনীদের নাম এরূপ বলারও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় বৃত্তিকারের অনবধানতাবশতঃ এরূপ ঘটেছে। তবে চক্রেশীদের বেলা রামেশ্বর লয়ক্রমে প্রথম চক্র ত্রৈলোক্যমোহনচক্রের চক্রেশী ত্রিপুরা আদিচক্রেশীদের কথা বলেছেন। এ যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়াবরণপূজা

অথ দ্বিতীয়াবরণপূজামাহ—

ষোড়শপত্রে কামাকর্ষিণী নিত্যাকলেতি নিত্যাকলাঽন্তাঃ বুদ্ধ্যা-কর্ষিণী-অহংকারাকর্ষিণী-শব্দাকর্ষিণী-স্পর্শাকর্ষিণী- রূপাকর্ষিণী-রসাকর্ষিণী-গন্ধাকর্ষিণী-চিত্তাকর্ষিণী-ধৈর্যাকর্ষিণী-স্মৃত্যাকর্ষিণী-নামাকর্ষিণী-বীজাকর্ষিণী-আত্মাকর্ষিণী-অমৃতাকর্ষিণী-শরীরাকর্ষিণী—এতা গুপ্ত-যোগিন্যঃ সর্বাশাপরিপূরকে চক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি পূর্ববৎ আত্মরক্ষামুচ্চার্য ত্রিপুরেশীমিষ্ট্বা দ্রীং ইতি সর্ববিদ্রাবিণীং প্রদর্শয়েৎ ।। ৪ ।।

নিত্যাকলেতি বর্ণসমুদায়ঃ অন্তে যন্নাম্নঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বুদ্ধ্যাকর্ষিণ্যাদি-পঞ্চদশস্বপি ইদং বিশেষণমনুষজ্য যোজ্যম্। সর্বত্র পুংবদ্ভাবো নাঽস্তি, প্রথমমন্ত্র-পাঠানুরোধাৎ। শ্রীপাদুকেত্যাদিশেষঃ পূর্ববৎ। ষোড়শপত্রে ক্রমস্তু বামকেশ্বর-তন্ত্রে—"ষোড়শারে মহাদেবীং বামাবর্তেন পূজয়েৎ" ইতি। তত্রাপ্যারম্ভঃ কস্মাদ্দলাদারভ্য কর্তব্য ইতি বিশেষজিজ্ঞাসায়াং দেব্যগ্রকোণমারভ্যেতি সেতু-বন্ধে স্থিতম্। যোগিনীচক্রয়োঃ প্রকৃতমন্ত্রপ্রবেশার্থং নামনী আহ—এতা গুপ্ত-যোগিন্য ইতি, ভূপুরাপেক্ষয়া ষোড়শদলস্য অন্তঃস্থত্বেন, তত্রস্থা যোগিন্যঃ গুপ্তাঃ। "শিষ্টং সমানং" ইতি পূর্বসূত্রেণৈব প্রাপ্তমর্থং অনুবদতি সমুদ্রা ইত্যনেন। অনু-বাদফলং চ তদর্থকানাং পদান্তরাণাং মন্ত্রে প্রক্ষেপো মা ভবত্বিত্যেতদর্থম্। পূর্ববৎ পূর্বং যথোচ্চরিতং তথৈবেত্যর্থঃ। আত্মরক্ষা তন্মন্ত্রঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়াবরণপূজা

এবার দ্বিতীয় অবরণপূজা বলছেন—

ষোড়শপত্রে অর্থাৎ ষোড়শদলপদ্ম বা সর্ব্বাশাপরিপূরক নামক চক্রের[১] ষোড়শদলে কামাকর্ষিণীনিত্যাকলা, এইভাবে বুদ্ধ্যাকর্ষিণীনিত্যাকলা, অহংকার-কর্ষিণীনিত্যাকলা, শব্দাকর্ষিণীনিত্যাকলা, স্পর্শাকর্ষিণীনিত্যাকলা, রূপাকর্ষিণী-নিত্যাকলা, গন্ধাকর্ষিণীনিত্যাকলা, চিত্তাকর্ষিণীনিত্যাকলা, ধৈর্যাকর্ষিণীনিত্যা-

১। এই চক্রের ষোড়শদলের দেবতা কামাকর্ষিণীপ্রমুখ ষোড়শ শক্তি।

"ভাবনোপনিষদে কামাকর্ষিণ্যপ্রমুখ ষোড়শশক্তিকে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বাক্-আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনোবিকার বলা হয়েছে।"

"এই শক্তিরাই আলোচ্য চক্রের আবরণদেবতা গুপ্তযোগিনী।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৯৮-৯৯।

কলা স্মৃত্যাকর্ষিণীনিত্যাকলা, নামাকর্ষিণীনিত্যাকলা বীজাকর্ষিণী নিত্যাকলা, আত্মাকর্ষিণীনিত্যাকলা, অমৃতাকর্ষিণীনিত্যাকলা, শরীরকর্ষিণীনিত্যাকলা—এই সব গুপ্তযোগিনী সর্বশাপরিপূরকচক্রে, তারপর তার সঙ্গে সমুদ্রাঃ ইত্যাদি পূর্বোক্ত দ্বিতীয়সূত্রে যেমন আছে[১] তেমনি যোগ ক'রে এবং আত্মরক্ষামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে দ্রীং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা প্রদর্শন করবে ॥ ৪ ॥

নিত্যাকলান্তাঃ বলতে বুঝাছে কামাকর্ষিণীর পর যেমন নিত্যাকলা রয়েছে তেমনি বুদ্ধ্যাকর্ষিণী প্রভৃতি পঞ্চদশ পদের প্রত্যেকটির অন্তে নিত্যকলা এই বিশেষণটি যোগ করতে হবে। প্রথম মন্ত্রের দৃষ্টান্তে অন্য সর্বত্র পুংবদ্ভাব হবে না। নিত্যাকলা এই পদযুক্ত শক্তিনামের শেষে শ্রীপাদুকা ইত্যাদি অর্থাৎ শ্রীপাদুকাং নমঃ পূর্বের মতো যোগ করতে হবে। ষোড়শপত্রে পূজার ক্রম বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে—"ষোড়শারে মহাদেবীর পূজা বামাবর্তে করতে হবে।" সেখানেও একটা আরম্ভ আছে। বামাবর্তে পূজা কোন দল থেকে আরম্ভ ক'রে করতে হবে এই জিজ্ঞাসা থাকে। তার উত্তর সেতুবন্ধে পাওয়া যায়। যথা—দেবীর অগ্রস্থিত কোণ থেকে আরম্ভ করতে হবে। এতা গুপ্ত-যোগিন্যঃ ইত্যাদি বলে যোগিনী ও চক্রের নাম নির্দেশ করলেন সূত্রোক্ত মন্ত্রান্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে। ভূপুর অপেক্ষা ষোড়শদল অন্তঃস্থিত বলে সেখানকার যোগিনীরা গুপ্ত। সমুদ্রাঃ ইত্যাদি দ্বারা পূর্বসূত্র অর্থাৎ তৃতীয় সূত্রে উক্ত 'শিষ্টং সমানং' এই নির্দেশেরই পুনরুক্তি করলেন। এই পুনরুক্তির ফল এই হল যে সেই অর্থবোধক অন্যপদ মন্ত্রে প্রক্ষেপ করা হবে না। পূর্ববৎ মানে পূর্বে যেমন উচ্চারিত হয়েছে তেমনি। আত্মরক্ষা মানে আত্মরক্ষামন্ত্র। বাকী অংশ স্পষ্ট। ৪।

তৃতীয়াবরণপূজা

তৃতীয়াবরণপূজামাহ—

দিক্‌পত্রে কুসুমামেখলামদনামদনাতুরারেখাবেগিন্যঙ্কুশামালিনীরনঙ্গ-পূর্বাঃ সংসৃশ্যৈতা গুপ্ততরযোগিন্যঃ সর্বসংক্ষোভণচক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি

১। যথা—সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতা সন্তু।

এটি সমষ্টিপূজার মন্ত্র। সূত্রের প্রথমাংশে ব্যষ্টিপূজার মন্ত্র সূচিত হয়েছে। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামাকর্ষিণীনিত্যাকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বুদ্ধ্যাকর্ষিণীনিত্যাকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

পূর্ববদাত্মাসনমুচ্চার্য ত্রিপুরসুন্দরীমিষ্ট্বা ক্লীমিতি সর্বাকর্ষিণীমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫ ॥

অত্র দিক্ পদমষ্টসংখ্যালক্ষকং, দিক্ষু অষ্টসংখ্যায়াঃ সত্ত্বাৎ। তথা চ দিগ্-বৃত্তিসংখ্যানি পত্রাণি যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা তৃতীয়চক্রপরম্। দিক্ষ্বষ্টসংখ্যা চ অবান্তরদিশো গৃহীত্বা, "চতস্রো দিশশ্চতস্রোঽবান্তরদিশাঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অবান্তরদিক্ষপি "অধিকং তু প্রবিষ্টং ন তদ্ধানিঃ" ইতি ন্যায়েন দিক্ত্বমবাধিতম্। অনঙ্গ ইতি পূর্বং যাসাং কুসুমাদীনাং দেবতানাং নামাদৌ তা দেবতা অনঙ্গপূর্বাঃ। অত্রাঙ্গপদার্থো দেব্যঃ, ন কুসুমাদিবর্ণসমুদায়ঃ, সংখ্যেত্যস্যানন্বয়াপত্তেঃ। এতদ্দেবতাপূজাক্রমশ্চ যোগিনীতন্ত্রে—

অনঙ্গকুসুমাং পূর্বে দক্ষিণেঽনঙ্গমেখলাম্।
পশ্চিমেঽনঙ্গমদনামুত্তরে মদনাতুরাম্ ॥
অনঙ্গরেখামাগ্নেয়ে নৈর্ঋতেঽনঙ্গবেগিনীম্।
অনঙ্গাঙ্কুশাং বায়ব্যে ঈশানেঽনঙ্গমালিনীম্ ॥ ইতি

পূর্বচক্রদেবতাঽন্তরঙ্গত্বাৎ আসাং গুপ্ততরত্বম্। শেষং গতপ্রায়ম্ ॥ ৫ ॥

তৃতীয়াবরণপূজা

তৃতীয় আবরণপূজা বলছেন—

অষ্টদল পদ্মের অষ্টদলে অনঙ্গকুসুমা অনঙ্গমেখলা অনঙ্গমদনা অনঙ্গমদনাতুরা অনঙ্গরেখা অনঙ্গবেগিনী অনঙ্গকুসুমা ও অনঙ্গমালিনী, এঁদের পূজা ক'রে[১] সর্বসংক্ষোভণচক্রে[২] 'এতা গুপ্ততরযোগিন্যঃ' পদের সঙ্গে পূর্ববৎ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি যোগ ক'রে[৩] এবং আত্মরক্ষামন্ত্র ও আসনমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ত্রিপুরসুন্দরীর[৪] পূজা করতঃ ক্লীং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্বাকর্ষিণী মুদ্রা প্রদর্শন করবে ॥ ৫

দিক্‌পত্রে—এখানে দিক্‌পদ অষ্টসংখ্যা সূচক। কেননা, দিকের মধ্যে অষ্টসংখ্যা আছে অর্থাৎ দিক্ আটটী। দিগ্‌বৃত্তিসংখ্যক পত্র যাতে আছে এই

১। এখানে ব্যষ্টিপূজার কথা বলা হয়েছে। তার মন্ত্র যথা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গকুসুমাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গমেখলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

২। সর্বসংক্ষোভণ বা সর্বসংক্ষোভিণী বা সর্বসংক্ষোভক অষ্টদলপদ্ম এই চক্রের নাম।

৩। এরূপ যোগ ক'রে যে-মন্ত্র পাওয়া যাবে তা সমষ্টিপূজার মন্ত্র।

৪। ত্রিপুরসুন্দরী এই চক্রের চক্রেশ্বরী। তাঁর পূজামন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরসুন্দরীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

ব্যুৎপত্তি অনুসারে দিক্‌পত্র অর্থ তৃতীয়চক্র অর্থাৎ অষ্টদলপদ্ম। অবান্তরদিক্ অর্থাৎ দুইদিকের মধ্যস্থ দিক্, সহজ কথায়, কোণ ধ'রে দিক্‌সংখ্যা আট। শ্রুতিতে আছে 'চারদিক্ এবং চার অবান্তর দিক্'। "অধিকং তু প্রবিষ্টং ন তদ্ধানিঃ" এই ন্যায়ানুসারে অবান্তরদিকের দিকত্ব অবাধিত। অনঙ্গ এই পদ পূর্বে রয়েছে যাঁদের, অর্থাৎ যে-কুসুমাদি দেবতাদের নামের আদিতে, সেই দেবতারা অনঙ্গপূর্বা। এখানে অন্যপদার্থ দেবীরা, কুসুমাদিবর্ণসমুদায় নয়। কেননা, তা হলে সংমৃশ্য পদের সহিত তার অনন্বয় হয়। যোগিনীতন্ত্রে এই দেবতাদের পূজাক্রম বলা হয়েছে এইভাবে—পূর্বে অনঙ্গকুসুমাকে, দক্ষিণে অনঙ্গমেখলাকে, পশ্চিমে অনঙ্গমদনাকে, উত্তরে অনঙ্গমদনাতুরাকে, অগ্নিকোণে অনঙ্গরেখাকে, নৈঋ'তকোণে অনঙ্গবেগিনীকে, বায়ুকোণে অনঙ্গাঙ্কুশাকে এবং ঈশানকোণে অনঙ্গমালিনীকে পূজা করতে হবে।

পূর্বচক্রের দেবতাদের অন্তরঙ্গত্বহেতু এঁদের গুপ্ততরত্ব। অবশিষ্টাংশ পূর্বে'কার মতো। ৫।

চতুর্থাবরণপূজা

চতুর্থাবরণপূজামাহ—

ভুবনারে সংক্ষোভিণীদ্রাবিণ্যাকর্ষিণ্যাহ্লাদিনীসম্মোহিনীস্তম্ভিনীজৃম্ভিণীবশংকরীরঞ্জন্যুন্মাদিন্যর্থসাধিনী-সম্পত্তিপূরণী-মন্ত্রময়ী-দ্বন্দ্বক্ষয়ংকরীঃ সর্বাদীরবমৃশ্যৈতাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি মন্ত্রশেষঃ চক্রাসনমুচ্চার্য ত্রিপুরবাসিনীং চক্রেশ্বরীমিষ্ট্বা। ব্লূং ইতি সর্ববশঙ্করীমুদ্রামুদ্‌ঘাটয়েৎ ॥ ৬ ॥

ভুবনারে চতুর্দশারে। ভুবনানি চতুর্দশ। শেষং দিক্‌পত্রবৎ। সর্ব আদির্যন্নামাবয়বানামিত্যপি ব্যাখ্যাতপ্রায়ং অনঙ্গপূর্বং ইত্যনেন। ক্রমাকাঙ্ক্ষায়াং যোগিনীতন্ত্রে "বামাবর্তক্রমেণৈব পশ্চিমাদেব দক্ষিণং" ইতি পশ্চিমে প্রারম্ভঃ ততস্ততো দক্ষিণং গ্রাহ্যমিতি তদর্থঃ। পশ্চিমাদারভ্য অপ্রাদক্ষিণ্যেনেতি ফলিতোঽর্থঃ ॥ ৬ ॥

চতুর্থাবরণপূজা

চতুর্থাবরণপূজা বলছেন—

চতুর্দশারে সর্বসংক্ষোভিণী সর্ববিদ্রাবিণী সর্বাকর্ষিণী সর্বাহ্লাদিনী সর্বসম্মোহিনী সর্বস্তম্ভিনী সর্বজৃম্ভিণী সর্ববশংকরী সর্বরঞ্জনী সর্বোন্মাদিনী সর্বার্থ-

সাধিনী সর্বসম্পত্তিপূরণী সর্বমন্ত্রমন্ত্রী সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ংকরী, এঁদের পূজা[১] ক'রে সর্ব-সৌভাগ্যদায়কচক্রে "এতাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ" এর সঙ্গে সমুদ্রাঃ ইত্যাদি যোগ ক'রে মন্ত্রশেষ করতঃ চক্রাসন[২] মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ত্রিপুরবাসিনীর[৩] পূজা করতে হবে। তার পর ব্ল্‌ূং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্বশংকরীমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে ॥ ৬ ॥

ভুবনারে মানে চতুর্দশারে। ভুবন চতুর্দশ। অবশিষ্ট ব্যাখ্যা পূর্বসূত্রের দিক্‌পত্র পদের ব্যাখ্যার মতো। সংক্ষোভিণী ইত্যাদি সব নামের আগে সর্ব শব্দ যোগ করতে হবে 'সর্বাদীঃ' পদের দ্বারা তাই সূচিত হয়েছে। যাঁদের নামাবয়বের পূর্বে সর্বশব্দ যুক্ত হয়েছে 'সর্বাদীঃ' মানে তাঁদের। পূর্বসূত্রের অনঙ্গপূর্ব পদের ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারও প্রায় ব্যাখ্যাতই হয়েছে। এখানে পূজাক্রমের আকাঙ্ক্ষার উত্তর যোগিনীতন্ত্রের এই বচনে পাওয়া যায়—'বামাবর্তক্রমে পশ্চিম থেকে দক্ষিণ'। এইটীর অনুসরণে পশ্চিম থেকে আরম্ভ হবে। তারপর দক্ষিণে এইভাবে হবে। ফলিতার্থ হল পশ্চিম থেকে আরম্ভ ক'রে অপ্রদক্ষিণক্রমে পূজা হবে। ৬

পঞ্চমাবরণপূজা

পঞ্চমাবরণপূজামাহ—

বহির্দশারে সিদ্ধিপ্রদাসম্পৎপ্রদাপ্রিয়ংকরীমঙ্গলকারিণীকামপ্রদা-দুঃখবিমোচিনীমৃত্যুপ্রশমনীবিঘ্ননিবারিণ্যঙ্গসুন্দরীসৌভাগ্যদায়িনীঃ সর্ব-পূর্বাঃ সম্পূজ্যৈতাঃ কুলোত্তীর্ণযোগিন্যঃ সর্বার্থসাধকচক্রে মনু[৪]শেষমুক্ত্বা মন্ত্রাসনমুচ্চার্য ত্রিপুরাশ্রীচক্রেশ্বরীং প্রত্যবমৃশ্য স ইত্যুন্মাদিনীমুদ্রাং দদ্যাৎ ॥ ৭ ॥

নবচক্রেষু দশারদ্বয়মস্তি। তয়োর্মধ্যে যৎ বহির্দশারং তত্রেত্যর্থঃ। শেষং ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। অত্রাপি ক্রমাকাঙ্ক্ষায়াং পূর্বচক্রবদেব ক্রমঃ। বামকেশ্বরতন্ত্রে তথৈবেত্যনেন পূর্বচক্রক্রমাতিদেশাৎ ॥ ৭ ॥

১। এ ব্যষ্টিপূজা। তার মন্ত্র, যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিণী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বদ্রাবিণী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

২। এটি সমষ্টিপূজার মন্ত্র।

৩। ত্রিপুরবাসিনী সর্বসৌভাগ্যদায়ক নামক আলোচ্য চক্রের চক্রেশ্বরী। তাঁর পূজামন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৈঁ হ্‌ক্লীঁ হ্‌সৌঃ ত্রিপুরাবাসিনীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৪। চক্রে ইতি মনু ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পঞ্চমাবরণপূজা

পঞ্চম আবরণপূজা বলছেন—

বহির্দশারে সর্বসিদ্ধিপ্রদা সর্বসম্পৎপ্রদা সর্বপ্রিয়ংকরী সর্বমঙ্গলকারিণী সর্বকামপ্রদা সর্বদুঃখবিমোচিনী সর্বমৃত্যু-প্রশমনী সর্ববিঘ্ননিবারিণী সর্বাঙ্গ-সুন্দরী এবং সর্বসৌভাগ্যদায়িনী এঁদের পূজা[1] ক'রে, 'এতাঃ কুলোত্তীর্ণ-যোগিন্যঃ[2] সর্বার্থসাধকচক্রে[3] উচ্চারণ ক'রে তার সঙ্গে পূর্ব পূর্ব সূত্রে উক্ত মন্ত্রের শেষাংশ উচ্চারণ ক'রে এবং মন্ত্রাসনমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ চক্রেশ্বরী ত্রিপুরাশ্রীর পূজা[5] করতে হবে। তারপর সঃ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে উন্মাদিনীমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে ॥ ৭ ॥

নবচক্রের মধ্যে দুটি দশার আছে—বহির্দশার আর অন্তর্দশার। 'বহির্দশারে' পদের অর্থ দুই দশারের মধ্যে যেটি বহিঃ তাতে। সূত্রের শেষাংশ পূর্বসূত্রের ব্যাখ্যাতেই একরকম ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে ক্রমের আকাঙ্ক্ষার উত্তর তা পূর্বচক্রের মতোই হবে। কারণ, বামকেশ্বরতন্ত্রে 'তথৈব' বলে পূর্বচক্রের ক্রম নির্দেশ করা হয়েছে। ৭।

ষষ্ঠাবরণপূজা

ষষ্ঠাবরণপূজামাহ—

অন্তর্দশারে জ্ঞানশক্ত্যৈশ্বর্যপ্রদাজ্ঞানময়ীব্যাধিবিনাশিন্যাধারস্বরূপা-পাপহরাঽঽনন্দময়ীরক্ষাস্বরূপিণীপ্সিতফলপ্রদাঃ সর্বোপপদা যষ্টব্যা এতা নিগর্ভযোগিন্যঃ সর্বরক্ষাকরচক্রে শিষ্টং তদ্বৎ সাধ্যসিদ্ধাসনমুচ্চার্য ত্রিপুরমালিনী মান্যা ক্রোমিতি সর্বমহাঙ্কুশাং দর্শয়েৎ ॥ ৮ ॥

সর্বোপপদাঃ সর্বপূর্বাঃ। মান্যা পূজ্যা। ক্রমস্তু পূর্ববৎ, 'পূর্বোক্তেন বিধানেন' ইতি যোগিনীতন্ত্রাৎ। শেষং ব্যাখ্যাতকল্পম্ ॥ ৮ ॥

১। প্রথমে ব্যষ্টিপূজা। তার মন্ত্র এই প্রকার—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসম্পৎপ্রদাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

২। সর্বসিদ্ধিপ্রদাদি দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা কুলোত্তীর্ণযোগিনী বা কুল-কৌলযোগিনী বা কুলকৌলা।

৩। বহির্দশারচক্রেরই নাম সর্বার্থসাধকচক্র।

৪। এই প্রকার হবে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এতাঃ কুলোত্তীর্ণযোগিন্যঃ সর্বার্থসাধকচক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তু।

৫। পূজামন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৈ্সঁ হ্স্ক্লীঁ হ্স্সৌঃ ত্রিপুরাশ্রীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

ষষ্ঠাবরণপূজা

ষষ্ঠ আবরণপূজা বলছেন—

অন্তর্দশারে সর্বজ্ঞানপ্রদা সর্বশক্তিপ্রদা সর্বৈশ্বর্যপ্রদা সর্বজ্ঞানময়ী সর্বব্যাধিবিনাশিনী সর্বাধারস্বরূপা সর্বপাপহরা সর্বানন্দময়ী সর্বরক্ষাস্বরূপিণী সর্বেপ্সিতফলপ্রদা এঁদের পূজা করতে হবে। 'এতা নির্ভরযোগিন্যঃ সর্বরক্ষাকরচক্রে' উচ্চারণ ক'রে তার সঙ্গে পূর্ব পূর্ব সূত্রের মতো সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্রের শেষাংশ উচ্চারণ করতঃ সাধ্যসিদ্ধাসনমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ত্রিপুরমালিনীর পূজা[১] করতে হবে। তারপর ক্রোং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মহাঙ্কুশামুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে ॥ ৮ ॥

সর্বোপপদাঃ মানে সর্বপূর্বা অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদা ইত্যাদি সব নামের আদিতে সর্বশব্দ থাকবে। মান্যাঃ মানে পূজ্যা। যোগিনীতন্ত্রের "পূর্বোক্তেন বিধানেন" পূর্বোক্ত বিধানে, এই নির্দেশানুসারে ক্রম পূর্বের মতো হবে। সূত্রের অবশিষ্টাংশ পূর্ব পূর্ব সূত্রের ব্যাখ্যাতেই প্রায় ব্যাখ্যাত হয়ে গেছে। ৮।

সপ্তমাবরণপূজা

সপ্তমাবরণপূজামাহ—

অষ্টারে বশিন্যাদ্যষ্টকং নমঃস্থানে পূজামন্ত্রসন্নাম এতা রহস্যযোগিন্যঃ সর্বরোগহরচক্রে শিষ্টং স্পষ্টং মূর্তিবিদ্যামুচ্চার্য ত্রিপুরাসিদ্ধামারাধ্য শিবভৃগুঋদ্ধিযুক্‌ক্রেং ইতি খেচরী দেয়া ॥ ৯ ॥

যোগিনীন্যাসপ্রকরণে যে বশিন্যাদীনামষ্টৌ মন্ত্রা উদ্ধৃতাঃ তেষু নমঃপদস্থানে পূজামন্ত্রস্য শ্রীপাদুকেতি মন্ত্রস্য সন্নাম উহঃ কার্যঃ। চতুর্থীসহিতনমঃপদস্থানে পূজামন্ত্রঃ কার্য ইত্যর্থঃ, অন্যথা চতুর্থীশ্রবণাপত্তেঃ[২] ॥

ন চ—নমপদনিবৃত্তৌ তদ্‌যোগনিমিত্তচতুর্থ্যপি নিবর্ততে "নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকাপায়ঃ" ইতি ন্যায়াৎ বাচ্যম্। ন হি চতুর্থীসত্ত্বে নমঃপদং নিমিত্তম্, কিং তু তদুৎপত্তৌ। তথা চ নমঃপদং নিমিত্তীকৃত্যোৎপন্না যা চতুর্থী তস্যা নিবর্তকপর্যন্তং স্থিতৌ বাধকাভাবাৎ ॥

ন চ—চতুর্থ্যুৎপত্তেঃ প্রাগেব নমঃপদং নিবর্ততাম্, তথা সত্যুৎপাদকাভাবাৎ ন চতুর্থী ইতি—বাচ্যম্। ন্যাসমন্ত্রস্য পূজামন্ত্রপ্রকৃতিত্বে সিদ্ধে প্রকৃতিতোঽতি-

---

১। পূজার মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ ত্রিপুরমালিনী-চক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

২। চতুর্থীপূর্বং শ্রূয়মাণা যা তস্যাঃ বাধকাভাবেন তচ্ছ্রবণং স্যাৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

দেশেন চতুর্থীনমঃপদসহিতপ্রাপ্তৌ নমঃপদং যুক্তবিন্যাসেনোহেন বাধিতং, চতুর্থী কেন বাধ্যতাম্। শ্রৌতে প্রকৃতিতোঽগ্নিপদসহিতনির্বাপমন্ত্রস্য প্রাপ্তৌ সূর্যযাগে অর্থবাধাৎ অগ্নিপদমাত্রস্য সূর্যপদেন বাধঃ ন চতুর্থ্যাঃ। তথাঽত্রাপি। তস্মাৎ চতুর্থীসহিত-নমঃপদবাধকঃ পূজামন্ত্রঃ। শেষং গতপ্রায়ম্॥

মূর্তিবিদ্যা মূর্তিকল্পনমন্ত্রঃ আবাহনপ্রকরণে উক্তঃ। শিবো হকারঃ ভৃগুঃ সকারঃ ঋদ্ধিঃ খকারঃ। অত্র প্রমাণানি প্রাক্ দর্শিতানি। তৈর্যুক্তঃ ক্রেমিতি বর্ণঃ হ্স্খ্ক্রেং ইতি। ইমমুচ্চার্য খেচরীং দর্শয়েদিত্যর্থঃ॥ ৯॥

সপ্তমাবরণপূজা

সপ্তম আবরণপূজা বলছেন—

অষ্টারে অর্থাৎ অষ্টকোণচক্রে বশিন্যাদি অষ্টযোগিনীন্যাসের যে যে মন্ত্র[১] তার প্রত্যেকটির নমঃ স্থানে অর্থাৎ পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি এবং নমঃ এই অংশের স্থানে পূজামন্ত্র[২] ব্যবহৃত হবে। এবার 'এতা রহস্যযোগিন্যঃ সর্ব-রোগহরচক্রে'-এর পর অবশিষ্টাংশ স্পষ্ট অর্থাৎ এই অবশিষ্টাংশ পূর্বের মতো সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্রাংশ হবে। এবার মূর্তিকল্পনমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ত্রিপুরাসিদ্ধার[৩] আরাধনা করতঃ হ্ স্ খ্ ক্রেং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে খেচরীমুদ্রা প্রদর্শন করে॥ ৯॥

যোগিনীন্যাসপ্রকরণে বশিনী-আদির যে আটটি মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে তার প্রত্যেকটির নমঃ পদ স্থানে পূজামন্ত্রের অর্থাৎ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এই মন্ত্রের অধ্যাহার করতে হবে। চতুর্থীসহিত নমঃ পদের স্থলে পূজামন্ত্র যোগ করতে হবে। নৈলে চতুর্থীশ্রবণাপত্তি হবে।

* * * *

মূর্তিবিদ্যা মানে মূর্তিকল্পনমন্ত্র। এটি আবাহনপ্রকরণে বলা হয়েছে। শিবঃ

১। বশিন্যাসমন্ত্র—ঐং হ্রীং শ্রীং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ র্ব্লূং বশিনীবাগ্দেবতায়ৈ নমঃ। অন্যান্য মন্ত্র যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

২। মন্ত্র, যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ র্ব্লূং বশিনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং কং খং গং ঘং ঙং ক্ল্হ্রীং কামেশ্বরী-বাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং চং ছং জং ঝং ঞং ন্ব্লীং মোদিনীবাগ্-দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং টং ঠং ডং ঢং ণং য্লূং বিমলাবাগ্দেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং তং থং দং ধং নং জ্ম্রীং অরুণাবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং পং ফং বং ভং মং হ্স্ল্ব্যূং জয়িনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং-পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং যং রং লং বং ঝ্ম্র্যূং সর্বেশ্বরীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষ্ম্রীং কৌলিনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৩। ত্রিপুরাসিদ্ধা (ভাস্কররায়ের মতে ত্রিপুরসিদ্ধা) এই সর্বরোগহরচক্র নামক অষ্টকোণ-চক্রের চক্রেশ্বরী।

হকার, ভৃগুঃ সকার, ঋদ্ধিঃ খকার। এ সম্পর্কে প্রমাণ পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত ফ্রেং-বর্ণ। তাতে দাঁড়াল হ্ স্ খ্ ফ্রেং। এটি উচ্চারণ ক'রে খেচরীমুদ্রা প্রদর্শন করবে। ৯।

আয়ুধপূজা

আয়ুধপূজামাহ—

বাণবীজান্যুচ্চার্য সর্বজম্ভণেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ ধঁ থঁ সর্বসম্মোহনায় ধনুষে আঁ হ্রীঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় ক্রোঁ সর্বস্তম্ভনায়াঙ্কুশায় নমঃ ইতি মহাত্র্যশ্রবাহ্যচতুর্দিক্ষু বাণাদ্যায়ুধপূজা ॥ ১০ ॥

বাণবীজানি সংক্ষোভিণ্যাদিপঞ্চমুদ্রাবীজানি [1]কামেশ্বরবাণানাং বীজানি। তদুক্তং মালিনীতন্ত্রে—

থান্তদ্বয়ং সমালিখ্য বহ্নিসংস্থং ক্রমেণ তু।
মুখবৃত্তেন নেত্রেণ বিন্দুনা পরিভূষিতম্ ॥
বাণদ্বয়মিদং প্রোক্তং মাদনং ভূমিসংস্থিতম্।
চতুর্থস্বরবিন্দ্বাঢ্যং নাদরূপং বরাননে ॥
ফান্তং চক্রেণ[2] সংযুক্তং বামকর্ণবিভূষিতম্ ॥
বিন্দুনাদসমাযুক্তং সর্গবান্ চন্দ্রমাঃ প্রিয়ে ॥
পঞ্চ বাণানিমান্ বিদ্ধি মামকান্ প্রাণবল্লভে ॥ ইতি

অস্যার্থঃ—থান্তঃ মাতৃকাক্রমে থকারাগ্রিমো দকারঃ তস্য দ্বয়ং লিখিত্বা তয়োর্মধ্যে প্রথমদকারং বহ্নিনা রেফেন সংস্থং যুক্তং, মুখবৃত্তমাকারঃ, মাতৃকান্যাসে তস্য তৎস্থানত্বাৎ। বিন্দুশ্চ তাভ্যাং সহিতঃ। দ্রামিতি সম্পন্নম্। দ্বিতীয়দকারেঽপি বহ্নিসংস্থত্বং তল্লগ্নং তদনন্তরং নেত্রেণ বামনেত্রেণ ঈকারেণ, মাতৃকান্যাসে তৎস্থানত্বাৎ, বিন্দুনা চ সমন্বিতং দ্রীমিতি সম্পন্নম্। এবং সম্পন্নবীজদ্বয়ং বাণদ্বয়ং ভবতি। আদ্যবাণদ্বয়বীজং ভবতি। এবং মাদনং ককারঃ ভূমিঃ লকারঃ তস্মিন্ সংস্থিতং—অধো লকারঃ উপরি ককারঃ ইতি ভাবঃ চতুর্থস্বর ঈকারঃ বিন্দুঃ প্রসিদ্ধঃ তাভ্যাং আঢ্যং যুক্তম্, ক্লীমিতি সম্পন্নম্। ফান্তং বকারঃ, ব্যুৎপত্তিঃ থান্তবৎ, চক্রেণ লকারেণ যুক্তং বামকর্ণ উকারঃ তেন

১। তদুক্তং কুলসারে—

সংক্ষোভিণ্যাদিমুদ্রাণাং যানি বীজানি পঞ্চ বৈ।
তানি সর্বাণি দেবেশি শরাদৌ সংপ্রকীর্তয়েৎ ॥ ইতি ॥

ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

২। শক্রেণ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ৰিন্দুনা চ যুক্তং, ৰ্লূমিতি সম্পন্নম্। সর্গো বিসর্গঃ তদ্বান্ চন্দ্রমাঃ সকারঃ স ইতি। এবং চ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ৰ্লূঁ সঃ ইতি পঞ্চ মামকান্ ৰাণান্ বিদ্ধীত্যর্থঃ। কামেশ্বরীবাণবীজানি যোগিনীতন্ত্রে—

ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জার্ণান্তাঃ সুরেশ্বরি।
দ্বিতীয়স্বরসংযুক্তা এতে বাণাস্তদীয়কাঃ॥ ইতি॥

অস্যার্থঃ—ত্বক্ যকারঃ "ত্বগ্‌বালী ব্যাপকো বায়ুঃ" ইতি কোশাৎ। অসৃগ্রেফঃ "রো রক্তঃ ক্রোধিনী রেফঃ" ইতি কোশাৎ। মাংসং লকারঃ "পিনাকী মাংসসংজ্ঞিকঃ" ইতি কোশাৎ। মেদো বকারঃ "বো মেদো বরুণঃ সূক্ষ্মঃ" ইতি কোশাৎ। অস্থিমজ্জান্তে চরমদেশে স্থিতং শুক্রং তদ্বর্ণঃ সকারঃ "দশপাদো ভৃগুঃ শুক্রং"ইতি কোশাৎ। যদ্বা—অস্থিমজ্জার্ণৌ শষৌ, "শঙ্কুকর্ণাস্থিসংজ্ঞশ্চ শকারো বিভিরীরিতঃ" ইতি, তথা "বৃষঃ শ্বেতেশ্বরঃ পীতো মজ্জা" ইতি ষকারাধিকারে চ কোশাৎ। তয়োরন্তে বর্তমানঃ স ইত্যর্থঃ। উক্তাঃ বর্ণাঃ দ্বিতীয়স্বরসংযুক্তাঃ, আকারেণ যুক্তাঃ, ৰীজরূপত্বাৎ ৰিন্দুযোগোঽপি। ইত্থং চ যাঁ রাঁ লাঁ বাঁ সাঁ ইতি দেব্যা ৰাণৰীজানি। উক্তবর্ণেষু ৰিন্দুযোগস্তন্ত্রান্তরে—"সর্বেঽন্তস্থাস্তৃতীয়োষ্মাৰিন্দ্বনন্তসমন্বিতাঃ। যরলবা অন্তস্থাঃ, তৃতীয়োষ্মা সকারঃ, অনন্ত আকারঃ। অত্র ৰাণৰীজপদেন সর্বেষাং গ্রহণম্, সেতুবন্ধে যাঁ রাঁ লাঁ বাঁ সাঁ সর্বজৃম্ভণেভ্যঃ কামেশ্বরীবাণেভ্যো নমঃ, দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ৰ্লূঁ সঃ সর্বজৃম্ভণেভ্যঃ কামেশ্বরবাণেভ্যো নমঃ ইতি মন্ত্রদ্বয়ং লিখিত্বা অগ্রে "ইদং চ কল্পসূত্রানুগুণ্যেনোক্তং" ইতি লিখিত্বা, "বস্তুতস্তু স্বতন্ত্রানুসারেণ আদৌ দ্বিতারী ততো দশৰাণৰীজান্যুচ্চার্য সর্বজৃম্ভণবাণশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি" ইতি লেখাৎ॥

নিবন্ধে তু কামেশ্বরৰাণবীজমাত্রং লিখিত্বা সর্বজৃম্ভণেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ ইতি মন্ত্রস্বরূপং লিখিতম্। তত্র ৰাণৰীজত্বস্যোভয়সাধারণত্বেন ৰাণৰীজান্যুচ্চার্যেত্যনেন শিবৰাণানামেবোচ্চারণং ন দেব্যা ইতি ভগবতো রামস্যাভিপ্রায়নিষ্কাসনে প্রমাণগন্ধস্যাপ্যভাবাৎ, প্রত্যুত স্থূলমানেন বিচার্যমাণে ললিতোপাস্তেঃ উপক্রান্তত্বাৎ তদীয়ৰাণপূজনমেব যুক্তম্। তানপহায় কেবলশিবৰাণানেব লিলেখ। তদীয়ং সাহসং মহত্তরম্।

ন চ তথা সতি উত্তরমন্ত্রেষু ধনুষে পাশায়াঙ্কুশায়েত্যেকবচনমনুপপন্নং ইতি বাচ্যম্; পাশাধিকরণন্যায়েনোপপত্তিসম্ভবাৎ। যদ্বা—ৰীজদশকমুচ্চার্য সর্বজৃম্ভণেভ্যো ৰাণেভ্যো নমঃ ইতি দ্বয়োঃ তন্ত্রেণৈব পূজনম্। দেবতাত্বং চাগ্নাষোমবদ্ব্যাসক্তম্। ইত্থমেব পাশাদিষু। এবং চ "আশাসানা মেঘপতয়ে মেঘম্"

ইতিবৎ ধনুর্দ্বয়নিষ্ঠদেবতাত্বস্য ব্যাসক্তত্বাৎ দেবতাত্বাবচ্ছিন্নস্যৈকত্বাৎ, তদভিপ্রায়েণৈকবচনোপপত্তিঃ। বাণপদোত্তরং বহুবচনং চ দেবতাত্বাধিষ্ঠানান্বয়ীতি "মেষপতিভ্যাং মেষং" ইতিবৎ ন কাঽপ্যনুপপত্তিঃ ॥

ন চ—নিবন্ধকারঃ শিববাণবীজান্যুল্লিখন্ বভ্রামেত্যাস্তাম্। পরং তু ললিতাপ্রকরণস্থত্বাৎ শক্তিবাণবীজানামেবাত্র গ্রহণম্, বাণবীজান্যুচ্চার্য ইতি কল্পসূত্রেণাবিশেষেণ শ্রুতস্যাপি প্রকরণেন সঙ্কোচস্য "আগ্নেয্যাঽগ্নীধ্রমুপতিষ্ঠতে" ইত্যাদৌ দৃষ্টত্বাৎ – ইতি বাচ্যম্ ;

কামবাণান্ মহেশানি ধনুস্তৎপাশমেব চ।
চক্রমধ্যে চতুঃকোণে ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ ॥

ইতি বামকেশ্বরতন্ত্রবচনেন তেষাং শিবায়ুধানামপি ললিতাপ্রকরণে পূজনং বিহিতম্, প্রকৃতে কল্পসূত্রে বাণবীজান্যুচ্চার্যেতি অবিশেষেণ শ্রুতস্য প্রকরণেন সঙ্কোচে কর্তব্যে ততোঽপি বলবতা বাক্যান্তরেণ শ্রূয়মাণার্থস্যৈব ব্যবস্থাপনাৎ। "আগ্নেয্যাঽগ্নীধ্রমুপতিষ্ঠতে" ইত্যত্র প্রকরণবাধকং বচনান্তরং নাস্তীতি বৈষম্যম্ ॥

ন চ তন্ত্রান্তরাশ্রয়ণং ন ক্রিয়তে ইতি প্রতিজ্ঞাহানিঃ, সূত্রার্থনির্ণয়ায় বচনান্তরানুসরণে প্রতিজ্ঞায়ামনুপপত্ত্যভাবাৎ ॥

কিং চ, বহুষু পুস্তকেষু কল্পসূত্রপাঠঃ "ধঁ থঁ সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ, আঁ হ্রীঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ" ইতি, অয়মপি বাণদ্বয়গ্রহণে লিঙ্গম্। অন্যথা ধনুর্বাণয়োরুভয়সম্বন্ধিনোঃ গ্রহণসূচকং বীজদ্বয়ং কিমিতি পঠেৎ। দৃশ্যতে চ বহুষু পুস্তকেষ্বয়মেব পাঠঃ। তস্মাদুভয়পূজনমাবশ্যকম্। যদি চ কেষুচিৎ পুস্তকেষু বীজদ্বয়পাঠস্যাদর্শনাৎ নিশ্শঙ্কং পরমতসিদ্ধিরিতি বিভাব্যতে, তদাঽপি সর্বপুস্তকেষ্ববিবাদেন ধঁ ইতি ধনুর্মন্ত্রে শিবধনুর্বীজমস্তি, "তুরীয়মরুণাবর্গাৎ দ্বিতীয়মপি পার্বতি। পুংস্ত্রীকোদণ্ডযুগলম্" ইতি বামকেশ্বরতন্ত্রাৎ। অস্যার্থঃ—অরুণাবর্গস্তবর্গঃ, তত্র তুরীয়ো ধকারঃ দ্বিতীয়ঃ থকারঃ ক্রমেণ পুংস্ত্রীধনুষী ইত্যর্থঃ। অনেন ধঁ ইতি শিবধনুর্বীজং সিদ্ধম্। এবং পাশে হ্রীঁ ইত্যবিবাদেন সর্বপুস্তকেষ্বস্তি। তচ্চ শক্তিপাশবীজং, "মায়া স্ত্রীপাশ উচ্যতে" ইতি যোগিনীতন্ত্রবচনাৎ। এবং ক্বচিৎ পুমায়ুধবীজকথনং, ক্বচিৎ স্ত্র্যায়ুধবীজকথনং, প্রগ্রথনরূপং আয়ুধদ্বয়গ্রহণে সর্বপুস্তকসাধারণং লিঙ্গম্। তন্ত্রান্তরবচনং চ স্পষ্টরূপং লিখিতং প্রাক্। একবচনগতিঃ দর্শিতা। অতো বিরোধাভাবাদায়ুধদ্বয়মত্র পূজ্যমিতি মমাসংশয়ং প্রতিভাতি। ধর্মস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ সাধবঃ সুধিয়ঃ পরিশীলয়ন্তু ইতোঽপ্যধিকম্। ইত্থং চ যস্মিন্ পুস্তকে

ধনুর্মন্ত্রে কেবলধমিত্যস্তি তং থং ইত্যস্যাপ্যুপলক্ষকং, তৃতীয়মন্ত্রে হ্রীমিতি আমিত্যস্যাপ্যুপলক্ষকং, তস্য শিবপাশরূপত্বাৎ, "আদ্যন্তগো মহাপাশঃ পৌরুষেয়ঃ প্রকীর্তিতঃ" ইতি বামকেশ্বরতন্ত্রাৎ। এতদর্থোঽপি প্রাক্ নীলপতাকামন্ত্রোদ্ধারে বর্ণিতঃ। অঙ্কুশবীজং তু উভয়োরেকং "কামোঽগ্নি-র্ব্যাপকোঽঙ্কুশঃ' ইত্যবিশেষেণ যোগিনীতন্ত্রপাঠাৎ। তস্য তন্ত্রেণ সকৃদেব পাঠঃ। ইত্থং চ মন্ত্রস্বরূপং যাঁ রাঁ লাঁ বাঁ সঁা দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজৃম্ভণেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ বাণশ্রীপাদুকাং[1] পূজয়ামি। থঁ ধঁ সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ ধনুঃশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীঁ আঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ পাশশ্রীঁ-পাদুকাং পূজয়ামি। ক্রোঁ সর্বস্তম্ভনায়াঙ্কুশায় নমঃ অঙ্কুশশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি। শক্তিবীজানাং প্রাথম্যে তৎপ্রাধান্যং গমকম্॥

কেচিত্তু তন্ত্রানুযায়িনঃ দশবীজান্যুচ্চার্য কামেশ্বরকামেশ্বরীবাণেভ্যো নমঃ ইতি পঠন্তি। তদতীবাশুদ্ধম্। কামেশ্বরী চ কামেশ্বরশ্চেতি দ্বন্দ্বাপবাদকত্বাৎ "পুমান্ স্ত্রিয়া" ইত্যেকশেষঃ স্যাৎ ন দ্বন্দ্বঃ॥

মহাত্র্যশ্রং আদ্যত্রিকোণং তস্য বাহ্যতঃ অষ্টাশ্রত্র্যশ্রমধ্যে দিক্ষু পশ্চিমাদি-প্রাদক্ষিণ্যেন। তদুক্তং বামকেশ্বরতন্ত্রে—

পশ্চিমোত্তরপূর্বাশা দক্ষিণাশা ক্রমেণ তু॥ ইতি॥

অত্র নিবন্ধে আয়ুধমন্ত্রেষু শ্রীপাদুকামিতি শেষযোজনাভাবে মূলং স এব দ্রষ্টব্যঃ॥

ন চ—অষ্টাক্ষরীপ্রাপকং সর্বত্র দেবতানামসু শ্রীপূর্বকং পাদুকামিত্যাদি-বাক্যং তত্র দেবতানামস্বিত্যনেন যত্র নাম দেবতায়া গৃহ্যতে তত্রৈবাষ্টাক্ষরী নান্যত্র। প্রকৃতে বিধায়কবাক্যে বাণাদিরূপনামগ্রহণাভাবাৎ ন তথা—ইতি বাচ্যম্। দেবতানামস্বিত্যস্য দেবতানামঘটিতমন্ত্রেষ্বিতি নিবন্ধকারেণাপ্যবশ্যং বাচ্যম্। অন্যথা ওঘত্রয়ে তদ্যোগঃ তত্ত্বতো বিরুধ্যতে। তত্র বিধিবাক্যে দেবতানামগ্রহণং নাস্তি, কিং ত্বোঘত্রয়মেবাস্তি। তস্মান্ন কিঞ্চিদেতৎ॥ ১০॥

আয়ুধপূজা

আয়ুধপূজা বলছেন—

বাণবীজ উচ্চারণ করে 'সর্বজৃম্ভণেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ' 'ধং থং সর্ব-মোহনায় ধনুষে নমঃ', 'আং হ্রীং সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ' এবং 'ক্রোং

১। বাণশক্তিশ্রীপাদুকাং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

সর্বস্তম্ভনায়াঙ্কুশায় নমঃ' এই সব মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মহাত্র্যশ্রের বাহ্য-চতুর্দিকে বাণাদি আয়ুধের পূজা[১] করতে হবে ॥ ১০ ॥

* * * *

মহাত্র্যশ্রং মানে আদিত্রিকোণ। তার বাহ্যতঃ অর্থাৎ অষ্টাশ্র ও ত্র্যশ্রের মধ্যবর্তী দিকে পশ্চিম থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে। বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে—পশ্চিম উত্তর পূর্ব দক্ষিণ দিক্ এই ক্রমানুসারে।

* * * * ।১০।

অষ্টমাবরণপূজা

অষ্টমাবরণপূজামাহ—

ত্রিকোণে বাক্কামশক্তিসমস্তপূর্বাঃ কামেশ্বরীবজ্রেশ্বরীভগমালিনী-মহাদেব্যঃ বিন্দৌ চতুর্থী ॥ ১১ ॥

যা পরশিবরূপদীপস্য প্রকাশরূপা পরা শক্তিঃ সা সৃষ্ট্যুন্মুখা ত্রিধা জাতা বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী চেতি। ক্রমাৎ রজস্সত্ত্বতমঃপ্রধানাঃ তাঃ। তাসাং সমষ্টিবাচকং পদং তন্ত্রশাস্ত্রে অম্বিকেতি। ইমা এব ক্রমাৎ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়া-শক্তয়ঃ ইত্যুচ্যন্তে। অমূষাং ত্রিপুরসুন্দরীব্যষ্টিরূপত্বং জ্ঞাপয়িতুমেব যোগিনীষু অতিরহস্যেতি বিশেষণং অগ্রে দত্তবান্। অত্র বাগ্ভবপদেন প্রথমকূটং গ্রাহ্যম্, কামপদেন দ্বিতীয়কূটং, শক্তিপদেন তৃতীয়কূটং, ন তু বালাবর্ণাঃ, বামকেশ্বর-তন্ত্রে কূটানামেব পরিগৃহীতত্বাৎ। যদ্যপি তন্ত্রান্তরে "বাগ্ভবং চাদ্যকূটং চ" ইতি সমুচ্চয়োঽপি দ্বয়োর্দৃশ্যতে, তথাঽপি অত্র বাগাদীনামেবোক্তত্বাৎ যোগিনীতন্ত্রানুসারেণ কূটমাত্রগ্রহণম্। সমস্তং কূটত্রয়ম্। ইমানি পূর্বং যাসাং নাম্নাং তাঃ চতস্রঃ ত্রিকোণে ত্রিকোণকোণত্রয়ে বিন্দৌ চ পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥

নিবন্ধকারঃ চতুর্থদেবতায়া মন্ত্রে সমষ্টিমূলানন্তরং ললিতাশ্রী[২] ইতি লিলেখ। তত্তুচ্ছম্। কামেশ্বরীবজ্রেশ্বরীভগমালিনীমহাদেব্যঃ ইতি সূত্রে ক্রমেণ চতসৃণাং দেবতানাং নামসু সৎসু শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পরিত্যজ্য স্বকপোলকল্পিতং ললিতেতি

১। পূজামন্ত্র—যাঁ রাঁ লাঁ বাঁ সাঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজৃম্ভণেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ বাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। থং ধং সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ ধনুঃশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীঁ আঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ পাশশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। ক্রোঁ সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় নমঃ অঙ্কুশশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।—দ্রঃ আলোচ্য সূত্রের রামেশ্বরকৃত বৃত্তি।

অবশ্য, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। বোঝা যায় এ সব ব্যাপারে মতভেদের কারণ সম্প্রদায়ভেদ।

২। ললিতাঽম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।—দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ, যৌবনোল্লাসঃ তৃতীয়ঃ—শ্রীক্রমঃ, অষ্টমাবরণম্।

নাম মন্ত্রে প্রবেশয়ামাস। অত্র শাস্ত্রং ন প্রমাণম্। অচিন্ত্যশক্তিমন্ত্রেম্বপি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তিশীলো যঃ তদ্‌বচনং মহান্তোঽপি বিশ্বসন্তি। অত্র মূলং শ্রীভগবন্মায়াসমুৎপন্নালস্যমেব নান্যৎ। ন চ—মহাদেবীপর্যায় এব ললিতাশব্দঃ, তৎপ্রয়োগে কিং বাধকং—ইতি বাচ্যম্। "অগ্নিমীলে" ইতি মন্ত্রে বহ্নিমীল্ ইত্যপি প্রয়োগেনাপূর্বং স্যাৎ। ইত্যলমসদাবেশেন ॥

ক্রমস্তু বামকেশ্বরতন্ত্রে—

কামেশ্বরীমগ্রকোণে বজ্রেশীং দক্ষিণে ততঃ।
ভগমালিনীং তথা বামে মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরীম্ ॥ ইতি ॥ ১১ ॥

অষ্টমাবরণপূজা

অষ্টম আবরণপূজা বলছেন—

কামেশ্বরী বজ্রেশ্বরী ভগমালিনী[১] এবং মহাদেবী যথাক্রমে এঁদের নামের পূর্বে বাগ্‌ভবকূট কামরাজকূট শক্তিকূট এবং সমগ্র ত্রিকূটমন্ত্র যোগ করে যথাবিহিত মন্ত্রে[২] ত্রিকোণের তিন কোণে ও বিন্দুতে এঁদের পূজা করতে হবে ॥ ১১ ॥

পরশিবরূপ দীপের যিনি প্রকাশরূপা অর্থাৎ আলোকরূপিণী পরা শক্তি, তিনি সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখ হয়ে বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী এই তিনরূপে প্রকাশিত হলেন। এরা যথাক্রমে রজোগুণ-সত্ত্বগুণ-ও তমোগুণ-প্রধানা। তন্ত্রশাস্ত্রে এদের সমষ্টিবাচক পদ অম্বিকা। এঁদেরই যথাক্রমে ইচ্ছা-জ্ঞান-ও ক্রিয়া-শক্তি বলা হয়। এঁদের ত্রিপুরসুন্দরীব্যষ্টিরূপত্ব জ্ঞাপন করার জন্য পরে অতিরহস্য এই বিশেষণযুক্ত যোগিনী অর্থাৎ অতিরহস্য যোগিনী বলা হয়েছে। এখানে বাগ্‌ভবপদের (সূত্রে আছে বাক্ এই পদ) দ্বারা পঞ্চদশী শ্রীবিদ্যার প্রথমকূট, কামপদের দ্বারা দ্বিতীয়কূট এবং শক্তিপদের দ্বারা তৃতীয় কূট সূচিত হয়েছে, বালার বর্ণসমূহ অর্থাৎ মন্ত্র নয়। কেননা, বামকেশ্বরতন্ত্রে এস্থলে কূটই গ্রহণ

১। কামেশ্বরী বজ্রেশ্বরী ভগমালিনী এই তিন জন এই চক্রের অর্থাৎ ত্রিকোণচক্রের আবরণদেবতা। এঁদের বলা হয় অতিরহস্যযোগিনী। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৯৫

২। মন্ত্র, যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ কামেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ বজ্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ভগমালিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ মহাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

এ বিষয়েও মতভেদ আছে।

সর্বস্তম্ভনায়াঙ্কুশায় নমঃ' এই সব মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মহাত্র্যশ্রের বাহ্য-চতুর্দিকে বাণাদি আয়ুধের পূজা[১] করতে হবে ॥ ১০ ॥

* * * *

মহাত্র্যশ্রং মানে আদিত্রিকোণ। তার বাহ্যতঃ অর্থাৎ অষ্টাশ্র ও ত্র্যশ্রের মধ্যবর্তী দিকে পশ্চিম থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে। বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে—পশ্চিম উত্তর পূর্ব দক্ষিণ দিক্ এই ক্রমানুসারে।

* * * * । ১০ ।

অষ্টমাবরণপূজা

অষ্টমাবরণপূজামাহ—

ত্রিকোণে বাক্কামশক্তিসমস্তপূর্বাঃ কামেশ্বরীবজ্রেশ্বরীভগমালিনী-মহাদেব্যঃ বিন্দৌ চতুর্থী ॥ ১১ ॥

যা পরশিবরূপদীপস্য প্রকাশরূপা পরা শক্তিঃ সা সৃষ্ট্যুন্মুখা ত্রিধা জাতা বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী চেতি। ক্রমাৎ রজস্সত্ত্বতমঃপ্রধানাঃ তাঃ। তাসাং সমষ্টিবাচকং পদং তন্ত্রশাস্ত্রে অম্বিকেতি। ইমা এব ক্রমাৎ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়া-শক্তয়ঃ ইত্যুচ্যন্তে। অমূষাং ত্রিপুরসুন্দরীব্যষ্টিরূপত্বং জ্ঞাপয়িতুমেব যোগিনীষু অতিরহস্যেতি বিশেষণং অগ্রে দত্তবান্। অত্র বাগ্ভবপদেন প্রথমকূটং গ্রাহ্যম্, কামপদেন দ্বিতীয়কূটং, শক্তিপদেন তৃতীয়কূটং, ন তু বালাবর্ণাঃ, বামকেশ্বর-তন্ত্রে কূটানামেব পরিগৃহীতত্বাৎ। যদ্যপি তন্ত্রান্তরে "বাগ্ভবং চাদ্যকূটং চ" ইতি সমুচ্চয়োঽপি দ্বয়োর্দৃশ্যতে, তথাঽপি অত্র বাগাদীনামেবোক্তত্বাৎ যোগিনীতন্ত্রানুসারেণ কূটমাত্রগ্রহণম্। সমস্তং কূটত্রয়ম্। ইমানি পূর্বং যাসাং নাম্নাং তাঃ চতস্রঃ ত্রিকোণে ত্রিকোণকোণত্রয়ে বিন্দৌ চ পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥

নিবন্ধকারঃ চতুর্থদেবতায়া মন্ত্রে সমষ্টিমূলানন্তরং ললিতাশ্রী[২] ইতি লিলেখ। তত্তুচ্ছম্। কামেশ্বরীবজ্রেশ্বরীভগমালিনীমহাদেব্যঃ ইতি সূত্রে ক্রমেণ চতসৃণাং দেবতানাং নামসু সৎসু শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পরিত্যজ্য স্বকপোলকল্পিতং ললিতেতি

১। পূজামন্ত্র—যাঁ রাঁ লাঁ বাঁ সাঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজৃম্ভণেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ বাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। থং ধং সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ ধনুঃশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীঁ আঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ পাশশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। ক্রোঁ সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় নমঃ অঙ্কুশশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।—দ্রঃ আলোচ্য সূত্রের রামেশ্বরকৃত বৃত্তি।

অবশ্য, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। বোঝা যায় এ সব ব্যাপারে মতভেদের কারণ সম্প্রদায়ভেদ।

২। ললিতাঽম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।—দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ, যৌবনোল্লাসঃ তৃতীয়ঃ—শ্রীক্রমঃ, অষ্টমাবরণম্।

নাম মন্ত্রে প্রবেশয়ামাস। অত্র শাস্ত্রং ন প্রমাণম্। অচিন্ত্যশক্তিমন্ত্রেষ্বপি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তিশীলো যঃ তদ্‌বচনং মহান্তোঽপি বিশ্বসন্তি। অত্র মূলং শ্রীভগবন্মায়াসমুৎপন্নালস্যমেব নান্যৎ। ন চ—মহাদেবীপর্যায় এব ললিতাশব্দঃ, তৎপ্রয়োগে কিং বাধকং—ইতি বাচ্যম্। "অগ্নিমীলে" ইতি মন্ত্রে বহ্নিমীল্ ইত্যপি প্রয়োগেনাপূর্বং স্যাৎ। ইত্যালমসদাবেশেন ॥

ক্রমস্তু বামকেশ্বরতন্ত্রে—

কামেশ্বরীমগ্রকোণে বজ্রেশীং দক্ষিণে ততঃ।
ভগমালিনীং তথা বামে মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরীম্ ॥ ইতি ॥ ১১ ॥

অষ্টমাবরণপূজা

অষ্টম আবরণপূজা বলছেন—

কামেশ্বরী বজ্রেশ্বরী ভগমালিনী[১] এবং মহাদেবী যথাক্রমে এঁদের নামের পূর্বে বাগ্‌ভবকূট কামরাজকূট শক্তিকূট এবং সমগ্র ত্রিকূটমন্ত্র যোগ করে যথাবিহিত মন্ত্রে[২] ত্রিকোণের তিন কোণে ও বিন্দুতে এঁদের পূজা করতে হবে ॥ ১১ ॥

পরশিবরূপ দীপের যিনি প্রকাশরূপা অর্থাৎ আলোকরূপিণী পরা শক্তি, তিনি সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখ হয়ে বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী এই তিনরূপে প্রকাশিত হলেন। এরা যথাক্রমে রজোগুণ-সত্ত্বগুণ-ও তমোগুণ-প্রধানা। তন্ত্রশাস্ত্রে এঁদের সমষ্টিবাচক পদ অম্বিকা। এঁদেরই যথাক্রমে ইচ্ছা-জ্ঞান-ও ক্রিয়া-শক্তি বলা হয়। এঁদের ত্রিপুরসুন্দরীব্যষ্টিরূপত্ব জ্ঞাপন করার জন্য পরে অতিরহস্য এই বিশেষণযুক্ত যোগিনী অর্থাৎ অতিরহস্য যোগিনী বলা হয়েছে। এখানে বাগ্‌ভবপদের (সূত্রে আছে বাক্ এই পদ) দ্বারা পঞ্চদশী শ্রীবিদ্যার প্রথমকূট, কামপদের দ্বারা দ্বিতীয়কূট এবং শক্তিপদের দ্বারা তৃতীয় কূট সূচিত হয়েছে, বালার বর্ণসমূহ অর্থাৎ মন্ত্র নয়। কেননা, বামকেশ্বরতন্ত্রে এস্থলে কূটই গ্রহণ

১। কামেশ্বরী বজ্রেশ্বরী ভগমালিনী এই তিন জন এই চক্রের অর্থাৎ ত্রিকোণচক্রের আবরণদেবতা। এঁদের বলা হয় অতিরহস্যযোগিনী। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৯৫

২। মন্ত্র, যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ কামেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ বজ্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ভগমালিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ মহাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

এ বিষয়েও মতভেদ আছে।

করা হয়েছে। ......সমস্তং অর্থ কূটত্রয়। এ সব যাদের নামের পূর্বে থাকবে সেই চার জনের ত্রিকোণের তিন কোণে এবং বিন্দুতে পূজা করতে হবে।

* * * *

বামকেশ্বরতন্ত্রে এইভাবে ক্রমনির্দেশ করা হয়েছে—অগ্রকোণে কামেশ্বরী, বজ্রেশী (বজ্রেশ্বরী) দক্ষিণকোণে, ভগমালিনী বামকোণে আর মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরী। ১১।

কামেশ্বর্যাদীনাং মূলদেব্যভিন্নত্বম্

ননু পঞ্চদশনিত্যানাং মন্ত্রেণ মূলবিদ্যয়া চাভ্যর্চা ইতি বিহিতং, প্রকৃতেঽপি তুরীয়দেবতায়া মূলেন পূজনমুক্তং, বিন্দুচক্রেঽপি বক্ষ্যতি মূলেন .পূজনং, এবং চরমচক্রেশ্বর্যা অপি। এবং চ একমন্ত্রকরণকত্বাৎ একদেবতাকং যাগত্রয়ং অভ্যাসরূপং বা ভিন্নদেবতাকং বা ইতি শঙ্কায়াং দেবতৈক্যং প্রতিপাদয়তি—

তিসৃণামাসামনন্তরমভেদায় মূলদেব্যাঃ পূজা। কামেশ্বর্যাদিচতুর্থী নিত্যানাং ষোড়শী চক্রদেবীনাং নবমী বিন্দুচক্রস্থা চেত্যেকৈব। ন তত্র মন্ত্রদেবতাভেদঃ কার্যঃ। তন্মহাদেব্যা এব। চতুর্ষু স্থলেষু বিশেষার্চনমাবর্ততে ॥ ১২ ॥

আসাং কামেশ্বর্যাদীনাং তিসৃণামনন্তরং আসাং মূলদেব্যভিন্নত্বপ্রতিপাদনায় মূলদেব্যাঃ পূজা। এবং স্থলান্তরেঽপি ত্রিপুরসুন্দর্যা অন্তে পূজনং তত্র তত্র স্বস্বপূর্বদেবতাকূটাভেদং জ্ঞাপয়তি। ইমমেবার্থং স্পষ্টং দর্শয়তি—কামেশ্বরীতি। প্রকৃতচক্রে কামেশ্বর্যাদিভ্যঃ পরং চতুর্থী, পঞ্চদশনিত্যাভ্যঃ পরং ষোড়শী, অষ্টচক্রাৎ পরং নবমে বিন্দৌ সৈব চকারসূচিতা, পুনর্বিন্দাবেব অষ্টচক্রেশীপূজাঽনন্তরং চক্রেশীত্বেন পূজ্যা একৈব। তত্র এষু স্থলেষু দেবতাভেদঃ মন্ত্রভেদশ্চ নাস্তি। ইত্থং চ নিত্যাঃ সমস্তাবরণদেব্যশ্চ ত্রিপুরসুন্দর্যা অব্যতিরিক্তা ইতি জ্ঞাপয়িতুং তত্তদন্তে উক্তং ইতি ভাবঃ। ননু দেবতৈক্যে দ্রব্যৈক্যে মন্ত্রৈক্যে সকৃদেব পূজনং যুক্তং, কিমিতি পূজাত্রয়ং, অত আহ – চতুর্ষু স্থলেষু বিশেষার্চনমাবর্ততে ইতি। দর্শিতচতুঃস্থলেষ্বিত্যর্থঃ। তথা চ যাগৈক্যেঽপি তদভ্যাসস্যাপূর্বসাধনত্বেনাবশ্যকত্বাদিতি ভাবঃ। ন চাভ্যাসে সতি যথা প্রোক্ষণমন্ত্রো নাবর্ততে তথা মন্ত্রাবৃত্তির্ন স্যাৎ ইতি বাচ্যম্; ক্রিয়াঽন্তরব্যবধানে অভ্যাসেঽপি মন্ত্রাবৃত্তেঃ অগ্নিহোত্রাদৌ দৃষ্টত্বাৎ। তথাঽত্রাপি ক্রিয়াঽভ্যাসরূপত্বেঽপি স্ব-বিজাতীয়ক্রিয়াঽন্তরব্যবধানাদ্যুক্তা মন্ত্রাবৃত্তিঃ ॥ ১২ ॥

কামেশ্বরী আদির মূলদেবী থেকে অভিন্নত্ব

পঞ্চদশনিত্যার মন্ত্রে এবং মূলবিদ্যা অর্থাৎ মূলমন্ত্রে পূজা করতঃ—এইরূপ

বিহিত হয়েছে। সূত্রেও চতুর্থী দেবতার মূলমন্ত্রে পূজার কথা বলা হয়েছে। বিন্দুচক্রেও মূলমন্ত্রে পূজার কথা বলছেন। এই প্রকারে চরমচক্রেশ্বরীর পূজাও মূলমন্ত্রে বিহিত। এই প্রকারে একমন্ত্রকরণত্বের জন্য যাগত্রয় একদেবতাক অর্থাৎ যাগত্রয়ের দেবতা এক হওয়ায় তা অভ্যাসরূপ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ করণ-রূপ তিন, না ভিন্নদেবতাক হওয়ার জন্য তিন, এই শঙ্কা নিবারণের জন্য দেবতার ঐক্য প্রতিপাদন করছেন—

এঁদের অর্থাৎ কামেশ্বরী আদি তিনের পর মূলদেবীর পূজা বিহিত হয়েছে মূলদেবীর সঙ্গে এঁদের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্য। কামেশ্বরী আদির মধ্যে যিনি চতুর্থী, নিত্যাদের[১] মধ্যে যিনি ষোড়শী, চক্রদেবীদের অর্থাৎ চক্রেশ্বরীদের মধ্যে যিনি বিন্দুচক্রস্থা নবমী, তিনি একই দেবী। এই সব ক্ষেত্রে মন্ত্রভেদ ও দেবতাভেদ করতে নেই। দর্শিত চার স্থলে সেই মহাদেবীরই বিশেষ অর্চনার আবর্তন হয় ॥ ১২ ॥

এঁদের তিনের অর্থাৎ কামেশ্বরী-আদি তিনের অব্যবহিত মূলদেবীর সঙ্গে এঁদের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্য মূলদেবীর পূজা। এইভাবে অন্যত্রও যেখানে যেখানে অন্তে ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা বিহিত হয়েছে সেখানে সেখানে সেই পূজা স্ব স্ব পূর্বদেবতাকূট থেকে তাঁর অভিন্নত্ব জ্ঞাপন করছে। সূত্রে কামেশ্বরীপদ দিয়ে আরম্ভ ক'রে এই অর্থই স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রকৃতচক্রে কামেশ্বরী-আদির পর চতুর্থী দেবী, পঞ্চদশ নিত্যার পর ষোড়শী আর অষ্টচক্রের পর নবম চক্র বিন্দুতে তিনিই, চ-কারের দ্বারা তাই সূচিত হয়েছে। পুনরায় বিন্দুতেই অষ্টচক্রেশ্বরীপূজার পর চক্রেশ্বরীত্বের বিচারে অর্থাৎ চক্রেশ্বরীরূপে একই দেবীর পূজা বিহিত। এই সব স্থলে দেবতাভেদ ও মন্ত্রভেদ হয় না। এইরূপে নিত্যা আবরণদেবীরা সব ত্রিপুরসুন্দরী থেকে অভিন্ন, এটি জ্ঞাপন করার জন্য সেই সেই আবরণদেবতার পূজান্তে তাঁর পূজার কথা বলা হয়েছে। যেখানে দেবতা, দ্রব্য এবং মন্ত্রের ঐক্য রয়েছে সেখানে একবার পূজাই যুক্তিযুক্ত, তা

১। নিত্যা ষোলজন, যথা—মহাত্রিপুরসুন্দরীনিত্যা কামেশ্বরীনিত্যা ভগমালিনীনিত্যা নিত্যক্লিন্নানিত্যা ভেরুণ্ডানিত্যা বহ্নিবাসিনীনিত্যা মহাবিদ্যেশ্বরীনিত্যা দূতীনিত্যা ত্বরিতা-নিত্যা কুলসুন্দরীনিত্যা নিত্যানিত্যা নীলপতাকানিত্যা বিজয়ানিত্যা সর্বমঙ্গলানিত্যা জ্বালামালিনীনিত্যা ও চিত্রানিত্যা।

এঁদের মধ্যে কামেশ্বরীনিত্যা থেকে চিত্রানিত্যা পর্যন্ত ১৫ জন প্রতিপদাদিতিথিনিত্যা আর মহাত্রিপুরসুন্দরী নাপিকা ষোড়শী অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গী। সূত্রে একেই ষোড়শী বলা হয়েছে।

হলে আবার পূজাত্রয় কেন ? তার উত্তরে বলছেন—চার স্থলে বিশেষ অর্চনার আবর্তন বিহিত। চার স্থলে মানে সূত্রে দর্শিত চার স্থলে। ......। ১২।

প্রাসঙ্গিকমুক্ত্বা প্রকৃতমাহ—

এতা অতিরহস্যযোগিন্যঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদে চক্রে। পরিশিষ্টং দ্রষ্টব্যম্। আবাহনীমুচ্চার্য ত্রিপুরাম্বাং সম্ভাব্য হেসৌঁ ইতি বীজমুদ্রাকৃতিঃ ॥ ১৩ ॥

পরিশিষ্টমিত্যনন্তরং পূর্ববৎ ইতি শেষঃ। আবাহনা তৎপ্রকরণোদ্ধৃতা বিদ্যা। সম্ভাব্য পূজয়িত্বা। কৃতিঃ কর্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে এবার প্রকৃত বস্তু বলছেন—

'এতা রহস্যযোগিন্যঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদে চক্রে[১]—এর পরবর্তী মন্ত্রাংশ পূর্ব পূর্ব সূত্রে দ্রষ্টব্য। উক্ত মন্ত্রের[২] পর আবাহনমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ত্রিপুরাম্বার[৩] যথাবিহিত পূজা করতঃ হেসৌঁ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে বীজমুদ্রা প্রদর্শন কর্তব্য ॥ ১৩

পরিশিষ্টং মানে এর পরবর্তী অংশ, পূর্ববৎ। আবাহনী মানে আবাহনপ্রকরণে উদ্ধৃতা বিদ্যা অর্থাৎ আবাহনমন্ত্র। সম্ভাব্য মানে পূজা করতঃ। কৃতিঃ মানে কর্তব্য। ১৩।

নবমাবরণপূজা

নবমাবরণপূজামাহ—

বিন্দুচক্রে মূলেন দেবীমিষ্ট্বা এষা পরাপররহস্যযোগিনী সর্বানন্দময়ে চক্রে সমুদ্রা সসিদ্ধিঃ সায়ুধা সশক্তিঃ সবাহনা সপরিবারা সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঽস্ত্বিতি পুনর্মূলমুচ্চার্য মহাচক্রেশ্বরীমিষ্ট্বা বাগ্ভবেন যোনিং প্রদর্শ্য ॥ ১৪ ॥

অত্রাপি নিবন্ধকারঃ মূলান্তে শ্রীললিতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি যোজয়ামাস। তদশুদ্ধম্। এতৎপূর্বসূত্রে "ন তত্র মন্ত্রদেবতাভেদঃ কার্যঃ তন্মহাদেব্যা এব চতুর্ষু স্থলেষু" ইতি বাক্যে স্থলচতুষ্টয়েঽপি মহাদেব্যাঃ পূজনং ইতি কণ্ঠরবেণোক্তম্। শ্রুত্যা শ্রুতশব্দং পরিত্যজ্য অশ্রুতশব্দস্য কল্পনং অশাস্ত্রীয়ম্।

১। ত্রিকোণচক্রের নাম সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্র।

২। মন্ত্রটি এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এতা অতিরহস্যযোগিন্যঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তু।

৩। এই চক্রের চক্রেশ্বরী ত্রিপুরাম্বা।

অন্যথা "সৌর্যং চরুং নির্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চসকামঃ' ইত্যস্মিন্ যাগে সূর্যপর্যায়শব্দং প্রক্ষিপ্য, 'দিবাকরায় জুষ্টং নির্বপামি' ইতি স্যাৎ। ন চ—তত্র সূর্যশব্দঃ উৎপত্তিবাক্যে শ্রুতঃ; ইহ তু পূর্বসূত্রং নোৎপত্তিবাক্যং, কিং তু অভ্যাসরূপ-গুণবিধায়কমিতি বৈষম্যং—ইতি বাচ্যম্। নায়মৈকান্তিকো নিয়মঃ, উৎপত্তি-বাক্য এব শ্রবণমপেক্ষিতমিতি। নক্ষত্রেষ্ট্যুপহোমোৎপত্তিবাক্যং "সোঽত্র জুহোতি' ইত্যেতাবন্মাত্রম্। নাত্র দেবতাবাচকঃ শব্দঃ শ্রূয়তে। তথাঽপি মন্ত্রে—"অগ্নয়ে স্বাহা কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা" ইত্যত্র শ্রূয়মাণো যোঽগ্ন্যাদিশব্দঃ তং গৃহীত্বা প্রথমমন্বাধানেঽগ্নিমাজ্যেন ইতি ব্যবহরন্তি, ন তু বহ্নিমাজ্যেনেতি। যদ্যুৎপত্তিবাক্য এবেতি নিয়মঃ, তর্হ্যত্র স্বেচ্ছয়া স্যাৎ। ন চ অস্য ক্রমস্য উৎপত্তি-বাক্যে "শক্তিচক্রৈকনায়িকায়াঃ ললিতায়াঃ ক্রমমারভেত" ইত্যস্মিন্ ললিতা-শব্দস্য শ্রুতত্বাৎ তদ্গ্রহণং ইতি নিবন্ধাভিপ্রায়ঃ বর্ণিতুং শক্যঃ। তথা সতি পূর্বসূত্রে ললিতায়া এব চতুর্ষু স্থলেষু ইতি বক্তব্যে তমপহায় মহাদেব্যা এবেতি কথনস্য ফলং ব্রহ্মণাঽপি বক্তুং অশক্যম্। মন্মতে তু ললিতামহাদেবীশব্দয়োঃ একার্থকত্বেঽপি যত্র বিশেষো ন শ্রুতঃ তত্র ললিতাশব্দপ্রয়োগঃ, যত্র শ্রুতঃ তত্র শ্রুতশব্দোচ্চারণং অপূর্বজনকমিতি জ্ঞাত্বা ললিতাশব্দপরিত্যাগ ইতি। ফলং সঙ্কল্পাদৌ শ্রীললিতাপ্রীতয়ে ইতি বক্তব্যম্। প্রকৃতে মহাদেবীশব্দস্য নিরবকাশস্য প্রয়োগ উচিতঃ। অত এবানয়া দিশা নবম্যাঃ চক্রেশ্বর্যাঃ মন্ত্রে মহাদেবীপ্রাপ্তৌ বিশেষতশ্চক্রেশীমিস্যৈতি তত্র শ্রুতত্বাৎ মহাদেবীশব্দবাধঃ "সাবকাশনিরবকাশয়োঃ নিরবকাশং বলীয়ঃ" ইতি ন্যায়াৎ। ন চ—এবং সতি চতুর্ষু মন্ত্রাভেদঃ প্রদর্শিতঃ, ইদানীং ত্রিষু মহাদেবীঘটিতো মন্ত্রঃ, একত্র মহাচক্রে-শ্বরীঘটিত ইতি মন্ত্রভেদঃ পতিতঃ, কথমেতৎ—ইতি বাচ্যম্; নিবন্ধকারেণাপি ললিতামহাচক্রেশ্বরীশ্রীং ইতি লিখিতত্বেন অস্য দোষস্য উভয়সাধারণত্বেনা-চোদ্যত্বাৎ। প্রত্যুত নিবন্ধকারমন্ত্রস্য ললিতাপদঘটিতত্বেন অস্ত্যত্যন্তবৈলক্ষণ্যম্। মন্মতে দেবীস্থানে চক্রেশ্বরীমাত্রপ্রক্ষেপে "একদেশবিকৃতমনন্যবৎ" ইতি বৈয়াকরণপরিভাষামাশ্রিত্য নির্বাহো ভবিষ্যতীত্যলমতিবিস্তরেণ॥

মহাদেবীশব্দনিরুক্তির্দেবীভাগবতে—

বৃহদস্য শরীরং যদপ্রমেয়ং প্রমাণতঃ।
ধাতুর্মহেতি পূজায়াং মহাদেবী ততঃ স্মৃতা॥ ইতি॥

বাগ্ভবেন ঐং ইত্যনেন, ন প্রথমকূটেন, পূর্বাষ্টমুদ্রাবীজেষু বর্ণৈকত্ব-দর্শনাৎ, তৎপঙ্ক্তিস্থস্যাস্যাপি তাদৃশত্বস্যাবশ্যকত্বাৎ, অতঃ ঐং ইত্যস্যৈব গ্রহণং যুক্তম্॥ ১৪

নবমাবরণপূজা

নবমাবরণপূজা বলছেন—

বিন্দুচক্রে মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করে, এই পরাপররহস্যযোগিনী[১] সর্বানন্দময়চক্রে[২] মুদ্রার সহিত আয়ুধের সহিত শক্তির সহিত বাহনের সহিত সপরিবারে সর্বোপচারে সম্যক্ পূজিতা হোন[৩] এই বলে পুনরায় মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে মহাচক্রেশ্বরীর পূজা করুন। ঐঁ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে ॥ ১৪ ॥

* * * *

বাগ্‌ভবেন অর্থ ঐঁ এই বীজের দ্বারা, বাগ্‌ভবকূটের দ্বারা নয়। কেননা, দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী অষ্ট মুদ্রার বীজ একাক্ষর। কাজেই, সেই একই পঙ্‌ক্তির মুদ্রার বীজ একাক্ষর হওয়া আবশ্যক। অতএব, ঐঁ এই একাক্ষর বীজ গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। ১৪।

ধূপাদিদানম্

এবং নবাবরণপূজাং বিধায় কর্তব্যক্রিয়াশেষমাহ—

পূর্ববদ্ধূপদীপমুদ্রাতর্পণনৈবেদ্যাদি দত্ত্বা ॥ ১৫ ॥

ধূপাদিনৈবেদ্যান্তেষু পূর্বোক্তধর্মাণাং প্রাপ্ত্যর্থং পূর্ববদিতি। ধূপাদিষু যে পূর্বোক্তধর্মাঃ তদ্ধর্মকাঃ তে ধূপাদয়ঃ কার্যা ইত্যর্থঃ। তে চ ধর্মাঃ ধূপদীপনৈবেদ্যেষু পূর্বমন্ত্রাঃ। মুদ্রাসু পূর্ববত্ত্বং তর্পণে মূলমন্ত্রঃ ত্রিরভ্যাসঃ ইত্যেবংরূপাঃ জ্ঞেয়াঃ। আদিপদেন তাম্বূলকর্পূরনীরাজনাদিমদ্রব্যপ্রজ্বলনপ্রভৃতয়ো গ্রাহ্যাঃ ॥

নিবন্ধকারঃ ষোড়শ্যুপাসকঃ ত্রিখণ্ডামপি প্রদর্শয়েৎ ইত্যুবাচ। স বভ্রাম, তথা ব্যবস্থায়াঃ সূত্রে অনুক্তত্বাৎ ॥

ত্রিখণ্ডাদিমুদ্রাণাং স্বরূপম্

অত্র সংক্ষোভিণ্যাদিমুদ্রাপ্রদর্শনার্থং তৎকথংভাবজ্ঞানস্যাবশ্যকত্বাৎ তন্মুদ্রা-

---

১। পরাপররহস্যযোগিনী এই চক্রের যোগিনী ও আবরণদেবতা।

২। বিন্দুচক্রের নাম সর্বানন্দময়চক্র।

৩। সূত্রে এষা পরাপররহস্যযোগিনী থেকে আরম্ভ করে সম্পূজিতাঃসন্তু পর্যন্ত অংশে মন্ত্র ব্যক্ত হয়েছে। তবে যথাবিধি ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দিয়ে মন্ত্রটির আরম্ভ হবে।

দর্শনপ্রকারঃ সপ্রমাণং সংক্ষেপেণ কথ্যতে। তত্রাবাহনে প্রথমং বিনিযুক্তা ত্রিখণ্ডোচ্যতে। ত্রিখণ্ডালক্ষণমুক্তং বামকেশ্বরতন্ত্রে—

পরিবর্ত্য করৌ স্পৃষ্টাবঙ্গুষ্ঠৌ কারয়েৎ সমৌ।
অনামাঽন্তর্গতে কৃত্বা তর্জন্যৌ কুটিলাকৃতী ॥
কনিষ্ঠিকে নিযুঞ্জীত নিজস্থানে মহেশ্বরী।
ত্রিখণ্ডেয়ং সমাখ্যাতা ত্রিপুরাঽঽহ্বানকর্মণি ॥ ইতি ॥

পরিবর্তনং নাম হস্তদ্বয়াঙ্গুলিমেলনম্। ইদং সর্বত্রাধিকাররূপং সদন্বেতি। অঙ্গুষ্ঠৌ সরলৌ পরস্পরস্পৃষ্টৌ, তথৈব কনিষ্ঠে মধ্যমে চ কুর্যাৎ। বামানামোপরি দক্ষনামাং তির্যক্ প্রসার্য তয়োরধঃপ্রদেশাৎ তর্জনীদ্বয়মানীয় কুটিলাকারাভ্যাং তর্জনীভ্যাং অনামাঽগ্রদ্বয়ং ধারয়েৎ। অনামে অন্তর্গতে যয়োরিতি বিগ্রহেণ লব্ধোঽর্থঃ। অস্যা উক্তরীত্যা নির্মাণে খণ্ডত্রয়ং দৃশ্যতে। উপরি সরলাঙ্গুষ্ঠদ্বয়যোগঃ। মধ্যে তাদৃশমধ্যমাযোগঃ। অধশ্চ কনিষ্ঠাযোগস্তাদৃশঃ। এবং সতি পূর্বোক্তবামাজ্যেষ্ঠারৌদ্রীকলাত্রয়রূপমস্যাং স্ফুটম্। অতএব ত্রয়ঃ খণ্ডাঃ কলাঃ যস্যাং ইতি বিগ্রহেণ ত্রিখণ্ডেয়ম্। অত্র যদ্যপি খণ্ডদ্বয়নির্মাণপ্রকার উক্তঃ। মধ্যমখণ্ডরচনাপ্রকারো নোক্তঃ। তথাঽপি ত্রিখণ্ডেতি যোগার্থসম্পত্তয়ে তন্ত্রান্তরং শরণীকৃত্য খণ্ডত্রয়ং সম্পাদনীয়ম্। খণ্ডত্রয়মুক্তং জ্ঞানার্ণবে—

পাণিদ্বয়ং মহেশানি পরিবর্তনযোগতঃ।
যোজয়িত্বা তর্জনীভ্যাং অনামে ধারয়েৎ প্রিয়ে ॥
মধ্যমে যোজয়েন্মধ্যে কনিষ্ঠে তদধস্ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠাবপি সংযোজ্য ত্রিধা যুগ্মক্রমেণ তু ॥
ত্রিখণ্ডা মম মুদ্রেয়ং ত্রিপুরাঽঽহ্বানকর্মণি ॥ ইতি ॥

সর্বসংক্ষোভিণীস্বরূপং তত্রৈব—

মধ্যমে মধ্যগে কৃত্বা কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠরোধিতে।
তর্জন্যৌ দণ্ডবৎ কৃত্বা মধ্যমোপর্যনামিকে ॥
এষা তু প্রথমা মুদ্রা সর্বসংক্ষোভকারিণী ॥ ॥ ইতি ॥

তন্ত্ররাজে তু—

কনিষ্ঠাঽনামিকামধ্যাঃ নখৈরন্যোন্যসঙ্গতাঃ।
কৃত্বাঽঙ্গুষ্ঠৌ কনিষ্ঠাস্থাবৃজূ কুর্যাচ্চ তর্জনী ॥
সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যক্ষোভকারিণী ॥ ইতি ॥

সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা তত্রৈব—

এতস্যা এব মুদ্রায়া মধ্যমে সরলে যদি।
ক্রিয়তে চেন্মহেশানি সর্ববিদ্রাবিণী তদা ॥ ইতি ॥

মধ্যমে মধ্যমেঽপীত্যর্থঃ। এতেন তর্জনীমধ্যময়োঃ দ্বয়োঃ সরলত্বং জ্ঞেয়ম্।

তৃতীয়মুদ্রাঽপি তত্রৈবোক্তা—

মধ্যমা তর্জনীযুগ্মে বক্রীকুর্যাৎ সুলোচনে।
এতস্যা এব মুদ্রায়াস্তদাকর্ষণকারিণী ॥ ইতি ॥

তত্রৈব চতুর্থী মুদ্রা সর্ববশংকর্যুক্তা—

পুটাকারৌ করৌ কৃত্বা তর্জন্যাবঙ্কুশাকৃতী।
পরিবর্ত্য ক্রমেণৈব মধ্যমে তদধোগতে ॥
ক্রমেণ দেবি তেনৈব কনিষ্ঠাঽনামিকে অপি।
সংযোজ্য নিবিড়াঃ সর্বাঃ অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশতঃ ॥
মুদ্রেয়ং পরমেশানি সর্ববশ্যকরী স্মৃতা ॥ ইতি ॥

অস্যার্থঃ—পুটাকারৌ পরস্পরং পৃষ্ঠসংলগ্নৌ উর্ধ্বাগ্রাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ কৃত্বা ততোঽঙ্গুষ্ঠব্যতিরিক্তাঙ্গুলয়ঃ পরস্পরমঙ্গুলিসন্ধিষু প্রবেশ্য তর্জন্যাদিকনিষ্ঠাঽন্তা অঙ্গুলয়ঃ অঙ্কুশাকারাঃ কুর্যাৎ। এবং কৃত্বা ততোঽঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং অধোমুখং তর্জন্যুপরি স্থাপয়েৎ। ইয়ং সর্ববশংকরী ইতি ভাবঃ।

পঞ্চম্যপি তত্রৈব—

সম্মুখৌ তু করৌ কৃত্বা মধ্যমামধ্যগেঽনুজে।
অনামিকে তু সরলে তদ্বহিস্তর্জনীদ্বয়ম্ ॥
দণ্ডাকারৌ ততোঽঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমানখদেশগৌ।
মুদ্রৈষোন্মাদিনী নাম ক্লেদিনী সর্বযোষিতাম্ ॥ ইতি ॥

অয়মর্থঃ—বামকনিষ্ঠোপরি দক্ষকনিষ্ঠাং তির্যগনামাদ্বয়োপরিমার্গেণ মধ্যমা-পর্যন্তং প্রসার্য তাদৃশকনিষ্ঠাঽগ্রদ্বয়ং মধ্যমাদ্বয়েন দৃঢ়ং গৃহ্লীয়াৎ। গৃহীত-মধ্যমানখোপরি দণ্ডাকারমঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং স্থাপয়েৎ। তথাঽনামাদ্বয়ং পরস্পরাভি-মুখেন সরলে কুর্যাৎ। অনামিকয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে তর্জনীদ্বয়মপি সরলং কুর্য্যাৎ। এষা সর্বোন্মাদিনী মুদ্রা যোষিদ্বশ্যকরী ইতি ॥

ষষ্ঠী মুদ্রাঽপি সর্বমহাঙ্কুশা তত্রৈব প্রকটিতা—

অস্যাস্ত্বনামিকাযুগ্মমধঃ কৃত্বাঽঙ্কুশাকৃতি।
তর্জন্যাবপি তেনৈব ক্রমেণ বিনিযোজয়েৎ ॥
ইয়ং মহাঙ্কুশা মুদ্রা সর্বকার্যার্থসাধিনী ॥ ইতি ॥

অস্যাঃ সর্বোন্মাদিন্যাঃ। তেনৈব ক্রমেণ অনামিকাক্রমেণ। অনামিকাঽঙ্কুশাকারা। তথৈব তর্জনীদ্বয়মপি কর্তব্যম্। শেষং পূর্বমুদ্রাবৎ ইতি ভাবঃ॥

সপ্তমীং খেচরীমুদ্রাং তত্রৈব ব্যাচচক্ষে—

সব্যং দক্ষিণহস্তে তু দক্ষিণং সব্যহস্ততঃ।
বাহূ কৃত্বা মহেশানি হস্তৌ সম্পরিবর্ত্য চ॥
কনিষ্ঠাঽনামিকে দেবি যুক্ত্বা তেন ক্রমেণ তু।
তর্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্বোর্ধ্বমপি মধ্যমে॥
অঙ্গুষ্ঠৌ তু মহেশানি কারয়েৎ সরলাবপি।
ইয়ং সা খেচরী নাম মুদ্রা সর্বোত্তমা প্রিয়ে॥

অস্য তাৎপর্যম্—বাহূ সরলৌ প্রথমং কৃত্বা দক্ষবাহূপরি বামং স্থাপয়িত্বা পুনর্বামং হস্তং দক্ষহস্তাধোমার্গেণ বামপার্শ্বে নির্গময্য হস্তদ্বয়াঙ্গুলীঃ বক্ষ্যমাণরীত্যা গ্রন্থীয়াৎ। তদ্‌যথা বামানামাকনিষ্ঠে দক্ষমধ্যমাধোমার্গেণ দক্ষতর্জন্যাং নীত্বা এবং দক্ষানামাকনিষ্ঠে বামমধ্যমাঽধোমার্গেণ বামতর্জন্যাং নীত্বা হস্তদ্বয়তর্জনীভ্যাং স্বসমীপাগতানামাকনিষ্ঠে দৃঢ়ং গৃহ্লীয়াৎ। মধ্যমে সর্বোর্ধ্বং সরলে এবাগ্রাভ্যাং পরস্পরসংলগ্নে স্থাপয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠৌ সরলৌ কৃত্বা যোনিসাদৃশ্যং সম্পাদয়েৎ। ইয়ং খেচরীমুদ্রা। যদ্যপ্যুক্তার্থঃ সর্বোঽপি পূর্বলিখিতবচনে নাস্তি, তথাঽপি—

বামং ভুজং দক্ষভুজে দক্ষিণং বামদেশতঃ।
নিবেশ্য যোজয়েৎ পশ্চাৎ পরিবর্ত্য ক্রমেণ হি॥
কনিষ্ঠাঽনামিকাযুগ্মে তর্জনীভ্যাং নিরোধয়েৎ।
মধ্যমে সরলে কৃত্বা যোনিবৎ সরলৌ ততঃ॥
অঙ্গুষ্ঠৌ খেচরীমুদ্রা পার্থিবস্থানযোজিতা॥

ইতি জ্ঞানার্ণববচনেন সহ একবাক্যতাং সম্পাদ্য নিষ্কাসিতোঽর্থো জ্ঞেয়ঃ॥

অষ্টমীমুদ্রাঽপি তত্রৈব প্রকটিতা—

পরিবর্ত্য করৌ স্পৃষ্টাবর্ধচন্দ্রাকৃতী প্রিয়ে।
তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযুগলং যুগপৎ কারয়েৎ ততঃ॥
অধঃকনিষ্ঠাঽবষ্টব্ধে মধ্যমে বিনিযোজয়েৎ।
তথৈব কুটিলে যোজ্যে সর্বাধস্তাদনামিকে॥
বীজমুদ্রেয়মচিরাৎ সর্বসিদ্ধিপ্রবর্তিনী॥ ইতি॥

অস্যার্থঃ—অনামামধ্যমামার্গেণ ব্যত্যস্তে কনিষ্ঠিকে স্বাধোভাগে মধ্যমা যথা

তিষ্ঠতি তথা কুর্যাৎ। ততো মধ্যমাদ্বয়ং কনিষ্ঠাদ্বয়াবষ্টম্ভকং যথা তথা কুর্যাৎ। সর্বাধঃস্থিতে অনামে যাবৎকুটিলে ভবতঃ তাবৎ কুর্যাৎ। অঙ্গুষ্ঠতর্জনীযুগলং অর্ধচন্দ্রাকৃতি যথা ভবতি তথা যোজয়েৎ। ইয়ং বীজমুদ্রা ভবতি।

নবমী যোনিমুদ্রাং তত্রৈব বিশিনষ্টি—

মধ্যমে কুটিলাকারতর্জন্যুপরি সংস্থিতে।
অনামিকামধ্যগতে তথৈব চ কনিষ্ঠিকে॥

সর্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতাঃ।
এষা তু প্রথমা মুদ্রা যোনিমুদ্রেতি যা স্থিতা॥ ইতি॥

অস্যার্থঃ—অনামিকে মধ্যমাঽধোমার্গেণ কুটিলাকারতর্জন্যুপরি ব্যত্যস্তে স্থাপয়েৎ। অনামিকাপৃষ্ঠলগ্নে ব্যত্যস্তে কনিষ্ঠিকে সংযোজয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং মধ্যমামধ্যপর্বদ্বয়ে যোজয়েৎ। ইয়ং যোনিমুদ্রা ভবতি। যদ্যপি এতাবানর্থো ন লভ্যতে তেন বচনেন, তথাঽপি—

অনামিকাপৃষ্ঠভাগে মধ্যমামধ্যপর্বণি।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠসংশ্লেষান্মহাযোনিস্ত্রিখণ্ডিকা॥

ইতি স্থলান্তরে। অস্যার্থঃ—যা ত্রিখণ্ডা সা মহাযোনিঃ। ততো বিশেষস্ত্বিয়ান্—মধ্যামামধ্যপর্বণি অঙ্গুষ্ঠসংযোগঃ, অনামিকাপৃষ্ঠভাগেন কনিষ্ঠিকাসংযোগঃ। শেষং ত্রিখণ্ডয়া সমমিত্যর্থঃ। অনেন সহ পূর্ববচনস্যৈকার্থতায়াং ক্রিয়মাণায়াং পূর্বলিখিতার্থঃ সম্পদ্যতে॥

এবং দশমুদ্রাঃ পরমগহনাঃ যথামতি সপ্রপঞ্চং সপ্রমাণং প্রপঞ্চিতাঃ প্রাসঙ্গিকাঃ। প্রকৃতমনুসরামঃ॥ ১৫॥

ধূপাদিদান

এইভাবে নবাবরণপূজার বিধান ক'রে তার পরবর্তী কর্তব্যকর্মের অবশিষ্টাংশ বলছেন—

পূর্ববৎ ধূপ-দীপ-মুদ্রা-তর্পণ-নৈবেদ্যাদি প্রদান করতঃ॥ ১৫॥

ধূপ থেকে নৈবেদ্যাদি পর্যন্ত অংশে পূর্বোক্ত ধর্মের প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পূর্ববৎ এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে। ধূপাদিতে যে পূর্বোক্ত ধর্ম সেই ধর্মবিশিষ্ট করতে হবে ধূপাদিকে। সেই বিশিষ্ট ধর্ম হল ধূপদীপ-নৈবেদ্যের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত মন্ত্র। মুদ্রার বেলাতেও পূর্ববত্ত্ব থাকবে অর্থাৎ পূর্বের মতো বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে তা প্রদর্শন করতে হবে। তর্পণের বেলা বুঝতে হবে মূলমন্ত্রে

'ত্রিরভ্যাস' সূচিত হয়েছে। আদিপদের দ্বারা তাম্বূল কর্পূর নীরাজন আদিম-দ্রব্যপ্রজ্বলন প্রভৃতি বুঝান হয়েছে ॥

* * * * ।১৫।

কামকলাধ্যানম্

অথ কামকলাধ্যানং বক্তুমুপক্রমতে—

বিন্দুনা মুখং বিন্দুদ্বয়েন কুচৌ সপরার্ধেন যোনিং কৃত্বা কাম-কলামিতি ধ্যাত্বা ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মং কলাধ্যানং স্থূলং চেতি দ্বিবিধম্। তত্র সূক্ষ্মকামকলাধ্যানস্য অস্মৎ-পরমেষ্ঠিগুরুভিঃ উত্তরচতুশ্শতীব্যাখ্যানে বিস্তরেণ সেতুবন্ধে বরিবস্যারহস্যে চ ব্যাখ্যাতত্বাৎ তাদৃশধ্যানকর্তুঃ উপাসকধৌরেয়স্য সাম্প্রতং শশশৃঙ্গকল্পত্বেন তল্লেখনস্য কেবলস্বপাণ্ডিত্যমাত্রখ্যাপকত্বং ইদানীন্তনবেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নবৎ স্যাৎ। অতঃ প্রথমং পরিত্যজ্য স্থূলমেব মন্দাধিকারিণামুপযোগায় বর্ণয়িষ্যামঃ। তদ্-যথা—তুরীয়স্বরে হকারে বা অংশত্রয়ং পরিকল্প্য তত্র স্ত্রীরূপং পরিকল্প্য ঊর্ধ্বাংশে মুখকল্পনাং মধ্যমাংশে কুচদ্বয়কল্পনাং জঘন্যাংশে যোনিকল্পনাং চ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। তদুক্তং কুণ্ডলিনীবিমর্শে—

শক্তিমধ্যপরিকল্পিতাংশকেষ্বন্তরঙ্গপরিভাবনে পটুঃ।
ঊর্ধ্বমধ্যতদধোবিভাগশঃ চিন্তয়েন্মুখকুচাবধোমুখম্।

অস্মিন্ শ্লোকে শক্তিশব্দার্থঃ ঈকারঃ ইতি বহবঃ। হকার ইত্যপি কেচিৎ। অধোমুখং যোনিমিত্যর্থঃ। শেষং স্পষ্টম্। "মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো হরার্ধং ধ্যায়েদ্ যো হরমহিষি তে মন্মথকলাম্" ইতি শ্রীভগবদ্পাদৈর-প্যুক্তম্। সেতুবন্ধে তু ঈকার এব স্থূলধ্যানমুক্তম্ "ঈকারস্য বিন্দুবিসর্গাত্মনঃ শিবশক্ত্যোঃ সামরস্যরূপস্য স্বাত্মত্বেন ভাবনায়াং পরমানন্দানুভবঃ" ইতি পঙ্ক্ত্যাম্। সালগ্রামে বিষ্ণুবুদ্ধিবৎ ভগবত্যা ধ্যানাধিষ্ঠাননিয়মোঽয়ম্। এবং স্থূলধ্যানেন জিতান্তঃকরণস্তাদৃশোপাসকমকুটমণিঃ সূক্ষ্মকলাং সেতুবন্ধাদি-লিখিতাং গুরুমুখাৎ জ্ঞাত্বা তামুপাসীত। নান্যে ইদানীন্তনাঃ তদযোগ্যাঃ। তাদৃশধ্যানং চ পরদেবতাশ্রীগুরুপ্রসাদৈকলভ্যম্। অয়মর্থস্ত্রিপুরার্ণবে সুস্পষ্ট-মুক্তঃ—"সূক্ষ্মধ্যানেঽসমর্থশ্চেৎ স্থূলং ধ্যায়েদ্যথোক্তবিৎ" ইতি। ইত্থং চ পূর্বো-ক্তান্যতরবর্ণে মুখং কুচৌ যোনিং চাংশত্রয়ে কৃত্বা মনসা নির্মায় কামকলাং ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ ধ্যাত্বা, যথাঽবকাশমিতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥

কামকলাধ্যান

এবার কামকলাধ্যান বলতে আরম্ভ করলেন—

একটি বিন্দু দ্বারা মুখ, দুটি বিন্দু দ্বারা স্তনদ্বয় এবং হকারর্ধের[১] দ্বারা যোনি মনে মনে রচনা ক'রে এই কামকলা এইরূপ ধ্যান করতঃ ॥ ১৬ ॥

কামকলাধ্যান দ্বিবিধ—সূক্ষ্ম এবং স্থূল। আমার পরমেষ্ঠিগুরু (ভাস্কররায়) উত্তরচতুঃশতীর ব্যাখ্যায় সেতুবন্ধে ও বরিবস্যারহস্যে সূক্ষ্মকামকলাধ্যানের বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করছেন। ... ...অতএব, সূক্ষ্মধ্যান পরিত্যাগ করে মন্দাধিকারীদের উপযোগী বলে স্থূলধ্যানের বর্ণনা করব। তা এই রকম—ঈকার অথবা হকারে অংশত্রয় কল্পনা ক'রে তাতে স্ত্রীরূপ কল্পনা করতে হবে। ঊর্ধ্বাংশে মুখ, মধ্যমাংশে কুচদ্বয় এবং জঘন্যাংশে যোনি কল্পনা করে ধ্যান করতে হবে।

* * * * ।১৬।

বর্ণবিশেষে পূর্বোক্তাবয়বকল্পনানন্তরং বিশিষ্টে ধ্যানপ্রকারমাহ—

সৌভাগ্যহৃদয়মামৃশ্য ॥ ১৭ ॥

সৌভাগ্যস্য ধর্মাদিসকলপুরুষার্থস্য হৃদয়ং স্থানং উপাদানকারণমিতি যাবৎ। ঈদৃশং পূর্বোক্তরূপং আমৃশ্য ধ্যাত্বা। পূর্বসূত্রস্থেতিশব্দস্য অত্রাপ্যনুবৃত্তিঃ। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টমুক্তো যোগিনীতন্ত্রে—

এবং কামকলারূপং অক্ষরং যৎ সমুত্থিতম্।
কামাদিবিষমোক্ষাণামালয়ং পরমেশ্বরি ॥ ইতি ॥

এতদুত্তরং নিবন্ধে হোমঃ পাক্ষিক উক্তঃ, স নির্মূলঃ, "যদ্যগ্নিকার্যসম্পত্তিঃ" ইতি সূত্রস্য গণপতিপ্রকরণস্থস্য অন্যত্র প্রাপকপ্রমাণাভাবাৎ ॥ ১৭ ॥

১। হকারার্ধের অপর নাম হার্ধকলা। হার্ধকলা সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"শিবশক্তির মিলনোদ্ভূত অমৃতধারা প্রবাহিত হলে পর তার থেকে যে লীলারূপ তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাকেই তান্ত্রিক ভাষায় হার্ধকলা বলে।"

"হার্ধকলাকে যোনি কল্পনা করার কারণ সম্বন্ধে আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন 'শিবশক্তির মিলনে যে-পরমানন্দের উদ্ভব হয় তার কোনো আকার নাই; কাজেই তাকে লেখা অর্থাৎ আঁকা যায় না। এইজন্য যন্ত্রাদিতে যেখানে হার্ধকলা আঁকার বিধি আছে সেখানে সেই পরমানন্দের অংশমাত্রের অভিব্যক্তিস্থল কামালয়ের দ্যোতক হংসপদ আঁকতে হয়। হংসপদ অর্থ যোনি।"

দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৮১-৮২।

বর্ণবিশেষে পূর্বোক্ত অবয়বকল্পনার পর উক্ত বিশেষরূপে ধ্যানপ্রকার বলছেন—

সৌভাগ্যের হৃদয় পূর্বোক্ত কামকলারূপ ধ্যান করা কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

সৌভাগ্য মানে ধর্মাদি সব পুরুষার্থ। তার হৃদয় মানে স্থান অর্থাৎ উপাদানকারণ। এই পূর্বোক্তরূপ আমৃশ্য মানে ধ্যান করতঃ। পূর্বসূত্রস্থ ইতি শব্দের এখানেও অনুবৃত্তি হয়েছে। এই অর্থই যোগিনীতন্ত্রে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে—ওগো পরমেশ্বরী, এই প্রকার কামকলারূপ যে-অক্ষর উত্থিত হল তা কামাদি বিষ ও মোক্ষের আলয়।

* * * ।১৭।

বলিদানম্

অথ বলিপ্রকারমাহ—

বামভাগবিহিতত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রে গন্ধাক্ষতার্চিতে বাগ্‌ভবমুচ্চার্য ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ ইত্যর্ধভক্তভরিতাম্ভসা আদিমোপাদিমমধ্যমভাজনং তত্র ন্যস্য ॥ ১৮ ॥

অত্র বামভাগেত্যনেন শীঘ্রোপস্থিতত্বাৎ স্বস্যৈব বামভাগো গ্রাহ্যঃ। বিহিতে নির্মিতে ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রে। নির্গমরীত্যা ত্রিকোণং স্বাভিমুখং গ্রাহ্যম্, তথা শিষ্টসম্প্রদায়াৎ ॥

কেচিত্তু ত্রিকোণে যা বলিগ্রাহিণী দেবতা সা তির্যগ্রেখাদ্বয়সংযোগরূপ-কোণাভিমুখী, ত্রিকোণবর্তিদেবতানাং তথাত্বনিয়মাৎ। এবং চ তন্ত্রান্তরে—

মূলদেব্যুন্মুখাং ধ্যাত্বা ন্যস্যাগ্রে বলিপাত্রকম্ ॥

ইতি বচনেন তস্যা দেবতায়া মূলদেব্যুন্মুখত্বনিয়মাৎ। ত্রিকোণমপি দেব্যুন্মুখমেব ন স্বাভিমুখমিত্যাহুঃ। তন্ন, অনঙ্গকুসুমাদিশ্রীচক্রস্থকোণেষু কোণ-পরাঙ্মুখানাং মূলদেব্যভিমুখীনাং দেবতানাং বহ্বীনাং দৃষ্টত্বেন তাদৃশনিয়মা-সিদ্ধেঃ। ন কিঞ্চিদেতৎ ॥

গন্ধাক্ষতেত্যনেন তদিতরব্যাবৃত্তিঃ দর্শিতা। অর্চনে মন্ত্রমাহ—বাগ্‌ভব-মিত্যাদি। বাগ্‌ভবং ঐঁ ইতি। শেষং স্পষ্টম্। অর্ধং ভক্তেন অন্নেন ভরিতা-ম্ভসা চ সহিতমিতি শেষঃ। ইদং ভাজনে বিশেষণম্। একস্মিন্ পাত্রে অর্ধাংশং অন্নেন অর্ধাংশং জলেন পূরয়েৎ। ঈদৃশমেকং পাত্রং ক্ষীরাদিপাত্রত্রয়ং চ তত্র মণ্ডলে ন্যস্য। অত্র বলিপাত্রং তাম্রময়ম্,

বলিপাত্রং তাম্রভবং নৈবান্যত্তু কদাচন ॥

ইতি ত্রিপুরার্ণববচনাৎ। ব্যঞ্জনাদিমিশ্রণং ন কার্যম্, এতত্তন্ত্রে উক্তদ্রব্যৈরেব দ্রব্যাকাঙ্ক্ষাশান্তেঃ ॥

অত্র নিবন্ধকারঃ বাণমুদ্রয়া বলিদানং বামপার্ষ্ণিঘাতাদিকং লিলেখ। স প্রষ্টব্যঃ কিং অত্র প্রমাণম্ ইতি। স যদি ব্রূয়াৎ শ্যামাপ্রকরণে সূত্রে উক্তত্বাৎ অত্রাপি তে ধর্মা গৃহ্যন্তে ইতি, তর্হি তদ্গ্রহণং আকাঙ্ক্ষয়া, উত অনাকাঙ্ক্ষয়া। আদ্যে বলিদানে দ্রব্যদেবতামন্ত্রাণামাকাঙ্ক্ষোদিতা প্রকৃতবাক্যৈরেব শান্তা। বাণমুদ্রায়া বামপার্ষ্ণিঘাতস্য চ গ্রহণং কুর্বতঃ তস্যৈব কীদৃশী আকাঙ্ক্ষোদিতেতি চ ন বিদ্মঃ। কিং চ শ্যামাপ্রকরণস্থপার্ষ্ণিঘাতাদিধর্মেণ কিমপকৃতম্। ক্ষেত্রপালবাগীশ্বর্যাদিবলয়োঽপি তত্র সন্তি। উক্তব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি মন্ত্রাঃ সন্তি। তৈঃ নিবন্ধকৃতোঽপরাধঃ কোঽনুষ্ঠিতঃ। শ্যামাপ্রকরণস্থত্বস্য তুল্যত্বেঽপি কেষুচিৎ অনুগৃহ্নন্ জগ্রাহ কেষুচিৎ রুষ্টঃ তত্যাজেতি মূলং ন বিদ্মঃ। কিং চ তত এব ত্রিকোণাদিমণ্ডলধর্মাণাং প্রাপ্তৌ পুনর্বিধানমত্র কিমর্থং ইতি চেৎ বাগ্বন্ধনমেবোত্তরং নান্যদিতি। তস্মাৎ স্বেচ্ছয়া ধর্মপ্রবর্তকসরণিঃ অশ্রদ্ধেয়া। যাবদুক্তং কার্যম্ ॥ ১৮ ॥

বলিদান

এবার বলিদানের প্রকার বলছেন—

ঐঁ উচ্চারণ ক'রে ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ বলে গন্ধাক্ষতের দ্বারা বামভাগে নির্মিত ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রাত্মক মণ্ডলের অর্চনা ক'রে, অর্ধেক অন্নে এবং অর্ধেক জলে পূর্ণ একটি পাত্র এবং আদিম-উপাদিম-ও মধ্যম-পাত্রত্রয় সেই মণ্ডলে ন্যস্ত করতঃ ॥ ১৮ ॥

এখানে বামভাগে বলতে শীঘ্র উপস্থিতত্বের জন্য নিজের অর্থাৎ সাধকের বামভাগ বুঝতে হবে। বিহিত মানে নির্মিত। ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রে মানে ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রাত্মক মণ্ডলে। নির্গমরীতি অনুসারে ত্রিকোণ স্বাভিমুখ হবে ; এটি শিষ্টসম্প্রদায়সম্মত এই জন্য।

* * *

গন্ধাক্ষত এই পদের দ্বারা এ ছাড়া অন্য পদার্থের নিবৃত্তি প্রদর্শিত হয়েছে। অর্চনার মন্ত্র বলছেন—বাগ্ভবম্ ইত্যাদি। বাগ্ভবং অর্থ ঐঁ। অবশিষ্টাংশ স্পষ্ট। অর্ধভক্তভরিতাম্ভসা—অর্ধ মানে অর্ধেক, ভক্ত মানে অন্ন, অম্ভ মানে জল, অর্থাৎ অর্ধেক অন্ন ও অর্ধেক জলের দ্বারা। এইভাবে পূর্ণ একপাত্র এবং ক্ষীরাদিপাত্রত্রয় ; তত্র মানে সেই মণ্ডলে, ন্যস্ত করতঃ। বলিপাত্র হবে তাম্রময়।

ত্রিপুরার্ণবে এই বচন পাওয়া যায়—বলিপাত্র তাম্রনির্মিত হবে, কখনো অন্যরকম হবে না।

* * * ।১৮।

বলিদানে মন্ত্রমাহ—

প্রণবমায়াহন্তে সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুঁ স্বাহা ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দত্বা ॥ ১৯ ॥

ত্রিঃ ইত্যনেন মন্ত্রাভ্যাসো বিহিতঃ। তেন ত্রিঃপাঠান্তে বলিদানম্। দেবতা চ মন্ত্রলিঙ্গেন জ্ঞেয়া ॥ ১৯ ॥

বলিদানে ব্যবহার্য মন্ত্র বলছেন—

প্রণব অর্থাৎ ওঁ, মায়া অর্থাৎ হ্রীঁ, এরপর সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুঁ স্বাহা এইটে যোগ করে যে-মন্ত্র হল তা তিনবার পাঠ ক'রে বলিদান করতঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রিঃ এই পদের দ্বারা মন্ত্রাভ্যাস মানে মন্ত্রাবৃত্তি বিহিত হয়েছে। এ দ্বারা তিনবার মন্ত্র পাঠ করার পর বলিদান নির্দিষ্ট হয়েছে। মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারাই দেবতাকে জানতে হবে।১৯।

প্রদক্ষিণাদি

প্রদক্ষিণনমস্কারজপস্তোত্রৈঃ সন্তোষ্য ॥ ২০ ॥

প্রদক্ষিণমেকং কার্যম্,

অজেশশক্তিগণপভাস্করাণাং প্রদক্ষিণে।
বেদার্ধচন্দ্রবহ্ন্যদ্রিসঙ্খ্যাঃ সর্বার্থসিদ্ধয়ঃ॥

ইতি শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে উক্তত্বাৎ। অজঃ বিষ্ণুঃ। বেদাঃ চতস্রঃ। অর্ধং তদর্ধং দ্বয়ম্। চন্দ্রঃ একঃ। বহ্নিঃ তিস্রঃ। অদ্রিঃ সপ্ত। ইমাঃ সঙ্খ্যাঃ অজাদিপ্রদক্ষিণে ক্রমাৎ জ্ঞেয়াঃ ইত্যর্থঃ। শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদৈরপি "প্রদক্ষিণং তে পরিতঃ করোমি" ইত্যেকবচনান্তমেবোক্তম্ ॥

নমস্কারে তু ইচ্ছৈব নিয়ামিকা শাস্ত্রোপলব্ধিপর্যন্তম্। নমস্কারে কশ্চিদ্বিশেষঃ পরমানন্দতন্ত্রে—

পূজাগৃহাদ্বহির্দেবীং প্রণমেৎ দণ্ডবদ্ভুবি।
মণ্ডলে নমনং নৈব সাষ্টাঙ্গং দণ্ডবৎ চরেৎ॥
জানুভ্যাং চ পদ্ভ্যাং মূর্ধ্না হস্তযুগেন চ।
চতুরঙ্গপ্রণামোঽয়ং মণ্ডলে বিহিতঃ শিবে॥ ইতি॥

মণ্ডললক্ষণং যোগিনীতন্ত্রে—

পূজ্যতে যত্র সা দেবী তচ্চতুর্দিক্ষু শঙ্করি।
ধনুশ্‌শতপ্রমাণেন মণ্ডলং পরিকীর্তিতম্ ॥ ইতি ॥

ধনুর্মানং তু হস্তচতুষ্টয়ম্। বৃহদ্‌বামকেশ্বরে তু—

মণ্ডলং তদ্বিজানীয়াৎ যাবদ্দৃশ্যা হি দেবতা ॥ ইতি ॥

রহস্যার্ণবে তু—

দ্বারপূজা যত্র কৃতা তদন্তর্মণ্ডলং বিদুঃ ॥ ইতি ॥

অয়ং চ দেশতঃ পরিচ্ছেদ উক্তঃ। কালতঃ পরিচ্ছেদস্তু শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে—

দ্বারপূজাং সমারভ্য যাবদুদ্বাসনং ভবেৎ।
তাবত্তন্মণ্ডলং বিদ্ধি............ ॥ ইতি ॥

ত্রিপুরার্ণবেঽপি—

ইদং তন্মণ্ডলং দেবি প্রারভ্যৈতস্য পূজনম্।
মার্তাণ্ডমণ্ডলার্ঘ্যান্তং........... ... ॥ ইতি ॥

ইদমেব মণ্ডলং বক্ষ্যমাণমণ্ডলধর্মেষু জ্ঞেয়ম্।

পূজাগৃহং ততো গত্বা চক্ররাজং সমর্চয়েৎ।
বিদ্যাং জপেৎ সহস্রং বা ত্রিশতং শতমেব বা ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্তজপসঙ্খ্যা জ্ঞেয়া। অয়ং জপঃ কর্মাঙ্গভূতঃ, অঙ্গেরুভয়তঃ সন্দংশাৎ। যদ্বা—

আবৃত্তিগুরুনিত্যাঽর্চা সময়াম্নায়য়োরপি।
পূজাত্রয়ং জপশ্চৈব প্রধানং পূজনে মতম্ ॥

ইতি স্বতন্ত্রতন্ত্রে ত্রয়োদশোল্লাসে জপস্য প্রাধান্যকথনাৎ, প্রত্যক্ষবচনেন কথনস্য সর্ববাধকত্বাৎ ॥

স্তোত্রাণি, গণেশগ্রহনক্ষত্রেত্যাদিবামকেশ্বরতন্ত্রোক্তানি, সহস্রনামপাঠঃ, অপরাধস্তুতিঃ, সত্যবকাশে সপ্তশতীপাঠোঽপি, "ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তুবীত চরিতৈরিমৈঃ" ইতি তত্রৈব বিহিতাৎ। এবমাদিভিঃ সন্তোষ্য ॥ ২০ ॥

প্রদক্ষিণাদি

প্রদক্ষিণ নমস্কার জপ ও স্তোত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করতে হবে ॥ ২০ ॥

দেবীর একটি প্রদক্ষিণ করতে হবে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—বিষ্ণুর চারটি, ঈশ অর্থাৎ শিবের দুটি, শক্তির একটি, গণপতির তিনটি, আর ভাস্করের সাতটি—উক্তসংখ্যক প্রদক্ষিণ সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও

'পরিতঃ তোমার প্রদক্ষিণ করি' এই উক্তিতে দেবীর প্রদক্ষিণ সম্পর্কে এক-বচনান্ত 'প্রদক্ষিণং' পদই ব্যবহার করেছেন।

নমস্কার সম্পর্কে শাস্ত্রোপলব্ধিপর্যন্ত সাধকের ইচ্ছাই নিয়ামিকা। পরমানন্দতন্ত্রে নমস্কারের কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে। যথা—পূজাগৃহের বাইরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে দেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে হবে। মণ্ডলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করা চলবে না। ওগো শিবা, জানুদ্বয় পদদ্বয় মূর্ধা ও হস্তযুগল এই চতুরঙ্গের দ্বারা কৃত প্রণাম মণ্ডলে বিহিত।

যোগিনীতন্ত্রে মণ্ডলের লক্ষণ বলা হয়েছে—সেই দেবীর পূজা যে-স্থানে হয় তার চারদিকে একশ ধনুপরিমাণ স্থানকে মণ্ডল বলা হয়। এক ধনুর পরিমাণ চার হাত।

* * * *

এ হল মণ্ডলের দেশ পরিমাণ। তার কালপরিমাণ সম্পর্কে শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—

দ্বারপূজা থেকে আরম্ভ করে দেবতার উদ্বাসন পর্যন্ত তাঁর মণ্ডল বলে জানবে।

* * * *

তারপর পূজাগৃহে গিয়ে চক্ররাজের অর্চনা করতে হবে এবং সহস্র বা তিন শত বা এক শত সংখ্যক মন্ত্রজপ করতে হবে। এই জপসংখ্যা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্যক্ত হয়েছে।

* * * *

স্তোত্র বলতে বুঝাচ্ছে বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত গণেশগ্রহনক্ষত্র ইত্যাদির স্তোত্র, ললিতাসহস্রনামপাঠ, অপরাধক্ষমার্থ স্তুতি, অবকাশ হলে সপ্তশতীপাঠ। সপ্তশতীতেই বিধান দেওয়া হয়েছে—'এই সব চরিত পাঠ ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করবে।' এই প্রকার সব স্তোত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করতে হবে। ২০।

শক্তিপূজা

অথ শক্তিপূজামাহ—

তদ্রূপিণীমেকাং শক্তিং বালয়োপচারৈঃ সম্পূজ্য তাং মপঞ্চকেন সন্তর্প্য ॥ ২১ ॥

তদ্রূপিণীং ত্রিপুরসুন্দরীরূপিণীং একবচনেন একামিত্যনেন অদ্বিতীয়াং সৌন্দর্যেণেত্যর্থঃ প্রতিপাদ্যতে। এতেন তন্ত্রান্তরোক্তশক্তিলক্ষণানি সূচিতানি। বালয়া মন্ত্রেণ উপচারৈঃ যথাসম্ভবৈঃ। মপঞ্চকেন সন্তর্পণং তস্যাঃ ইচ্ছায়াং

সত্যাং জ্ঞেয়ম্। অয়ং ভাবঃ সন্তর্প্যেত্যনেন জ্ঞাপিতঃ। তর্পণং তৃপ্তিসম্পাদনং তৎ শক্তিনিষ্ঠতত্তদ্বিষয়কেচ্ছানিবর্তকো ব্যাপারঃ। তস্যা ইচ্ছায়ামসত্যাং তন্নিবর্তকব্যাপারস্যাপি অসম্ভবাৎ ইচ্ছায়ামেব ইতি সিধ্যতি। অন্যথা 'মপঞ্চকৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েৎ' ইত্যেব বদেৎ। তস্মাদয়মর্থঃ সিদ্ধঃ। শক্তিলক্ষণানি কুলার্ণবে—

সুরূপা তরুণী শান্তাঽনুকূলা মুদিতা শুচিঃ।
শঙ্কাহীনা ভক্তিযুক্তা গুরুশাস্ত্রপরায়ণা॥
প্রিয়াঙ্করা[১] বিশেষজ্ঞা দেবতাপূজনোৎসুকা।
মনোহরা সদাচারা শক্তিরেবং সুলক্ষণা॥ ইতি॥

যোগিনীতন্ত্রেঽপি—

সবর্ণা হীনবর্ণা বা কুলস্থা কুলটাঽপি বা।
মন্ত্রোপাসনসংযুক্তা পূজ্যা স্যাৎ গণিকাঽপি চ॥ ইতি॥

দোষা অপি কুলার্ণবে—

দুষ্যা চ কর্কশা লজ্জাহীনা চ কুলদূষিণী।
দুরাচারা দুরারাধ্যা ভীতা ক্রুদ্ধা চলাঽলসা॥
নিদ্রাসক্তাঽতিদুর্মেধাঃ হীনাঙ্গী ব্যাধিপীড়িতা।
দুর্গন্ধা দুঃখিতা মূঢ়া বৃদ্ধোন্মত্তা রহস্যভিৎ॥
ঈদৃশীং মন্ত্রযুক্তাং চ পূজাকালে বিবর্জয়েৎ॥ ইতি॥

যশ্চ যোগিনীতন্ত্রে—

যোগ্যা বাঽপি নিষিদ্ধা বা বহুদোষাকুলাঽ'প বা।
কালে সুবাসিনীং প্রাপ্তাং সর্বথা ভক্তিতোঽর্চয়েৎ॥ ইতি॥

সঃ মুখ্যালাভে পূর্ববচনৈঃ নিষিদ্ধায়া অভ্যনুজ্ঞাপরঃ, বিবাহে অনৃতবদনবৎ। যদ্বা—পূর্ববচনৈঃ নিষেধঃ প্রতিপাদিতো যঃ স শক্তিপূজাপরঃ। যোগ্যা বা ইত্যনেন তদতিরিক্তং সুবাসিনীমাত্রে পূজনং তৎকালে প্রতিপাদয়তি। যুক্তশ্চায়মেব পক্ষঃ॥ ২১॥

শক্তিপূজা

এরপর শক্তিপূজা ব্যক্ত করছেন—

ত্রিপুরসুন্দরীরূপিণী এক শক্তিকে[২] বালামন্ত্র[৩] ও উপচারের দ্বারা পূজা ক'রে পঞ্চমকারের দ্বারা তার তৃপ্তি সম্পাদন করতে হবে। ২১

১। প্রিয়েক্ষণা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। এই শক্তি মানবী।
৩। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।

তদ্রূপিণীং মানে ত্রিপুরসুন্দরীরূপিণীকে। এই পদের একবচনের দ্বারা এবং 'একাং' এই পদের দ্বারা সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়া এইটি প্রতিপাদিত হয়েছে। এ দ্বারা তন্ত্রান্তরোক্ত শক্তিলক্ষণগুলি সূচিত হয়েছে। বালয়া মানে বালামন্ত্রের দ্বারা। উপচারৈঃ অর্থ যথাসম্ভব উপচারের দ্বারা। তস্যাঃ মানে তার অর্থাৎ শক্তির, ইচ্ছা হলে পরে তবে পঞ্চমকারের দ্বারা সন্তর্পণ বুঝতে হবে। 'সন্তর্প্য' এই পদের দ্বারাই উক্ত ভাব বিজ্ঞাপিত হয়েছে। তর্পণ মানে তৃপ্তিসম্পাদন। তা হল শক্তির সেই সেই বিষয়ে ইচ্ছার নিবর্তক ব্যাপারবিশেষ। যদি তার ইচ্ছাই না হয় তা হলে ইচ্ছার নিবর্তক ব্যাপার অসম্ভব। অতএব, ইচ্ছা হলেই তৃপ্তিসম্পাদন হতে পারে এটি সিদ্ধ হল। অন্যরূপ উদ্দেশ্য থাকলে সূত্রকার মপঞ্চকের দ্বারা এবং উপচারের দ্বারা পূজা করতে হবে এইরূপ বলতেন। সুতরাং, এ থেকে আমাদের ব্যাখ্যাত অর্থ সিদ্ধ হল। কুলার্ণবে শক্তিলক্ষণসমূহ বলা হয়েছে—সুরূপা, তরুণী, শান্তা, অনুকূলা অর্থাৎ কৌলাচারের প্রতি অনুকূলা, আনন্দিতা, শুচি, শঙ্কাহীনা, ভক্তিযুক্তা, গুরু-ও শাস্ত্র-পরায়ণা, প্রিয়া, অক্ষরা, বিশেষজ্ঞা, দেবতার পূজায় উৎসুকা, মনোহরা, সদাচারা শক্তিই সুলক্ষণা।

যোগিনীতন্ত্রেও বলা হয়েছে—

সবর্ণা হোক কি হীনবর্ণা হোক, কুলনারী হোক কি কুলটা হোক, মন্ত্র ও-উপাসনা-সংযুক্তা শক্তি গণিকা হলেও পূজ্যা।

কুলার্ণবে শক্তির দোষও বলা হয়েছে। যথা—দুষ্টা, কর্কশা, লজ্জাহীনা, কুলদূষিণী, দুরাচারা, দুরারাধ্যা, ভীতা, ক্রুদ্ধা, চঞ্চলা, আলস্যযুক্তা, নিদ্রাসক্তা, অতিদুর্মেধা, হীনাঙ্গী, ব্যাধিপীড়িতা, দুর্গন্ধযুক্তা, দুঃখিতা, মূঢ়া, বৃদ্ধা, উন্মত্তা, রহস্যপ্রকাশকারিণী, এইরূপ মন্ত্রযুক্তা শক্তিকেও পূজাকালে বর্জন করবে।

আবার যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—

যোগ্যা হোক কি নিষিদ্ধা হোক কিংবা বহুদোষযুক্তা হোক, কোনো সুবাসিনীকে পূজাকালে পেলে সর্বথা ভক্তিভাবে তার অর্চনা করতে হবে।

যেখানে মুখ্যা অলভ্যা সেখানে পূর্ববচনে বিবৃত নিষিদ্ধ শক্তি সম্পর্কে এই বচনে অনুমতি দেওয়া হল। বিবাহকালে মিথ্যা কথা বলায় যেমন দোষ হয় হয় না, এটিও তেমনি। অথবা বলা যায়—পূর্ববচনে যে নিষেধ করা হয়েছে তা শক্তিপূজাসম্পর্কে। এই বচনে 'যোগ্যা বা' এই উক্তির দ্বারা যোগ্যা ছাড়া অন্য সুবাসিনীমাত্রের পূজা সেই সময়ে অর্থাৎ পূজাকালে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ পক্ষও যুক্তিযুক্ত।২১।

হবিশেষপ্রতিপত্তিঃ

হবিশেষপ্রতিপত্তিমাহ—

শিষ্টৈঃ সার্ধং চিদগ্নৌ হবিশেষং হুত্বা ॥ ২২ ॥

অত্র শিষ্টত্বং কুলার্ণবে দর্শিতম্—

অহো ভুক্তং তু যন্মদ্যং মোহয়েৎ ত্রিদশানপি।
তন্মেরেয়ং শিবং পীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ॥
জপন্ শিবপরো ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ॥ ইতি॥

ঈদৃশং শিষ্টত্বং সাময়িকনিষ্ঠম্। এতেন বিশেষণেন আধুনিকাঃ কৌলিকম্মন্যাঃ কেবলং জিহ্বাচপলাঃ মণ্ডলে ন প্রবেশ্যাঃ ইতি জ্ঞাপিতং ভবতি। সাময়িকৈঃ সহেতি সহত্বং একজাতীয়ক্রিয়াকর্তৃত্বং, "পুত্রেণ সহ যাতি" ইত্যাদৌ তথা দৃষ্টত্বাৎ। প্রকৃতেঽপি হোমরূপৈকজাতীয়ক্রিয়াকর্তৃত্বমস্তীতি সহত্বং উপপন্নম্। চিদগ্নৌ চিল্লক্ষণেঽগ্নৌ হবিশেষং দেবতোদ্দেশেন সংস্কৃতার্পিতশেষম্। হুত্বেত্যনেন তত্র কেবলহোমবুদ্ধিরেব বিধেয়া। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিষয়িণীচ্ছা ন কদাঽপি কার্যেতি সূচিতং ভবতি। মণ্ডলে প্রবেশে ইন্দ্রিয়তৃপ্তীচ্ছায়াং পতিত এব স্যাৎ ইতি ভাবঃ। অয়ং চ উপযুক্তদ্রব্যসংস্কারঃ "আগ্নেয়ং চতুর্ধা করোতি" ইতিবৎ, হবিশেষং ইতি দ্বিতীয়াশ্রবণাৎ॥

এতেনেদানীন্তনাঃ একং কলশং অসংস্কৃতদ্রব্যেণ পরিপূর্ণং স্থাপয়িত্বা তস্মিন্ বিশেষার্ঘ্যবিন্দুং কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যং সাময়িকেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি। তেষামনুকূলতয়া নিবন্ধকারোঽপি ক্ষীরকলশাদিকং দেব্যাঃ পশ্চাদ্ভাগে নিধায়েতি, বিশেষার্ঘ্যপাত্রাৎ কিঞ্চিৎ ক্ষীরং কলশে নিক্ষিপেৎ ইতি চ বাক্যদ্বয়ং লিলেখ। ইদং মূলং কৃত্বা য ঈদৃশোঽনাচারঃ পতনহেতুঃ প্রবৃত্তঃ স লিখিতসূত্রবিরোধেন নিরস্তঃ, তস্মিন্ হবিঃশেষত্বাভাবাৎ। যদি চ বিন্দুমাত্রপ্রক্ষেপেণ হবিশেষত্বং সংস্কৃতত্বং স্যাৎ তর্হি আপণস্থদ্রব্যেঽপি বিন্দুপ্রক্ষেপং কৃত্বা দ্রব্যস্বীকারে দোষাভাবেন মহানুপপ্লবঃ স্যাৎ॥

যচ্চ ত্রিপুরার্ণবে—

তথা পূজানিমিত্তং বৈ প্রথমাদ্যমুপাহৃতম্।
যচ্ছিয়ং তৎ পবিত্রং স্যাৎ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা শুচির্ভবেৎ॥
তথৈব মণ্ডলে প্রাপ্তং সর্বং তদমৃতং ভবেৎ।
বিপ্রেণান্যেন বাঽঽনীতং দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ॥
প্রথমাদ্যৈঃ সংস্কৃতৈস্তু যুক্তং তত্তদগাত্মজে।
অবিশেষেণ সর্বৈস্তু গ্রাহ্যং শঙ্কাবিবর্জিতৈঃ॥ ইতি॥

সংস্কৃতদ্রব্যেণ যুক্তং অসংস্কৃতং সংস্কৃতং ভবতীতি কথয়তীতি যত্ত্বচ্যতে, তথাঽপি সংস্কৃতদ্রব্যসংযোগো দ্বেধা। সংস্কৃতদ্রব্যস্য অসংস্কৃতদ্রব্যপাত্রে প্রক্ষেপে সতি একঃ, সংস্কৃতে বিশেষার্ঘ্যপাত্রে অসংস্কৃতদ্রব্যপ্রক্ষেপেণাপরঃ। তত্র পূর্বস্মাৎ পক্ষাৎ উত্তরপক্ষো বরিষ্ঠঃ, শ্রৌতে কর্মণি সোমে দ্রোণকলশে দর্শপূর্ণমাসে ধ্রুবাদৌ তথা দৃষ্টত্বাৎ। কিংচ যদি সংস্কৃতদ্রব্যেণ লৌকিকং বহিষ্ঠং সংস্কৃতং ভবেৎ তর্হি অতিপ্রসঙ্গো দর্শিতঃ পূর্বমেব। বহির্দ্রব্যস্য পাত্রে প্রক্ষেপপক্ষে পূর্বোক্তাতিপ্রসঙ্গোঽপি নাস্তি। ইদমপি সাধকম্। তস্মাৎ দ্বিতীয়পক্ষ এব শ্রেষ্ঠঃ। তত্রাপি পূজানিমিত্তং ভক্তেনানীতস্থল এব অয়ং প্রকারো নান্যত্র, অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। ইদানীন্তনাঃ বুদ্ধ্যা যথেচ্ছং দ্রব্যং সম্পাদ্য মনঃপূতং ব্যবহরন্তি। তৎপতনায়ৈবালং ভবিষ্যতীতি ॥

বস্তুতস্তু ইদমপি তন্ত্রান্তরানুযায়িনাং, ন তু সূত্রানুযায়িনাম্। সূত্রে হবিশেষং হুত্বেত্যুক্ত্যা কলশস্থাসংস্কৃতদ্রব্যে হবিশেষত্বং গীর্বাণগুরুণাঽপি প্রতিপাদয়িতুমশক্যম্, শাস্ত্রোক্তবিধিনা সংস্কৃত্য দেবতায়ৈ দত্তশেষস্যৈব হবিশেষত্বাৎ। তস্মাৎ যাগশেষেণৈব হোমপ্রতিপত্তিসংস্কারঃ সূত্রানুযায়িনাং নান্যদ্রব্যেণ ইতি রাদ্ধান্তঃ ॥

ননু তর্পণে আবরণপূজনে চ কৃতে সতি যদা তত্রৈব বিনিয়োগঃ তদা ইদং কর্ম লুপ্তং স্যাৎ ইতি চেৎ—ন। যথা "অশ্বশফমাত্রং পুরোডাশং করোতি," "অঙ্গুষ্টপর্বমাত্রমবদ্যতি", ইতি বিধিভ্যাং অনুষ্ঠিতে হবিশেষো নিয়তঃ, তথা তন্ত্রান্তরে—

সামান্যকলশং পঞ্চপলান্যূনজলৈর্যুতম্।
দিক্পলাদধিকং নৈব হেতুকুম্ভং তদর্ধকম্ ॥
তদর্ধং চ বিশেষার্ঘ্যম্............ ॥

ইতি মানানুসরণে সূত্রানুযায়িনাং হেতুকুম্ভস্থানাপন্নবিশেষার্ঘ্যে হেতুকুম্ভমানাঙ্গীকারে ষোড়শশতগুঞ্জাপরিমিতং বিশেষার্ঘ্যদ্রব্যং ভবতি। যদি চ বিশেষার্ঘ্যমানমেব অস্য তুল্যনামত্বাৎ অঙ্গীক্রিয়তে তদাঽপি অষ্টশতগুঞ্জাপরিমিতমিত্যবিবাদম্। আবরণপূজাদিষু একৈকদেবতোদ্দেশেন একৈকবিন্দুবিনিয়োগো দৃশ্যতে। তথা সতি সাময়িকানামাত্মনশ্চ হোমায়ালং দ্রব্যং শিষ্যতে এব। অস্মিন্ শাস্ত্রে দ্রব্যস্বীকারজনিতোঽবস্থাবিশেষঃ উল্লাসঃ। সোঽপি দ্রব্যস্যাত্যুত্তমত্বে ভবিতুমর্হতি ইতি ন কাঽপ্যনুপপত্তিঃ ॥

অত্র হোমেতিকর্তব্যতায়াঃ শিষ্টানাং মণ্ডলে প্রবেশধর্মাণাং চ অনুক্তেঃ

কথং শিষ্টৈঃ সহ হোমং কুর্যাৎ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তন্ত্রান্তরং তদ্বিষয়ে শরণী-কার্যম্। তথা সতি আদৌ মণ্ডলধর্মা উচ্যন্তে। তে চোক্তাঃ পরমানন্দতন্ত্রে—

ক্ষতাঙ্গো জ্বরিতাঙ্গশ্চ মলিনাম্বরমূর্ধজঃ।
আশৌচাঙ্গস্তথোষ্ণীষী কঞ্চুকী কৃতভোজনঃ॥
পূয়িতাঙ্গস্তথোচ্ছিষ্টমুখো মরণসূতকী।
অপস্মারী ক্লেশযুক্তঃ ছর্দ্যতীসাররোগবান্॥
প্রায়শ্চিত্তী তথাঽস্নাতো ন বিশেন্মণ্ডলে ক্বচিৎ।
সকৃন্মোহাৎ প্রবিষ্টোঽপি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ॥
যদি তেষাং তু ভক্তিঃ স্যাদুৎকটা দর্শনাদিষু।
পূজাগৃহদ্বারদেশাদ্বহিঃ পূজাং সমাচরেৎ॥ ইতি॥

ত্রিপুরার্ণবে ভুক্তস্য বিশেষঃ—

অতর্কিতো দিবা ভুক্তো যদা রাত্রৌ সমাগতঃ।
তদা গুর্বাদ্যাজ্ঞয়া তু স্নাত্বা সেবেন্ন চান্যথা॥ ইতি॥

ইদমপি সেবনং মণ্ডলাদ্বহিরেব।

ভুক্ত্বা ন মণ্ডলং গচ্ছেৎ সর্বথা পরমেশ্বরি।

ইতি মণ্ডলপ্রবেশনিষেধবাধকশাস্ত্রাভাবাৎ।

যচ্চ কুলার্ণবে—

অস্নাত্বা বাঽপি ভুক্ত্বা বা অভক্ত্যা[১] বা কুলেশ্বরি।
যঃ সেবেত কুলদ্রব্যং স দারিদ্র্যমবাপ্নুয়াৎ॥

ইতি ভুক্তস্য কুলদ্রব্যসেবননিষেধশাস্ত্রং কামং বাধতাং প্রবেশনিষেধবাধকাভাবাৎ প্রবেশো ন কর্তব্যঃ। ন চ মণ্ডলাৎ বহিঃ স্বাত্মীকারবিধ্যভাবেন স্বাত্মীকারবিধিনা প্রবেশোঽপ্যাক্ষিপ্যতে ইতি বাচ্যম্। তথা সতি ত্রিপুরার্ণবে "ভুক্ত্বা ন মণ্ডলং গচ্ছেৎ" ইতি প্রবেশনিষেধেনৈব স্বাত্মীকারনিষেধে সিদ্ধে—

কুলদ্রব্যং তথা ভুক্ত্বা মোহাদপি প্রমাদতঃ।
যঃ সেবেত স বৈ দেবি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ॥

ইত্যনেন উন্নীতঃ কুলদ্রব্যসেবননিষেধো ব্যর্থঃ স্যাৎ। অতোঽনেনৈব জ্ঞাপকেন বহিরপি সেবনং দ্রব্যস্য সিদ্ধম্॥

এবং প্রবেশযোগ্যানুক্ত্বা প্রবেষ্টৃগুণানপ্যাহ পরমানন্দতন্ত্রে—

স্নাতঃ শুচির্ধৌতবস্ত্রো ধৃতপুণ্ড্রঃ শুভাশয়ঃ।
ক্ষালিতাঙ্ঘ্রিকরো দেবীং ধ্যায়ন্ ভক্ত্যা প্রণম্য চ॥

১। অভ্যঙ্ক্ত্বা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

আচার্যাজ্ঞাঽনুরূপেণ মণ্ডলান্তর্বিশেৎ ততঃ।
ভাবয়ন্ দেবতারূপং মণ্ডলং প্রণমেৎ বুধঃ॥
পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কুর্যাৎ তদ্বিধানং নিগদ্যতে।
সামান্যকুম্ভতোয়েন করৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ॥
সুরভীকৃত্য গন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পাণ্যাদায় ভক্তিতঃ।
উত্থায় চ ততো দেবি দেবতাঽভিমুখস্থিতঃ॥
শ্রীনাথাদিগুরুত্রয়ং গণপতিং পীঠত্রয়ং ভৈরবং।
সিদ্ধৌঘং বটুকত্রয়ং পদযুগং দূতীক্রমং মণ্ডলম্।
বীরান্ হ্যষ্টচতুষ্কষষ্টিনবকং বীরাবলীপঞ্চকং
শ্রীমন্মালিনিমন্ত্ররাজসহিতং বন্দে গুরোর্মণ্ডলম্॥
সম্প্রাপ্তপঞ্চদশ্যাদিঃ সাধকস্তু মহেশ্বরি।
সমষ্টিযোগিনীবিদ্যামপি তত্র পঠেচ্ছিবে॥
দেবতাং ধ্যানোক্তরূপাং ধ্যায়ন্ সম্পূজ্য শঙ্করি।
আচার্য্যাদীংস্ততো ধ্যাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরি॥
প্রণমেদুক্তবিধিনা জ্ঞাত্বা সর্বং শিবাত্মকম্।
সদ্বিতীয়ং সমাদদ্যাৎ পাত্রমাচার্যসত্তমাৎ॥
পাত্রং গ্রাহ্যং দক্ষকরে দীক্ষাযুক্তেন শঙ্করি।
অন্যেন তু সমাদেয়ং বামহস্তেন শঙ্করি॥
অথবা বামহস্তেন সর্বৈর্গ্রাহ্যং মহেশ্বরি।
হস্তান্তরেণ ত্বাচ্ছাদ্য গৃহ্ণীয়াৎ দাপয়েদপি॥
অনাচ্ছাদিতপাত্রং তু ভবেদসুরভাগকম্।
তর্পণ্যাদ্যুপযোগে তু ছাদনং তু পরিত্যজেৎ॥
উপবেশক্রমং দেবি শৃণু সংযতমানসা।
মণ্ডলাকারতো বাঽপি চতুরশ্রতয়াঽথবা॥
আচার্যং মধ্যতঃ কৃত্বা বিশেৎ জ্যেষ্ঠক্রমেণ তু।
জ্যেষ্ঠেষু সৎসু ন বিশেৎ আচার্যস্য সমীপতঃ॥
ন সাম্যেন গুরোঃ স্থেয়ং স্ত্রীণাং মধ্যে তথৈব চ।
নাগ্রতস্তু গুরোর্দেবি নাজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য বৈ গুরোঃ॥
এবং জ্ঞাত্বা সম্প্রদায়ং নিষীদেন্মণ্ডলে শিবে।
আচার্যোঽপি তথা জ্যেষ্ঠানুত্থায় প্রণিপত্য চ॥
তেষামাজ্ঞাং গৃহীত্বৈব স্বাসনেঽথ সমাবিশেৎ।

তস্মৈ চ পাত্রং দদ্যাদ্বৈ জ্যেষ্ঠায়োত্থায় সাধকঃ।
জ্যেষ্ঠান্ কনিষ্ঠোঽপি দেবি গৃহ্ণীয়াদুত্থিতো নমন্।
সর্বান্ সম্পূজ্য পাত্রাণি দাতব্যানি মহেশ্বরি॥
অসম্পূজ্য শিষ্যমপি যো দদ্যাৎ পাত্রমম্বিকে।
তস্মৈ কুপ্যতি সা দেবী যস্মাৎ সর্বং হি তন্ময়ম্॥
প্রক্ষাল্য পাত্রং পুষ্পাদিযুতমাচ্ছাদ্য যত্নতঃ।
আচার্যায় তথা দদ্যাৎ নমস্কুর্যাচ্চ ভক্তিতঃ॥
স্বীকৃত্য তৎপ্রসাদং বৈ জপ্ত্বা স্তোত্রাদিকং পঠেৎ॥ ইতি॥

ত্রিপুরার্ণবে—

শক্ত্যা স্বর্ণাদিসংযুক্তমর্পয়েৎ পাত্রমম্বিকে।
যৎকিঞ্চিদ্বাঽপি পাত্রস্থং দত্বাঽনন্তফলং লভেৎ॥ ইতি॥

সুবাসিনীনাং বিশেষো যোগিনীতন্ত্রে—

এবং সন্তর্প্য হুত্বা তু সুবাসিন্যঃ সশেষকম্।
দদ্যুস্তৃতীয়ং তুর্যং বা পাত্রং পীঠাধিকারিণে॥ ইতি॥

ত্রিপুরার্ণবে কশ্চিদ্বিশেষঃ—

বীরাৎ জ্যেষ্ঠাৎ তথাঽঽচার্যাৎ গ্রাহ্যং শেষং চ চর্বণম্।
তদভাবেঽপি চান্যস্মাৎ জ্যেষ্ঠাৎ গ্রাহ্যং নগাত্মজে॥

বৃহদ্বামকেশ্বরতন্ত্রে—

গুর্বাদ্যভাবে জ্যেষ্ঠাত্তু চর্বণং শেষমর্পয়েৎ।
তদভাবে গুরুং মূর্ধ্নি ধ্যাত্বা তচ্ছেষকং ন্যসেৎ[1]॥
আদৌ বা গুরুশেষং স্যাৎ সর্বান্তে বা নগাত্মজে।
পিবেদশব্দং পাত্রং তু সকৃন্নিরবশেষকম্॥
সাবশেষং তু যৎপাত্রং সুরাপানসমং তু তৎ॥ ইতি॥

পাত্রস্য ওষ্ঠাস্পর্শেঽপি নিষেধস্তত্রৈব—

দূরাদোষ্ঠাস্পর্শনেন পানং তু পশুপানবৎ॥ ইতি॥

কুলার্ণবেঽপি—

করেণ পাত্রং ধৃত্বাঽথ ন তিষ্ঠেত চিরং প্রিয়ে।
নালপন্ পাত্রহস্তঃ সন্ তিষ্ঠেত ক্বচিদম্বিকে॥

১। তচ্ছেষমাহরেৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পাদেন ন স্পৃশেৎ পাত্রং ন বিন্দুং পাতয়েদধঃ।
নান্যোন্যং তাড়য়েৎ পাত্রং ন পাত্রং পাতয়েদধঃ॥
সাধারং নোদ্ধরেৎ পাত্রং নিরাধারং ন নিক্ষিপেৎ।
রিক্তং পাত্রং ন কুর্বীত ন পাত্রং ভ্রাময়েৎ প্রিয়ে॥
ন পাত্রং লঙ্ঘয়েদ্বিদ্বান্ পাত্রং নোৎপাতয়েৎ প্রিয়ে।
প্রক্ষাল্য গোপয়েৎ পাত্রং ইত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥ ইতি।

পরমানন্দতন্ত্রে কশ্চন বিশেষঃ—

অর্ঘ্যস্থাপনমারভ্য যাবৎপাত্রবিসর্জনম্।
সর্বং শিবময়ং পশ্যেদন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
সর্বে বর্ণা দ্বিজাস্তত্র ন ভেদং চিন্তয়েৎ ক্বচিৎ।
উদ্বাসনান্তরং নৈক্যং কুর্যাদ্বিদ্বান্ কদাচন॥
স্বাঙ্গীকারস্ত্রিধা দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
উদ্বাসাবধি দিব্যঃ স্যাৎ তৎপশ্চাদ্বীর উচ্যতে॥
অসংস্কৃতঃ পশুঃ প্রোক্তো বিপ্রাণামাদ্য এব তু।
অপশুঃ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং ত্রিতয়ং ভবেৎ॥ ইতি॥

কুলার্ণবেঽপি—

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং[1] দিব্যং বীরং ভুক্তিপ্রদং ভবেৎ॥ ইতি॥

রহস্যার্ণবেঽপি—

সম্পূজ্যৈবং বিধানেন বিপ্রশ্চোদ্বাসনাবধি।
দ্রব্যং পিবেৎ তদন্তেঽপি ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব চ॥
শূদ্রস্ত্বিচ্ছাঽনুরোধেন বিধিনা বাঽন্যথাঽপি বা।
নিবেদ্য দেবতায়ৈ তৎ সন্তর্প্য প্রপিবেদনু॥ ইতি॥

এতাবন্তঃ অত্যাবশ্যকধর্মাঃ নিরূপিতাঃ। ইতোঽধিকা অনেকতন্ত্রাবলোকনেন জ্ঞেয়াঃ। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ লিখ্যন্তে॥

অত্র সাময়িকানাং কল্পসূত্রানুযায়িনাং অন্যেষাং উক্তাঃ মণ্ডলধর্মাঃ তুল্যাঃ। হোমমন্ত্রঃ সূত্রানুযায়িনাং "আর্দ্রং জ্বলতি" ইতি মন্ত্র এব, মন্ত্রাকাঙ্ক্ষায়াং তন্ত্রান্তরমন্ত্রাৎ অস্য সন্নিকৃষ্টত্বাৎ। অন্যেষাং স্বস্বতন্ত্রোক্তা সরণিঃ। অত্রেয়ং ব্যবস্থা চিন্ত্যতে। পীঠাধিকারিণা স্বকর্তৃকপূজাফলসিদ্ধয়ে প্রতিপত্তিসংস্কারস্য অবশ্যমনুষ্ঠেয়তয়া স মণ্ডলে ধ্যানসমর্থোঽসমর্থো বা কামং দ্রব্যস্বীকারং

১। ভুক্তিপ্রদং ভবেদ্দিব্যং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

করোতু। সাময়িকস্তু দ্রব্যহোমানন্তরং শাস্ত্রোক্তধ্যানসমর্থ এব দ্রব্যং জুহুয়াৎ নান্যঃ। তথা হি—

অন্তর্নিরন্তরমনিন্ধনমেধমানে মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাসভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানম্ ॥
ধর্মাধর্মহবির্দীপ্তাবাত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥

ইতি মন্ত্রলিঙ্গেন কল্পিতো ধ্যানপ্রকার আবশ্যকঃ। দেবীযামলেঽপি—

হোমেন চেতনাং জিত্বা ধ্যায়েদাত্মানমাত্মনা ॥ ইতি ॥

কুলার্ণবেঽপি—

তন্মৈরেয়ং শিবং পীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ।
জপন্ শিবপরো ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ ॥ ইতি ॥

পরমানন্দতন্ত্রেঽপি—

স্বীকৃত্য তৎপ্রসাদং বৈ ধ্যায়েন্নিশ্চলমম্বিকাম্ ॥ ইতি ॥

বীরচূড়ামণৌ গণেশ্বরসংহিতায়াম্—

দ্রব্যমাস্বাদ্য বিধিনা মনো নিশ্চলতাং নয়েৎ।
ততো ধ্যায়েৎ পরং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥

ইত্যাদিমনোনিগ্রহপূর্বকধ্যানবিধায়কবচনানি বহূনি।

যাবৎসুষুপ্ততা ন স্যাদবিকারিত্বমেব চ।
তাবদেব জুহুয়াৎ দেবি নিষ্ফলং ত্বন্যথা ভবেৎ ॥ ইতি ॥
বিকারে তু সমুৎপন্নে ধ্যানযোগবহিষ্কৃতঃ।
যোগিনীনাং পশুর্দেবি মণ্ডলাচ্চ বহিষ্কৃতঃ ॥

ইত্যধিকপাত্রহোমে ধ্যানভ্রংশমূলানর্থোঽপি তন্ত্রে। তেনাপি ধ্যানাবশ্যকতা সিধ্যতি। এবমাদীনি বহূনি সন্তি। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ লিখিতমেতাবদলমিতি ॥

ইত্থং চ দ্রব্যসেবনস্য প্রথমফলং চিত্তৈকাগ্র্যং, তেন বিনা ধ্যানাসম্ভবাৎ। অতএব পরমানন্দতন্ত্রে—

তাবদেব জুহুয়াৎ দেবি যাবদানন্দসংপ্লুতঃ।
মনো নিশ্চলতাং যাতি চিত্তং চাপি প্রসাদতাম্ ॥
বিকারে তু সমুৎপন্নে ধ্যানযোগবিহীনতঃ।
যোগিনীনাং পশুর্দেবি মণ্ডলাচ্চ বহিষ্কৃতঃ ॥

ইতি অযোগ্যস্য দ্রব্যস্বীকারে অনিষ্টং ফলং দর্শয়তি। যোগিনীতন্ত্রেঽপি—

কুলদ্রব্যং সমাশ্রিত্য মনো নিশ্চলতাং নয়েৎ ॥ ইতি ॥

ত্রিপুরার্ণবেঽপি—

অয়ং সর্বোত্তমো ধর্মঃ কৌলমার্গো মহেশ্বরি।
অসিধারাব্রতসমো মনোনিশ্চলহেতুকঃ॥
তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্বথা হ্যতিদুষ্করম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনস্য.................॥

ইত্যেবমাদীনি তন্ত্রবচনানি দ্রব্যসেবনং মনোনিগ্রহদ্বারা ধ্যানার্থং কর্তব্যং বিপরীতে বাধত ইতি, কোটিশঃ উপলভ্যন্তে। এবমাদিতন্ত্রবচনার্থানাং সঙ্গ্রহং কুর্বন্নেব শ্রীপরশুরামঃ "শিষ্টৈঃ সহ" ইত্যুবাচ। ঈদৃশধ্যানসমর্থো ব্রতাদি-দিবসেষ্বপি অবিচারেণ অনাদৃতোঽপি মণ্ডলং প্রবিশ্য পাত্রং যাচিত্বা হুত্বা ধ্যানং সম্পাদয়েৎ। তদুক্তং ত্রিপুরার্ণবে—

এবং সাময়িকো ভক্ত্যা মানদম্ভবিবর্জিতঃ।
অনাহূতোঽপি বাঽহূতো[১] ব্রজেন্মণ্ডলমুত্তমম্॥
ব্রতী বাঽপি হুনেদেব ন দোষস্তত্র বিদ্যতে।
ব্রতাদিশঙ্কয়া যস্তু ন ব্রজেদাদৃতোঽপি সন্॥
ব্রতং তস্য প্রতিহতমনর্থং চ সমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ কনিষ্ঠাহূতোঽপি প্রবিশেদেব মণ্ডলে॥ ইতি॥

অত্র জ্যেষ্ঠত্বং কনিষ্ঠত্বং চ বিপ্রাণাং দীক্ষাপূর্বাপরভাবেন জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং রুদ্রযামলে—

বালোঽপি দীক্ষিতঃ পূর্বং জ্যেষ্ঠঃ স তু কুলাগমে॥ ইতি॥
দ্বিজোঽপি দীক্ষিতঃ পশ্চাদন্ত্যজঃ পূর্বদীক্ষিতঃ।
দ্বিজঃ কনিষ্ঠঃ স জ্যেষ্ঠ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥ ইতি॥

তত্রৈব বচনাৎ ক্ষত্রিয়াদীনাং পশ্চাৎ দীক্ষিতোঽপি দ্বিজ এব জ্যেষ্ঠঃ। ক্বচিদুচ্ছিষ্টগ্রহণে যোনিসম্বন্ধাদপি জ্যেষ্ঠত্বং প্রতিপাদয়তি। তদুক্তং ত্রিপুরার্ণবে—

বিদ্যাসম্বন্ধতো বাঽপি যোনিসম্বন্ধতস্তথা।
জ্যেষ্ঠানামপি চোচ্ছিষ্টং দীক্ষিতানাং চ ভক্ষয়েৎ॥ ইতি॥
দীক্ষাহীনস্য চোচ্ছিষ্টং জনকস্যাপি দীক্ষিতঃ।
ন ভক্ষয়েৎ সকৃদ্বাঽপি ভুক্ত্বা পাতিত্যমাপ্নুয়াৎ॥ ইতি।

অথ প্রসঙ্গাৎ কেন কিয়দ্দ্রব্যসেবনং কার্যং তদ্বিবিচ্যতে। তত্র বালো-

---

১। অনাদৃতোঽপ্যনাহূতো ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

পান্তৌ ত্রিপাত্রং, পঞ্চদশীমন্ত্রোপদেশবতঃ চতুষ্পাত্রং, ষোড়শ্যাদিদীক্ষাবতঃ পঞ্চপাত্রম্। তদুক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

সৌভাগ্যদো[১]পাসকস্য চতুস্তত্ত্বং ভবেচ্ছিবে।
বালাদ্যুপাসকানাং তু তৎপূজোক্তবিধানতঃ॥
তেষাং তু তত্ত্বত্রিতয়ং অন্যৎ সর্বং সমং ভবেৎ॥ ইতি॥
দীক্ষাবতাং পূর্ণপাত্রং পঞ্চমং তু ভবেচ্ছিবে।
হুত্বা শিবাগ্নৌ ক্রমশঃ ত্রিচতুঃপঞ্চপাত্রকম্॥ ইতি॥

নন্

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে॥
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
আনন্দাৎ তৃপ্যতে দেবী মূর্চ্ছয়া ভৈরবঃ স্বয়ম্।
বমনাৎ সর্বদেবাস্তু তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ॥

ইত্যাদিকুলার্ণবপ্রভৃতিতন্ত্রেষ্বনিয়তপানস্যোক্তত্বাৎ কথং পাননিয়ম ইতি চেৎ—শৃণু শাস্ত্রাভিপ্রায়ং অজ্ঞস্তত্ত্বম্বুভুৎসুশ্চেৎ। পীত্বা পীত্বেতি লিখিতবচনং "আগলান্তং পিবেৎ দ্রব্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ" ইত্যাদিকুলার্ণববচনং যথেচ্ছয়াঽনুরূপং ন সর্বেষাং, কিং তু পূর্ণারূঢ়ানাম্। অতএব কুলার্ণবে "আগলান্তং" ইত্যস্যাব্যবহিতপ্রাক্ "পূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগদ্যতে" ইতি প্রতিজ্ঞায় "আগলান্তং পিবেৎ দ্রব্যং" ইত্যাদিবচনানি লিখিতানি। পূর্ণাভিষেকলক্ষণমপি তত্রৈব কুলার্ণবে—

যো নিন্দাস্তুতিশীতোষ্ণসুখদুঃখাদিসম্ভবে।
সমঃ সর্ব্বত্র যোগীশো হর্ষামর্ষবিবর্জিতঃ॥ ইত্যাদিনা,
তত্ত্বত্রয়শ্রীচরণমূলমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
দেবতাগুরুভক্তশ্চ শাম্ভবীমুদ্রয়াঽন্বিতঃ॥
স চ পূর্ণাভিষিক্তঃ স্যাৎ কৌলিকো ন তু দীক্ষয়া॥ ইতি॥

ঈদৃশো যঃ পূর্ণাভিষিক্তঃ স এব পূর্ণারূঢ়ঃ, তস্যৈব আগলান্তমিতি বিধানম্। অত এব অমৃতারহস্যে—

ব্রহ্মজ্ঞানী সুরাং পীত্বা কুলাচারে চরন্ মুহুঃ।
ভূমৌ পততি তস্যাঙ্গে লগন্তি যদি রেণবঃ।
তাবৎকালং রেণুসঙ্খ্যং ব্রহ্মলোকে স মোদতে॥

ইতি বচনে ব্রহ্মজ্ঞানীতি সমষ্টিশব্দেন কুলার্ণবোদিতং বিশিষ্টার্থমাহ।

১। কৌলমার্গরহস্যধৃতঃ পাঠঃ। রামেশ্বরধৃতঃ পাঠঃ সৌভাগ্যতো।

ইদানীন্তনাঃ তন্ত্রার্থমজানন্তো রাগান্ধাঃ স্বাধিকারং অবিচার্য পীত্বা পীত্বেতি তন্ত্রবচনানি লোকানাং দর্শয়িত্বা স্বয়ং যথেচ্ছাঽঽচারং কুর্বন্তঃ পরেষাং বুদ্ধিমপি তিরোদধিরে। তে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ তাবন্নরকযাতনামুপলভেয়ুঃ। অত্র প্রমাণং পরমানন্দতন্ত্রে—

যাবন্ন চলতে দৃষ্টির্যাবন্ন চলতে মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্বীত পশুপানমতঃ পরম্॥
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং যাবন্ন মুখবৈকৃতিঃ।
তাবদেব পিবেৎ দ্রব্যমন্যথা পতনং ভবেৎ॥ ইতি॥

যথা সাধকঃ স্বযোগ্যতাঽনুসারেণ দ্রব্যং স্বীকুর্যাৎ, এবমাচার্যোঽপি যোগ্যতাং দৃষ্ট্বৈব পাত্রং দদ্যাৎ। তদুক্তং কুমারীতন্ত্রে—

কৌলিকে পাত্রমধিকং প্রযচ্ছত্যবিচারয়ন্।
তদীয়মধিকারং সঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥ ইতি॥

তত্রৈব—

পানমেকপ্রযত্নেন যাবদ্দ্রব্যস্য বৈ ভবেৎ।
তদারম্ভে ভবেৎ পানং ন ন্যূনং নাধিকে শিবে॥ ইতি॥

পানপাত্রমানং নীলাতন্ত্রে। একপ্রযত্নসাধ্যপানসাধনদ্রব্যমানং পাত্রং ভবতি ইতি তদর্থঃ। কিং চ তন্ত্রান্তরে—

উল্লাসভেদমজ্ঞাত্বা প্রাপ্য মূঢ়ত্বমম্বিকে।
জিহ্বালোলুপভাবেন চেন্দ্রিয়প্রীণনায় চ।
যঃ পিবেত্তং তু তামিস্রে মাতৃকাঃ পাতয়ন্তি বৈ॥ ইতি॥

ইত্থং চ ইদানীন্তনানাং অজিতেন্দ্রিয়াণামপি আরম্ভোল্লাস[১] পর্যন্তানুধাবনমেব যুক্তম্। অত এবোক্তং তন্ত্রে—

অশক্তাবৃদ্ধবালানামারম্ভঃ পরিকীর্তিতঃ॥

আরম্ভোল্লাসলক্ষণং তত্রৈব—

যস্য যাবৎ পাত্রমুক্তমারম্ভস্তস্য তাবতা॥ ইতি॥

প্রসক্তানুপ্রসক্তে অলং পল্লবিতেন। ইতঃ শেষমগ্রে উল্লাসবিলাসে চরমখণ্ডে বক্ষ্যামঃ॥ ২২॥

হবিঃশেষপ্রতিপত্তি

হবিঃশেষপ্রতিপত্তি[২] বলছেন—

শিষ্টের সহিত চিদগ্নিতে হবিঃশেষ আহুতি দিতে হবে॥ ২২

১। অজিতেন্দ্রিয়াণামারম্ভোল্লাস ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। প্রতিপত্তি অর্থ "ফলশূন্য কর্মাঙ্গবিশেষ; যেমন পূজিত প্রতিমাদির জলে নিক্ষেপ; হুতশেষ দ্রব্যের অগ্নিতে নিক্ষেপ।"

কুলার্ণবে শিষ্টের লক্ষণ প্রদর্শিত হয়েছে এইভাবে—অহো ! যে মদ্য পীত হলে দেবতাদেরও মোহগ্রস্ত করে সেই মদ্যকে কল্যাণকর ক'রে পান করতঃ যে-মানুষ বিকারগ্রস্ত হয় না এবং শিবপর অর্থাৎ দেবতাগতচিত্ত হয়ে জপ করে সে মুক্ত হয় এবং সেই কৌলিক।

এই প্রকার শিষ্টত্ব সাময়িকনিষ্ঠ। এই বিশেষণের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়েছে কৌলিকম্মন্য কেবলমাত্র জিহ্বাচপল আধুনিকদের মণ্ডলে প্রবেশ করতে দিতে নেই।.. ...চিদগ্নৌ মানে চিৎলক্ষণযুক্ত অগ্নিতে অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ অগ্নিতে 'হবিশ্‌শেষং' অর্থ দেবতার উদ্দেশে অর্পিত সংস্কৃত দ্রব্যের অবশিষ্ট। 'হুত্বা' এই পদের দ্বারা কেবলমাত্র হোমবুদ্ধিই বিহিত হয়েছে। সহজ কথায়, হোমবুদ্ধিতে দেবতার প্রসাদ মদ্যপান করতে হবে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাতে নয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছায় যে মণ্ডলে প্রবেশ করে সে পতিত হয়, এই ভাবটি এতে স্পষ্ট।......

* * * *

মণ্ডলে শিষ্টের সহিত চিদগ্নিতে মদ্যাহুতি প্রদান সম্পর্কে পরমানন্দতন্ত্রে কিছু বিধান আছে। যথা—সাধক অর্ঘ্যস্থাপন থেকে আরম্ভ ক'রে পাত্রবিসর্জন পর্যন্ত সব কিছুকে শিবময় ভাববে, অন্যথা পতিত হবে। মণ্ডলে দেবীর সামনে সব বর্ণের লোকই দ্বিজ, তাদের মধ্যে ভেদভাবনা কখনো করতে নেই। তবে বিদ্বান্ ব্যক্তি দেবতাবিসর্জনের পর এরূপ ঐক্য স্বীকার করবে না। দেবী, স্বাস্বীকার অর্থাৎ মদ্যপান ত্রিবিধ—দিব্য বীর ও পশু। উদ্বাসন অর্থাৎ দেবতাবিসর্জনপর্যন্ত দিব্যপান ; দেবতাবিসর্জনের পর বীরপান এবং অসংস্কৃত মদ্যপান পশুপান। বিপ্রদের পক্ষে আদ্য অর্থাৎ দিব্যপান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পক্ষে অপশু অর্থাৎ দিব্য- ও বীর-পান আর শূদ্রদের পক্ষে ত্রিবিধ পানই বিহিত। কুলার্ণবেও আছে—দিব্যপান ভুক্তিমুক্তি প্রদান করে আর বীরপান ভুক্তি প্রদান করে।

* * * *

সাময়িক অর্থাৎ কল্পসূত্রানুসারী আচারপরায়ণসাধক দ্রব্য আহুতি দেবার পর অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ মদ্য পান করার পর শাস্ত্রোক্ত ধ্যানসমর্থ হয়ে দ্রব্যাহুতি দেবেন। অন্য কেউ নয়। উক্ত প্রকার আহুতি দেবার মন্ত্র :—
"অন্তঃ অর্থাৎ দেহের ভিতরে ইন্ধন ব্যতিরেকে সর্বদা প্রজ্বলিত, মোহরূপ অন্ধকারের পরিপন্থী, অদ্ভুত রশ্মিসমূহের দ্বারা বিকাশমান, অনির্ব্বাচ্য সংবিৎ অর্থাৎ চৈতন্যরূপ বহ্নিতে পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বাত্মক বিশ্বকে আহুতি প্রদান করিতেছি।"

"সুষুম্নাপথে মনোরূপ স্রুকের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে ধর্ম ও অধর্মরূপ হবিদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্বদা আহুতি প্রদান করিতেছি।"

এই মন্ত্রের দ্বারা যে-প্রকার ধ্যান সূচিত হয়েছে তাই করা আবশ্যক। দেবী-যামলেও বলা হয়েছে—হোমের দ্বারা চেতনাকে জয় ক'রে আত্মার দ্বারাই আত্মার ধ্যান করবে।

* * * *

পরমানন্দতন্ত্রেও আছে— দেবীর প্রসাদ মদ্য পান ক'রে স্থিরচিত্তে অম্বিকার ধ্যান করবে।

বীরচূড়ামণি ও গণেশ্বরসংহিতায় বলা হয়েছে—যথাবিধি মদ্য পান ক'রে মনকে নিশ্চল করবে। তারপর সনাতন আত্মজ্যোতিরূপ পরমজ্যোতির ধ্যান করবে।

এই প্রকার মনোনিগ্রহপূর্বক ধ্যানবিধায়ক অনেক বচন আছে।

অধিকপাত্রহোম অর্থাৎ অধিক মদ্যপান করলে ধ্যানভ্রংশমূলক অনর্থ হয়, একথা তন্ত্রে বলা হয়েছে। যথা—দেবী, সুষুপ্তা এবং বিকারিত্বের পূর্ব পর্যন্ত মদ্যাহুতি দিতে হবে, অন্যথা তা নিষ্ফল হবে। তা দ্বারা ধ্যানের আবশ্যকতা সিদ্ধ হয়েছে। এরকম বচন অনেক আছে। গ্রন্থ বেড়ে যাবার ভয়ে এই পর্যন্তই লিখলাম।

এই প্রকারে যথাবিধি দ্রব্যসেবনের প্রথম ফল চিত্তের একাগ্রতা। কারণ, এটি ছাড়া ধ্যান অসম্ভব। এই জন্যই পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—ওগো দেবী, যে পর্যন্ত সাধক আনন্দসংপ্লুত না হয়, যে পর্যন্ত তার মনের নিশ্চলতা এবং চিত্তের প্রসন্নতা না হয়, সেই পর্যন্ত তাকে হোম করতে হবে অর্থাৎ হোমবুদ্ধিতে মদ্যপান করতে হবে। মদ্যপানে চিত্তবিকার উপস্থিত হলে সে ধ্যানযোগভ্রষ্ট হয়ে যোগিনীদের ভক্ষ্য পশু হয়ে যায় এবং, ওগো দেবী, তাকে মণ্ডল থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

এই বচনের দ্বারা অযোগ্য ব্যক্তির দ্রব্যস্বীকারে অর্থাৎ মদ্যপানে যে-অনিষ্ট ফল হয় তা দেখান হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রেও বলা হয়েছে—কুলদ্রব্য অর্থাৎ মদ্যকে আশ্রয় ক'রে মনকে নিশ্চল করবে।

ত্রিপুরার্ণবেও আছে—ওগো মহেশ্বরী, এই কৌলমার্গ সর্বোত্তম ধর্ম। এটি অসিধারাব্রতের মতো মনকে নিশ্চল করার হেতুস্বরূপ। ভক্তিশ্রদ্ধাহীন মানুষের এতে চিত্তসংযম সর্বথা অতি দুষ্কর।

ইত্যাদি প্রকার তন্ত্রবচনে মনোনিগ্রহের দ্বারা ধ্যানের জন্য দ্রব্যসেবন কর্তব্য,

অন্যথা তাতে অনিষ্ট হবে, এরকম কথা অসংখ্য পাওয়া যায়। এই সব তন্ত্র-বচনের অর্থ সংগ্রহ ক'রেই শ্রীপরশুরাম "শিষ্টৈঃ সহ" এই কথাটি বলেছেন।

এরূপ ধ্যানসমর্থ ব্যক্তি ব্রতাদির দিনেও নির্বিচারে এবং অনাদৃত হয়েও মণ্ডলে প্রবেশ করতঃ পাত্র চেয়ে নিয়ে দ্রব্যাহুতি দিয়ে অর্থাৎ মদ্যপান ক'রে ধ্যান সম্পাদন করবেন। এ সম্পর্কে ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে--এই প্রকার মানদম্ভহীন সাময়িক অর্থাৎ সাধক অনাহূত কিংবা আহূত হয়ে মণ্ডলে যাবে। ব্রতী হলেও অর্থাৎ কোনো ব্রতপরায়ণ হয়ে থাকলেও দ্রব্যাহুতি দেবে অর্থাৎ মদ্যপান করবে। তাতে কোনো দোষ হবে না। যে ব্রতাদি ভঙ্গের আশঙ্কায় আদৃত হয়েও মণ্ডলে যায় না তার ব্রত প্রতিহত হয় এবং অনর্থ ঘটে। অতএব, কনিষ্ঠের দ্বারা আহূত হলেও মণ্ডলে প্রবেশ করবে।

এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব দীক্ষার পৌর্বাপর্য্য অনুসারে বুঝতে হবে, বয়স অনুসারে নয়। রুদ্রযামলে তাই বলা হয়েছে—কুলাগমে পূর্বদীক্ষিত বালকও জ্যেষ্ঠ বলে গণ্য। যদি দ্বিজও পরে দীক্ষিত হয় আর অন্ত্যজ পূর্বে দীক্ষিত হয়, তা হলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল উক্ত দ্বিজ কনিষ্ঠ এবং অন্ত্যজই জ্যেষ্ঠ হবে।

আবার রুদ্রযামলের বচনেই পাওয়া যায় ক্ষত্রিয়াদির পরে দীক্ষিত হলেও ব্রাহ্মণই জ্যেষ্ঠ। কোথাও দেখা যায় উচ্ছিষ্টগ্রহণের ক্ষেত্রে যোনিসম্বন্ধের দ্বারাও জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে—বিদ্যাসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ অথবা যোনিসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ দীক্ষিত ব্যক্তিদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করবে। দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাহীন জনকের উচ্ছিষ্টও ভক্ষণ করবে না। তা একবারমাত্র ভক্ষণ করলেও সে পতিত হবে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে কার কি পরিমাণ দ্রব্যসেবন কর্ত্তব্য তা বিচার করা হয়েছে। বালামন্ত্রের উপাসকের তিন পাত্র, পঞ্চদশীবিদ্যার উপাসকের চার পাত্র, আর ষোড়শীবিদ্যার উপাসকের পাঁচ পাত্র বিহিত। এ সম্পর্কে পরমানন্দ তন্ত্রে বলা হয়েছে—পঞ্চদশীবিদ্যার উপাসকের[1] চারতত্ত্ব লাভ অর্থাৎ চার পাত্র মদ্যপানের অধিকার হয়। বালাদির উপাসকদের সেই সেই পূজাবিহিত

১। রামেশ্বর-উদ্ধৃত পাঠ 'সৌভাগ্যাত্তোপাসকস্য'। কৌলমার্গরহস্যে উদ্ধৃত সংসৃষ্ট পাঠ 'সৌভাগ্যাদোপাসকস্য' (পৃঃ ১৮৪)। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় এই পদের অনুবাদ করেছেন "সৌভাগ্যাদ অর্থাৎ পঞ্চদশী মন্ত্রের উপাসক" (পৃঃ ১৮৪)। আমাদের মনে হয় রামেশ্বরের উদ্ধৃত পাঠে লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে। কেননা, পদটি ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। তাই আমরা কৌলমার্গরহস্যের উদ্ধৃত পাঠই গ্রহণ করেছি।

বিধানানুসারে তত্ত্ব নির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ মদ্যপাত্র নির্দিষ্ট হয়। বালামন্ত্রের উপাসকদের তত্ত্বত্রিতয় অর্থাৎ তিন পাত্র মদ্য এবং অন্য সব তার সমান হবে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত এরূপ অন্য সব মন্ত্রের উপাসকদেরও তিন পাত্র হবে। ওগো শিবা, ষোড়শীবিদ্যায় দীক্ষিত ব্যক্তিদের পঞ্চম পাত্রই পূর্ণপাত্র হবে। বালাদিমন্ত্রের উপাসকগণ যথাক্রমে তিন, চার ও পাঁচ পাত্র মদ্য শিবাগ্নিতে আহুতি দেবে।

তবে, মাটিতে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বার বার মদ্যপান করবে এবং উঠে আবার পান করবে। এরূপ করলে পুনর্জন্ম হয় না। মদ্যপানে আনন্দ হলে দেবী তৃপ্তা হন ; মূর্চ্ছা হলে স্বয়ং ভৈরব তৃপ্ত হন, আর বমন হলে সর্বদেবতা তৃপ্ত হন। সেইজন্য আনন্দ, মূর্চ্ছা এবং বমন তিনেরই আচরণ করতে হবে।

কুলার্ণবাদিতন্ত্রের এরূপ বচনে অনিয়মিত পান বিহিত হওয়ায় পাত্রনিয়ম কি করে হতে পারে ? এর উত্তর—শাস্ত্রাভিপ্রায়বিষয়ে অজ্ঞ অথচ তত্ত্বজিজ্ঞাসু যাঁরা তাঁরা শুনুন। "পীত্বা পীত্বা" ইত্যাদি বচন এবং "আগলান্তং পিবেৎ দ্রব্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ" ইত্যাদি কুলার্ণবতন্ত্রবচনে যথেচ্ছপানের যে-বিধান আছে তা সকলের জন্য নয় ; পূর্ণারূঢ়দের অর্থাৎ পূর্ণাভিষিক্ত সাধকদের জন্য। এইজন্যই, কুলার্ণবতন্ত্রে 'আগলান্তং' ইত্যাদি বচনের অব্যবহিত পূর্বেই 'পূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগদ্যতে'—দেবী, পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তিদের পান সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—এই প্রতিজ্ঞার পর 'আগলান্তং পিবেৎ দ্রব্যং' ইত্যাদি বচন লিখিত হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রেই পূর্ণাভিষেকের অর্থাৎ পূর্ণাভিষিক্তের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। যথা—যে নিন্দাস্তুতি শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিতে সমভাবাপন্ন, যে যোগীশ্বর হর্ষবিমর্ষ-বর্জিত, যে তত্ত্বত্রয়, শ্রীগুরুর চরণ এবং মূলমন্ত্রের অর্থতত্ত্ব অবগত, দেবতা ও গুরুভক্ত শাম্ভবীমুদ্রাযুক্ত সেই কৌল সাধক পূর্ণাভিষিক্ত ; শুধু দীক্ষার দ্বারা পূর্ণাভিষিক্ত হয় না।

এইপ্রকার যিনি পূর্ণাভিষিক্ত তিনিই পূর্ণারূঢ়। তাঁরই জন্য 'আগলান্তং' ইত্যাদি বিধান। এইজন্যই, অমৃতারহস্যে বলা হয়েছে—ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক কুলাচার অবলম্বন ক'রে মুহুর্মুহু সুরাপান ক'রে মাটিতে পড়ে গেলে তাঁর অঙ্গে যদি ধূলি লাগে তা হলে সেই ধূলির সংখ্যা যত ততকাল তিনি ব্রহ্মলোকে আনন্দে বাস করেন।

এই বচনে ব্রহ্মজ্ঞানী এই সমষ্টিশব্দের দ্বারা কুলার্ণবোক্ত বিশিষ্টার্থই ব্যক্ত হয়েছে। ইদানীন্তন রাগান্ধ অর্থাৎ সুখেচ্ছা গৃধ্নুতা ইত্যাদির জন্য হিতাহিত-বিচারশূন্য ব্যক্তিরা তন্ত্রার্থ না জেনে এবং নিজের অধিকার বিচার না ক'রে

'পীত্বা পীত্বা' ইত্যাদি সব তন্ত্রবচন লোকেদের দেখিয়ে নিজেরা যথেচ্ছাচার করে এবং অপরের বুদ্ধি নাশ করে। এরা যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকবে ততদিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। এ বিষয়ে প্রমাণ আছে পরমানন্দতন্ত্রে—যে পর্যন্ত দৃষ্টি বিচলিত না হয়, যে পর্যন্ত মন বিচলিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মদ্যপান কর্তব্য। তারপর পান করলে তা পশুপান হবে। যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বিকলতা এবং মুখবিকৃতি না হয় সেই পর্যন্তই মদ্যপান করবে ; অন্যথা পতন হবে।

সাধক স্বীয় যোগ্যতানুসারে দ্রব্য স্বীকার অর্থাৎ মদ্যপান করবেন। এই প্রকারে আচার্যও শিষ্যের যোগ্যতা বিচার ক'রে তাকে তদুপযোগী পাত্র দেবেন। এ সম্পর্কে কুমারীতন্ত্রে বলা হয়েছে—যিনি অর্থাৎ যে-গুরু কৌলিকের অর্থাৎ কৌলিক শিষ্যের অধিকার বিচার না করে তাকে অধিক পাত্র প্রদান করেন সেই শিষ্যের সঙ্গে তিনিও ডুবেন অর্থাৎ পতিত হন।

উক্ত তন্ত্রেই আছে—এক প্রযত্নে অর্থাৎ এক চুমুকে দ্রব্যের অর্থাৎ মদ্যের যতটুকু পান হতে পারে ততটুকুই পাত্র। ওগো শিবা, এক পাত্রের পরিমাণ তার কমও নয়, বেশীও নয়।

পানপাত্রের মান নীলাতন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। সংসৃষ্ট বচনের অর্থ হল এক-প্রযত্নসাধ্য পানীয় মদ্যের পরিমাণ যা তাই পাত্র। তন্ত্রান্তরেও বলা হয়েছে—ওগো অম্বিকা, মূঢ়ত্বপ্রাপ্ত যে-ব্যক্তি উল্লাসভেদ অবগত না হয়ে জিহ্বালোভের ও ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য মদ্য পান করে মাতৃকারা তাকে তামিস্র নামক নরকে নিক্ষেপ করেন।

এই প্রকারে অর্থাৎ এই সব কারণে ইদানীন্তন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি:দের আরম্ভোল্লাস পর্যন্ত অনুধাবন অর্থাৎ অনুসরণই যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত বা শুভ-ফলপ্রদ।

এইজন্য, তন্ত্রে বলা হয়েছে—অশক্ত অবোধ এবং বালকের জন্য আরম্ভোল্লাস বিহিত।

আরম্ভোল্লাসের লক্ষণ তন্ত্রেই বর্ণিত হয়েছে—যার যে-পর্যন্ত পাত্র বিহিত হয়েছে তার পক্ষে সেই পর্যন্ত আরম্ভোল্লাস।

সংসৃষ্ট বিষয় এখানে আর পল্লবিত করা হল না। এ সম্বন্ধে অবশিষ্ট বক্তব্য চরমখণ্ডে উল্লাসবিলাসে বলব। ২২।

দেবীবিসর্জনম্

খেচরীং বদ্ধ্বা ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য তামাত্মনি সংযোজয়েৎ ইতি শিবম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি.... কল্পসূত্রে ললিতানবাবরণপূজা নাম পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

খেচরীং বদ্ধা, বন্ধনানন্তরং—

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাঽপি যদ্‌যদাচরিতং শিবে।
তব কৃত্যমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি॥

ইতি ক্ষমাপ্য বিসৃজেৎ। বিসর্গো নাম পূজার্থমাহূতায়াঃ পুনঃ স্বস্থানং প্রতি নয়নম্। আত্মনি হৃৎকমলে যোজয়েৎ স্থাপয়েৎ। শিবমিতি প্রকরণ-সমাপ্তিদ্যোতকম্ ।’ ২৩ ॥

ইতি……কল্পসূত্রবৃত্তৌ শ্রীললিতানবাবরণপূজা নাম পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

দেবীবিসর্জন

খেচরীমুদ্রা রচনা ক’রে, ক্ষমা কর এই বলে অর্থাৎ ক্ষমাপ্রার্থনামন্ত্র পাঠ ক’রে, তাঁকে অর্থাৎ দেবীকে নিজের মধ্যে অর্থাৎ স্বীয় হৃৎকমলে স্থাপন করবে। শিবম্ ॥ ২৩ ॥

…কল্পসূত্রে ললিতানবাবরণপূজা নামক পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

খেচরীমুদ্রাবন্ধন করতঃ, তারপর, ওগো শিবা, জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ যে যে আচরণ করেছি সে সবই তোমার কৃত্য, এইটি জেনে, ওগো পরমেশ্বরী, আমাকে ক্ষমা কর।

এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা ক’রে বিসর্জন দিতে হবে। বিসর্জন বলতে বুঝায় পূজার জন্য যে-দেবীকে আবাহন করা হয়েছিল তাঁকে আবার তাঁর স্বস্থানে প্রত্যানয়ন। ‘আত্মনি’ অর্থ হৃৎকমলে, ‘যোজয়েৎ’ অর্থ স্থাপন করবে। শিবম্ এই পদ প্রকরণের সমাপ্তিসূচক। ২৩।

……কল্পসূত্রবৃত্তিতে শ্রীললিতানবাবরণপূজা নামক পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

শ্যামাক্রমঃ

শ্যামে সঙ্গীতমাতঃ পরশিবনিলয়ে মুখ্যসাচিব্যভারো-
দ্বাহে দক্ষে দয়াপূরিতনিজহৃদয়ে মামকীং দৈন্যবৃত্তিম্।
শ্রীমৎসিংহাসনেশ্যাং ভববনপতিতান্ দাবদগ্ধান্নমস্তে
ত্রাতুং পীযূষবর্ষৈঃ কথয় পরিকরং বদ্ধবত্যাং বিবিক্তে॥

শ্যামোপাস্তিবিধিঃ

শ্রীভগবান্ পরশুরামঃ শ্যামাক্রমবিবক্ষুঃ তস্যামুপাসকানামুপাস্যতত্ত্বজ্ঞানোৎ-পত্তয়ে, অঙ্গীকৃতশ্রীবিদ্যোপাসনস্য "যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতে প্র স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি" ইতি শ্রুত্যা স্বীকৃতৈক-দেবতোপাস্তেরন্যদেবতোপাসনমনিষ্টজনকমিতি যৎ প্রতিপাদিতং, তেন কলুষিত-চেতসাং কালুষ্যনিবৃত্তয়ে চ, আদৌ তদ্গুণস্বরূপং বর্ণয়তি—

ইয়মেব মহতী বিদ্যা সিংহাসনেশ্বরী সাম্রাজ্ঞী তস্যাঃ প্রধানসচিবপদং শ্যামা তৎক্রমবিমৃষ্টিঃ সদা কার্যা॥ ১॥

পরাশক্তেঃ স্বরূপং উপাস্যত্বং চ

ইয়ং বক্ষ্যমাণা। ইয়মিত্যুত্তরং যেতি শেষঃ। যা মহতী নিরবধিকমহত্ত্ববতী সিংহাসনং পরশিবঃ স্বাধিষ্ঠানরূপত্বাৎ, তস্য ঈশ্বরী তন্নিষ্ঠসৃষ্টিস্থিতিতিরোধান-সঙ্কল্পনির্বাহকর্ত্রী। তদুক্তং শঙ্করভগবৎপাদৈঃ—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥ ইতি॥

অগস্ত্যসংহিতায়ামপি বিদ্যাবতীস্তুতৌ—

যয়া দেব্যা বিরহিতঃ শিবোঽপি হি নিরর্থকঃ।
নমস্তস্যৈ সুমীনাক্ষ্যৈ দেব্যৈ মঙ্গলমূর্তয়ে॥ ইতি॥

ইয়ং মায়াতো বিলক্ষণা চিদ্রূপা, ন জড়স্বভাবা। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্—

সদাকারা পরানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী।
সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী।
শিবাভিন্না তয়া হীনঃ শিবোঽপি হি নিরর্থকঃ॥ ইতি॥

ননু—মুখ্যং শিবে সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং, তন্নির্বাহকমাত্রং যদি শক্তেঃ, তর্হি মুখ্য-

জগৎকর্তৃত্বনিয়ন্তৃত্বাদি শিবনিষ্ঠম্। ইয়ং চ সহকারিণী। তথা সতি মুখ্যত্বাৎ শিব এবোপাস্যঃ ন শক্তিঃ ইতি চেৎ—শৃণু। ক্ষিত্যাদিকার্যজাতং কারণমন্তরেণানুপপন্নং ইত্যনুপপত্ত্যৈব হি শিবস্য শক্তের্বা কল্পনম্। ন হি চর্মচক্ষুষা শক্তিং শিবং বা পশ্যামঃ। এবং কল্পয়িতুমারম্ভে অত্র বেদান্তিনঃ—পরস্য চিদ্রূপস্য ব্রহ্মণঃ ধর্মো মায়া, সৈবাবিদ্যা জড়স্বভাবা, সৈব জগদুপাদানং, পরং ব্রহ্ম তু বিবর্তোপাদানং, অতএব জড়োপাদানত্বাৎ জগদপি জড়স্বভাবং, মায়োপাদনত্বাৎ মিথ্যাত্বং চ—ইতি প্রাহুঃ। তং পক্ষং তান্ত্রিকাঃ ন ক্ষমন্তে। তথা হি, যা মায়াঽবিদ্যেত্যুচ্যতে সা চিদ্ধর্মোঽন্যধর্মো বা ; আদ্যে ধর্মধর্মিণোরভেদস্য বেদান্তিনামপ্যনুমতত্বেন চিদ্ধর্মস্য জড়ত্বানুপপত্তিঃ। অচিদ্ধর্মত্বে অদ্বৈতহানিঃ, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইতি প্রমাণবিরোধশ্চ। অতঃ গত্যভাবাৎ সা মায়া চিদ্ধর্ম ইত্যবশ্যং বাচ্যম্। তথা সতি তস্যা জড়ত্বং দূরতো নিরস্তম্। ন চ চিদতিরিক্তা শক্তিঃ নাস্তি ইতি বাচ্যম্। বয়মপি তমেবার্থং ব্রূমঃ। পরং তু পৃথিবীব্যতিরিক্তগন্ধাভাবেঽপি ধর্মো ধর্মী ইতি ব্যবহারানুরোধেন ঈষদ্ভেদঃ কল্প্যতে, এবং দ্বয়োঃ চিদ্রূপত্বেঽপি ঈষদ্ভেদো ব্যবহারার্থে কল্প্যঃ। এবং চ জগদুপাদানত্বং দ্বয়োরপি ন সম্ভবতি, জড়স্বভাবত্বাৎ জগতঃ। ন হি প্রকাশাৎ তমো ভবিতুমর্হতি। অতঃ চিতি জগৎ সূক্ষ্মরূপেণ বীজে বটবৃক্ষবৎ সর্বদা অস্ত্যেব। তদবয়বশৈথিল্যপূর্বকবিস্তারসঙ্কোচকর্তৃত্বমেব চিতি, ন তু তদুপাদানত্বং, যথা বণিজঃ প্রভাতে ক্রয়্যবস্তূনাং প্রসারণং রাত্রৌ সঙ্কোচঃ তাদৃশং কর্তৃত্বং চিতঃ। তৎসহকারিণী চিচ্ছক্তিঃ॥

ননু চিদতিরিক্তা ঈষদ্ভেদবতী তন্নিষ্ঠকর্তৃত্বনির্বাহিকা শক্তিঃ কিমিত্যঙ্গীক্রিয়তে চিত্যৈব তৎকর্তৃত্বমাস্তাম্। অন্যথা তুল্যযুক্ত্যা কুলালাদিষ্বপি ঘটকর্তৃত্বাশ্রয়া একা শক্তিঃ সিধ্যতে ইতি চেৎ—ন, শ্রুতিস্মৃতিলোকব্যবহারাণাং সত্ত্বাৎ। "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি শ্রুতিঃ। দেবীভাগবতেঽপি—

শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥
ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্যে কথঞ্চন॥
তয়া যুক্তা হি কুর্বন্তি স্বানি কার্যাণি তে সুরাঃ।
কারণং সৈব[১] কার্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥

১। নৈব ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

বস্তুজালং শক্তিহীনং[1] শক্তং কর্তুং ন কিঞ্চন।
শক্তং তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তং যদা ভবেৎ॥

ইতি বহুবিস্তরেণ। আ গোপালাঙ্গনমা চ পণ্ডিতং ইদং কার্যং কর্তুং মম শক্তিরস্তি মম শক্তির্নাস্তি ইতি ব্যবহরন্ত্যবিবাদেন। তস্মাৎ বহুপ্রমাণসিদ্ধা শক্তিঃ তন্নির্বাহ্যং জগদপি শিবকুক্ষৌ সদা সূক্ষ্মরূপেণাস্ত্যেব॥

অথবা চিতো যা শক্তিঃ তৎপরিণামরূপং জগৎ। তদুক্তং বাসিষ্ঠে—
চিদ্বিলাসঃ প্রপঞ্চোঽয়ং সখে তে[2] দুঃখদঃ কথম্॥ ইতি॥

এতেন চিচ্ছক্ত্যোঃ ঈষদ্ভেদাঙ্গাকারাৎ চিতো নির্বিকারত্ববোধকশ্রুতিরবিরুদ্ধা, অত্যন্তভেদানঙ্গীকারাৎ অদ্বৈতপ্রতিপাদকশ্রুতয়োঽপ্যবাধিতাঃ। এতাদৃশী শক্তিঃ বস্তুমাত্রে অনুভূয়তে কার্যোৎপত্ত্যনন্তরং ন ততঃ প্রাক্। অমুমেবার্থং ভূতপঞ্চকবিবেকে শ্রীবিদ্যারণ্যস্বামিচরণা অপ্যাহুঃ—

নিস্তত্ত্বা কার্যগম্যাঽস্য শক্তির্মায়াঽগ্নিশক্তিবৎ।
ন হি শক্তিং ক্বচিৎ কশ্চিৎ বুধ্যতে কার্যতঃ পুরা॥ ইতি॥

এবং শিবনিষ্ঠায়াং তদভিন্নায়াং তদ্ধর্মরূপায়াং তন্নিষ্ঠকর্তৃত্বনির্বাহিকায়াং সিদ্ধায়াং সৈবোপাস্যা। ন চিদ্রূপঃ শিবঃ, তস্যানুপাস্যত্বাৎ। উপাসনা নাম উপাস্যনিষ্ঠগুণনামকীর্তনম্। শক্তিরহিতে কেবলে গুণাভাবাৎ নির্গুণস্য ধ্যানস্তুতিকীর্তনাদি কথং ভবেৎ। তদুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে॥ ইতি॥
যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥ ইতি শ্রুতিশ্চ॥

"নেতি নেতি" ইতি সর্বনিষেধশেষত্বেনৈব তস্য জ্ঞেয়ত্বাৎ কেবলশিববিষয়কজ্ঞানস্যোপাসনাদিকর্মবিরোধিত্বেন তাদৃশচরমবৃত্তেরুপাসনাসাধ্যত্বাৎ কেবলশিবস্ত্বনুপাস্যঃ। তদুক্তং দেবীভাগবতেঽপি—
শিবোঽপি শবতাং যাতঃ কুণ্ডলিন্যা বিবর্জিতঃ॥ ইতি॥
যোগিনীতন্ত্রেঽপি—
যজ্‌জ্ঞানেঽপি মহাদেবি শর্ম বর্ম ন কিঞ্চন॥ ইতি॥

কিং চ—যথাকথঞ্চিৎ বলয়াকারেণ মনসঃ নিরাকারগ্রহণার্থং প্রেরণেঽপি শুভাশুভধর্মহীনত্বাৎ ক্ষণমাত্রমপি ন স্থাতুমর্হতি। তদুক্তং শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্॥ ইতি॥

১। হীনৈঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। স চ তে ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

অতস্তস্যৈব মনসঃ স্থৈর্য্যার্থং কিঞ্চিদ্রূপং কল্পনীয়ম্। যচ্চ পরব্রহ্মণি কল্পিতং রূপং নামধামসহিতং তদেব শক্তিপদবাচ্যম্। তদপ্যুক্তং ভাগবতে—

এবং সর্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে।
সগুণা নির্গুণা চেতি দ্বিধোক্তা সা মনীষিভিঃ॥
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা॥
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থানর্চিতা বিধিপূর্বকম্॥ ইতি॥

এবমুক্তপ্রমাণযুক্তিকলাপৈঃ উপাস্যা পরা শক্তিঃ। পরশিবশ্চ নির্গুণঃ। তদ্বিষয়িণী বৃত্তিস্তু পরমপুরুষার্থরূপত্বাৎ অন্যোপাসনাসাধ্যেত্যুপপন্নং সিংহাসনেশ্বরীত্বং, সাম্রাজ্ঞীত্বম্।

নির্গুণ এব শিবঃ যো "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি ইচ্ছাশক্ত্যা যুক্তঃ সৃষ্ট্যুন্মুখঃ স এব শক্তিপদবাচ্যঃ, শিব এব শক্তিরূপেণোপাস্যশ্চেতি তত্ত্বমবগন্তব্যম্॥

যা ঈদৃশী অস্যাঃ প্রধানসচিবপদং—অত্র সাচিব্যরূপধর্মপরং তস্য পদং আশ্রয়ঃ শ্যামেতি। তস্যাং যঃ ক্রমঃ তস্য যা বিমৃষ্টিঃ অনুসরণং তৎ সদা কার্যম্। অত্র সদেত্যনেন যাবজ্জীবং প্রাপ্তৌ যথা অগ্নিহোত্রবিধেঃ যাবজ্জীবং প্রাপ্তৌ 'সায়ং জুহোতি প্রাতর্জুহোতি" ইতি বাক্যান্তরেণ সঙ্কোচঃ. তথা অস্যা এব শ্যামায়াঃ প্রকরণে অগ্রে "এবং নিত্যসপর্যা কুর্বন্ লক্ষজপং জপ্ত্বা" ইতি বাক্যেন লক্ষজপপর্যন্তং সকৃৎপূজা কার্যা ন তু তদুত্তরমিতি সঙ্কোচঃ॥ ১॥

ষষ্ঠখণ্ড—শ্যামাক্রম

ওগো সঙ্গীতমাতা পরশিবনিলয়া পরশিবের মুখ্যসাচিব্যভারবহনকারিণী সুদক্ষা সদয়হৃদয়া শ্যামা, তোমাকে নমস্কার। সংসারবনে পথভ্রান্ত দাবদগ্ধ জীবদের পরিত্রাণের জন্য আমার এই দীন চেষ্টার কথা গৃহীতপরিকরা শিবাধিষ্ঠিতা পরমেশ্বরীকে অমৃতবর্ষী ভাষায় নিভৃতে তুমি বল।

শ্যামার উপাসনাবিধি

ভগবান্ পরশুরাম শ্যামাক্রম বলতে ইচ্ছুক হয়ে উপাসকদের চিত্তে শ্যামাতে উপাস্যত্বজ্ঞান উৎপাদনের জন্য এবং শ্রীবিদ্যার উপাসনা যে-ক্ষেত্রে অঙ্গীকৃত সে-ক্ষেত্রে "যে নিজের উপাস্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নিজের উপাস্য দেবতা হইতে চ্যুত হয়, শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয় না এবং পাপী হয়" এই শ্রুতি অনুসারে কোনো এক দেবতার উপাসনা স্বীকার করার পর অন্য দেবতার উপাসনা করলে তা অনিষ্টকর হয়, এটি প্রতিপন্ন হওয়ায় শ্রীবিদ্যার উপাসকদের মনে শ্যামার উপাসনা বিষয়ে

যে কলুষ অর্থাৎ সংশয় উপস্থিত হতে পারে তা নিবৃত্তির জন্য প্রথমে শ্যামার গুণ ও স্বরূপের বর্ণনা করছেন—

এই মহতী বিদ্যাই অর্থাৎ শ্রীবিদ্যাই সিংহাসনেশ্বরী সাম্রাজ্ঞী। তাঁর প্রধান সচিব শ্যামা। সেই শ্যামার ক্রমের অনুসরণ অর্থাৎ যথাক্রম উপাসনা সর্বদা কর্তব্য ॥ ১ ॥

'ইয়ং' মানে বক্ষ্যমাণা অর্থাৎ যার কথা বলা হচ্ছে। ইয়ং এই পদের পর যা এই পদের অধ্যাহার হবে। 'যা মহতী' মানে নিরবধিকমহত্ত্ববতী অর্থাৎ যাঁর মহত্ত্বর অবধি নাই।

সিংহাসনেশ্বরী—সিংহাসন মানে পরশিব, কেননা, পরশিবই তাঁর অধিষ্ঠান-ভূমি। পরশিবের ঈশ্বরী[1] সিংহাসনেশ্বরী। তার অর্থ পরশিবনিষ্ঠ সৃষ্টিস্থিতি-তিরোধানরূপ সঙ্কল্পের নির্বাহকর্ত্রী। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য বলেছেন—শিব যদি শক্তিযুক্ত হন তা হলেই প্রপঞ্চ সৃষ্টি করতে পারেন, আর তা না হলে স্পন্দিত হতেও পারেন না।

অগস্ত্যসংহিতাতেও বিদ্যাবতীস্তুতিতে বলা হয়েছে—যে-দেবীবিরহিত হলে শিবও নিরর্থক হয়ে যান সেই সুমীনাক্ষী মঙ্গলমূর্তি দেবীকে নমস্কার। ইনি (বেদান্তীদের) মায়া থেকে ভিন্ন, চিদ্রূপিণী, জড়স্বভাবা নন।

এ বিষয়ে সূতসংহিতায় বলা হয়েছে—সদাকারা অর্থাৎ সৎস্বরূপিণী, পরানন্দা অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপিণী, সংসার-উচ্ছেদকারিণী অর্থাৎ মুক্তিদাত্রী সেই পরমা দেবী শিবা। তিনি শিব থেকে অভিন্না, শিবঙ্করী। শিব থেকে অভিন্না সেই দেবীবিরহিত হলে শিবও নিরর্থক।

কথা হল, মুখ্যসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব যদি শিবে থাকে আর শক্তিতে শুধু তার নির্বাহকর্তৃত্বমাত্র থাকে তা হলে মুখ্যজগৎকর্তৃত্বনিয়ন্তৃত্ব ইত্যাদি শিবনিষ্ঠ হয়, আর ইনি হন সহকারিণী। তা যদি হয় তবে মুখ্যত্বহেতু শিবই উপাস্য, শক্তি নয়। এর উত্তর শুনুন। ক্ষিতি আদি কার্যসমূহ কারণ ছাড়া অনুপপন্ন হয় অর্থাৎ তাদের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এই অনুপপত্তির জন্যই শিব বা শক্তির কল্পনা। আমরা চর্মচক্ষুর দ্বারা শিব বা শক্তিকে দেখতে পাই না। উক্ত প্রকার কল্পনার উপক্রমে এ বিষয়ে বেদান্তীদের অভিমত বিচার্য—তাঁরা বলেন

১। "যাহার ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি ঈশ্বর। নির্গুণ পরশিবের ঐশ্বর্য্য নাই, কাজেই তিনি ঈশ্বর নহেন। ঐশ্বর্য্য একটি ধর্ম। ধর্ম গুণ ও শক্তি একই বস্তু। কাজেই, ঐশ্বর্য্য থাকিলে নিগুর্ণত্ব সম্ভব হয় না। শক্তিযুক্ত শিবই ঈশ্বর, অতএব শক্তিই পরশিবের ঐশ্বর্যনির্বাহকর্ত্রী বা ঈশ্বরী।" দ্রঃ কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ১৮৮, পাদটীকা।

চিদ্রূপ পরব্রহ্মের ধর্ম মায়া। সে-ই অবিদ্যা, জড়স্বভাবা। সে-ই জগতের উপাদান। পরব্রহ্ম বিবর্তোপাদান[১]। অতএব, উপাদান জড় বলে জগৎ জড়স্বভাব আর মায়া উপাদান বলে তাতে মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জগতের উপাদান মায়া বলে জগৎও জড় ও মিথ্যা। বেদান্তীদের এই পক্ষ তান্ত্রিকেরা সমর্থন করেন না। কারণ, তাঁরা প্রশ্ন করেন—যে-মায়াকে অবিদ্যা বলা হচ্ছে তা চিতের ধর্ম, না অন্যের ধর্ম? যদি বলা হয়, চিতের ধর্ম তা হলে তা জড় হতে পারে না; কেননা ধর্ম ও ধর্মীর অভেদ বেদান্তীরাও স্বীকার করেন। আর যদি বলা হয় মায়া অচিতের ধর্ম, তা হলে অদ্বৈতহানি হয় এবং 'মায়াকে প্রকৃতি ও মহেশ্বরকে মায়ী বলে জানবে' এই শ্রুতিপ্রমাণেরও তা বিরোধী হয়। এই যুক্তিতে মায়ার জড়ত্ব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয়। তবে চিদতিরিক্তা শক্তি নেই, একথাও বলা চলে না। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে চিৎ ও শক্তির ঈষদ্-ভেদ কল্পনীয়। পৃথিবীর অতিরিক্ত গন্ধ তত্ত্বতঃ না থাকলেও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মী ও ধর্মের অর্থাৎ পৃথিবী (ধর্মী) ও গন্ধের (ধর্মের) ঈষদ্ভেদ কল্পনা করা হয়। তেমনি শিব ও শক্তির ঈষদ্ভেদ্ ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কল্পনীয়। জগৎ জড়স্বভাব বলে শিব ও শক্তি উভয়েরই জগতের উপাদানত্ব সম্ভব নয়। প্রকাশ অর্থাৎ আলো থেকে অন্ধকারের উদ্ভব হতে পারে না। কাজেই, বলতে হয় বটবৃক্ষের বীজে বটবৃক্ষের মতো চিতে জগৎ সূক্ষ্মরূপে সর্বদা বিদ্যমান। বীজে অবস্থিত বটবৃক্ষের ন্যায় চিতে অবস্থিত জগতের অবয়বের শৈথিল্যপূর্বক বিস্তার ও সঙ্কোচের কর্তৃত্বই চিতে আছে, তার উপাদানত্ব নয়। বণিক যেমন প্রভাতে ক্রয়যোগ্য বস্তুসম্ভার প্রসারিত করে রাখে আবার রাত্রে গুটিয়ে নেয়, চিতের অর্থাৎ পরশিবের কর্তৃত্বও উক্তপ্রকার।[২] চিচ্ছক্তি তাঁর সহকারিণী।

১। বেদান্তে বিবর্ত বলতে বুঝায় "অবিদ্যাহেতু অবভাসমান মিথ্যা আকার।" বেদান্তসার বলেন—"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরতঃ"। —অতত্ত্বভাবে অন্যথা ভাব অর্থাৎ স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত কারণের অন্যপ্রকার কার্য্য 'বিবর্ত'। যেমন 'রজ্জু'র বিবর্ত 'সর্প', রজ্জু স্বরূপেই থাকে, ভ্রমে সর্পরূপে অবভাসমান হয়; রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। অবিদ্যায় এরূপে ব্রহ্মের বিবর্ত 'জগৎ', অবিদ্যানাশে 'ব্রহ্ম' সত্য, 'জগৎ' মিথ্যা। ইহা বিবর্তবাদ।"—দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ।

২। শিবাদ্বয়বাদী তথা শক্ত্যদ্বয়বাদীরা রামেশ্বরের সঙ্গে একমত হবেন না। কেননা, এই মতানুসারে অদ্বয়হানি ঘটে। তা ছাড়া, এ শাক্তদর্শনসম্মত পরিণামবাদেরও বাধক হয়। জগৎ জড়স্বভাব রামেশ্বরের এই পূর্বপক্ষই তত্ত্বতঃ তান্ত্রিক সিদ্ধান্তসম্মত নয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গেই রামেশ্বর অন্যত্র বলেছেন 'অথবা চিতো যা শক্তিঃ তৎপরিণামরূপং জগৎ'। —চিতের যে-শক্তি, তাঁরই পরিণামরূপ জগৎ। চিতের পরিণাম জড়স্বভাব কি করে হবে? কাজেই, দেখা যাচ্ছে রামেশ্বর নিজেই 'জগৎ জড়স্বভাব' তাঁর এই পূর্বপক্ষ খণ্ডন করেছেন।

প্রশ্ন উঠে—চিতের সঙ্গে ঈষদ্‌ভেদযুক্তা চিন্নিষ্ঠকর্তৃত্বনির্বাহিকা চিদতিরিক্তা শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি? অঙ্গীকার করা হয়েছে চিতেই তৎকর্তৃত্ব অবস্থিত। চিদতিরিক্তা সহকারিণী শক্তি স্বীকার করলে তাঁতেও চিৎকর্তৃত্বের অবস্থান স্বীকার করতে হয়; আর তা হ'ল তুল্যযুক্তি অনুসারে বলা যায় কুলালাদিতেও ঘটকর্তৃত্বের আশ্রয় একই শক্তি বিদ্যমান। না, তা নয়। কারণ, শক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় শক্তির অস্তিত্ব শ্রুতি, স্মৃতি ও লোকব্যবহারে স্বীকৃত। শ্রুতিতে আছে—এঁর পরাশক্তি বিবিধই শোনা যায়। দেবী-ভাগবতেও (স্মৃতিতেও) আছে—শক্তি স্বেচ্ছায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তিনিই পালন করেন আর তিনিই এই চরাচর জগৎ সংহার করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইন্দ্র অগ্নি সূর্য বরুণ এঁরা নিজেরা কোনো প্রকারেই স্ব স্ব কার্য করতে পারেন না। এই সব দেবতারা শক্তিযুক্ত হয়ে তবে আপন আপন কার্য করেন। প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় শক্তিই সব কার্যের কারণ। শক্তিহীন বস্তু কিছুই করতে পারে না। ওগো পরমেশানী, তা যখন শক্তিযুক্ত হয় তখনই কিছু করতে পারে।

এই প্রকার অনেক বচনে শক্তির কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। সংসারেও দেখা যায় গয়লানী থেকে পণ্ডিত পর্যন্ত সবাই 'আমার এই কাজ করার শক্তি আছে, এই কাজ করার শক্তি নেই' এরূপ কথা নির্বিবাদে বলে। অতএব, বহু প্রমাণের দ্বারা শক্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ হল। শক্তিনির্বাহ্য জগৎও সূক্ষ্মরূপে সর্বদা শিবকুক্ষিতে অবস্থিত।

অথবা, চিতের, যে-শক্তি তারই পরিণামরূপ জগৎ। এ সম্পর্কে যোগ-বাসিষ্টে বলা হয়েছে—সখা, এই প্রপঞ্চ চিদ্‌বিলাস। এটি তোমার পক্ষে দুঃখজনক কি করে হতে পারে।

এ দ্বারা চিৎ এবং শক্তির ঈষদ্‌ভেদ অঙ্গীকার করা হয়েছে। এইজন্য এটি চিতের নির্বিকারত্ববোধক শ্রুতির অবিরোধী হল; আর অত্যন্ত ভেদ স্বীকার না করার জন্য অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিরও বাধক হল না। এই প্রকার শক্তি বস্তুমাত্রেই কার্যোৎপত্তির পর অনুভূত হয়, তার পূর্বে নয়। এই কথাই ভূত-পঞ্চকবিবেকে বিদ্যারণ্যস্বামীপাদও বলেছেন—অগ্নির শক্তির মতো এঁর শক্তি নিস্তত্ত্বা এবং কার্যগম্যা। কার্যের পূর্বে শক্তিকে কেউ কোথাও লক্ষ্য করতে পারে না।

এই প্রকারে যিনি শিবনিষ্ঠা শিবাভিন্না শিবধর্মরূপা শিবনিষ্ঠকর্তৃত্বনির্বাহিকা সিদ্ধা হলেন তিনিই উপাস্যা। চিদ্রূপ শিবের অনুপাস্যত্বহেতু তিনি উপাস্য

নন। উপাসনা বলতে বুঝায় উপাস্যনিষ্ঠ গুণ ও নাম-কীর্তন। শক্তিরহিত কেবল শিবে গুণাভাব। কাজেই নির্গুণের ধ্যানস্তুতি কি করে হবে? এ সম্পর্কে যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—শক্তিবিহীন সূক্ষ্ম শিবে নামধামের অস্তিত্বও নেই। শ্রুতিতেও আছে—যাকে না পেয়ে মনের সঙ্গে বাক্য ফিরে আসে।

নেতি নেতি ক'রে সকল নিষেধের শেষত্বরূপে কেবল শিব জ্ঞেয় বলে কেবল শিববিষয়ক জ্ঞান উপাসনাদিকর্মের বিরোধী। সেইজন্য, তাদৃশ চরমবৃত্তির উপাসনা অসাধ্য বলে কেবল শিব অনুপাস্য। এ সম্পর্কে দেবীভাগবতেও বলা হয়েছে—কুণ্ডলিনীবিবর্জিত শিবও শবতা প্রাপ্ত হন।

যোগিনীতন্ত্রেও বলা হয়েছে—মহাদেবী, যাঁর জ্ঞানেও শর্মবর্ম কিছুই নেই।

তাছাড়া, কোনো প্রকারে বলয়াকারে মনকে নিরাকারগ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেও নিরাকার শিব শুভাশুভধর্মহীন বলে মন তাতে ক্ষণমাত্রও অবস্থান করতে পারে না। শ্রীভগবদ্গীতাতেও বলা হয়েছে—যারা অব্যক্তাসক্তচিত্ত তাদের ক্লেশ অধিকতর।

অতএব, মনের স্থৈর্যের জন্য একটা কিছু রূপকল্পনা করতে হয়। নামধাম সহ অর্থাৎ নাম ও গুণসহ পরব্রহ্মের যে-রূপ কল্পিত হয় তাই শক্তিপদবাচ্য। দেবীভাগবতে তাও বলা হয়েছে—এইপ্রকার সর্বগতা যে-শক্তি তিনি ব্রহ্ম বলে বিবেচিতা হন। মনীষীরা বলেন তিনি সগুণা ও নির্গুণা এই দ্বিবিধা। সগুণা রাগী অর্থাৎ সংসারাসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা উপাস্যা আর নির্গুণা বিরাগী অর্থাৎ নিরাসক্তদের দ্বারা উপাস্যা। সেই নিরাকুলা শক্তি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের অধীশ্বরী। বিধিপূর্বক তাঁর অর্চনা করলে তিনি বাঞ্ছিত বস্তু অর্থাৎ চতুর্বর্গের মধ্যে যেটি যেটি বাঞ্ছিত তাই প্রদান করেন।

এই প্রকারে কথিত যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হল পরাশক্তি উপাস্যা আর পরশিব নির্গুণ। পরশিববিষয়িণী বৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞান পরমপুরুষার্থ। তা অম্বার উপাসনার দ্বারাই লভ্য। এতে দেবীর সিংহাসনেশ্বরীত্ব ও সাম্রাজ্ঞীত্ব সিদ্ধ হল।

নির্গুণ শিব 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' প্রজাসৃষ্টির জন্য আমি বহু হব, এই শ্রুতিনির্দিষ্ট ইচ্ছাশক্তির সহিত যুক্ত হয়ে সৃষ্ট্যুন্মুখ হলে তিনিই শক্তিপদবাচ্য হন। শিবই শক্তিরূপে উপাস্য এই তত্ত্বটি অবগত হতে হবে।

যিনি ঈদৃশী অর্থাৎ সিংহাসনেশ্বরী সাম্রাজ্ঞী পরাশক্তি, তাঁর 'প্রধানসচিবপদং'। সচিবপদটি এখানে সাচিব্যধর্মজ্ঞাপক। 'পদং' মানে আশ্রয়। তা হলে দাঁড়াল সাচিব্যধর্মের যিনি আশ্রয়, তিনি শ্যামা। তাঁর যে-'ক্রমঃ' অর্থাৎ

উপাসনাক্রম, তার যে 'বিমৃষ্টিঃ' অর্থাৎ অনুসরণ, তা সদা কর্তব্য। এখানে সদা পদের ব্যবহারের জন্য যদিও যাবজ্জীবন শ্যামা-উপাসনার কথা পাওয়া যাচ্ছে তথাপি অগ্নিহোত্রবিধিতে যেমন যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের কথা বলে আবার ভিন্ন বাক্যে 'সায়ং জুহোতি প্রাতর্জুহোতি'—সন্ধ্যায় হোম করে, প্রাতঃ-কালে হোম করে,—এই বলে তার সঙ্কোচ করা হয়েছে, তেমনি শ্যামাপ্রকরণে পরে "এবং নিত্যসপর্যা কুর্বন্ লক্ষজপং জপ্ত্বা"—এই প্রকারে নিত্যপূজা ক'রে ও লক্ষ জপ ক'রে—এই বাক্যের দ্বারা লক্ষজপ পর্যন্ত দিনে একবার শ্যামা-পূজা করতে হবে, তারপর আর করতে হবে না, এই কথা বলে যাবজ্জীবন উপাসনার সঙ্কোচ করা হয়েছে। ১।

শ্যামায়া উপাস্যতোপপত্তিঃ

ননু যা সাম্রাজ্ঞী সর্বনিয়ন্ত্রী স্বতন্ত্রা তাং পরিত্যজ্য কিং তদনুবর্তিন্যাঃ শ্যামায়াঃ উপাসনেনেত্যাশঙ্কায়াং তদুপাসনামুপপাদয়িষ্যন্ প্রথমং লোক-দৃষ্টান্তেন দৃঢ়য়তি—

প্রধানদ্বারা রাজপ্রসাদনং হি ন্যায্যম্ ॥ ২ ॥

লোকে রাজদর্শনোৎসুকাঃ আদৌ প্রধানমুপাসব্য তদ্দ্বারা রাজদর্শনং গৃহ্ণন্তি। তেন ফলং সত্বরং অনায়াসেন ভবতীতি দৃষ্টং লোকে। তদ্বদত্রাপি প্রথমং তৎপ্রধানভূতায়াঃ শ্যামায়াঃ প্রথমমুপাসনং ন্যায্যমিতি ভাবঃ। দ্বারেত্য-নেন প্রধানোপাসনপূর্ববৃত্তিত্বং সূচিতং, ন্যায্যং ইত্যনেন অত্যন্তমনাবশ্যকতাঽপি সূচিতা। পরং তু যঃ কোঽপি সমর্থঃ সচিবাদীননাদৃত্য স্বয়মেব রাজকৃপাং সম্পাদ্য তস্মাৎ ফলং সম্পাদয়তীত্যয়মপি পক্ষো লোকে কুচিদস্তি। তথাঽপি প্রধানদ্বারা রাজপ্রসাদনং ন্যায্যং বরমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—যশ্চ প্রধানদেবতা-কৃপাং সাক্ষাৎ সম্পাদয়িতুমসমর্থঃ স প্রথমং দীক্ষাং সম্পাদ্য শ্রীগণপত্যুপাস্তিং কৃত্বা ততঃ শ্যামোপাস্তিং বারাহ্যুপাস্তিং পরোপাস্তিং চ বিধায় তাসাং কৃপাং সম্পাদ্য পশ্চাৎ শ্রীললিতোপাস্তিং আরভেৎ। সমর্থস্তু দীক্ষোত্তরং গণপত্যু-পাস্ত্যনন্তরং শ্রীললিতাক্রমমারভেৎ। "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" "নাতি-রাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি", ইতিবদ্বিকল্পঃ ইতি তত্ত্বম্। ফলাধিকাকামঃ উক্ত-ক্রমেণ ললিতোপাস্তিং কুর্যাৎ। ন্যূনফলকামঃ গণপত্যুপাস্ত্যনন্তরং ললিতো-পাস্তিং কুর্যাৎ ইতি ব্যবস্থা ॥ ২ ॥

শ্যামার-উপাস্যতার উপপত্তি

যিনি স্বতন্ত্রা সর্বনিয়ন্ত্রী সাম্রাজ্ঞী তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে তাঁর অনুবর্তিনী শ্যামার উপাসনা কিসের জন্য, এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা ক'রে শ্যামার উপাসনা

সম্যক্ উপপাদন করার জন্য সূত্রকার প্রথমে লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বীয় বক্তব্য দৃঢ় করছেন—

প্রধানের দ্বারা অর্থাৎ প্রধান সচিবকে সন্তুষ্ট ক'রে রাজাকে প্রসন্ন করা ন্যায্য ॥ ২ ॥

সংসারে দেখা যায় রাজদর্শনের জন্য উৎসুক ব্যক্তিরা প্রথমে প্রধানের অর্থাৎ প্রধান সচিবের পরিচর্যা ক'রে তাঁর সাহায্যে রাজার দর্শন লাভ করে। দেখা যায় এতে অনায়াসে শীঘ্র ফল লাভ হয়। তেমনি এখানেও পরাশক্তি ললিতার প্রধানভূতা অর্থাৎ প্রধানসচিবভূতা শ্যামার উপাসনা প্রথমে করা কর্তব্য, এইটী এই সূত্রের ভাব। 'দ্বারা' এই পদের দ্বারা প্রধানোপাসনাপূর্ববৃত্তিত্ব অর্থাৎ "পরাশক্তির উপাসনার পূর্বে শ্যামার উপাসনা কর্তব্য" এইটি সূচিত হয়েছে। আর 'ন্যায্যং' এই পদের দ্বারা শ্যামার উপাসনা অত্যন্ত আবশ্যক নয়, এইটি সূচিত হয়েছে। সংসারে কোথাও কোথাও এমনও দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য থাকলে সে সচিবাদিকে উপেক্ষা ক'রে স্বয়ং রাজকৃপা সম্পাদন করতঃ রাজার কাছ থেকে অভীষ্ট ফল লাভ করে। তা হলেও প্রধানের দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করাই ন্যায্য অর্থাৎ ঈষৎ অভীষ্ট। ভাবটি এই—যিনি সাক্ষাৎ-ভাবে প্রধান দেবতার কৃপা সম্পাদনে অসমর্থ তিনি প্রথমে দীক্ষা সম্পাদন ক'রে শ্রীগণপতির উপাসনা, তারপর বারাহীর, তারপর পরার উপাসনা ক'রে তাঁদের কৃপা লাভ করার পর শ্রীললিতার উপাসনা আরম্ভ করবেন। যিনি সমর্থ তিনি দীক্ষার পরেই গণপতির উপাসনা ক'রে ললিতার উপাসনা আরম্ভ করবেন। "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" এবং "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" এই শাস্ত্রবাক্যে যেমন বিকল্প বিহিত হয়েছে এক্ষেত্রেও তেমনি বিকল্প বিহিত হয়েছে। ব্যবস্থাটি হল এই—যিনি অধিক ফল চান তিনি দীক্ষা, গণপতির উপাসনা, শ্যামাদির উপাসনা এই ক্রমে ললিতার উপাসনা করবেন আর যিনি কম ফল চান তিনি (দীক্ষান্তে) গণপতির উপাসনার পরই ললিতার উপাসনা করবেন। ২।

প্রাতঃকৃত্যং সন্ধ্যান্তম্

এবমুপাস্ত্যধিকারিণং প্রদর্শ্য উপাস্তিপ্রকরণং বক্তুং প্রক্রমতে—

ব্রাহ্মে মুহূর্তে চোত্থায় শয়নে স্থিত্বৈব শ্রীপাদুকাং প্রণম্য প্রাণানায়ম্য মূলাদিদ্বাদশান্তপর্যন্তং জ্বলন্তীং পরসম্বিদং বিচিন্ত্য মনসা মূলং ত্রিশো জপ্ত্বা বহির্নির্গত্য বিমুক্তমলমূত্রো দন্তধাবনজিহ্বাঘর্ষণকফবিমোচননাসাশোধনবিংশতিগণ্ডূষান্ বিধায় ॥ ৩ ॥

শ্রীপাদুকাং গুরুপাদুকাম্। প্রাণানিতি, প্রাণায়ামলক্ষণমুক্তং সনৎকুমার-তন্ত্রে—

প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্যাৎ মূলেন প্রণবেন বা।
অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ॥
পূরয়েৎ ষোড়শভির্বায়ুং কুম্ভয়েচ্চ চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্ধেন অশক্তস্তত্তুরীয়তঃ॥
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থৈঃ স্যাদেবং প্রাণসংযমঃ।
প্রাণায়ামং বিনা নৈব পূজনাদিষু যোগ্যতা॥ ইতি॥

সময়াঙ্কমাতৃকায়াম্—

ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং সকৃদ্বৈ মূলবিদ্যয়া।
মধ্যনাড্যা কুম্ভয়েচ্চ বেদসংখ্যা বরাননে॥
নেত্রসংখ্যাক্রমেণৈব রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা।
পুনঃ পুনঃ ক্রমেণৈব যথা বারত্রয়ং ভবেৎ॥ ইতি॥

দন্তধাবনাদীনাং স্মৃতিপ্রাপ্তানামুক্তক্রমলাভার্থং পাঠঃ। অতঃ পাঠক্রমেণানুষ্ঠেয়ম্। যদ্যপি প্রাণায়ামপ্রকারস্তগ্রে সূত্রেঽপি বক্ষ্যতি, তথাঽপি বায়ুধারণ-সমর্থানাং বিস্তৃততয়া প্রদর্শনং, অশক্তানাং সূত্রস্থং জ্ঞেয়ম্। বিংশতিগণ্ডূষানি-ত্যন্তঃ শেষঃ স্পষ্টার্থঃ॥ ৩॥

সন্ধ্যান্ত প্রাতঃকৃত্য

এই প্রকারে উপাস্তির অধিকারী কে তা প্রদর্শন ক'রে উপাস্তিপ্রকরণ বলতে আরম্ভ করলেন—

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে শয্যায় থেকেই শ্রীপাদুকাকে প্রণাম ক'রে প্রাণায়াম করতে হবে। তার পর মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দীপ্যমানা পরসম্বিদের ভাবনা ক'রে মূলমন্ত্র তিনবার মনে মনে জপ করতে হবে। এবার বাইরে গিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করার পর দাঁত মাজা, জিভ ঘষা, কফ ফেলা, নাক পরিষ্কার করা. এইসব ক'রে বিশ গণ্ডূষ জল দিয়ে মুখ ধুতে হবে॥ ৩॥

'শ্রীপাদুকাং' মানে গুরুপাদুকাকে। 'প্রাণানাযম্য' এ সম্পর্কে প্রাণায়ামের লক্ষণ বলা হয়েছে সনৎকুমারতন্ত্রে। যথা—সুধী ব্যক্তি মূলমন্ত্র বা প্রণব বা বীজমন্ত্র সহযোগে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তিনটি প্রাণায়াম করবে। উক্ত মূলমন্ত্রাদির ষোড়শ জপসহ পূরক করবে, তার চার গুণ জপসহ কুম্ভক করবে এবং কুম্ভকের অর্ধসংখ্যক জপসহ রেচক করবে। তবে অক্ষম হলে উক্ত জপ-সংখ্যার একচতুর্থাংশ জপ সহ পূরকাদি করবে। তাতেও অক্ষম হলে তারও

একচতুর্থাংশ সংখ্যক জপসহ পূরকাদি করবে। এই প্রকারেই প্রাণসংযম হবে। প্রাণায়াম ছাড়া পূজাদিতে যোগ্যতাই হয় না।

সময়াঙ্কমাতৃকাতেও বলা হয়েছে—একবার মূলমন্ত্র জপসহ ইড়া দ্বারা পূরক করতে হবে। ওগো বরাননা, তারপর মূলমন্ত্রের চারবার জপসহ মধ্যনাড়ী দ্বারা কুম্ভক করতে হবে। তার পর উক্ত মন্ত্রের দুইবার জপসহ পিঙ্গলাপথে রেচক করতে হবে। এই ক্রমে তিনবার প্রাণায়াম করতে হবে।

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দন্তধাবনাদির একটি ক্রম নির্দেশ করা হয়েছে সূত্রোক্ত পাঠে। অতএব, এই পাঠ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারেই এ সবের অনুষ্ঠান করতে হবে। যদিও প্রাণায়ামপ্রকার পরে অন্যসূত্রেও বলা হয়েছে তথাপি বায়ুধারণসমর্থ ব্যক্তিদের জন্যই তা বিস্তৃতভাবে এখানে প্রদর্শন করা হল। বুঝতে হবে পরে বিবৃত সূত্রোক্ত প্রাণায়াম অক্ষমদের জন্য বিহিত। 'বিংশতিগণ্ডূষান্' এই পদ থেকে বাকী অংশের অর্থ স্পষ্ট। ৩।

মন্ত্রভস্মজলস্নানেঘিষ্টং বিধায় বস্ত্রং পরিধায় ॥ ৪ ॥

মন্ত্রস্নানমুক্তং ত্রিপুরার্ণবে—

বস্ত্রেণার্দ্রেণ চাঙ্গানাং কৃত্বা প্রোঞ্ছনমাদিতঃ।
মূলং জপন্ সপ্তধা তু আপাদতলমস্তকম্ ॥
তলাভ্যাং সংস্পৃশেৎ দেবি মন্ত্রস্নানং প্রকীর্তিতম্।
এতৎস্নানমশক্তস্য বিহিতং শুদ্ধিহেতবে ॥ ইতি ॥

ভস্মস্নানমুক্তং শিবরহস্যে—

শুদ্ধং ভস্ম করে ধৃত্বা মূলমষ্টশতং জপেৎ।
সর্বাঙ্গেষ্বনুলেপেন ভস্মস্নানমুদাহৃতম্ ॥ ইতি ॥

জলস্নানং শ্রীললিতাপ্রকরণোক্তম্। অত্র মুখ্যং জলস্নানং, জলাদ্যলাভে কর্মকালে প্রাপ্তে অশক্তৌ গুরুকার্যার্থং ক্ষিপ্রং গচ্ছতা চ মন্ত্রস্নানাদি কার্যম্। তদুক্তং নারদপাঞ্চরাত্রে—"অথ মান্ত্রং শুভং শৃণু" ইত্যুপক্রম্য,

তোয়াভাবে তু সময়ে দুর্গমার্গেঽবসীদতঃ।
গমনে ক্ষিপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুকার্যেষ্বতন্দ্রিতঃ ॥
মন্ত্রস্নানং প্রকুর্বীত............ইতি ॥

ইতোঽপি লঘুস্নানং বীরতন্ত্রে—

মণিবন্ধাদধোহস্তৌ পাদৌ গুল্ফৌ তথাঽঽননম্।
শোধয়েৎ স্নানমেতৎ স্যাৎ পঞ্চাঙ্গং শুদ্ধিদায়কম্ ॥ ইতি ॥

ইমানি স্নানানি শক্তিতারতম্যাৎ অশুচিত্বতারতম্যাচ্চ ব্যবস্থিতানি জ্ঞেয়ানি।

অন্যান্যপি মানসিকধ্যানস্নানাদীনি গ্রন্থবিস্তরভয়াৎ নেহ লিখিতানি, তন্ত্রান্তরাৎ দ্রষ্টব্যানি ॥ ৪ ॥

মন্ত্রস্নান ভস্মস্নান ও জলস্নানে অভীষ্ট সাধন ক'রে বস্ত্র পরিধান করবে ॥ ৪ ॥

ত্রিপুরার্ণবে মন্ত্রস্নানের কথা বলা হয়েছে। যথা—প্রথমে ভিজা কাপড় দিয়ে সর্বাঙ্গ মুছতে হবে। তারপর মূলমন্ত্র সাতবার জপ করতে করতে দুই হাতের তেলো দিয়ে পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত স্পর্শ করতে হবে। দেবী, একেই বলা হয় মন্ত্রস্নান। অশক্ত ব্যক্তির শুদ্ধির জন্য এই স্নান বিহিত।

শিবরহস্যে ভস্মস্নানের কথা বলা হয়েছে—শুদ্ধ ভস্ম হাতে নিয়ে মূলমন্ত্র একশ আটবার জপ করতে হবে। তারপর সেই ভস্ম সর্বাঙ্গে অনুলেপন করতে হবে। একেই বলে ভস্মস্নান।

ললিতাপ্রকরণে জলস্নানের কথা বলা হয়েছে। এখানে জলস্নানই মুখ্য। ক্রিয়াকর্মের সময় হ'য়ে গেছে অথচ জলাদির অভাব এই অবস্থায় এবং গুরুর কাজে শিষ্যকে তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হ'য়েছিল, জলস্নান করতে পারেন নি, এই অবস্থায় মন্ত্রস্নানাদি কর্তব্য। নারদপাঞ্চরাত্রে এ সম্পর্কে 'এবার শুভ মন্ত্র-স্নান শোন' এই বলে আরম্ভ ক'রে বলা হয়েছে—দুর্গম পথে চলতে চলতে অবসাদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তির যদি পূজাদির সময় উপস্থিত হয়ে যায় অথচ জল-স্নানের জল পাওয়া যায় না এবং গুরুর কাজে অতন্দ্রিত কোনো শিষ্যের গুরুর কাজে তাড়াতাড়ি ক'রে কোথাও চলে যাওয়ার জন্য যদি তার জলস্নান করার সময় না মিলে তা হ'লে এরকম ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তি মন্ত্রস্নান করবে।

বীরতন্ত্রে এর চেয়ে লঘুস্নান বিহিত হয়েছে। যথা—দুই হাতের মণিবন্ধের নীচের অংশ, দুই পায়ের গুল্‌ফের নীচেকার অংশ আর মুখ ধৌত করবে। এই পঞ্চাঙ্গ স্নান শুদ্ধিদায়ক।

শক্তির তারতম্য ও অশুচিতার তারতম্য অনুসারে এই সব স্নান বিহিত হয়েছে, বুঝতে হবে। মানসিক ধ্যানস্নানাদি অন্যান্য অনেক স্নান আছে। গ্রন্থ বেড়ে যাবে এই ভয়ে সে-সব এখানে লিখিত হল না। তন্ত্রান্তরে তা দ্রষ্টব্য। ৪।

সন্ধ্যাং বিধত্তে—

সন্ধ্যামুপাস্য সবিতৃমণ্ডলে দেবীং সাবরণাং বিচিন্ত্য মূলেন ত্রিরর্ঘ্যং দত্বা যথাশক্তি সন্তর্প্য ।৫॥

সন্ধ্যামিতীদমুৎপত্তিবাক্যং, অত্র কথংভাবাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—সবিতৃমণ্ডল ইত্যারভ্য সন্তর্প্যেত্যন্তেন। তর্পণমপি মূলমুচ্চার্য শ্রীশ্যামাং তর্পয়ামি

স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ। মালিনীতন্ত্রে তর্পণমন্ত্রোদ্ধারস্য—"মূলান্তে মালিনীং প্রোচ্য তর্পয়াম্যগ্নিবল্লভা" ইতি লেখাৎ। প্রকৃতে মন্ত্রস্যানুক্তত্বাৎ মন্ত্রাকাঙ্ক্ষায়াঃ তন্ত্রান্তরস্থমন্ত্রাদরঃ। যথাশক্তি ইত্যনেন সঙ্খ্যায়াঃ তর্পণবৃত্তেরনঙ্গত্বং সূচিতম্॥

অত্র নিবন্ধকারঃ এতদন্তমাহ্নিকং স্বতন্ত্রোপাস্তৌ পুরশ্চরণকালে চ, ন তু শ্রীক্রমাঙ্গত্বেন সহানুষ্ঠানে ইতি জগৌ। তন্ন। পূর্বোক্তলৌকিকন্যায়দৃষ্টান্তেন ললিতোপাস্তেঃ পূর্বং শ্যামোপাস্তিঃ সিধ্যতি। তদনুষ্ঠানমর্যাদা লক্ষজপ-পর্যন্তমিতি অগ্রিমবাক্যেন ব্যবস্থিতম্। ইত্থং চ "সঙ্গীতমাতৃকামিষ্ট্বা সম্বিৎ-সাম্রাজ্ঞীং (ইত্যাদি) কোলমুখীং বরিবস্যেত" ইত্যগ্রিমসূত্রে ক্ত্বাপ্রত্যয়েন বারাহ্যুপাস্তিপূর্ববৃত্তিত্বং স্পষ্টম্। ইত্থং সতি কোলমুখীবরিবস্যাপূর্বকালসম্-বন্ধিনী যা শ্যামাবরিবস্যা জপশ্চ স সর্বোঽপি শ্রীললিতাক্রমারম্ভাঙ্গভূতঃ, নান্যো ললিতাক্রমেণ সহ অনুষ্ঠীয়মানঃ শ্যামাক্রমগন্ধোঽপি সূত্রে প্রতীয়তে। এবং সতি পুরশ্চরণাদিকালে আহ্নিকং অন্যত্র নেতি কিং প্রমাণমনুসৃত্য লিলেখ। তদভিপ্রায়ং স এব জানাতি। বস্তুতো ললিতাপ্রয়োগানঙ্গভূতশ্যামাক্রমঃ সূত্রে অপ্রসিদ্ধঃ। অঙ্গভূতক্রমমুদ্দিশ্যাহ্নিকপাঠাৎ অঙ্গভূতেঽপি ক্রমে সর্বমাহ্নিকং নিশ্শঙ্কং প্রবর্তত এব॥ ৫॥

সন্ধ্যার বিধান দিচ্ছেন—

সন্ধ্যোপাসনা ক'রে সবিতৃমণ্ডলে সাবরণা দেবীর ভাবনা করতঃ মূলমন্ত্রের দ্বারা তিনটি অর্ঘ্য দিয়ে যথাশক্তি তৃপ্তিবিধান করবে॥ ৫॥

'সন্ধ্যাং' এইপদ উৎপত্তিবাক্যসূচক। সন্ধ্যা কি প্রকারে হবে এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য সবিতৃমণ্ডল থেকে আরম্ভ ক'রে সন্তর্প্য পর্যন্ত সূত্রাংশে তা বলা হয়েছে। তর্পণ সম্বন্ধে বক্তব্য মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে, তারপর শ্রীশ্যামাং তর্পয়ামি স্বাহা এই বললে যে-মন্ত্র হবে সেই মন্ত্রে তর্পণ করতে হবে। এর নজির মালিনীতন্ত্রে লিখিত তর্পণমন্ত্র। যথা—মূলান্তে মালিনীং বলে তর্পয়ামি স্বাহা অর্থাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মালিনীং তর্পয়ামি স্বাহা এই বললে হবে মালিনীর তর্পণমন্ত্র। সূত্রে তর্পণমন্ত্র অনুক্ত থাকার জন্য উক্ত মন্ত্রাকাঙ্ক্ষায় তন্ত্রান্তরস্থ মন্ত্রের আদর। 'যথাশক্তি' এই পদের দ্বারা তর্পণসংখ্যা তর্পণ-কার্যের অঙ্গ নয় অর্থাৎ তর্পণের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, যাঁর যেমন সাধ্য তিনি তেমনি করবেন, তাই সূচিত হয়েছে।

* * * * * । ৫।

যাগগৃহপ্রবেশাদি প্রাণায়ামান্তং কৃত্যম্

সন্ধ্যামুক্ত্বা পূজাং বক্তুমারভতে—

যাগগৃহং প্রবিশ্যাসনে আধারশক্তিকমলাসনায় নম ইত্যুপবিশ্য॥ ৬॥

যাগগৃহে প্রবেশ থেকে প্রাণায়াম পর্যন্ত কর্ম

সন্ধ্যার কথা বলে পূজার কথা বলতে আরম্ভ করলেন—

যাগগৃহে অর্থাৎ পূজামণ্ডপে প্রবেশ ক'রে 'আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ'[1] এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আসনে উপবেশন করবে। ৬।

অথ প্রাণায়ামপ্রকারমাহ—

সমস্তপ্রকটগুপ্তসিদ্ধযোগিনীচক্রশ্রীপাদুকাভ্যো নম ইতি শিরস্য-ঞ্জলিমাধায় স্বগুরুপাদুকাপূজাং চ[2] বিধায় ॥ ৭ ॥

স্বগুরুপাদুকাপূজাং বিধায়। শ্যামাগুরুপাদুকা বক্ষ্যমাণা। তেন স্বমূর্ধ্নি পুষ্পাক্ষতান্ ক্ষিপেৎ ॥ ৭ ॥

এবার প্রাণায়ামপ্রকার বলছেন—

'সমস্তপ্রকটগুপ্তসিদ্ধযোগিনীচক্রশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ'[3] এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অঞ্জলিবদ্ধ হাত মাথার উপরে রাখতে হবে এবং স্বগুরুর পাদুকা পূজা করতে হবে ॥ ৭ ॥

স্বগুরুপাদুকা পূজা ক'রে। স্বগুরুপাদুকা মানে শ্যামাপূজকের গুরুপাদুকা অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ গুরুপাদুকামন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে স্বীয় শিরে পুষ্পাক্ষত নিক্ষেপ করতে হবে। ৭।

ঐঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইত্যস্ত্রমন্ত্রেণ অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং করতলয়োঃ কূর্পরয়োঃ দেহে চ ব্যাপকত্বেন বিন্যস্য ॥ ৮ ॥

ব্যাপকত্বলক্ষণং পূর্বমুক্তম্। অঙ্গুল্যাদিভেদেন মন্ত্রাবৃত্তিঃ, প্রতিপ্রধানমিতি ন্যায়াৎ ॥ ৮ ॥

'ঐঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্' এই অস্ত্রমন্ত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত জপ ক'রে দুই করতলে ও দুই কনুইতে ন্যাস করতে হবে এবং দেহে ব্যাপকন্যাস করতে হবে ॥ ৮ ॥

ব্যাপকত্বের লক্ষণ পূর্বেই বলা হয়েছে। 'প্রতিপ্রধানম্' এই ন্যায়ানুসারে অঙ্গুল্যাদির ভেদের দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি বুঝান হয়েছে। ৮।

১। সম্পূর্ণ মন্ত্র—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ।
দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ প্রৌঢ়োল্লাসঃ চতুর্থঃ—শ্যামাক্রমঃ।

২। গণপতিপূজাং চ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। মন্ত্রটির আদিতে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ যোগ করতে হবে।
—দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ প্রৌঢ়োল্লাসঃ চতুর্থঃ—শ্যামাক্রমঃ।

যং ইতি বায়ুং পিঙ্গলয়াঽঽকৃষ্য দেহমুপবিশোষ্য রং ইতি বায়ুমাকৃষ্য দেহং দগ্ধ্বা বং ইতি বায়ুমাকৃষ্যামৃতেন দগ্ধদেহভস্ম সিক্ত্বা লং ইতি বায়ুমাকৃষ্য দৃঢ়ং বিধায় হংস ইতি বায়ুমাকৃষ্য শিবচৈতন্যমুৎপাদ্য ॥ ৯ ॥

যং ইত্যস্য বিশোষ্য ইত্যনেনান্বয়ঃ, বায়ুবীজত্বে শোষণকার্যক্ষমত্বাৎ। শোষণং নাম জলাংশস্যাকর্ষণম্। বায়্বাকর্ষণং তু তূষ্ণীমেব। ইড়াপিঙ্গলে নারদীয়ে নিরূপিতে—

পিঙ্গলা বামনাসা স্যাদিড়া তদিতরা স্মৃতা ॥ ইতি ॥

রং ইতি বহ্নিবীজেন দেহদাহঃ। অমৃতেন অমৃতবীজেন বং ইত্যনেন দগ্ধ-ভস্মসেচনং পুনঃ শরীরোৎপাদনার্থম্। লং ইতি পার্থিববীজেন সিক্তভস্মনি কাঠিন্যসম্পাদনম্। ততঃ তস্মিন্ হংস ইতি মন্ত্রেণ শিবচৈতন্যসম্পাদনম্ ॥

এতাবৎপর্যন্তং ভূতশুদ্ধিং বিধায় শ্রীক্রমোক্তাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং চ কুর্যাৎ ॥ ৯ ॥

যং এই বীজ উচ্চারণ সহ পিঙ্গলা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ ক'রে দেহকে শোষণ করতে হবে। রং এই বীজ উচ্চারণ সহ বায়ু আকর্ষণ ক'রে দেহকে দগ্ধ করতে হবে। বং এই বীজ উচ্চারণ সহ বায়ু আকর্ষণ ক'রে অমৃতের দ্বারা দগ্ধদেহভস্ম সিক্ত করতে হবে। লং এই বীজ উচ্চারণ সহ বায়ু আকর্ষণ ক'রে অমৃতসিক্ত দেহভস্মকে দৃঢ় করতে হবে। হংস এই মন্ত্র উচ্চারণ সহ বায়ু আকর্ষণ করে অমৃতসিক্ত দৃঢ়ীকৃত দেহে শিবচৈতন্য উৎপাদন করতে হবে[1] ॥ ৯ ॥

যং এই পদের সহিত 'বিশোষ্য' পদের অন্বয় হবে। কেননা, যং এই বায়ু-বীজে শোষণকার্যক্ষমত্ব বিদ্যমান। শোষণ বলতে বুঝায় জলাংশের আকর্ষণ। বায়ুর আকর্ষণ হয় নিঃশব্দে। নারদীয়ে অর্থাৎ নারদপাঞ্চরাত্রে ইড়া ও পিঙ্গলা

১। এই সূত্রে ভূতশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। পূজকের "আত্মশুদ্ধির জন্য স্নানের ... মতো ভূতশুদ্ধিও আবশ্যক।"

"মানবদেহ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতগঠিত। এই পঞ্চভূতের শোধনকেই বলা ... হয় ভূতশুদ্ধি। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে শর র কারে পরিণত পঞ্চভূতের যে শোধন ... ...য়ে দ্বারা পঞ্চভূত অবার ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই শোধনকেই বলে ভূতশু... ...দ্ধ।" দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ২য় সং, পৃঃ ৮৪৭।

"ভূতশুদ্ধি প্রধানতঃ মানস ব্যাপার। ভূতশুদ্ধি-অ... ...নুষ্ঠানের শাস্ত্রবিহিত বিভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়।" এ সম্পর্কে দ্রঃ-প্রাণতোষ... ...ণী, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৫; পুরশ্চর্যার্ণব, তরঙ্গ ৩, ভূতশুদ্ধিপ্রকারঃ; তারাভক্তিসুধার্ণব, তরঙ্গ ... ...; বসুমতীপ্রকাশিত বৃহৎতন্ত্রসার ১০ম সং, পৃঃ ৮৫-৮৭

নিরূপিত হয়েছে এইভাবে—পিঙ্গলা বামনাসা আর তদিতর অর্থাৎ দক্ষিণনাসা ইড়া[১]।

রং এই বহ্নিবীজের দ্বারা দেহদাহ হবে। 'অমৃতেন' মানে অমৃতবীজের দ্বারা অর্থাৎ বং এই বীজের দ্বারা। পুনরায় শরীর উৎপাদনের জন্য দগ্ধদেহ-ভস্মে অমৃতসিঞ্চন করতে হবে। লং পৃথিবীবীজ। তার দ্বারা সিক্ত ভস্মে কাঠিন্য সম্পাদন করতে হবে। তারপর 'হং সঃ' এই মন্ত্র দ্বারা তাতে শিবচৈতন্য সম্পাদন করতে হবে। ৯।

মূলমেকশ উচ্চার্য বায়ুমাকৃষ্য ত্রিশঃ উচ্চার্য কুম্ভয়িত্বা সকৃদুচ্চার্য রেচয়েৎ। এবং রেচকপূরককুম্ভকং ত্রিধা সপ্তধা দশধা ষোড়শধা বা বিরচ্য তেজোময়তনুঃ ॥ ১০ ॥

একশঃ একবারম্। এবমগ্রেঽপি। রেচকপূরককুম্ভকমিতি দ্বন্দ্বসমাসাৎ সাহিত্যলাভঃ। অত্র যদ্যপি পূরকং মধ্যে পতিতং রেচকং প্রথমং কুম্ভকং চরমং ইতি ব্যুৎক্রমঃ তথাঽপি নাত্র ক্রমে তাৎপর্যং, কিং তু সাহিত্যে। ক্রমস্তু পূর্ব-পাঠানুসারেণৈব। ত্রিধেত্যারভ্য সঙ্খ্যাবৃদ্ধৌ ফলাধিক্যম্। তেজোময়তনুঃ ইত্যনেন প্রাণায়ামক্রিয়ায়াঃ পাপশোধকত্বং সূচিতম্ ॥ ১০ ॥

মূলমন্ত্র একবার উচ্চারণ সহ বায়ু আকর্ষণ করতে হবে অর্থাৎ পূরক করতে হবে; তিনবার উচ্চারণ সহ কুম্ভক করতে হবে এবং একবার উচ্চারণ সহ রেচক করতে হবে। এইভাবে রেচকপূরককুম্ভক তিনবার, সাতবার, দশবার কিংবা ষোলবার সম্পাদন করে তেজোময়তনু হতে হবে ॥ ১০ ॥

'একশঃ' মানে একবার। পরবর্তী ক্ষেত্রেও এই প্রকার অর্থ হবে। 'রেচক-পূরককুম্ভকং' এই পদে দ্বন্দ্বসমাস হওয়ায় সহিতত্ব সূচিত হয়েছে। এখানে যদিও প্রথমে রেচক, মধ্যে পূরক এবং শেষে কুম্ভক এই বিপরীত ক্রম রয়েছে তথাপি এর তাৎপর্য ক্রমনির্দেশ নয়, সহিতত্বনির্দেশ। সূত্রের প্রথমাংশে যে-পাঠ রয়েছে তদনুসারে ক্রম হবে অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ক্রম হবে। 'ত্রিধা' এই পদ দিয়ে আরম্ভ ক'রে যে-সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যক্ত হয়েছে তা ফলাধিক্য-সূচক। 'তেজোময়তনুঃ' এই পদের দ্বারা প্রাণায়ামক্রিয়ার পাপশোধকত্ব সূচিত হয়েছে। ১০।

১। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত জ্ঞানভাস্করে পাওয়া যায়—ইড়া চ বামনাসায়াং দক্ষিণে পিঙ্গলা মতা। অর্থাৎ বামনাসায় ইড়া আর দক্ষিণনাসায় পিঙ্গলা। দ্রঃ প্রাণতোষণী, কাণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ৪, বসুমতী সং, পৃঃ ৬৩

অথ ন্যাসজালং বদতি—

ষড়ঙ্গং বালাসহিতাং মাতৃকাং মূলহৃন্মুখেষু রতিপ্রীতিমনোভবান্ বিনস্য ॥ ১১ ॥

বিন্যস্য ইতি সর্বত্রানুষজ্য যোজ্যম্। তথা চ ষড়ঙ্গং বিন্যস্যেত্যর্থঃ। এতন্মন্ত্রস্বরূপং উপরিষ্টাৎ স্পষ্টীকরিষ্যামঃ। অয়মেকো ন্যাসঃ। বালাসহিতাং মাতৃকাং বিন্যস্য ইতি দ্বিতীয়ো ন্যাসঃ। মাতৃকাং বহির্মাতৃকাম্। ন্যাসস্থানানি তন্ত্রান্তরাদবগন্তব্যানি। অগ্রে বক্ষ্যমাণত্রিতারীকুমারীকেবলকুমার্যোর্বিকল্পেন প্রাপ্তৌ তদ্বাধকং কেবলবালাসহিতামিতি বিশেষণম্। তেন মাতৃকান্যাসমন্ত্রে সদা বালাযোগ এব, অন্যত্র বিকল্পেন বালাযোগঃ। ন্যাসস্থানানাং বহুপ্রসিদ্ধ্যা নাত্র লেখঃ। মন্ত্রস্বরূপং চ—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অং নমঃ। এবমগ্রেঽপি। মূলং মূলাধারস্থানম্। তদাদিত্রিষু রত্যাদিত্রয়ং বিন্যসেৎ। অয়ং তৃতীয়ো ন্যাসঃ ॥ ১১ ॥

ষড়ঙ্গাদি-ন্যাসপঞ্চক

এর পর ন্যাসজাল বলছেন—

ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে। বালাবীজমন্ত্রের সহযোগে মাতৃকান্যাস করতে হবে। মূলাধারে রতি, হৃদয়ে প্রীতি এবং মুখে মনোভবকে ন্যাস করতে হবে ॥ ১১ ॥

'বিনস্য' পদটি যেখানে তার সম্পর্ক রয়েছে সেখানে যোগ করতে হবে। তা হলে, ষড়ঙ্গের সঙ্গে 'বিন্যস্য' যোগ করতে হবে আর তার অর্থ হবে ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে। এর মন্ত্রস্বরূপ পরে স্পষ্ট ক'রে বলব। এটি প্রথম ন্যাস। বালাবীজমন্ত্রের সহযোগে মাতৃকান্যাস করতে হবে। এটি দ্বিতীয় ন্যাস। মাতৃকা মানে বহির্মাতৃকা। ন্যাসস্থানগুলি তন্ত্রান্তর থেকে জেনে নিতে হবে। পরে বক্ষ্যমাণ ত্রিতারীকুমারী অর্থাৎ ত্রিতারীযুক্ত কুমারীমন্ত্র[১] কেবলমাত্র কুমারীর অর্থাৎ কুমারীমন্ত্রের বিকল্পরূপে বিহিত হয়েছে বলে এখানে শুধু 'বালাসহিতাং' এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে উক্ত বিধির বাধকরূপে অর্থাৎ এর দ্বারা সূচিত হয়েছে এখানে বালামন্ত্রের সঙ্গে ত্রিতারী থাকবে না। মাতৃকান্যাসমন্ত্রে সর্বদা বালাবীজ যুক্ত হবে, অন্যক্ষেত্রে হবে বিকল্পে। ন্যাসস্থান অতিশয় প্রসিদ্ধ বলে এখানে লিখিত হল না। মাতৃকান্যাসের মন্ত্রস্বরূপ

১। কুমারীমন্ত্র—কুমারীর বীজমন্ত্র। কুমারী মানে বালা। কাজেই, কুমারীবীজমন্ত্র আর বালাবীজমন্ত্র একই।

—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অঁ নমঃ। পরবর্তী ক্ষেত্রেও এইপ্রকার হবে অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আঁ নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ইঁ নমঃ ইত্যাদি প্রকার হবে। 'মূলং' মানে মূলাধারস্থান। মূলাধারাদি তিনটি স্থানে রত্যাদি তিনের ন্যাস করতে হবে। ১১।

মূলং সপ্তদশধা খণ্ডয়িত্বা ষট্ ব্রহ্মবিলে ত্রীণি ললাটে চত্বারি ভ্রূমধ্যে দক্ষবামেক্ষণয়োঃ ষট্ চাষ্টৌ সপ্তাস্যে দক্ষবামশ্রুতিকণ্ঠেষ্বেকৈকং দক্ষবামাংসয়োরষ্টৌ চ দশ হৃদি দশ দক্ষবামস্তনয়োরষ্টাবষ্টৌ নব নাভৌ দ্বিঃ স্বাধিষ্ঠানে ষড়াধার এবং বিন্যস্য ॥ ১২ ॥

খণ্ডয়িত্বা বিভজ্য। বিভাগপ্রকারং বিভক্তখণ্ডৈঃ ক্রিয়মাণন্যাসস্থানানি চাহ—ষড়িত্যাদিনা। ষড়িত্যাদিসঙ্খ্যাবাচকানি পদানি মূলস্থবর্ণপরাণি। আদিমষড়্বর্ণান্ নমোঽন্তানুচ্চার্য ব্রহ্মরন্ধ্রে ন্যসেৎ। এবমগ্রেঽপি। দক্ষবামেক্ষণয়োঃ ষট্ চাষ্টাবিত্যত্র দক্ষনেত্রে ষড়্বর্ণাঃ ক্রমপ্রাপ্তাঃ বামনেত্রে অষ্টৌ যথাসংখ্যং যোজ্যম্। এবমেব দক্ষবামাংসয়োঃ ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যম্। সর্বত্র ত্রিতারী-কুমারীযোগঃ কার্যঃ। স্বাধিষ্ঠানং ষড়্দলকমলং গুহ্যস্থানস্থম্। আধারো মূলাধারঃ স পূর্বং ব্যাখ্যাতঃ। অয়ং চতুর্থো ন্যাসঃ ॥ ১২ ॥

মূলমন্ত্রকে সপ্তদশ খণ্ডে ভাগ ক'রে বক্ষ্যমাণ সপ্তদশ স্থানে সংসৃষ্টমন্ত্রখণ্ডের যথানির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণ এইভাবে ন্যাস করতে হবে—ব্রহ্মরন্ধ্রে ৬, ললাটে ৩, ভ্রূমধ্যে ৪, দক্ষিণনেত্রে ৬, বামনেত্রে ৮, মুখে ৭, দক্ষিণকর্ণে ১, বামকর্ণে ১, কণ্ঠে ১, দক্ষিণ অংসে ৮, বাম অংসে ১০, হৃদয়ে ১০, দক্ষিণস্তনে ৮, বামস্তনে ৮, নাভিতে ৯, স্বাধিষ্ঠানে ২ এবং মূলাধারে ৬ ॥ ১২ ॥

'খণ্ডয়িত্বা' মানে ভাগ ক'রে। ষট্-আদি সূত্রাংশের দ্বারা বিভাগপ্রকার এবং বিভক্ত খণ্ডসমূহের দ্বারা ক্রিয়মাণ ন্যাসের স্থানসমূহ বলা হয়েছে। ষট্-ইত্যাদি সংখ্যাবাচক, মূলস্থবর্ণ অর্থাৎ মূলমন্ত্রের[১] বর্ণ সম্পর্কে প্রযোজ্য। প্রথম ছ'টি বর্ণের পর 'নমঃ' যোগ করতে হবে। 'দক্ষবামেক্ষণয়োঃ ষট্ চাষ্টৌ'—এর অর্থ দক্ষিণ ও বাম চক্ষুতে যথাক্রমে ৬ ও ৮ বর্ণ ন্যাস করা হবে। 'দক্ষ-

---

১। রামেশ্বর মূলমন্ত্রটি বিবৃত করেন নি। নিত্যোৎসবে (দ্রঃ প্রৌঢ়োল্লাসঃ চতুর্থঃ—শ্যামাক্রমঃ) 'মূলখণ্ডসপ্তদশকন্যাসঃ' বিবৃত হয়েছে। তাতে মন্ত্রটি পাওয়া যাচ্ছে। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ, ওঁ নমো ভগবতি, শ্রীমাতঙ্গেশ্বরি, সর্বজনমনোহরি, সর্বমুখরঞ্জিনি, ক্লীঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ, সর্বরাজবশঙ্করি, সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি, সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি, সর্বসত্ত্ববশঙ্করি, সর্বলোকবশঙ্করি, অমুকং মে বশমানয়, স্বাহা, সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ।

কমা চিহ্নের দ্বারা সপ্তদশবিভাগ নির্দিষ্ট করা হল।

বামাংসয়োঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। সর্বত্র ত্রিতরী[১]-কুমারী[২] যোগ করতে হবে। 'স্বাধিষ্ঠানং' মানে স্বাধিষ্ঠানচক্র। এটি ষড়্-দলপদ্ম এবং গুহ্যস্থান অর্থাৎ লিঙ্গমূলে অবস্থিত। আধারঃ মানে মূলাধারচক্র। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। এটি চতুর্থ ন্যাস। ১২।

পঞ্চমমাহ—

পুনরাধারাদিব্রহ্মবিলপর্যন্তং সপ্তদশখণ্ডানুক্তস্থানেষু বিন্যস্য ॥ ১৩ ॥

পূর্বস্মাদ্বৈলক্ষণ্যং মূলাধারাদিস্থানবৈপরীত্যমাত্রং, ন তু সপ্তদশখণ্ড-বৈপরীত্যং প্রমাণাভাবাৎ[৩]।

নিবন্ধকারঃ খণ্ডবৈপরীত্যং লিলেখ। তস্য প্রমাণং তদীয়েচ্ছৈব ন ত্বন্যৎ। অয়ং পঞ্চমো ন্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

আবার মূলাধার থেকে আরম্ভ ক'রে সপ্তদশখণ্ডন্যাসস্থানে ন্যাস করতে হবে ॥ ১৩ ॥

পূর্বসূত্রোক্ত ন্যাসের থেকে পার্থক্য হল মূলাধারাদিস্থানবৈপরীত্যমাত্র, সপ্তদশখণ্ডের বৈপরীত্য নয়। কেননা, তার কোনো প্রমাণ নেই।

* * * * *

এটি পঞ্চম ন্যাস। ১৩।

মন্দিরার্চনম্

এবং ন্যাসজালমুক্ত্বা মন্দিরার্চনং বদতি—

অমৃতোদধিমধ্যরত্নদ্বীপে মুক্তামালাদ্যলঙ্কৃতং চতুর্দ্বারসহিতং মণ্ডপং বিচিন্ত্য তস্য প্রাগাদিচতুর্দ্বারেষু সাং সরস্বত্যৈ লাং লক্ষ্ম্যৈ শং শঙ্খনিধয়ে পং পদ্মনিধয়ে নমঃ লাং ইন্দ্রায় বজ্রহস্তায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ রাং অগ্নয়ে শক্তিহস্তায় তেজোঽধিপতয়ে অজ-বাহনায় সপরিবারায় নমঃ টাং যমায় দণ্ডহস্তায় প্রেতাধিপতয়ে মহিষ-বাহনায় সপরিবারায় নমঃ ক্ষাং নির্ঋতয়ে খড়্গহস্তায় রক্ষোঽধিপতয়ে নরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ বাং বরুণায় পাশহস্তায় জলাধিপতয়ে মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ যাং বায়বে ধ্বজহস্তায় প্রাণাধিপতয়ে

১। ত্রিতারী—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।

২। কুমারী—বালা অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।

৩। খণ্ডক্রমশ্চ পূর্ববৎ, খণ্ডবৈপরীত্যবোধকপ্রমাণাভাবাৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

রুরুবাহনায় সপরিবারায় নমঃ সাং সোমায় শঙ্খহস্তায় নক্ষত্রাধিপতয়ে অশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ হাং ঈশানায় ত্রিশূলহস্তায় বিদ্যাঽধিপতয়ে বৃষভবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে পদ্মহস্তায় সত্যলোকাধিপতয়ে হংসবাহনায় সপরিবারায় নমঃ শ্রীং বিষ্ণবে চক্রহস্তায় নাগাধিপতয়ে গরুড়বাহনায় সপরিবারায় নমঃ ওঁ বাস্তুপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যেকাদশদিক্ষু একাদশ দেবানর্চয়েৎ ॥ ১৪ ॥

একাদশদিশশ্চ—চতস্রো দিশঃ, চতস্রোঽবান্তরদিশঃ, ঊর্ধ্বং, অধঃ, সমস্তং চেতি জ্ঞেয়াঃ। শেষং স্বয়মূহ্যম্ ॥ ১১ ॥

মন্দিরার্চনা

এইভাবে ন্যাসজাল বলে মন্দিরার্চনার কথা বলছেন—

অমৃতসমুদ্রের মধ্যবর্তী রত্নদ্বীপে মুক্তামালাদিশোভিত চতুর্দ্বারযুক্ত মণ্ডপের চিন্তা করবে। সেই মণ্ডপের পূর্বদ্বারাদি চার দ্বারে যথাক্রমে সাং সরস্বতীকে নমস্কার[1], লাং লক্ষ্মীকে নমস্কার, শং শঙ্খনিধিকে নমস্কার, পং পদ্মনিধিকে নমস্কার, লাং বজ্রহস্ত সুরাধিপতি ঐরাবতবাহন সপরিবার ইন্দ্রকে নমস্কার, রাং শক্তিহস্ত তেজের অধিপতি অজবাহন সপরিবার অগ্নিকে নমস্কার, টাং দণ্ডহস্ত প্রেতাধিপতি মহিষবাহন সপরিবার যমকে নমস্কার, ক্ষাং খড়্গহস্ত রাক্ষসাধিপতি নরবাহন সপরিবার নির্ঋতিকে নমস্কার, বাং পাশহস্ত জলাধিপতি মকরবাহন সপরিবার বরুণকে নমস্কার, যাং ধ্বজহস্ত প্রাণাধিপতি রুরুবাহন সপরিবার বায়ুকে নমস্কার, সাং শঙ্খহস্ত নক্ষত্রাধিপতি অশ্ববাহন সপরিবার সোমকে নমস্কার, হাং ত্রিশূলহস্ত বিদ্যাধিপতি বৃষভবাহন সপরিবার ঈশানকে নমস্কার, ওঁ পদ্মহস্ত সত্যলোকাধিপতি হংসবাহন সপরিবার ব্রহ্মাকে নমস্কার, শ্রীং চক্রহস্ত নাগাধিপতি গরুড়বাহন সপরিবার বিষ্ণুকে নমস্কার, ওঁ বাস্তুপতি ব্রহ্মাকে নমস্কার। এই প্রকার একাদশ দিকের একাদশ দেবতাকে অর্চনা করতে হবে ॥ ১৪ ॥

একাদশ দিক্—চারদিক, চারকোণ, ঊর্ধ্ব, অধঃ এই দশ আর সব মিলিয়ে এক, এই এগার। সূত্রের শেষ কথাটি হবে স্বয়ং। এটি উহ্য আছে। তার অর্থ 'অর্চয়েৎ' মানে স্বয়ং অর্চনা করবে। ১৪।

১। মন্ত্র সূত্রে বিবৃত হয়েছে। এখানে শুধু অনুবাদ দেওয়া হল। অনুবাদ মন্ত্র নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই করা হল।

শ্যামাক্রমমন্ত্রেষু বীজবিশেষযোগঃ

শ্যামাক্রমে সর্বমন্ত্রেষু বীজবিশেষযোগমাহ—

শ্যামাক্রমমন্ত্রাণামাদৌ ত্রিতারীকুমারীযোগঃ কুমারীযোগো বা ত্রিতারী পূর্বোক্তা কুমারী বালা শেষমুত্তানম্ ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

শ্যামাক্রমের মন্ত্রসমূহে বীজবিশেষযোগ

শ্যামাক্রমের সব মন্ত্রে বীজবিশেষ যোগের কথা বলছেন—

শ্যামাক্রমের মন্ত্রগুলির আদিতে ত্রিতারী ও কুমারী যোগ করতে হবে অথবা শুধু কুমারী যোগ করতে হবে। ত্রিতারী পূর্বেই কথিত হয়েছে। কুমারী মানে বালা। মন্ত্রের শেষভাগে উত্তান অর্থাৎ যেমন তেমনি থাকবে ॥ ১৫ ॥

অর্থ স্পষ্ট। ১৫।

কর্তৃগুণবিশেষবিধিঃ

কর্তুরঙ্গভূতান্ কাংশ্চিৎ গুণানাহ—

গন্ধদ্রব্যেণ লিপ্তাঙ্গস্তাম্বূলামোদিতবদনঃ প্রসন্নমনা ভূত্বা ॥ ১৬ ॥

পূজাকর্তার গুণ সম্পর্কে বিশেষবিধি

পূজাকর্তার অঙ্গভূত কয়েকটি গুণ বলছেন—

গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অঙ্গ লিপ্ত ক'রে ও তাম্বূলের দ্বারা মুখ সুবাসিত ক'রে প্রসন্নমনা হতে হবে ॥ ১৬ ॥

শ্যামাচক্রলেখনপ্রকারঃ

অথ শ্যামাচক্রলেখনপ্রকারমাহ—

সুবর্ণরজততাম্রচন্দনমণ্ডলেষু বিন্দুত্রিকোণপঞ্চকোণাষ্টদলষোড়শদলাষ্টদলচতুর্দলচতুরশ্রাত্মকং চক্ররাজং বিলিখ্য ॥ ১৭ ॥

মণ্ডলেষু ফলকেষু। পঞ্চকোণং পঞ্চাশ্রকুণ্ডাকারম্। নির্মাণং বিন্দুমারভ্য নির্গমনরীত্যা জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

শ্যামাচক্রের লেখনপ্রকার

এবার শ্যামাচক্রের লেখনপ্রকার বলছেন—

স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র-চন্দনের ফলকে বিন্দু-ত্রিকোণ-পঞ্চকোণ-অষ্টদল-ষোড়শদল-অষ্টদল-চতুর্দল-চতুরশ্রাত্মক চক্ররাজ লিখতে হবে ॥ ১৭ ॥

মণ্ডলে অর্থ ফলকে। পঞ্চকোণ মানে পঞ্চাশ্রকুণ্ডাকার। বিন্দু থেকে আরম্ভ ক'রে নির্গমনরীতিতে চক্র নির্মাণ করতে হবে, এটি জ্ঞাতব্য। ১৭।

সামান্যার্ঘ্যবিধিঃ

অথ সামান্যার্ঘ্যবিধিমাহ—

মূলেন ত্রিবারজপ্তেন শুদ্ধজলেন চতুরশ্রবৃত্তষট্‌কোণত্রিকোণবিন্দূন্ প্রবেশেন মৎস্যমুদ্রয়া বিধায় অং আত্মতত্ত্বায় আধারশক্তয়ে বৌষট্ ইত্যাধারং প্রতিষ্ঠাপ্য ধূম্রার্চিরূষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রীঃ স্বরূপা কপিলা হব্যবাহা কব্যবাহেত্যগ্নিকলা অভ্যর্চ্য উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাননায় বৌষট্ ইতি পাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচির্জ্বালিনী রুচিঃ সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ইতি পাত্রে সূর্যকলা অভ্যর্চ্য মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নমঃ ইতি শুদ্ধজলমাপূর্য অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতিঃ ধৃতিঃ শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা পূর্ণা পূর্ণামৃতা চেতি চন্দ্রকলা অভ্যর্চ্য, অগ্নীশাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য অস্ত্রেণ সংরক্ষ্য কবচেনাবকুণ্ঠ্য ধেনুযোনী প্রদর্শ্য মূলমন্ত্রেণ সপ্তশোঽভিমন্ত্র্য তজ্জলবিপ্রুড্‌ভিঃ যাগগৃহং পূজোপকরণানি চাবোক্ষ্য ॥ ১৮ ॥

[1]প্রবেশেন প্রবেশরীত্যা। মৎস্যমুদ্রয়া, সা চোক্তা তন্ত্রে—

অধোমুখে বামকরে দক্ষিণং তাদৃশং করম্।
স্থাপয়েন্মৎস্যমুদ্রেয়ং তান্ত্রিকৈঃ পরিকীর্তিতা ॥ ইতি ॥
দক্ষপাণিতলং দেবি বামপৃষ্ঠোপরি ন্যসেৎ।
অঙ্গুষ্ঠদ্বিতয়ং সম্যক্ ঋজুরূপমধোমুখম্ ॥
মৎস্যমুদ্রেয়মাখ্যাতা মণ্ডলাদিপ্রকল্পনে ॥

ইতি পরমানন্দতন্ত্রেঽপি। আধারলক্ষণং তত্রৈব—

আধারাণ্যপি চৈতেষাং বর্তুলং বা ত্রিকোণকম্।
যোন্যাকারং চ ষট্‌কোণং অষ্টকোণমথাপি বা ॥
অপদং ত্রিপদং পঞ্চষট্‌সপ্তাষ্টপদং তথা।
মধ্যছিদ্রং যথাপাত্রপৃষ্ঠং ন স্যাচ্চ ভূগতম্ ॥
অন্তর্নৈব নিমগ্নং স্যাৎ তথা কর্তব্যমম্বিকে ॥ ইতি ॥

নমোঽন্তৈশ্চতুর্থ্যন্তৈরেতৈর্নামভিঃ বহ্নিকলাপূজনমাধারে কুর্যাৎ। নমোঽ-

---

১। "সংস্কৃতজলং মণ্ডলকরণার্থমেব ন তু তৎপূরণার্থং প্রমাণাভাবাৎ, পূরণং তু মূলানভিমন্ত্রিতশুদ্ধজলেনৈব জ্ঞেয়ম্" ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

স্তত্বং চতুর্থ্যন্তত্বং সূর্যেন্দুকলাস্বপি দ্রষ্টব্যম্। পাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য ইতি নিরুক্ত-স্থাপিতাধারে ইতি শেষঃ। বহ্ন্যাদিকলানামভ্যর্চনং পশ্চিমাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন। প্রমাণমুক্তং প্রাক্। শেষং স্পষ্টম্। অগ্নীশেতি—তৎপ্রকারঃ পূর্বমেব দর্শিতঃ। অস্ত্রেণ অস্ত্রমন্ত্রেণ। কবচেন কবচমন্ত্রেণ॥

কেচিত্তু—অবকুণ্ঠ্যেত্যনেন অবকুণ্ঠনমুদ্রাকবচমন্ত্রয়োঃ গ্রহণং কার্যম্। অবকুণ্ঠনমুদ্রাস্বরূপমুক্তং তন্ত্রে—

হস্তদ্বয়ং মুষ্টিরূপং তর্জন্যাবৃজুরূপকে।
যুগপৎ ভ্রাময়েৎ তাভ্যাং মুদ্রেয়মবকুণ্ঠিনী॥

ইতি প্রজগুঃ॥

ধেনুঃ ধেনুমুদ্রা। ইয়ং লোকে বহুরূঢ়া। তথাঽপি তৎপ্রমাণং লিখ্যতে—

তর্জন্যাদিচতুষ্কং তু প্রোতং হস্তদ্বয়স্থিতম্।
দক্ষতর্জন্যনামায়াং বামমধ্যকনিষ্ঠিকে॥
বামতর্জন্যনামায়াং দক্ষমধ্যকনিষ্ঠিকে।
অধোমুখী ধেনুমুদ্রা...............॥

ইতি পরমানন্দতন্ত্রে স্থিতম্। যোনিস্তু পূর্বমুক্তা। সপ্তশঃ সপ্তকৃত্বঃ। তজ্জলবিপ্রুড্ভিঃ সামান্যার্ঘ্যবিপ্রুড্ভিঃ॥ ১৮॥

সামান্যার্ঘ্যবিধি

এবার সামান্যার্ঘ্যবিধি বলছেন—

মূলমন্ত্র তিনবার জপ ক'রে ও ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে শুদ্ধজলের দ্বারা প্রবেশরীতিতে[১] চতুরশ্র-বৃত্ত-ষট্‌কোণ-ত্রিকোণ-বিন্দু রচনা ক'রে 'অং আত্মতত্ত্বায়[২] আধারশক্তয়ে বৌষট্' এই মন্ত্রে পাত্রের আধার প্রতিষ্ঠা করতঃ তাতে ধূম্রার্চি উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবাহা ও

১। চক্রাঙ্কনের দুই রীতি—নির্গমনরীতি আর প্রবেশরীতি। প্রথমে বিন্দু, তার বাইরে ত্রিকোণ, এইভাবে চতুরশ্র পর্যন্ত অঙ্কনের নাম নির্গমনরীতি। আর প্রথমে চতুরশ্র, তার অভ্যন্তরে ষোড়শদলপদ্ম বৃত্তত্রয়, এইভাবে বিন্দু পর্যন্ত অঙ্কনের নাম প্রবেশরীতি। শ্রীচক্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। অন্যচক্র সম্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা।

২। ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব আর শিবতত্ত্ব। ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব, শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই দুই তত্ত্ব শিবতত্ত্ব। এটি শাক্তদর্শনের মত। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪১১

কব্যবাহা নামক অগ্নিকলার অর্চনা করতে হবে। তারপর 'উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাননায় বৌষট্' এই মন্ত্রে পাত্র প্রতিষ্ঠা করে তাতে তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচি জ্বালিনী রুচি সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ও ক্ষমা নামক সূর্যকলার অর্চনা করতে হবে। এবার 'মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নমঃ' এই মন্ত্রে শুদ্ধজলে পাত্র পূর্ণ করতে হবে এবং ঐ জলে অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টি পুষ্টি রতি ধৃতি শশিনী চন্দ্রিকা কান্তি জ্যোৎস্না শ্রী প্রীতি অঙ্গদা পূর্ণা এবং পূর্ণামৃতা নামক চন্দ্রকলার অর্চনা করতে হবে। অতঃপর ঈশান অগ্নি নৈর্ঋত ও বায়ু-কোণে, মধ্যে এবং চারদিকে, এই ছয় স্থানে ষড়ঙ্গন্যাস ক'রে, অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা সংরক্ষণ ক'রে, কবচমন্ত্রের দ্বারা অবগুণ্ঠন ক'রে, ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ মূলমন্ত্রের দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত ক'রে সেই জলবিন্দু দ্বারা যাগগৃহ ও পূজোপকরণ প্রোক্ষণ করতে হবে ॥ ১৮ ॥

'প্রবেশেন' মানে প্রবেশরীতি অনুসারে। মৎস্যমুদ্রা সম্বন্ধে তন্ত্রে বলা হয়েছে—অধোমুখ বামকরের উপর অধোমুখ দক্ষিণকর স্থাপন করতে হবে। তান্ত্রিকেরা একে বলেন মৎস্যমুদ্রা।

পরমানন্দতন্ত্রেও পাওয়া যায়—দেবী, দক্ষিণকরতল বামকরতলের উপর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদুটি ঋজু ও অধোমুখ হয়। মণ্ডলাদি প্রকল্পনে এটিকেই মৎস্যমুদ্রা বলা হয়।

উক্ততন্ত্রে আধারলক্ষণ বলা হয়েছে এইভাবে—এই সবের আধারগুলি বর্তুলাকার, ত্রিকোণ, যোনির আকারের, ষট্কোণ অথবা অষ্টকোণ হবে। আবার পদহীন, ত্রিপদ, পঞ্চপদ, ষট্পদ, সপ্তপদ বা অষ্টপদ হবে। আধারের মধ্যভাগে এমন ছিদ্র থাকবে না যাতে পাত্রপৃষ্ঠ ভূগত হতে পারে। অম্বিকা, এগুলি এমনভাবে করতে হবে যাতে ভিতরের দিক নাদাল্ না হয়।

ধূম্রার্চি ইত্যাদি নামকে চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত ক'রে এবং তারপর নমঃ উচ্চারণ ক'রে আধারে বহ্নিকলার পূজা করতে হবে। সূর্যকলা ও ইন্দুকলাকে এমনি চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত ক'রে তারপর নমঃ উচ্চারণ করতে হবে। 'পাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য' —পাত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে, এই কথাটির অর্থ আধারের উপর যথাবিধি স্থাপিত ক'রে। বহ্নিকলাদির অর্চনা পশ্চিম থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে হবে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। শেষাংশ স্পষ্ট। অগ্নীশ ইত্যাদির প্রকার পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে। অস্ত্রেণ মানে অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা। কবচেন মানে কবচমন্ত্রের দ্বারা। কেউ কেউ বলেন 'অবকুণ্ঠ্য' এই পদের দ্বারা অবগুণ্ঠনমুদ্রা ও কবচমন্ত্র উভয় গ্রহণীয়। অবগুণ্ঠনমুদ্রার স্বরূপ তন্ত্রে এইভাবে উক্ত হয়েছে—

হস্তদ্বয় হবে মুষ্টিবদ্ধ কিন্তু তর্জনীদ্বয় থাকবে সোজা। উক্ত অবস্থায় মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়কে পরস্পরকে ঘিরে যুগপৎ আবর্তিত করলে অবগুণ্ঠন মুদ্রা হবে।

ধেনুঃ মানে ধেনুমুদ্রা। এটি অতিশয় লোকপ্রসিদ্ধ। তথাপি তার প্রমাণ উদ্ধৃত হল। পরমানন্দতন্ত্রে আছে—উভয় হস্তের তর্জনী-আদি চার অঙ্গুলি পরস্পর সংলগ্ন হবে—ডান হাতের তর্জনী ও অনামিকার সঙ্গে বাঁহাতের মধ্যমা ও কনিষ্ঠা এবং বাঁ হাতের তর্জনী ও অনামিকার সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা কনিষ্ঠা যুক্ত হবে। এরূপ অবস্থায় হস্ত অধোমুখ করলে ধেনুমুদ্রা হবে।

যোনিমুদ্রা পূর্বেই কথিত হয়েছে। সপ্তশঃ মানে সাতবার ক'রে। তজ্জল-বিপ্রুড্‌ভিঃ মানে সামান্যার্ঘ্যের জলবিন্দু দ্বারা। ১৮।

বিশেষার্ঘ্যবিধিঃ

তাভিরীকারাঙ্কিতত্রিকোণ[1] বৃত্তচতুরশ্রং মণ্ডলং বিধায় তস্মিন্ পুষ্পাণি বিকীর্য পূর্ববদাধারং প্রতিষ্ঠাপ্য অগ্নিকলা অভ্যর্চ্য পাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মিন্ পাত্রে হ্রীঁ ঐঁ মহালক্ষ্মীশ্বরি পরমস্বামিনি ঊর্ধ্বশূন্যপ্রবাহিনি সোমসূর্যাগ্নিভক্ষিণি পরমাকাশভাসুরে আগচ্ছাগচ্ছ বিশ বিশ পাত্রং প্রতিগৃহ্ণ প্রতিগৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহেতি পুষ্পাঞ্জলিং বিকীর্য সূর্যকলা অভ্যর্চ্য।

ব্রহ্মাণ্ডাখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ॥

ইত্যাদিমমাপূর্য দ্বিতীয়ং নিক্ষিপ্য অকথাদিত্রিরেখাঙ্কিতকোণত্রয়ে হলক্ষান্ মধ্যে হংসং চ বিলিখ্য মূলেন দশধা অভিমন্ত্র্য চন্দ্রকলা অভ্যর্চ্য অগ্নীশাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য অস্ত্রেণ সংরক্ষ্য কবচেনাবকুণ্ঠ্য ধেনুযোনী প্রদর্শয়েৎ॥ ১৯॥

তাভিঃ সামান্যার্ঘ্যোদকসম্বন্ধিনীভিঃ অদ্ভিঃ। ঈকারাঙ্কিতেতি ত্রিকোণ-বিশেষণম্। ত্রিকোণমধ্যে ঈকারং[2] লিখেৎ ইতি ভাবঃ। ইদং ন পূর্ববৎ প্রবেশরীত্যা নির্মাণাভিপ্রায়কম্, কিং তু নির্গমরীত্যা, ত্রিকোণমারভ্য চতুরশ্রা-বসানপাঠাৎ, ত্রিকোণং সর্বান্তঃ চতুরশ্রং সর্বস্মাৎ বহিরিতি প্রায়ো দৃষ্টত্বাৎ। পূর্ববদিতি সামান্যার্ঘ্যাধারবদিত্যর্থঃ। অগ্নিকলাঃ ধূম্রার্চিরাদীঃ অভ্যর্চ্য পাত্রং

১। ষট্‌কং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ঈংকারং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

প্রতিষ্ঠাপ্য ইত্যত্রাপি পূর্ববৎ ইত্যনুবর্ততে, যোগ্যত্বাৎ। তেন পাত্রপ্রতিষ্ঠাপনে পূর্বমন্ত্রলাভঃ। আদিমদ্বিতীয়ৌ প্রোক্তৌ অত্র সূত্রে, তেন নাত্র তৃতীয়চতুর্থ-পঞ্চমাঃ অনুক্তত্বাৎ। [নহি] গণপতিক্রম ইব মধ্যমং চেতিবৎ চকারোঽস্তি, অগ্রে মপঞ্চকমুররীকৃত্যেতি বা লিঙ্গমস্তি যেন তল্লাভো ভবেৎ। তস্মাৎ যাবদুক্তম্। অশ্চ কশ্চ থশ্চ তে আদৌ যাসাং তাঃ ত্রিরেখাঃ। অবর্ণমারভ্য বিসর্গান্তা একা বর্ণময়ী রেখা, ততঃ কাদিতান্তা, ততঃ থাদিসান্তেতি ভাবঃ। বিশেষস্যানুক্তত্বাৎ স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন। হলক্ষান্ ত্রীন্ বর্ণান্ ত্রিষু বিলিখ্য মধ্যে হংস ইতি উক্তরসংস্থং লিখিত্বা। ইদং সর্বং পাত্রস্থদ্রব্যে তৎসংস্কাররূপং লেখনম্। ইত্থং চ ঈদৃশলেখেন দ্রব্যসংস্কারং ভাবয়েৎ ইতি তদর্থঃ। দশধা—এতদনন্তরং আবর্তিতমূলেনেত্যস্য বিশেষণম্। ধেনুযোনী প্রদর্শয়েৎ ইতি ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য যোনিমুদ্রয়া প্রণমেৎ। এতদর্ঘ্যসংশোধনমিতি ক্বচিৎ পুস্তকে পাঠঃ ॥ ১৯ ॥

বিশেষার্ঘ্যবিধি

সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্রাত্মক মণ্ডল রচনা করতে হবে এবং তার মধ্যে ঈকার লিখতে হবে। আর সেই মণ্ডলে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে পূর্বের মতো আধার প্রতিষ্ঠা ক'রে অগ্নিকলার অর্চনা করতঃ পূর্ববৎ পাত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার পর সেই পাত্রে 'হ্রীঁ ঐঁ মহালক্ষ্মীশ্বরি পরস্বামিনি ঊর্ধ্ব-শূন্যপ্রবাহিনি সোমসূর্যাগ্নিভক্ষিণি পরমাকাশভাসুরে আগচ্ছাগচ্ছ বিশ বিশ পাত্রং প্রতিগৃহ্ণ প্রতিগৃহ্ণ হুঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সূর্যকলার অর্চনা করতে হবে। অতঃপর 'অখণ্ডব্রহ্মাণ্ডসম্ভূত অশেষরসসম্ভূত পরিপূর্ণ মহাপাত্র পীযূষরস সম্যক্ বহন কর' এই বলে মদ্যের দ্বারা পাত্র পূর্ণ ক'রে তাতে মাংস নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর, অকারাদি-স্বরবর্ণময় এক রেখা, ক থেকে ত পর্যন্ত বর্ণময় অপর রেখা এবং থ থেকে স পর্যন্ত বর্ণময় তৃতীয় রেখা—এমনি ত্রিরেখাগঠিত ত্রিকোণ পাত্রদ্রব্যে লিখে তার তিন কোণে হ ল ক্ষ এই তিন বর্ণ এবং মধ্যে 'হংস' লিখতে হবে। এবার দশবার মূলমন্ত্র পাঠের দ্বারা পাত্রস্থ দ্রব্য অভিমন্ত্রিত ক'রে চন্দ্রকলার অর্চনা করতঃ ঈশান অগ্নি নৈঋ'ত ও বায়ু কোণে, মধ্যে এবং চার দিকে, এই ছয় স্থানে ষড়ঙ্গন্যাস ক'রে অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা রক্ষা ক'রে, কবচমন্ত্রের দ্বারা অবগুণ্ঠিত ক'রে, ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে ॥ ১৯ ॥

'তাভিঃ' মানে সামান্যার্ঘ্য-সম্বন্ধীয় জলের দ্বারা। 'ঈকারাঙ্কিত' এই পদটি ত্রিকোণের বিশেষণ। তাৎপর্য হল ত্রিকোণের মধ্যে ঈকার লিখতে হবে।

এটি পূর্বের মতো প্রবেশরীতি-অনুসারে নির্মিত হবে এরূপ অভিপ্রায়সূচক নয় ; পরন্তু নির্গমরীতিতে নির্মিত হবে সেই অভিপ্রায়সূচক। কারণ, সূত্রে ত্রিকোণাদিচতুরশ্রান্ত পাঠ লক্ষ্য করা যায় আর সমস্তের ভিতরে ত্রিকোণ ও সমস্তের বাইরে চতুরশ্র, এত প্রচুরপরিমাণ দেখা যায়। 'পূর্ববৎ' মানে সামান্যার্ঘ্যের আধারের মতো। ধূম্রার্চি ইত্যাদি অগ্নিকলার অর্চনা ক'রে পাত্র প্রতিষ্ঠা করতঃ ; এ ক্ষেত্রেও 'পূর্ববৎ' পদটির অনুবর্তন হবে ; কেননা, এটি অনুরূপ ব্যাপার। এ দ্বারা পাত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পূর্বমন্ত্র অর্থাৎ সামান্যার্ঘের ক্ষেত্রে বিহিত মন্ত্র নির্দিষ্ট হল। এই সূত্রে আদিম এবং দ্বিতীয় কথিত হয়েছে ; তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কথিত হয় নি। কাজেই, ঐ তিনটি এখানে থাকবে না। গণপতিক্রমে যেমন 'মধ্যমং চ' বলায় চ-কার থাকার জন্য মধ্যমও এসে যাচ্ছে এখানে চ-কার না থাকার জন্য সেরকম কিছু হয়নি। তা ছাড়া, পরে অন্যসূত্রে 'মপঞ্চকমুররীকৃত্য' এই উক্তিতে যে-সঙ্কেত রয়েছে তা দ্বারা তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমও নির্দিষ্ট হয়েছে কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। অতএব, এখানে সূত্রে যতটা বলা হয়েছে, অর্থাৎ আদিম ও দ্বিতীয়, তাই হবে। অকথাদিত্রিরেখা মানে অ ক থ যথাক্রমে এই বর্ণত্রয় যাদের আদিতে সেরূপ বর্ণগঠিত ত্রিরেখা। অ-বর্ণ থেকে আরম্ভ ক'রে বিসর্গ পর্যন্ত বর্ণময়ী একটি রেখা ; তারপর ক থেকে ত পর্যন্ত বর্ণময়ী অপর রেখা ; তার পর থ থেকে স পর্যন্ত বর্ণময়ী আরেকটি রেখা, এই হল তাৎপর্য। কোনো বিশেষ বিধির উল্লেখ না থাকায় পূজকের স্বীয় অগ্র থেকে প্রদক্ষিণক্রমে রেখাযোজনা হবে। হ ল্ ক্ষ এই তিন বর্ণ ত্রিকোণের তিন কোণে আর মধ্যে লিখতে হবে 'হংস'। এই সমস্তই পাত্রদ্রব্যে লিখতে হবে। এই সব লেখনের দ্বারা পাত্রদ্রব্যের সংস্কার হয়। সহজ কথা হল, এই প্রকারে এবং ঈদৃশ লেখাতে দ্রব্যসংস্কার হয় এরূপ ভাবনা করতে হবে। দশধা মানে দশবার আবৃত্তীকৃত। এটি 'মূলেন' পদের বিশেষণ। 'ধেনুযোনী প্রদর্শয়েৎ' অর্থ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে যোনিমুদ্রা দ্বারা প্রণাম করবে। কোনো কোনো পুস্তকে 'এতদর্ঘ্যশোধনম্' এই পাঠ পাওয়া যায়। ১৯।

চক্রদেবীপূজা

ইত্থং পাত্রাসাদনমুক্ত্বা শ্রীদেবতায়া মূর্তিকল্পনামন্ত্রমাহ—

চক্রমধ্যে শ্রীমাতমুক্ত্বা গীশ্বরীমূর্তয়ে নমঃ ইতি মূর্তিং কল্পয়িত্বা ভূয়ঃ শ্রীমাতমুক্ত্বা গীশ্বর্যমৃতচৈতন্যমাবাহয়ামি ইত্যাবাহ্য ষোড়শভিরুপচর্য আশুশুক্ষণিত্র্যক্ষরক্ষঃপ্রভঞ্জনদিক্ষু দেব্যা মৌলৌ পরিতশ্চ পূজ্যাঃ অঙ্গ-

দেব্যঃ। তন্মন্ত্রাঃ সর্বজনাদয়ঃ অষ্টৌ সপ্তৈকাদশ দশ পুনর্দশাষ্টাবিংশতি-খণ্ডাঃ ত্রিতারীকুমারীবাগাদয়ঃ সজাতয়ঃ সামান্যমনুযুক্তাঃ ॥ ২০ ॥

চক্রমধ্যে ইতি আবাহ্যেত্যনেনান্বিতম্। শ্রী ইত্যারভ্য প্রথমনম ইত্যন্তঃ উক্তে,ত্যপহায় মূর্তিকল্পনমন্ত্রঃ। দ্বিতীয় শ্রী ইত্যারভ্য আবাহয়ামীত্যন্তঃ উক্ত্বা-বর্জং আবাহনমন্ত্রঃ। ষোড়শোপচারাঃ সপ্রমাণং দ্বিতীয়খণ্ডে দর্শিতাঃ। আশুশুক্ষণিঃ অগ্নিঃ, ত্র্যক্ষঃ ঈশানঃ, রক্ষঃ নির্ঋতিঃ, প্রভঞ্জনো বায়ুঃ, এষাং দিক্ষু উক্তক্রমেণ বিদিক্ষিতি ভাবঃ। দেব্যা মৌলৌ মধ্য ইত্যর্থঃ। পরিতঃ প্রাগাদিদিক্ষু অঙ্গদেব্যঃ ষড়ঙ্গদেব্যঃ পূজ্যাঃ। তাসাং মন্ত্রান্ বক্তুং প্রক্রমতে —তন্মন্ত্রা ইতি। মূলমন্ত্রে সর্বজনেত্যারভ্য ষট্খণ্ডানি ষড়ঙ্গদেবীনাং মন্ত্রা বোধ্যাঃ। তত্রৈকৈকং কূটং কিয়দ্বর্ণকমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ—অষ্টাবিতি। সর্বজনেত্যাদিষট্খণ্ডানি ক্রমাদষ্টাদিসঙ্খ্যাকানীত্যর্থঃ। প্রথমখণ্ডং অষ্টবর্ণং, দ্বিতীয়ং সপ্তবর্ণং, তৃতীয়ং একাদশবর্ণং, চতুর্থপঞ্চমৌ দশবর্ণৌ, ষষ্ঠং অষ্টা-বিংশতিবর্ণকমিতি কল্পিতম্। ন কেবলং মূলমন্ত্রঘটকোক্তসঙ্খ্যাকবর্ণা এব মন্ত্রস্বরূপং, অন্যেঽপি বর্ণা যোজ্যাঃ ইত্যাহ—ত্রিতারীকুমারীবাচঃ আদৌ এষাং খণ্ডানাং, জাতিঃ হৃদয়ায় শিরস ইত্যাদি, তৈঃ সহিতাঃ সজাতয়ঃ, সামান্যমনবো নমঃ স্বাহাবষড়িত্যাদয়ঃ তৈঃ ক্রমেণ যুক্তাঃ। ইত্থং চ মন্ত্রস্বরূপং—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ সর্বজনমনোহারি হৃদয়ায় নমঃ। উক্তবীজানি ঐঁ ইত্যাদীনি সপ্ত আদৌ সর্বত্র যোজ্যানি। ৭ সর্বসুখরঞ্জিনি শিরসে স্বাহা, ৭ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বরাজবশঙ্করি শিখায়ৈ বষট্, ৭ সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি কবচায় হুঁ, ৭ সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ৭ সর্বসত্ববশঙ্করি সর্বলোক-বশঙ্করি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ অস্ত্রায় ফট্, ইতি মন্ত্রস্বরূপম্। যদ্যপি মন্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ণাঃ দৃশ্যন্তে সূত্রোক্তাষ্টাবিংশতি-সঙ্খ্যয়া বিরুধ্যন্তে, তথাঽপি স্বাহাঽন্তাঃ সপ্তবিংশতিবর্ণাঃ অগ্রিমষড়্বীজানি মিলিত্বা শ্রীষোড়শাক্ষর্যাং প্রবিষ্টপঞ্চদশবর্ণাত্মককূটত্রয়ে একৈককূটস্যৈকৈকবর্ণত্ববৎ ষণ্ণাং বর্ণানামেকবর্ণত্বম্। ইত্থং চ অষ্টাবিংশতিসংখ্যোপপন্না ॥

নিবন্ধকারঃ স্বাহাঽন্তং খণ্ডং চকার, তথা সপ্তবিংশতিবর্ণাত্মকে উক্তগতের-প্যভাবঃ ॥ ২০ ॥

চক্রদেবীপূজা

এইভাবে পাত্রস্থাপনের কথা বলে দেবীর মূর্তিকল্পনামন্ত্র বলছেন—

শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীমূর্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে দেবীর মূর্তি কল্পনা অর্থাৎ ভাবনা ক'রে, পুনরায় 'শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি অমৃতচৈতন্যম্ আবাহয়ামি' এই মন্ত্রে চক্রে ভাবিত

মূর্তিতে দেবীকে আবাহন ক'রে ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা করতে হবে। তার পর অগ্নি ঈশান নৈঋ'ত ও বায়ু কোণে, দেবীর মধ্য ও পূর্বাদিদিক্ (সমষ্টিগতভাবে এক স্থান) এই ছয় স্থানে অঙ্গদেবীদের অর্থাৎ উক্ত ষড়ঙ্গ-দেবীদের মানে ছয় স্থানের দেবীদের পূজা করতে হবে। যথাক্রমে ৮, ৭, ১১, ১০, ১০, ২৮ এই সংখ্যক বর্ণবিশিষ্ট ছয় মূলমন্ত্রখণ্ড এবং তাদের প্রত্যেকটির আদিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐ এই সপ্ত বীজ এবং প্রতিখণ্ডের সঙ্গে যথাক্রমে হৃদয়ায় শিরসে ইত্যাদি ও সব শেষে যথাক্রমে নমঃ বষট্ ইত্যাদি যোগ করলে হবে তাঁদের মন্ত্র ॥ ২০ ॥

'চক্রমধ্যে' এই পদের অন্বয় হবে 'আবাহ্য' পদের সঙ্গে। সূত্রে শ্রী দিয়ে আরম্ভ ক'রে প্রথম 'নমঃ' দিয়ে শেষ করা হয়েছে যে-অংশ তা থেকে 'উক্ত্বা' পদটি বাদ দিলে তাই হবে মূর্তিকল্পনামন্ত্র। আর দ্বিতীয় শ্রী থেকে আরম্ভ ক'রে 'আবাহয়ামি' পর্যন্ত যে-অংশ তা থেকে 'উক্ত্বা' পদটি বর্জন করলে, তা হবে আবাহনমন্ত্র। প্রমাণসহ ষোড়শোপচার দ্বিতীয় খণ্ডে (নবম সূত্রের বিবৃতিতে) প্রদর্শিত হয়েছে ; 'আশুশুক্ষণিঃ' মানে অগ্নি। 'ত্র্যক্ষঃ' মানে ঈশান, 'রক্ষঃ' মানে নিঋ'তি আর 'প্রভঞ্জনঃ' মানে বায়ু, এঁদের দিকে অর্থাৎ উক্ত ক্রমে অগ্নি-আদি কোণে, এই হল তাৎপর্য। 'দেব্যা মৌলৌ' অর্থ দেবীর মধ্যে। 'পরিতঃ' মানে প্রাগাদি দিকে। 'অঙ্গদেব্যঃ' মানে ষড়ঙ্গদেবীরা, পূজ্যা। তাঁদের মন্ত্র বলতে আরম্ভ করলেন 'তন্মন্ত্রা' এই পদ দিয়ে শুরু ক'রে। মূলমন্ত্রের 'সর্বজন' দিয়ে আরম্ভ ক'রে যে ছয় খণ্ড. বুঝতে হবে তাই ষড়ঙ্গদেবীদের মন্ত্র। এই এক এক কূট বা খণ্ড ক'টি বর্ণবিশিষ্ট সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন—'অষ্টৌ' ইত্যাদি। 'সর্বজন' ইত্যাদি ষট্খণ্ড যথাক্রমে অষ্টাদিসংখ্যক বর্ণবিশিষ্ট হবে, এই হল নির্গলিতার্থ। প্রথম খণ্ড অষ্টবর্ণ, দ্বিতীয় সপ্তবর্ণ, তৃতীয় একাদশবর্ণ, চতুর্থ দশবর্ণ, পঞ্চম দশবর্ণ আর ষষ্ঠ হবে অষ্টাবিংশতিবর্ণ, এই হল তাৎপর্য। এই মন্ত্র যে কেবল মূলমন্ত্রখণ্ডের বর্ণসংখ্যাবিশিষ্ট হবে তা নয়, তার সঙ্গে অন্য বর্ণও যুক্ত হবে, এই জন্য বলছেন—'ত্রিতারীকুমারীবাগাদয়ঃ' অর্থাৎ যে-খণ্ডগুলির আদিতে ত্রিতারী[1] কুমারী[2] এবং বাক্[3] রয়েছে। 'সজাতয়ঃ'—জাতি বলতে বুঝাচ্ছে হৃদয়ায় শিরসে ইত্যাদি, তার সহিত। সামান্যমনুযুক্তাঃ—সামান্যমনু বলতে বুঝায় নমঃ স্বাহা বষট্ ইত্যাদি, তার সহিত যুক্ত। এইপ্রকারে প্রথমাঙ্গ-দেবীর মন্ত্রের রূপ দাঁড়াল—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ সর্বজনমনোহারি হৃদয়ায় নমঃ। ঐঁ ইত্যাদি সপ্ত বীজ সব ক্ষেত্রে যোগ করতে হবে। ৭ সর্ব-

১। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ২। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ৩। ঐঁ

সুখরঞ্জিনি শিরসে স্বাহা ; ৭ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বরাজবশঙ্করি শিখায়ৈ বষট্ ; ৭ সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি কবচায় হুঁ ; ৭ সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি নেত্রত্রয়ায় বষট্ ; ৭ সর্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্বলোকবশঙ্করি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা সৌঃ ক্লীঁ শ্রীঁ ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ অস্ত্রায় ফট্। এই হল মন্ত্রের সম্পূর্ণ রূপ। যদিও মন্ত্রে অর্থাৎ ষষ্ঠাঙ্গদেবীর মন্ত্রে বর্ণসংখ্যা দেখা যাচ্ছে, তেত্রিশ এবং তা সূত্রোক্ত অষ্টাবিংশতি বর্ণের বিরোধী হচ্ছে, তথাপি এই মন্ত্রে দেখা যায় 'সর্বসত্ত্ব' থেকে আরম্ভ ক'রে স্বাহা পর্যন্ত অংশে বর্ণসংখ্যা সাতাশ আর পরবর্তী ছ'টি বীজ মিলিতভাবে এক বর্ণ। এইভাবে বিচারে সূত্রোক্ত অষ্টাবিংশতি বর্ণ পাওয়া যাচ্ছে। একাধিক বর্ণের মিলিতভাবে এক বর্ণরূপে গণ্য হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। যথা—ষোড়শীবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চদশবর্ণাত্মক কূটত্রয়ের প্রত্যেক কূটকে এক বর্ণরূপে গণ্য করা হয়।

* * * ।২০।

আবরণপূজা

পশ্চাদাবরণপূজাং কুর্যাৎ ॥ ২১ ॥

পশ্চাদিতীদং সূত্রং ব্যর্থং ইব দৃশ্যতে, তথাঽপি ন তথা মন্তব্যম্। তথা হি—ইদং আবরণপূজোৎপত্তিবাক্যং, অগ্রিমবাক্যানি তদিতিকর্তব্যতাপ্রপঞ্চরূপাণি, "সোমেন যজেত", "ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্ণাতি" ইতিবৎ। এতেন একবিধিবিহিতত্বেন একপদার্থরূপত্বাৎ মধ্যে আবরণাবয়বৈকদেবতালোপেঽপি পুনঃ সর্বানুষ্ঠানং সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

আবরণপূজা

পশ্চাৎ অর্থাৎ তার পর আবরণপূজা করতে হবে ॥ ২১ ॥

পশ্চাৎ-আদি এই সূত্র নিরর্থকের মতো দেখালেও তা মনে করা উচিত নয়। কেননা, এটি আবরণপূজার আরম্ভবাক্য। "সোমেন যজেত", "ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্ণাতি" ইত্যাদি ক্ষেত্রের মতো এখানেও পরবর্তী বাক্যগুলি আবরণপূজার ইতিকর্তব্যতাবিশদীকরণস্বরূপ। এ দ্বারা একবিধিত্বহেতু একপদার্থরূপত্ব সিদ্ধ হওয়ায় পূজার মধ্যে আবরণাবয়বদেবতাদের কোনো একজন বাদ পড়লে আবার সব অনুষ্ঠান করতে হবে, এটি সিদ্ধ হল। ২১।

অথ সর্বোপযোগিনীঃ কাংচিৎ পরিভাষামাহ—

সর্বচক্রদেবতাঽর্চনানি বামকরাঙ্গুষ্ঠানামিকাসন্দষ্টদ্বিতীয়শকলগৃহীতশ্রীপাত্রপ্রথমবিন্দুসহপতিতৈঃ দক্ষকরাক্ষতপুষ্পক্ষেপৈঃ কুর্যাৎ ॥ ২২ ॥

সর্বচক্রদেবতাঃ গণপত্যাদিপরান্তাঃ সামান্যপদ্ধত্যা বক্ষ্যমাণা অন্যাশ্চ।

শ্রীপাত্রং বিশেষার্ঘ্যপাত্রম্। সহপতিতৈরিত্যনেন বিন্দুপুষ্পাক্ষতয়োঃ পতনং এককাল ইতি সূচিতম্ ॥ ২২ ॥

এবার সর্বোপযোগী এক পরিভাষা বলছেন—

বিশেষার্ঘ্যপাত্র থেকে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা সন্দষ্ট মাংস খণ্ড নিয়ে মদ্যবিন্দু সহ দক্ষিণহস্তস্থিত পুষ্প ও অক্ষতের সহিত এককালে ক্ষেপন ক'রে গণপত্যাদি সর্বচক্রদেবতার অর্চনা করতে হবে ॥ ২২ ॥

'সর্বচক্রদেবতাঃ' মানে গণপতি থেকে পরা পর্যন্ত সব দেবতা এবং সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে পূজ্যা অন্যান্য দেবতা। 'শ্রীপাত্রং' মানে বিশেষার্ঘ্যপাত্র। 'সহপতিতৈঃ' এই পদের দ্বারা বিন্দুপুষ্পাক্ষতের এককালে পতন সূচিত হয়েছে। ২২।

প্রথমাবরণদেবতাঃ তৎস্থানং চাহ—

ত্রিকোণে রতিপ্রীতিমনোভবান্ ॥ ২৩ ॥

ত্রিকোণে ত্রিকোণকোণেম্বিত্যর্থঃ। অত্র ক্রমস্যানুক্তত্বাৎ স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্য-ক্রমঃ। যদ্বা—আগ্নেয়কোণে, ততঃ পশ্চিমকোণে, তত ঐশানে, তেনোদগপ-বর্গলাভঃ। ইতি প্রথমাবরণম্ ॥ ২৩ ॥

প্রথম আবরণদেবতা ও তাঁদের স্থান বলছেন—

ত্রিকোণে রতি প্রীতি ও মনোভবের স্থান ॥ ২৩ ॥

ত্রিকোণে অর্থ ত্রিকোণের তিন কোণে। এখানে কোনো ক্রম বলা হয় নি বলে পূজকের স্বীয় অগ্র থেকে প্রদক্ষিণক্রমে ক্রম হবে। অথবা—অগ্নিকোণে, তারপর পশ্চিম কোণে, তারপরে ঈশান কোণে। তা দ্বারা উত্তরে সমাপ্তি পাওয়া যাচ্ছে। এই হল প্রথমাবরণ। ২৩।

দ্বিতীয়াবরণপূজাস্থানাদিকং দর্শয়তি—

পঞ্চারমূলে পুরআদিক্রমেণ দ্রাঁ দ্রাবণবাণায় দ্রীঁ শোষণবাণায় ক্লীঁ বন্ধনবাণায় ব্লূঁ মোহনবাণায় সঃ উন্মাদনবাণায় নম ইতি তদগ্রে মায়াকামবাগ্ ব্লূঁ স্ত্রীমুপজুষ্টাঃ কামমন্মথকন্দর্পমকরকেতনমনোভবাঃ ॥ ২৪ ॥

নম ইতি সর্বমন্ত্রেম্বনুষজ্যতে। পুরঃ প্রাচী। মূলে পঞ্চারকোণমূলে। তদগ্রে ইতি পঞ্চারকোণাগ্রেম্বিত্যর্থঃ। মায়াহৃদিপঞ্চকৈঃ ক্রমেণ যুক্তাঃ কামাদয়ঃ পূজ্যা ইত্যর্থঃ। মন্ত্রস্বরূপং তু—হ্রীঁ কামশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

এবমগ্রেঽপি। পূর্ববৎ চতুর্থ্যন্তনমোঽন্তরহিতং জ্ঞেয়ম্। ইতি দ্বিতীয়াবরণম্ ॥ ২৪ ॥

দ্বিতীয়াবরণপূজাস্থানাদি প্রদর্শন করছেন—

পঞ্চারের কোণমূলে পূর্বাদিক্রমে 'দ্রাঁ দ্রাবণবাণায় নমঃ', 'দ্রীঁ শোষণবাণায় নমঃ', 'ক্লীঁ বন্ধনবাণায় নমঃ, 'ব্লূঁ মোহনবাণায় নমঃ', 'সঃ উন্মাদনবাণায় নমঃ' এই সব মন্ত্রে শোষণবাণাদির পূজা করতে হবে। পঞ্চারকোণাগ্রে যথাক্রমে হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ বীজযুক্ত কাম মন্মথ কন্দর্প মকরকেতন ও মনোভবের পূজা করতে হবে ॥ ২৪ ॥

'নমঃ' পদটি সব মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে। 'পুরঃ' মানে পূর্বদিক্। 'মূলে' মানে পঞ্চারের কোণমূলে। 'তদগ্রে' মানে পঞ্চারের কোণাগ্রে। মায়া-আদি পঞ্চ বীজ যথাক্রমে কামাদির সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাঁদের পূজা করতে হবে। মন্ত্র এইরূপ হবে—হ্রীঁ কামশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরবর্তী ক্ষেত্রেও এইরকম[1] হবে। দ্রাবণবাণাদির বেলা যেমন চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত দ্রাবণবাণাদির শেষে নমঃ যোগে মন্ত্র শেষ হয়েছে এক্ষেত্রে তা হবে না। এই হল দ্বিতীয়াবরণ ॥ ২৪ ॥

তৃতীয়াবরণপূজাদেশাদীনাহ—

অষ্টদলমূলে ব্রাহ্মী-মাহেশ্বরী-কৌমারী-বৈষ্ণবী-বারাহী-মাহেন্দ্রী-চামুণ্ডা-চণ্ডিকাঃ সেন্দুস্বরযুগ্মান্ত্যাদয়ঃ পূজ্যাঃ। তদগ্রে লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-প্রীতি-কীর্তি-শান্তি-পুষ্টি-তুষ্টয়ঃ ॥ ২৫ ॥

ইন্দুনা অনুস্বারেণ সহিতাঃ যে স্বরযুগ্মেষু অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইত্যষ্টসু অন্ত্যাঃ আং ঈং ঊং ৠং ৡং ঐং ঔং অঃ ইত্যষ্টৌ বর্ণাঃ আদৌ এভিঃ ক্রমেণ যুক্তা ব্রাহ্ম্যাদয়ঃ পূজ্যাঃ। মন্ত্রস্বরূপং—আং ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি। এবমগ্রেঽপি। তদগ্রে ইতি অষ্টদলাগ্রে ইত্যর্থঃ। জাতাবেকবচনম্। পূজ্যা ইত্যস্যানুষঙ্গঃ। ইতি তৃতীয়াবরণম্ ॥ ২৫ ॥

তৃতীয়াবরণপূজাস্থানাদি বলছেন—

অনুস্বারযুক্ত অষ্টদলের একেক দলে ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টমাতৃকার একেক জনের পূজা করতে হবে। আর অষ্টদলের প্রত্যেক দলাগ্রে যথাক্রমে লক্ষ্মী সরস্বতী রতি প্রীতি কীর্তি শান্তি পুষ্টি ও তুষ্টি এই দেবীদের পূজা করতে হবে ॥২৪ ॥

সেন্দুস্বরযুগ্মান্ত্যাদয়ঃ—ইন্দু মানে অনুস্বার, তার সহিত, এই হল সেন্দু। এর

১। যথা—ক্লীঁ মন্মথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ; ঐঁ কন্দর্পশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ; ব্লূঁ মকরকেতনশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ; স্ত্রীঁ মনোভবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

অর্থ অনুস্বারযুক্ত। এরূপ স্বরযুগ্ম হল অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঐং অং অঃ। এই স্বরযুগ্মের অন্ত্যস্বর অর্থাৎ আং ঈং ঊং ৠং ৡং ঔং অঃ যাঁদের আদিতে যুক্ত হবে। তাৎপর্য হল ব্রাহ্মী-আদি মাতৃকা যথাক্রমে এই অন্ত্যস্বরযুক্ত হয়ে পূজ্যা। মন্ত্রের স্বরূপ এই—আং ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি[1]। পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্থাৎ মাহেশ্বরী-আদির ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে[2]। তদগ্রে মানে অষ্টদলাগ্রে। একপ্রকার হওয়ার জন্য এখানে একবচন হয়েছে। তুষ্টয়ঃ এই পদের অনুষঙ্গ হবে পূজ্যাঃ এই পদ। ২৫।

চতুর্থাবরণপূজাস্থানান্যাহ—

ষোড়শদলে বামা-জ্যেষ্ঠা-রৌদ্রী-শান্তি-শ্রদ্ধা-সরস্বতী-ক্রিয়াশক্তি-লক্ষ্মী-সৃষ্টি-মোহিনী-প্রমথিনী-আশ্বাসিনী-বীচী-বিদ্যুন্মালিনী সুরানন্দা-নাগবুদ্ধিকাঃ ॥ ২৬॥

অত্র ক্রিয়াশক্তিঃ বিদ্যুন্মালিনী সুরানন্দা ইত্যেকৈকা দেবতা। শেষা দেবতাঃ স্পষ্টাঃ। ক্রমস্যানুক্তত্বাৎ দেব্যগ্রদলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যেন। ইতি চতুর্থাবরণম্ ॥ ২৬ ॥

চতুর্থাবরণপূজাস্থান বলছেন—

ষোড়শদলের একেক দলে বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী শান্তি শ্রদ্ধা সরস্বতী ক্রিয়াশক্তি লক্ষ্মী সৃষ্টি মোহিনী প্রমথিনী আশ্বাসিনী বীচী বিদ্যুন্মালিনী সুরানন্দা ও নাগবুদ্ধিকা এই দেবীরা একেক জন পূজ্যা ॥ ২৬ ॥

এখানে ক্রিয়াশক্তি বিদ্যুন্মালিনী সুরানন্দা এঁরা একেক জন দেবতা। বাকী দেবতারা স্পষ্ট। সূত্রে ক্রম বলা হয়নি। এক্ষেত্রে দেবীর অগ্রের দল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে পূজা হবে। এই চতুর্থাবরণ। ২৬।

পঞ্চমাবরণদেশীন্নাহ—

অষ্টদলে অসিতাঙ্গ-রুরু-চণ্ড-ক্রোধন-উন্মত্ত-কপাল-ভীষণ-সংহারাঃ সদণ্ডিস্বরযুগ্মাদিসংযুক্তা ভৈরবান্তাশ্চ ভাবনীয়াঃ ॥ ২৭ ॥

সদণ্ডীত্যত্র দণ্ডী অনুস্বারঃ, "দণ্ডী পঞ্চদশঃ শূন্যঃ" ইতি মেদিনীকোশাৎ। অনুস্বারেণ সহিতা যে পূর্বোক্তস্বরযুগ্মাদয়ঃ অং ইং উং ইত্যাদয়ঃ আদৌ তৈঃ যুক্তাঃ ভৈরবান্তাশ্চ যে মন্ত্রাঃ তৈঃ পূজ্যাঃ ইত্যর্থঃ। যথা—অং অসিতাঙ্গভৈরব-

---

১। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হবে এই—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আং ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

২। সম্পূর্ণ মন্ত্র, যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঈং মাহেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঊং কৌমারীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ; ইত্যাদি।

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। এবমেবাগ্রিমসপ্তমন্ত্রাঃ উহ্যাঃ। ইতি পঞ্চমাবরণম্ ॥ ২৭ ॥

পঞ্চমাবরণস্থানাদি বলছেন—

আদিতে অনুস্বারযুক্ত অষ্ট স্বরযুগ্মের প্রত্যেকের প্রথম স্বর এবং অসিতাঙ্গাদি নামের পর ভৈরবশব্দ যোগ ক'রে যে যে-মন্ত্র হবে তা দ্বারা অষ্টদলে অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধন উন্মত্ত কপাল ভীষণ এবং সংহার এই অষ্ট ভৈরবের পূজা করতে হবে ॥ ২৭ ॥

সদণ্ডিস্বরযুগ্মাদিসংযুক্তাঃ—দণ্ডীমানে অনুস্বার। মেদিনীকোশে আছে "দণ্ডী পঞ্চদশঃ শূন্যঃ" অর্থাৎ দণ্ডী মানে অনুস্বার এবং শূন্য। সদণ্ডী মানে দণ্ডীর সহিত অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত; স্বরযুগ্মঃ মানে পূর্বোক্ত অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি সূত্রের বৃত্তিতে উক্ত অষ্ট স্বরযুগ্ম; তার আদি বর্ণ অর্থাৎ অ ই উ ইত্যাদি; তা হবে অনুস্বারযুক্ত অর্থাৎ অং ইং উং ইত্যাদি। এরূপ বর্ণযুক্ত। এর সঙ্গে সূত্রোক্ত অসিতাঙ্গাদি নামের সঙ্গে ভৈরবপদ যুক্ত হয়ে যে যে মন্ত্র হবে তা হবে তা দ্বারা পূজা করতে হবে, এই হল অর্থ। মন্ত্রের রূপটি হবে এই—অং অসিতাঙ্গ-ভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি[1]। পরবর্তী সাতটি মন্ত্রও অনুরূপ[2] হবে, এই হল সিদ্ধান্ত। এইটি পঞ্চমাবরণ। ২৭।

ষষ্ঠাবরণদেবতামন্ত্রাদীনাহ—

চতুর্দলে মাযুক্ততঙ্গীসিদ্ধলক্ষ্মীশ্চ মহামাযুক্ততঙ্গীমহাসিদ্ধলক্ষ্মীশ্চ ॥ ২৮ ॥

উভয়ত্র যুক্তেতি জ্ঞেয়ম্। তথা চ মাতঙ্গী-সিদ্ধম্। শেষং স্পষ্টম্। মাতঙ্গী-সিদ্ধলক্ষ্মী-মহামাতঙ্গী-মহাসিদ্ধলক্ষ্ম্যঃ চতস্রঃ পূজ্যাঃ ইতি বিবেকঃ। ইতি ষষ্ঠাবরণম্ ॥ ২৮ ॥

ষষ্ঠাবরণদেবতা ও মন্ত্রাদি[3] বলছেন—

চতুর্দলে মাতঙ্গী সিদ্ধলক্ষ্মী মহামাতঙ্গী ও মহাসিদ্ধলক্ষ্মীর পূজা করতে হবে ॥ ২৮ ॥

১। সম্পূর্ণ মন্ত্র, যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অং অসিতাঙ্গভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

২। সম্পূর্ণ মন্ত্র, যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ইং রুরুভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

৩। মন্ত্রের জন্য দ্রষ্টব্য নিত্যোৎসবঃ, প্রৌঢ়োল্লাসঃ চতুর্থ-শ্যামাক্রমঃ। রামেশ্বর নিত্যোৎসবোক্ত মন্ত্রের তর্পয়ামি পদ অযৌক্তিক মনে করেন। অতএব, তাঁর মতে মন্ত্র হবে—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মাতঙ্গীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অন্য দেবীদের পূজা মন্ত্রও অনুরূপ।

উভয়ক্ষেত্রে অর্থাৎ মাযুক্তঙ্গী এবং মহামাযুক্তঙ্গী এই উভয়ক্ষেত্রে যুক্তপদটি যোগ করা হয়েছে বুঝতে হবে। তা হলে মাতঙ্গী ও মহামাতঙ্গী পদ দুটি পাওয়া গেল। বাকী অংশ স্পষ্ট। মাতঙ্গী সিদ্ধলক্ষ্মী মহামাতঙ্গী ও মহাসিদ্ধলক্ষ্মী এই চারজনের পূজা করতে হবে, এই হল বিচার। এই ষষ্ঠাবরণ। ২৮।

সপ্তমাবরণপূজামাহ—

গং গণপতি-দুং দুর্গা-বং বটুক-ক্ষং ক্ষেত্রপালাঃ চতুরশ্রে সম্পূজ্যাঃ ॥ ২৯ ॥

ক্রমস্তু আগ্নেয়কোণমারভ্যেশানান্তকোণেষু। ইতি সপ্তমাবরণম্ ॥ ২৯ ॥

গং গণপতি দুং দুর্গা বং বটুক ক্ষং ক্ষেত্রপাল এই প্রকার মন্ত্রে[১] চতুরশ্রে গণপতি দুর্গা বটুক এবং ক্ষেত্রপালের পূজা করতে হবে ॥ ২৯ ॥

ক্রম হবে অগ্নিকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে ঈশানকোণ পর্যন্ত। এই সপ্তমাবরণ। ২৯।

আবরণবহির্ভূতদেবতাযজনম্

শ্রীক্রমে তন্ত্রান্তরে আম্নায়াদিদেবতাবৎ আবরণবহির্ভূতদেবতাযজনমাহ—

সাং সরস্বত্যৈ নমঃ ইতি প্রভৃতি বাস্তুপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ইতিপর্যন্তং পুনস্তত্রৈবাভ্যর্চ্য ॥ ৩০ ॥

তত্রৈবেতি পূর্বং যত্র ন্যাসোত্তরং পূজিতাঃ তত্র তৈরেব মন্ত্রৈঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি সহিতৈঃ। যথা সাং সরস্বত্যৈ নমঃ সরস্বতীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি। এবমগ্রেঽপি নমঃ পদান্তে শ্রীপাদুকামিতি যোগস্তু সূত্রে নমোঽন্তানুকরণেন সূচিতঃ ॥

নিবন্ধে চতুরশ্রে অমীষাং পূজনমুক্তং, তন্মন্দম্, পূর্বং যত্রৈকবারং পূজিতাঃ তত্রৈব পুনঃ পূজা ইতি স্বরসতো লাভাৎ। লোকেঽপি "চৈত্রং গৃহাৎ বহিঃ স্থাপয়, মৈত্রং গৃহে ভোজয়, চৈত্রং তত্রৈব ভোজয়" ইত্যুক্তৌ কথমনুভবঃ শ্রোতুঃ ইতি সূক্ষ্মবুদ্ধ্যা বিচারয়ন্ত্বার্যাঃ ॥ ৩০ ॥

আবরণবহির্ভূত দেবতার পূজা

পূর্বে 'সাং সরস্বত্যৈ নমঃ' থেকে আরম্ভ ক'রে 'ওঁ বাস্তুপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ'

১। সম্পূর্ণ মন্ত্র, যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ গং গণপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ দুং দুর্গাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

পর্যন্ত যে যে মন্ত্রে যেখানে যেখানে যে যে দেবতার অর্চনা করা হয়েছে সেখানে সেখানে সেই সেই মন্ত্রের সঙ্গে সংসৃষ্ট দেবতার নামের সহিত 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এইটি যোগ ক'রে তাঁদের অর্চনা করতে হবে ॥ ৩০ ॥

তত্রৈব মানে পূর্বে ন্যাসের পর অর্থাৎ চতুর্দশ সংখ্যক সূত্রে যেখানে যেখানে যে যে দেবতা পূজিত হয়েছেন সেখানে সেখানে সেই সেই মন্ত্রের সঙ্গে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি যোগ ক'রে যে যে মন্ত্র হবে সেই সেই মন্ত্রে অর্চনা করতে হবে।

মন্ত্র, যথা—সাং সরস্বত্যৈ নমঃ সরস্বতীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। সূত্রে নমঃ পদের অন্তানুকরণের দ্বারা নমঃপদের অন্তে সেই সেই দেবতার নামের পর 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এইটির যোগ সূচিত হয়েছে। পরবর্তী মন্ত্রগুলিও এই প্রকার হবে। অর্থাৎ লাং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ লক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি, ইত্যাদি প্রকার হবে। ॥ ৩০ ॥

* * * * *

শ্যামাবিদ্যাঽঽচার্যপূজা

শ্রীশ্যামাবিদ্যাপ্রবর্তকাচার্য[১] পূজাং তেষাং স্থানং চাহ—

হংসমূর্তিপরপ্রকাশপূর্ণনিত্যকরুণসম্প্রদায়গুরূংশ্চতুরশ্রপূর্বরেখায়ামভ্যর্চ্য ॥ ৩১ ॥

হংসমূর্তিশ্চ পরপ্রকাশশ্চ পূর্ণশ্চ নিত্যশ্চ করুণশ্চ যে তে সম্প্রদায়গুরবঃ তান্ চতুরশ্রপূর্বরেখায়াং উদগপবর্গং পূজয়েৎ ইতি তদর্থঃ। মন্ত্রস্বরূপং চ—হংসমূর্তিসম্প্রদায়-গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। এবমগ্রিমমন্ত্রেষ্বপি সম্প্রদায়গুর্বিতি যোজ্যম্, "দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং প্রত্যেকং সর্বত্র সম্বধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৩১ ॥

শ্যামাবিদ্যার আচার্যপূজা

শ্রীশ্যামাবিদ্যার প্রবর্তকাচার্যদের পূজা এবং তার স্থান বলছেন—

হংসমূর্তি পরপ্রকাশ পূর্ণ নিত্য এবং করুণ—এই সম্প্রদায় গুরুদের চতুরশ্রের পূর্বরেখায় অর্চনা করতে হবে ॥ ৩১ ॥

হংসমূর্তি, পরপ্রকাশ, পূর্ণ, নিত্য এবং করুণ এঁরা সম্প্রদায়গুরু। এঁদের চতুরশ্রের পূর্বরেখায় পূজা করতে হবে। পূজার মন্ত্রের রূপটি এই—হংসমূর্তি-সম্প্রদায়গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি[২]। এইভাবে পরবর্তী মন্ত্রগুলিতেও নামগুলির

১। 'প্রবর্তকপূজাঽঽচার্য' ইতি কোশেষু।

২। সম্পূর্ণমন্ত্র—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হংসমূর্তিসম্প্রদায়গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

সঙ্গে, "দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং প্রত্যেকং সর্বত্র সম্বধ্যতে"—দ্বন্দ্বসমাসে শেষ পদ প্রত্যেক সমর্থপদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই ন্যায়ানুসারে, সম্প্রদায়গুরু এই পদটি যুক্ত হবে[১]। ৩১।

গুরুপাদুকাপূজা

এবং চক্রপূজাং সমাপ্য গুরুপাদুকাপূজামাহ—

স্বশিরসি সামান্যবিশেষপাদুকে অভ্যর্চয়েৎ ॥ ৩২ ॥

সামান্যগুরুপাদুকামন্ত্রঃ দীক্ষাখণ্ডে প্রতিপাদিতঃ। বিশেষগুরুপাদুকামন্ত্রঃ চরমখণ্ডে শ্যামাগুরুপাদুকেত্যুদ্ধৃতঃ। তাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং স্বশিরসি পাদুকাদ্বয়ং সম্পূজয়েৎ ॥ ৩২ ॥

গুরুপাদুকাপূজা

এইভাবে চক্রপূজার কথা সমাপ্ত ক'রে গুরুপাদুকাপূজা বলছেন—

স্বীয় শিরে গুরুর সামান্য ও বিশেষ পাদুকা এই উভয় পাদুকার পূজা করতে হবে ॥ ৩২ ॥

সামান্যগুরুপাদুকামন্ত্র[২] দীক্ষাখণ্ডে প্রতিপাদিত হয়েছে। বিশেষগুরু-পাদুকামন্ত্র[৩] গ্রন্থের চরমখণ্ডে শ্যামাগুরুপাদুকা নামে উদ্ধৃত হয়েছে। সেই দুই মন্ত্রে নিজশিরে পাদুকাদ্বয়ের পূজা করতে হবে। ৩২।

দেব্যাঃ পুনঃপূজা

এবং গুরুপাদুকার্চনান্তং আবরণপূজামুক্ত্বা প্রধানদেবতাপূজাপুরসৃসরং বলিপ্রদানং বিবৃণোতি—

পুনর্দেবীমভ্যর্চ্য বালয়া ষোড়শোপচারান্ বিধায় ॥ ৩৩ ॥

মূলেনেতি শেষঃ। পুনরিত্যনেন ষড়ঙ্গদেবতাভ্যঃ প্রাক্ প্রধানদেব্যর্চনং জ্ঞাপিতম্। বালয়েতি স্পষ্টম্ ॥ ৩৩ ॥

১। মন্ত্র—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পরপ্রকাশসম্প্রদায়গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পূর্ণসম্প্রদায়গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ নিত্যসম্প্রদায়গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ করুণসম্প্রদায়গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

২। মন্ত্র, যথা—ঐঁ সৌঃ শ্রীঁ ক্রোঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।-দ্রঃ প্রথম খণ্ডঃ-দীক্ষাবিধিঃ, ৪১ সংখ্যকস্য সূত্রস্য বৃত্তিঃ।

৩। মন্ত্র, যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ অমুকানন্দনাথ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। -দ্রঃ দশমখণ্ডঃ-সর্বসাধারণক্রমঃ, সূত্রম্ ৪৮।

দেবীর পুনরায় পূজা

এই প্রকারে গুরুপাদুকাপূজা দিয়ে সমাপ্ত আবরণপূজা বলে প্রধানদেবতার পূজাপূর্বক বলিপ্রদান বিবৃত করছেন—

পুনরায় মূলমন্ত্রে দেবীর অর্চনা ক'রে ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ এই মন্ত্রে ষোড়শোপচার প্রদান করতে হবে ॥ ৩৩ ॥

মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করতে হবে। 'পুনঃ' এই পদের দ্বারা ষড়ঙ্গদেবতা-দের পূর্বে প্রধানদেবতার অর্চনা জ্ঞাপিত হয়েছে। 'বালয়া' এই পদের অর্থ স্পষ্ট। ৩৩।

বলিদানম্

বলিদানপ্রকারং দর্শয়তি—

শুদ্ধজলেন ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রং বিধায়া[১]র্ধান্নপূর্ণসলিলং সাদিমো-পাদিমমধ্যমং সু[স] গন্ধপুষ্পং সাধারং পাত্রং নিধায় ॥ ৩৪ ॥

শুদ্ধজলেন কলশস্থেন। অর্ধান্নপূর্ণং সলিলং যস্মিংস্তৎ। আদিমং প্রথমং উপাদিমং দ্বিতীয়ং মধ্যমং তৃতীয়ং এভিঃ সহিতং সুগন্ধপুষ্পং যত্র ঈদৃশং আধারসহিতং বলিপাত্রং নিধায় স্থাপয়িত্বা ॥ ৩৪ ॥

বলিদান

বলিদানপ্রকার বলছেন—

শুদ্ধজলে ত্রিকোণ বৃত্ত ও চতুরশ্র রচনা ক'রে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের সহিত অর্ধেক অন্নে পূর্ণ যে-পাত্রে সলিল ও সুগন্ধ পুষ্প রয়েছে এমন বলিপাত্র আধারসহ স্থাপন করতে হবে ॥ ৩৪ ॥

শুদ্ধজলেন মানে কলশের জলের দ্বারা। অর্ধান্নপূর্ণ সলিল যাতে আছে এমন, অর্ধান্নপূর্ণসলিলম্। আদিমং মানে প্রথম, উপাদিমং মানে দ্বিতীয়, মধ্যমং মানে তৃতীয়, এদের সহিত। সুগন্ধপুষ্পং মানে সুগন্ধপুষ্প যাতে আছে এই প্রকার। সাধারং আধারের সহিত বর্তমান এমন। পাত্র মানে বলিপাত্র, আর বিধায় মানে স্থাপন ক'রে। ৩৪।

বলিদানমন্ত্রান্ তদিতিকর্তব্যতাং চ দর্শয়তি—

শ্রীমাতমুক্তা গীশ্বরীমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুঁ ফট্ স্বাহা শ্রীমাতমুক্তা গীশ্বরি শরণাগতং মাং ত্রাহি ত্রাহি হুঁ ফট্ স্বাহা ক্ষেত্রপালনাথেমং

১। যত্তস্মিন্ পুষ্পাণি বিকীর্যার্ধা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

ৰলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রত্রয়েণ বামপার্ষ্ণিঘাতকরাস্ফোট-সমুদঞ্চিতবক্ত্র্নারাচমুদ্রাভিঃ ৰলিং প্রদায় ।। ৩৫ ।।

শ্রীমাতমিতি হুং ফট্ স্বাহেত্যন্তং মন্ত্রত্রয়ম্। নারাচমুদ্রা পরমানন্দ-তন্ত্রে—

বিমুষ্টাঙ্গুষ্ঠতর্জন্যাবূর্ধ্বাঙ্গুষ্ঠাগ্রতর্জনী।
হস্তদ্বয়গতা চৈবং মুদ্রা নারাচসংজ্ঞিতা ॥ ইতি ॥

অয়মর্থঃ—প্রথমং হস্তদ্বয়ে মুষ্টিভাবং সম্পাদ্য তস্যা নির্গতে বিমুষ্টী যে অঙ্গুষ্টতর্জন্যৌ তয়োর্মধ্যে উর্ধ্বাগ্রমঙ্গুষ্ঠং প্রাগগ্রাং ঋজুরূপাং তর্জনীং কুর্যাৎ। ইয়ং নারাচমুদ্রেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বলিদান মন্ত্র ও বলিদান সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা প্রদর্শন করছেন—

শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি ইমং ৰলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহা, শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি শরণাগতং মাং ত্রাহি ত্রাহি হুঁ ফট্ স্বাহা, ক্ষেত্রপালনাথ ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহা, এই তিন মন্ত্রোচ্চারণ সহ বামপদতলাঘাত ও করাস্ফোট ক'রে উধ্বমুখ হয়ে নারাচমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ বলি প্রদান করতে হবে ॥ ৩৫ ॥

সূত্রে শ্রীমাতম্ এই বলে আরম্ভ ক'রে হুঁ ফট্ স্বাহা দিয়ে শেষ করে তিনটি মন্ত্র কথিত হয়েছে। ৩৫।

*　　*　　*　　*　　*　　*

সুবাসিনীপূজাদি

এবং ৰলিপ্রদানক্রমমুক্ত্বা সুবাসিনীপূজাঽঽদিকমুপদিশতি—

শ্যামলাং শক্তিমাহূয় ৰালয়া তামভ্যর্চ্য তস্যা হস্ত আদিমোপাদিমৌ দত্ত্বা তত্ত্বং শোধয়িত্বা তচ্ছেষমুররীকৃত্য যোগ্যৈঃ সহ হবিশ্শেষং স্বীকুর্যাৎ ।। ৩৬ ।।

অভ্যর্চ্যেতি বিশেষানুক্তেঃ যথাবিভবম্। তত্ত্বং শোধয়িত্বা ইত্যনেন তত্ত্ব-শোধনমন্ত্রা অপি প্রাপ্তাঃ, তে চ মন্ত্রাশ্চত্বারঃ প্রসিদ্ধাঃ। তৈঃ পাত্রচতুষ্টয়ং গ্রাহয়িত্বা চতুর্থপাত্রং সশেষং গ্রাহয়িত্বা তচ্ছেষং স্বয়ং উররীকুর্য্যাৎ। হবিশ্শেষ-প্রতিপত্তিমাহ—যোগ্যৈরিতি। যোগ্যপদার্থঃ শ্রীক্রমোক্তশিষ্টপদেন ব্যাখ্যাতঃ। ইত্থং চ তস্য প্রয়োজনং, তদিতিকর্তব্যতা, তৎ সর্বমপি শ্রীক্রমোক্তপ্রকারেণাব-গন্তব্যং ভবতি ॥ ৩৬ ॥

সুবাসিনীপূজাদি

এইভাবে বলিপ্রদানের কথা বলে সুবাসিনীপূজাদির উপদেশ করছেন—

শ্যামলা শক্তিকে আহ্বান ক'রে এনে বালামন্ত্রে তাঁর অর্চনা করতঃ তাঁর

হাতে প্রথম ও দ্বিতীয় পাত্র দিতে হবে। তারপর তত্ত্বশোধন ক'রে তত্ত্বশেষ গ্রহণ করতঃ যোগ্য ব্যক্তিদের সহিত হবিঃশেষ পান করতে হবে ॥ ৩৬ ॥

'অভ্যর্চ্য' বলার দ্বারা কোনো বিশেষ রকমের অর্চনার কথা বলা হয় নি। সেইজন্য, সাধকের বিত্তসামর্থ্যানুসারে অর্চনা করা উচিত। 'তত্ত্বং শোধয়িত্বা' এই কথার দ্বারা তত্ত্বশোধনমন্ত্র[১]ও সূচিত হয়েছে। চারটি তত্ত্বশোধনমন্ত্র প্রসিদ্ধ। এই চার মন্ত্রে পাত্রচতুষ্টয় গ্রহণ করিয়ে এবং চতুর্থ পাত্র অবশেষসহ গ্রহণ করিয়ে সেই অবশিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করতে হবে। 'যোগ্যৈঃ' ইত্যাদি দ্বারা হবিঃশেষ-প্রতিপত্তি বলছেন। যোগ্য বলতে কি বুঝায় তা শ্রীক্রমোক্ত শিষ্টপদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। এই প্রকারে যোগ্যের সহিত পান করার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা, এই সব শ্রীক্রমোক্ত প্রকরণ থেকে জানা যাবে ।৩৬।

শ্যামাপূজাঽবধিঃ

এবং সঙ্গীতমাতৃকাপূজা কিয়ৎকালং কর্তব্যা ইত্যবধ্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদবধিমাহ—

এবং নিত্যসপর্যাং কুর্বন্ লক্ষজপং জপ্ত্বা তদ্দশাংশক্রমেণ চ হোম-তর্পণব্রাহ্মণভোজনানি বিদধ্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

এবং উক্তপ্রকারেণ নিত্যসপর্যাং নিত্যপূজাম্। অত্র কুর্বন্নিত্যনেন পূজনস্য জপাঙ্গত্বং গময়তি। তথা হি—যদি পূজা প্রধানং জপশ্চাঙ্গং স্যাৎ তর্হি যাবৎ পর্যন্তং লক্ষজপঃ তাবৎপূজেতি কথনং বিরুধ্যতে। ন হি অঙ্গানুসারিণী প্রধানাবৃত্তিঃ লোকে বেদে চ দৃষ্টা। "যাবৎ ভটো ধাবতি তাবৎ রাজা ধাবতি" ইতি ন ব্রূতে। "যাবৎ রাজা ধাবতি তাবৎ ভটো ধাবতি" ইতি ব্যবহারোঽস্তি।

১। তত্ত্বশোধনমন্ত্র অর্থ এখানে মদ্যশোধনমন্ত্র। মদ্য শাপগ্রস্ত। শাপমোচন হলেই মদ্যশোধন হয়। শাপমোচন তথা শোধনের মন্ত্র এই—

ক. হ্রীঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্-ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ ॥

খ. ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্।
সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থে বরুণালয়সম্ভবে। অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্।
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময় যদি। তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু ॥

গ. বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ।

ঘ. ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ শ্রীঁ হ্রীঁ সুধা কৃষ্ণশাপং মোচয়ামৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা।

দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫০-৫১, পাদটীকা।

অতো জপঃ প্রধানং, তদবধিত্বস্য পূজায়াং কথনাৎ। অতএব জপসমাপ্তৌ পূজানিবৃত্তিঃ। লক্ষজপং জপ্ত্বেতি লক্ষসংখ্যাবিশিষ্টজপোঽনেন বিধীয়তে। তদ্দশাংশক্রমেণ—হোমো জপদশাংশং, তদ্দশাংশং তর্পণং, তদ্দশাংশং ব্রাহ্মণ-ভোজনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্যামাপূজার অবধি

এই প্রকার সঙ্গীতমাতৃকাপূজা কতটা সময় পর্যন্ত করা কর্তব্য এই সময়সীমা জানার আকাঙ্ক্ষা থাকার জন্য সেই সীমা বলছেন—

উক্ত প্রকারে নিত্যপূজা ক'রে লক্ষজপ করতে হবে। তারপর 'তার দশাংশ' এইক্রমে হোম তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন সম্পাদন করতে হবে ॥ ৩৭ ॥

'এবং' মানে উক্তপ্রকারে। নিত্যসপর্যাং মানে নিত্যপূজা। এখানে 'কুর্বন্' এই পদের দ্বারা পূজাকে জপের অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেননা, যদি পূজা প্রধান আর জপ তার অঙ্গ হয়, তা হলে যে পর্যন্ত লক্ষজপ সেই পর্যন্ত পূজার বিধান হয়, কিন্তু তা সঙ্গত হয় না। প্রধান অঙ্গের অনুসরণ করে, এটি লোকব্যবহারে বা বেদে অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে কোথাও দেখা যায় না। যে পর্যন্ত অনুচর যায় সেই পর্যন্ত রাজা যান অর্থাৎ রাজা অনুচরের অনুসরণ করেন, একথা কেউ বলে না। যে-পর্যন্ত রাজা যান সেই পর্যন্ত অনুচর যায় অর্থাৎ অনুচর রাজার অনুসরণ করে, এটাই লোকব্যবহার। অতএব, জপসমাপ্তি পর্যন্ত পূজার কথা বলা হয়েছে বলে জপই প্রধান। কাজেই, জপের সমাপ্তিতে পূজারও সমাপ্তি। 'লক্ষজপং জপ্ত্বা' এই কথা দ্বারা লক্ষ-সংখ্যক জপ বিহিত হয়েছে। 'তদ্দশাংশক্রমেণ' এর অর্থ—জপের দশাংশ হোম, অর্থাৎ দশহাজার হোম করতে হবে; হোমের দশাংশ তর্পণ, অর্থাৎ এক হাজার তর্পণ করতে হবে; তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন অর্থাৎ এক শ ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে। ৩৭।

শ্যামামনুজাপিধর্মাঃ

অথৈতন্মনুজাপিধর্মানাহ—

এতন্মনুজাপী ন কদন্বং ছিন্দ্যাৎ গিরা কালীতি ন বদেৎ বীণা-বেণুনর্তনগায়নগাথাগোষ্ঠীষু ন পরাঙ্মুখো গচ্ছেৎ গায়কং ন নিন্দ্যাৎ ॥ ৩৮ ॥

এতন্মনুজাপী শ্যামামনুজাপীত্যর্থঃ। এতে ধর্মাঃ ন জপসমকালিকাঃ, কিংতু জপমারভ্য যাবজ্জীবং; "তস্মাদগ্নিচিদ্বর্ষতি ন ধাবেৎ" ইতিবৎ ॥ ৩৮ ॥

শ্যামামন্ত্রজপকারীর ধর্ম

এবার শ্যামামন্ত্রজপকারীর ধর্ম বলছেন—

এই মন্ত্রজপকারী কদম্বগাছ কাটবে না, কালী এই শব্দ মুখে উচ্চারণ করবে না, বীণাবাজানো, বাঁশীবাজানো, নাচ, গান, গাঁথা, কথন, এ সবের গোষ্ঠীর প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে চলে যাবে না এবং গায়কের নিন্দা করবে না ॥ ৩৮ ॥

'এতন্মনুজাপী' মানে শ্যামামন্ত্রজপকারী। এই সব ধর্ম যে কেবল জপের সময় পালনীয় তা নয়, যখন থেকে জপকরা আরম্ভ হবে তখন থেকে যাবজ্জীবন পালন করতে হবে, "তস্মাদগ্নিচিদ্বর্ষতি ন ধাবেৎ" এই শাস্ত্রনির্দেশের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমনি। ৩৮।

ললিতোপাসকধর্মাঃ

এবং শ্যামোপাসকানাং ধর্মানুক্ত্বা প্রসঙ্গাৎ প্রাধান্যাচ্চ ললিতোপাসকধর্মানপ্যাহ—

ললিতোপাসকো নেক্ষুখণ্ডং ভক্ষয়েৎ ন দিবা স্মরেদ্ বার্তালীং ন জুগুপ্সেত সিদ্ধদ্রব্যাণি ন কুর্যাৎ স্ত্রীষু নিষ্ঠুরতাং বীরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছেৎ ন তং হন্যাৎ ন তদ্দ্রব্যমপহরেৎ নাত্মেচ্ছয়া মপঞ্চকমুররীকুর্যাৎ কুলভ্রষ্টৈঃ সহ নাসীত ন বহু প্রলপেত যোষিতং সম্ভাষমাণামপ্রতিসম্ভাষমাণো ন গচ্ছেৎ কুলপুস্তকানি গোপায়েৎ ইতি শিবম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি...কল্পসূত্রে শ্যামাক্রমোনাম ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

ইক্ষুখণ্ডমিত্যনেন তদ্বিকারাণাং গুড়শর্করাদীনাং অদোষঃ সূচিতঃ। বার্তালীং বারাহীম্। সিদ্ধদ্রব্যাণি মপঞ্চকরূপাণি ন জুগুপ্সেত স্বমনসাঽপি ন নিন্দ্যাৎ। নিষ্ঠুরতাং নাসিকাচ্ছেদনাদি। বীরস্ত্রিয়মিতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, ন কর্মধারয়ঃ। তথা সতি অগ্রে 'ন তং হন্যাৎ' ইত্যত্র পুংস্ত্বস্যানন্বয়াপত্তেঃ। অতো বাধকসত্ত্বাৎ লঘোরপি কর্মধারয়স্য ত্যাগঃ। বীরস্ত্রিয়ং ইত্যত্র বীরপদার্থশ্চ নির্মূলপরাহতদ্বৈতভাবঃ। তদুক্তং তন্ত্রে—

অহমি প্রলয়ং কুর্বন্ ইদমঃ প্রতিযোগিনঃ।
স বীর ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মানন্দনিমগ্নধীঃ ॥

তং বীরম্। তদ্দ্রব্যং বীরদ্রব্যম্। আত্মেচ্ছয়া স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তয়ে উররীকুর্যাৎ স্বীকুর্যাৎ। কুলভ্রষ্টৈঃ—প্রথমং কুলমার্গমঙ্গীকৃত্য জন্মান্তরাংহসা তত্রোৎপন্নাবিশ্বাসাঃ সন্তো যে স্বীকৃতং মার্গং পরিত্যজন্তি তে কুলভ্রষ্টাঃ। তদুক্তং দেবীভাগবতে—

কুলমার্গং সমাশ্রিত্য জন্মান্তরকৃতাংহসা।

তন্মার্গং ত্যজতা সাকং ন তিষ্ঠেন্ন চ সংবদেৎ।

ততো বরঃ পশুস্ত্বেয়ঃ তং দৃষ্ট্বাঽপ সুসংস্পৃশেৎ[১] ॥ ইতি ॥

ন বহু বচনং প্রলপেত ইতি তৈঃ সাকমেব। বহুপদেন স্বমার্গগুপ্তয়ে তজ্জনিতানর্থপরিহারার্থং যাবদর্থসম্ভাষী ভবেৎ ইতি জ্ঞাপিতম্। অপ্রতিসম্ভাষমাণঃ প্রত্যুত্তরমদত্বা। কুলপুস্তকানি কুলশাস্ত্রপুস্তকানি। শিবমিত্যস্য ব্যাখ্যানং পূর্ববৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি......কল্পসূত্রবৃত্তৌ শ্যামাক্রমো নাম ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

ললিতার উপাসকদের ধর্ম

এইভাবে শ্যামার উপাসকদের ধর্ম বলার পর প্রাসঙ্গিক বলে এবং ললিতার প্রাধান্যহেতু ললিতার উপাসকদের ধর্মও বলছেন—

ললিতার উপাসক ইক্ষুখণ্ড ভক্ষণ করবে না; দিনের বেলা বার্তালীকে স্মরণ করবে না, সিদ্ধদ্রব্য অর্থাৎ পঞ্চমকারের নিন্দা করবে না; স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করবে না; বীরাচারী সাধকের স্ত্রীগমন করবে না; বীরাচারী সাধককে হত্যা করবে না; তার দ্রব্য অপহরণ করবে না; নিজের ইচ্ছায় অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য পঞ্চমকার সেবন করবে না; কুলভ্রষ্টদের সঙ্গ করবে না; তাদের সঙ্গে বেশী কথা বলবে না; কোনো স্ত্রীলোক সম্ভাষণ করলে তাকে প্রতিসম্ভাষণ না করে যাবে না; কুলশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি গোপন রাখবে। শিবম্ ॥ ৩৯ ॥

......কল্পসূত্রে শ্যামাক্রম নামক ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

'ইক্ষুখণ্ডং' বলায় ইক্ষুর বিকার গুড় শর্করাদি ভক্ষণে দোষ হয় না, এইটি সূচিত হয়েছে। বার্তালী মানে বারাহী। 'সিদ্ধদ্রব্যাণি' মানে পঞ্চমকার। 'ন জুগুপ্সেত' মানে মনে মনেও নিন্দা করবে না। 'নিষ্ঠুরতাং' বলতে বুঝাচ্ছে নাসিকাচ্ছেদনাদি। 'বীরস্ত্রিয়ং'—এখানে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়েছে, কর্মধারয় নয়। কর্মধারয় সমাস হলে পরে 'ন তং হন্যাৎ' বলে যে-সূত্রাংশ রয়েছে তার পুংলিঙ্গ 'তং' শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি দেখা দেয়। এই বাধকের জন্য কর্মধারয় লঘু হলেও পরিত্যাগ করতে হবে। 'বীরস্ত্রিয়ং' এই পদের বীরের অর্থ যিনি দ্বৈতভাব নির্মূল করেছেন। বীর সম্বন্ধে তন্ত্রে বলা হয়েছে—যিনি প্রতিযোগী 'ইদং'-কে 'অহং'-এ বিলীন করেছেন, যাঁর ধী স্বাত্মানন্দে মগ্ন, তিনি বীর বলে পরিজ্ঞাত। 'তং' মানে বীরকে, 'তদ্দ্রব্যং' মানে বীরের দ্রব্য। 'আত্মেচ্ছয়া'

১। অপ্সু সংবিশেৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

মানে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য। 'উররীকুর্যাৎ' মানে স্বীকার করবে অর্থাৎ সেবন করবে। 'কুলভ্রষ্টৈঃ' মানে কুলভ্রষ্টদের সহিত। কুলমার্গে বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার জন্য যারা প্রথমে কুলমার্গে প্রবেশ করে এবং পরে জন্মান্তরের পাপের জন্য সেই মার্গ পরিত্যাগ করে, তারা কুলভ্রষ্ট। এ সম্পর্কে দেবী-ভাগবতে বলা হয়েছে—কুলমার্গের আশ্রয় নিয়ে যে-জন্মান্তরের পাপের জন্য সেই মার্গ ত্যাগ করে তার সঙ্গে অবস্থান করবে না এবং বাক্যালাপ করবে না। কুলভ্রষ্টের চেয়ে পশুভাবের সাধক শ্রেষ্ঠ। কুলভ্রষ্টকে দেখলে জল স্পর্শ করবে। তাদের সঙ্গে 'বহু' মানে অনেক, কথা 'ন প্রলপেৎ' মানে বলবে না। বহুপদের দ্বারা জ্ঞাপিত হয়েছে স্বীয় মার্গ গোপন রাখার জন্য এবং তা প্রকাশের অনর্থ পরিহারের জন্য, যেটুকু প্রয়োজন কেবলমাত্র ততটুকু কথা কুলভ্রষ্টদের সঙ্গে বলতে হবে। 'অপ্রতিসম্ভাষমাণঃ' মানে প্রত্যুত্তর না দিয়ে। 'কুলপুস্তকানি' মানে কুলশাস্ত্রের পুস্তকসমূহ। শিবম্ এই পদের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। ৩৯।

......কল্পসূত্রবৃত্তিতে শ্যামাক্রম নামক ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ—বারাহীক্রমঃ

মাতর্বারাহি জাতে তব চরণসরোজার্চনং বা জপং বা
কর্তুং শক্তো ন চাহং তদপি চ সদয়ে ময্যতস্ত্বাং হি যাচে।
যস্ত্বাং দংষ্ট্রাশিতাগ্রাং ত্রিনয়নলসিতাং চারুভূদারবক্ত্রাং
মূর্তিং চিত্তে বিধত্তে তদরিগণবিনাশোঽস্তু তস্মিন্ ক্ষণে বৈ॥

সপ্তম খণ্ড—বারাহীক্রম

মা বারাহী, আমি তোমার চরণকমল পূজা করতে বা তোমার মন্ত্র জপ করতে অসমর্থ; তবু, আমার প্রতি তুমি সদয়। সেই ভরসায় তোমার কাছে প্রার্থনা—যে-ব্যক্তি শানিতদংষ্ট্রাগ্রা, ত্রিনয়নদীপ্তা, সুন্দর বরাহমুখবিশিষ্টা, তোমার মূর্তি অন্তরে ধারণ করে তার শত্রুগণ যেন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

কোলমুখীবরিবস্যাবিধিঃ

অথ বারাহ্যুপাসনাং বক্তুং প্রক্রমতে—

ইত্থং সাঙ্গাং সঙ্গীতমাতৃকামিষ্ট্বা সংবিৎসাম্রাজ্ঞীসিংহাসনাধিরূঢ়ায়া ললিতায়া মহারাজ্ঞ্যা দণ্ডনায়িকাস্থানীয়াং দুষ্টনিগ্রহশিষ্টানুগ্রহনির-র্গলাজ্ঞাচক্রাং সময়সঙ্কেতাং কোলমুখীং বিধিবদ্বরিবস্যেৎ॥ ১॥

ইত্থং পূর্বোক্তপ্রকারেণ সাঙ্গাং সাবরণাং সঙ্গীতমাতৃকাং মাতঙ্গীং ইষ্ট্বা সম্পূজ্য উপাস্য ইত্যর্থঃ। নানেন বারাহীসঙ্গীতমাতৃকয়োঃ অগ্নিং চিত্বেতিবৎ অঙ্গাঙ্গিভাবঃ প্রতিপাদ্যতে, উভয়োরপি ললিতাঽঙ্গত্বস্য প্রমাণান্তরসিদ্ধত্বাৎ। কিং তু অনেন সঙ্গীতমাতৃকাযাগোত্তরকালস্য বারাহ্যুপাসনাঙ্গত্বমাত্রং বিধীয়তে। সংবিদঃ পরশিবস্য যা সাম্রাজ্ঞী পট্টমহিষী তদ্রূপায়াঃ, সিংহাসনং রাজ্ঞঃ সদসি সর্বোত্তমত্বেনাবস্থিতমাসনং তদধিরূঢ়ায়া ললিতায়া মহারাজ্ঞ্যা দণ্ডনায়িকায়াঃ যৎ স্থানং মহারাষ্ট্রভাষয়া "কোত্তবাল্‌চাবডি" ইতি প্রসিদ্ধং, তদীয়া তৎস্বামিনী দুষ্টনিগ্রহাধিকারবতী যা তাং ইতি ফলিতোঽর্থঃ। এতেন ললিতাঽঙ্গত্বং সূচিতম্, অপ্রধানত্বাৎ। অস্যা অধিকারং বিবৃণোতি—দুষ্ট-নিগ্রহেত্যাদিনা। দুষ্টনিগ্রহাদৌ নিরর্গলং অন্যানপেক্ষং যদাজ্ঞাচক্রং আজ্ঞা-শক্তিঃ তদ্বতীম্। কেচন সেবকাঃ স্বামিনমবিচার্য নিগ্রহানুগ্রহাদিকং কর্তুম-সমর্থাঃ, তথা নেয়মিতি ভাবঃ। এতেন শ্রীললিতায়া অতিপ্রীতিপাত্রমিতি ধ্বনিতং ভবতি। সময়ো গুপ্তঃ সঙ্কেতঃ শাস্ত্রপদ্ধতিঃ যস্যাঃ তাং, "সময়ো রহসি

প্রোক্তঃ কালে কার্যক্ষমেঽপি" ইতি ত্র্যক্ষরকোশঃ।[1] "সঙ্কেতঃ শাস্ত্রপন্থানৌ[2]" ইতি বৈজয়ন্তী। এতেন অতিগোপ্যেয়ং বিদ্যা ইতি সূচিতম্। কোলঃ বরাহঃ, "কোলঃ পোত্রী কিরিঃ কিটিঃ" ইত্যমরঃ। তস্য মুখমিব মুখং যস্যাঃ তাং বিধিবৎ বক্ষ্যমাণবিধিনা। এতেন ইতরদেবতোপাস্তিবৎ কিঞ্চিদঙ্গলোপেন তন্মাদপূর্বং, তদ্দ্বারা 'দেবতাপ্রীতিশ্চ ন ভবিষ্যতি, ইতি সূচিতম্, অন্যথা বিধিবৎ ইত্যস্য অনুবাদকত্বাপত্তেঃ। বরিবস্যেৎ পূজয়েৎ। ইদমুৎপত্তিবাক্যম্ ॥ ১ ॥

কোলমুখীপূজাবিধি

এবার বারাহীর উপাসনা বলতে আরম্ভ করলেন—

এইপ্রকারে সাবরণা সঙ্গীতমাতৃকার পূজা ক'রে পরশিবের সাম্রাজ্ঞী অর্থাৎ পট্টমহিষী সিংহাসনাধিরূঢ়া মহারাজ্ঞী ললিতার দণ্ডনায়িকাস্থানীয়া যে-কোলমুখী অন্যনিরপেক্ষভাবে দুষ্টের প্রতি নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ বিধানে আজ্ঞাশক্তিবিশিষ্টা তাঁর পূজা যথাবিধি করতে হবে। ১।

'ইত্থং' মানে পূর্বোক্তপ্রকারে। 'সাঙ্গাং' মানে সাবরণাকে। 'সঙ্গীত-মাতৃকাং' মানে মাতঙ্গীকে। 'ইষ্ট্বা' মানে পূজা ক'রে। এ দ্বারা সঙ্গীত-মাতৃকা ও বারাহীর অঙ্গাঙ্গিভাব প্রতিপন্ন হয় নি, যেমন হয়েছে 'অগ্নিং চিত্বা' এই ক্ষেত্রে। কেননা, উভয়েরই ললিতার অঙ্গত্বের অন্য প্রমাণ আছে। তবে, এ দ্বারা সঙ্গীতমাতৃকার পূজার পরবর্তী সময়েই বারাহীর পূজা করতে হবে, এটি বিহিত হয়েছে। 'সংবিদঃ' মানে পরশিবের; যিনি সাম্রাজ্ঞী অর্থাৎ পট্টমহিষী তদরূপা তিনি সংবিৎসাম্রাজ্ঞী। 'সিংহাসনাধিরূঢ়ায়াঃ'—সিংহাসন মানে রাজার কাছে যা সর্বোত্তম আসন, তাতে অধিরূঢ়ার। 'মহারাজ্ঞ্যাঃ' মহারাজ্ঞীর; 'ললিতায়াঃ' ললিতার; 'দণ্ডনায়িকাস্থানীয়াং'—দণ্ডনায়িকার যে-স্থান, মহারাষ্ট্রভাষায় একে বলে 'কোত্ত্বাল্‌বাড়ি', সেই স্থানীয়া অর্থাৎ সেই স্থানের অধিকারিণী, দুষ্টনিগ্রহের অধিকারবতী এইটি হল এর ফলিতার্থ। এর দ্বারা বারাহীর ললিতাঙ্গত্ব সূচিত হয়েছে, কারণ বারাহী অপ্রধান। বারাহীর অধিকার বর্ণনা করছেন দুষ্টনিগ্রহ ইত্যাদি দ্বারা। দুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টানুগ্রহনিরর্গলাজ্ঞাচক্রাং—দুষ্টনিগ্রহাদিতে 'নিরর্গলং' অর্থাৎ অন্যানিরপেক্ষ যে 'আজ্ঞাচক্রং' অর্থাৎ আজ্ঞাশক্তি সেই শক্তিবিশিষ্টাকে। কোন কোন সেবক প্রভুকে না জিজ্ঞেস ক'রে নিগ্রহানুগ্রহাদি কিছুই করতে পারে না; বারাহী সেরকম নন, এই হল তাৎপর্য। এ দ্বারা বারাহী যে ললিতার অতি

১। বিশ্বকোশঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। সদনং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

প্রিয়পাত্রী তাই ধ্বনিত হয়েছে। 'সময়সঙ্কেতাং'—'সময়ঃ' মানে গুপ্ত, 'সঙ্কেতঃ' মানে শাস্ত্রপদ্ধতি, যাঁর তাঁকে। ত্র্যক্ষরকোশে আছে—"সময়ো রহসি প্রোক্তঃ কালে কার্যক্ষমেঽপি চ"। বৈজয়ন্তীতে সঙ্কেত শব্দের অর্থ করা হয়েছে—"সঙ্কেতঃ শাস্ত্রপন্থানৌ"। এ দ্বারা এই বিদ্যা যে অতিশয় গোপনীয়া তাই সূচিত হয়েছে। 'কোলমুখীং'—'কোলঃ' মানে বরাহ। অমরকোশে আছে—"কোলঃ পোত্রী কিরিঃ কিটিঃ"। তার মুখের মতো মুখ যাঁর তাঁকে। 'বিধিবৎ' মানে বক্ষ্যমাণ বিধি-অনুসারে।... ...। 'বরিবস্যেৎ' মানে পূজা করবে। এ হল উৎপত্তিবাক্য। ১।

মহারাত্রে অনাহতধ্বনেরনুসন্ধানম্

তত্র কথংভাবাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

তত্রায়ং ক্রমো মহারাত্রে বুদ্ধ্বা স্বহৃদয়পরমাকাশে ধ্বনন্তমনাহতধ্বনিমূর্জিতানন্দদায়কমবমৃশ্য ॥ ২ ॥

তত্র বারাহ্যুপাস্তৌ অয়ং বক্ষ্যমাণঃ ক্রমঃ প্রকারঃ। মহারাত্রে ইতি—ধূর্তস্বামিভাষ্যে "মহারাত্রিস্ত্রিভাগাবশিষ্টা রাত্রি" ইতি। যদ্বা—মহারাত্রিঃ নিশীথঃ, "মহারাত্রিসমুৎপন্নঃ কৃষ্ণো গোপালনন্দনঃ" ইতি ব্রহ্মবৈবর্তাৎ, কৃষ্ণজন্মার্ধরাত্রে ইতি প্রসিদ্ধত্বাৎ। তস্মিন্ সময়ে বোধোত্তরকালীনক্রিয়ামাহ—স্বহৃদয়েতি। স্বহৃদয়রূপো যঃ পরম উৎকৃষ্ট আকাশঃ তস্মিন্ ধ্বনন্তং শব্দং কুর্বন্তং অনাহতস্য দ্বাদশদলকমলস্য ধ্বনিং করাভ্যাং কর্ণপিধানে শ্রূয়মাণো যঃ শব্দঃ সোঽনাহতশব্দ ইত্যুচ্যতে। স মধ্যরাত্রে বাহ্যশব্দবিরমে কর্ণপিধানাভাবেঽপি অনুভূয়তে। কথং ভূতং ? ঊর্জিতঃ সিদ্ধো য আনন্দঃ তস্য দায়কং অভিব্যঞ্জকং অবমৃশ্য অনুসন্ধায় কঞ্চিৎ কালং শ্রুত্বেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মহারাত্রিতে অনাহতধ্বনির অনুসন্ধান

বারাহীর উপাসনাক্রম কিপ্রকার হবে এই আকাঙ্ক্ষায় বলছেন—

বারাহীর উপাসনায় এই ক্রম—মহারাত্রিতে প্রবুদ্ধ হয়ে স্বহৃদয়রূপ পরমাকাশে শব্দায়মান সিদ্ধানন্দদায়ক অনাহতধ্বনির অনুসন্ধান করতঃ ॥ ২ ॥

'তত্র' মানে বারাহীর উপাসনায়। 'অয়ং' মানে বক্ষ্যমাণ, 'ক্রমঃ' মানে প্রকার। মহারাত্রে—ধূর্তস্বামিভাষ্যে আছে ; ত্রিভাগাবশিষ্ট রাত্রি মহারাত্রি। অথবা, মহারাত্রি মানে নিশীথ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে—'গোপালনন্দন কৃষ্ণ মহারাত্রিতে উৎপন্ন হন।' অর্ধরাত্রে কৃষ্ণের জন্ম হয়, একথা প্রসিদ্ধ। সেই সময়ে প্রবুদ্ধ হওয়ার পরবর্তী ক্রিয়া বলছেন—স্বহৃদয় ইত্যাদি দ্বারা।

'স্বহৃদয়পরমাকাশে'—স্বহৃদয়রূপ যে 'পরমঃ' মানে উৎকৃষ্ট, আকাশ, তাতে 'ধ্বনন্তং' মানে শব্দ করছে এমন, 'অনাহতধ্বনিং' মানে অনাহতের অর্থাৎ দ্বাদশদলপদ্মের ধ্বনি[1] ; দুই হাতে কান ঢাকলে যে-শব্দ শোনা যায় তাকে বলে অনাহত শব্দ। মধ্যরাত্রে যখন বাইরের শব্দ থেমে যায় তখন কান না-ঢাকলেও অনাহতধ্বনি শোনা যায়। কি প্রকার সে ধ্বনি ? 'উর্জিতানন্দ-দায়কম্'। —উর্জিতঃ মানে সিদ্ধ, যে আনন্দ, তা দায়ক। 'অবমৃশ্য' মানে অনুসন্ধান করতঃ, এর অর্থ কিছুক্ষণ শুনে। ২।

শিবাদিগুরুনমস্কারঃ

শিবাদিশ্রীগুরুভ্যো নমঃ ইতি মূর্ধ্নি বধ্নীয়াদঞ্জলিম্ ॥ ৩ ॥

শিবাদি ইতি স্পষ্টম্ ॥ ৩ ॥

শিবাদিগুরুকে নমস্কার

শিবাদিশ্রীগুরুভ্যো নমঃ—শিবাদিগুরুদের নমস্কার, এই মন্ত্র উচ্চারণ করে অঞ্জলিবদ্ধ হাত মাথায় রাখবে ॥ ৩ ॥

শিবাদিসূত্রের অর্থ স্পষ্ট। ৩।

বারাহীক্রমমন্ত্রেষু বীজবিশেষযোগঃ

বারাহীপদ্ধতৌ সর্বমন্ত্রেষু বীজবিশেষস্য যোগমাহ—

বাচমুচ্চার্য গ্লৌঁ ইতি চ পদ্ধতাবস্যাং সর্বে মনবো জপ্যাঃ ॥ ৪ ॥

অস্যাং পদ্ধতৌ সর্বমন্ত্রাদৌ ঐঁ গ্লৌঁ ইতি যোজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বারাহীক্রমের মন্ত্রে বীজবিশেষযোগ

বারাহী পদ্ধতিতে সর্বমন্ত্রে বীজবিশেষের যোগ বলছেন—

বারাহীপদ্ধতিতে সর্বমন্ত্রের আদিতে ঐঁ গ্লৌঁ যোগ ক'রে জপ করতে হবে ॥ ৪ ॥

এই পদ্ধতিতে সব মন্ত্রের আদিতে ঐঁ গ্লৌঁ এই বীজ যোগ করতে হবে, এই হল অর্থ। ৪।

১। শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে।
অনাহতাখ্যং পদ্মং তৎ মুনিভিঃ পরিকীর্তিতম্ ॥—ষট্চক্রনিরূপণ, শ্লোক ২২, টীকা।
—"যে-পদ্মে শব্দব্রহ্মময় অনাহত শব্দ যোগীদের গোচর হয় তাকে মুনিরা বলেন অনাহত পদ্ম। অনাহত শব্দ অর্থাৎ যে-শব্দ আঘাত ছাড়াই উত্থিত হয়।'—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮১৭

ভূতশুদ্ধিঃ

অথ ভূতশুদ্ধিং বিধত্তে—

মূলাদিষণ্মন্ত্রৈঃ যথামন্ত্রং লিঙ্গদেহং শোধয়েৎ ॥ ৫ ॥

মূলাদিষণ্মন্ত্রৈঃ বক্ষ্যমাণৈঃ যথামন্ত্রং মন্ত্রে যথা লিঙ্গমস্তি তথা লিঙ্গদেহং সূক্ষ্মদেহং শোধয়েৎ ॥ ৫ ॥

ভূতশুদ্ধি[1]

মূল শব্দ দিয়ে আরম্ভ ক'রে যে-ছটি মন্ত্র বলা হচ্ছে তা দ্বারা যথামন্ত্র লিঙ্গ-দেহ শোধন করবে ॥ ৫ ॥

'মূলাদিষণ্মন্ত্রৈঃ' মানে বক্ষ্যমাণ ষট্‌মন্ত্রের দ্বারা। 'যথামন্ত্রং' মানে মন্ত্রে যে-সঙ্কেত আছে সেই মতো। 'লিঙ্গদেহং' মানে সূক্ষ্মদেহকে। 'শোধয়েৎ' মানে শোধন করতে হবে। ৫।

তান্ ষণ্মন্ত্রানাহ—

মূলশৃঙ্গাটকাৎ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরশিবে যোজয়ামি স্বাহা যং সঙ্কোচশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ পচ পচ স্বাহা বং পরমশিবামৃতং বর্ষয় বর্ষয় স্বাহা লং শাম্ভবশরীরং উৎপাদয়োৎপাদয় স্বাহা হংস সোঽহমবতরাবতর শিবপদাৎ জীব সুষুম্নাপথেন প্রবিশ মূলশৃঙ্গাটকমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা ইতি ভূতশুদ্ধিং বিধায় ॥ ৬ ॥

সেই ছ'টি মন্ত্র বলছেন—

মূলাধারস্থ ত্রিকোণ থেকে সুষুম্নাপথে জীবরূপী শিবকে পরশিবের সঙ্গে যুক্ত করি স্বাহা ; যং সঙ্কোচশরীর শোষণ কর শোষণ কর স্বাহা ; রং সঙ্কোচ-শরীর দগ্ধ কর দগ্ধ করে পাক কর পাক কর স্বাহা ; বং পরমশিবামৃত বর্ষণ বর্ষণ কর স্বাহা ; লং শাম্ভব শরীর উৎপাদন কর উৎপাদন কর স্বাহা ; হংসঃ

১। "মানবদেহ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতগঠিত। এই পঞ্চভূতের শোধনকেই বলে ভূতশুদ্ধি। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে—

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনম্।
অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥

—শরীরাকারে পরিণত পঞ্চভূতের যে-শোধন তার দ্বারা পঞ্চভূত অব্যয় ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই শোধনকেই বলে ভূতশুদ্ধি।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৪৭

সোঽহং জীব শিবপদ থেকে অবতরণ কর অবতরণ কর সুষুম্নাপথে মূলাধারস্থ ত্রিকোণে প্রবেশ কর উল্লসিত হও উল্লসিত হও জ্বলে উঠ জ্বলে উঠে প্রজ্বলিত হও প্রজ্বলিত হও হংসঃ সোঽহং স্বাহা ; এই সব মন্ত্রে ভূতশুদ্ধি-বিধান করতে হবে ॥ ৬ ॥

সূত্রে স্বাহা পদ দিয়ে এক একটি মন্ত্র সমাপ্ত হয়েছে। ছটি মন্ত্রের দ্বারা যথাক্রমে সুষুম্নাপথে জীবরূপী শিবের পরশিবে যোজন ; উক্ত জীবের সঙ্কোচ-শরীরের শোষণ ; দাহন ; আপ্লাবন ; তার শাম্ভব শরীরোৎপত্তি ; এবং উক্ত জীবকে স্বস্থানে আনয়ন করতে হবে। ৬।

একচত্বারিংশৎস্থানেষু দ্বিতারীন্যাসঃ

অথ মাতৃকাসম্পুটিতবীজাভ্যাং ন্যাসমাহ—

মাতৃকাসম্পুটিতাং দ্বিতারীং কাননবৃত্তদ্ব্যক্ষিশ্রুতিনাসাগণ্ডোষ্ঠদন্ত-মূর্ধাস্যদোঃপৎসন্ধ্যগ্রপার্শ্বদ্বয়পৃষ্ঠনাভিজঠরহৃদ্দোর্মূলাপরগলকক্ষহৃদাদি-পাণিপাদযুগলজঠরাননেষু বিন্যস্য ॥ ৭ ॥

মাতৃকাভিঃ আদিক্ষান্তৈঃ সম্পুটিতাং, সম্পুটিতলক্ষণমুক্তং প্রাক্। দ্বিতারী প্রকৃতত্বাৎ ঐঁ গ্লৌঁ তাং। তদ্ যথা—আদিক্ষান্তং প্রথমং সবিন্দুং উচ্চার্য মধ্যে ঐঁ গ্লৌঁ ইতি বর্ণদ্বয়ং পুনরপি আদিক্ষান্তং ততো নমঃপদং ন্যাসরূপত্বাৎ। এবং বক্ষ্যমাণৈকচত্বারিংশৎস্থানেষু ন্যসেদিত্যর্থঃ। কং শিরঃ, "কং শিরোঽম্বুনোঃ" ইত্যমরঃ। আননবৃত্তং মুখবৃত্তং অক্ষিদ্বয়ং শ্রোত্রদ্বয়ং নাসাদ্বয়ং গণ্ড-দ্বয়ং ওষ্ঠদ্বয়ং দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ং মূর্ধা শিরঃ আস্যং গুহারূপং দোর্দ্বয়ং পাদসন্ধিদ্বয়ং পাদাগ্রদ্বয়ং পার্শ্বদ্বয়ং পৃষ্ঠঃ নাভিঃ জঠরং কুক্ষিঃ হৃদ্বক্ষঃ দোর্মূলং গলস্যাপরভাগঃ পাশ্চাত্যদেশঃ কক্ষ পুনর্বামপার্শ্বে হৃদাদিকক্ষপর্যন্তং, পাণিদ্বয়ং পুনর্জঠরং পুন-রাননং এবং একচত্বারিংশৎস্থানেষু মাতৃকাসম্পুটিতাং দ্বিতারীং ন্যসেৎ ॥

যত্তু নিবন্ধে অঁ ঐঁ গ্লৌঁ অঁ ইতি রীত্যা ক্ষান্তবর্ণৈঃ প্রত্যেকসম্পুটিত-বীজদ্বয়ং মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ ইতি, তৎ তুচ্ছম্। তথাহি—মাতৃকাস্থানলেখস্য মূলং তন্ত্রান্তরং কল্পসূত্রং বা। নাদ্যঃ, একচত্বারিংশৎস্থানপাঠবৈয়র্থ্যাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, একপঞ্চাশৎস্থানাভাবাৎ তন্ত্রান্তরোক্তমাতৃকাস্থানক্রমাভাবাচ্চ। তস্মাৎ নিবন্ধলেখঃ লিখিতসূত্রবিরুদ্ধো হেয়ঃ॥ ইতি দ্বিতারীন্যাসঃ ॥ ৭ ॥

একচল্লিশ স্থানে দ্বিতারীন্যাস

এবার মাতৃকাসম্পুটিত বীজের দ্বারা ন্যাস বলছেন—

মাতৃকাবর্ণসম্পুটিত ঐঁ গ্লৌঁ শির, মুখবৃত্ত, চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, গণ্ডদ্বয়,

ওষ্ঠদ্বয়, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়, মূর্ধা, আস্য, বাহুদ্বয়, পাদসন্ধিদ্বয়, পাদাগ্রদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, বক্ষ, বাহুমূল, গলার পশ্চাদ্‌দেশ, কক্ষ, (আবার বামপার্শ্বে) বক্ষ, বাহুমূল, গলার পশ্চাদ্‌দেশ, কক্ষ, পাণিদ্বয়, পাদদ্বয়, জঠর এবং আনন, এই একচল্লিশটি স্থানে ন্যাস করতে হবে ॥ ৭ ॥

মাতৃকাসম্পুটিতাং—মাতৃকা মানে অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ, তা দ্বারা সম্পুটিতা যা তাকে। স্বম্পুটিত বলতে কি বুঝায় তা পূর্বে বলা হয়েছে। সূত্রানুসারে এখানে দ্বিতারী হল ঐঁ গ্লৌঁ। মাতৃকাসম্পুটিত দ্বিতারী এই রকম হবে— বিন্দুযুক্ত অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ প্রথমে উচ্চারণ ক'রে, মধ্যে ঐঁ গ্লৌঁ এই বীজ উচ্চারণ করতঃ আবার বিন্দুযুক্ত অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ উচ্চারণ করে নমঃ পদ উচ্চারণ করলে ন্যাসমন্ত্র হবে। সূত্রের অর্থ হল এইভাবে অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রের দ্বারা বক্ষ্যমাণ একচল্লিশ স্থানে ন্যাস করতে হবে। কং মানে শির। অমর-কোষে আছে—"কং শিরোঽম্বুনোঃ"। আননবৃত্তং মানে মুখবৃত্ত, অক্ষিদ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসাদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়, মূর্ধা মানে শিরঃ, আস্যং মানে মুখবিবর, দোর্দ্বয়ং মানে বাহুদ্বয়, পাদসন্ধিদ্বয়, পাদাগ্রদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর মানে কুক্ষি, হৃৎ মানে বক্ষ, দোর্মূলং মানে বাহুমূল, গলাপরভাগঃ মানে গলার পশ্চাদ্‌দেশ, কক্ষ, আবার বামপার্শ্বে হৃৎ থেকে কক্ষ পর্যন্ত, পাণিদ্বয়, পাদদ্বয় আবার জঠর এবং আনন—এই প্রকার একচল্লিশ স্থানে মাতৃকাসম্পুটিত দ্বিতারী ন্যাস করতে হবে।

*   *   *   *

এই হল দ্বিতারীন্যাস। ৭।

অঙ্গুলিন্যাসঃ

অথাঙ্গুলীন্যাসমাহ—

অন্ধে প্রভৃতি সপ্তার্ণপঞ্চকমঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তম্ ॥ ৮ ॥

অত্রাপি পূর্বসূত্রাদ্বিন্যস্যেত্যস্যানুবৃত্তিঃ।

অন্ধে অন্ধিনি নমঃ ইত্যাদি স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ ইত্যেতৈঃ পঞ্চভিঃ সপ্তার্ণ-মন্ত্রৈঃ অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং ক্রমেণ বিন্যস্য।

মন্ত্রস্বরূপং তু—অন্ধে অন্ধিনি নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥

যত্তু নিবন্ধে অন্ধে অন্ধিনি নমঃ হৃদয়ায় নমঃ ইতি লেখনং তদত্যন্তমশুদ্ধং, অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং ইতি সূত্রে বিদ্যমানে হৃদয়াদিপ্রবেশস্য অন্ধলেখতুল্যত্বাৎ ॥

ইত্যঙ্গুলীন্যাসঃ ॥ ৮ ॥

অঙ্গুলিন্যাস

এবার অঙ্গুলীন্যাস বলছেন—

অন্ধে অন্ধিনি নমঃ ইত্যাদি সপ্তাক্ষর পঞ্চ মন্ত্রের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত ন্যাস করতে হবে ॥ ৮ ॥

এখানেও পূর্বসূত্রের দৃষ্টান্তে 'বিন্যস্য' পদের অনুবৃত্তি হবে। অন্ধে অন্ধিনি নমঃ এই মন্ত্র নিয়ে আরম্ভ করে স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ এই মন্ত্র দিয়ে শেষ করে যে-পাঁচটি সপ্তাক্ষর মন্ত্র হয় তা দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত ক্রমে ন্যাস করতে হবে। মন্ত্রের রূপ এই—(ঐঁ গ্লৌঁ) অন্ধে অন্ধিনি নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। পরের মন্ত্রগুলিও[১] এই ধরণের।

* * * *

এই হল অঙ্গুলীন্যাস। ৮।

ষড়ঙ্গন্যাসঃ

অথ হৃদয়াদিন্যাসমাহ—

বাঙ্‌নমো ভগবতীত্যারভ্য ত্রয়োদশভির্হৃদয়ং ষড়্ভিঃশিরো দশভিঃ শিখাং সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ কবচনেত্রাস্ত্রাণি বিন্যস্য ॥ ৯ ॥

বাগিত্যারভ্য মূলমন্ত্র ত্রয়োদশাদিমবর্ণৈঃ হৃন্মন্ত্রসহিতৈঃ হৃদয়ে, তদগ্রিমষড়্-বর্ণৈঃ শিরোমন্ত্রসহিতৈঃ শিরসি, তদগ্রিমদশবর্ণৈঃ শিখামন্ত্রসহিতৈঃ শিখায়াং, তদগ্রিমসপ্তবর্ণৈঃ কবচমন্ত্রসহিতৈঃ কবচে তদগ্রিমসপ্তভিঃ নেত্রমন্ত্রসহিতৈঃ নেত্রেষু তদগ্রিমসপ্তবর্ণৈঃ অস্ত্রমন্ত্রসহিতৈঃ অস্ত্রং চ বিন্যস্যেৎ। মন্ত্রস্বরূপং—ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি হৃদয়ায় নমঃ। এবমগ্রেঽপি যোজ্যম্। ইতি হৃদয়াদিষড়ঙ্গন্যাসঃ ॥ ৯ ॥

ষড়ঙ্গন্যাস

এবার হৃদয়াদিন্যাস বলছেন—

ঐঁ নমঃ ভগবতি ইত্যাদি মূলমন্ত্রের প্রথম ত্রয়োদশ বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা হৃদয়ে, তারপরের ষড়্বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা শিরে, তার পরের দশবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা শিখায়, তার পরের সপ্তবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা কবচে, তারপরের সপ্তবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নেত্রে ন্যাস এবং তারপরের সপ্তবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রে ন্যাস করতে হবে ॥ ৯ ॥

১। ঐঁ গ্লৌঁ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ তর্জনীভ্যাং নমঃ। ঐঁ গ্লৌঁ জম্ভে জম্ভিনি নমো মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ঐঁ গ্লৌঁ মোহে মোহিনি নমঃ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ঐঁ গ্লৌঁ স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ঐঁ নমঃ ইত্যাদি দিয়ে যে-মূলমন্ত্রের[১] আরম্ভ তার প্রথম ত্রয়োদশবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের সঙ্গে হৃদয়মন্ত্র যোগ ক'রে তা দিয়ে হৃদয়ে, তারপরের ষড়্‌বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের সঙ্গে শিরোমন্ত্র যোগ ক'রে তা দিয়ে শিরে, তারপরের দশবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের সঙ্গে শিখামন্ত্র যোগ ক'রে তা দিয়ে শিখায়, তারপরের সপ্তবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের সঙ্গে কবচমন্ত্র যোগ ক'রে তা দিয়ে কবচে, তারপরের সপ্তবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের সঙ্গে নেত্রমন্ত্র যোগ ক'রে তা দিয়ে নেত্রে এবং তারপরের সপ্তবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রমন্ত্র যোগ ক'রে তা দিয়ে অস্ত্রে ন্যাস করতে হবে। মন্ত্রের রূপটি এই—ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি হৃদয়ায় নমঃ। পরবর্তী সব ক্ষেত্রেও এইভাবে মন্ত্রযোজনা হবে। এই হল হৃদয়াদিষড়ঙ্গন্যাস ॥ ৯ ॥

আত্মালঙ্করণম্

গন্ধাদিভিরলঙ্কৃত্য অর্ঘ্যং শোধয়েৎ ॥ ১০ ॥

আদিপদেন বস্ত্রভূষণাদিপরিগ্রহঃ। আত্মানমিতি শেষঃ। অর্ঘ্যং শোধয়েৎ ইত্যস্য অগ্রিমসূত্রেণ সহান্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

আত্মালঙ্করণ

গন্ধাদি দ্বারা নিজেকে শোভিত ক'রে অর্ঘ্যশোধন করবে ॥ ১০ ॥

আদিপদের দ্বারা বস্ত্রভূষণাদি সূচিত হয়েছে। 'অলঙ্কৃত্য' মানে নিজেকে অলঙ্কৃত ক'রে। পরবর্তী সূত্রের সঙ্গে 'অর্ঘ্যং শোধয়েৎ' এই অংশের অন্বয় হবে। ১০।

অর্ঘ্যশোধনম্

অথ অর্ঘ্যশোধনমাহ—

আত্মনোঽগ্রভাগে গোময়েন বিলিপ্তে হেতুমিশ্রিতজলেন চতুরশ্রং বর্তুলং ষট্‌কোণং ত্রিকোণমন্তরান্তরং বিলিখ্য অর্ঘ্যশোধনমনুভিঃ

১। এখানে রামেশ্বর মূলমন্ত্রটির উল্লেখ করেননি, করেছেন দ্বাদশ সূত্রের বৃত্তিতে। যথা—ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমঃ ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি অন্ধে অন্ধিনি নমঃ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ জম্ভে জম্ভিনি নমঃ মোহে মোহিনি নমঃ স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্ববাক্‌চিত্তচক্ষুর্মুখগতিজিহ্বাস্তম্ভনং কুরু কুরু শীঘ্রং বশ্যং ঐঁ গ্লৌঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুঁ অস্ত্রায় ফট্।

২। ঐঁ গ্লৌঁ বারাহি বারাহি শিরসে স্বাহা।
ঐঁ গ্লৌঁ বরাহমুখি বরাহমুখি শিখায়ৈ বষট্
ঐঁ গ্লৌঁ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ কবচায় হুম্।
ঐঁ গ্লৌঁ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ নেত্রায় বৌষট্।
ঐঁ গ্লৌঁ জম্ভে জম্ভিনি নমঃ অস্ত্রায় ফট্।

শ্যামাক্রমোক্তৈঃ আধারার্ঘ্যপাত্রাণি সংশোধ্য সামান্যেনাভ্যর্চ্য তদর্ঘ্যং বষডিত্যুদ্ধৃত্য স্বাহেতি সংস্থাপ্য হুঁ ইত্যবকুণ্ঠ্য বৌষট্ ইত্যমৃতীকৃত্য ফডিতি সংরক্ষ্য নম ইতি পুষ্পং নিক্ষিপ্য মূলেন নিরীক্ষ্য তৎপৃষতৈঃ পাবয়িত্বা সপর্যাবস্তূনি ॥ ১১ ॥

হেতুমিশ্রিতেন প্রথমমিশ্রিতেন। চতুরশ্রাদিমণ্ডলং প্রবেশরীত্যা, চতুরশ্রস্য সর্ববাহ্যত্বেন ভূরিদর্শনাৎ। অন্তরান্তরং পরস্পরমসংলগ্নং যথা তথা মণ্ডলং কুর্যাৎ ইত্যর্থঃ। অত্র বিশেষাংশমুক্ত্বা শেষধর্মানতিদিশতি—অর্ঘ্যশোধনেতি। সামান্যেন সমস্তমূলমন্ত্রেণ। শেষং স্পষ্টম্ ॥

অত্র নিবন্ধে শ্যামাক্রমোক্তৈরিতি সূত্রে উপলভ্যমানে শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ সামান্যবিশেষার্ঘ্যে আসাদয়েৎ ইতি সাহসেন যৎ লিলেখ তস্য সাহসং ধর্মে তস্যৈব শোভায়ৈ ভূয়াৎ ॥

তদর্ঘ্যমিতি সপর্যাবস্তূনীত্যন্তং স্পষ্টোঽর্থঃ। এতাবৎপর্যন্তং বিহিতমর্ঘ্য-শোধনং সামান্যবিশেষার্ঘ্যয়োঃ সমানং, অবিশেষেণোক্তেঃ ॥ ১১ ॥

অর্ঘ্যশোধন

এবার অর্ঘ্যশোধন বলছেন—

নিজের সম্মুখভাগে গোময়লিপ্ত স্থানে হেতুমিশ্রিত জল দিয়ে চতুরশ্র বর্তুল ষট্‌কোণ ও ত্রিকোণ পরস্পর অসংলগ্নভাবে অঙ্কিত ক'রে, শ্যামাক্রমোক্ত অর্ঘ্যশোধনমন্ত্রের দ্বারা আধার ও অর্ঘ্যপাত্রগুলি শোধন ক'রে সমস্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা অর্চনা করবে। তারপর সেই অর্ঘ্য বষট্-অন্ত মন্ত্রে উদ্ধরণ করে, স্বাহা-অন্ত মন্ত্রে সংস্থাপিত ক'রে, হুঁ-অন্ত মন্ত্রে অবগুণ্ঠিত ক'রে, বৌষট্-অন্ত মন্ত্রে অমৃতীকৃত ক'রে, ফট্-অন্ত মন্ত্রে সংরক্ষণ ক'রে, নমঃ-অন্ত মন্ত্রে তাতে পুষ্প নিক্ষেপ করতে হবে। অতঃপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ নিরীক্ষণ ক'রে মূলমন্ত্র-পূত জলবিন্দু ছিটিয়ে পূজাদ্রব্য শোধন করতে হবে ॥ ১১ ॥

'হেতুমিশ্রিতেন' মানে প্রথমমিশ্রিতের দ্বারা। চতুরশ্রাদিমণ্ডল প্রবেশরীতিতে অঙ্কিত করতে হবে; কেননা, চতুরশ্র সর্ববাহ্য, এর ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। অন্তরান্তরং মানে পরস্পর যাতে অসংলগ্ন থাকে এরূপভাবে, মণ্ডল রচনা করতে হবে। এখানে বিশেষাংশ বলে অর্ঘ্যশোধন ইত্যাদি বলে অবশিষ্ট কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। 'সামান্যেন' মানে সমস্তমূলমন্ত্রের দ্বারা। বাকী অংশ স্পষ্ট।

* * * *

'তদর্ঘ্যং' থেকে 'সপর্যাবস্তূনি' পর্যন্ত অংশের অর্থ স্পষ্ট। এ পর্যন্ত বিহিত

অর্ঘ্যশোধন সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্য উভয়ের ক্ষেত্রে একই। কেননা, এটি নির্বিশেষে বলা হয়েছে। ১১।

অনন্তরকর্তব্যন্যাসাঃ

পুনরপ্যর্ঘ্যশোধনানন্তরং কর্তব্যন্যাসানাহ—

শিরোবদনহৃদ্‌গুহ্যপাদেষু পূর্বোক্তসপ্তকপঞ্চকং বিন্যস্য বিদ্যামষ্টধা খণ্ডয়িত্বা পাদাদিজানু-জান্বাদিকটি-কট্যাদিনাভি-নাভ্যাদিহৃদয়-হৃদয়াদিকণ্ঠ-কণ্ঠাদিভ্রূমধ্য-ভ্রূমধ্যাদিললাট-ললাটাদিমৌলিষু একত্রিংশৎ সপ্ত সপ্ত সপ্ত সপ্ত পঞ্চত্রিংশদেকাদশার্ণখণ্ডান্ মাতৃকাস্থানেষু মূলমনুপদানি চ ন্যস্য ॥ ১২ ॥

শিরোবদনেতি। পূর্বোক্তসপ্তার্ণমন্ত্রপঞ্চকং শিরআদিপঞ্চসু স্থানেষু ন্যসেৎ। পাদদ্বয়ং মিলিত্বৈকং স্থানম্। বিদ্যামিতি মূলবিদ্যাং অষ্টধা খণ্ডয়িত্বা বিভজ্য ক্রমেণ অষ্টখণ্ডানষ্টসু স্থানেষু বিন্যসেদিত্যর্থঃ। স্থানানি তানি কানি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—পাদাদিজান্বিতি ললাটাদিমৌলিষ্বিত্যন্তেন। পাদাদিজান্বিত্যত্র জানুপর্যন্তমিতি তদর্থঃ। তেন প্রথমখণ্ডন্যাসে জান্ববয়বলেশো ন। এবমগ্রেঽপি। অষ্টধা খণ্ডয়েদিত্যুক্তম্। তত্রৈকখণ্ডে কিয়ন্তো বর্ণাঃ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—একত্রিংশদিত্যাদিনা। মূলস্য খণ্ডাষ্টকং ক্রমাদেকত্রিংশদাদিসংখ্যাকং ভবতীত্যর্থঃ। ইত্যষ্টখণ্ডন্যাসঃ। মূলপদন্যাসমাহ—মাতৃকাস্থানেষু ইতি। মাতৃকাস্থানানি—শিরঃ ১, মুখবৃত্তং ২, নেত্রদ্বিতয়ং ৪, কর্ণদ্বয়ং ৬, নাসাদ্বয়ং ৮, কপোলদ্বয়ং ১০, ওষ্ঠদ্বিতয়ং ১২, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বিতয়ং ১৪, জিহ্বা ১৫, ব্রহ্মরন্ধ্রং ১৬, দক্ষদোর্মূলং ১৭, বাহুমধ্যং ১৮, মণিবন্ধঃ ১৯, অঙ্গুলিমূলং ২০, অঙ্গুল্যগ্রং ২১, এবং বামদোর্মূলাদারভ্য অঙ্গুল্যগ্রান্তং পঞ্চ ২৬, দক্ষোরুমূলং ২৭, তজ্জানু ২৮, তৎপাদসন্ধিঃ ২৯, তৎপাদাঙ্গুলিমূলং ৩০, তদঙ্গুল্যগ্রং ৩১, এবং বামভাগে পঞ্চ ৩৬, পার্শ্বদ্বয়ং ৩৭, পৃষ্ঠং ৩৮, নাভ্যূরুজঠরাণি ৪১, হৃদি ৪২, স্কন্ধদ্বয়ং ৪৪, গলাপরভাগং ৪৫, হৃদয়াদিদক্ষপাণ্যন্তং ৪৬, হৃদয়াদিবামপাণ্যন্তং ৪৭, হৃদয়াদিদক্ষপাদান্তং ৪৮, হৃদয়াদিবামপাদান্তং ৪৯, নাভিমূর্ধনী ৫১, এবং একপঞ্চাশৎস্থানানি। অত্র প্রমাণং পরমানন্দতন্ত্রে—

মস্তকে মুখবৃত্তে চ নেত্রয়োঃ শ্রোত্রয়োর্নসোঃ।
গণ্ডোষ্ঠদন্তযুগলে জিহ্বায়াং ব্রহ্মরন্ধ্রকে ॥
পাণিদ্বয়ে মূলমধ্যমণিবন্ধেষু বৈ ক্রমাৎ।
শাখামূলে তদগ্রে চ তদ্বৎ পদযুগে ন্যসেৎ ॥

পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠনাভিজঠরেষু তথা হৃদি।
স্কন্ধয়োর্গলপৃষ্ঠে চ হৃদয়াৎ পাণিপাদয়োঃ॥
নাভৌ মূর্ধ্নি চ দেবেশি ক্রমাদাদীংস্তু বিন্যসেৎ॥

পাণিদ্বয়ে ইতি ষষ্ঠ্যর্থে সপ্তমী। শাখামূলে অঙ্গুলিমূলে এবং একপঞ্চাশৎ-স্থানেষু মূলমন্ত্রস্য একপঞ্চাশৎপদানি ন্যসেৎ। তানি চৈকপঞ্চাশৎপদানি। ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ ১, নমঃ ২, ভগবতি ৩, বার্তালি ৪, বার্তালি ৫, বারাহি ৬, বারাহি ৭, বরাহ ৮, মুখি ৯, বরাহ ১০, মুখি ১১, অন্ধে ১২, অন্ধিনি ১৩, নমঃ ১৪, রুন্ধে ১৫, রুন্ধিনি ১৬, নমঃ ১৭, জম্ভে ১৮, জম্ভিনি ১৯, নমঃ ২০, মোহে ২১, মোহিনি ২২, নমঃ ২৩, স্তম্ভে ২৪, স্তম্ভিনি ২৫, নমঃ ২৬, সর্ব ২৭, দুষ্ট ২৮, প্রদুষ্টানাং ২৯, সর্বেষাং ৩০, সর্ব ৩১, বাক্ ৩২, চিত্ত ৩৩, চক্ষুঃ ৩৪, মুখ ৩৫, গতি ৩৬, [1]জিহ্বা ৩৭, স্তম্ভনং ৩৮, কুরু ৩৯, কুরু ৪০, শীঘ্রং ৪১, বশ্যং ৪২, ঐঁ ৪৩, [1]গ্লৌঁ ৪৪, ঠঃ ৪৫, ঠঃ ৪৬, ঠঃ ৪৭, ঠঃ ৪৮, হুঁ ৪৯, [2]অস্ত্রায় ৫০, ফট্ ৫১, ইত্যেকপঞ্চাশৎ-পদানি॥

মূলমন্ত্রস্য একপঞ্চাশৎপদবত্ত্বনিরূপণম্

লিখিতস্যৈবার্থস্য উপপত্তির্লিখ্যতে। প্রকৃতসূত্রেণ মাতৃকান্যাসস্থানাধিকরণকত্ব-বিশিষ্টমূলপদরূপমন্ত্রকরণকত্ববিশিষ্টন্যাসরূপং কর্ম বিধীয়তে। অনেন তত্র মাতৃকাস্থানানাং একপঞ্চাশৎসঙ্খ্যাকত্বাৎ মূলস্থপদানাং অসমসঙ্খ্যাকত্বাৎ কথং ভবিতব্যং ইতি ভবতি সংশয়ঃ॥

অত্র নিবন্ধকারঃ মূলং দ্বিচত্বারিংশৎপদঘটিতমিতি মত্বা পদানুসারেণ নেত্র-দ্বয়াদৌ সঙ্কোচেন একত্বং সম্পাদ্য স্থানসঙ্কোচং কৃত্বা স্থানেষ্বপি দ্বিচত্বারিংশৎ-সঙ্খ্যাং সম্পাদয়ামাস॥

তদতীব তুচ্ছম্। তথা হি—সূত্রে মাতৃকাস্থানেষ্বিত্যবিশেষেণ মাতৃকা-স্থানানি ন্যাসাঙ্গত্বেন বিহিতানি। মাতৃকাস্থানান্যেকপঞ্চাশৎ। তাবতাং প্রত্যেকমঙ্গত্বং উক্তসূত্রবশাৎ অপ্রত্যাখ্যেয়ম্। তথা সতি তৎসঙ্কোচং কৃত্বা দ্বিচত্বারিংশৎস্থানসম্পাদনং স্বমৌর্খ্যপ্রকাশায়ৈব ভবেৎ॥

ন চ মূলে দ্বিচত্বারিংশৎপদানাং সত্ত্বাৎ তদনুসারেণ স্থানসঙ্কোচ আবশ্যক

১। 'মতি' ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

২। 'অস্ত্রায়' ইতি নাস্তি পূর্বোক্তপুস্তকে।

ইতি বাচ্যম্ ; স্থানানুরোধেন মন্ত্রস্য প্রযাজন্যায়েনাবৃত্ত্যা একপঞ্চাশৎসঙ্খ্যা-পূরণস্যাপি কর্তুং শক্যত্বাৎ ॥

যদ্বা—একং সাম ত্রিচে ক্রিয়তে ইত্যুক্ত্যা ঋক্‌ত্রয়ে সর্বেষ্বক্ষরেষু সামগানং প্রাপ্তম্। এবং সতি যত্র প্রথমা ঋক্ অনুষ্টুপ্‌ছন্দস্কা দ্বিতীয়া জগতী তত্র 'যদ্যোন্যাং গায়তি তদুত্তরয়োর্গায়তি' ইত্যনেন প্রথমায়াং ঋচি যদ্‌গানং তদেবোত্তরয়োরতিদিষ্টম্। তাদৃশং দ্বাত্রিংশদক্ষরেষু সমাপ্তম্। শিষ্টাক্ষরাণি গানেনাসংস্কৃতানি হেয়ানি ইতিবৎ মাতৃকাস্থানেষু নিখিলেষু প্রাপ্তঃ ন্যাসঃ মন্ত্রানুসারেণ দ্বিচত্বারিংশন্মাতৃকাস্থানেষু ন্যাসো হৃদয়ান্তেষু ভবিষ্যতীতি। স্থানসঙ্কোচস্তু ন্যায়শূন্যঃ প্রমাণশূন্যশ্চ উন্মত্তপ্রলাপবদ্ধেয়ঃ ॥

বস্তুতস্তু মূলমন্ত্রে একপঞ্চাশৎপদানাং বিভাগস্য অস্মাভিঃ দর্শিতত্বাৎ স্থানানাং তাবতাং সত্ত্বাৎ নানুপপত্তিগন্ধোঽপি ॥

ন চ সর্ববাক্‌চিত্তেত্যাদীনাং সমাসঘটকানাং কথং পদত্বং ইতি বাচ্যম্। কিং নাম পদত্বম্ ? নৈয়ায়িকমতরীত্যা শক্তিমত্ত্বং, উত বৈয়াকরণরীত্যা সুপ্তিঙন্ত-ত্বম্। তব মতেঽপি নাদ্যপক্ষোঽভিমতঃ সম্ভবতি নৈয়ায়িকমতে সুব্‌বিভক্তী-নামপি পদত্বেন তৈঃ সহ গণনে দ্বিচত্বারিংশৎসংখ্যাঽতীতানি পদানি, দ্বিচত্বা-রিংশত্ত্বকথনং বিরুদ্ধম্। সুপ্তিঙন্তং পদমিতি দ্বিতীয়পক্ষো মমাপ্যভিমতঃ অবিরুদ্ধশ্চ। সমাসঘটকেষ্বপি সর্ববাক্‌চিত্তেত্যাদিষ্বন্তর্বর্তিনীং বিভক্তিমাশ্রিত্য সুবন্তত্বমক্ষতম্ ॥

ন চ তত্র বিভক্তের্লুপ্তত্বাৎ সুবন্তত্বং কথং ইতি শঙ্ক্যম্। "প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্" ইত্যনেন লোপেঽপি তৎকার্যপদত্বসম্ভবাৎ। অন্যথা "রাজপুরুষঃ" ইত্যাদৌ রাজোত্তরং নলোপো ন স্যাৎ ॥

কিং চ তব মতেঽপি দ্বিচত্বারিংশৎপদবিভাগেঽপি হুঁফডাদিপদানাং পদত্বেন বিভাগো বিরুধ্যেত, তেষামব্যয়ত্বেন তদুত্তরসুপো লুপ্তত্বেন সুবন্তত্বাভাবাৎ ॥

ন চ—তব মতে প্রদুষ্টানাং ইত্যত্র প্র ইত্যস্যোক্তরীত্যা পৃথক্‌পদত্বেন প্রথমবীজত্রয়স্য ত্রিপদরূপত্বেন চতুঃপঞ্চাশৎপদানি ভবন্তি, কথং সংখ্যাসাম্যং—ইতি বাচ্যম্। ন পদত্বং তাবৎ কেবলং সুপ্তিঙন্তত্বম্, কিং তু সুপ্তিঙন্তত্বে সতি অর্থবত্ত্বম্। প্র ইত্যস্যোপসর্গস্য দ্যোতকত্বেন অর্থবত্ত্বাভাবাৎ ন পদত্বং ইতি তদ্বিভাগঃ। প্রথমবীজত্রয়স্য প্রত্যেকং তত্ত্বেঽপি বাক্‌সম্পুটিতগ্লৌঁ ইতি বারাহী-মন্ত্রোদ্ধার-সূত্রস্বারস্যাৎ ত্রয়াণামেকস্তোমত্বম্। যথা "গেহস্থং সম্পুটমানয়" ইত্যত্র আনয়নকর্মত্বেন যুগপৎপূর্বোত্তরাবয়বৈতন্মধ্যস্থবস্তু চান্বেতি. একস্তোমরূপত্বাৎ ॥

যদ্‌বা—মাতৃকাস্থানুসারেণ মূলপদসঙ্কোচঃ কার্যঃ। তথা চ প্রথমমারভ্য মাতৃকাস্থানেষু বীজত্রয়ে পদত্রয়ং সম্পাদ্য মূলপদেষু ন্যস্যমানেষু উর্বরিতচরম-পদান্যেকীকৃত্য হুঁ অস্ত্রায় ফট্ ইতি মূর্ধ্নি ন্যসেৎ ॥

ন চ মূলপদানুসারেণ প্রযাজন্যায়েন মাতৃকাস্থানাবৃত্তিরেব কিং ন স্যাৎ ইতি বাচ্যম্ ; মাতৃকাস্থানানাং প্রথমং সূত্রে উল্লেখেন উপক্রমপ্রাবল্যমনুসৃত্য তদনু-সারেণ চরমনির্দিষ্টমূলপদানাং নেয়ত্বাৎ। যুক্তশ্চায়মেব পক্ষঃ। এতেন—হুঁফট্পদয়োঃ নিরর্থকত্বাৎ সুবন্তত্বে সতি অর্থবত্ত্বরূপং পদত্বং নাস্তীতি পূর্ব-পক্ষোঽপি পরাহতঃ। হুঁ অস্ত্রায় ফট্ ইত্যত্র সুপ্তিঙন্তত্বে সতি অর্থবত্ত্বায় হুঁফট্‌ছব্‌দয়োঃ তদসত্ত্বাৎ সংঘাতকরণং যুক্তং, নানুপপত্তিগন্ধোঽপি ॥

ন চ—সমাসঘটকপদানাং নির্বিভক্তিকানাং কথং প্রয়োগ ইতি শঙ্কনীয়ম্। যথা—"ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণামিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ" ইত্যত্র ত্বমিত্যনুকরণে প্রয়োগবৎ তবাপি কর্তুং শক্যত্বাৎ। অত এব ক্বচিন্মন্ত্রে মন্ত্রঘটকবর্ণন্যাসোঽপি প্রকৃতন্যাসে দৃষ্টান্তায় ভবিষ্যতীত্যলং ভূয়সা ॥ ১২ ॥

অনন্তরকরণীয় ন্যাসসমূহ

পুনরায় অর্ঘ্যশোধনের অনন্তর ন্যাসগুলি বলছেন—

শিরঃ, বদন, হৃদয়, গুহ্যদেশ এবং পাদ এই পঞ্চ স্থানে পূর্বোক্ত সপ্তবর্ণাত্মক মন্ত্রপঞ্চক[১] ন্যাস ক'রে মূলবিদ্যাকে অষ্টখণ্ডে[২] বিভক্ত করতঃ পাদ থেকে জানু পর্যন্ত, জানু থেকে কটি পর্যন্ত, কটি থেকে নাভি পর্যন্ত, নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত, হৃদয় থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত, কণ্ঠ থেকে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত, ভ্রূমধ্য থেকে ললাট পর্যন্ত, ললাট থেকে মস্তক পর্যন্ত যথাক্রমে একত্রিংশৎ-সপ্ত-সপ্ত-সপ্ত-সপ্ত-পঞ্চ-ত্রিংশৎ-একাদশ বর্ণাত্মক পূর্বোক্ত বিদ্যাখণ্ড ন্যাস করতে হবে আর মাতৃকাস্থানে মূলবিদ্যার পদ ন্যাস করতে হবে ॥ ১২ ॥

পূর্বোক্ত সপ্তবর্ণাত্মক মন্ত্রপঞ্চক শির-আদি পঞ্চ স্থানে ন্যাস করতে হবে। পাদদ্বয় মিলে একস্থান। 'বিদ্যাং' মানে মূলবিদ্যাকে, 'অষ্টধা খণ্ডয়িত্বা' আট

১। অন্ধে অন্ধিনি নমঃ ; রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ ; জম্ভে জম্ভিনি নমঃ, মোহে মোহিনি নমঃ ; স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ।

২। অষ্টখণ্ড, যথা—

I. ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমঃ ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি ; II. অন্ধে অন্ধিনি নমঃ ; III. রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ ; IV. জম্ভে জম্ভিনি নমঃ ; V. মোহে মোহিনি নমঃ ; VI. স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ ; VII. সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্ববাক্‌চিত্তচক্ষুর্মুখ-গতিজিহ্বাস্তম্ভনং কুরু কুরু শীঘ্রং বশ্যং , VIII. ঐঁ গ্লৌঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুঁ অস্ত্রায় ফট্।

খণ্ড ক'রে, অষ্টখণ্ড যথাক্রমে অষ্টস্থানে বিন্যাস করবে। সেই সব স্থান কি, এই আকাঙ্ক্ষায় বলছেন পাদাদিজানু থেকে ললাটাদিমৌলিষু পর্যন্ত সূত্রাংশ। পাদাদিজানু বলতে এখানে বুঝাচ্ছে পা থেকে জানু পর্যন্ত। এদ্বারা সূচিত হয়েছে প্রথমখণ্ডন্যাসে জানুর অল্প অংশমাত্র নয়, সম্পূর্ণ জানু বিহিত। বাকী ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কেও এই একই কথা। সূত্রে বলা হয়েছে আট খণ্ড করতে হবে। প্রত্যেক খণ্ডের বর্ণসংখ্যা কত হবে এই আকাঙ্ক্ষায় 'একত্রিংশৎ' ইত্যাদি সূত্রাংশ বলছেন। মূলবিদ্যার অষ্টখণ্ড যথাক্রমে একত্রিংশৎ আদি বর্ণসংখ্যক হবে। এই হল অষ্টখণ্ডন্যাস। 'মাতৃকাস্থানেষু' এই বলে মাতৃকাস্থানে মূলপদন্যাস নির্দেশ করছেন। মাতৃকাস্থান—শিরঃ ১, মুখবৃত্ত ২, নেত্রদ্বয় ৪, কর্ণদ্বয় ৬, নাসাদ্বয় ৮, কপোলদ্বয় ১০, ওষ্ঠদ্বয় ১২, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয় ১৪, জিহ্বা ১৫, ব্রহ্মরন্ধ্র ১৬, দক্ষিণবাহুমূল ১৭, বাহুমধ্য ১৮, মনিবন্ধ ১৯, অঙ্গুলিমূল ২০, অঙ্গুল্যগ্র ২১, বামবাহুমূল ২২, বামবাহুমধ্য ২৩, বামমণিবন্ধ ২৪, বামাঙ্গুলিমূল ২৫, বামাঙ্গুল্যগ্র ২৬, দক্ষিণউরুমূল ২৭, দক্ষিণজানু ২৮, দক্ষিণপাদসন্ধি ২৯, দক্ষিণপাদাঙ্গুলিমূল ৩০, দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্র ৩১, বামউরুমূল ৩২, বামজানু ৩৩, বামপাদসন্ধি ৩৪, বামপাদাঙ্গুলিমূল ৩৫, বামপাদাঙ্গুল্যগ্র ৩৬, পার্শ্বদ্বয় ৩৭, পৃষ্ঠ ৩৮, নাভি ৩৯, উরু ৪০, জঠর ৪১, হৃদয় ৪২, স্কন্ধদ্বয় ৪৪, গলার পশ্চাদ্‌ভাগ ৪৫, হৃদয়াদিদক্ষিণহস্তান্ত ৪৬, হৃদয়াদিবামহস্তান্ত ৪৭, হৃদয়াদিদক্ষিণপাদান্ত ৪৮, হৃদয়াদিবামপাদান্ত ৪৯, নাভি ৫০, মূর্ধা ৫১—এই ৫১ স্থান। এর প্রমাণ আছে পরমানন্দতন্ত্রে, যথা—মস্তকে, মুখবৃত্তে, নেত্রদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসাদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠদ্বয়ে, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ে, জিহ্বায়, ব্রহ্মরন্ধ্রে, হস্তদ্বয়ে, যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম বাহুমূলে, বাহুমধ্যে মণিবন্ধে অঙ্গুলিমূলে অঙ্গুল্যগ্রে, পৃষ্ঠে, নাভিতে, জঠরে, হৃদয়ে, স্কন্ধদ্বয়ে, গলপৃষ্ঠে, হৃদয় থেকে দক্ষিণ ও বাম পাণি এবং পাদ পর্যন্ত, নাভিতে ও মূর্ধায়, ওগো দেবেশি, যথাক্রমে ন্যাস করতে হবে।

পাণিদ্বয়ে এই পদে ষষ্ঠ্যর্থে সপ্তমী ব্যবহৃত হয়েছে। শাখামূলে মানে অঙ্গুলিমূলে। এই প্রকার ৫১ স্থানে মূলমন্ত্রের ৫১ পদ ন্যাস করতে হবে। সেই ৫১ পদ এই—১ ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ, ২ নমঃ, ৩ ভগবতি, ৪ বার্তালি, ৫ বার্তালি, ৬ বারাহি, ৭ বারাহি, ৮ বরাহ, ৯ মুখি, ১০ বরাহ, ১১ মুখি, ১২ অন্ধে, ১৩ অন্ধিনি, ১৪ নমঃ, ১৫ রুন্ধে, ১৬ রুন্ধিনি, ১৭ নমঃ, ১৮ জম্ভে, ১৯ জম্ভিনি, ২০ নমঃ, ২১ মোহে, ২২ মোহিনি, ২৩ নমঃ, ২৪ স্তম্ভে, ২৫ স্তম্ভিনি, ২৬ নমঃ, ২৭ সর্ব, ২৮ দুষ্ট, ২৯ প্রদুষ্টানাং, ৩০ সর্বেষাং, ৩১ সর্ব, ৩২ বাক্, ৩৩ চিত্ত, ৩৪ চক্ষুঃ, ৩৫ মুখ, ৩৬ গতি, ৩৭ জিহ্বা, ৩৮ স্তম্ভনং, ৩৯ কুরু, ৪০ কুরু, ৪১ শীঘ্রং, ৪২ বশ্যং,

৪৩ ঐঁ, ৪৪ গ্লৌঁ, ৪৫ ঠঃ, ৪৬ ঠঃ, ৪৭ ঠঃ, ৪৮ ঠঃ, ৪৯ হুঁ, ৫০ অস্ত্রায়, ৫১. ফট্ ।

* * * * ।১২।

তত্ত্বন্যাসমাহ—

পূর্বোক্তানষ্টখণ্ডানেকৈকশ উচ্চার্য পূর্বোক্তেষু স্থানেষু হ্লাঁ শর্বায় ক্ষিতিতত্ত্বাধিপতয়ে হ্লীঁ ভবায় অম্ব্‌ুতত্ত্বাধিপতয়ে হ্লূঁ রুদ্রায় বহ্নিতত্ত্বাধিপতয়ে হ্লৈঁ উগ্রায় বায়ুতত্ত্বাধিপতয়ে হ্লৌঁ ঈশানায় ভানুতত্ত্বাধিপতয়ে সোঁ মহাদেবায় সোমতত্ত্বাধিপতয়ে হঁ মহাদেবায় যজমানতত্ত্বাধিপতয়ে ঔঁ ভীমায় আকাশতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ ইতি তত্ত্বন্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

পূর্বোক্তানেকত্রিংশৎসপ্তেত্যাদিনা খণ্ডিতানষ্টখণ্ডান্ পূর্বোক্তস্থানেষু পাদাদি-জান্বিত্যাদিস্থানেষু সর্বত্র তত্ত্বাধিপতয়ে এতদনন্তরং নম ইতি পদস্যানুষঙ্গেণ যোগঃ। ইতি তত্ত্বন্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

পূর্বোক্ত মূলবিদ্যার অষ্টখণ্ড এক এক ক'রে উচ্চারণ ক'রে তার সঙ্গে যথা-ক্রমে 'হ্লাঁ শর্বায় ক্ষিতিতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লীঁ ভবায় অম্ব্‌ুতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লূঁ রুদ্রায় বহ্নিতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লৈঁ উগ্রায় বায়ুতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লৌঁ ঈশানায় ভানুতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, সোঁ মহাদেবায় সোমতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হঁ মহাদেবায় যজমানতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, ঔঁ ভীমায় আকাশতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ যোগ ক'রে পূর্বোক্ত পাদাদিজানু ইত্যাদি অষ্টস্থানে[১] ন্যাস করতে হবে। এরই নাম তত্ত্বন্যাস। ১৩।

দেবীধ্যানম্

মূলেন সর্বেণ ব্যাপকং কৃত্বা দেবীং ধ্যাত্বা ॥ ১৪ ॥

ধ্যানং সূত্রে বক্ষ্যমাণং, তন্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধধ্যানশ্লোকরীত্যাঽপি জ্ঞেয়ম্।

১। পাদাদিজানুপর্যন্ত ক্ষিতিতত্ত্বন্যাসের স্থান। তার মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমঃ ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি হ্লাঁ শর্বায় ক্ষিতিতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ।

জান্বাদিকটিপর্যন্ত অপ্‌তত্ত্বের ন্যাসস্থান। মন্ত্র যথা—ঐঁ গ্লৌঁ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ হ্লীঁ ভবায় অম্ব্‌ুতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ।

অন্যান্য তত্ত্বের ন্যাসমন্ত্রও এইপ্রকার হবে।

ধ্যানশ্লোকঃ—

পাথোরুহপীঠগতাং পাথোরুহমেচকাং কুটিলদংষ্ট্রাম্।
কপিলাক্ষিত্রিতয়াং ঘনকুচকুম্ভাং প্রণতবাঞ্ছিতবদান্যাম্।
দক্ষোর্ধ্বতোঽরিখড়্গাং মুসলমভীতিং তদন্যতস্তদ্বৎ।
শঙ্খং খেটং হলবরান্ করৈর্দধানাং স্মরামি বার্তালীম্॥

অত্র অরিঃ চক্রং, দক্ষোর্ধ্বতঃ উর্ধ্বমারভ্য, তদ্বৎ বামেঽপ্যূর্ধ্বমারভ্যৈব ॥ ১৪ ॥

দেবীর ধ্যান

সম্পূর্ণ মূলমন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস ক'রে দেবীর ধ্যান করতে হবে ॥ ১৪ ॥

সূত্রে বক্ষ্যমাণ ধ্যান তন্ত্রান্তরোক্ত প্রসিদ্ধ ধ্যানশ্লোকে যেমন আছে তেমনি হবে। সেই ধ্যানশ্লোকটি এই—

পদ্মপীঠাধিষ্ঠিতা, পদ্মের মত শ্যামলা, কুটিলদ্রংষ্ট্রা, কপিলনয়নত্রয়বিশিষ্টা, ঘনকুচকুম্ভবতী, প্রণতদের বাঞ্ছিত বস্তুদানে বদান্যা বার্তালী দেবীর ধ্যান করি। ধ্যান করি দেবীর হস্তে দক্ষিণোর্ধ্বক্রমে চক্র খড়্গ মুসল ও অভয়মুদ্রা আর বামোর্ধ্বক্রমে শঙ্খ চর্ম হল ও বরমুদ্রা বিরাজমান।

এখানে অরিঃ মানে চক্র। দক্ষোর্ধ্বতঃ মানে দক্ষিণের উর্ধ্ব থেকে আরম্ভ ক'রে, তেমনি বামে ও উর্ধ্ব থেকে আরম্ভ ক'রে। ১৪।

চক্রনির্মাণপ্রকারঃ

চক্রনির্মাণপ্রকারমাহ—

পুরতঃ পটপট্টসুবর্ণরজততাম্রচন্দনপীঠাদিনির্মিতং দৃষ্টিমনোহরং চতুরশ্রত্রয়সহস্রপত্রশতপত্রাষ্টপত্রষড়শ্রপঞ্চাশ্রত্র্যশ্রবিন্দুলক্ষণং কোলমুখীচক্রং বিরচয্য ॥ ১৫ ॥

পটঃ তূলময়ঃ, পট্টঃ কৌশেয়ঃ, পীঠং ফলকং, আদিপদেন নবরত্নপরিগ্রহঃ। তেষ্ব নির্মিতম্। দৃষ্টিমনোহরমিত্যনেন দলানাং কোণানাং চ মানবৈষম্যবিরহঃ, দলমানে শাস্ত্রীয়নিয়মাভাবশ্চ সূচিতঃ। তথাঽপি তৎ শারদাতিলকাৎ গ্রাহ্য এব। যন্ত্রনির্মাণক্রমঃ প্রবেশরীত্যা, বিন্দুচক্রস্য চরমপাঠাৎ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৫ ॥

চক্রনির্মাণপ্রকার

চক্রনির্মাণপ্রকার বিবৃত করছেন—

সম্মুখে সূতী কাপড় রেশমী কাপড় সোনা রূপা তামা চন্দন ইত্যাদি নির্মিত

ফলকের উপর দৃষ্টিমনোহর চতুরশ্রত্রয় সহস্রপত্র-শতপত্র-অষ্টপত্র-ষড়শ্র-পঞ্চাশ্র-ত্র্যশ্র-বিন্দু-বিশিষ্ট কোলমুখীচক্র রচনা করতে হবে ॥ ১৫ ॥

পটঃ মানে তূলময় অর্থাৎ সূতী, পট্টঃ মানে কৌশেয়, পীঠং মানে ফলক, আদিপদের দ্বারা নবরত্ন বুঝান হয়েছে। সে সবের উপর নির্মিত। দৃষ্টি-মনোহরং কথাটি দ্বারা পদ্মদল ও কোণগুলির মানবৈষম্যের অভাব সূচিত হয়েছে, পদ্মদলের মান সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নিয়মের অভাবও সূচিত হয়েছে। তথাপি, এই দলমান শারদাতিলকতন্ত্র থেকে গ্রহণ করাই উচিত। সকলের শেষে বিন্দু-চক্রের উল্লেখ আছে বলে চক্রনির্মাণ হবে প্রবেশরীতিতে। বাকী অংশ স্পষ্ট ।১৫।

চক্রপূজা

চক্রনির্মাণানন্তরং চক্রে কর্তব্যমাহ—

তত্র কুসুমাঞ্জলিং বিকীর্য স্বর্ণপ্রাকারায় সুধাহব্ধয়ে বরাহদ্বীপায় বরাহপীঠায় নমঃ ইতি। আঁ আধারশক্তয়ে কুঁ কূর্মায় কঁ কন্দায় অঁ অনন্তনালায় নমঃ ইতি চ ধর্মাদিভিঃ সহ ষোড়শমন্ত্রৈঃ পীঠে অভ্যর্চ্য ॥১৬॥

তত্র চক্রে। স্বর্ণপ্রাকারাদয়ঃ চতুর্থ্যন্তাঃ। অষ্টৌ নমোঽন্তাঃ মন্ত্রাঃ, তৈঃ পীঠমধ্যপূজনং, ধর্মাদিচতুর্ভিঃ অধর্মাদিচতুর্ভিশ্চ গণপতিক্রমে কুপ্তস্থানে পূজনং, মিলিত্বা ষোড়শভিঃ পীঠপূজনং ভবতি। পীঠপদেন দেবতাঽঽয়তনং চক্রমেব, অগ্রিমসূত্রে "চক্রমনুনা চক্রমিষ্ট্বা" ইত্যুক্তেঃ। ন চ—অগ্রিমমন্ত্রেণ চক্রপূজাঽস্তু, এভিঃ ষোড়শভিঃ চক্রাধিষ্ঠানপীঠপূজা আস্তাং—ইতি বাচ্যম্। ত্রিপঞ্চেত্যনেন যদি চক্রপূজনং অবশিষ্টৈঃ পীঠপূজনং, তদা অগ্রে "সপ্তবিংশতিকমিদং পীঠে বরীবসনীয়ং" ইতি সূত্রোক্তসঙ্খ্যাপূর্তেরভাবেন পীঠপূজনমন্ত্রেষু সপ্তবিংশতি-কথনং অসঙ্গতং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

চক্রপূজা

চক্রনির্মাণের পর চক্রে কি কর্তব্য তা বলছেন—

সেখানে পুষ্পাঞ্জলি ছড়িয়ে দিয়ে স্বর্ণপ্রাকারায়[১] সুধাব্ধয়ে বরাহদ্বীপায় বরাহপীঠায় এই পদগুলির সঙ্গে নমঃ যোগ ক'রে এবং আঁ আধারশক্তয়ে[২] কুঁ কূর্মায় কঁ কন্দায় অঁ অনন্তনালায় এই পদগুলির সঙ্গে নমঃ যোগ ক'রে যে-

১। মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ স্বর্ণপ্রাকারায় নমঃ; ঐঁ গ্লৌঁ সুধাব্ধয়ে নমঃ, ইত্যাদি

২। মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ আঁ আধারশক্তয়ে নমঃ; ঐ গ্লৌঁ কুঁ কূর্মায় নমঃ: ইত্যাদি।

মন্ত্রগুলি হবে তার সঙ্গে ধর্মায়[১] ইত্যাদি চার মন্ত্র ও অধর্মায়[২] ইত্যাদি চার মন্ত্র মিলিয়ে যে-ষোড়শ মন্ত্র হয় তা দিয়ে পীঠপূজা করতে হবে ॥ ১৬ ॥

অত্র মানে চক্রে। স্বর্ণপ্রাকারায় ইত্যাদি পদ চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত। আটটি মন্ত্রের অন্তে নমঃ রয়েছে। এই আট মন্ত্রের দ্বারা পীঠমধ্যপূজা হবে আর ধর্মায় ইত্যাদি চার মন্ত্রে ও অধর্মায় ইত্যাদি চারমন্ত্রে গণপতিক্রমে নির্দিষ্টস্থানে পূজা হবে।* উক্ত ষোড়শ মন্ত্র মিলিয়ে পীঠপূজা হবে। পরবর্তী সূত্রে 'চক্রমনুনা চক্রমিষ্ট্বা' বলায় এখানে পীঠপদের অর্থ দেবতায়তন চক্রই বুঝতে হবে। পরবর্তী সূত্রোক্ত মন্ত্রে চক্রপূজা হবে আর এই ষোড়শ মন্ত্রে চক্রাধিষ্ঠানপীঠপূজা হবে, একথা বলা চলে না। কারণ, যদি পরবর্তী সূত্রোক্ত ত্রিপঞ্চাদি মন্ত্রের দ্বারা চক্রপূজা আর অবশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা পীঠপূজা হবে, এই বলা হয়, তা হলে পরে (অষ্টাদশ সূত্রে) 'সপ্তবিংশতিকমিদং পীঠে বরিবসনীয়ম্' বলে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদনুযায়ী সপ্তবিংশতি মন্ত্র[৩] পাওয়া যায় না এবং পীঠপূজার মন্ত্র সপ্তবিংশতি এরূপ নির্দেশও অসঙ্গত হয়। ১৬।

চক্রমনুমাহ—

ত্রিপঞ্চষড়রদলাষ্টকশতসহস্রারপদ্মাসনায় নমঃ ইতি চক্রমনুনা চক্রমিষ্ট্বা ॥ ১৭ ॥

অত্র নিবন্ধে অরশব্দস্য অনুষঙ্গো দর্শিতঃ। স চাশুদ্ধঃ। অনুষঙ্গো হি মন্ত্রভেদে দৃষ্টঃ। "চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু" ইত্যাদৌ একস্মিন্ মন্ত্রে অনুষঙ্গো ন দৃষ্টো ন বা শ্রুতঃ। প্রকৃতে মনুনেত্যেকবচনেন মন্ত্রে একত্বং কৢপ্তম্। ইত্থং চ একমন্ত্রে অনুষঙ্গং ব্রুবন্ অঙ্গনানামপ্যুপহাসাস্পদো ভূত্বা স্বমৌর্খ্যং প্রকটীকৃতবান্। দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং প্রত্যেকং সম্বধ্যতে ইতি পরিভাষাং তদীয়গুরুর্নাবদৎ। অস্মিন্ মন্ত্রে অনুষঙ্গং চকারেতি প্রতিভাতি। ইত্যলং ভূয়সা ॥ ১৭ ॥

চক্রমন্ত্র বলছেন—

ত্রিপঞ্চষড়রদলাষ্টকশতসহস্রারপদ্মাসনায় নমঃ এই চক্রমন্ত্রে চক্রপূজা করতঃ ॥ ১৭ ॥

* * * ।১৭।

১। মন্ত্রঃ—ঐঁ গ্লৌঁ হ্রঁ ধর্মায় নমঃ ; ঐঁ গ্লৌঁ ক্ষ্ণঁ জ্ঞানায় নমঃ ; ঐঁ গ্লৌঁ ঁ বৈরাগ্যায় নমঃ ; গ্লৌঁ ঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ।

২। মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ হ্রঁ অধর্মায় নমঃ ; ঐঁ গ্লৌঁ ক্ষ্ণঁ অজ্ঞানায় নমঃ ; ঐ গ্লৌঁ ঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ ; ঐঁ গ্লৌঁ ঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ।

দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ তদন্তোল্লাসঃ পঞ্চমঃ—দণ্ডিনীক্রমঃ-পীঠ-পূজা।

৩। লক্ষণীয়—১৬, ১৭, ১৮-সংখ্যক সূত্রোক্ত মন্ত্রগুলির মোট সংখ্যা ২৭।

ততো মণ্ডলাদীনাং যজনমাহ—

বহ্নিমণ্ডলায় সূর্যমণ্ডলায় সোমমণ্ডলায় নমঃ ইতি ত্রয়ো গুণমন্ত্রাঃ আত্মমন্ত্রাঃ চত্বারঃ ইতি সপ্তবিংশতিকমিদং পীঠে বরিবসনীয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অত্র সোমমণ্ডলায় নমঃ ইত্যন্তং মন্ত্রত্রয়ম্। সর্বত্র নম ইত্যস্যানুষঙ্গ। সঁ সত্ত্বায় নমঃ, রঁ রজসে নমঃ, তঁ তমসে নমঃ, ইতি গুণমন্ত্রাঃ। আঁ আত্মনে নমঃ, অঁ অন্তরাত্মনে নমঃ, পঁ পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ, ইতি আত্মমন্ত্রাশ্চত্বারঃ। ইত্থং চ স্বর্ণপ্রাকারায়েত্যারভ্য সপ্তবিংশতিঃ, তৈঃ পীঠপূজা কার্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তারপর মণ্ডলাদির পূজা বলছেন—

বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, সূর্যমণ্ডলায় নমঃ, সোমমণ্ডলায় নমঃ, গুণমন্ত্রত্রয়, আত্মমন্ত্রচতুষ্টয়, এই সপ্তবিংশতি মন্ত্রে পীঠপূজা কর্তব্য ॥ ১৮ ॥

এখানে সোমমণ্ডলায় নমঃ এই পর্যন্ত তিনটি মন্ত্র। সর্বত্রই নমঃ এই পদের অনুষঙ্গ হবে। সঁ সত্ত্বায় নমঃ, রঁ রজসে নমঃ, তঁ তমসে নমঃ, এই তিনটি গুণমন্ত্র। আঁ আত্মনে নমঃ, অঁ অন্তরাত্মনে নমঃ, পঁ পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ, এই চারটি আত্মমন্ত্র। এই প্রকারে স্বর্ণপ্রাকারায় (সূত্র ১৬) থেকে আরম্ভ ক'রে উপর্যুক্ত জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্যন্ত মোট মন্ত্র সংখ্যা সপ্তবিংশতি। এই সব মন্ত্রের দ্বারা পীঠপূজা কর্তব্য। ১৮।

হ্সৌঃ প্রেতপদ্মাসনায় সদাশিবায় নমঃ ইতি চক্রোপরি দেব্যাসনবিমৃষ্টিঃ ॥ ১৯ ॥

প্রেতরূপং যৎপদ্মং তদভিন্নং যদাসনং তৎস্বরূপো যঃ সদাশিবঃ তস্মৈ নমঃ ইতি যোজনা। নন্ু—সদাশিবে প্রেতরূপত্বং কথং ইতি চেৎ, এতদুক্তং জ্ঞানার্ণবে—

পঞ্চপ্রেতান্ মহেশান ব্রূহি তেষাং তু কারণম্।
নির্জীবা অবিনাশাস্তে নিত্যরূপাঃ কথং ভবেৎ ॥

ইতি পার্বতীপ্রশ্নে "সাধু পৃষ্টং ত্বয়া" ইত্যারভ্য—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
পঞ্চ প্রেতা বরারোহে নিশ্চলা এব তে সদা ॥
ব্রহ্মণঃ পরমেশানি কর্তৃত্বং সৃষ্টিরূপকম্।
বামা শক্তিস্ত সা জ্ঞেয়া ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥

ইত্যারভ্য "সদাশিবো মহাপ্রেতঃ কেবলো নিশ্চলঃ প্রিয়ে" ইত্যন্তেন[১]। অয়মভিপ্রায়ঃ—ব্রহ্মাদয়ঃ সদাশিবান্তাঃ বামাজ্যেষ্ঠাদিস্বস্বশক্তিরহিতাঃ স্পন্দনেঽপ্যশক্তাঃ সন্তঃ প্রেততুল্যা এবেতি প্রেতাঃ ইতি কথনম্। বিমৃষ্টিঃ কল্পনম্ ॥ ১৯ ॥

১। রামেশ্বরের উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নয়; তিনি আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি এই—

শ্রীদেব্যুবাচ—

পঞ্চ প্রেতান্ মহেশান ব্রূহি তেষাং তু কারণম্।
নির্জীবা অবিনাশাস্তে নিত্যরূপাঃ কথং বিভো ॥ ১২ ॥
নির্জীবে নাশ এবাস্তি তে কথং নিত্যতাং গতাঃ।

ঈশ্বর উবাচ—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে পঞ্চপ্রেতময়ং কথম্ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
পঞ্চ প্রেতা বরারোহে নিশ্চলা এব সর্বদা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মণঃ পরমেশানি মাতৃত্বং সৃষ্টিরূপকম্।
বামাশক্তেস্তু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
শিবস্য করণং নাস্তি শক্তেস্তু করণং সদা।
ব্রহ্মাণ্ডলক্ষনির্মাণং জায়তে শক্তিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥
অত এব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ।
বিষ্ণৌ চ পালনং নাস্তি পালয়ন্তী পরা শিবা ॥ ১৭ ॥
জ্যেষ্ঠাভিধা মহেশানি সৈব বিষ্ণুরিতীরিতা।
বিষ্ণুস্তু নিশ্চলো দেবি বৈষ্ণবী ব্যাপ্তিকারিণী ॥
পালয়ন্তী জগৎসর্বং বিশ্বনাটককারিণী ॥ ১৮ ॥
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ।
রুদ্রস্তু পরমং তত্ত্বং শিবো নিশ্চল এব হি ॥ ১৯ ॥
গ্রসন্তী রুদ্রশক্তিস্তু তমোরূপা বরাননে।
গুণত্রয়ং শিবে নাস্তি গুণাতীতঃ পরেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
নির্গুণস্য কথং গ্রাসো নিশ্চলস্য বরাননে।
গ্রসন্তী রুদ্রশক্তিস্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ গুণাতীতাঃ সদা প্রিয়ে।
সগুণাঃ পরমেশানি সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকাঃ ॥ ২২ ॥
ঈশ্বরোঽপি বরারোহে মহাপ্রেতঃ সদাঽনঘে।
শিবে নিশ্চলতা কস্মাদীশ্বরত্বং ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥
যঃ কর্তা চ স্বয়ং হর্তা স ঈশো নান্যথা ভবেৎ।
কর্তৃহর্তৃত্বযুগলং নিশ্চলে ন হি সুন্দরি ॥ ২৪ ॥

হৌঁ প্রেতপদ্মাসনায় সদাশিবায় নমঃ এই মন্ত্রে চক্রের উপর দেবীর আসন রচনা করতে হবে ॥ ১৯ ॥

প্রেতরূপ যে-পদ্ম, তা থেকে অভিন্ন যে-আসন তা প্রেতপদ্মাসন। তদ্রূপ যে সদাশিব তাঁকে নমস্কার, এই হল অন্বয়। কিন্তু প্রশ্ন হল সদাশিবের প্রেতত্ব কি ক'রে সম্ভব? এর উত্তর আছে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে; যথা—মহেশ্বর, পঞ্চপ্রেত সম্বন্ধে বল; তাঁদের প্রেত হওয়ার কারণ বল; তাঁরা নির্জীব হয়েও অবিনাশী নিত্যরূপী হলেন কি ক'রে, তা বল। পার্বতীর এমনি প্রশ্নের উত্তরে শিব 'তুমি ভাল প্রশ্ন করেছ, এই বলে আরম্ভ করে বলতে লাগলেন, ওগো বরারোহা, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর এবং সদাশিব এই পঞ্চপ্রেত; এঁরা সদা নিশ্চল। পরমেশানী, ব্রহ্মার যে সৃষ্টিকর্তৃত্ব তা বামাশক্তি নামে পরিচিতা; এই শক্তি-রহিত ব্রহ্মা প্রেত। এই ভাবে বলতে বলতে 'প্রিয়ে, সদাশিব মহাপ্রেত কেবল ও নিশ্চল' এই বলে শেষ করেছেন। এই বক্তব্যের তাৎপর্য হল—ব্রহ্মা থেকে সদাশিব পর্যন্ত কেউই স্ব স্ব শক্তি বামা-জ্যেষ্ঠা-রৌদ্রী-আদি-বিরহিত হলে স্পন্দিত হতেও পারেন না। শক্তিরহিত অবস্থায় এঁরা প্রেততুল্য। এইজন্যই এঁদের প্রেত বলা হয়। বিসৃষ্টিঃ মানে কল্পনা অর্থাৎ রচনা। ১৯।

মূর্তিকল্পনম্

মূর্তিকরণীবিদ্যামাহ—

ঙ্খাঙ্গী বারাহমূর্তয়ে ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্ ইতি বাগ্গ্লৌমাদিগ্লৌঁ-বাগন্তা মূর্তিকরণী বিদ্যা ॥ ২০ ॥

বাক্ গ্লৌঁ আদৌ যস্যাং গ্লৌঁ বাগন্তে যস্যাং মধ্যাতনবর্ণানাং ঈদৃশী মূর্তি-করণী বিদ্যেত্যর্থঃ। এতেন আসনকল্পনানন্তরং মূর্তিকল্পনবিধিরুন্নেয়ঃ। মন্ত্র-স্বরূপং ঐঁ গ্লৌঁ ঙ্খাঙ্গী বারাহিমূর্তয়ে ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্ গ্লৌঁ ঐঁ ইতি ॥ ২০ ॥

ঈশ্বরত্বং শিবায়াং তু ন শিবে পরমেশ্বরি।
অতএব মহাপ্রেত ঈশ্বরো নান্যথা ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
সদাশিবো মহাপ্রেতঃ কেবলং নিশ্চলঃ প্রিয়ে।
অব্যক্তঃ পরমানন্দো ব্রহ্মানন্দময়ী শিবা ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রম্, চতুর্থঃ পটলঃ, আনন্দাশ্রমসংস্কৃতগ্রন্থাবলিঃ, গ্রন্থাঙ্কঃ ৬৯
রামেশ্বরের উদ্ধৃতির সঙ্গে এই উদ্ধৃতির কোনো কোনো স্থলে পাঠান্তর লক্ষণীয়।

মূর্তিকল্পনা

মূর্তিকরণী বিদ্যা বলেছেন—

আদিতে ঐঁ গ্লৌঁ, তারপর ত্বষাঙ্গ বারাহিমূর্তয়ে ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্ এবং অন্তে গ্লৌঁ ঐঁ, এই হল মূর্তিকরণী বিদ্যা ॥ ২০ ॥

মধ্যতনবর্ণসমূহের আদিতে ঐঁ গ্লৌঁ এবং অন্তে গ্লৌঁ ঐঁ, এই হল মূর্তিকরণীবিদ্যা। এ দ্বারা অনুমান করা যায় আসনকল্পনার পর মূর্তিকল্পনা করতে হবে। মন্ত্রের রূপ এই—ঐঁ গ্লৌঁ ত্বষাঙ্গ বারাহিমূর্তয়ে ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্ গ্লৌঁ ঐঁ।

আবাহনাদিমুদ্রাবন্ধনম্

মূলবিদ্যয়া আবাহনসংস্থাপনসন্নিধাপনসন্নিরোধনসম্মুখীকরণাবকুণ্ঠন-বন্দনধেনুযোনীর্বদ্ধা ॥ ২১ ॥

মূলবিদ্যামুচ্চার্য তত্তন্মুদ্রাং বদ্ধা দর্শয়ন্ তং তমর্থং ভাবয়েৎ ইতি ভাবঃ। আবাহনাদিমুদ্রাবন্ধনপ্রকার উচ্যতে। হস্তদ্বয়কনিষ্ঠাগ্রাদিমণিবন্ধান্তং উর্দ্ধমুখ-সংলগ্নং কৃত্বা সর্বা অঙ্গুলয়োঽগ্রভাগে কিঞ্চিৎকুটিলাঃ কৃত্বা কনিষ্ঠামূলদ্বয়ে স্পৃষ্ট্বা অঙ্গুষ্ঠাগ্রং ন্যসেৎ। ইয়ং আবাহনীমুদ্রা। ইয়মেব অধোমুখী চেৎ সংস্থাপনী। মুষ্টিদ্বয়ং পরস্পরং সংলগ্নং সন্নিধাপনী। অস্যামেব অঙ্গুষ্ঠদ্বয়স্য মুষ্টিদ্বয়োদর-নিবেশঃ সন্নিরোধিনী। সন্নিরোধিন্যেব মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং পরস্পরযোগেন উত্তানমুখী সম্মুখীকরণমুদ্রা। অবকুণ্ঠনধেনুযোন্যঃ পূর্বমুক্তাঃ। উক্তার্থে প্রমাণং তন্ত্রে—

হস্তদ্বয়ং চোর্ধ্বমুখমৃজ্বঙ্গুলিযুতং যুতম্।
অঙ্গুল্যগ্রাণি ভুগ্নানি কনিষ্ঠামূলভাগতঃ ॥
অঙ্গুষ্ঠাগ্রসমাযোগান্মুদ্রেষাঽঽবাহিনী মতা।
অধোমুখী চেয়মেব স্থাপনাখ্যা সমীরিতা ॥
মুষ্টিদ্বয়োদরযুতা ভবেৎ সা সন্নিধাপনী।
ইয়মঙ্গুষ্ঠগর্ভা তু সন্নিরোধনরূপিণী ॥
ইয়মেবোত্তানরূপা সম্মুখীকরণাভিধা ॥ ইতি ॥

আবাহনাদিমুদ্রা অনূদ্য তদঙ্গত্বেন মূলমন্ত্রবিধানাৎ "প্রতিপ্রধানমঙ্গাবৃত্তিঃ" ইতি ন্যায়েন "সৃষ্টীরুপদধাতি" ইতিবৎ যাবত্যো মুদ্রা বিহিতাঃ তাবতীষু মুদ্রাসু বধ্যমানাসু তাবদ্বারং মূলমাবর্তয়েৎ, ন তু সকৃন্মূলমুচ্চার্য সর্বমুদ্রাবন্ধনং ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১ ॥

আবাহনাদি মুদ্রাবন্ধন

মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে ক'রে আবাহন সংস্থাপন সন্নিধাপন সন্নিরোধন সম্মুখীকরণ অবকুণ্ঠন বন্দন ধেনু যোনী এই সব মুদ্রা রচনা করতঃ ॥ ২১ ॥

আসল কথা হল মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সেই সেই মুদ্রা রচনা ক'রে প্রদর্শন করতঃ সেই সেই মুদ্রার অর্থভাবনা করতে হবে।

*　*　*　*　*

যতগুলি মুদ্রা বিহিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি রচনার সময় মূলমন্ত্র পাঠ করতে হবে; একবারমাত্র মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সব মুদ্রারচনা চলবে না ॥ ২১ ॥

দেব্যঙ্গন্যাসঃ

ষড়ঙ্গন্যাসজালক্রমং চ বিবৃণোতি—

দেব্যঙ্গন্যস্তষড়ঙ্গপঞ্চাঙ্গঃ ॥ ২২ ॥

ষড়ঙ্গমন্ত্রাঃ ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি ইত্যাদয়ঃ। পঞ্চাঙ্গমন্ত্রাঃ অন্ধে অন্ধিনি ইত্যাদয়ঃ পূর্বোক্তাঃ। তৈঃ দেব্যাঃ তত্তদঙ্গেষু ন্যাসং ভাবয়েৎ ॥ ২১ ॥

দেবীর অঙ্গন্যাস

ষড়ঙ্গন্যাসজালের ক্রম বিবৃত করছেন—

দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করতে হবে ॥ ২২ ॥

ষড়ঙ্গমন্ত্র ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি[১]। পঞ্চাঙ্গমন্ত্র অন্ধে অন্ধিনি ইত্যাদি[২]। পূর্বেই তা বিবৃত হয়েছে। সেই সব মন্ত্রে দেবীর সেই সেই অঙ্গে ন্যাসভাবনা করতে হবে। ২২।

ষোড়শোপচারার্পণম্

অথ ষোড়শোপচারপদার্থকথনপূর্বকং তাবতামর্পণং বিধত্তে—

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়স্নানবাসোগন্ধপুষ্পধূপদীপনীরাজনছত্রচামরদর্পণ-রক্ষাচমনীয়নৈবেদ্যপানীয়তাম্বূলাখ্যষোড়শোপচারৈঃ যজ্যন্তে ॥ ২৩ ॥

উপচারমন্ত্রস্তু ঐঁ গ্লৌঁ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইতি শ্রীক্রমবৎ জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

ষোড়শোপচার অর্পণ

এবার ষোড়শোপচার পদার্থের উল্লেখ ক'রে তাদের অর্পণের বিধান দিচ্ছেন—

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বস্ত্র গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপনীরাজন ছত্র চামর দর্পণ রক্ষাচমনীয় নৈবেদ্য পানীয় ও তাম্বূল এই ষোড়শ পদার্থ উপচার করতে হবে ॥ ২৩ ॥

১। দ্রঃ পৃঃ ৪০৭। ২। দ্রঃ পৃঃ ৪০২।

উপচারমন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ এই প্রকারে শ্রীক্রমে যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি। ২৩।

দেবীধ্যানম্

অথ দেব্যা ধ্যানপ্রকারমাহ—

ধ্যানং দেব্যাঃ—মেঘমেচকা কুটিলদংষ্ট্রা কপিলনয়না ঘনস্তনমণ্ডলা চক্রখড়্গমুসলাভয়শঙ্খখেটহলবরপাণিঃ পদ্মাসীনা বার্তালী ধ্যেয়া ॥ ২৪ ॥

তথা চ ষোড়শোপচারার্পণানন্তরং যাবদবকাশং উক্তপ্রকারেণ মূর্তিং ধ্যায়েৎ ইত্যর্থঃ। মেঘমেচকা মেঘশ্যামলা, "কালশ্যামলমেচকাঃ" ইত্যমরঃ। কুটিলা বক্রা, "কুটিলং ভুগ্নং বেল্লিতং বক্রমিত্যপি" ইত্যমরঃ। হলং লাঙ্গলম্ ॥ ২৪ ॥

দেবীর ধ্যান

এবার দেবীর ধ্যানপ্রকার বলছেন—

দেবীর ধ্যান – মেঘশ্যামলা কুটিলদংষ্ট্রা কপিলনয়না ঘনস্তনমণ্ডলা পদ্মাসীনা বার্তালী দেবীর হস্তে চক্র খড়্গ মুসল অভয়মুদ্রা শঙ্খ খেট লাঙ্গল ও বরমুদ্রা। এই রূপে দেবীর ধ্যান করতে হবে ॥ ২৪ ॥

ষোড়শোপচার অর্পণের পরবর্তী সময়ে সূত্রোক্তরূপে দেবীর ধ্যান করতে হবে, এই হল তাৎপর্য। মেঘমেচকা মানে মেঘশ্যামলা। অমরকোষে আছে কাল শ্যামল ও মেচক সমার্থক। কুটিলা মানে বক্রা। অমরকোষমতে কুটিল ভুগ্ন বেল্লিত ও বক্র সমার্থক। হলং মানে লাঙ্গল। ২৪।

দেবীতর্পণম্

দশধা তস্যাস্তর্পণং কুর্যাৎ ॥ ২৫ ॥

তর্পণমন্ত্রে কোলমুখীমিতি মূলমন্ত্রান্তে যোজ্যম্, ন তু বারাহীমিতি, উৎপত্তিবাক্যে কোলমুখীতি শ্রবণাৎ ॥ ২৫ ॥

দেবীর তর্পণ

দশবার তাঁর তর্পণ করতে হবে ॥ ২৫ ॥

তর্পণমন্ত্রে মূলমন্ত্রের পর 'কোলমুখীং' এই পদ যোজনা করতে হবে, 'বারাহীং' নয়। কেননা, উৎপত্তিবাক্যে কোলমুখীপদ পাওয়া যাচ্ছে। ২৫।

আবরণপূজা

আবরণপূজাং বক্তুং প্রক্রমতে—

ত্র্যস্রে জম্ভিনীমোহিনীস্তম্ভিন্যঃ ॥ ২৬ ॥

দেব্যগ্রকোণমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যেন জ্ঞেয়ম্। ইতি প্রথমাবরণম্ ॥ ২৬ ॥

আবরণপূজা

এবার আবরণপূজা বলতে আরম্ভ করলেন—

ত্রিকোণে জম্ভিনী মোহিনী ও স্তম্ভিনীর পূজা হবে ॥ ২৬ ॥

দেবীর সম্মুখের কোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে পূজা হবে। এইটি প্রথমাবরণ। ২৬।

অথ দ্বিতীয়াবরণপূজামাহ—

পঞ্চারে অন্ধিনীরুন্ধিন্যৌ তাশ্চ ॥ ২৭ ॥

পঞ্চারে পঞ্চকোণেষু অন্ধিনীরুন্ধিন্যৌ, তাশ্চ জম্ভিন্যাদয়ঃ ত্রয়শ্চ। মন্ত্রাঃ পূর্বোক্তাঃ গ্রাহ্যাঃ। মন্ত্রস্বরূপং—ঐঁ গ্লৌঁ অন্ধিনি নমঃ অন্ধিনীশ্রী°। এবমগ্রেঽপি। ক্রমঃ পূর্ববৎ। ইতি দ্বিতীয়াবরণম্ ॥ ২৭ ॥

এবার দ্বিতীয় আবরণপূজা বলছেন—

পঞ্চকোণে অন্ধিনী রুন্ধিনী এবং পূর্বোক্তা তিন জন, এই পাঁচজনের পূজা হবে ॥ ২৭ ॥

পঞ্চারে পঞ্চকোণে। অন্ধিনী রুন্ধিনী এবং তাঁরা অর্থাৎ জম্ভিনী-আদি তিন জন। পূর্বোক্ত মন্ত্রই হবে এখানেও মন্ত্র। মন্ত্রের রূপ হবে এই—ঐঁ গ্লৌঁ অন্ধিনি নমঃ অন্ধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ[১] হবে। ক্রম পূর্বের মতো। এইটি দ্বিতীয়াবরণ। ২৭।

তৃতীয়াবরণপূজামাহ—

ষট্কোণে আক্ষাঈ ব্রহ্মাণী[২] ঈলাঈ মাহেশ্বরী উহাঈ কৌমারী ঋসাঈ বৈষ্ণবী ঐশাঈ ইন্দ্রাণী ঔবাঈ চামুণ্ডা তন্ত্যেবাগ্রেষু মধ্যে চ যমরযূং যাং যীং যূং যৈং যৌং যঃ যাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং ত্বগ্ধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ অণিমাঽঽদি বশং কুরু কুরু স্বাহেতি। অন্যাসাং ধাতুনাথানামপ্যেবং বীজে নামনি ধাতৌ ত্বারাধনকর্মণি মন্ত্রসন্নামঃ। রমরযূং রাকিণি রক্তধাতুং পিব পিব লমরযূং লাকিনি মাংসধাতুং ভক্ষয় ভক্ষয় ডমরযূং ডাকিনি মেদোধাতুং গ্রস গ্রস কমরযূং কাকিনি

১। যথা—ঐঁ গ্লৌঁ রুন্ধিনি নমঃ রুন্ধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
ঐঁ গ্লৌঁ জম্ভিনি নমঃ জম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
ঐঁ গ্লৌঁ মোহিনি নমঃ মোহিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
ঐঁ গ্লৌঁ স্তম্ভিনি নমঃ স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

২ ব্রাহ্মণী ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

অস্থিধাতুং জম্ভয় জম্ভয় সমরযূং সাকিনি মজ্জাধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হমরযূং হাকিনি শুক্রধাতুং পিব পিব অণিমাদিহৃদি বশং কুরু কুরু স্বাহা ইতি ধাতুনাথযজনম্ ॥ ২৮ ॥

ষট্‌কোণে কোণাগ্রেষু আ ক্ষা ঈ ইত্যাদিষন্মন্ত্রৈঃ ষড়্‌দেবতাঃ পূজয়েৎ। ঐঁ গ্লৌঁ আ ক্ষা ঈ ব্রহ্মাণীশ্রীং ইতি মন্ত্রস্বরূপম্। এবমগ্রেঽপি। মধ্যে ষট্‌কোণ-মধ্যে। স্বাহান্তং একং মন্ত্রং দর্শয়িত্বা এতন্মন্ত্রবর্ণানন্যত্র কাংশ্চিদতিদিশতি—এবমিতি। এবং উক্তমন্ত্রবদিত্যর্থঃ। এবমতিদেশমুক্ত্বা অতিদিষ্টমন্ত্রবর্ণেষু বাধক-মূহ্যং তত্রৈব ক্বচিংস্থলবিশেষে দর্শয়তি—বীজ ইত্যাদিনা। বীজ ইত্যেকবচনং 'জাত্যাখ্যায়াং' ইতি রীত্যা। বীজস্থানে বক্ষ্যমাণবীজানাং সন্নাম ঊহঃ কার্যঃ। এবং ধাতৌ ত্বগ্‌ধাতুস্থানে তত্তদ্ধাতূনাং নামনি যাকিনীতি নামস্থানে তত্ত-ন্নাম্নাং ঊহশ্চ কার্যঃ। শিষ্টাঃ মন্ত্রবর্ণাঃ মম সর্বশত্রূণাং ইত্যাদয়ঃ সমানাঃ ইতি ভাবঃ। অথ দ্বিতীয়াদিমন্ত্রেষু বিশেষমাহ—রমরযূমিত্যাদিনা ॥ ২৮ ॥

তৃতীয় আবরণপূজা বলছেন—

ষট্‌কোণের কোণাগ্রে আ ক্ষা ঈ ব্রহ্মাণী[১], ঈলাঈ মাহেশ্বরী[২], ঊ হা ঈ কৌমারী[৩], ঋ সা ঈ বৈষ্ণবী[৪], ঐশাঈ ইন্দ্রাণী[৫], ঔ ব ঈ চামুণ্ডা[৬] ইত্যাদি মন্ত্রে যথানাম দেবতার পূজা করতে হবে এবং ষট্‌কোণের মধ্যে যমরযূং যাং যীং যূং যৈং যৌং যঃ যাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং ত্বগ্‌ধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা[৭] এই মন্ত্রে যাকিনীর পূজা করতে হবে। এই প্রকার মন্ত্রে অন্যধাতুনাথদেরও পূজা করতে হবে। পূজাকর্মে এই মন্ত্রের বীজ-স্থানে সেই সেই বীজ, যাকিনী এই নামের স্থানে সেই সেই নাম, ধাতুস্থানে সেই সেই ধাতু ব্যবহার ক'রে এবং 'শত্রূণাং' ইত্যাদি মন্ত্রাংশ সমানভাবে ব্যবহার ক'রে সেই সেই মন্ত্র পাওয়া যাবে। রমরযূং রাকিণি রক্তধাতুং পিব

১। সম্পূর্ণ মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ আ ক্ষা ঈ ব্রহ্মাণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
২। " —ঐঁ গ্লৌঁ ঈ লা ঈ মাহেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৩। " —ঐঁ গ্লৌঁ ঊ হা ঈ কৌমারীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৪। " —ঐঁ গ্লৌঁ ঋ সা ঈ বৈষ্ণবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৫। " —ঐঁ গ্লৌঁ ঐ শা ঈ ইন্দ্রাণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৬। " —ঐঁ গ্লৌঁ ঔ বা ঈ চামুণ্ডাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৭। " —ঐঁ গ্লৌঁ য ম র যূং যাং যীং যূং যৈং যৌং যঃ যাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং ত্বগ্‌ধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা যাকিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

পিব[১], লমরযূং লাকিনি মাংসধাতুং ভক্ষয় ভক্ষয়[২], ডমরযূং ডাকিনি মেদো-ধাতুং গ্রস গ্রস[৩], কমরযূং কাকিনি অস্থিধাতুং জম্ভয় জম্ভয়[৪], সমরযূং সাকিনি মজ্জাধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ[৫], হমরযূং হাকিনি শুক্রধাতুং পিব পিব অনিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা[৬], এই সব মন্ত্রে ধাতুনাথদের পূজা হবে ॥ ২৮ ॥

ষট্‌কোণে অর্থ ষট্‌কোণের কোণাগ্রে, আ ক্ষা ঈ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়্‌দেবতার পূজা করতে হবে। মন্ত্রের রূপ—ঐঁ গ্লৌঁ আ ক্ষা ঈ ব্রহ্মাণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরবর্তী স্থলে অনুরূপ হবে। 'মধ্যে' মানে ষট্‌কোণমধ্যে। 'স্বাহা' পদ দিয়ে, শেষ করা হয়েছে এরূপ একটি মন্ত্র দেখিয়ে দিয়ে 'এবং' পদের দ্বারা অন্য মন্ত্রে এই মন্ত্রের কোনো কোনো বর্ণ প্রয়োগের নির্দেশ দিচ্ছেন। 'এবং' মানে উক্ত মন্ত্রের মতো। 'এবং' এই নির্দেশ দিয়ে স্থলবিশেষে নির্দিষ্ট মন্ত্রবর্ণের বাধক দেখিয়ে দিচ্ছেন 'বীজে' ইত্যাদি দ্বারা। 'বীজে' পদে একবচন হয়েছে 'জাত্যাখ্যায়াং' এই রীতি-অনুসারে। বীজস্থানে, বক্ষ্যমাণ বীজসমূহের অধ্যাহার করতে হবে। এইভাবে 'ধাতৌ' মানে ত্বগ্‌ধাতুস্থানে সেই সেই ধাতুর নাম, 'নামনি' মানে যাকিনী এই নামের স্থলে সেই সেই

১। সম্পূর্ণ মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ র ম র যূং রাং রীং রূং রৈং রৌং রঃ রাকিণি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং রক্তধাতুং পিব পিব অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা রাকিণী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

২। " —ঐঁ গ্লৌঁ ল ম র যূঁ লাং লীং লুং লৈং লৌং লঃ লাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং মাংসধাতুং ভক্ষয় ভক্ষয় অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা লাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৩। " —ঐঁ গ্লৌঁ ড ম র যূং ডাং ডীং ডূং ডৈং ডৌং ডঃ ডাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং মেদোধাতুং গ্রস গ্রস অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা ডাকিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৪। " —ঐঁ গ্লৌঁ ক ম র যূং কাং কীং কূং কৈং কৌং কঃ কাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং অস্থিধাতুং জম্ভয় জম্ভয় অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা কাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৫। " —ঐঁ গ্লৌঁ স ম র যূং সাং সীং সূং সৈং সৌং সঃ সাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং মজ্জাধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা সাকিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৬। " —ঐঁ গ্লৌঁ হ স র যূং হাং হীং হুং হৈং হৌং হঁ হাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং শুক্রধাতুং পিব পিব অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা হাকিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ তদন্তোল্লাসঃ পঞ্চমঃ—দণ্ডিনীক্রমঃ।

নামের অধ্যাহার করতে হবে। অবশিষ্ট মন্ত্রবর্ণ 'মম শত্রূণাং' ইত্যাদির সমান হবে। তার পর দ্বিতীয় মন্ত্র থেকে র ম র যুং ইত্যাদি দ্বারা মন্ত্রের বিশেষ রূপ নির্দেশ করেছেন। ২৮।

অনন্তরং ষড়শ্রোভয়পার্শ্বয়োঃ ক্রোধিনীস্তম্ভিন্যৌ চামরগ্রাহিণ্যৌ তত্রৈব স্তম্ভনমুসলায়ুধায় আকর্ষণহলায়ুধায় নমঃ ষড়রাদ্‌বহিঃ পুরতো দেব্যাঃ ক্ষ্ম্রৌং ক্রোং চণ্ডোচ্চণ্ডায় নমঃ ইতি তদ্‌যজনম্ ॥ ২৯ ॥

অনন্তরং ধাতুনাথযজনানন্তরম্। ষড়শ্রোভয়পার্শ্বয়োঃ ইতি উভয়পার্শ্বদ্বয়-কোণান্তঃপ্রদেশো বোধ্যঃ। মন্ত্রস্বরূপং চ ঐঁ গ্লৌঁ ক্রোধিনীচামরগ্রাহিণীশ্রীং। এবং অপরম্। অগ্রে চণ্ডোচ্চণ্ডপূজায়া বহির্বিধানাৎ, তত্রৈবেতি ষড়শ্রোভয়-পার্শ্বয়োরেবেত্যর্থঃ। ইতি তৃতীয়াবরণম্ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ষড়স্রের উভয় পার্শ্বে ক্রোধিনীচামরগ্রাহিণী[1] ও স্তম্ভিনীচামর-গ্রাহিণী[2] ইত্যাদি মন্ত্রে এবং উক্ত উভয় পার্শ্বে 'স্তম্ভনমুসলায়ুধায় নমঃ ও আকর্ষণ-মুসলায়ুধায় নমঃ' এই মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট দেবতার পূজা করতে হবে। আর ষড়রের বাইরে দেবীর সামনে ক্ষ্ম্রৌং ক্রোং চণ্ডোচ্চণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে যথা-নির্দিষ্ট দেবতার পূজা করতে হবে। এই তৃতীয়াবরণ। ২৯।

চতুর্থাবরণমাহ—

অষ্টদলে বার্তালীবারাহীবরাহমুখ্যন্ধিন্যাদয়ঃ পঞ্চ, তদ্‌বহিঃ মহামহিষায় দেবীবাহনায় নমঃ ॥ ৩০ ॥

দেব্যগ্রদলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যেন, ক্রমস্যানুক্তত্বাৎ। বাহনপূজামাহ—তদ্‌-বহিরিতি। অষ্টদলাদ্‌বহিরিত্যর্থঃ দেবীপুরতঃ অয়ং পূজ্যঃ, বাহনরূপত্বাৎ, বাহনস্থিতেঃ সর্বত্র প্রধানদেবতাঽগ্রভাগে দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

চতুর্থ আবরণ বলছেন—

অষ্টদলে বার্তালী বারাহী বরাহমুখী এবং অন্ধিনী-আদি পঞ্চের[3] পূজা[4] করতে হবে। অষ্টদলের বাইরে মহামহিষায় দেবীবাহনায় নমঃ এই মন্ত্রে[5] দেবীর বাহনের পূজা করতে হবে ॥ ৩০ ॥

সূত্রে ক্রমের উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে দেবীর অগ্রস্থ দল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে পূজা বিহিত। তদ্‌বহিঃ বলে দেবীর বাহনের পূজা

১। মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ ক্রোধিনীচামরগ্রাহিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
২। মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ স্তম্ভিনীচামরগ্রাহিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।
৩। অন্ধিনী রুন্ধিনী জম্ভিনী মোহিনী ও স্তম্ভিনী এই পঞ্চ।
৪। পূজামন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ বার্তালীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ; ঐঁ গ্লৌঁ বারাহীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ; ইত্যাদি।
৫। সম্পূর্ণ মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ মহামহিষায় দেবীবাহনায় নমঃ।

বলছেন। তদ্বহিঃ মানে অষ্টদলের বাইরে। দেবীর বাহন বলে দেবীর সম্মুখেই তার পূজা করতে হবে। কারণ, সর্বত্রই দেখা যায় বাহনের অবস্থিতি প্রধানদেবতার অগ্রভাগে। ৩০।

পঞ্চমাবরণমাহ—

শতারে দেবীপুরতো দলসন্ধৌ জম্ভিন্যা ইন্দ্রায়াপ্সরোভ্যঃ সিদ্ধেভ্যো দ্বাদশাদিত্যেভ্যোঽগ্নয়ে সাধ্যেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিশ্বকর্মণে যমায় মাতৃভ্যো রুদ্রপরিচারকেভ্যো রুদ্রেভ্যো মোহিন্যৈ নির্ঋতয়ে রাক্ষসেভ্যো মিত্রেভ্যো গন্ধর্বেভ্যো ভূতগণেভ্যো বরুণায় বসুভ্যো বিদ্যাধরেভ্যঃ কিন্নরেভ্যো বায়বে স্তম্ভিন্যৈ চিত্ররথায় তুম্বুরবে নারদায় যক্ষেভ্যঃ সোমায় কুবেরায় দেবেভ্যো বিষ্ণবে ঈশানায় ব্রহ্মণে অশ্বিভ্যাং ধন্বন্তরয়ে বিনায়কেভ্যো নম ইতি দেবতামণ্ডলমিষ্ট্বা তদ্বহিঃ ঔং ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ সিংহবরায় দেবীবাহনায় নম ইতি চ তদুভয়ং বরিবস্যেৎ। তদ্বহিঃ মহাকৃষ্ণায় মৃগরাজায় দেবীবাহনায় নম ইতি তৎপূজা ॥ ৩১ ॥

দেবতানামষ্টত্রিংশৎসঙ্খ্যাকত্বাৎ তয়া সঙ্খ্যয়া শতপত্রবিভাগাসম্ভবাৎ অবশ্যং সন্ধয়ো হেয়াঃ। তথা সতি দেব্যাঃ পুরতঃ দেবতাসমসঙ্খ্যাকসন্ধয়ো গ্রাহ্যাঃ। শেষা হেয়াঃ। তত্রাপ্যুদগপবর্গলাভায় দক্ষিণস্যামারম্ভঃ, উত্তরে সমাপ্তিঃ। সর্বত্র নমঃ পদমনুষজ্যতে। ততঃ ক্ষেত্রপালাদিপূজাং বিধত্তে—তদ্বহিরিতি। তদ্বহিঃ শতপত্রবহিঃ। বাহনরূপত্বাৎ দেবীপুরত এব। যদ্বা—তদ্বহিঃ পূর্বপূজিতাষ্টত্রিংশদ্দেবতাঽধিষ্ঠানদলসন্ধিবহিঃ। তেন দেবীপুরোভাগস্ত্বর্থাৎ সিধ্যতি। তদুভয়ং ক্ষেত্রপালসিংহোভয়ম্। তদ্বহিঃ ক্ষেত্রপালসিংহবহিঃ। তৎপূজা মৃগরাজপূজা। ইতি পঞ্চমাবরণম্ ॥ ৩১ ॥

পঞ্চম আবরণ বলছেন—

শতদলে দেবীর সম্মুখস্থ অষ্টত্রিংশৎ দলসন্ধিতে জম্ভিনী, ইন্দ্র, অপ্সরাগণ, সিদ্ধগণ, দ্বাদশাদিত্য, অগ্নি, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, বিশ্বকর্মা, যম, মাতৃগণ, রুদ্রপরিচারকগণ, রুদ্রগণ, মোহিনী, নির্ঋতি, রাক্ষসগণ, মিত্রগণ, গন্ধর্বগণ, ভূতগণ, বরুণ, বসুগণ, বিদ্যাধরগণ, কিন্নরগণ, বায়ু, স্তম্ভিনী, চিত্ররথ, তুম্বুরু, নারদ, যক্ষগণ, সোম, কুবের, দেবগণ, বিষ্ণু, ঈশান, ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি, বিনায়কগণ,—এই দেবতামণ্ডলের পূজা[১] করতে হবে। তারপর শতদলের বা

১। পূজামন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ জম্ভিন্যৈ নমঃ জম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি;
ঐঁ গ্লৌঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইন্দ্রশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি; ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত অষ্টত্রিংশৎদলসন্ধির বাইরে 'ওঁং ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ' এবং 'সিংহ-বরায় দেবীবাহনায় নমঃ' এই দুই মন্ত্রে যথাক্রমে ক্ষেত্রপাল ও সিংহের পূজা করতে হবে। ক্ষেত্রপাল ও সিংহের বহির্ভাগে 'মহাকৃষ্ণায় মৃগরাজায় দেবী-বাহনায় নমঃ' এই মন্ত্রে মৃগরাজের পূজা করতে হবে ॥ ৩১ ॥

দেবতার, সংখ্যা আটত্রিশ। এই সংখ্যা দ্বারা শতপত্রের ভাগ অসম্ভব। এইজন্য, শতদলের 'দলসন্ধিগুলি' গ্রহণ করা যায় না। তা যদি হয়, তা হলে সেক্ষেত্রে দেবীর সম্মুখস্থ অষ্টত্রিংশৎ 'দলসন্ধি' গ্রহণ করতে হবে আর বাকী দলসন্ধিগুলি ত্যাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রেও উর্ধ্বগামী অপবর্গ লাভের জন্য দক্ষিণদিকে আরম্ভ ক'রে তা উত্তরদিকে সমাপ্ত হবে। সর্বত্র শেষে নমঃ পদ যোগ করতে হবে। তারপর তদ্বহিঃ ইত্যাদি বলে ক্ষেত্রপালাদির পূজার বিধান দিচ্ছেন। তদ্বহিঃ মানে শতপত্রের বাইরে। বাহন বলে দেবীর সম্মুখেই তার পূজা হবে। অথবা তদ্বহিঃ মানে পূর্বপূজিত অষ্টত্রিংশৎ দেবতার অধিষ্ঠান দলসন্ধির বাইরে। অর্থের বিচারে তা দ্বারাও দেবীর পুরোভাগ সিদ্ধ হয়। তদুভয়ং মানে ক্ষেত্রপাল ও সিংহ এই উভয়। তদ্বহিঃ মানে এখানে ক্ষেত্রপাল ও সিংহের পূজাস্থানের বাইরে। তৎপূজা মানে মৃগরাজপূজা। এই হল পঞ্চমাবরণ। ৩১।

ষষ্ঠাবরণমাহ—

সহস্রারে অষ্টধা বিভক্তে ঐরাবতায় পুণ্ডরীকায় বামনায় কুমুদায়াঞ্জনায় পুষ্পদন্তায় সার্বভৌমায় সুপ্রতীকায় নম ইতি তৎপূজা বহিঃ সুধা[১]ম্বুধের্বা। বাহ্যপ্রাকারাষ্টদিক্ষু অধ উপরি চ হেতুকাদয়ো ভৈরবক্ষেত্রপালশ্বুব্দযুক্তাঃ প্রত্যেকং ক্ষৌমাদয়শ্চ যষ্টব্যাঃ। হেতুকত্রিপুরান্তকাগ্নিযমজিহ্বৈকপাদকালকরালভীমরূপহাটকেশাচলা দশ ভৈরবাঃ ॥ ৩২ ॥

অষ্টধা বিভক্তে পঞ্চবিংশত্যুত্তরশতদলেষ্বেকৈকা দেবতা পূজ্যা। অমীযামেব দেবতানাং বিকল্পেন স্থানান্তরমাহ—বহিস্সুধাম্বুধের্বেতি। সুধাম্বুধ্যধিকরণত্বেন কল্পিতো যো দেশঃ তস্মাৎ বহিরিত্যর্থঃ। ক্রমস্তু ইন্দ্রাদীশানান্তং প্রদক্ষিণম্। অত্র নমোঽন্তমন্ত্রেষু সর্বত্র নমোঽন্তে দেবতানাম। ততঃ শ্রীপাদুকামিত্যষ্টাক্ষরীযোগঃ। যথা জম্ভিন্যৈ নমঃ জম্ভিনীশ্রী°। বাহ্যপ্রাকারেতি

১। সুরা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

প্রথমচতুরস্র ইত্যর্থঃ। হেতুকাদয়ঃ অগ্রিমসূত্রে বক্ষ্যমাণাঃ দশ অচলান্তাঃ প্রত্যেকং প্রতিমন্ত্রং ক্ষৌং ইতি আদৌ যেষাং তে যষ্টব্যাঃ পূজ্যাঃ। মন্ত্রস্বরূপং —ঐঁ গ্লৌঁ ক্ষৌং হেতুকভৈরবক্ষেত্রপালশ্রী°। এবমগ্রেঽপি যোজ্যম্। হেতুকাদয়ঃ কে ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—হেতুকত্রিপুরান্তকেতি। দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং জিহ্বাপদং অগ্নিযময়োরুভয়ত্র অন্বেতি। এবং চ অগ্নিজিহ্বেতি যমজিহ্বেতি। ভীমরূপঃ হাটকেশঃ ইত্যেকৈকম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৩২ ॥

ষষ্ঠাবরণ বলছেন—

সহস্রারকে আট ভাগ ক'রে তার প্রত্যেক ভাগে অথবা সুধাসিন্ধুর বহির্ভাগে ঐরাবতায় নমঃ পুণ্ডরীকায় নমঃ বামনায় নমঃ কুমুদায় নমঃ অঞ্জনায় নমঃ পুষ্পদন্তায় নমঃ সার্বভৌমায় নমঃ সুপ্রতীকায় নমঃ—এই সব মন্ত্রে যথানাম দিগ্গজের পূজা করতে হবে। বাহ্যপ্রাকারের অষ্টদিকে অধঃ-ঊর্ধ্ব-ক্রমে হেতুকাদির নামের সঙ্গে ভৈরবক্ষেত্রপালপদ যোগ ক'রে এবং তার আদিতে ক্ষৌং যোগ ক'রে যে যে মন্ত্র পাওয়া যাবে সেই সেই মন্ত্রে হেতুকাদি প্রত্যেকের পূজা করতে হবে। হেতুক, ত্রিপুরান্তক, অগ্নিজিহ্ব, যমজিহ্ব, একপাদ, কাল, করাল, ভীমরূপ, হাটকেশ ও অচল এই দশ ভৈরব ॥ ৩২ ॥

আট ভাগে বিভক্ত সহস্রারের প্রতিভাগে এক'শ পঁচিশটি দল পড়ে। এরূপ প্রত্যেক ভাগে একেক দেবতার পূজা হবে। 'বহিঃ সুধাঽব্ধের্বা' বলে ঐ দেবতাদের বিকল্প স্থান নির্দেশ করেছেন। যে-স্থানে সুধাসিন্ধু আছে বলে কল্পনা করা হয় তার বাইরে। ক্রম হবে পূর্বদিক থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণ-ক্রমে ঈশান পর্যন্ত। এখানে যে-সব মন্ত্রের অন্তে নমঃ পদ আছে সেই সবে সর্বত্র নমঃ পদের পর দেবতার নাম থাকবে আর তার সঙ্গে যোগ হবে শ্রীপাদুকাম্ ইত্যাদি অষ্টাক্ষর। যেমন জম্ভিন্যৈ নমঃ জম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। 'বাহ্যপ্রাকার' বলতে বুঝাচ্ছে প্রথম চতুরস্র। হেতুকাদয়ঃ মানে অগ্রে বক্ষ্যমাণ হেতুক থেকে আরম্ভ ক'রে অচল পর্যন্ত দশজন। প্রত্যেকং মানে প্রতিমন্ত্র। ক্ষৌমাদয়ঃ মানে ক্ষৌং যাদের আদিতে সে-সব। যষ্টব্যাঃ মানে পূজার্হ। মন্ত্রের রূপ—ঐঁ গ্লৌঁ ক্ষৌং হেতুকভৈরবক্ষেত্রপালশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি[১]। পরের মন্ত্রগুলিতেও এইপ্রকার যোগ করতে হবে। হেতুকাদি

১। সম্পূর্ণ মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ ক্ষৌং হেতুকভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ হেতুকভৈরবক্ষেত্রপাল-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

অন্যান্য মন্ত্র—ঐঁ গ্লৌঁ ক্ষৌং ত্রিপুরান্তকভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ ত্রিপুরান্তকভৈরব-ক্ষেত্রপালশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি; ঐঁ গ্লৌঁ ক্ষৌং অগ্নিজিহ্বভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ অগ্নিজিহ্বভৈরবক্ষেত্রপালশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি; ইত্যাদি।

কারা এই আকাঙ্ক্ষায় বলছেন—হেতুকত্রিপুরান্তক ইত্যাদি। দ্বন্দ্বসমাসের শেষে অবস্থিত জিহ্বাপদটি অগ্নি ও যম এই উভয়পদের সঙ্গে অন্বিত হবে। এইভাবে অগ্নিজিহ্ব ও যমজিহ্ব পদ দুইটি পাওয়া যাবে। ভীমরূপ ও হাটকেশ এক একজন ভৈরব। অবশিষ্টাংশ স্পষ্ট। ৩২।

দেব্যাঃ পুনঃপূজা

উক্তমর্থমুপসংহরতি—

এবং ষড়াবরণীমিষ্ট্বা পুনর্দেবীং ত্রিধা সন্তর্প্য সর্বৈরুপচারৈরুপচর্য ॥ ৩৩ ॥

ষড়াবরণপূজাঽনন্তরং কর্তব্যাং ক্রিয়ামাহ পুনরিতি। সর্বৈরুপচারৈঃ পূর্বোক্তষোড়শোপচারৈঃ ॥ ৩৩ ॥

দেবীর পুনরায় পূজা

কথিত বিষয়ের উপসংহার করছেন—

এই প্রকারে ষড়াবরণীর পূজা ক'রে পুনরায় দেবীর তিনবার তর্পণ ক'রে সর্বোপচারে পূজা করতঃ ॥ ৩৩ ॥

ষড়াবরণপূজার পর করণীয় ক্রিয়া নির্দেশ করছেন 'পুনঃ' ইত্যাদি দ্বারা। সর্বৈরুপচারৈঃ মানে পূর্বোক্ত ষোড়শোপচারে। ৩৩।

বলিদানপ্রকারঃ

অথ বলিদানপ্রকারং বক্তুং প্রক্রমতে—

পুরতো বামভাগে হস্তমাত্রং জলেনোপলিপ্য রুধিরান্নহরিদ্রাঽন্ন-মহিষপলসক্তু-শর্করাহেতুফলত্রয়-মাক্ষিকমুদ্গত্রয়-মাষচূর্ণদধিক্ষীরঘৃতৈঃ শুদ্ধোদনং সম্মর্দ্য চরণায়ুধাণ্ডপ্রমাণান্ দশপিণ্ডান্ বিধায় তত্র নিধায় কপিত্থফলমানমেকং পিণ্ডং চ তৎসমীপে সাদিমোপাদিমমধ্যমং চষকং চ নিক্ষিপ্য দশপিণ্ডান্ হেতুকাদিভ্যো মধ্যমপিণ্ডং চষকং চ চণ্ডোচ্চণ্ডায় তত্তন্মন্ত্রৈঃ দত্ত্বা বৃন্দমারাধ্য ॥ ৩৪ ॥

দেব্যা ইতি শেষঃ, 'দেবীং ত্রিধা' ইতি পূর্বসূত্রে সন্নিহিতত্বাৎ। অথ দ্রব্য-মাহ—রুধিরান্নেতি। রুধিরেণ রক্তেন যুক্তং অন্নং হরিদ্রাযুক্তং অন্নং পলং মাংসং সক্তবঃ ভর্জিতযবচূর্ণং হেতুঃ প্রথমং ফলত্রয়ং ত্রিফলা মাক্ষিকং পুষ্পরসঃ মুদ্গত্রয়ং ত্রিজাতিমুদ্গাঃ। শেষং স্পষ্টম্। এতৈঃ শুদ্ধোদনং সম্মর্দ্য মিশ্রিতং কৃত্বা। চরণায়ুধঃ কুক্কুটঃ, "কুক্কুটশ্চরণায়ুধঃ" ইত্যমরঃ। তত্র পূর্বলিপ্তদেশে।

তৎসমীপে দশপিণ্ডসমীপে। দশপিণ্ডস্থাপনং চ প্রাগাদিদশদিক্ষু, পূজায়ামাসাং দিশাং ক্লৃপ্তত্বাৎ। তত্তন্মন্ত্রৈঃ পূজায়াং ক্লৃপ্তমন্ত্রৈঃ। তত্রাপি নমোঽন্তৈরেব, ন শ্রীপাদুকেত্যাদিমন্ত্রশেষঃ। বৃন্দমারাধ্যেতি হেতুকাদিচণ্ডোচ্চণ্ডান্ত-বৃন্দ-মিত্যর্থঃ। অত্র পাঠক্রমং বাধিত্বা অর্থক্রমেণ আদৌ আরাধনং, পশ্চাৎ বলি-দানং জ্ঞেয়ম্। তত্রাপি বাধকাভাবাৎ প্রধানসন্নিকর্ষলাভায় সপ্তদশপ্রাজাপত্য-পশুবৎ পদার্থানুসময়েনাভ্যর্চনং পঞ্চোপচারৈঃ কার্যম্ ॥ ৩৪ ॥

বলিদানপ্রকার

এবার বলিদান প্রকার বলতে আরম্ভ করলেন—

দেবীর সামনে বাঁধারে এক হাত পরিমাণ স্থান জল দিয়ে লেপতে হবে। তারপর রক্তান্ন, হরিদ্রান্ন, মহিষমাংস, সক্তু, শর্করা, ত্রিফলা, মধু, তিন রকমের মুগ, মাষকলাইচূর্ণ, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত, এই সব দিয়ে শুদ্ধ অন্ন চটকিয়ে মেখে কুক্কুটাণ্ডপরিমাণ দশটি পিণ্ড এবং কপিত্থপরিমাণ একটি পিণ্ড প্রস্তুত করে উক্ত লেপা জায়গায় রাখতে হবে এবং তার কাছে অর্থাৎ দশপিণ্ডের কাছে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চষক স্থাপন করতে হবে। এবার দশ পিণ্ড হেতুকাদি দশ জন ভৈরবকে এবং মধ্যমপিণ্ড[১] ও চষক চণ্ডোচ্চণ্ড ভৈরবকে যথাবিহিত মন্ত্রে অর্পণ করতে হবে আর হেতুক থেকে আরম্ভ ক'রে চণ্ডোচ্চণ্ড পর্যন্ত অর্হণীয় বৃন্দের পূজা করতে হবে ॥ ৩৪ ॥

পুরতঃ মানে দেবীর পুরতঃ; কেননা, 'দেবীং ত্রিধা' কথাটি পূর্বসূত্রে থাকায় তা সন্নিহিত। এবার বলিদ্রব্য বলছেন—রুধিরান্নং অর্থাৎ রক্তযুক্ত অন্ন, হরিদ্রান্ন অর্থাৎ হরিদ্রাযুক্ত অন্ন, পলং অর্থাৎ মাংস, হেতুঃ অর্থাৎ প্রথম মানে মদ্য; ফলত্রয়ং অর্থাৎ ত্রিফলা, মাক্ষিকং অর্থাৎ পুষ্পরস মানে মধু, মুদ্গত্রয়ং অর্থাৎ তিন রকমের মুগ। বাকী অংশ স্পষ্ট। এই সবের দ্বারা শুদ্ধোদন সম্মর্দ্য মানে মিশ্রিত ক'রে। চরণায়ুধঃ মানে কুক্কুট। অমরকোষে আছে 'কুক্কুটশ্চরণায়ুধঃ'। তত্র মানে পূর্বে যে-জায়গা লেপা হয়েছে সেখানে। তৎসমীপে মানে দশপিণ্ডসমীপে। পূজায় পূর্বাদি দশ দিক্ বিহিত বলে পূর্বাদি দশ দিকে দশ পিণ্ড স্থাপন করতে হবে। তত্তন্মন্ত্রৈঃ মানে পূজায় বিহিত মন্ত্র দ্বারা। মন্ত্রগুলি নমঃ পদ দিয়ে শেষ হবে, শ্রীপাদুকা ইত্যাদি দিয়ে নয়। বৃন্দমারাধ্য মানে হেতুকভৈরব থেকে চণ্ডোচ্চণ্ড পর্যন্ত বৃন্দের আরাধনা ক'রে।

১। লেপা জায়গায় মাঝখানে কপিত্থপরিমাণ যে-পিণ্ড রাখা হয়েছে।

কুক্কুটাণ্ডপরিমাণ দশ পিণ্ড দশ দিকে আর কপিত্থপরিমাণ পিণ্ড মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয়।

এখানে সূত্রে যেভাবে পাঠ আছে তা বাধক হলেও অর্থক্রমে প্রথমে আরাধনা তারপর বলিদান বুঝতে হবে। সেখানেও কোনো বাধক না থাকায় প্রধানের সন্নিকর্ষলাভের জন্য সপ্তদশপ্রাজাপত্যপশুবৎ পদার্থের নিয়মিত সংযোগহেতু পঞ্চোপচারে পূজা কর্তব্য। ৩৪।

গুরুসন্তোষণম্

যথাবিভবং শ্রীগুরুং সন্তোষ্য ॥ ৩৫ ॥

যথাবিভবং স্বশক্তিং দৃষ্ট্বা। গুরুং সন্তোষ্যেত্যনেন গুরুসন্নিধাবস্যানুষ্ঠানং সূচিতম্, দূরস্থে নিত্যং সন্তোষণাসম্ভবাৎ। তেন সতি সম্ভবে গুরুসন্নিধৌ ফলাধিক্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

গুরুর সন্তোষবিধান

যথাবিভব শ্রীগুরুর সন্তোষবিধানে করতঃ ॥ ৩৫ ॥

যথাবিভবং মানে নিজের শক্তি দেখে অর্থাৎ নিজের সামর্থ্যানুসারে। 'গুরুং সন্তোষ্য' এই কথা দ্বারা গুরুর সন্নিধানে এর অনুষ্ঠান সূচিত হয়েছে। কেননা, গুরু দূরে থাকলে নিত্য তাঁর সন্তোষবিধান অসম্ভব। তা দ্বারা বুঝান হয়েছে গুরুর সন্নিধানে অনুষ্ঠান সম্ভব হলে তার ফল অধিক হয়। ৩৫।

শক্তিবটুকপূজা

শক্ত্যাদিপূজামাহ—

সম্পূর্ণযৌবনাঃ সলক্ষণা মদনোন্মাদিনীস্তিস্রঃ শক্তীরাহূয় বটুকং চৈকমভ্যর্চ্য স্নপয়িত্বা গন্ধাদিভিরলঙ্কৃত্য বার্তালীবুদ্ধ্যা একাং শক্তিং মধ্যে ক্রোধিনীস্তম্ভিনীবুদ্ধ্যা দ্বে ইতরে পার্শ্বয়োশ্চণ্ডোচ্চণ্ডধিয়া বটুকমগ্রে স্থাপয়িত্বা সর্বৈর্দ্রব্যৈঃ সন্তোষ্য মম শ্রীবার্তালীমন্ত্রসিদ্ধির্ভূয়াদিতি তাঃ প্রতি বদেৎ তাশ্চ প্রসীদন্ত্বধিদেবতা ইতি ব্রূয়ুঃ ॥ ৩৬ ॥

উক্তং রতিরহস্যে

ষোড়শাব্দং সমারভ্য পঞ্চবিংশৎসমাবধি।
রমণী পূর্ণতারুণ্যা তত্র ভোগোঽতিসৌখ্যদঃ ॥ ইতি ॥

লক্ষণেন নেত্ররমণীয়রূপেণ মদনোন্মাদিনীঃ মদনবর্ধিনীঃ আহূয়াভ্যর্চ্যেতি শক্তিষু বটুকে চান্বেতি। স্নপনং চাত্রাভ্যঙ্গরূপম্। তচ্চ পূজায়াং স্নানাবসরে কর্তব্যম্। ততো গন্ধাদিভিরলঙ্কুর্যাৎ। আদিপদেন বস্ত্রভূষণাদি গ্রাহ্যম্। অগ্রে তাসামগ্রে সর্বৈর্দ্রব্যৈরিতি বারাহীপূজায়াং বিহিতপ্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়ৈরিত্যর্থঃ। তাঃ ইত্যনেন প্রার্থনং সুবাসিনীনামেব ন বটুকস্য ॥ ৩৬ ॥

শক্তি ও বটুকের পূজা

শক্তি-আদির পূজা বলছেন—

পূর্ণযৌবনা সলক্ষণা মদনবর্ধিনী তিন জন শক্তি ও একজন বটুককে আহ্বান ক'রে এনে তাঁদের স্নান করিয়ে গন্ধাদি দ্বারা শোভিত ক'রে অভ্যর্চনা করতে হবে। বার্তালীবুদ্ধিতে একজন শক্তিকে মধ্যস্থলে, ক্রোধিনীবুদ্ধিতে ও স্তম্ভিনীবুদ্ধিতে অপর দুইজনকে দুই পার্শ্বে, আর তাঁদের সম্মুখে চণ্ডোচ্চণ্ডবুদ্ধিতে বটুককে স্থাপন করতঃ সর্বদ্রব্যের দ্বারা তাঁদের সান্তোষবিধান করতে হবে। তারপর শক্তিদের কাছে নিবেদন করতে হবে, আমার বার্তালীমন্ত্রসিদ্ধি হোক এবং তাঁরাও বলবেন, অধিদেবতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ৩৬ ॥

রতিরহস্যে বলা হয়েছে—ষোল বছর থেকে আরম্ভ ক'রে পঁচিশ বছর পর্যন্ত বয়সের রমণী পূর্ণযৌবনা। সেক্ষেত্রে ভোগ অত্যন্ত সুখদায়ক।

সলক্ষণা এই পদের লক্ষণের দ্বারা বুঝান হয়েছে নেত্ররমণীয়রূপে। মদনোন্মাদিনীঃ মানে মদনবর্ধিনী। আহূয় ও অভ্যর্চ্য পদ দুটির অন্বয় হবে শক্তীঃ ও বটুকং এই উভয় পদের সঙ্গে। স্নপনং মানে এখানে অভ্যঙ্গ স্নান। পূজাকালে যেখানে স্নানের বিধান আছে সেখানে এই স্নান কর্তব্য। তারপর গন্ধাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করতে হবে। আদিপদের দ্বারা বস্ত্রভূষণাদি গৃহীত হয়েছে। অগ্রে মানে শক্তিদের সামনে। সর্বৈর্দ্রব্যৈঃ বলতে বুঝাচ্ছে বারাহীপূজায় বিহিত প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের দ্বারা। তাঃ পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে—প্রার্থনা করতে হবে সুবাসিনীদের কাছে, বটুকের কাছে নয়। ৩৬।

মন্ত্রসাধনম্

এবং পূজামুপসংহৃত্য অগ্রে কর্তব্যং বিধত্তে—

এবং সপরিবারামুদারাং ভূদারবদনামুপতোষ্য লক্ষং পুরশ্চরণং কৃত্বা তদ্দশাংশং তাপিঞ্ছকুসুমৈর্হুত্বা মন্ত্রং সাধয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

এবমুক্তপ্রকারেণ সপরিবারাং আবরণদেবতাসহিতাং উদারাং ফলদানশৌণ্ডাং ভূদারস্য ক্রোড়স্য বদনমিব বদনং যস্যাস্তাম্। লক্ষং পুরশ্চরণং কৃত্বা ইতি কথনং তন্ত্রান্তরোক্তপুরশ্চরণধর্মপ্রাপকম্ ॥

পুরশ্চরণপ্রকারঃ

তে চ ধর্মাঃ পরমানন্দতন্ত্রে—

পুরশ্চরণযোগেন মন্ত্রসিদ্ধিং সমাশ্রয়ন্।
কামান্ সুসাধয়েৎ সর্বান্ বিধিনা পরমেশ্বরি।
তদ্বিধানং শৃণু দেবি বিস্তরেণ ব্রবীমি তে ॥

ইত্যারভ্য

পুরস্কুরোতি যো নৈবং তস্য বিদ্যা পরাঙ্মুখী ॥

ইতি নিন্দয়া পুরশ্চরণস্যাবশ্যকত্বং দর্শয়িত্বা "অশক্তশ্চেৎ দেশিকেন ব্রাহ্মণেন চ কারয়েৎ" ইত্যনেন কর্তৃপ্রতিনিধিমুক্ত্বা তদ্বিধিং দেশং কালং নিয়মাংশ্চাহ—

অশয়ানে হরৌ কালে দীক্ষোক্তশুভসংযুতে।
মনঃপ্রসাদো যত্রাস্তি তত্র পুণ্যে সমাচরেৎ ॥
পুরশ্চরণকং দেবি পঞ্চাঙ্গং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
জপো হোমস্তর্পণং চ মার্জনং ব্রহ্মভোজনম্ ॥
পূর্বপূর্বদশাংশেন চাঙ্গং স্যাদুত্তরোত্তরম্।
জপস্তু লক্ষসঙ্খ্যাকো হোমাদিস্তদ্দশাংশকঃ ॥
প্রত্যহং বা সমাপ্তৌ বা লক্ষান্তে বা মহেশ্বরি।
সাধিতাগ্নৌ নিত্যবত্তু হুত্বা হোমেন হোময়েৎ ॥
চতুস্তারং মুখে ক্ষিপ্ত্বা মূর্ধান্তেন মহেশ্বরি।
পায়সং বিল্বপত্রং বা দ্রাক্ষাং পুণ্য[১]ফলানি বা ॥
করবীরং কিংশুকং বা কমলং বা কুসুম্ভকম্।
মধূকং চ জপাং বাঽপি চান্যদ্বা শুভগন্ধযুক্ ॥
এতেষাং কুসুমং তদ্বৎ গব্যং ক্ষীরং ঘৃতং তথা।
পুষ্পানি তু সমগ্রাণি কৌসুম্ভং দশসঙ্খ্যকম্ ॥
অন্নানং সুপ্রসন্নং চ হোমকর্মণি যোজয়েৎ।
কর্ষদ্বয়ন্যূনফলং সমগ্রং হোম[২]য়েৎ তদা ॥
ততোঽধিকফলস্যেহ খণ্ডং স্যাৎ কর্ষতোঽধিকম্।
ঘৃতশ্রীখণ্ডাগরূণাং মাষত্রয়মিতং ভবেৎ ॥
ষষ্ঠিতণ্ডুলজং তদ্বৎ পায়সং সংপ্রকীর্তিতম্।
ক্ষীরং কর্ষমিতং জ্ঞেয়মেবমন্যন্মহেশ্বরি ॥
শূদ্রাণাং চ তথা স্ত্রীণাং হোমো নৈব ভবেচ্ছিবে।
উৎকটেচ্ছাভক্তিযুক্তশূদ্রস্য স্যান্নমোন্ততঃ ॥
অথবা ব্রাহ্মণদ্বারা হোমঃ কর্তব্য এব তু।
সর্বত্রায়ং বিধিঃ প্রোক্তঃ পূজাঽঽদিষু মহেশ্বরি ॥

১। বিম্ব ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। যোজ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

হোমাভাবে দ্বিগুণতঃ তৎসংখ্যায়া জপঃ স্মৃতঃ ॥
অশক্ত্যা যস্য চাঙ্গস্য লোপস্তদ্দ্বিগুণো জপঃ ॥
ব্রাহ্মণস্য দ্বিগুণতঃ ক্ষত্রিয়স্য ত্রিধা স্মৃতঃ ।
চতুর্ধা তু বিশঃ পঞ্চগুণঃ শূদ্রস্য বৈ জপঃ ॥
অশক্তবৃদ্ধস্ত্রীণাং তু সিদ্ধির্জপদ্বিজার্চনাৎ ।
অঙ্গদ্বয়েনৈব তেষাং পুরশ্চরণকং ভবেৎ ॥
দুগ্ধেন গন্ধতোয়েন তর্পয়েদ্বাঽপি মূলতঃ ।
জলে দেবীং[1] সমাবাহ্য সম্পূজ্যৈব তু পূর্ববৎ ॥
স্বমূর্ধ্নি দেবতাং ধ্যাত্বা তীর্থমাবাহ্য সুন্দরি[2] ।
মার্জয়েন্মূলমনুনা মার্জয়ামীতি বৈ শিবে ॥
ব্রাহ্মণান্ বিবিধৈর্দেবি উপচারৈস্তু পূজয়েৎ ।
আদৌ ভূমিগ্রহং কুর্য্যাৎ পূর্বস্মিন্ দিবসে শিবে ॥
সঙ্কল্প্যামুকমন্ত্রস্য পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ।
ময়েয়ং গৃহ্যতে ভূমির্মন্ত্রো মে সিধ্যতামিতি ॥
গ্রামে ক্রোশমিতং তদ্বন্নগরে দ্বিগুণং ভবেৎ ।
অন্যত্র তু যথেচ্ছং স্যাৎ পুণ্যারণ্যাদিষু প্রিয়ে ॥
তদ্দিক্ষু ক্ষীরবৃক্ষোত্থান্ কীলান্ বৈতস্তিকান্ শিবে ।
মূলাস্ত্রেণাভিমন্ত্র্যাথ পূর্বাদিদশদিক্ষু তান্ ॥
নিখনেৎ তেষু গন্ধাদ্যৈরস্ত্রেণাভ্যর্চ্য দিক্পতীন্ ।
মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ তত্তন্মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥
এহীন্দ্র পূর্বদিগ্ভাগে পূজিতো বস কীলকে ।
মাং পালয় ততো নির্বিঘ্নেন কার্যং চ সাধয় ॥
পুনঃ সাধয় বৈ মাষ ততো ভক্তবলিং তথা ।
গৃহ্ণন্ত্বয়ং ততো মূর্ধা[3] রামবেদাক্ষরো মনুঃ ॥
তত্তদ্দিশাদেবনামসংযোগাদন্যমন্ত্রকাঃ[4] ।
নৈতৎ সুরালয়ে কুর্যাৎ যতস্তৈঃ পূর্বসংগ্রহাৎ ॥

১। জপেদ্দেবীং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। পূর্ববৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
৩। মূর্ধ্না ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
৪। কান্ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

তন্মধ্যে গণপং ক্ষেত্রপালং বাস্তীশমর্চয়েৎ।
পূর্ববৎ কূর্মচক্রং তু পূজয়েৎ তদনন্তরম্ ॥
নবকোষ্ঠেষু পূর্বাদীশান্তকোষ্ঠেষু বৈ ক্রমাৎ।
বিলিখেৎ কাদ্যষ্টবর্গান্ মধ্যে কোষ্ঠে তু পূর্বতঃ ॥
দ্বন্দ্বং স্বরাণাং সংলিখ্য কূর্মং ভক্ত্যা সমর্চয়েৎ।
প্রাগাদিনবকোষ্ঠেষু ক্ষেত্রপালান্নবার্চয়েৎ ॥
অমৃতং বৃষভং শৈলরাজং বাসুকিমেব চ।
অর্থকৃচ্ছক্তিপদ্মাদিযোনীন্ শঙ্খং মহাদিকম্ ॥
ছায়াছত্রগণং চেতি ক্রমাৎ সম্পূজয়েৎ বুধঃ।
দীপস্থানং তত্র দেবি জানন্ সংসাধয়েন্মনূন্ ॥
তৎকূর্মস্য মুখং দেবি দীপস্থানং প্রকীর্তিতম্।
দীপ্যন্তে মনবো যত্র দীপস্থানং ততস্তু তৎ ॥
গৃহনামাদ্যক্ষরং তু যত্র কোষ্ঠে স্থিতং শিবে।
তৎকূর্মমুখমুদ্দিষ্টং নির্বিঘ্নং তত্র সিধ্যতি ॥
মধ্যং পৃষ্ঠং তস্য চাথ[1] পুচ্ছং পার্শ্বেষু বৈ ক্রমাৎ।
হস্তযুগ্মং পাদযুগ্মং পার্শ্বযুগ্মং প্রকীর্তিতম্ ॥
মুখে পৃষ্ঠে চোত্তমং স্যাৎ মধ্যমং হস্তযুগ্মকে।
অন্যত্র তু নিষিদ্ধং স্যাদেষ দেবি ত্রিধা স্থিতঃ ॥
দেশকূর্মং গ্রামকূর্মং গৃহকূর্মমিতীশ্বরি।
ভাবয়েৎ তত্র তত্রৈব প্রোক্তরীত্যা বিচিন্তয়েৎ ॥
মুখ্যং ফলং ত্রয়াণাং তু লাভঃ স্যাদেকমেব বা।
তত্রোক্তপরকূর্মং তু পূজয়েৎ তত্র বৈ জপেৎ ॥
কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ মহাকালে তথৈব চ।
পর্বতে চ গুভারণ্যে সমুদ্রস্যোপকূলকে ॥
কাশ্যাং চ চিন্তনং নৈব দীপস্থানস্য শঙ্করি।
নিজে গৃহে যথোক্তং স্যাৎ গোষ্ঠেঽশ্বত্থতীর এব চ ॥
দ্বিগুণং কূলবৃক্ষাধঃ পর্বতাগ্রে ত্রিধা ফলম্।
অব্ধিসংযুক্তসরিত্তীরে পুণ্যস্রোতস্তটে তথা ॥

১। চাধঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

স্বয়ম্ভুদেবগেহে চ শতধা ফলমুচ্যতে।
পশ্চিমাভিমুখে নন্দিশূন্যে ত্বেব[1] শিবালয়ে ॥
তথা নার্মদলিঙ্গস্য চালয়ে গুরুসন্নিধৌ।
অনন্তসঙ্খ্যং তু ফলং মনঃকান্তিবিশেষতঃ ॥
দীপনাথস্য মন্ত্রাণামাদ্যমেকাক্ষরং যথা।
তথাঽহরিমন্ত্রা অপি চ সিধ্যন্তি দৃঢ়[2]মীশ্বরি ॥
তত্র স্থিত্বা জপেল্লক্ষং হবিষ্যাশী সমাহিতঃ।
মন্ত্রসাধনকামস্তু যুগসঙ্খ্যাকলক্ষকম্ ॥
আদৌ শুভদিনে কেশান্ বাপয়িত্বা মহেশ্বরি।
অযুতং প্রজপেৎ তত্র তদ্গায়ত্রীং সমাহিতঃ ॥
তেনাধিকারী ভবতি পুরশ্চরণসাধনে।
তদাদিনিয়মং কুর্যাৎ প্রযত্নেন তু সাধকঃ ॥
শুদ্ধং স্বচ্ছং তথা বাসঃ স্থানমঙ্গং চ মূর্ধজাঃ।
সুগন্ধামলকৈঃ কেশশোধনং বন্ধনং তথা ॥
পঞ্চতিক্তমুখো নিদ্রাজিম্ভালস্যাদিবর্জিতঃ।
নিষ্ঠীবনং ভয়ং নীচস্পর্শভাষণমেব চ ॥
অকার্যভাষণং ক্রোধং চিত্তচাঞ্চল্যমেব চ।
বর্জয়েচ্চ মহেশানি সদা নিয়তমানসঃ ॥
আহারস্তু ফলং ক্ষীরং মূলং তদ্বদ্ধবিষ্যকম্।
ভুঞ্জীয়াদ্রাত্রিসময়ে শয়নং স্থণ্ডিলেঽথবা ॥
কুশাসনেঽজিনে শ্বেতকম্বলে ধৌতবাসসি।
জপস্থানসমীপে তু শয়নং প্রত্যহং ভবেৎ ॥
ব্রহ্মচর্যং সদা কুর্যাৎ কায়বাঙ্মানসৈঃ শিবে।
ত্রিকালং বা দ্বিকালং বা স্নানং স্যাৎ প্রাতরেব বা ॥
ত্রিকালং বা দ্বিকালং বা সকৃদ্বা দেবতাঽর্চনম্।
আমধ্যাহ্নং চ দেবেশি জপং কুর্যাৎ তথাঽন্বহম্ ॥
মূলাভিমন্ত্ররহিতং ন পিবেন্ন চ ভক্ষয়েৎ।
কদলীমধুপর্ণেষু পালাশে মধ্যবর্জিতে ॥

১। ত্বেবং ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।
২। হৃত ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

হিতং মিতং চ ভুঞ্জীয়াৎ দেবতায়ৈ নিবেদিতম্ ।
এলালবঙ্গকর্পূরজাতীপত্রফলাত্মকম্ ॥
পঞ্চতিক্তং তেন যুতং তাম্বূলং নিশি ভক্ষয়েৎ ।
ন বদেদপ্রিয়ং মিথ্যাং বহুভাষণমেব চ ॥
অর্কচ্ছায়াং স্নুহিচ্ছায়াং করঞ্জস্যাপি সুন্দরি ।
নৈবাক্রমেদ্বিভীতস্য ছায়াং চাপি ক্বচিচ্ছিবে ॥
মৌনেন ভোজনং স্নানমপ্রতিগ্রহ এব চ ।
ক্ষৌরমুষ্ণজলস্নানগীতবাদ্যনিষেবণম্ ॥
অনৃতুস্ত্রীসঙ্গমং চ কঞ্চুকোষ্ণীষধারণম্ ।
অন্ধকারে চ শয়নং বর্জয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥
অন্যানপি যথাশাস্ত্রং নিয়মানাচরেৎ প্রিয়ে ।
নিয়মাংস্তু পরিত্যজ্য য ইচ্ছেন্মন্ত্রসাধনম্ ॥
চণ্ডভানুং সমাশ্রিত্য শীতলং বাঞ্ছতি ধ্রুবম্ ।
স্ত্রীণাং তথা রোগিণাং চ বৃদ্ধানামপি সুন্দরি ॥
যথাশক্তি ভবেদেতন্নিয়মানাং তু ধারণম্ ।
আদৌ গুরুং ব্রাহ্মণাংশ্চ দেবতাং প্রণমেৎ বুধঃ ॥
সঙ্কল্প্য গণনাথার্চাং পুণ্যাহং বাচয়েৎ তথা ।
গুর্বাদ্যাজ্ঞাং সমাদায় জপং কুর্যাত্তু ভক্তিতঃ ॥
বিন্যস্য মূলবিদ্যাং তু প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ।
সামান্যকলশোদেন পঞ্চতিক্তং নিবেদয়েৎ ॥
মূলাভিমন্ত্রিতং তচ্চ মুখে সংস্থাপ্য সাধকঃ ।
গৃহীত্বা বামপাণৌ তু পাত্রস্থাং জপমালিকাম্ ॥
কলশোদকবিপ্রুড়্ভিঃ প্রোক্ষ্য সংপ্রার্থয়েচ্ছিবে ।
ওঁ মালে ত্বং মহামায়ে সর্বশক্তিস্বরূপিণি ॥
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ।
সম্পূজ্য মন্ত্রযোগেন গৃহীত্বা দক্ষহস্তকে ॥
মায়া[1]সিদ্ধ্যৈ চ হৃদয়ং পঞ্চার্ণঃ পূজনে মনুঃ ।
অবিঘ্নং কুরু পশ্চাদ্বৈ মে মালেতি শিরস্তথা ॥

১। ময়া ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

গমাদ্যং গ্রহণে চৈব রুদ্রবর্ণঃ স্মৃতো[২] মনুঃ।
মূর্ধ্নি সংস্থাপ্য মালাং তু মাতৃশৃঙ্গাটকং বিলেৎ[৩]॥
তন্ময়ীং মূলবিদ্যাং তু মুখে হৃদি পরাম্বিকাম্।
তদ্বাচ্যাং তন্ময়ং নাথমাজ্ঞায়াং তু বিভাবয়েৎ॥

ইত্যাদিনা। কিং চ দ্রব্যমানে বিশেষো দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াম্—

কস্তূরীকুঙ্কুমশশিগুঞ্জামাত্রং হুনেচ্ছিবে॥ ইতি॥

তর্পণে বিশেষো যোগিনীতন্ত্রে—

নদ্যাদৌ বা শুভে তোয়ে পাত্রস্থে বাঽপি দেবতাম্।
আবাহ্য মূলমনুনা তর্পয়ামীতি তর্পয়েৎ॥ ইতি॥

তত্রৈব—

দেবতীর্থেনাঞ্জলিনা জলদানং তু তর্পণম্।
মার্জনং তু কুশৈর্বাঽপি নিষিঞ্চেৎ তত্ত্বমুদ্রয়া॥ ইতি॥

স্থানে বিশেষো যোগিনীতন্ত্রে—

প্রত্যগ্‌ভিন্নমুখে নন্দিযুক্তে হানিঃ শিবালয়ে॥ ইতি॥

কিং চ তত্রৈব—

অপ্রসন্নং মনো যত্র তত্রোত্তমতমেঽপি চ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ন ভবতি যথোক্তানুষ্ঠিতাবপি॥ ইতি॥

জপসঙ্খ্যায়াং বিশেষঃ একবীরাকল্পে—

ভাবনারহিতানাং তু ক্ষুদ্রাণাং ক্ষুদ্রচেতসাম্।
চতুর্গুণো জপঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধয়ে নান্যথা ভবেৎ॥ ইতি॥

যোগিনীতন্ত্রেঽপি—

অসংযতাত্মনামুক্তো জপঃ ষোড়শধা ভবেৎ॥ ইতি॥

জপে গৌণকালো যোগিনীতন্ত্রে—

সঙ্কটে তু দিনস্যান্তং তৃতীয়াংশং পরিত্যজেৎ॥ ইতি॥

পুরশ্চরণসঙ্কল্প উক্তো যোগিনীতন্ত্রে—

তিথ্যাদ্যুক্ত্বা গোত্রনামদ্বয়মুল্লিখ্য শঙ্করি।
শ্রীবিদ্যাসিদ্ধিবৈদ্বারা মহাত্রিপুরসুন্দরী॥
প্রীত্যর্থং দিনসঙ্খ্যাং চ জপসঙ্খ্যাং সমুল্লিখন্।
পঞ্চাঙ্গং পুরশ্চরণং করিষ্য ইতি বৈ বদেৎ॥ ইতি॥

২। রুদ্রবর্ণযুতো ইতি পাঠান্তরঃ তত্রৈব।
৩। শৃঙ্গাটকেঽম্বিকে ইতি পাঠান্তরঃ তত্রৈব।

দ্বিত্রিকালপূজায়াং বিশেষো যোগিনীতন্ত্রে—

দ্বিত্রিকালার্চনে দেবি উপচারাংস্তথাঽঽবৃতম্।
আবর্তয়েদ্ধোমমপি চান্যৎ সর্বং সকৃৎ ভবেৎ ॥ ইতি ॥

জপনিয়মাঃ মনোনিগ্রহসাধ্যাঃ বহবঃ সন্তি তন্ত্রেষু। তেষামনুষ্ঠানে মনোনিগ্রহস্য মুখ্যতয়া তৎসাধয়িতুরিদানীমভাবাৎ তাদৃশং জপাঙ্গধর্মানুষ্ঠানমপি সম্প্রতি কালেঽননুষ্ঠেয়মিতি তে ধর্মাঃ আভ্যন্তরাঃ ন লিখ্যন্তে। যদ্যনুষ্ঠানসমর্থাস্তর্হি তন্ত্রেভ্যো জানন্তু ॥

তদ্দশাংশং জপদশাংশম্। তাপিঞ্ছকুসুমৈঃ, "কালস্কন্ধস্তমালঃ স্যাৎ তাপিঞ্ছোঽপ্যথ সিন্ধুকঃ" ইত্যমরঃ। মন্ত্রং সাধয়েৎ ইত্যনেন কেবললক্ষজপে নৈব পর্যাপ্তিঃ। কিং তু তন্ত্রান্তরোক্তানি যানি চিহ্নানি মন্ত্রসিদ্ধিসূচকানি, তাবৎপর্যন্তমনুষ্ঠানং কুর্যাদিতি জ্ঞাপিতম্ ॥

মন্ত্রসিদ্ধিচিহ্নানি

মন্ত্রসিদ্ধিচিহ্নানি তন্ত্রান্তরেষু। তত্রাদৌ বক্রতুণ্ডকল্পে—

চিত্তপ্রসাদো মনসশ্চ তুষ্টিরল্পাশিতা স্বপ্নপ[1]রাঙ্মুখত্বম্।
স্বপ্নেষু যানাদ্যুপলম্ভনং তু সিদ্ধস্য চিহ্নানি ভবন্তি সদ্যঃ ॥ ইতি ॥

ভৈরবীতন্ত্রে—

জ্যোতিঃ পশ্যতি সর্বত্র শরীরং বা প্রকাশযুক্।
নিজং শরীরমথবা দেবতাময়মেব হি ॥ ইতি ॥

নারদপাঞ্চরাত্রে—

মন্ত্রারাধনসক্তস্য প্রথমং বৎসরত্রয়ম্।
জায়ন্তে বহবো বিঘ্নাঃ নিয়মস্থস্য নারদ ॥
নোদ্বেগং সাধকো যাতি কর্মণা মনসা যদি।
তৃতীয়বৎসরাদূর্ধ্বং রাজানশ্চ মহীভৃতঃ ॥
প্রার্থয়ন্তেঽনুরোধেন গর্বিতা অপি মানিনঃ।
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং নাথ মমোদ্ধরণকারণম্ ॥
প্রজ্বলন্তং চ পশ্যন্তি তেজসা বিভবেন চ।
অতস্তে মুনিশার্দূল নিষ্ঠুরং বক্তুমক্ষমাঃ ॥

১। চিত্তপ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

নবমাদ্ বৎসরাদূর্ধ্বং স্বয়ং সিধ্যতি মন্ত্ররাট্ ।
নানাশ্চর্যাণি হৃদয়ে মন্ত্রসিদ্ধিময়ানি বৈ ॥
অত্যানন্দপ্রদান্যাশু প্রত্যক্ষেণ বহিস্তথা ।
জড়ধীস্তু ক্ষণং বিপ্র ক্ষণমস্তি প্রহর্ষিতঃ ॥
ক্ষণং দুন্দুভিনির্ঘোষং শৃণোত্যেবান্তরিক্ষতঃ ॥
ক্ষণং চ মধুরং বাদ্যং নানাগীতসমন্বিতম্ ॥
আজিঘ্রতি ক্ষণং গন্ধান্ কর্পূরমৃগনাভিজান্ ।
উৎপতন্তং ক্ষণং বাপি পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা ॥
চন্দ্রার্ককিরণাকীর্ণং ক্ষণমালোকয়েন্নভঃ ।
তারকাণি বিচিত্রাণি যোগিনো নভসি স্থিতান্ ॥
ক্ষণং মেঘোদয়ং পশ্যেৎ ক্ষণং রাত্রিং দিনে সতি ।
রাত্রৌ চ দিবসালোকং সসূর্যং ক্ষণমীক্ষতে ॥
বলেন[১] পরিপূর্ণশ্চ তেজসা ভাস্করোপমঃ ।
পূর্ণেন্দুসদৃশঃ কান্ত্যা গমনে বিহগোপমঃ ॥
স্বল্পাশনেনাশক্তো বহুনাঽপি ন খিদ্যতে ।
বিণ্মূত্রয়োরপ্যল্পত্বং ভবেন্নিদ্রাজয়স্তথা ॥
জপধ্যানগতো মন্ত্রী ন খেদমধিগচ্ছতি ।
বিনা ভোজনপানাভ্যাং পক্ষমাসাদিকং মুনে ॥
ইত্যেবমাদিভিশ্চিহ্নৈঃ মহাবিস্ময়কারিভিঃ ।
প্রবৃত্তৈঃ সম্প্রবোদ্ধব্যং প্রসন্নো মন্ত্ররাডিতি ॥

বোধায়নঃ—

সিদ্ধেস্তু ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তা হ্যযাচকঃ ॥ ইতি ।

প্রপঞ্চসারে—

ততোঽস্য প্রত্যয়াস্ত্বেবং জায়ন্তে জপতো মনুম্ ।

ইত্যারভ্য—

অর্কাভস্তেজসাঽসৌ ভবতি নলিনজা সন্ততং কিঙ্করী স্যা-
দ্রোগা নশ্যন্তি দৃষ্ট্বা তমথ চ ধনধান্যাকুলং তৎসমীপম্ ।
দেবা নিত্যং নমোঽস্মৈ বিদধতি ফণিনো নৈব দংশন্তি পুত্রাঃ
সম্পন্নাঃ স্যুঃ সপুত্রাস্তনুবিপদি পরং ধাম বিষ্ণোঃ স ভূ [য়া]য়াৎ ।

১। জপেন ইতি পাঠান্তরঃ তত্রৈব ।

শুভাশুভস্বপ্নাঃ

পরমানন্দতন্ত্রেঽপি—

সাধকস্য তু সিদ্ধের্বৈ চিহ্নানি শৃণু শঙ্করি।
আচার্যদর্শনং চিত্তপ্রসাদোঽল্লাশনং তথা॥
অল্পনিদ্রা মনোল্লাসঃ সিদ্ধিচিহ্নানি শঙ্করি।
অথ স্বপ্নান্ প্রবক্ষ্যামি শুভাংশ্চৈব তথেতরান্॥
উপাস্য দেবতারূপং প্রাসাদং স্ফটিকোপমম্।
গুরুপ্রিয়জনং পূর্ণচন্দ্রং সূর্যং সরিৎপতিম্॥
পূর্ণাং নদীং তটাকং চ প্রফুল্লকমলাকরম্।
যন্ত্ররাজং মহাদেবলিঙ্গং হৈরণ্যপর্বতম্॥
দৃষ্ট্বা সিদ্ধিস্তথা নৌকাতরণং স্বস্য বৈ জয়ঃ।
জ্বলদগ্নিং হংসচক্রবাকসারসবর্হিণঃ॥
অশ্বযুগ্রথমধ্যস্থং শ্বেতছত্রাদিভূষণম্।
দীপপঙ্ক্তিং শ্বেতমাল্যং দিব্যস্ত্রীণাং কদম্বকম্॥
ফুল্লবৃক্ষং চারুমাংসং খে যানমভয়ং তথা।
শ্বেতাশ্ববৃষভৌ মত্তবারণং তেষু রোহণম্॥
বিমানগমনং মদ্যপানং মাংসস্য ভক্ষণম্।
বিষ্ঠালেপং রক্তলেপং দধিলেপং চ ভক্ষণম্॥
রাজ্যাভিষেকং রত্নাদিভূষণং চৈবমাদিকম্।
হর্ষহেতুকরং চিত্রং স্বপ্নং বিদ্যাচ্ছুভাবহম্॥
এতন্নিবেদনবিধিং শৃণু বক্ষ্যামি সুন্দরি।
প্রাতঃ স্নানং চ সন্ধ্যাঽঽদি বিধায় গুরুসন্নিধৌ॥
তৎসমানসমীপে বা দেবতানিকটেঽথবা।
নত্বা কৃতাঞ্জলিঃ সর্বং বাচ্যং দৃষ্টবদেব হি॥
শুভস্বপ্নে পুনঃ স্বাপো ন কর্তব্যঃ কদাচন॥ ইতি॥

অথ পুরশ্চরণে অনুষ্ঠীয়মানে অশুভস্বপ্নানি তত্রৈব—

অথাশুভাংস্তু স্বপ্নান্ বৈ প্রবক্ষ্যামি শৃণু প্রিয়ে।
কাককঙ্কোলূকগৃধ্রান্ খরমার্জারমাহিষান্॥
চণ্ডালং কৃষ্ণপুরুষং স্ত্রিয়ং বা বিকটাং তথা।
শূন্যগর্তং শুষ্কবৃক্ষং নদীপুষ্করবাপিকাঃ॥

তৈলাভ্যঙ্গং কণ্টকযুগবৃক্ষং প্রাসাদভঞ্জনম্ ।
উন্মত্ততাং নগ্নতাং চ ভীততাং স্বাত্মনস্তথা ॥
সঙ্কটেন সমাযোগং পশ্যন্ শান্তিং সমাচরেৎ ॥ ইতি ॥

অশুভস্বপ্নশান্তিঃ

এবং অশুভে শান্তিরুক্তা তত্রৈব—

দর্শনে চাশুভস্যাথ শান্তিং বক্ষ্যামি সংশৃণু ।
মন্ত্ররাজং পঠিত্বা তু নৃসিংহং প্রার্থ্য বৈ জপেৎ ॥
নৃসিংহবীজং দেবেশি শুচির্ভূত্বা হ্যুদঙ্মুখঃ ।

প্রথমং মন্ত্ররাজজপঃ, ততঃ—

নৃসিংহায় নমো দোষান্ জহি দুঃস্বপ্নজান্ মম ।
যতঃ স্বপ্নাধিপস্ত্বং বৈ সর্বেষাং ফলদো মতঃ ॥

অনেন প্রার্থনং, ততো নৃসিংহবীজজপঃ। মন্ত্ররাজঃ কঃ? নৃসিংহবীজং কি? ইতি। তদুক্তং তন্ত্রে ঊর্ধ্বাম্নায়ে—

উগ্রং বীরং চাথ মহাবিষ্ণুং চাথ জ্বলং চ তম্ ।
সর্বতশ্চ মুখং পশ্চাৎ নৃসিংহং ভীষণং তথা ॥
ভদ্রং বৈ মৃত্যুমৃত্যুং বৈ নমাম্যহং রদনাক্ষরঃ ।
মন্ত্ররাজ ইতি খ্যাতঃ সর্বত্রায়ং সুগোপিতঃ ॥
নৃসিংহবীজং দেবেশি বক্ষ্যামি প্রাণবল্লভে ॥
পৃথ্বী স্পর্শযুতা জ্বালা বিন্দ্বাঢ্যেতি সমীরিতম্ ॥ ইতি ॥

নৃসিংহমন্ত্রোদ্ধারে চ অথ পশ্চাৎ তথা বৈ ইত্যপহায় দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রঃ। পৃথ্বী—ক্ষ, স্পর্শঃ—র, জ্বালা—ঔ, বিন্দুযোগে ক্ষ্রৌঁ ইতি জ্ঞেয়ম্। অথ স্বপ্নফলকালেয়ত্তা তত্রৈব—

বর্ষেণ চ তদর্ধেন তদর্ধেন চ মাসতঃ ।
আদ্যযামাদিতো জ্ঞেয়ং ফলং যামচতুষ্টয়ে ॥ ইতি ॥

মনুজাপিশয়নধর্মাঃ

জপস্থানে শয়নং কর্তব্যমিত্যুক্তম্। তত্র ধর্মাঃ—

ভুক্ত্বৈব তু জপস্থানসমীপে শয়নং চরেৎ ।
মূলেন সপ্তাভিমন্ত্র্য প্রার্থয়েৎ দেবতাগণম্ ॥

অত্র শয়নং আস্তরণং তদভিমন্ত্রণং মূলেন—

অত্র দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদাশাপালা মরুদ্গণাঃ ।
রক্ষন্তু মাং মন্ত্রসিদ্ধ্যৈ যতন্তং বিঘ্নধেশ্বরাঃ ॥

মহাবিদ্যা সাধকস্য ভূতবেতালকাদয়ঃ।
বিঘ্নং কুর্বন্তি সততং তেভ্যো রক্ষতু মাং শিবঃ॥
ভৈরবা মাতৃসহিতাঃ কোটিশঃ সঞ্চরন্তি বৈ।
সিদ্ধিনাশায় লোকস্য তেভ্যো রক্ষতু শঙ্করঃ॥
সুপ্তং সর্পাদিরূপেণ সাধকং ভীষয়ন্তি বৈ।
সিদ্ধিলোপায় দেবাদ্যাঃ শূলপাণিস্ততোঽবতু॥
অনন্তমূর্ত্তি দেবেষা ধরা যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতা।
তেন সত্যেনাবতু মামনন্তঃ সর্বরক্ষকঃ[1]॥
নমঃ স্বপ্নাধিপতয়ে রুদ্রায়ামিততেজসে।
ইষ্টার্থান্ সম্যগাচক্ষ নাশয়ানিষ্টসূচকান্॥
রুদ্রমন্ত্রং ত্রিধা জপ্ত্বা বিন্যস্যাঙ্গেষু সুস্বপেৎ॥ ইতি॥

রুদ্রমন্ত্রোঽপি তত্রৈবোক্তঃ—

তারশ্চ হৃদয়ং বৈ চ স্বপ্নাধিপতয়ে ততঃ।
রুদ্রায় হৃদয়ং মূর্দ্ধা নৃপবর্ণঃ স্মৃতো মনুঃ॥ ইতি॥

"ওঁ নমঃ স্বপ্নাধিপতয়ে রুদ্রায় নমঃ স্বাহা" ইতি ষোড়শাক্ষরো মন্ত্রঃ॥

হবিষ্যপদার্থগণনম্

পূর্বং হবিষ্যাশননিয়ম উক্তঃ। তত্র হবিষ্যাণি তন্ত্রে—

ব্রীহিজাস্তণ্ডুলাশ্চৈব যবাঃ কৃষ্ণতিলাস্তথা।
মুদ্গা নীবারকাশ্চাপি ষাষ্টিকাশ্চ মহেশ্বরি॥
সৈন্ধবং চাপি সামুদ্রং লবণং দ্বিবিধং স্মৃতম্।
গব্যং ঘৃতং পয়শ্চৈব দধি নিস্সৃতসারকম্॥
ঐক্ষবং সর্বমেব স্যাৎ গুড়বর্জং মহেশ্বরি।
ফলং তু নারিকেলং স্যাৎ কদলী লবলী তথা॥
তিন্ত্রিণ্যাম্রফলং তদ্বৎ দাড়িমস্য ফলং তথা।
আর্দ্রকং নাগরং ধাত্রী তথৈব চ হরীতকী॥
পটোলং বাস্তুশাকং চ কন্দং স্যাত্তু পবিত্রকম্।
নিবেদিতং তথাঽন্যদ্বা চার্থপ্রাপ্তং ন সন্ত্যজেৎ॥ ইতি॥

বাস্তুশাকং মহারাষ্ট্রভাষয়া চাকবৎ ইতি প্রসিদ্ধম্। কন্দে অন্যস্মিংশ্চ পবিত্রকমিত্যস্যান্বয়ঃ। তথা চ, পবিত্রং কন্দং, উক্তাদন্যৎ যৎ পবিত্রং অনিচ্ছয়া প্রাপ্তং তদপি হবিষ্যে গ্রাহ্যমিতি ভাবঃ॥

১। সর্বভক্ষকঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

জপকালিকনৈমিত্তিকক্রিয়াঃ

অথ জপপ্রারম্ভানন্তরং নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিকাঃ যাঃ ক্রিয়াঃ সন্তি তা যথা—

উদ্গারজৃম্ভাহিক্কানাং জপমধ্যে তু সম্ভবে।
জপেচ্চতুস্তারকং তু প্রাণায়ামমথাপি বা॥
নিদ্রাঽপানোদ্গারযোগে তন্মালাং তু পরিত্যজেৎ।
আচম্য বিন্যসেদঙ্গং মালাস্রংসে তু নিদ্রয়া॥
জপেদষ্টোত্তরশতং তদা ত্রোটে সহস্রকম্।
আজানুকূর্পরান্তং তু প্রক্ষাল্য করপাদয়োঃ॥
কৃত্বাঽঽচমনকং দেবি ত্রিধা প্রাণস্য ধারণম্।
মূত্রোৎসর্গে মলোৎসর্গে স্নানং চাপি বিধীয়তে॥
বিস্মৃতৌ জপসঙ্খ্যায়াঃ পুনরারম্ভ এব চ॥ ইতি॥

মূত্রোৎসর্গে প্রাণায়ামান্তং মলোৎসর্গে তাবৎ স্নানং চেতি তাৎপর্যম্। অথাসনে বিশেষ উচ্যতে। তদুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

ছিদ্রযুক্তানি দগ্ধানি জীর্ণানি স্ফুটিতানি চ।
পরকীয়ান্যাসনানি বর্জয়েৎ জপকর্মণি॥
হরিণব্যাঘ্রয়োশ্চর্ম কুশবেত্রভবং কটম্।
কার্পাসপট্টোর্ণবস্ত্রমচ্ছিদ্রাস্ফুটিতং ভবেৎ॥
ত্রয়ং বা দ্বয়মেকং বা ভিন্নজাতীয়কং স্মৃতম্॥ ইতি॥

এবমন্যেঽপি ধর্মাঃ অনুষ্ঠিতুং সমর্থেন পরমানন্দতন্ত্রাৎ অবগন্তব্যাঃ॥

এতদ্ধর্মাণাং শ্রীবিদ্যাপুরশ্চরণেঽপি গ্রাহ্যত্বম্

ইত্থং বারাহীপুরশ্চরণপদেন সূচিতা ধর্মা নিরূপিতাঃ। শ্রীবিদ্যায়া অপি পুরশ্চরণে ইমান্ ধর্মান্ গৃহীত্বা শ্রেয়স্কামোঽনুতিষ্ঠেৎ, পুরশ্চরণস্য পূজাদিপ্রয়োগবহির্ভূতস্যাসূচিতস্যাপি সহস্রনামপাঠাদিবৎ শ্রেয়স্কামেন গৃহীতুং শক্যত্বাৎ, "তথাঽন্যেম্বতিদূষিতং" ইতি ত্রিপুরার্ণববচনাচ্চ[১]। কিং চ চরমখণ্ডে শ্রীবিদ্যাজপকালস্য প্রাহু ইত্যনেনোক্তত্বাচ্চ সূত্রকারাভিমতং পুরশ্চরণমিতি জ্ঞায়তে॥

কাদিহাদিভেদেন শ্রীবিদ্যোপাস্তিভেদঃ

তত্র শ্রীবিদ্যোপাস্তিঃ কাদিহাদিভেদেন দ্বিধা। তত্র হাদিবিদ্যোপাস্তিঃ লক্ষসঙ্খ্যাজপরূপা, শ্রীচক্রসংহিতায়াং হাদিবিদ্যামুদ্ধৃত্য—

লক্ষমেকমিদং জপ্ত্বা সর্বপাপহরো ভবেৎ।

১। ত্রিপুরারহস্যবচনোদাহরণরূপত্বাচ্চ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ইত্যুক্তত্বাৎ। কাদিবিদ্যায়াস্তু লক্ষং ত্রিলক্ষং নবলক্ষং ইতি ত্রিপ্রকারং শাস্ত্রমুপলভ্যতে। একলক্ষসঙ্খ্যা পরমানন্দতন্ত্রে—

তত্র স্থিত্বা জপেল্লক্ষং হবিষ্যাশী সমাহিতঃ।

মন্ত্রসাধনকামস্তু......ইতি ॥

ত্রিলক্ষজপস্তু জ্ঞানার্ণবে—

তদা লক্ষত্রয়ং সাধুঃ সর্বপাপনিকৃন্তনম্।

এবং লক্ষত্রয়ং জপ্ত্বা ব্রতস্থঃ স্বস্থমানসঃ ॥

সংক্ষোভয়তি ভূলোকস্বর্লোকতলবাসিনঃ ॥ ইতি ॥

দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াম্—

লক্ষমাত্রং জপেৎ দেবি নিয়তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

তদ্দশাংশেন হোমঃ স্যাৎ কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ ॥ ইতি ॥

নবলক্ষজপোঽপি তত্রৈব—

অথবা নবলক্ষং তু জপেদ্বিদ্যাং সমাহিতঃ।

ক্ষোভয়েৎ স্বর্গভূলোকপাতালতলবাসিনঃ ॥ ইতি ॥

অত্রেয়ং ব্যবস্থা। কেবলং মন্ত্রসিদ্ধিকামস্য লক্ষাত্মকমেব পুরশ্চরণম্, পূর্ববচনে "মন্ত্রসাধনকামস্তু" ইতি শ্রবণাৎ। সর্বক্ষোভণকামঃ ত্রিলক্ষং, পূর্ববচনেন "সংক্ষোভয়তি ভূলোক" ইতি শ্রবণাৎ। অত এব জ্ঞানার্ণবে—

তৃতীয়লক্ষে সম্প্রাপ্তে দ্রাবয়ন্তি সুরাঙ্গনাঃ ॥ ইত্যুক্তম্ ॥

স্বর্গভূপাতালাদিবাসিলোকবশীকরণকামো নবলক্ষং, পূর্ববচনে তথা শ্রুতত্বাৎ। ইত্থং চ একলক্ষাত্মকং মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং পুরশ্চরণং বিধায় মন্ত্রসিদ্ধিং সম্পাদ্য পশ্চাৎ তত্তৎকামনায়াং সত্যাং তত্তৎসংখ্যাকং কুর্যাৎ। অতএব জ্ঞানার্ণবে একলক্ষমারভ্য নবলক্ষপর্যন্তং একদ্বিত্র্যাদিলক্ষসংখ্যানাং ফলং পৃথগেবোক্তম্। গ্রন্থবিস্তরভয়াৎ ন লিখিতম্ ॥

পঞ্চদশ্যাদিবিদ্যাসু মন্ত্রশোধনানপেক্ষা

যদ্যপি সিদ্ধারিচক্রাদিমন্ত্রশোধনে [নং] তন্ত্রান্তরে বহুশোঽস্তি, তথাঽপি—

নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ।

সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ[১] ॥

ইতি সৌরতন্ত্রে। ডামরে—

১। ন বিচারয়েৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পঞ্চদশীং ষোড়শীং চ তথা সর্বাঙ্গসুন্দরীম্ ।
চণ্ডালেভ্যোঽপি গৃহ্লীয়াৎ যদি ভাগ্যেন লভ্যতে ।
ন শুদ্ধিং চিন্তয়েদত্র ভাবশুদ্ধের্হি শুদ্ধতা ।
নাত্র শুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাঽস্তি নারিমিত্রাদিশোধনম্[১] ॥ ইতি ॥

তন্ত্ররাজে চ—

নিত্যানাং ত্রৈপুরাণাং চ নাবেক্ষ্যাস্ত্বংশকাদয়ঃ ॥ ইতি ॥

প্রকৃতে তদ্‌বিচারস্যাপ্রয়োজকত্বাৎ ন লিখিতম্ ॥

ইয়ং পূর্বোক্তসঙ্খ্যা পুরশ্চরণে কৃতযুগে। "কলৌ চতুর্গুণং প্রোক্তং" ইতি বচনাৎ কলিযুগে চতুর্গুণম্। ইত্যলং পল্লবিতেন ॥ ৩৭ ॥

মন্ত্রসাধন

এইভাবে পূজার উপসংহার ক'রে পরবর্তী কর্তব্য বিধান করছেন—

এইপ্রকারে আবরণদেবতার সহিত উদার বরাহবদনার তুষ্টিবিধান ক'রে লক্ষ পুরশ্চরণ[২] করতঃ জপের দশাংশ তমালপুষ্পের দ্বারা হোম ক'রে মন্ত্রসাধন করবে ॥ ৩৭ ॥

'এবং' মানে উক্তপ্রকারে। 'সপরিবারাং' মানে আবরণদেবতার সহিত। 'উদারাং' মানে ফলদানে বিখ্যাতা বা নিপুণা, ভূদারবদনাং মানে ভূদার অর্থাৎ বরাহের বদনের মতো বদন যাঁর তাঁকে। 'লক্ষং পুরশ্চরণং কৃত্বা'— এই কথা তন্ত্রান্তরোক্ত পুরশ্চরণনিয়ম সূচিত করছে।

১। নচামিত্রাদিদূষণম্ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। "দীক্ষার পর মন্ত্রের পুরশ্চরণ অবশ্য কর্তব্য। তন্ত্রের অভিমত যে-মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়নি তাকে বলা হয় মৃত। প্রাণহীন দেহ যেমন কোনো কর্মই করতে পারে না পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তেমনি কোনো ফল দিতে পারে না।......তা ছাড়া মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক দূর করার জন্যও পুরশ্চরণ আবশ্যক।...... পুরশ্চরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেরুতন্ত্র বলছেন —ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধন মন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরঃ অর্থাৎ প্রথমে যে চর্যা বা অনুষ্ঠান করতে হয় তাই পুরশ্চর্যা বা পুরশ্চরণকর্ম।......কিন্তু ক্রিয়াসারের মতে জপ হোম তর্পণ অভিষেক এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলা হয়।......তন্ত্রে তন্ত্রে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে। যেমন কুলার্ণবতন্ত্রের মতে ত্রৈকালিকী পূজা নিত্য জপ এবং তর্পণ হোম আর ব্রাহ্মণভোজনকে পুরশ্চরণ বলা হয়।

আবার মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে জপ হোম তর্পণ মার্জন এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ কর্মরূপ উপাসনাকে কেউ কেউ পুরশ্চরণ বলেন।......পুরশ্চরণের প্রধান অনুষ্ঠানই জপ। হোমাদি জপের অঙ্গ। এই জন্য কোনো কোনো তন্ত্রে জপকেই পুরশ্চরণ বলা হয়েছে। যেমন যামলে বলা হয়েছে সাঙ্গ জপই পুরশ্চরণ।"-দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭১১-১২, ৭১৪। পুরশ্চরণের নিয়মাদির বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭১১-২১

* * * * *

'তদ্দশাংশং' মানে জপের দশাংশ। 'তাপিঞ্ছকুসুমৈঃ' মানে তমালপুষ্পের দ্বারা। অমরকোশে আছে কাল স্কন্ধ তমাল তাপিঞ্ছ আর সিঞ্চক পর্যায়বাচক। 'মন্ত্রং সাধয়েৎ' এই কথা দ্বারা সূচিত হয়েছে কেবল লক্ষজপেই পর্যাপ্তি নয়; পক্ষান্তরে, তন্ত্রান্তরে মন্ত্রসিদ্ধিসূচক যে-সব লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তা দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠান ক'রে যেতে হবে।

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ

তন্ত্রান্তরে মন্ত্রসিদ্ধির সব লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, প্রথমে বক্রতুণ্ড-কল্পের কথা ধরা যাক্। তাতে আছে চিত্তের প্রসন্নতা, মনের তুষ্টি, স্বল্পাহার, স্বপ্নপরাঙ্মুখতা, স্বপ্নে যানাদি প্রাপ্তি, এ সব সদ্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ।

ভৈরবীতন্ত্রে বলা হয়েছে—মন্ত্রসিদ্ধ সাধক সর্বত্র জ্যোতি দর্শন করেন অথবা জ্যোতির্ময় শরীর দেখেন। তিনি নিজের শরীরকে জ্যোতির্ময় অথবা দেবতা-ময় দেখেন।

* * * *

পুরশ্চরণে পূর্বোক্তসংখ্যা অর্থাৎ লক্ষজপ সত্যযুগে বিহিত। 'কলৌ চতুর্গুণং প্রোক্তং'—কলিতে চতুর্গুণ বলা হয়েছে, এই বচনানুসারে কলিযুগে জপসংখ্যা সত্যযুগের জপসংখ্যার চতুর্গুণ হবে। এ বিষয় আর পল্লবিত করার প্রয়োজন নেই। ৩৭।

পূজাশেষকৃত্যম্

এবং প্রসঙ্গাৎ পুরশ্চরণমুক্ত্বা পূজাশেষকৃত্যমাহ—

ততশ্চ পূজিতাং দেবীমাত্মনি যোজয়িত্বা স্বৈরং বিহরন্নাজ্ঞাসিদ্ধঃ সুখী বিহরেৎ ইতি শিবম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি .....কল্পসূত্রে বারাহীক্রমো নাম সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

ততঃ জপানন্তরং পূজিতাং চক্রে পূজিতাং আত্মনি হৃদয়কমলে যোজয়িত্বা স্থাপয়িত্বা স্বৈরং স্বেচ্ছয়া বিহরন্ গচ্ছন্ আজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিঃ ফলবত্তা যস্যৈতাদৃশঃ অপ্রতিহতাজ্ঞ ইত্যর্থঃ। সুখী অপরিচ্ছিন্নসুখঃ। শিবমিতি ব্যাখ্যাতং প্রাক্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি......কল্পসূত্রবৃত্তৌ বারাহীক্রমো নাম সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

পূজাশেষকৃত্য

এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে পুরশ্চরণের কথা বলে পূজাশেষকৃত্য বলছেন—

তারপর অর্থাৎ জপের পর চক্রে পূজিতা দেবীকে সাধক স্বীয় হৃদয়কমলে

স্থাপন করবেন। এই অপ্রতিহতাজ্ঞ সাধক যদৃচ্ছা বিচরণ করবেন ও নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করবেন। শিবম্ ॥ ৩৮ ॥

……কল্পসূত্রে বারাহীক্রম নামক সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

'ততঃ' মানে জপের পর। 'পূজিতাং' মানে চক্রে পূজিতাকে। 'আত্মনি' মানে হৃদয়কমলে, 'যোজয়িত্বা' মানে স্থাপন ক'রে। 'স্বৈরং' মানে ইচ্ছামতো। 'বিহরন্' মানে গমনশীল। 'আজ্ঞাসিদ্ধঃ' মানে আজ্ঞা থেকে সিদ্ধি অর্থাৎ ফলবত্তা যার এতাদৃশ অর্থাৎ অপ্রতিহতাজ্ঞ। 'সুখী' মানে অপরিচ্ছিন্নসুখ-সম্পন্ন। শিবম্ পদের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। ৩৮।

…কল্পসূত্রবৃত্তিতে বারাহীক্রম নামক সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ—পরা-ক্রমঃ

সৃষ্টিস্থিতিলয়কৃদ্ভিঃ নয়নাম্ভোজৈঃ শশীনদহনাখ্যৈঃ।
মৌক্তিকতাটঙ্কাভ্যাং মণ্ডিতমুখমণ্ডলাং পরাং নৌমি॥

পরায়া উপাস্যত্বম্

অথ পরা-ক্রমং বক্তুমুপক্রমতে—

ইতি বিধিবৎকৃতবার্তালীবরিবস্যঃ সিংহাসনবিদ্যাহৃদয়মনুত্তরং পরা-বীজরূপং ধাম তৎক্রমপূর্বং বিমৃশেৎ॥ ১ ॥

কৃতবার্তালীবরিবস্য ইত্যনেন বার্তালীক্রমসমাপ্ত্যুত্তরকালোঽঙ্গত্বেন সূচিতঃ। সিংহাসনং সিংহাসনস্বামিপরং, তদ্রূপা যা বিদ্যা সা ত্রিপুরসুন্দরী ললিতা, তস্যাঃ হৃদয়ং হৃদয়রূপম্। ক্বচিৎ সিংহাসনীবিদ্যা ইতি পাঠঃ। তৎপক্ষে সুগমম্। ন বিদ্যতে উত্তরং শ্রেষ্ঠং যস্মাৎ তৎ অনুত্তরং পরাবীজং সৌঃ তদ্রূপং, দেবতামন্ত্রয়োঃ অভেদাৎ তদ্রূপত্বং যুক্তম্। ধাম তেজঃ। তৎক্রমঃ পূর্বং যস্যেতি ক্রিয়াবিশেষণম্। বিমৃশেৎ উপাসনাং কুর্যাৎ॥ ১॥

অষ্টম খণ্ড—পরা-ক্রম

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি নামক নয়নপদ্মত্রয়ের দ্বারা ও মুক্তা-নির্মিত কর্ণভূষণের দ্বারা মণ্ডিত যাঁর মুখমণ্ডল সেই পরাদেবীকে নমস্কার করি।

পরার উপাস্যত্ব

এবার পরার ক্রম বলতে আরম্ভ করলেন—

পূর্বে বিবৃত বার্তালী পূজা যথাবিধি করার পর সাধক সিংহাসনাধিশ্বরী বিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরসুন্দরী ললিতার হৃদয়স্বরূপ পরাবীজরূপ যে-ধাম তার যথা-ক্রম উপাসনা করবে॥ ১॥

'কৃতবার্তালীবরিবস্যঃ' এই পদের দ্বারা বার্তালীক্রমসমাপ্তির পরবর্তী কাল ললিতাপূজার অঙ্গরূপে সূচিত হয়েছে। 'সিংহাসনং' বলতে বুঝাচ্ছে সিংহা-সনস্বামী। তদ্রূপা যে-বিদ্যা তিনি ত্রিপুরসুন্দরী ললিতা। তাঁর 'হৃদয়ং' মানে হৃদয়রূপ। কোথাও কোথাও 'সিংহাসনীবিদ্যা' এই পাঠ দেখা যায়। এর অর্থ সুগম। যা থেকে উত্তর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নেই তা 'অনুত্তরং', 'পরাবীজং' অর্থাৎ সৌঃ, তদ্রূপ। দেবতা ও মন্ত্রে ভেদ নেই বলে তদ্রূপত্ব অর্থাৎ দেবতার

মন্ত্ররূপত্ব যুক্তিযুক্ত। ধাম মানে তেজঃ। 'তৎক্রমপূর্বং' অর্থাৎ তৎক্রম যার পূর্ববর্তী, এই পদ ক্রিয়াবিশেষণ। 'বিমৃশেৎ' মানে উপাসনা করা উচিত। ১।

অস্যা উপাসনে হেতুমাহ—

প্রভুহৃদয়জ্ঞাতুঃ পদেপদে সুখানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

অস্যাঃ শ্রীললিতাহৃদয়রূপত্বাৎ এতদুপাসনেন তৎপ্রীতৌ সম্পাদিতায়াং প্রধানদেবীপ্রীতিসম্পাদনং সুগমমিতি ধ্বনিতম্ ॥ ২ ॥

এঁর উপাসনার হেতু নির্দেশ করছেন—

যে প্রভুর হৃদয় অবগত হয় তার পদে পদে সুখ হয় ॥ ২ ॥

এঁর শ্রীললিতাহৃদয়রূপত্বের জন্য এই উপাসনা দ্বারা এঁর প্রীতিসম্পাদন করলে পর প্রধানদেবীর প্রীতিসম্পাদন সুগম হবে, এইটি হল ব্যঞ্জনা। ২।

পরাপদ্ধতিপ্রারম্ভঃ

অস্যাঃ ক্রমব্যাখ্যানং প্রতিজানীতে—

অথোঽনুত্তরপদ্ধতিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৩ ॥

অথো ইতি সমুচ্চয়ার্থো নিপাতঃ। অগ্রিমবর্ণে পূর্বরূপমার্ষম্ ॥ ৩ ॥

পরাপদ্ধতির আরম্ভ

এই পদ্ধতির ক্রমব্যাখ্যান জ্ঞাপন করছেন—

অথ অনুত্তরপদ্ধতি ব্যাখ্যা করব ॥ ৩ ॥

অথ শব্দ এখানে সমুচ্চয়ার্থজ্ঞাপক। পূর্বরূপের অর্থাৎ পূর্বকৃত্যের প্রসঙ্গ রয়েছে পরবর্তী সূত্রে। ৩।

উষঃকৃত্যম্

কল্যে সমুত্থায় ব্রহ্মকোটরবর্তিনি সহস্রদলকমলে সন্নিবিষ্টায়াঃ সৌবর্ণরূপায়াঃ পরায়াশ্চরণযুগলবিগলদমৃতরসবিসরপরিপ্লুতং বপুঃ ধ্যাত্বা ॥ ৪ ॥

কল্যে উষসি। "প্রত্যূষোঽহর্মুখং কল্যং" ইত্যমরঃ। ব্রহ্মকোটরং ব্রহ্মবিলম্। সৌবর্ণরূপায়া ইতি—সুবর্ণস্যেদং সৌবর্ণং পীতং ইত্যর্থঃ। সৌবর্ণং রূপং যস্যাঃ তস্যাঃ। বিগলৎ প্রস্রবৎ অমৃতরসঃ অমৃতসারং তস্য যো বিসরঃ ব্যাপ্তিঃ তেন পরিপ্লুতং স্নাতং ধ্যাত্বা। ইতি ব্রাহ্মমুহূর্তকৃত্যম্ ॥ ৪ ॥

উষাকালকৃত্য

উষাকালে উঠে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদলপদ্মে অবস্থিতা হেমবর্ণা পরার চরণযুগলনিসৃত অমৃতরসের ব্যাপ্তির দ্বারা পরিপ্লুত বপুর ধ্যান করতঃ ॥ ৪ ॥

'কল্যে' মানে উষাকালে। অমরকোষ-অনুসারে 'প্রত্যুষ অহর্মুখ কল্য' পর্যায়বাচক। 'ব্রহ্মকোটরং' মানে ব্রহ্মরন্ধ্র। সৌবর্ণরূপায়াঃ—সুবর্ণের এটি, এই অর্থে সৌবর্ণ, অর্থাৎ পীত; সৌবর্ণ রূপ যাঁর, তাঁর। 'বিগলৎ' মানে নিসৃত হচ্ছে এমন। অমৃত্বরসঃ মানে অমৃতসার; তার যে 'বিসরঃ' অর্থাৎ ব্যাপ্তি, তা দ্বারা পরিপ্লুতং মানে স্নাত। এরূপ বপু। 'ধ্যাত্বা' মানে ধ্যান করতঃ এ হল ব্রাহ্মমুহূর্তের কৃত্য। ৪।

স্নানাদিকৃত্যম্

অথ স্নানাদিকৃত্যমাহ—

স্নাতঃ শুচিবাসো বসানঃ সৌঃ বর্ণেন[১] ত্রিরাচম্য দ্বিঃ পরিমৃজ্য সকৃদুপস্পৃশ্য চক্ষুষী নাসিকে শ্রোত্রে অংসে নাভিং হৃদয়ং শিরশ্চাবমৃশ্য এবং ত্রিরাচম্য ॥ ৫ ॥

স্নাত ইতি নাম্না শ্রীক্রমোক্তস্নানধর্মাতিদেশঃ। অত্র মূলস্থানে প্রকৃতমূলম্। এতাবান্ বিশেষঃ। অথাচমনমাহ—ত্রিরাচম্য ত্রিবারং সৌঃ বর্ণেন একৈকবারমভিমন্ত্রিতজলপানং কৃত্বেত্যর্থঃ। সৌঃ বর্ণস্য তৃতীয়াশ্রুত্যা আচমনাঙ্গত্বে সিদ্ধে "প্রতিপ্রধানমঙ্গাবৃত্তিঃ" ইতি ন্যায়েন মন্ত্রাবৃত্তির্লভ্যতে। এবমেব দ্বিঃ পরিমৃজ্য ইত্যাদিষু সর্বত্র মূলেনেত্যস্যানুষজ্যান্বয়ঃ, যোগ্যত্বাৎ। দ্বিঃ পরিমার্জনং ওষ্ঠয়োঃ, ব্রহ্মযজ্ঞ-প্রকরণে তথা দৃষ্টত্বাৎ। তথা সকৃদুপস্পৃশ্য ইত্যত্রাপি জলমিতি, ব্রহ্মযজ্ঞে দর্শনাৎ। অবমৃশ্য স্পৃষ্ট্বা। এবং ত্রিরাচম্যেতি অবমৃশ্যেত্যন্তং ক্রিয়াকলাপঃ আচমনমেকম্। অস্মিন্ তন্ত্রে যত্রাচমনং তত্রেত্থং কার্যম্। তত্তৎপ্রকরণে তত্তন্মূলমাত্রযোজনং বিশেষঃ। ন তু তন্ত্রান্তরস্থং, বিপ্রকর্ষাৎ। প্রকৃতে অস্যৈবাচমনস্য ত্রিরভ্যাসো বিধীয়তে ॥ ৫ ॥

স্নানাদিকৃত্য

অতঃপর স্নানাদিকৃত্য বলছেন—

স্নাত শুচিবাসপরিহিত সাধক সৌঃ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তিনবার আচমন ক'রে, দুবার ওষ্ঠ পরিমার্জনা ক'রে, একবার জল স্পর্শ ক'রে চক্ষুদ্বয় নাসিকাদ্বয় কর্ণদ্বয় স্কন্ধ নাভি হৃদয় স্পর্শ করবে। এই প্রকারে তিনবার আচমন করতে হবে ॥ ৫ ॥

'স্নাতঃ' এই পদের দ্বারা শ্রীক্রমোক্ত স্নানধর্ম অতিদেশ করা হবে, এইটুকু প্রভেদ। অতঃপর আচমন বলছেন— 'ত্রিরাচম্য' মানে সৌঃ এই বীজের দ্বারা

১। সৌবর্ণেন ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

এককেবার অভিমন্ত্রিত জল তিনবার পান ক'রে। 'সৌঃ বর্ণেন' এই তৃতীয়া-বিভক্তির প্রয়োগের দ্বারা এটি আচমনের অঙ্গ সিদ্ধ হওয়ায় "প্রতিপ্রধানমঙ্গাবৃত্তিঃ" এই ন্যায় অনুসারে এ দ্বারা মূলমন্ত্রাবৃত্তির কথা পাওয়া যাচ্ছে। 'দ্বিঃ পরিমৃজ্য' ইত্যাদি সর্বত্র 'মূলেন' এই পদটি যোগ ক'রে অন্বয় হবে। কেননা তাই যোগ্য। 'দ্বিঃ পরিমার্জনং' বলতে ওষ্ঠদ্বয়ের পরিমার্জন বুঝাচ্ছে কারণ ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে তাই দেখা যায়। তেমনি 'সকৃদুপস্পৃশ্য' এখানেও একবার জল স্পর্শ ক'রে, এই অর্থ হবে; কেননা, ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে তাই আছে। 'অবমৃশ্য' মানে স্পর্শ ক'রে। এই প্রকারে 'ত্রিরাচম্য' থেকে 'অবমৃশ্য' পর্যন্ত সূত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ মিলে হবে একটি আচমন। এই তন্ত্রে অর্থাৎ পরশুরাম-কল্পসূত্রে যেখানে আচমনের উল্লেখ আছে সেখানে এই প্রকার কাজ হবে। শুধু বিশেষ হবে, সেই সেই প্রকরণে সেই সেই মূলমাত্রযোগ। বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ দূরত্বের জন্য তন্ত্রান্তরস্থ আচমনবিধি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সূত্রে এই আচমনই তিনবার করার বিধান দেওয়া হয়েছে। ৫।

আসনবিধিঃ

অথাসনবিধিমাহ—

উর্ণামৃদু শুচিতমমাসনং সৌবর্ণসূর্যজপাভিমন্ত্রিতং মূলমন্ত্রোক্ষিত-মধিষ্ঠায় ॥ ৬ ॥

উর্ণা এড়কলোমবিকারঃ। মৃদুত্ববিধানাৎ দৃষ্টং ফলং স্বস্থান্তঃকরণং কঠিন-সংযোগাভাবেন। সৌবর্ণঃ তদ্যুক্তো যঃ সূর্যঃ বিসর্গঃ সৌঃ। বিসর্গস্য সূর্যপদ-বাচ্যত্বে প্রমাণং দেবীভাগবতে বালামন্ত্রবাসনাকথনাবসরোক্তং—

বিন্দুদ্বয়ং হিমাংশুঃ স্যাৎ বিসর্গস্তরণিস্তথা।

ইতি বাক্যং জ্ঞেয়ম্। সৌঃ অনেনাভিমন্ত্রিতং মূলেন তেনৈবোক্ষিতং আসনং ইতি শেষঃ, অধিষ্ঠায় স্থিত্বা ॥

এতেন নিবন্ধে সূর্যশব্দস্য সন্ধ্যাবাচকত্বমঙ্গীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দ্বাদশবারমভি-মন্ত্রিতেনেতি লেখঃ পরাস্তঃ, বিসর্গপ্রাপকপদাভাবেন নিবন্ধে বিসর্গান্তপাঠস্য সন্দর্ভবিরোধাৎ। ব্যাখ্যানসময়ে নানাদেশসমুদ্ভবানি ষোড়শসঙ্খ্যাকানি পুস্তকানি সম্পাদিতানি। একস্মিন্নপি পুস্তকে বিসর্গান্তপাঠাভাবাৎ তথা পাঠপ্রতিপাদনমপ্যশুদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

আসনবিধি

অতঃপর আসনবিধি বলছেন—

মেষলোমের কোমল সর্বাপেক্ষা পবিত্র আসন সৌঃ এই বীজ জপের দ্বারা

অভিমন্ত্রিত ক'রে এবং মূলমন্ত্র জপের দ্বারা প্রোক্ষিত ক'রে তাতে অধিষ্ঠিত হতে হবে ॥ ৬ ॥

ঊর্ণা মানে মেষলোমের তৈরী। তা মৃদু হবে বলায় শক্ত কিছু সংযোগের অভাবহেতু এরূপ আসনের দৃষ্ট ফল নিরুদ্বেগ অন্তঃকরণ। সৌবর্ণসূর্যঃ—সৌ-বর্ণ, তার সঙ্গে যুক্ত সূর্যঃ মানে বিসর্গ, অর্থাৎ সৌঃ। বিসর্গের সূর্যপদবাচ্যত্বের প্রমাণ দেবীভাগবতে বালামন্ত্রের বাসনা বলার সময় ব্যক্ত হয়েছে। যথা—'বিন্দুদ্বয় হবে চন্দ্র আর বিসর্গ হবে তরণি অর্থাৎ কিনা সূর্য'। এই বাক্যটি প্রণিধান করতে হবে। সৌঃ এই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে এবং সেই মূলমন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষিত ক'রে। অধিষ্ঠায় মানে অবস্থিত হয়ে।

* * * * ।৬।

দেশিকযজনম্

উদগ্‌বদনো মৌনী ভূষিতবিগ্রহো মূলপূর্বেণ দেশিকমনুনা মস্তকে দেশিকমিষ্ট্বা ॥ ৭ ॥

উদগ্‌বদন ইতি পরাপ্রকরণে নিয়মবিধিঃ। ভূষিতবিগ্রহঃ বস্ত্রভূষণাদিভিঃ। মূলং পূর্বং যস্য ঈদৃশেন দেশিকমনুনা দীক্ষাপ্রকরণস্থগুরুপাদুকামন্ত্রেণ দেশিকং গুরুম্ ॥ ৭ ॥

দেশিক[1] পূজা

উত্তরমুখ মৌনী বস্ত্রাদিভূষিতদেহ সাধক আদিতে মূলমন্ত্রযুক্ত গুরুপাদুকা-মন্ত্রের দ্বারা মস্তকে গুরুর পূজা করবে ॥ ৭ ॥

'উদগ্‌বদনঃ' এটি পরাপ্রকরণের নিয়মবিধি। 'ভূষিতবিগ্রহঃ' মানে বস্ত্র-ভূষণাদি দ্বারা ভূষিতবিগ্রহ। মূল যার পূর্বে এমন দেশিকমন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ দীক্ষাপ্রকরণস্থ গুরুপাদুকামন্ত্রের[2] দ্বারা। 'দেশিকং' মানে গুরুকে। ৭।

১। "তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুকে আচার্য এবং দেশিক বলা হয়েছে।......দেশিক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যিনি দেবরূপধারী অর্থাৎ রূপধারী দেবতা, শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং যিনি করুণাময়মূর্তি, তিনি দেশিক। দেবতা শিষ্য এবং করুণা এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে দেশিকশব্দ গঠিত হয়েছে।

কিন্তু দেশিকশব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ উপদেশনিপুণ। এই অর্থে মহাভারতে দেশিকশব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৪।

২। দীক্ষাপ্রকরণস্থ গুরুপাদুকামন্ত্র ঐঁ সৌঃ শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

বিঘ্নোৎসারণম্

বামপার্ষ্ণিঘাতৈঃ ছোটিকাত্রয়েণ চ পাতালাদিগতান্ ভেদাবভাসিনো বিঘ্নানুৎসার্য ॥ ৮ ॥

বামপার্ষ্ণিঘাতৈঃ বামপাদপৃষ্ঠভাগঘাতৈঃ। বহুবচনেন ত্রিত্বমেব প্রথমোপস্থিতং বুধ্যতে। ছোটিকা অঙ্গুলিদ্বয়সংযোগজনিতো ধ্বনিঃ তাসাং চ ত্রয়েণ। পাতালাদিপদেন অন্তরিক্ষস্য দিবশ্চ পরিগ্রহঃ চকারস্বারস্যাৎ। পাতালাদিত্রয়ে অভিঘাতছোটিকয়োঃ প্রত্যেকমন্বয়ঃ। অনুক্তাস্ত্রগ্রহণং বা। উৎসার্য দূরীকৃত্য ॥ ৮ ॥

বিঘ্নাপসারণ

বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ভূমিতে তিনবার আঘাত ক'রে এবং তিনটি তুড়ি মেরে পাতালাদিগত ভেদপ্রকাশক বিঘ্নসমূহ অপসারণ[১] করতে হবে ॥ ৮ ॥

বামপার্ষ্ণিঘাতৈঃ মানে বামপদপৃষ্ঠভাগের (?) আঘাতের দ্বারা। বহুবচনের দ্বারা তিনবার আঘাত বুঝান হয়েছে। ছোটিকা মানে দুটি আঙ্গুল যুক্ত ক'রে ধ্বনি। ছোটিকাত্রয়েণ মানে এরূপ তিনটি ধ্বনি দ্বারা। চকার থাকায় পাতালাদিপদের দ্বারা অন্তরিক্ষ এবং দিব্‌ও গৃহীত হয়েছে। পাতালাদি তিনের প্রত্যেকের সঙ্গে অভিঘাত ও ছোটিকার অন্বয় হবে। বিকল্পে সূত্রে অনুক্ত অস্ত্রমন্ত্র গ্রাহ্য। উৎসার্য মানে দূর ক'রে। ৮।

অঙ্গন্যাসঃ

শিরোমুখহৃন্মূলসর্বাঙ্গেষু মূলং বিন্যস্য ॥ ৯ ॥

অত্র শিরোমুখাদিষু প্রত্যবয়বং মূলাবৃত্তিঃ, সর্বাঙ্গে সকৃৎ। মূলে মূলাধারে। পরাপ্রকরণে এতাবানেব ন্যাসঃ, অধিকানুক্তেঃ ॥ ৯ ॥

অঙ্গন্যাস

শির মুখ হৃদয় ও মূলাধার এক'টি অঙ্গের প্রত্যেকটিতে একবার ক'রে মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে এবং সর্বাঙ্গে একবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ন্যাস করতে হবে ॥ ৯ ॥

এখানে শিরমুখাদি প্রতি অবয়বে মূলমন্ত্রের আবৃত্তি এবং সর্বাঙ্গে একবার আবৃত্তি হবে। মূলে মানে মূলাধারে। পরাপ্রকরণে এই পর্যন্ত ন্যাস বিহিত ॥ কেননা, এর অধিক বলা হয় নি। ৯।

১। বিঘ্নাপসারণমন্ত্র—অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে গচ্ছন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥
—দ্রঃ নিত্যোৎসব, উন্মনোল্লাস ষষ্ঠঃ—পরাপদ্ধতিঃ।

চিদগ্নৌ সর্বতত্ত্ববিলাপনম্

কাকচঞ্চুপুটাকৃতিনা মুখেন সঞ্চোষ্যানিলং সপ্তবিংশতিশো মূলং জপ্ত্বা বেদ্যং নাভৌ সম্মুদ্র্য পুনঃ সপ্তবিংশতিশো জপ্ত্বা অঙ্গুষ্ঠেন শিখাং বদ্ধা পুনরনিলমাপূর্য তেন মূলে চিদগ্নিমুত্থাপ্য তত্র বেদ্যস্য বিলয়ং বিভাব্য ॥ ১০ ॥

কাকচঞ্চুপুটং কাকমুখাগ্রং তৎসমাকৃতিনা স্বমুখেন সঞ্চোষ্যানিলং সম্যগ্-বাহ্যবায়ুমন্তর্নীত্বা। বেদ্যম্ ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বানি বক্ষ্যমাণানি সম্মুদ্র্য একীকৃত্য। অঙ্গুষ্ঠেন তন্মন্ত্রেণ নম ইত্যনেনেত্যর্থঃ। বিলয়মিতি ঘনঘৃতং অগ্নিসংযোগেণ দ্রবীভূতম্। যদ্যপি লয়শব্দঃ নাশঃ, তথাঽপি 'বি' ইত্যুপসর্গেণ দ্রবত্বং অর্থঃ, "আজ্যং বিলাপ্য" ইতি প্রয়োগাৎ, "তপ্তায়োদ্রববৎ" ইত্যগ্রিমসূত্রানুরোধাচ্চ ॥ ১০ ॥

চিদগ্নিতে সর্বতত্ত্ববিলয়

স্বীয় মুখকে কাকমুখাগ্রের আকৃতিবিশিষ্ট ক'রে, তা দ্বারা বহির্বায়ু আকর্ষণ ক'রে নিয়ে সাতাশবার মূলমন্ত্র জপ করতঃ ষট্ত্রিংশৎতত্ত্বাত্মক বেদ্য বস্তু নাভিতে মুদ্রিত অর্থাৎ একীকৃত ভাবনা ক'রে আবার সাতাশবার মূলমন্ত্র জপ করতে হবে। তার পর অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অর্থাৎ নমঃ-মন্ত্রসহযোগে শিখা বন্ধন ক'রে আবার বায়ু আকর্ষণ করতঃ তা দ্বারা মূলে অর্থাৎ মূলাধারে চিদগ্নি উদ্দীপ্ত ক'রে তাতে বেদ্যের বিলয় ভাবনা করতে হবে ॥ ১০ ॥

কাকচঞ্চুপুটাকৃতিনা—কাকচঞ্চুপুটং মানে কাকমুখাগ্র ; স্বীয় মুখের আকৃতি তার মতো ক'রে তা দ্বারা। সঞ্চোষ্যানিলং মানে বাহ্য বায়ু সম্যক্ অভ্যন্তরে নিয়ে। বেদ্যং মানে বক্ষ্যমাণ ষট্ত্রিংশত্তত্ত্ব। সম্মুদ্র্য মানে একীকৃত ক'রে। অঙ্গুষ্ঠেন মানে তৎমন্ত্রের দ্বারা ; নমঃ এই বলে, এই হল অর্থ। বিলয়ম্ মানে ঘনঘৃত অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত। যদিও লয়শব্দের অর্থ নাশ তথাপি 'বি' এই উপসর্গ থাকায় দ্রবত্ব অর্থ সিদ্ধ হয়। কেননা, 'আজ্যং বিলাপ্য'—ঘৃত দ্রবীভূত ক'রে, এরূপ প্রয়োগ আছে আর পরবর্তী এক সূত্রে "তপ্তায়োদ্রববৎ" এরূপ নির্দেশও আছে। ১০।

অর্ঘ্যসাদনম্

অথার্ঘ্যসাদনমাহ—

গোময়েনোপলিপ্তচতুরশ্রভূতলে প্রবহৎপার্শ্বকরকৃতয়া মৎস্যমুদ্রয়া দিব্যগন্ধাম্বুযুতয়া ভূব্যোমবায়ুবহ্নিমণ্ডলানি কৃত্বা ॥ ১১ ॥

প্রবহৎপার্শ্বেতি—যেন নাসাপুটেন বায়ুর্বহতি তৎপার্শ্বকরমধঃ কৃত্বা রচিত-মৎস্যমুদ্রয়েত্যর্থঃ। দিব্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ভূমণ্ডলং চতুরশ্রং, শ্রীযন্ত্রলেখনে চতুরশ্রে ভূবিম্বং ক্ষৌণীপুরমিতি ভূরিপ্রয়োগাৎ। ব্যোমমণ্ডলং বৃত্তং, শূন্যাত্মকবৃত্তে জ্যোতিশ্‌শাস্ত্রাদৌ সঙ্খ্যাসঙ্কেতে আকাশশব্দস্য ভূরিপ্রয়োগাৎ, শূন্যস্য বৃত্ত-রূপত্বাৎ। বায়ুমণ্ডলং ষট্‌কোণং, তন্ত্রসারে ভূশুদ্ধিপ্রকরণে—

ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্‌বিন্দুলাঞ্ছিতম্।
ষট্‌কোণং... ... ...

ইতি বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রবচনস্যোদাহৃতত্বাৎ। বহ্নিমণ্ডলং ত্রিকোণম্ "রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণকং" ইতি তত্রৈব সত্ত্বাৎ। ইত্থং চ চতুরশ্রবৃত্তষট্‌কোণ-ত্রিকোণানীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অর্ঘ্যস্থাপন

অতঃপর অর্ঘ্যস্থাপন বিবৃত করছেন—

গোময়লিপ্ত চতুরশ্র ভূমিখণ্ডে যে-নাকে শ্বাস বইছে সেই পাশের হাত দিয়ে মৎস্যমুদ্রা রচনা ক'রে তা দ্বারা শ্রেষ্ঠগন্ধজল দিয়ে ভূপুর বৃত্ত ষট্‌কোণ ও ত্রিকোণ এই ক'টি মণ্ডল রচনা করবে ॥ ১১ ॥

প্রবহৎপার্শ্বকরকৃতয়া মৎস্যমুদ্রয়া—যে নাকে শ্বাস বইছে সেই পাশের হাত নাবিয়ে রচিত মৎস্যমুদ্রা দ্বারা। দিব্যঃ মানে শ্রেষ্ঠ। ভূমণ্ডলং—চতুরশ্র। কারণ, শ্রীযন্ত্ররচনার বেলা চতুরশ্রস্থলে ভূবিম্ব ও ক্ষৌণীপুর-শব্দের ভূরি-প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যোমমণ্ডলং—বৃত্ত। কারণ, জ্যোতিঃশাস্ত্রাদিতে সংখ্যাসঙ্কেতরূপ শূন্যাত্মক বৃত্ত বুঝাবার জন্য আকাশশব্দের ভূরিপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়; শূন্যের বৃত্তরূপত্ব তার কারণ। বায়ুমণ্ডলং—ষট্‌কোণ। তন্ত্র-সারে ভূতশুদ্ধিপ্রকরণে বলা হয়েছে—তারপর ষড়্‌বিন্দুলাঞ্ছিত ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ। তা ষট্‌কোণ.........। এটি বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র থেকে উদ্ধৃত বচন। বহ্নিমণ্ডলং ত্রিকোণ। প্রমাণ, ওখানেই আছে–রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ত্রিকোণ। এই প্রকারে, ভূব্যোমবায়ুবহ্নিমণ্ডলানি অর্থ হল চতুরশ্র বৃত্ত ষট্‌কোণ ও ত্রিকোণ। ১১।

ততঃ শেষধর্মানতিদিশতি—

শ্যামাবৎ সামান্যবিশেষার্ঘ্যে সাদয়েৎ ॥ ১২ ॥

তারপর অবশিষ্ট কর্তব্য নির্দেশ করছেন—

শ্যামার সামান্য ও বিশেষার্ঘ্যের মতো সামান্য ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করবে ॥ ১২ ॥

পরামন্ত্রেষু যোজনীয়ো বীজবিশেষঃ

পরাক্রমে সর্বমন্ত্রেষু বীজবিশেষযোগমাহ—

সর্বেঽপি পরাক্রমমনবঃ সৌঃ বর্ণপূর্বাঃ[১] কার্যাঃ ॥ ১৩ ॥

পরামন্ত্রে যোজনীয় বীজবিশেষ

পরা-ক্রমে সব মন্ত্রে বীজবিশেষ যোগের কথা বলছেন—

পরা-ক্রমের সব মন্ত্রের আদিতে সৌঃ এই বীজ যোগ করতে হবে ॥ ১৩ ॥

ষড়ঙ্গন্যাসবিশেষঃ

বিশেষার্ঘ্যে শ্যামাতো যোঽধিকাংশঃ তমাহ—

ভৃগুচতুর্দশষোড়শদ্বিরাবৃত্ত্যা বর্ণষড়ঙ্গং সর্বমূলষড়াবৃত্ত্যা মন্ত্রষড়ঙ্গং চ কৃত্বা ॥ ১৪ ॥

ভৃগুঃ সকারঃ, চতুর্দশঃ ঔকারঃ ষোড়শো বিসর্গঃ, এতেষাং প্রত্যেকং দ্বিরাবৃত্ত্যা হৃদয়াদিষড়ঙ্গং কুর্যাৎ। অয়ং বর্ণষড়ঙ্গন্যাসঃ। বিন্দুযোগশ্চ, শিষ্টসম্প্রদায়াৎ। মন্ত্রস্বরূপং—সঁ হৃদয়ায় নমঃ। ঔঁ শিরসে স্বাহা। অঃ শিখায়ৈ বষট্, বিসর্গস্য কেবলস্যানুচ্চার্যত্বাৎ। এবমগ্রেঽপি। ইতি মূলবর্ণষড়ঙ্গন্যাসঃ। বিশেষার্ঘ্যে অগ্রে সুধাদেবীমভ্যর্চেতি তস্যৈব সংস্কারশ্রবণাৎ তত্রৈব বিশেষঃ। মূলেন পুনঃ ষড়ঙ্গন্যাসমাহ—সর্বমূলেতি ॥ ১৪ ॥

ষড়ঙ্গন্যাসবিশেষ

বিশেষার্ঘ্য সম্পর্কে শ্যামাপ্রকরণে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে এখানে যা অধিক বিহিত তা বলছেন—

স ঔ এবং ঃ এই তিন বর্ণের প্রত্যেকটি দুবার ক'রে আবৃত্তি করতঃ ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে।· এ হল বর্ণষড়ঙ্গন্যাস। তারপর আবার মূলমন্ত্রের ছ'বার আবৃত্তি ক'রে ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে। এটি মন্ত্রষড়ঙ্গন্যাস ॥ ১৪ ॥

ভৃগুঃ—স, চতুর্দশঃ—ঔ, ষোড়শঃ—বিসর্গ। এদের প্রত্যেকটি দুবার ক'রে আবৃত্তি করতঃ হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে ন্যাস করতে হবে। এটি বর্ণষড়ঙ্গন্যাস। উক্ত বর্ণে বিন্দুযোগ শিষ্টসম্প্রদায়সম্মত। মন্ত্রের রূপ এই—সঁ হৃদয়ায় নমঃ। ঔঁ শিরসে স্বাহা। অঃ শিখায়ৈ বষট্। কেবলমাত্র বিসর্গ উচ্চারণ করা যায় না বলে মন্ত্রে তৎস্থলে অঃ বিহিত। পরবর্তী ক্ষেত্রেও[২] অনুরূপ হবে। এই হল

১। সৌবর্ণপূর্বাঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। যথা—সঁ কবচায় হুঁ। ঔঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অঃ অস্ত্রায় ফট্।

মূলবর্ণষড়ঙ্গন্যাস। বিশেষার্ঘ্য সম্পর্কে পরবর্তী এক সূত্রে 'সুধাদেবীমভ্যর্চ্য' ইত্যাদি বচনের দ্বারা তারই সংস্কার করা হয়েছে, এইটিই বিশেষত্ব। 'সর্বমূল' ইত্যাদি সূত্রাংশে মূলমন্ত্রের দ্বারা আবার ষড়ঙ্গন্যাস বলছেন। ১৪।

ষড়ঙ্গদেবীপূজা

ন্যস্তানাং ষড়ঙ্গদেবীনাং পূজামাহ—

উভাভ্যামর্চয়িত্বা ॥ ১৫ ॥

মূলবর্ণমূলাভ্যামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ষড়ঙ্গদেবীপূজা

ন্যাস করা হয়েছে এমন ষড়ঙ্গদেবীদের পূজা সম্বন্ধে বলছেন—
মূলবর্ণ এবং মূলমন্ত্র এই উভয়ের দ্বারা পূজা করতে হবে ॥ ১৫ ॥
অর্থ হল—মূলবর্ণ এবং মূলমন্ত্র এই উভয়ের দ্বারা। ১৫।

সুধাদেবীপূজা

অথ সুধাদেবীপূজামাহ—

মূলমুচ্চার্য তাং চিন্ময়ীমানন্দলক্ষণামমৃতকলশপিশিতহস্তদ্বয়াং প্রসন্নাং দেবীং পূজয়ামি নমঃ স্বাহা ইতি সুধাদেবীমভ্যর্চ্য তয়া সংপ্রোক্ষ্য বরিবস্যাবস্তূনি ॥ ১৬ ॥

মূলমুচ্চার্যেতি। তয়া সুধাদেব্যা বরিবস্যাবস্তূনি পূজাদ্রব্যাণি ॥ ১৬ ॥

সুধাদেবীপূজা

অতঃপর সুধাদেবীর পূজা বলছেন—

মূল উচ্চারণ করতঃ সেই চিন্ময়ী, আনন্দলক্ষণা, এক হাতে অমৃত কলশ ও অপর হাতে পিশিত ধারণ ক'রে রয়েছেন এমন, প্রসন্না, দেবীকে পূজা করি নমঃ স্বাহা এই বলে সুধাদেবীর অর্চনা ক'রে তা দ্বারা পূজাদ্রব্যসমূহ প্রোক্ষণ করতে হবে ॥ ১৬ ॥

মূল উচ্চারণ ক'রে। 'তয়া' মানে সুধাদেবীর দ্বারা। বরিবস্যাবস্তূনি মানে পূজাদ্রব্যসমূহ। ১৬।

তত্ত্বকদম্বস্য হৃৎপদ্মানয়নম্

পূর্বং নাভৌ সম্মুদ্রিতং চিদগ্নিবিলীনং তপ্তায়োদ্রববৎ ষট্ত্রিংশৎ-তত্ত্বকদম্বকং হৃৎসরোজে সমানীয় ॥ ১৭ ॥

পূর্বং, পাত্রসাদনাৎ পূর্বমিত্যর্থঃ। তপ্তায়োদ্রববৎ তপ্তসুবর্ণরসবৎ, বেদে নিঘণ্টৌ সুবর্ণপর্যায়ে অয়ঃপদসত্ত্বাৎ প্রকৃতায়ঃপদমপি সুবর্ণবাচকম্। ইত্থং চ পূর্বং নাভৌ ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বানি একীকৃত্য চিদগ্নিনা দ্রবীভাবঃ সম্পাদিতোঽস্তি, তাননূদ্য হৃদয়ে তদ্রসস্য সমানয়নং বিধীয়তে ॥ ১৭ ॥

তত্ত্বকদম্বের হৃৎপদ্মে আনয়ন

পূর্বে নাভিতে একীকৃত ও চিদগ্নিতে বিলীন তপ্তসুবর্ণরসের মতো অর্থাৎ গলিত সোনার মতো ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব[১]কে হৃৎপদ্মে আনয়ন করতে হবে ॥ ১৭ ॥

পূর্বং বলতে বুঝাচ্ছে পাত্রসাদনের পূর্বে। তপ্তায়োদ্রববৎ মানে তপ্ত-সুবর্ণরসের মতো। বেদের নিঘণ্টুতে সুবর্ণপর্যায়ে অয়ঃ পদটিকে ধরা হয়েছে। কাজেই, সূত্রের অয়ঃপদও সুবর্ণবাচক। এই প্রকার এবং পূর্বে নাভিতে একীকৃত ও চিদগ্নি দ্বারা দ্রবীভূত যে-ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্ব তা তপ্ত সুবর্ণের মতো এই ভাবনা করে হৃদয়ে আনতে হবে। ১৭।

পরাচক্রনির্মাণম্

অথ পরাচক্রং বক্তুং প্রক্রমতে—

মূলজপ্তৈঃ কুসুমক্ষেপৈঃ[২] বক্ষ্যমাণৈশ্চ মন্ত্রৈরাসনক্লৃপ্তিং কুর্যাৎ—মূলাদিযোগপীঠায় নম ইত্যন্তানি তানি চ পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশগন্ধরসরূপস্পর্শশব্দোপস্থপায়ুপাদপাণিবাগ্‌ঘ্রাণজিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাহঙ্কারবুদ্ধিমনঃপ্রকৃতিপুরুষনিয়তিকালরাগকলাবিদ্যামায়াশুদ্ধবিদ্যেশ্বর-সদাশিব-শক্তিশিবাঃ। এবং পরাচক্রং কৃত্বা ॥ ১৮ ॥

প্রথমং কেবলমূলেনৈকবারং কুসুমক্ষেপঃ। ততো বক্ষ্যমাণৈকৈকতত্ত্বমন্ত্রেণ। মূলাদিনা যোগপীঠায় নমঃ ইত্যন্তেনৈকবারং কুসুমাক্ষতক্ষেপঃ বক্ষ্যমাণৈর্মন্ত্রৈঃ। যথা তত্র তত্ত্বমন্ত্রস্বরূপং—পৃথিবীযোগপীঠায় নমঃ ইতি। এবং শিবান্তেষু যোজ্যম্। এবং হৃদয়ে ষট্‌ত্রিংশদ্বারং মূলেন নিরুক্তষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বমন্ত্রৈশ্চ কুসুমানাং প্রক্ষেপ এব পরাচক্রনির্মিতিঃ ইতি ভাবঃ। তানি চেত্যত্র লিঙ্গব্যত্যয়ঃ আর্ষঃ। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বান্যাহ—পৃথিবীতি শিবা ইত্যন্তেন। যদ্যপি তন্ত্রান্তরে শিবাদিপৃথিব্যন্তক্রমস্তত্ত্বানামস্তি, তথাঽপি প্রকৃতে অনেনৈব ক্রমেণ মন্ত্রৈঃ পুষ্প-ক্ষেপোঽপূর্বসাধনমিতি বিপরীতপাঠঃ। তত্ত্বস্বরূপং ব্যাখ্যাতং প্রাক্ ॥ ১৮ ॥

১। পরবর্তী সূত্রে বিবৃত হয়েছে।

২। কুসুমাক্ষতৈঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পরাচক্রনির্মাণ

অতঃপর পরাচক্র বলতে আরম্ভ করলেন—

মূল জপ করে পুষ্পনিক্ষেপ করতে হবে। তারপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে আসন রচনা করতে হবে। মন্ত্র[১]—প্রথমে থাকবে মূল, অন্তে যোগপীঠায় নমঃ; আর মধ্যে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, উপস্থ, পায়ু, পাদ, পাণি, বাক্, ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, অহংকার, বুদ্ধি, মন, প্রকৃতি, পুরুষ, নিয়তি, কাল, রাগ, কলা, বিদ্যা, মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব। এই প্রকারে পরাচক্র নির্মাণ করতে হবে ॥ ১৮ ॥

প্রথমে কেবল মূলের দ্বারা একবার পুষ্পক্ষেপ করতে হবে। তারপর বক্ষ্যমাণ একেকটি তত্ত্বমন্ত্রের দ্বারা। প্রথমে মূল, অন্তে যোগপীঠায় নমঃ আর মধ্যে একেকটি তত্ত্ব দিয়ে বক্ষ্যমাণ যে-মন্ত্র তা দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত ক্ষেপণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তত্ত্বমন্ত্র হবে এইরূপ—পৃথিবীযোগপীঠায় নমঃ। এই প্রকারে মন্ত্রে শিব পর্যন্ত তত্ত্বের যোজনা হবে। এমনিভাবে হৃদয়ে ষট্‌ত্রিংশৎ বার মূলের দ্বারা এবং ব্যাখ্যাত ষট্ত্রিংশৎতত্ত্বমন্ত্রের দ্বারা পুষ্পক্ষেপই পরাচক্র-নির্মাণ, এইটি ভাবার্থ। 'তানি' পদে লিঙ্গের ব্যত্যয় আর্ষপ্রয়োগ। 'পৃথিবী' দিয়ে আরম্ভ করে ও 'শিবাঃ' দিয়ে শেষ করে ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। যদিও তন্ত্রান্তরে শিব থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবী পর্যন্ত এই ক্রমে তত্ত্ব বিবৃত হয়েছে তথাপি সূত্রে নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পক্ষেপ অপূর্বসাধন বলে এখানে তত্ত্ববিবৃতির ক্ষেত্রে বিপরীতপাঠ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তত্ত্বস্বরূপ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১৮।

দেব্যা আবাহনম্

কল্পিতচক্রে আবাহনমাহ—

তত্রৈতদৈক্যবিমর্শরূপিণীং ষোড়শকলাং পরাং দেবীমাবাহ্য ॥ ১৯ ॥

এতেষাং তত্ত্বানাং য ঐক্যবিমর্শঃ ঐক্যপ্রকাশশক্তিঃ তদ্রূপিণীং আবাহয়েৎ। অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

১। যথা—সৌঃ পৃথিবীযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ অপ্‌যোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ তেজঃ-যোগপীঠায় নমঃ ইত্যাদি।

দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ, উন্মনোল্লাসঃ ষষ্ঠঃ—পরাপদ্ধতিঃ।

দেবীর আবাহন

কল্পিতচক্রে দেবীর আবাহন বলছেন—

সেই ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বের ঐক্যপ্রকাশশক্তিরূপিণী ষোড়শকলা পরা দেবীকে আবাহন করতে হবে ॥ ১৯ ॥

এই সব তত্ত্বের যে-'ঐক্যবিমর্শঃ' অর্থাৎ ঐক্যপ্রকাশশক্তি তদ্রূপিণীকে আবাহন করবে। অন্য অংশ স্পষ্ট। ১৯।

দেবীধ্যানম্

এবমাবাহনমুক্ত্বা আবাহিতায়া ধ্যানপ্রকারমাহ—

অকলঙ্কশশাঙ্কাভা ত্র্যক্ষা চন্দ্রকলাবতী।
মুদ্রাপুস্তলসদ্‌বাহুঃ পাতু মাং পরমা কলা ॥

ইতি ধ্যাত্বা ॥ ২০ ॥

অকলঙ্কঃ কলঙ্কশূন্যঃ যঃ শশাঙ্কঃ চন্দ্রঃ তত্তুল্যাভা। মুদ্রা চিন্মুদ্রা পুস্তং পুস্তকম্। এতেন দ্বিবাহুত্বং স্পষ্টম্। অত্র পুস্তকং বামহস্তে, গণপতিপ্রকরণ-লিখিতযামলবচনাৎ। পরিশেষাৎ মুদ্রা দক্ষে ॥ ২০ ॥

দেবীর ধ্যান

এইভাবে আবাহন সম্বন্ধে বলে আবাহিতা দেবীর ধ্যানপ্রকার বলছেন—অকলঙ্কশশাঙ্কাভা, ত্রিনয়না, চন্দ্রকলাবতী, যাঁর হস্তদ্বয়ে মুদ্রা ও পুস্তক শোভা পাচ্ছে এমনি, পরমা কলা আমাকে রক্ষা করুন। এই প্রকার ধ্যান করতে হবে ॥ ২০ ॥

অকলঙ্কশশাঙ্কাভা—'অকলঙ্কঃ' মানে কলঙ্কশূন্য, যে 'শশাঙ্ক' মানে চন্দ্র, তার মতো আভা যাঁর। 'মুদ্রা' মানে চিন্মুদ্রা আর 'পুস্তং' মানে পুস্তক। এ দ্বারা দেবীর দ্বিবাহুত্ব স্পষ্ট হয়েছে। গণপতিপ্রকরণে উদ্ধৃত যামলবচনানুসারে বামহস্তে পুস্তক থাকবে। বাকী থাকে দক্ষিণহস্ত। কাজেই তাতে থাকবে মুদ্রা। ২০।

দেবীপূজা

অথ পূজামাহ—

মূলাদিমুচ্চার্য প্রকাশরূপিণী পরাভট্টারিকা মূলমধ্যমুচ্চার্য বিমর্শ-রূপিণী পরাভট্টারিকা মূলান্ত্যমুচ্চার্য প্রকাশবিমর্শরূপিণী পরাভট্টারি-কেতি ত্রিভিঃ দেব্যা মূলহৃন্মুখেষ্বভ্যর্চ্য সমস্তমুচ্চার্য মহাপ্রকাশবিমর্শ-

রূপিণী পরাভট্টারিকেতি দশবারমবমৃশ্য তামেব দেবীং কালাগ্নিকোটি-দীপ্তাং ধ্যাত্বা ॥ ২১ ॥

মূলাদিং সকারম্। তত্র বিন্দুযোগোঽপি। এবং মূলদ্বিতীয়ং ঔঁ। তৃতীয়ং অঃ। মন্ত্রস্বরূপং তু— সঁ প্রকাশরূপিণীপরাভট্টারিকাশ্রী°। এবমন্যৎ। দেব্যা মূলং মূলাধারম্। ইদং পূজনং বিশেষার্ঘ্যদ্রব্যেণ আবরণদেবতাবৎ[1] স্বহৃদয়ে জ্ঞেয়ম্। সমস্তং সম্পূর্ণং মূলমিত্যর্থঃ। শ্রীপাদুকেত্যাদিযোজনং অত্রাপি। অবমৃশ্য পূজয়িত্বা ॥ ২১ ॥

দেবীপূজা

অতঃপর পূজা বলছেন—

সঁ উচ্চারণ ক'রে প্রকাশরূপিণী পরাভট্টারিকা ইত্যাদি, ঔঁ উচ্চারণ ক'রে বিমর্শরূপিণী পরাভট্টারিকা ইত্যাদি, অঃ উচ্চারণ ক'রে প্রকাশবিমর্শরূপিণী পরাভট্টারিকা ইত্যাদি, এই তিন মন্ত্রে[2] দেবীর মূলাধার হৃদয় ও মুখে অর্চনা করতঃ সৌঃ উচ্চারণ ক'রে মহাপ্রকাশবিমর্শরূপিণী পরাভট্টারিকা ইত্যাদি মন্ত্রে[3] দশবার পূজা করতঃ কোটিকালাগ্নির দীপ্তিমতী সেই দেবীর ধ্যান করতে হবে ॥ ২১ ॥

'মূলাদিং' মানে সকার; তাতে বিন্দুযোগও হবে। এইভাবে 'মূলদ্বিতীয়ং' হল ঔঁ আর 'তৃতীয়ং' অঃ। মন্ত্রের স্বরূপ—সঁ প্রকাশরূপিণীপরাভট্টারিকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অন্য মন্ত্রদুটিও এই প্রকারের হবে। 'দেব্যা মূলং' দেবীর মূলাধার। এই পূজা আবরণদেবতার পূজার মতো বিশেষার্ঘ্যদ্রব্যের দ্বারা স্বহৃদয়ে করতে হবে। 'সমস্তং' মানে সম্পূর্ণমূল অর্থাৎ সৌঃ। এখানেও শ্রীপাদুকা ইত্যাদি যোগ করতে হবে। 'অবমৃশ্য' মানে পূজা করতঃ। ২১।

দেব্যামখিলতত্ত্বহোমভাবনম্

ততঃ কৃত্যশেষমুপদিশতি—

তস্যাং[4] ক্রিয়াসমভিব্যাহারেণ বেদ্যমখিলং হুত্বা ॥ ২২ ॥

তস্যাং দীপ্তৌ হুত্বা হুতং ভাবয়িত্বা ॥ ২২ ॥

১। পরদেবতাবৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। রামেশ্বরের মতে মন্ত্র—সঁ প্রকাশরূপিণীপরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঔঁ বিমর্শরূপিণীপরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অঃ প্রকাশবিমর্শরূপিণীপরা-ভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৩। রামেশ্বরের মতে মন্ত্র—সৌঃ মহাপ্রকাশবিমর্শরূপিণীপরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

৪। তস্যাঃ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

দেবীতে অখিল তত্ত্বের হোমভাবনা

অতঃপর কৃত্যের শেষাংশ উপদেশ করছেন—

তাঁতে যথাবিহিত ক্রিয়াসহযোগে অখিল ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব আহুতি দিতে হবে ॥ ২২ ॥

'তস্যাং' মানে দীপ্তিতে, 'হুত্বা' মানে হুত এরূপ ভাবনা ক'রে। ২২।

গুরবে অর্ঘ্যনিবেদনম্

মূলমুচ্চার্য সামান্যপাদুকয়া স্বমস্তকস্থায় গুরবে অর্ঘ্যং নিবেদ্য ॥ ২৩ ॥

সামান্যপাদুকয়া দীক্ষাপ্রকরণে পঠিতগুরুপাদুকামন্ত্রেণ ॥ ২৩ ॥

গুরুকে অর্ঘ্যনিবেদন

মূল উচ্চারণ ক'রে গুরুপাদুকামন্ত্র উচ্চারণ করতঃ স্বমস্তকস্থ গুরুকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে ॥ ২৩ ॥

'সামান্যপাদুকয়া' মানে দীক্ষাপ্রকরণে বিবৃত গুরুপাদুকামন্ত্রের[১] দ্বারা। ২৩।

চিদগ্নেরুদ্দীপনম্

পুনশ্চিদগ্নিমুদ্দীপ্তং বিভাব্য ॥ ২৪ ॥

উদ্দীপ্তং বিশেষেণ দীপ্তং বিভাব্য ॥ ২৪ ॥

চিদগ্নির উদ্দীপন

পুনরায় চিদগ্নিকে উদ্দীপ্ত ভাবনা করতে হবে ॥ ২৪ ॥

'উদ্দীপ্তং' মানে বিশেষভাবে দীপ্ত। বিভাব্য মানে ভাবনা ক'রে। ২৪।

ওঘত্রয়াভ্যর্চনম্

দিব্যৌঘং তিস্রঃ পাদুকাঃ সিদ্ধৌঘং তিস্রঃ মানবৌঘমষ্টাবভ্যর্চ্য ॥ ২৫ ॥

দিব্যৌঘসিদ্ধৌঘমানবৌঘানাং অর্চনং আবরণদেবতার্চনবদ্বিশেষার্ঘ্যদ্রব্যেণ স্বহৃদয় এব কার্যম্ ॥ ২৫ ॥

১। যথা—ঐঁ সৌঃ শ্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

ওঘত্রয়ের অর্চনা

তিন দিব্যৌঘ[১] তিন সিদ্ধৌঘ[২] ও আট মানবৌঘের[৩] পাদুকার্চনা করতে হবে ॥ ২৫ ॥

দিব্যৌঘ-সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘদের অর্চনা আবরণদেবতার অর্চনার মতো বিশেষার্ঘ্যদ্রব্যের দ্বারা স্বহৃদয়ে করতে হবে। ২৫।

দিব্যৌঘাদীনাহ—

পরাভট্টারিকাঽঘোরশ্রীকণ্ঠশক্তিধরক্রোধত্র্যম্বকানন্দপ্রতিভাদেব্যম্ব্যাবীরসম্বিদানন্দমধুরাদেব্যম্বাজ্ঞানশ্রীরামযোগা ইতি পরাক্রমপাদুকাঃ ॥ ২৬ ॥

পরাভট্টারিকা অঘোরঃ শ্রীকণ্ঠঃ ইতি দিব্যৌঘঃ। শক্তিধরঃ ক্রোধঃ ত্র্যম্বকঃ ইতি সিদ্ধৌঘঃ। আনন্দঃ প্রতিভাদেব্যম্বা বীরঃ সম্বিদানন্দঃ মধুরাদেব্যম্বা জ্ঞানঃ শ্রীরামঃ যোগঃ ইতি মানবৌঘঃ ॥ ২৬ ॥

দিব্যৌঘাদি বিবৃত করছেন—

পরাভট্টারিকা, অঘোর, শ্রীকণ্ঠ এই তিন দিব্যৌঘ। শক্তিধর, ক্রোধ, ত্র্যম্বক এই তিন সিদ্ধৌঘ। আর আনন্দ, প্রতিভাদেব্যম্বা, বীর, সম্বিদানন্দ, মধুরাদেব্যম্বা, জ্ঞান, শ্রীরাম, যোগ এই আট মানবৌঘ[৪]। এই নিয়ে পরাক্রমের[৫] পাদুকা ॥ ২৬ ॥

১। যথা—পরাভট্টারিকাদেব্যম্বা, অঘোরানন্দনাথ, শ্রীকণ্ঠানন্দনাথ।

২। যথা—শক্তিধরানন্দনাথ, ক্রোধানন্দনাথ, ত্র্যম্বকানন্দনাথ।

৩। যথা—আনন্দনন্দানাথ, প্রতিভাদেব্যম্বা, বীরানন্দনাথ, সম্বিদানন্দনাথ, মধুরাদেব্যম্বা, জ্ঞানানন্দনাথ, শ্রীরামানন্দনাথ, যোগানন্দনাথ।

দ্রঃ পরবর্তী সূত্র ও নিত্যোৎসবঃ উন্মনোল্লাসঃ ষষ্ঠঃ– পরাপদ্ধতিঃ।

৪। রামেশ্বরের বৃত্তির অনুবাদ আর সূত্রের অনুবাদ একই তাই আর পৃথক্ ক'রে দেওয়া হল না।

৫। "মন্ত্রানুসারে গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয় ভিন্ন হয়।" এখানে পরার গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয়ের উল্লেখ করা হল। সাধারণভাবে বলা যায় তন্ত্রমতে "গুরুপঙ্‌ক্তি তিনটি দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ আর মানবৌঘ। অর্থাৎ দিব্যগুরুর এক পঙ্‌ক্তি, সিদ্ধগুরুর এক পঙ্‌ক্তি আর মানব গুরুর এক পঙ্‌ক্তি। এই গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয়কে ইষ্টদেবতার আবরণ বলা হয়।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৬২

ওঘ মানে সম্প্রদায়। তা থেকে সম্প্রদায়বেত্তা গুরু ও গুরুসম্প্রদায় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বলিনিবেদনম্

ততঃ কলামনুনা বলিং নিবেদ্য ॥ ২৭ ॥

ততঃ অর্চনানন্তরম্। কলামনুনা সৌঃ ইত্যনেন "পাতু মাং পরমা কলা" ইত্যত্র পরায়াঃ কলাপদবাচ্যত্বং নির্ণীতম্। অতস্তন্মনুরসাবেব ভবিতুমর্হতি। বলিদানে ধর্মাঃ শ্রীক্রমোক্তাঃ গ্রাহ্যাঃ, একদেবতাকত্বেন সাজাত্যাৎ। অত্র জপস্য উপাসনাকালস্য বাহনুক্তেঃ, অয়ং প্রয়োগঃ সকৃদেব। যদ্বা—শ্যামা-বার্তালীসাহচর্যাৎ জপসঙ্খ্যা অনুক্তা তত্রত্যা গ্রাহ্যা। ভাবজ্জপপর্যন্তমুপাস্তিঃ। অত এবাগ্রে সূত্রকারঃ জপকালং বক্ষ্যতি ॥ ২৭ ॥

বলিনিবেদন

তারপর সৌঃ এই মন্ত্রে বলি নিবেদন করতে হবে ॥ ২৭ ॥

'ততঃ' মানে অর্চনার পর। কলামনুনা মানে সৌঃ এই মন্ত্রের দ্বারা। কারণ, 'পাতু মাং পরমা কলা' এই সূত্রোক্তিতে নির্ণীত হয়েছে যে কলাপদের দ্বারা পরাকে বুঝায়। কাজেই, কলামন্ত্র মানে পরামন্ত্র অবশ্যই হ'তে পারে। বলিদানের নিয়ম শ্রীক্রমে যা বলা হয়েছে এখানেও তাই গ্রহণীয়। কেননা, উভয়ত্র একই দেবতা হওয়ায় বলিদানাদি একই জাতীয় অর্থাৎ একই রকম হবে। এখানে সূত্রে জপ বা উপাসনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি বলে জপ বা উপাসনা কার্যতঃ একবার হবে। অথবা বলা যায় শ্যামা ও বার্তালীর সাহচর্যহেতু তাঁদের ক্ষেত্রে কথিত জপসংখ্যাই হবে এখানে অনুক্ত জপসংখ্যা। বিহিতসংখ্যক জপ পর্যন্ত উপাসনা। সূত্রকার এর পরে জপকাল বলবেন। ২৭।

হবিশ্‌শেষস্বীকারঃ

হবিশ্‌শেষমাত্মসাৎকুর্যাৎ। ইতি শিবম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি.........কল্পসূত্রে পরা-ক্রমো নামাষ্টমঃ খণ্ডঃ।

হবিশ্‌শেষাত্মসাৎকারঃ শ্রীক্রমবৎ। আত্মসাৎকুর্যাৎ ইত্যেবোক্ত্যা অত্র সাময়িকাভাবঃ সূচিতঃ। শিবমিতি ব্যাখ্যাতমেব ॥ ২৮ ॥

ইতি.........কল্পসূত্রবৃত্তৌ পরা-ক্রমো নামাষ্টমঃ খণ্ডঃ।

হবিঃশেষ গ্রহণ

হবিঃশেষ আত্মসাৎ করতে হবে। শিবম্ ॥ ২৮ ॥

.........কল্পসূত্রে পরা-ক্রম নামক অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

হবিঃশেষের আত্মসাৎকরণ শ্রীক্রমে যেরূপ নির্দিষ্ট হয়েছে তেমনি হবে। 'আত্মসাৎকুর্যাৎ' এই কথা বলা দ্বারা সাময়িকাভাব অর্থাৎ গোপনতার অভাব সূচিত হয়েছে। শিবম্ পদের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। ২৮।

......কল্পসূত্রের বৃত্তিতে পরা-ক্রম নামক অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ—হোমবিধিঃ

হোমাধিকারঃ

অথ গণপতিক্রমে নিত্যহোমপ্রসক্তৌ ললিতাঽঽদিপুরশ্চরণাঙ্গহোমস্য অন্যত্র কাম্যহোমস্য বা প্রসক্তৌ তদিতিকর্তব্যতাজ্ঞানস্যাবশ্যকতয়া তদর্থং হোমবিধিং বক্তুমারভতে—

অথ স্বেষ্টমন্ত্রস্য হোমবিধানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

অথেতি পূর্বপ্রক্রান্তবিচ্ছেদদ্যোতকঃ। স্বেষ্টমন্ত্রস্যেত্যনেন অগ্রে সৌরবৈষ্ণবাদি সর্বসাধারণোপাসনায়াঃ বক্ষ্যমাণত্বাৎ অত্রাপি সর্বসাধারণো হোমবিধিঃ ইতি জ্ঞাপিতঃ ॥ ১ ॥

নবম খণ্ড—হোমবিধি

হোমাধিকার

এর পর গণপতিক্রমে উক্ত নিত্যহোমপ্রসঙ্গে, ললিতাদির পুরশ্চরণের অঙ্গ হোম প্রসঙ্গে, বা অন্যত্র কথিত কাম্যহোম প্রসঙ্গে ইতিকর্তব্যতাজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকার জন্য হোমবিধি বলতে আরম্ভ করলেন—

এরপর স্বীয় ইষ্টমন্ত্রের হোমবিধি ব্যাখ্যা করব ॥ ১ ॥

অথপদ পূর্বে প্রকরণপ্রাপ্ত বিষয়ের বিচ্ছেদ সূচনা করছে। 'স্বেষ্টমন্ত্রস্য' এই কথা বলা দ্বারা, পরে সৌর বৈষ্ণবাদি সর্বসাধারণ উপাসনার বিষয় বলা হবে বলে, এখানেও সর্বসাধারণ হোমবিধি বুঝান হয়েছে। ১।

কুণ্ডস্থণ্ডিলনির্মাণম্

ততঃ তদ্বিধিমাহ—

চতুরশ্রং কুণ্ডমথবা হস্তায়ামমঙ্গুষ্ঠোন্নতং স্থণ্ডিলং কৃত্বা ॥ ২ ॥

কুণ্ডমিত্যনেন তন্ত্রান্তরোক্তমেখলাযোনিখাতাদিকমতিদিষ্টং নাম্না। চতুরশ্রং নিত্যম্। প্রত্যাঽঽদিকামনায়াং যোনিকুণ্ডাদিকমপি। সূত্রানুযায়িনাং ন মণ্ডপবিচারঃ, অনুক্তত্বাৎ অসূচিতত্বাচ্চ। আয়ামঃ বিস্তারঃ ॥ ২ ॥

কুণ্ড ও স্থণ্ডিল নির্মাণ

তারপর সেই বিধি বলছেন—

চতুরশ্র কুণ্ড অথবা একহাত পরিমাণ বিস্তৃত এবং অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ উঁচু স্থণ্ডিল নির্মাণ করতঃ ॥ ২ ॥

'কুণ্ডং' এই পদের দ্বারা তন্ত্রান্তরোক্ত মেখলা যোনি খাত ইত্যাদি উপদিষ্ট

হয়েছে ; ঐ কুণ্ড নাম থেকেই তা এসেছে। চতুরশ্র নিত্য। পুত্রাদিকামনায় যোনিকুণ্ডাদিও বিহিত। কল্পসূত্রের অনুসরণকারীদের মণ্ডপবিচারের প্রয়োজন নেই। কারণ, সূত্রে তা বলাও হয়নি বা সূচিতও হয়নি। 'আয়ামঃ' মানে বিস্তার। ২।

সামান্যোদকেনাবোক্ষণম্

সামান্যার্ঘ্যমুপশোধ্য তেনাবোক্ষ্য ॥ ৩ ॥

তত্তৎক্রমোক্তবিধিনা সামান্যোদকং নির্মায়েত্যর্থঃ। যদি পূজাঽঙ্গহোমঃ তদা পূজায়াং কপ্তেনৈব কার্যসিদ্ধৌ ন নির্মাণং, অন্যত্র নির্মাণং ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩ ॥

সামান্য জলের দ্বারা প্রোক্ষণ

সামান্যার্ঘ্যের শোধন করে তা দ্বারা প্রোক্ষণ করতে হবে ॥ ৩ ॥

সেই সেই ক্রমোক্ত বিধি-অনুসারে সামান্য উদক তৈরী করতে হবে। হোম যদি পূজার অঙ্গ হয় তা হলে পূজায় বিহিত উদকের দ্বারাই কার্যসিদ্ধি হয় বলে সেক্ষেত্রে আর তৈরী করতে হবে না, অন্যত্র করতে হবে ; এই হল জ্ঞাতব্য বিষয়। ৩।

রেখাসু ব্রহ্মাদিদেবতাঽর্চনম্

প্রাচীরুদীচীস্তিস্রস্তিস্রো রেখা লিখিত্বা ॥ ৪ ॥

প্রাচীঃ প্রাগগ্রাঃ উদীচীঃ উদগগ্রাঃ ॥ ৪ ॥

রেখাতে ব্রহ্মাদি দেবতার অর্চনা

পূর্বাগ্র ও উত্তরাগ্র তিনটি তিনটি রেখা অঙ্কিত করতে হবে ॥ ৪ ॥

'প্রাচীঃ' মানে পূর্বাগ্র আর 'উদীচীঃ' মানে উত্তরাগ্র। ৪।

তাসু রেখাসু ব্রহ্মযমসোমরুদ্রবিষ্ণ্বিন্দ্রান্ ষট্তারী[1]নমস্সম্পুটিতানভ্যর্চ্য ॥ ৫ ॥

ষট্তারী ত্রিতারীকুমারী প্রথমং, ততো ব্রহ্মণে নমঃ ইতি। এবং চ ষট্তারনমস্সম্পুটিতা ভবন্তি। এবমেব যমায়েত্যাদৌ যোজ্যম্। নমস্সম্পুটিতান্ ইত্যনন্তরং পঠিত্বেতি শেষঃ। অভ্যর্চ্যেত্যস্য কর্মাকাঙ্ক্ষায়াং মন্ত্রলিঙ্গান্ দেবতা যোজ্যা ॥ ৫ ॥

১। তার ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

সেই রেখাগুলিতে ষট্‌তারী ও নমঃ-সম্পুটিত মন্ত্রে ব্রহ্মা যম সোম রুদ্র বিষ্ণু ইন্দ্র-এঁদের অর্চনা[১] করতে হবে ॥ ৫ ॥

ষট্‌তারী মানে ত্রিতারী আর কুমারী অর্থাৎ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। এই থাকবে প্রথমে, তারপরে ব্রহ্মণে তারপরে নমঃ। অর্থাৎ প্রথমে ষট্‌তারী মাঝখানে দেবতার নাম আর শেষে নমঃ। এইভাবে হবে ষট্‌তারী ও নমঃ-সম্পুটিত। 'যমায়' ইত্যাদিও এইভাবে ষট্‌তারী ও নমঃ-সম্পুটিত হবে। ষট্‌-তারীনমঃ-সম্পুটিত মন্ত্রগুলি পর পর পড়তে হবে। 'অভ্যর্চ্য' এই পদে যে-কর্মাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাতে অর্থাৎ অর্চনার ব্যাপারে মন্ত্রপরিচয়ে দেবতার সংযোজন হবে। ৫।

কুণ্ডাভ্যর্চনম্

সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা, উত্তিষ্ঠপুরুষায় শিখায়ৈ বষট্, ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ, সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ধনুর্ধরায় অস্ত্রায় ফট্, ইতি ষড়ঙ্গং বিধায় তেন ষড়ঙ্গেন কুণ্ডমভ্যর্চ্য ॥ ৬ ॥

উক্তষণ্মন্ত্রৈঃ স্বদেহে হৃদয়াদিষড়ঙ্গন্যাসানন্তরং কুণ্ডে তৈরেব মন্ত্রৈঃ অগ্নী-শাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গযুবতীঃ পূজয়েৎ ॥ ৬ ॥

কুণ্ডার্চনা

সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ ছয় মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করতঃ সেই ষড়ঙ্গমন্ত্রের দ্বারা কুণ্ডের অর্চনা করতঃ ॥ ৬ ॥

উক্ত ছয় মন্ত্রে স্বদেহে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে ন্যাস করার পর সেইসব মন্ত্রেই কুণ্ডে ঈশান অগ্নি নৈঋত ও বায়ু কোণে, মধ্যে ও চারদিকে[২] ষড়ঙ্গযুবতীদের পূজা করতে হবে। ৬।

অগ্নিচক্রনির্মাণাদি

ততঃ অগ্নিচক্রনির্মাণাদিকমাহ—

তত্রাষ্টকোণষট্‌কোণত্রিকোণাত্মকং অগ্নিচক্রং বিলিখ্য পীতায়ৈ শ্বেতায়ৈ অরুণায়ৈ কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ তীব্রায়ৈ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ রুচিরায়ৈ

১। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ; ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সোমায় নমঃ; ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ রুদ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ছয় রেখায় সূত্রোক্ত ছজন দেবতার অর্চনা করতে হবে।

২। চার কোণ ৪, মধ্য ১, চারদিক্ ১—এই ছয় স্থান।

জ্বালিন্যৈ নম ইতি ত্রিকোণমধ্যে বহ্নেঃ পীঠশক্তীঃ সম্পূজ্য তং তমসে রং রজসে সং সত্ত্বায় আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে পং পরমাত্মনে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইতি তত্রৈবাভ্যর্চয়েৎ ॥ ৭ ॥

কুণ্ডে স্থণ্ডিলে বা অষ্টকোণাদিনির্মাণং প্রবেশরীত্যা কার্যম্, ত্রিকোণস্যাভ্যন্তরে ভূরি দর্শনাৎ। পীতায়ৈ ইত্যাদি জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং স্পষ্টম্। তত্রৈব ত্রিকোণ এব। ক্রমস্তু স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন ॥ ৭ ॥

অগ্নিচক্রনির্মাণাদি

অতঃপর অগ্নিচক্রনির্মাণাদি বলছেন—

সেই কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে অষ্টকোণ-ষট্‌কোণ-ত্রিকোণাত্মক অগ্নিচক্র এঁকে পীতায়ৈ নমঃ শ্বেতায়ৈ নমঃ অরুণায়ৈ নমঃ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ধূম্রায়ৈ নমঃ তীব্রায়ৈ নমঃ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ রুচিরায়ৈ নমঃ জ্বালিন্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রে ত্রিকোণমধ্যে অগ্নির পীঠশক্তিদের পূজা করতে হবে। তারপর তং তমসে নমঃ রং রজসে নমঃ সং সত্ত্বায় নমঃ আং আত্মনে নমঃ অং অন্তরাত্মনে নমঃ পং পরমাত্মনে নমঃ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ—এই মন্ত্রে ঐ ত্রিকোণেই তমঃ ইত্যাদির পূজা করতে হবে ॥ ৭ ॥

কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে অষ্টকোণাদিনির্মাণ প্রবেশরীতিতে করণীয়। কেননা, ভূরিশঃ ত্রিকোণকে অভ্যন্তরেই দেখতে পাওয়া যায়। 'পীতায়ৈ' থেকে আরম্ভ ক'রে 'জ্ঞানাত্মনে নমঃ' পর্যন্ত স্পষ্ট। 'তত্রৈব' মানে ত্রিকোণেই। ক্রম হবে নিজের অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রম। ৭।

বাগীশ্বরীবাগীশ্বরপূজা

এবং পীঠশক্তিপূজামুক্ত্বা ততঃ অগ্নিপ্রতিষ্ঠামুপদিশতি—

ততো জনিষ্যমাণবহ্নেঃ পিতরৌ বাগীশ্বরীবাগীশ্বরৌ পীঠেঽভ্যর্চ্য তয়োর্মিথুনীভাবং ভাবয়িত্বা হ্রীঁ বাগীশ্বরীবাগীশ্বরাভ্যাং নমঃ ইতি ধ্যাত্বা ॥ ৮ ॥

পীঠে ত্রিকোণাত্মকে অভ্যর্চিতদেবতাবিশিষ্টে। তয়োঃ বাগীশ্বরীবাগীশ্বরয়োঃ মিথুনীভাবং মৈথুনকর্ম মনসা ভাবয়িত্বা। ধ্যাত্বেতি ধ্যানং কামেশ্বরীকামেশ্বরবৎ, তদভিন্নত্বাৎ ॥ ৮ ॥

বাগীশ্বরী ও বাগীশ্বরের পূজা

এই প্রকারে পীঠশক্তির পূজা বিবৃত ক'রে অগ্নিপ্রতিষ্ঠাবিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন—

তারপর ভবিষ্যমাণ অগ্নির মতো মাতাপিতা বাগীশ্বরী বাগীশ্বরকে পীঠে অর্চনা করত তাঁদের মিথুনীভাব ভাবনা ক'রে, হ্রীঁ বাগীশ্বরীবাগীশ্বরাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ ধ্যান করতে হবে ॥ ৮ ॥

'পীঠে' মানে ত্রিকোণাত্মক যে-পীঠে দেবতার অর্চনা করা হয়েছে তাতে। 'তয়োঃ' মানে বাগীশ্বরীবাগীশ্বরের। 'মিথুনীভাবং' মানে মৈথুনকর্ম, 'ভাবয়িত্বা' মানে মনে মনে ভাবনা ক'রে। 'ধ্যাত্বা' এই পদের দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্যান কামেশ্বরীকামেশ্বরের ধ্যানের মতো হবে ; কেননা, এ ধ্যানের সঙ্গে তা অভিন্ন। ৮।

সংবিদগ্নিপাতনম্

অরণেঃ সূর্যকান্তাৎ দ্বিজগৃহাদ্বা বহ্নিমুৎপাদ্য মৃৎপাত্রে তাম্রপাত্রে বা আগ্নেয্যামৈশান্যাং নৈঋ‍র্ত্যাং বা নিধায় অগ্নিশকলং ক্রব্যাদাংশং নৈঋ‍র্ত্যাং বিসার্য নিরীক্ষণপ্রোক্ষণতাড়নাবকুণ্ঠনাদিভিঃ বিশোধ্য ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা ইতি মূলাধারোদ্গতসংবিদং ললাটনেত্রদ্বারা নির্গময্য তং বাহ্যাগ্নিযুক্তং পাতয়েৎ ॥ ৯ ॥

অরণিঃ প্রসিদ্ধঃ। দ্বিজগৃহে যঃ পচনাগ্নিঃ তস্যানয়নমেব তদুৎপাদনম্। পাত্রনিয়মমাহ—মৃৎপাত্র ইতি। স্থাপনদেশনিয়মমাহ—আগ্নেয্যামিতি। ক্রব্যাদাংশমিতি অমেধ্যাংশং ইত্যর্থঃ, "য এবামাৎ ক্রব্যাত্তমপহত্য মেধ্যেঽগ্নৌ কপালমুপদধাতি" ইতি শ্রুতেঃ। বিসার্য বহির্নিরস্য। নিরীক্ষণং স্বনেত্রাভ্যাম্। প্রোক্ষণং সামান্যার্ঘ্যোদকেন। তাড়নং অভিঘাতাখ্যঃ সংযোগবিশেষঃ। অবকুণ্ঠনং পূর্বদর্শিতমুদ্রা। আদিপদেন ধেনুযোনী, স্থলান্তরে অবকুণ্ঠনসহপাঠাৎ। এতৈঃ বিশোধ্য সংস্কৃত্য। তস্মিন্ পাত্রে চিদগ্ন্যাহ্বানপ্রকারমাহ—ওঁ বৈশ্বানরেতি, ললাটনেত্রদ্বারা ভ্রূমধ্যদ্বারা নির্গময্য নির্গমনং বিভাব্য। তং চিদগ্নিম্। বাহ্যাগ্নিযুক্তং ইত্যনেন চিদগ্নেঃ প্রাধান্যং সূচিতম্, ভৃত্যযুক্তরাজেতিবৎ। পাতয়েৎ ইত্যস্মাৎ পূর্বং পূর্বনির্মিতাগ্নিচক্রে ইতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

সংবিদগ্নিস্থাপন

অরণি থেকে বা সূর্যকান্তমণি থেকে অগ্নি উৎপাদন ক'রে অথবা দ্বিজগৃহ থেকে অগ্নি আনয়ন ক'রে মৃৎপাত্রে অথবা তাম্রপাত্রে অগ্নিকোণে বা ঈশানকোণে বা নৈঋতকোণে স্থাপন করতঃ, অমেধ্যাংশ অগ্নিশকল নৈঋতকোণে বাইরে নিক্ষেপ করে, নিরীক্ষণ প্রোক্ষণ তাড়ন অবগুণ্ঠনাদি দ্বারা সংস্কৃত ক'রে, 'ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা' এই মন্ত্রে

মূলাধার থেকে উদ্‌গত চিদগ্নিকে ভ্রূমধ্য দিয়ে নির্গমন করিয়ে অর্থাৎ নির্গত হচ্ছে এরূপ ভাবনা ক'রে, তাকে বাহ্য অগ্নিযুক্ত করতঃ পূর্বনির্মিত অগ্নিচক্রে নাবিয়ে দেবে ॥ ৯ ॥

অরণি প্রসিদ্ধ। দ্বিজগৃহে যে-রন্ধনাগ্নি তা আনয়নই 'বহ্নিমুৎপাদ্য' কথাটি দ্বারা সূচিত হয়েছে। 'মৃৎপাত্রে' ইত্যাদি দ্বারা পাত্রনিয়ম বলেছেন। 'আগ্নেয্যাং' ইত্যাদি দ্বারা স্থাপনস্থানের নিয়ম বলেছেন। 'ক্রব্যাদাংশং' বলতে অমেধ্যাংশ বুঝাচ্ছে, কেননা, শ্রুতিতে আছে 'য এবামাৎ ক্রব্যাত্তম-পহত্য মেধ্যেঽগ্নৌ কপালমুপদধাতি'। 'বিসার্য' মানে বাইরে নিক্ষেপ ক'রে। নিরীক্ষণ হবে স্বীয় নেত্রের দ্বারা। সামান্যার্ঘ্যের জ:ল প্রোক্ষণ হবে। 'তাড়নং' অর্থ অভিঘাত নামক সংযোগবিশেষ। 'অবকুণ্ঠনং' বলতে মুদ্রাবিশেষ বুঝায়, তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আদিপদের দ্বারা ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রাও সূচিত হয়েছে। কেননা, অন্যত্র অবগুণ্ঠনের সঙ্গে এদুটিরও উল্লেখ দেখা যায়। এই সবের দ্বারা 'বিশোধ্য' মানে সংস্কার করে। সেই পাত্রে চিদগ্নির আহ্বান-প্রকার বলছেন ওঁ বৈশ্বানর ইত্যাদি অংশে। 'ললাটনেত্রদ্বারা' মানে ভ্রূমধ্য দ্বারা। 'নির্গময্য' মানে নির্গমন ভাবনা করে। 'তং' মানে চিদগ্নিকে। 'বাহ্যাগ্নিযুক্তং' বলা দ্বারা চিদগ্নির প্রাধান্য সূচিত হয়েছে, যেমন ভৃত্যযুক্ত রাজার ক্ষেত্রে রাজার প্রাধান্য সূচিত হয় তেমনি। 'পাতয়েৎ' এই পদের দ্বারা পূর্বে নির্মিত অগ্নিচক্রে পাতন হবে, এইটি বুঝান হয়েছে। ৯।

ইন্ধনৈরাচ্ছাদনম্

কবচমন্ত্রেণ ইন্ধনৈরাচ্ছাদ্য ॥ ১০ ॥

কবচমন্ত্রেণ হুঁ ইত্যনেন ॥ ১০ ॥

ইন্ধনের দ্বারা আচ্ছাদন

কবচমন্ত্রে ইন্ধনের দ্বারা আচ্ছাদন করতে হবে ॥ ১০ ॥

কবচমন্ত্রেণ মানে হুঁ এই মন্ত্রের দ্বারা। ১০।

উপস্থানম্

অথোপস্থানমাহ—

অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমনলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥

ইত্যুপস্থায় ॥ ১১ ॥

উপস্থানং নাম অগ্নেরপরভাগে কৃতাঞ্জলেস্তিষ্ঠতো মন্ত্রপাঠঃ ॥ ১১ ॥

উপস্থান

অতঃপর উপস্থান বলছেন—

জাতবেদ, হুতাশন, সুবর্ণবর্ণ, সমিধ্‌যুক্ত, অনল, বিশ্বতোমুখ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে বন্দনা করি, এই বলে উপস্থান করতঃ ॥ ১১ ॥

উপস্থান বলতে বুঝায় অগ্নির অপর দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে অবস্থানকারীর মন্ত্রপাঠ। ১১।

উত্থাপনম্

ভূমৌ মৃণ্ময়পাত্রে পূর্বং আগ্নেয়াদ্যন্যতমদিক্ষু স্থাপিতাগ্নেঃ কুণ্ডে প্রক্ষেপার্থং উত্থাপনে মন্ত্রমাহ—

উত্তিষ্ঠ হরিতপিঙ্গল[1] লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় মে দেহি দাপয় স্বাহা ইতি বহ্নিমুত্থাপ্য ॥ ১২ ॥

এতেন ওঁ বৈশ্বানরেতি বহিঃ নির্গময্য কুণ্ডে প্রক্ষেপাৎ প্রাক্ অর্থক্রমেণ পাঠ-ক্রমং বাধিত্বা প্রয়োগানুষ্ঠানকালে পাঠঃ, উত্থাপনস্য প্রক্ষেপপূর্বকালিকত্বাৎ ॥ ১২ ॥

উত্থাপন

পূর্বে ভূমিতে মৃৎপাত্রে আগ্নেয়াদি কোনো দিকে স্থাপিত অগ্নির কুণ্ডে প্রক্ষেপণের জন্য উত্থাপনমন্ত্র বলছেন—

হরিতপিঙ্গল লোহিতাক্ষ, উত্থিত হও, আমার সর্বকর্ম সাধন কর, আমাকে সিদ্ধি প্রদান কর স্বাহা ; এই মন্ত্রে বহ্নি উত্থাপন করতে হবে ॥ ১২ ॥

এ দ্বারা সূচিত হয়েছে অগ্নিকে কুণ্ডে প্রক্ষেপের পূর্বে 'ওঁ বৈশ্বানর' এই মন্ত্রে বাইরে নির্গত করাতে হবে। প্রয়োগানুষ্ঠানকালে অর্থক্রমানুসারে সূত্রের পাঠক্রম নিরস্ত হবে ; কেননা, উত্থাপন প্রক্ষেপের পূর্বেই হয়ে থাকে। ১২।

প্রজ্বালনম্

প্রজ্বালনমন্ত্রমাহ—

চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা ইতি প্রজ্বাল্য ॥ ১৩ ॥

প্রজ্বালনং বেণুধমন্যা, "মুখেনাগ্নিং নোপধমেৎ" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৩ ॥

প্রজ্বালন

প্রজ্বালনমন্ত্র বলছেন—

চিৎপিঙ্গল, আঘাত কর আঘাত কর, দগ্ধ কর দগ্ধ কর, পাক কর পাক কর, সর্বজ্ঞ, আজ্ঞা কর স্বাহা ; এই মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করতে হবে।

১। পুরুষহরিত ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

বাঁশের চোঙ্গা দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করতে হবে। কেননা, স্মৃতিতে আছে মুখে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবে না। ১৩।

অগ্নেঃ পুংসবনাদিসংস্কারাঃ

উৎপন্নাগ্নেঃ সংস্কারানাহ—

ষট্‌তারবাচো নমোমন্ত্রেণ পুংসবনসীমন্তজাতকর্মনামকরণান্নপ্রাশনচৌলোপনয়নগোদানবিবাহকর্মাণ্যমুকাগ্নেরমুকং কর্ম কল্পয়ামি নমঃ ইতি বিধায় ॥ ১৪ ॥

ষট্‌তারবাচঃ উক্তাঃ। নমোমন্ত্রেণ নমোঽন্তমন্ত্রেণ। স্বয়মেব নমোঽন্তমন্ত্রং বিবৃণোতি—অমুকেত্যাদিনা। ইত্থং চ প্রথমং ষট্‌তারী ততঃ ঐং ততঃ ইষ্টদেবতানাম ততোঽগ্নিশব্দঃ ষষ্ঠ্যন্তঃ পুংসবনাদিকর্মনাম দ্বিতীয়ান্তং ততঃ কল্পয়ামীতি ॥ ১৪ ॥

অগ্নির পুংসবনাদি সংস্কার

উৎপন্ন অগ্নির সংস্কারগুলি বলছেন—

আদিতে ষট্‌তার ও ঐং এবং অন্তে নমঃ এরূপ মন্ত্রে পুংসবনাদি কর্ম করতে হবে। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, গোদান, বিবাহ,—অমুখ অগ্নির এই সব কর্মের অমুক কর্ম ভাবনা করি, এইরূপে মন্ত্রের বিধান হবে ॥ ১৪ ॥

ষট্‌তার ও বাক্ পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। 'নমোমন্ত্রেণ' মানে অন্তে 'নমঃ' রয়েছে এরূপ মন্ত্রের দ্বারা। সূত্রকার স্বয়ং অমুক ইত্যাদি অংশে অন্তে নমঃ আছে এরূপ মন্ত্র বিবৃত করেছেন। তদনুসারে প্রথমে ষট্‌তারী, তারপর ঐং, তারপর ইষ্টদেবতার নাম, তারপর ষষ্ঠষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত অগ্নিশব্দ ও দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত পুংসবনাদি কোনো কর্মের নাম, তারপর কল্পয়ামি এবং সর্বশেষে নমঃ[১] থাকবে। ১৪।

পরিষেচনাদি

পরিষিচ্য পরিস্তীর্য পরিধায় ॥ ১৫ ॥

পরিষিচ্য, অনুক্তত্বাৎ ঐশানীমারভ্য প্রদক্ষিণং সমন্তাৎ সামান্যার্ঘ্যোদকেন। পরিস্তীর্য—পরিস্তরণে একৈকদিশি চত্বারো দর্ভাঃ, "অগ্নিং ষোড়শভির্দর্ভৈঃ পরি-

---

১। মন্ত্রের রূপটি এমনি হবে—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ঐং অমুকদেবতা-অগ্নেঃ পুংসবনং কল্পয়ামি নমঃ ; ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ঐং অমুকদেবতা-অগ্নেঃ সীমন্তোন্নয়নং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

তস্ত পরিস্তরেৎ" ইতি বচনাৎ। পরিধায় শ্রৌতোক্তধর্মকসমিদ্ভিঃ প্রাগ্বর্জং ত্রিষু। ক্রমাদিকং কাষ্ঠনিয়মঃ শ্রৌতাৎ জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৫ ॥

পরিষেচনাদি

পরিষেচন, পরিস্তরণ ও পরিধান বিধান করতে হবে ॥ ১৫ ॥

পরিষিচ্য অর্থাৎ পরিষেচন করতঃ, সহজ কথায়, জল ছিটিয়ে। সূত্রে প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না থাকায় বুঝতে হবে ঈশান থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা পরিষেচন সূচিত হয়েছে। পরিস্তীর্য মানে পরিস্তরণ করতঃ। পরিস্তরণে অর্থাৎ আচ্ছাদনে প্রত্যেক দিকে চারগাছি ক'রে দর্ভ লাগবে। এর প্রমাণ 'ষোড়শ দর্ভের দ্বারা অগ্নিকে পরিতঃ আচ্ছাদন করবে' এই বচন। পরিধায় মানে এখানে পূর্ব ছাড়া তিন দিকে শ্রুতি-নির্দিষ্ট ধর্মানুষ্ঠানযোগ্য সমিধ স্থাপন করতঃ। এ সম্পর্কে ক্রমাদি কাষ্ঠনিয়ম শ্রুতি থেকে জেনে নিতে হবে। ১৫।

অগ্নিধ্যানম্

অথ সাধিতাগ্নেঃ ধ্যানমাহ—

ত্রিনয়নমরুণজটাবদ্ধমৌলিং সশুক্লাং-
শুকমরুণমনেকাকল্পমম্ভোজসংস্থম্।
অভিমতবরশক্তিং স্বস্তিকাভীতিহস্তং
নমত কনকমালালঙ্কৃতাংসং কৃশানুম্ ॥

ইতি ধ্যাত্বা ॥ ১৬ ॥

অগ্নির ধ্যান

অতঃপর সাধিত অগ্নির ধ্যান বলছেন—

ত্রিনয়ন, অরুণজটাযুক্তমস্তক, শুক্লাংশুকধারী, অরুণবর্ণ, অনেক ভূষণ-শোভিত, অম্ভোজসংস্থ কৃশানুর হস্তে প্রণামকারীর অভিমত বরমুদ্রা শক্তি স্বস্তিক ও অভয়মুদ্রা; তাঁর অংস স্বর্ণমালা দ্বারা অলঙ্কৃত। এইরূপে ধ্যান করতে হবে ॥ ১৬ ॥

অগ্নিচক্রে দেবতাস্থাপনম্

পূর্বকল্পিতাগ্নিচক্রাষ্টকোণাদিষু দেবতাস্থাপনমাহ—

অষ্টকোণে জাতবেদসে সপ্তজিহ্বায় হব্যবাহায় অশ্বোদরায়[১]

১। অশ্বোদরজায় ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

বৈশ্বানরায় কৌমারতেজসে বিশ্বমুখায় দেবমুখায় নম ইতি ষট্কোণে ষড়ঙ্গং ত্রিকোণে অগ্নিমন্ত্রেণ অগ্নিং পূজয়িত্বা ॥ ১৭ ॥

অষ্টকোণে অনুক্তত্বাৎ প্রাগাদিপ্রাদক্ষিণ্যক্রমঃ। ষট্কোণেঽপি তথৈব। অগ্নিমন্ত্রেণ "অগ্নিং প্রজ্বলিতং" ইত্যুপস্থাপনমন্ত্রেণ, অগ্নিলিঙ্গস্য স্পষ্টত্বাৎ। পূজনং চ পঞ্চোপচারৈঃ মন্ত্রাবৃত্ত্যা জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

অগ্নিচক্রে দেবতাস্থাপন

পূর্বকল্পিত অগ্নিচক্রের অষ্টকোণাদিতে দেবতাস্থাপন বলছেন—

জাতবেদসে নমঃ, সপ্তজিহ্বায় নমঃ, হব্যবাহায় নমঃ, অশ্বোদরায় নমঃ, বৈশ্বানরায় নমঃ, কৌমারতেজসে নমঃ, বিশ্বমুখায় নমঃ, দেবমুখায় নমঃ, এই আটমন্ত্রে অষ্টকোণে অগ্নির পূজা করতে হবে। ষট্কোণে ষড়ঙ্গের পূজা করতে হবে এবং ত্রিকোণে অগ্নিমন্ত্রে অগ্নির পূজা করতে হবে ॥ ১৭ ॥

সূত্রে অষ্টকোণে পূজার ক্রম উক্ত হয় নি। তাই, সাধকের অগ্র থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রম বিহিত বুঝতে হবে। অগ্নিমন্ত্রেণ মানে 'অগ্নিং প্রজ্বলিতং' ইত্যাদি উপাস্থাপনমন্ত্রের[১] দ্বারা। কেননা, এই মন্ত্রে অগ্নিলিঙ্গ সুস্পষ্ট। পূজা হবে পঞ্চোপচারে এবং প্রত্যেক উপচারের বেলায় মন্ত্রাবৃত্তি হবে। ১৭।

সপ্তজিহ্বাহোমঃ

সপ্তজিহ্বাঽঽহুতীরাহ—

হিরণ্যায়ৈ কনকায়ৈ রক্তায়ৈ কৃষ্ণায়ৈ সুপ্রভায়ৈ অতিরক্তায়ৈ বহুরূপায়ৈ নমঃ ইত্যগ্নেঃ সপ্তজিহ্বাসু মূলশুদ্ধেনাজ্যেন সপ্তাহুতীঃ কুর্যাৎ ॥ ১৮ ॥

নমঃ ইতি সর্বত্রানুষজ্যতে। মূলশুদ্ধেন মূলাভিমন্ত্রণেন সংস্কৃতেন। অভিমন্ত্রণং সম্খ্যাঽনুক্তেঃ সকৃন্মূলেন। নমঃ পদোত্তরং স্বাহাযোগঃ, হোমরূপত্বাৎ, "স্বাহা হোমে তর্পণে তু তর্পয়ামীতি যোজয়েৎ" ইতি যোগিনীতন্ত্রবচনাৎ ॥ ১৮ ॥

১। যথা—অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমনলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥ সূত্র ১১।

কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। নিত্যোৎসবের মতে অগ্নিপূজার মন্ত্রটি এই—ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা। দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ যৌবনোল্লাসঃ তৃতীয়ঃ—শ্রীক্রমঃ হোমপ্রকরণম্।

সপ্তজিহ্বাহোম

সপ্তজিহ্বাহুতি বলছেন—

হিরণ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা, কনকায়ৈ নমঃ স্বাহা, রক্তায়ৈ নমঃ স্বাহা, কৃষ্ণায়ৈ নমঃ স্বাহা, সুপ্রভায়ৈ নমঃ স্বাহা, অতিরিক্তায়ৈ নমঃ স্বাহা, বহুরূপায়ৈ নমঃ স্বাহা, এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত শুদ্ধ আজ্যের দ্বারা সপ্তজিহ্বায় সপ্ত আহুতি দিতে হবে ॥ ১৮ ॥

নমঃ এই পদ সর্বক্ষেত্রে যুক্ত হবে। 'মূলশুদ্ধেন' মানে মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে সংস্কার করা হয়েছে যা তা দ্বারা। ক'বার অভিমন্ত্রিত করতে হবে তা বলা হয়নি বলে মূলমন্ত্রের দ্বারা একবার অভিমন্ত্রণ বুঝতে হবে। নমঃ পদের পর স্বাহা যোগ করতে হবে; কারণ এ হল হোমমন্ত্র। আর এ সম্পর্কে যোগিনীতন্ত্রের বিধান—হোমে 'স্বাহা' যোগ করতে হবে আর তর্পণে 'তর্পয়ামি' যোগ করতে হবে। ১৮।

অগ্নেরাহুতিত্রয়ম্

কর্মশেষমুপদিশতি সূত্রান্তরেণ—

বৈশ্বানরোত্তিষ্ঠচিৎপিঙ্গলৈরগ্নেস্ত্রিধাঽঽহুতিং বিধায় ॥ ১৯ ॥

বৈশ্বানরোত্তিষ্ঠচিৎপিঙ্গলৈরিতি পূর্বপঠিতৈঃ ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিধা ত্রিবারম্। অনেন কর্মাভ্যাসো নাহুতিভেদঃ ইতি সূচিতঃ। বৈশ্বানরাদিমন্ত্রত্রয়ে স্বাহাকারোঽস্তি। তথাঽপ্যন্যস্বাহাকারো হোমকালে যোজ্যঃ। তদুক্তং শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে—

মন্ত্রান্তে যা বহ্নিজায়া সা তু মন্ত্রস্বরূপিণী।
তদন্তেঽন্যাং প্রযুঞ্জীত সা হোমাঙ্গতয়া মতা ॥ ইতি

অত্র মন্ত্রলিঙ্গেনৈব দেবতালাভে পুনরগ্নেরিতি কথনাৎ ত্রিষ্বপি হোমেষু "অগ্নয় ইদং ন মম" ইতি ত্যাগং গময়তি। অন্যথা "বৈশ্বানরায়েদং ন মম" ইতি লিঙ্গেন প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥

অগ্নির আহুতিত্রয়

অন্য সূত্রের দ্বারা হোমকর্মের শেষাংশ উপদেশ করছেন—

বৈশ্বানর[১], উত্তিষ্ঠ[২] এবং চিৎপিঙ্গল[৩] এই তিনটি পদ দিয়ে যে-তিনটি মন্ত্র

১। মন্ত্র যথা—ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।

২। মন্ত্র যথা—ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষ হরিতপিঙ্গল লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় মে দেহি দাপয় স্বাহা।

৩। মন্ত্র যথা—ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা।

আরম্ভ হয়েছে সেই তিন মন্ত্রে অগ্নির তিন বার আহুতি বিধান করতে হবে ॥ ১৯ ॥

'বৈশ্বানরোত্তিষ্ঠচিৎপিঙ্গলৈঃ' মানে পূর্বে পঠিত অর্থাৎ ৯, ১২ ও ১৩ সংখ্যক সূত্রে বিবৃত তিনটি মন্ত্রের দ্বারা। ত্রিধা মানে তিন বার। এ দ্বারা অভ্যাস অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি সূচিত হয়েছে, আহুতিভেদ নয়। বৈশ্বানরাদি তিনটি মন্ত্রেই স্বাহাপদ রয়েছে। তথাপি হোমের সময় তার সঙ্গে আরেকটি 'স্বাহা' যোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—'মন্ত্রান্তে যে-স্বাহা তা মন্ত্রস্বরূপিণী। হোমের অঙ্গরূপে তার সঙ্গে অন্য স্বাহা যোগ করতে হবে'। মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারাই দেবতা বুঝা যায়; তৎসত্ত্বেও এখানে অগ্নিপদের উল্লেখ থাকায় তিনটি হোমেই 'এটি অগ্নির উদ্দেশ্যে অর্পিত, আমার নয়' এরূপ ত্যাগের কথা সূচিত হয়েছে। তা না হলে, 'বৈশ্বানরের উদ্দেশ্যে এটি অর্পিত, আমার নয়' মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারা এরূপ বুঝাত। ১৯।

ইষ্টদেবতাঽঽবাহনাদি

অথেষ্টদেবতাঽঽবাহনমাহ—

বহুরূপজিহ্বায়ামিষ্টাং দেবতামাবাহ্য পঞ্চোপচারৈরুপচর্য ॥ ২০ ॥

আবাহনং পূজাপ্রকরণোক্তসরণ্যা। পঞ্চোপচারৈঃ গন্ধাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

ইষ্টদেবতার আবাহনাদি

অতঃপর ইষ্টদেবতার আবাহন বলছেন—

অগ্নির বহুরূপা নামক জিহ্বায় ইষ্টদেবতার আবাহন ক'রে পঞ্চোপচারে পূজা করতে হবে ॥ ২০ ॥

পূজাপ্রকরণে কথিত সরণি-অনুসারে আবাহন হবে। পঞ্চোপচারৈঃ মানে গন্ধাদির দ্বারা অর্থাৎ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারের দ্বারা। ২০।

চক্রদেবীনামাহুতয়ঃ

সর্বাসাং চক্রদেবীনামেকা[1]হুতিং হুত্বা, নমোঽন্তান্ পাদুকাঽন্তান্ শেষান্[2] মন্ত্রান্ স্বাহাঽন্তান্ বিধায় জুহুয়াৎ ॥ ২১ ॥

সর্বাসামিতি তত্তদাবরণদেবতাষড়ঙ্গৌঘত্রয়নিত্যাঽঽদীনাং মধ্যে যস্মিন্ পূজাপ্রকরণে যাবত্যো বিহিতাঃ তাসাং সর্বাসাং ইত্যর্থঃ। দ্রব্যস্যানুক্তত্বাদাজ্যম্। নমোঽন্তানিতি—যে চ নমোঽন্তা মন্ত্রাঃ বাণমন্ত্রাঃ বশিন্যাদিমন্ত্রাশ্চ

১। মেকৈকা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। অশেষান্ ইতি পাঠান্তরঃ তত্রৈব।

পাদুকাঽন্তা মন্ত্রা গুরুপাদুকামন্ত্রাদয়ঃ, এতদুভয়ভিন্নাঃ কেবলং নাম্নৈবোদ্ধৃতাঃ অণিমাসিদ্ধাদয়ঃ শেষাঃ[১] এতান্ সর্বান্ স্বাহাঽন্তান্ কৃত্বা তেন হোতব্যং ইত্যর্থঃ। শ্রীক্রমে পঞ্চদশনিত্যাঽনন্তরং সর্বরোগহরচক্রে কামেশ্বর্যাদ্যনন্তরং মূলেন পূজনবন্ন হোমঃ, তস্যাঃ প্রধানদেবতারূপত্বেন তস্যা আহুতেঃ বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২১ ॥

চক্রদেবীদের আহুতি

চক্রদেবীদের সবাইকে একটি ক'রে আহুতি দিতে হবে। যে-সব মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' আছে, যে-সব মন্ত্রের অন্তে 'পাদুকা' আছে এবং এ ছাড়া অন্য সব মন্ত্র, এই সমস্তেরই শেষে স্বাহা যোগ ক'রে আহুতি দিতে হবে ॥ ২১ ॥

'সর্বাসাং' বলতে বুঝাচ্ছে সেই সেই আবরণদেবতা, ষড়ঙ্গ, ওঘত্রয়, নিত্যা ইত্যাদির যে যে পূজাপ্রকরণে যে যে বিহিত তাদের সকলের। হোমদ্রব্যের উল্লেখ না থাকায় বুঝতে হবে এটি আজ্য। 'নমোঽন্তান্' বলতে বুঝাচ্ছে যে-সব মন্ত্র নমঃ এই পদ দিয়ে শেষ হয়েছে, যথা বাণমন্ত্র[২] ও বশিন্যাদিমন্ত্র। 'পাদুকাঽন্তান্' মানে পাদুকা এই পদ দিয়ে শেষ হয়েছে এরূপ মন্ত্র, যথা গুরুপাদুকামন্ত্রাদি। এই দুই রকমের মন্ত্র ছাড়াও কেবলমাত্র নাম দিয়ে উদ্ধৃত অণিমাসিদ্ধি ইত্যাদি মন্ত্র 'শেষান্' পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে। এইসব মন্ত্রের শেষে স্বাহা যোগ করে তা দ্বারা হোম করতে হবে। শ্রীক্রমে পঞ্চদশ নিত্যার পর সর্বরোগহরচক্রে কামেশ্বরী-আদির পর মূলমন্ত্রে পূজা যেমন করতে বলা হয়েছে এখানে হোমের বেলা কিন্তু সেরকম হবে না। কেননা, প্রধানদেবতা-রূপে তাঁর আহুতির কথা পরসূত্রেই বলা হয়েছে। ২১।

প্রধানদেবতাঽঽহুতয়ঃ

এবং অগ্নিসংস্কারানুক্ত্বা প্রধানহোমধর্মানুপদিশতি—

অথ প্রধানদেবতায়ৈ দশাহুতীর্জুহুয়াৎ ॥ ২২ ॥

অথেত্যনেন অঙ্গদেবতাহোমবিচ্ছেদঃ সূচিতঃ ॥

এতাবৎপর্যন্তং সর্বপ্রয়োগসাধারণম্। পুরশ্চরণাঙ্গহোমঃ কাম্যহোমো বা সর্বোঽপ্যেতদনন্তরং ভবতি ॥ ২২ ॥

প্রধানদেবতার আহুতি

এই প্রকারে অগ্নিসংস্কার সম্বন্ধে বলে প্রধান হোমের নিয়ম উপদেশ করছেন—

অতঃপর প্রধান দেবতাকে দশ আহুতি দিতে হবে ॥ ২২ ॥

১। অশেষা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। বাণমন্ত্র সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য কল্পসূত্র ৫।১০ এবং রামেশ্বরকৃত তার বৃত্তি।

অথ পদের দ্বারা অঙ্গদেবতার হোম থেকে এটির ভেদ সূচিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত হোমের সব সাধারণ প্রয়োগ বিবৃত হল।

পুরশ্চরণের অঙ্গ যে-হোম অথবা কাম্যহোম সে-সবই এর পরে হবে। ২২।

কাম্যহোমবিধিঃ

অথ কাম্যহোমং বিদধাতি—

যদি কাম্যমীপ্সেদভীষ্টদেবতায়ৈ বিজ্ঞাপ্য সঙ্কল্পং কৃত্বৈতাবৎকর্মসিদ্ধ্যর্থমেতাবদাহুতীঃ করিষ্যামীতি ॥ ২৩ ॥

বিজ্ঞাপ্য প্রার্থ্য এতাবৎকর্মসিদ্ধ্যর্থং অমুকফলসিদ্ধ্যর্থং এতাবৎকর্মামুকসঙ্খ্যাকাহুতীঃ। কার্যতারতম্যেন আহুতিসঙ্খ্যাতারতম্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৩ ॥

কাম্যহোমবিধি

এবার কাম্যহোমের বিধান করছেন—

কাম্যহোম করতে ইচ্ছুক সাধক অভীষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা করত সঙ্কল্প করবে অমুককর্মসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ অমুকফলপ্রাপ্তির জন্য অমুকসংখ্যক হোম করব ॥ ২৩ ॥

'বিজ্ঞাপ্য' মানে প্রার্থনা করতঃ। 'এতাবৎকর্মসিদ্ধ্যর্থং' মানে অমুকফলসিদ্ধির জন্য। 'এতাবৎকর্মামুকসঙ্খ্যাকাহুতীঃ' মানে অমুক কর্মের অমুকসংখ্যক আহুতি। কার্যের তারতম্যানুসারে আহুতিসংখ্যার তারতম্য হয়। ২৩।

সসাধনং হোমং বিধত্তে—

তিলাজ্যৈঃ শান্ত্যা অন্নেনান্নায়ামৃতায় সমিচ্চূতপল্লবৈর্জ্বরশমায় দূর্বাভিরায়ুষে কৃতমালৈর্ধনায়োৎপলৈর্ভোগায় বিল্বদলৈ রাজ্যায় পদ্মৈঃ সাম্রাজ্যায় শুদ্ধলাজৈঃ কন্যায়ৈ নন্দ্যাবর্তৈঃ কবিত্বায় বঞ্জুলৈঃ [1]পুষ্ট্যৈ মল্লিকাজাতীপুন্নাগৈর্ভাগ্যায় বন্ধূকজপাকিংশুকবকুলমধুকরৈরৈশ্বর্যায় লবণৈরাকর্ষণায় কদম্বৈর্বঃ সর্ববশ্যায় শালিতণ্ডুলৈর্ধান্যায় কুঙ্কুমগোরোচনাদিসুগন্ধৈঃ সৌভাগ্যায় পলাশপুষ্পৈঃ কপিলাঘৃতৈর্বা তেজসে ধুত্তূরকুসুমৈরুন্মাদায় বিষবৃক্ষৈঃ নিম্বশ্লেষ্মাতকবিভীতকসমিদ্ভিঃ শত্রুনাশায় নিম্বতৈলাক্তলবণৈর্মারণায় কাকোলূকপক্ষৈর্বিদ্বেষণায় তিলতৈলাক্তমরীচৈঃ কাসশ্বাসনাশায় জুহুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

তিলাজ্যৈঃ তিলসহিতাজ্যৈঃ। যাবৎসঙ্খ্যাকাজ্যাহুতয়ঃ তাবৎসঙ্খ্যাক-

---

১। পুষ্পৈর্ম ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

তিলাহুতয়ঃ কার্যা ইতি নিষ্কর্ষঃ। সাহিত্যং দ্বন্দ্বসমাসলভ্যং জ্ঞেয়ম্। শান্ত্যৈ শান্তির্নাম উৎপৎস্যমানানিষ্টপ্রাগভাবসংরক্ষণম্। অন্নেনোদনেন অন্নলাভায় অমৃতায় মোক্ষায়। সমিচ্ছূতপল্লবৈঃ ইতি তিলাজ্যবৎ। সমিধশ্চ যজ্ঞীয়বৃক্ষ-সম্বন্ধিন্যো গ্রাহ্যাঃ। দূর্বাঃ প্রসিদ্ধাঃ। কৃতমালৈঃ আরেবতৈঃ, "আরেবত-ব্যাধিঘাতকৃতমালসুবর্ণকাঃ" ইত্যমরঃ। শুদ্ধলাজৈরিতি শুদ্ধত্বং গৃহে নির্মিতত্বম্। নন্দ্যাবর্তৈঃ তগরৈঃ। বঞ্জুলৈঃ চিত্রকৃদ্ভিঃ, "বঞ্জুলশ্চিত্রকৃচ্চাথ" ইত্যমরঃ। বন্ধূকো মহারাষ্ট্রভাষয়া দুয়ারী ইতি প্রসিদ্ধঃ। কিংশুকঃ পলাশঃ। অগ্রে পলাশপুষ্পৈরিতি স্বাতন্ত্র্যেণ তেজসৃসাধনত্বং বোধ্যতে। ইহ তু বন্ধূকাদিসহিতস্য ঐশ্বর্যসাধনত্বং ইতি ন পুনরুক্তিঃ। মধুকৈরিতি যোগেন মধুপুষ্পাণাং গ্রহণম্, ন তু রূঢ্যা ভ্রমরগ্রহণং, পুষ্পসাহচর্যাৎ। বিম্ববৃক্ষাঃ মহারাষ্ট্রভাষয়া কাজা ইতি প্রসিদ্ধম্। অত্র বৃক্ষশব্দঃ তৎসমিল্লক্ষকঃ, অগ্রে সমিৎসাহচর্যাৎ। শ্লেষ্মাতকঃ শেলুঃ "শেলুঃ শ্লেষ্মাত্মকঃ" ইতি কোশাৎ। বিভীতকঃ অক্ষঃ, "ত্রিলিঙ্গস্তু বিভাতকঃ, নাক্ষস্তুষঃ কর্ষফলঃ" ইতি কোশাৎ। দ্বন্দ্বসমাসাভাবাৎ বিম্ববৃক্ষ-সমিধঃ নিম্বাদিসমিদ্ভিঃ সহ বিকল্প্যন্তে। শত্রুনাশকর্মণি দ্বয়োস্তুল্যসাধনত্বম্। শত্রুনাশোঽত্র ন মরণম্, মারণপ্রয়োগস্য পৃথগ্বক্ষ্যমাণত্বাৎ, কিং তু তদীয়পশু-পুত্রাদিনাশঃ। বিদ্বেষঃ স্বশত্রোর্যঃ প্রবলাশ্রয়ভূতঃ তেন সাকম্। তিলতৈলাক্তেতি —কাসশ্বাসঃ রোগবিশেষঃ[১] ॥

নন্ কিমনেন দ্রব্যবিশিষ্টং কর্ম ফলায় বিধীয়তে, উত বাক্যান্তরেণ প্রাপ্ত-হোমসামান্যমনূদ্য দ্রব্যফলসম্বন্ধো বিধীয়তে ইতি চেৎ—

অত্র কেচিৎ—দ্বিতীয়পক্ষ এব যুক্তঃ। বিশিষ্টবিধিপক্ষে ষষ্ঠো বিধিঃ অত্যন্তগুরুভূতঃ, গুণফলসম্বন্ধপক্ষো লঘুভূতঃ, অন্যথা "দধ্নে ন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ" ইত্যত্রাপি তথাত্বাপত্তেঃ। ন চ—"দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য" ইত্যত্র বাক্যান্তরেণ লব্ধ-হোমানুবাদো যুক্তঃ, ইহ ধাত্বর্থপ্রাপকপ্রমাণান্তরাভাবাৎ, কথমনুবাদঃ—ইতি বাচ্যম্। হোমবিধানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইত্যধিকারাৎ প্রকরণেন তন্ত্রশাস্ত্রপ্রাপ্ত-পুরশ্চরণাদ্যঙ্গভূতহোমানুবাদেন গুণবিধিসম্ভবাৎ—ইত্যাহুঃ ॥

তদসৎ। যদি পুরশ্চরণাদ্যঙ্গভূতহোমানুবাদেন [illegible] য়তে, তর্হি তত্র তদ্দশাংশসঙ্খ্যায়া হোমে কৢপ্তত্বেন শ্রীদেবতা [illegible] ত্র "এতাবদাহুতীঃ করিষ্যামি" ইতি সর্বনাম্না নির্দেশ বিফলঃ। "জপদশাংশং করিষ্যামি" ইতি বদেৎ। মন্মতে কার্যগৌরবলাঘবাভ্যাং হ্রাসবৃদ্ধিসম্ভবাৎ অনিয়তসঙ্খ্যাকত্বেন সর্বনাম্না নির্দেশো যুক্তঃ ॥

১। কাসশ্বাসৌ রোগবিশেষৌ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ন চ জপং বিহায় কেবলহোমো নোপলভ্যতে অন্যতন্ত্রেষু ইতি শঙ্কনীয়ম্। অগস্ত্যসংহিতায়াং চোলরাজ্ঞো রিপোঃ পাণ্ড্যস্য সংহারার্থং নগ্নাঃ কেবলং নিম্ববতৈলমিশ্রিতলবণহোমেন কৃত্যামুৎপাদয়ামাসুঃ ইত্যৈতিহ্যমস্তি। এবং তন্ত্রেষ্বপ্যুপলভ্যতে। তস্মাৎ প্রথমপক্ষো যুক্তঃ ॥ ২৪ ॥

হোমোপকরণের সহিত হোম বিধান করছেন—

শান্তির জন্য তিল ও আজ্যের দ্বারা, অমৃত ও অন্ন লাভের জন্য অন্নের দ্বারা, জ্বরোপশমের জন্য সমিধ্[1] ও চ্যূতপল্লবের দ্বারা, আয়ুলাভের জন্য দূর্বা দ্বারা, কৃতমাল অর্থাৎ সোন্দালের দ্বারা ধনলাভের জন্য, উৎপলের দ্বারা ভোগের জন্য, বিল্বপত্রের দ্বারা রাজ্যলাভের জন্য, পদ্মের দ্বারা সাম্রাজ্যলাভের জন্য, শুদ্ধ খইয়ের দ্বারা কন্যালাভের জন্য, তগরের দ্বারা কবিত্বলাভের জন্য, বঞ্জুলের দ্বারা পুষ্টিলাভের জন্য, মল্লিকা জাতী ও পুন্নাগের দ্বারা ভাগ্যের জন্য, বন্ধূক জবা কিংশুক বকুল ও মধুকপুষ্পের দ্বারা ঐশ্বর্যলাভের জন্য লবণের দ্বারা আকর্ষণের জন্য, কদম্বের দ্বারা সর্ববশীকরণের জন্য, শালিতণ্ডুলের দ্বারা ধান্যের জন্য, কুঙ্কুম গোরচনাদি সুগন্ধদ্রব্যের দ্বারা সৌভাগ্যলাভের জন্য, পলাশপুষ্প অথবা কপিলাঘৃতের দ্বারা তেজোলাভের জন্য, ধুতুরা ফুলের দ্বারা উন্মাদনের জন্য, বিষবৃক্ষের দ্বারা অথবা নিম্ব শ্লেষ্মাতক ও বিভীতকের সমিধের দ্বারা শত্রুনাশের জন্য, নিম্বতৈলাক্ত লবণের দ্বারা মারণের জন্য, কাক ও উলূকের পক্ষদ্বারা বিদ্বেষণের জন্য, কাসি ও হাঁফানি দূরকরণের জন্য তিলতৈলাক্ত গোলমরিচের দ্বারা আহুতি দিতে হবে ॥ ২৪ ॥

তিলাজ্যৈঃ মানে তিলের সহিত আজ্যের দ্বারা। নিষ্কর্ষ হল যতসংখ্যক তিলাহুতি ততসংখ্যক আজ্যাহুতি দিতে হবে। দ্বন্দ্বসমাস হওয়ায় সহিতত্ব সূচিত হয়েছে। শান্ত্যৈ—শান্তির জন্য, শান্তি বলতে বুঝায় উৎপৎস্যমান অনিষ্টের পূর্ব থেকেই অভাব এমনি অবস্থার সংরক্ষণ। অন্নেন মানে ওদনের দ্বারা। অন্নায় মানে অন্নের জন্য, অমৃতায়-অমৃত অর্থ মোক্ষ, অর্থাৎ মোক্ষের জন্য। সমিচ্চ্যূতপল্লবৈঃ এক্ষেত্রেও তিলাজ্যের মতো হবে অর্থাৎ যতসংখ্যক সমিধাহুতি ততসংখ্যক চ্যূতপল্লবাহুতি হবে। সমিধ্ বলতে যজ্ঞীয় বৃক্ষের সমিধ্ বুঝতে হবে। দূর্বা প্রসিদ্ধ। কৃতমালৈঃ মানে আরেবতের[2] দ্বারা। অমরকোষে আছে "আরেবতব্যাধিঘাতকৃতমালসুপর্ণকাঃ"—

১। "পলাশ খদির উডুম্বর কাশ্মারী বা অশ্বথ কাষ্ঠে সমিধ্ হয় (বৃহৎসংহিতা ৪৪।১২)" দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষঃ সমিধ্ শব্দ।

২। আরেবত—সোন্দাল। সোন্দাল সোনাল গাছ।

আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল ও সুপর্ণক পর্যায়বাচক শব্দ। শুদ্ধলাজৈঃ—এখানে শুদ্ধ বলতে বুঝাচ্ছে গৃহে প্রস্তুত অর্থাৎ ঘরে ভাজা, এমনি খইয়ের দ্বারা। নন্দ্যাবর্তৈঃ মানে তগরের দ্বারা। বঞ্জুলৈঃ মানে চিত্রকৃতের দ্বারা। অমরকোষে আছে "বঞ্জুলশ্চিত্রকৃচ্চাথ"—বঞ্জুল ও চিত্রকৃৎ[১] পর্যায়বাচক শব্দ। বন্ধূকঃ মানে বাঁধুলি ; মারঠী ভাষায় দুয়ারী নামে প্রসিদ্ধ। কিংশুকঃ মানে পলাশ। পরে পলাশপুষ্পৈঃ বলে স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে তেজের সাধন আর এখানে বন্ধূকাদির সঙ্গে ঐশ্বর্যের সাধন। কাজেই, পুনরুক্তি হয়নি। মধুকরৈঃ—এখানে পুষ্পসাহচর্যের জন্য অর্থ হবে মধুপুষ্পের দ্বারা ; মধুকরশব্দের রূঢ়ি অর্থ ভ্রমর তা এখানে হবে না। বিষবৃক্ষাঃ—এখানে বিষবৃক্ষ-শব্দের দ্বারা তার সমিধ্ সূচিত হয়েছে, কারণ, পরবর্তী অংশে সমিধ্‌শব্দ রয়েছে। মহারাষ্ট্র ভাষায় বিষবৃক্ষ কাজা নামে প্রসিদ্ধ। শ্লেষ্মাতকঃ মানে শেলু। অভিধানে আছে "শেলুঃ শ্লেষ্মাতকঃ"—শেলু ও শ্লেষ্মাতক[২] পর্যায়বাচক শব্দ। বিভীতকঃ মানে অক্ষ। অভিধানে আছে "ত্রিলিঙ্গস্ত বিভীতকঃ। নাক্ষস্তুষঃ কর্ষফলঃ"—বিভীতক, অক্ষ, তুষ, কর্ষফল পর্যায়বাচক। বিভীতক চলিত কথায় বহেড়া। দ্বন্দ্বসমাস হয়নি বলে বিষবৃক্ষের সমিধ্ নিম্বাদির সমিধের বিকল্পরূপে বিহিত। কেন না, শত্রুনাশকর্মে উভয়ে সমান উপযোগী। এখানে শত্রুনাশ মানে শত্রুর মরণ নয়, কারণ মরণপ্রয়োগ পৃথগ্‌ভাবে বিবৃত হয়েছে। এখানে শত্রুনাশ মানে শত্রুর পশু ও পুত্রাদির বিনাশ। বিদ্বেষঃ—আপন শত্রুর যে প্রবলাশ্রয়ভূত তার সঙ্গে। তিলতৈলাক্ত ইত্যাদি অংশে যে কাসশ্বাসের উল্লেখ আছে তা রোগবিশেষ॥

* * * * ।২৪।

বলিদানম্

অথোত্তরাঙ্গমাহ—

বলিং প্রদায় ॥ ২৫ ॥

বলিদানং তত্তৎপূজাক্রমোক্তবিধিনা ॥ ২৫ ॥

বলিদান

অতঃপর অনুষ্ঠানের উত্তরাঙ্গ নির্দেশ করছেন—

বলিদান করতে হবে ॥ ২৫ ॥

বলিদান সেই সেই পূজাক্রমোক্ত বিধি-অনুসারে হবে। ২৫।

১। চিত্রকৃৎ—তিনশবৃক্ষ (Dalbergia Ujjeinensis)

২। শ্লেষ্মাতক—আতা, নোনা, চালতা।

মহাব্যাহৃতিহোমঃ

মহাব্যাহৃতিহোমমাহ—

ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা।
ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ মহতে চ স্বাহা।
ওঁ সুবরাদিত্যায় চ দিবে চ মহতে চ স্বাহা।
ওঁ ভূর্ভুর্বস্সুবশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা। ইতি চতুর্ভির্মন্ত্রৈঃ মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা ॥ ২৬ ॥

মহাব্যাহৃতিহোম

মহাব্যাহৃতিহোম বলছেন—

ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা ইত্যাদি চারটি (সূত্রে বিবৃত) মন্ত্রের দ্বারা ব্যাহৃতি[১] হোম করতে হবে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মার্পণাহুতিঃ

ব্রহ্মার্পণাহুতিমাহ—

ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ইতি ব্রহ্মার্পণাহুতিং কৃত্বা ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মার্পণাহুতি

ব্রহ্মার্পণাহুতি বলছেন—

"ইতঃ পূর্বে প্রাণ বুদ্ধি এবং দেহধর্মানুসারে কি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-অবস্থায়, কি মনের দ্বারা, কি বাক্যের দ্বারা, কি কর্মের দ্বারা, কি হস্তের দ্বারা, কি পদের দ্বারা, কি উদরের দ্বারা, কি শিশ্নের দ্বারা, যা-কিছু স্মরণ করেছি, বলেছি, বা যা-কিছু করেছি, সেই সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পিত হোক্, স্বাহা" এই মন্ত্রে ব্রহ্মার্পণ-হোম করতে হবে ॥ ২৭ ॥

অগ্নিদেবতয়োরুদ্বাসনম্

পূর্বাবাহিতচিদগ্নেরাবাহিতায়া দেবতায়াশ্চোদ্বাসনমাহ—

চিদগ্নিং দেবতাং চাত্মন্যুদ্বাসয়ামি নম ইত্যুদ্বাস্য ॥ ২৮ ॥

উদ্বাসনং খেচরীমুদ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

১। ব্যাহৃতি মন্ত্রবিশেষ। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য এই সপ্ত ব্যাহৃতি। তার মধ্যে প্রথম তিনটিকে বলা হয় মহাব্যাহৃতি। দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ, ব্যাহরণ শব্দ।

অগ্নি ও দেবতার উদ্বাসন

পূর্বে যে-চিদগ্নি ও যে-দেবতার আবাহন করা হয়েছে তাঁদের উদ্বাসন বলছেন—

চিদগ্নি ও দেবতাকে স্বহৃদয়ে উদ্বাসন[১] করি নমঃ এই বলে উদ্বাসন করতে হবে ॥ ২৮ ॥

খেচরীমুদ্রা দ্বারা উদ্বাসন করতে হয়। ২৮।

ভস্মধারণম্

ভস্মধারণফলমাহ—

তদ্ভস্মতিলকধরো লোকসম্মোহনকারঃ সুখী বিহরেৎ। ইতি শিবম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি.........কল্পসূত্রে হোমবিধির্নাম নবমঃ খণ্ডঃ।

তদ্ভস্ম অগ্নের্ভস্ম। অগ্নিবিসর্জনানন্তরং পরিস্তরণপরিধীনামপি বিসর্গঃ, প্রতিপত্তিসংস্কারস্যানুক্তত্বাৎ। শিবমিতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি.........কল্পসূত্রবৃত্তৌ হোমবিধির্নাম নবমঃ খণ্ডঃ।

ভস্মধারণ

ভস্মধারণের ফল বলছেন—

যিনি হোমাগ্নিভস্মের তিলক ধারণ করেন তিনি সর্বলোকের সম্মোহনকারী হয়ে সুখে বিহরণ করেন। শিবম্ ॥ ২৯ ॥

......কল্পসূত্রে হোমবিধি নামক নবম খণ্ড সমাপ্ত।

তদ্ভস্ম মানে অগ্নির ভস্ম। অগ্নিবিসর্জনের পর পরিস্তরণপরিধিরও বিসর্জন করতে হবে—প্রতিপত্তিসংস্কার সম্বন্ধে সূত্রে কিছু না বলায় তাই সূচিত হয়েছে। শিবম্ পদের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। ২৯।

......কল্পসূত্রবৃত্তিতে হোমবিধি নামক নবম খণ্ড সমাপ্ত।

১। উদ্বাসন অর্থ স্থাপন এবং বিসর্জন। শাস্ত্রীয় উদ্বাসনক্রিয়ার সহজ অর্থ "বাহ্যপ্রতিমা থেকে ইষ্টদেবতাকে বিসর্জন করে সাধকের স্বহৃদয়ে স্থাপন।" শাস্ত্র বিধি-অনুসারে এটি করতে হয়।

দশমঃ খণ্ডঃ—সর্বসাধারণক্রমঃ

সামান্যক্রমাধিকারঃ

প্রথমখণ্ডে দীক্ষাঽনন্তরং সর্বমন্ত্রাধিকারী ভবতীত্যুক্তত্বাৎ শ্রীত্রিপুরসুন্দর্য্যু-পাস্তেঃ নিষ্কামরূপতয়া যদা সঙ্কটে কামনাবশাৎ সূর্যবিষ্ণুভৈরবাদ্যুপাস্তিপ্রসক্তিঃ তদিতিকর্তব্যতাজ্ঞানার্থং তন্ত্রান্তরোপাস্তিং সূত্রানুযায়ী মা করোতু ইতি তদুপাসনাসিদ্ধয়ে, কিং চ রশ্মিমালাঽঽদিষু প্রত্যেকং মন্ত্রাণাং ফলশ্রবণাৎ তত্তৎকামনয়া তত্তদুপাস্তিপ্রসক্তৌ, অপিচ কশ্চন উপাসনায়াং শ্রদ্ধাবান্ ললিতোপাস্তৌ চ অনধিকারী তস্য শিববিষ্ণ্বাদ্যুপাসনাং প্রবর্তয়তু ইতি, পরম-কৃপালুঃ শ্রীপরশুরামঃ সর্বসাধারণীং উপাসনাসরণিং দর্শয়তি—

অথাতঃ সর্বেষাং মন্ত্রাণাং সামান্যপদ্ধতিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

অথ ত্রিপুরসুন্দর্য্যুপাস্তিপ্রকারদর্শনানন্তরম্। অতঃ অবতরণিকায়ামুক্ত-হেতোঃ। সর্বেষাং গণপতি-ললিতা-শ্যামা-বার্তালীভিন্নানাং যাবতাং মন্ত্রাণাম্। সামান্যপদ্ধতিং সাধারণসরণিম্ ॥ ১ ॥

দশম খণ্ড—সর্বসাধারণক্রম

সামান্যক্রমাধিকার

প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে দীক্ষালাভের পর উপাসক সর্বমন্ত্রে অধিকারী হন। এরূপ অধিকারের কথা স্মরণ ক'রে পরমকৃপালু শ্রীপরশুরাম সর্বসাধারণ উপাসনাসরণি প্রদর্শন করছেন তিনটি উদ্দেশ্যে—(১) শ্রীত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনা নিষ্কাম বলে এরূপ উপাসনাকারী যখন সঙ্কটে পড়েন তখন তাঁর কামনাবশতঃ সূর্য বিষ্ণু ভৈরবাদির উপাসনায় প্রবৃত্তি হয়। কল্পসূত্রের অনুসরণকারী উক্ত ব্যক্তির সে-সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা অবগতির জন্য তন্ত্রান্তরোক্ত উপাসনার অনুসরণ করা উচিত নয়; অতএব, তাঁর উপাসনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে; (২) রশ্মিমালা-সংজ্ঞক মন্ত্রগুলির প্রত্যেকের যে-ফল ব্যক্ত হয়েছে তা শোনে সেই সেই মন্ত্রোদ্দিষ্ট উপাসনায় সূত্রানুসারীর প্রবৃত্তি হতে পারে, এরূপ ব্যক্তির উপাসনা-সৌকর্যার্থে; (৩) যে-ব্যক্তি ললিতার উপাসনায় অধিকারী নন তিনিও যাতে শিব বিষ্ণু ইত্যাদির উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, এই উদ্দেশ্যে। যথা—

অতঃপর, গ্রন্থের অবতরণিকায় উল্লেখ করা হয়েছে বলে এখানে সব মন্ত্রের সাধারণ উপাসনাপদ্ধতি ব্যাখ্যা করব ॥ ১ ॥

অথ মানে ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনাপ্রকার প্রদর্শনের পর। অতঃ মানে

অবতরণিকায় বলার জন্য। সর্বেষাং মানে গণপতি ললিতা শ্যামা ও বার্তালীর মন্ত্র ছাড়া অন্য যাবতীয় মন্ত্রের। সামান্যপদ্ধতিং মানে সাধারণসরণি। ১।

শ্যামাঽঙ্গানাং কেষাংচিদতিদেশঃ

অথ শ্যামাক্রমে পঠিতানি কানিচিদঙ্গান্যতিদিশতি বচনেন—

শ্যামাবৎ সন্ধ্যাঽঽদ্যর্ঘ্যশোধনপর্যন্তং ন্যাসবর্জম্ ॥ ২ ॥

সন্ধ্যাঽঽদীত্যনেন সন্ধ্যাতঃ প্রাক্ পঠিতানাং ব্যাবৃত্তিঃ। অর্ঘ্যশোধনপর্যন্তং ইত্যনেন তদগ্রিমব্যাবৃত্তিঃ। উভয়মধ্যতনানাং মধ্যে ন্যাসবর্জং ইত্যনেন তদ্ব্যাবৃত্তিঃ। অর্ঘ্যশোধনং ইত্যবিশেষোক্ত্যা বিশেষার্ঘ্যশোধনান্তং কার্যম্। তেন ব্রাহ্মে মুহূর্তে যৎ কৃত্যং স্নানদন্তধাবনবিংশতিগণ্ডূষাদি সর্বং নিবর্ততে ॥ ২ ॥

শ্যামাক্রমের অঙ্গ কতগুলি ক্রিয়ার অতিদেশ

অতঃপর শ্যামাক্রমে উল্লিখিত কতগুলি উপাসনা-অঙ্গের অতিদেশ[১] করছেন—

শ্যামাক্রমে যেভাবে বিবৃত হয়েছে তেমনিভাবে সন্ধ্যা থেকে অর্ঘ্যশোধন পর্যন্ত ক্রিয়া করতে হবে ; এর মধ্যেকার ন্যাস বর্জিত হবে ॥ ১ ॥

'সন্ধ্যাদি' এই পদের দ্বারা সন্ধ্যার পূর্বে বিবৃত সব ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়েছে। 'অর্ঘ্যশোধনপর্যন্তং' এই পদের দ্বারা তার পরবর্তী সব ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়েছে। 'ন্যাসবর্জং' পদের দ্বারা সন্ধ্যা ও অর্ঘ্যশোধন এই উভয়ের মধ্যবর্তী ন্যাস নিবৃত্ত হয়েছে। 'অর্ঘ্যশোধনং' এই অবিশেষ উক্তির দ্বারা সূচিত হয়েছে বিশেষার্ঘ্য-শোধনপর্যন্ত ক্রিয়া কর্তব্য। দন্তধাবন স্নান বিংশতিগণ্ডূষাদি ব্রাহ্মমুহূর্তে যে-সব করণীয় তা এই সূত্রের দ্বারা নিবৃত্ত হয়েছে। ২।

সর্বসাধারণন্যাসঃ

সর্বসাধারণন্যাসমাহ—

অনুক্তষড়ঙ্গস্য ষড়্‌জাতিযুক্তমায়য়া ষড়ঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

অনুক্তেত্যনেন অজ্ঞাতমপ্যুপলক্ষণীয়ম্। ইত্থং চ যস্য মন্ত্রস্য ষড়ঙ্গং উক্তম্, তেন স্বষড়ঙ্গে শ্যামাক্রমে ন্যাসসময়ে ন্যসেৎ। যস্যানুক্তমজ্ঞাতং বা তত্র ষড়্‌জাতিযুক্তমায়য়া ষড়ঙ্গন্যাসঃ। ষড়্‌জাতিমায়া চ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ ইতি ক্রমেণ ষড়ঙ্গেষু যোজ্যম্ ॥ ৩ ॥

১। অতিদেশ—"এক বিষয়ে বিহিত ধর্মের বা বিধির অন্য বিষয়ে প্রয়োগের আদেশ।"—দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ।

সর্বসাধারণ ন্যাস

সর্বসাধারণ ন্যাস বলছেন—

অনুক্তষড়ঙ্গ মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস যথাক্রমে হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ এই বীজের দ্বারা করতে হবে ॥ ৩ ॥

অনুক্ত এই পদের দ্বারা অজ্ঞাতও উপলক্ষিত হয়েছে ধরতে হবে। এই ব্যবস্থানুসারে যে-মন্ত্রের ষড়ঙ্গ বলা হয়েছে তা দ্বারা স্বষড়ঙ্গে শ্যামাক্রমোক্ত ন্যাসসময়ে ন্যাস করতে হবে। যে-মন্ত্রের ষড়ঙ্গ অনুক্ত বা অজ্ঞাত তার ক্ষেত্রে ষড়্জাতিযুক্ত মায়া দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে। ষড়্জাতিযুক্ত মায়া বলতে বুঝাচ্ছে হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ। এই ক্রমে ষড়ঙ্গে ন্যাস করতে হবে। ৩।

চক্রনির্মাণম্

চক্রনির্মাণপ্রকারমাহ—

বিন্দুত্রিষড়রনাগদলচতুষ্পত্রচতুরশ্রময়ং চক্রম্ ॥ ৪ ॥

অষ্টদলং চতুর্দলং পদ্মদ্বয়ম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৪ ॥

চক্রনির্মাণ

চক্রনির্মাণপ্রকার বলছেন—

বিন্দু-ত্রিকোণ-ষট্‌কোণ-অষ্টদলপদ্ম-চতুর্দলপদ্ম-চতুরশ্র-বিশিষ্ট চক্র নির্মাণ করতে হবে ॥ ৪ ॥

অষ্টদল আর চতুর্দল দুটি পদ্ম। শেষাংশ স্পষ্ট। ৪।

ষড়াবরণীপূজা

অথাবরণদেবতাস্থানমাহ—

বিন্দৌ মুখ্যদেবতৈচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তয়স্ত্র্যশ্রে ষড়রে তত্তৎষড়ঙ্গান্যষ্টদলে ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ চতুর্দলে গণপতিদুর্গাবটুকক্ষেত্রেশাশ্চতুরশ্রে দিক্‌পালাঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়াবরণমাহ—ইচ্ছেতি। ক্রমঃ স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন। তৃতীয়মাহ—ষড়র ইতি। ক্রমঃ প্রাক্কোণমারভ্যেশানান্তম্। চতুর্থমাহ—অষ্টদল ইতি। ক্রমঃ পূর্ববৎ। চতুর্দলে পঞ্চমাবরণে। ক্রমঃ প্রাগাদিদিক্ষু। চতুরশ্রেঽপি তথৈব প্রাগাদীশানান্তং ঊর্ধ্বং অধশ্চ জ্ঞেয়ম্। এবং ষড়াবরণীপূজা ॥

যদ্যপি প্রধানদেবতায়াঃ অন্তে পূজাঽন্যত্রাস্তি. তথাঽপ্যত্র বিপরীতং, তথা পাঠাৎ ॥ ৫ ॥

ষড়াবরণীপূজা

অতঃপর আবরণদেবতার স্থান সম্বন্ধে বলছেন—

বিন্দুতে মুখ্যদেবতা ; ত্রিকোণে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি ; ষট্‌কোণে তত্তৎ-দেবতাষড়ঙ্গ, অষ্টদলপদ্মে ব্রাহ্মী-আদি[১] অষ্ট মাতৃকা ; চতুর্দলপদ্মে গণপতি দুর্গা বটুক ও ক্ষেত্রেশ ; চতুরস্রে দিক্‌পালগণ[২] ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় আবরণ বলছেন—ইচ্ছাদি। এখানে ক্রম হবে সাধকের অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রম। তৃতীয় আবরণ বলছেন—ষড়র ইত্যাদি। এখানে ক্রম হল প্রাক্‌কোণ থেকে আরম্ভ ক'রে ঈশানকোণে সমাপ্তি। চতুর্থ আবরণ বলছেন—অষ্টদল ইত্যাদি। ক্রম পূর্ববৎ। পঞ্চম আবরণ বলছেন—চতুর্দলে ইত্যাদি। ক্রম—পূর্বাদিদিকে। চতুরস্রেও ক্রম তাই—পূর্ব দিক্ থেকে আরম্ভ করে ঈশানকোণপর্যন্ত এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃ। এই প্রকারে হবে ষড়াবরণীপূজা।

যদিও অন্যত্র শেষে প্রধানদেবতার পূজার কথা পাওয়া যায়, তথাপি এখানে সূত্রে নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য তার বিপরীত হবে। ৫।

সর্বমন্ত্রযোজ্যবীজানি

সর্বমন্ত্রেষু যোজ্যান্ বীজানাহ—

ত্রিতারীকুমারীভ্যাং সর্বে ক্রমমন্ত্রাঃ প্রযোক্তব্যাঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিতারী শ্রীক্রমোক্তা। কুমারী বালা ॥ ৬

সব মন্ত্রের সঙ্গে যোজনীয় বীজ

সব মন্ত্রের সঙ্গে যোজনীয় বীজ বলছেন—

সব ক্রমমন্ত্রের সঙ্গে ত্রিতারী[৩] এবং কুমারী[৪] যোগ করতে হবে ॥ ৬ ॥

ত্রিতারী শ্রীক্রমে বিবৃত হয়েছে। কুমারী মানে বালা। ৬।

আবাহনাদিমন্ত্রাঃ

তত্তন্মূলেনাবাহনং কলামন্থনা বলিরনেনে ক্রমেণাহুতিঃ ॥ ৭ ।

১। ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী। দ্রঃ নিত্যোৎসবঃ অনবস্থোল্লাসঃ সপ্তমঃ—সাধারণক্রমঃ।

২। ইন্দ্র অগ্নি যম নিঋ'তি বরুণ বায়ু সোম ঈশান ব্রহ্মা ও অনন্ত। এ'রা যথাক্রমে পূর্বাদি দিক্-ও বিদিক্-পাল।

৩। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।

৪। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।

আবাহনমন্ত্রমাহ তত্তদিতি। বলিদানমন্ত্রমাহ—কলেতি। কলামনুঃ ব্যাখ্যাতঃ। অত্র বলিদানং পাত্রোদ্বাসনদেবতোদ্বাসনাদীনামুপলক্ষকম্, তেষামাবশ্যকত্বাদনুক্তেঃ। অনেন ক্রমেণ উক্তক্রমেণ। আহুতিঃ যজনং পূজনম্। সর্বদেবানাং তত্তন্মন্ত্রজপঃ শ্রীক্রমোক্তজপসময়ে কার্যঃ ॥ ৭ ॥

ইতি সর্বসাধারণক্রমঃ ॥

আবাহনাদিমন্ত্র

সেই সেই দেবতার মূলমন্ত্রে সেই সেই দেবতার আবাহন। সৌঃ এই মন্ত্রে বলিদান, উক্ত ক্রমে আহুতি অর্থাৎ পূজা হবে ॥ ৭ ॥

আবাহনমন্ত্র বলছেন—তত্তৎ ইত্যাদি। বলিদানমন্ত্র বলছেন—কলাদি। কলামনুঃ এই পদটির ব্যাখ্যা পূর্বে (দ্রঃ ৯।২৭ সূত্রের বৃত্তি) করা হয়েছে। এখানে বলিদান উপলক্ষণ। এ দ্বারা পাত্রোদ্বাসন, দেবতা-উদ্বাসনাদি সূচিত হয়েছে। এগুলি অবশ্য কর্তব্য বলে সূত্রে অনুক্ত রয়েছে। অনেন ক্রমেণ মানে উক্তক্রমে। আহুতি মানে যজন, পূজা। শ্রীক্রমোক্ত মন্ত্রজপসময়ে সেই সেই দেবতার মন্ত্র জপ করতে হবে। সব দেবতার মন্ত্র সম্বন্ধেই এই বিধি। ৭।

এই হল সর্বসাধারণক্রম।

রশ্মিমালাবিনিয়োগঃ

এবং সামান্যক্রমমুক্ত্বা পুনস্সিংহগুহাঽবলোকনন্যায়েন ললিতাক্রমশেষমেব বক্তুং প্রক্রমতে—

অথ রশ্মিমালা ॥ ৮ ॥

অথেতি পূর্বপ্রকরণবিচ্ছেদদ্যোতকম্। রশ্মিরিতি প্রকাশাপরপর্যায়ঃ। মালেতি মন্ত্রবিশেষসংজ্ঞা। তদুক্তং নিত্যাতন্ত্রে—

> মন্ত্রা একাক্ষরাঃ পিণ্ডাঃ কর্তব্যা (?)[1] দ্ব্যক্ষরা মতাঃ।
> বর্ণত্রয়ং[2] সমারভ্য নবার্ণাবধি বীজকাঃ ॥
> ততো দশার্ণমারভ্য যাবদ্বিংশতি মন্ত্রকাঃ।
> তত ঊর্ধ্বং গতা মালাস্তাসু ভেদো ন বিদ্যতে ॥ ইতি ॥

১। তন্ত্ররাজতন্ত্রের ৩।২৮ সংখ্যক শ্লোকে 'কর্তর্য্যো দ্ব্যক্ষরা মতাঃ' এই পাঠ আছে। এর অর্থ দ্ব্যক্ষর মন্ত্রগুলিকে বলা হয় কর্তরী। রামেশ্বরধৃত পাঠে লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে মনে হয়।

২। বহুবর্ণং ইতি পাঠান্তরঃ। উপরে উক্ত তন্ত্ররাজতন্ত্রের শ্লোকেও বর্ণত্রয়ং এই পাঠ রয়েছে। প্রসঙ্গবিচারে বর্ণত্রয়ং পাঠই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ইত্থং চ গায়ত্র্যাদিমহাপাদুকান্তস্য প্রকাশকত্বাৎ বিংশতিবর্ণাধিকত্বাচ্চ রশ্মি-মালেতি বক্ষ্যমাণমন্ত্রকলাপসংজ্ঞা ॥ ৮ ॥

রশ্মিমালাবিনিয়োগ

এইভাবে সাধারণক্রম বিবৃত ক'রে সিংহগুহাবলোকনন্যায় অনুসারে আবার ললিতাক্রমের অবশেষ বলতে আরম্ভ করলেন—

অতঃপর রশ্মিমালা ॥ ৮ ॥

অথ পদটি পূর্বপ্রকরণের অবসান সূচিত করছে। রশ্মি প্রকাশের পর্যায়-বাচক শব্দ। মালা মন্ত্রবিশেষের নাম। এ সম্পর্কে নিত্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে—

একাক্ষর মন্ত্রগুলিকে বলা হয় পিণ্ড ; দ্ব্যক্ষরগুলিকে কর্তব্য (?) [তন্ত্ররাজ-তন্ত্রের মতে কর্তরী] ; তিন অক্ষর থেকে নয় অক্ষর পর্যন্ত সংখ্যাবিশিষ্ট মন্ত্র-গুলিকে বলা হয় মন্ত্রক, আর তার চেয়ে অধিক অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্রগুলির নাম মালা। মালার আর প্রকারভেদ হয় না।

এই প্রকারে গায়ত্রী-আদি-মহাপাদুকান্ত মন্ত্র প্রকাশকত্বহেতু ও বিংশতি অক্ষরেরও অধিকাক্ষরাত্মক হওয়ার জন্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্রকলাপের নাম হয়েছে মালা। ৮।

তস্যাঃ বিনিয়োগং কালং চাহ—

সুপ্তোত্থিতেনৈষা মনসৈকবারমাবর্ত্যা ॥ ৯ ॥

এষা রশ্মিমালা সুপ্তোত্থিতেনেতি স্বারস্যাৎ প্রবোধাব্যবহিতোত্তরক্ষণ এব কাল ইতি জ্ঞাপ্যতে। তেন ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরোর্ধ্যানাদিকং পূর্বোক্তং এতদুত্তর-মেবেতি সিদ্ধম্। ন চ—পূর্বমপি 'মুহূর্তে ব্রাহ্মণো মুক্তস্বাপঃ" ইত্যনেন পূর্বো-ক্তক্রিয়াকলাপেঽপি প্রবোধাব্যবহিতত্বং প্রতীয়তে। অন্যথা তদুত্তরং বক্ষ্যমাণ-সম্বিদ্ধ্যানাদেঃ নিদ্রাসময়ে অসম্ভবেনার্থসিদ্ধে তৎকালপ্রবোধে মুক্তস্বাপ ইতি বিশেষণং ব্যর্থং স্যাৎ—ইতি বাচ্যম্। ব্রাহ্মে মুহূর্তে নিদ্রাং রাগপ্রাপ্তাং নিবা-রয়েৎ তচ্চরিতার্থম্। অত্র সুপ্তোত্থিতেনেতি বিশেষণস্য তথা গত্যভাবাৎ উত্থানানন্তরকালাঙ্গতামেব প্রতিপাদয়তি।

এতেন নিবন্ধে ব্যুৎক্রমেণ পাঠঃ অপ্রামাণিক এবেতি সিদ্ধঃ ॥ ৯ ॥

রশ্মিমালার বিনিয়োগ ও তার কাল বলছেন—

সুপ্তোত্থিত সাধককে রশ্মিমালা মনে মনে একবার আবৃত্তি করতে হবে ॥ ৯ ॥

এষা মানে রশ্মিমালা। সুপ্তোত্থিতেন এই পদের দ্বারা স্বারস্যহেতু সূচিত হয়েছে ঘুম ভাঙ্গার অব্যবহিত পরবর্তী ক্ষণ। পূর্বে ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুর ধ্যানাদি

যে ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হয়েছে সে-সবই রশ্মিমালা আবৃত্তির পরবর্তী সিদ্ধ হল। ৯।

* * * * । ৯।

গায়ত্র্যাদি প্রথমং রশ্মিপঞ্চকম্

অথ রশ্মিমালাসংজ্ঞকান্ মন্ত্রান্ দর্শয়তি—

প্রণবো ভূর্ভুবস্স্বঃ—
তৎসবিতুর্বরেণিয়ং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ইতি ত্রিংশদ্বর্ণা গায়ত্রী ॥

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো ন অভয়ং কুরু[1]।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বিদ্বিষো বিমৃধো জহি[2] ॥
স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ স্বস্তিদা অভয়ংকরঃ[3] ।

ইত্যৈন্দ্রী সপ্তষষ্ঠ্যর্ণা সঙ্কটে ভয়নাশিনী।

প্রণবো ঘৃণিস্সূর্য আদিত্যো ইত্যষ্টার্ণা সৌরী তেজোদা ॥

প্রণবঃ কেবলো ব্রহ্মবিদ্যা মুক্তিদা ।

তারঃ পরো রজসে সাবদোঁ ইতি নবার্ণা তুর্যগায়ত্রী সৈক্যবিমর্শিনী ॥

রশ্মিপঞ্চকমেতন্মূলহৃৎকালবিধিবিলদ্বাদশান্তবীজতয়া বিমৃষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

"ত্রিংশদ্বর্ণা গায়ত্রী" ইত্যাদিভিঃ বক্ষ্যমাণৈঃ রশ্মিমালাঽবয়বমন্ত্রসংজ্ঞা দর্শিতা। ঐন্দ্রী ইন্দ্রদৈবত্যা। সঙ্কটে দাবাগ্নিব্যাঘ্রাদিপ্রাণসঙ্কটে। তেজোদা —তেজঃ স্বদর্শনেন পরেষাং স্বস্মিন্ উৎকর্ষ-প্রতিপাদিকা শক্তিঃ; তস্যাঃ দায়িনী।

১। কৃধি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। এটি ঋক্‌মন্ত্র। পুনার বৈদিক-সংশোধন-মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত ঋগ্‌বেদ-সংহিতার প্রামাণ্য সংস্করণে মন্ত্রটি এইরূপে পাওয়া যাচ্ছে—
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতিভির্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥ ৮।৬১।১৩

৩। এটিও ঋক্‌মন্ত্র। উল্লিখিত ঋগ্‌বেদসংহিতায় মন্ত্রটি এইরূপে পাওয়া যাচ্ছে—
স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ংকরঃ ॥ ১০।১৫২।২

প্রণবঃ কেবলঃ প্রণবোচ্চারণমেব ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদিকা। তারঃ প্রণবঃ। তুর্যগায়ত্রী গায়ত্র্যাস্তুর্যপাদরূপা। তদুক্তং বিশ্বামিত্রকল্পে—

গায়ত্র্যাস্তুর্যপাদোঽয়ং ত্রিপদায়া হ্যুদাহৃতঃ ॥ ইতি ॥

স্বৈক্যবিমর্শঃ আত্মরূপজ্ঞানং তৎপ্রদায়িকা[১]। এতৎ—তৎসবিতুরিতি গায়ত্রীমারভ্য গায়ত্রীতুর্যপাদপর্যন্তং যৎ রশ্মিপঞ্চকম্। রশ্মীনাং প্রকাশশক্তিমত্ত্বাৎ অমীষ্বপি তন্ত্রে রশ্মিশব্দেন ব্যবহারঃ। ক্রমেণ মূলে মূলাধারে হৃদি ললাটে বিধিবিলে ব্রহ্মরন্ধ্রে দ্বাদশান্তে। অয়ং ব্যাখ্যাতঃ প্রাক্। বিমৃষ্টব্যং ভাবয়িতব্যম্ ॥ ১০ ॥

গায়ত্রী-আদি প্রথম রশ্মিপঞ্চক

অতঃপর রশ্মিমালা নামক মন্ত্রগুলি দেখিয়ে দিচ্ছেন—

ওঁ ভূর্ভুবঃসুবঃ তৎসবিতুর্বরেণিয়ং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করছেন ভূঃ ভুবঃ সুবর্লোকের প্রসবিতা সেই দেবের বরেণ্য ভর্গের ধ্যান করি। এইটি ত্রিংশদ্‌বর্ণা গায়ত্রী ॥

হে ইন্দ্র, যে-সব হিংসকদের আমরা ভয় করি তাদের থেকে আমাদের নির্ভয় কর। হে মঘবান্, তুমি আমাদের নির্ভয় করতে ও রক্ষণে সমর্থ। আমাদের যারা বিদ্বেষ করে তাদের বধ কর। স্বস্তিদাতা, সর্বপ্রজার পালক, শত্রুহন্তা, সংগ্রামকারী, বশী, কামবর্ষিতা ইন্দ্র আমাদের স্বস্তিদাতা ও অভয়কারী হয়ে আগে আগে চলুন! এই সপ্তষষ্ঠিবর্ণা ঐন্দ্রী রশ্মি সঙ্কটে ভয়নাশ করে।

ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্যোঁ[২]—এই অষ্টাক্ষর সৌরী রশ্মি তেজঃ প্রদান করে।

ওঁ এটির উচ্চারণই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক। এ বিদ্যা মুক্তিপ্রদা।

ওঁ পরো রজসে সাবদোঁ এই নবাক্ষর তুর্যগায়ত্রী আত্মজ্ঞান প্রদান করে।

এই রশ্মিপঞ্চক যথাক্রমে মূলাধার হৃদয় ললাট ব্রহ্মরন্ধ্র ও দ্বাদশান্তে ভাবনা করতে হবে ॥ ১০ ॥

"ত্রিংশদ্বর্ণা গায়ত্রী" ইত্যাদির দ্বারা বক্ষ্যমাণ রশ্মিমালার অবয়বমন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। 'ঐন্দ্রী' মানে ইন্দ্রদেবতাসম্বন্ধী। 'সঙ্কটে' মানে দাবাগ্নি ব্যাঘ্র ইত্যাদির জন্য প্রাণসঙ্কটে। 'তেজোদা'—স্বীয় দর্শনের দ্বারা পরের মধ্যে তাদের স্বীয় উৎকর্ষপ্রতিপাদিকা যে-শক্তি সঞ্চারিত হয় তা তেজ, তা প্রদানকারিণী। 'প্রণবঃ কেবলঃ' মানে প্রণব-উচ্চারণই। 'ব্রহ্মবিদ্যা' অর্থ

১। তৎপ্রাপিকা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। এই শ্রৌত মন্ত্রটি মহানারায়ণীয় উপনিষদে আছে।

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদিকা। 'তারঃ' মানে প্রণব। 'তুর্যগায়ত্রী' মানে গায়ত্রীর তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ পাদরূপা। এ সম্বন্ধে বিশ্বামিত্রকল্পে বলা হয়েছে—এটিকে ত্রিপদা গায়ত্রীর তুরীয়পাদ বলা হয়। স্বৈক্যবিমর্শঃ মানে আত্মরূপজ্ঞান, তা প্রদানকারিণী স্বৈক্যবিমর্শিনী। 'এতৎ' বলতে বুঝাচ্ছে তৎসবিতুঃ এই গায়ত্রী দিয়ে আরম্ভ ক'রে তুর্যগায়ত্রী পর্যন্ত যে রশ্মিপঞ্চক তাকে। রশ্মির প্রকাশশক্তি রয়েছে বলে এই সব তত্ত্বের ক্ষেত্রেও রশ্মিশব্দের ব্যবহার হয়েছে। যথাক্রমে মূলে মানে মূলাধারে, হৃদয়ে, ফালে মানে ললাটে, বিধিবিলে মানে ব্রহ্মরন্ধ্রে ও দ্বাদশান্তে; দ্বাদশান্তের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে (দ্রঃ ২।২ সূত্রের বৃত্তি)। 'বিমৃষ্টব্যং' মানে ভাবনা করতে হবে। ১০।

চাক্ষুষ্মতীবিদ্যাঽহৃদি দ্বিতীয়ং রশ্মিপঞ্চকম্।

সূর্যাক্ষিতেজসে নমঃ। খেচরায় নমঃ। অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়[১]। উষ্ণো ভগবান্ শুচিরূপঃ। হংসো ভগবান্ শুচিরপ্রতিরূপঃ॥

বিশ্বরূপং ঘৃণিনং জাতবেদসং
হিরণ্ময়ং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ[২]॥

ওঁ নমো ভগবতে সূর্যায় অহো বাহিনি বাহিন্যহো বাহিনি বাহিনি স্বাহা।

বয়স্সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং
প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাথমানাঃ।
অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষু—
র্মুমুগ্ধ্যস্মান্নিধয়েব বদ্ধান্[৩]॥

১। 'অসতো' থেকে আরম্ভ ক'রে 'অমৃতং গময়' পর্যন্ত শ্রৌতমন্ত্র। দ্রঃ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ১. ৩-২৮

২। এটি শ্রৌতমন্ত্র। মন্ত্রটি প্রশ্নোপনিষদে এইরূপে আছে—
বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ। ১৮

৩। এটি ঋগ্‌মন্ত্র (১০।৭৩।১১)। সংহিতায় যেখানে নাধমানাঃ পাঠ রয়েছে আলোচ্য সূত্রে সেখানে নাথমানাঃ এই পাঠ দেখা যাচ্ছে। এইটুকুই পার্থক্য।

পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ। পুষ্করেক্ষণায় নমঃ। অমলেক্ষণায় নমঃ। কমলেক্ষণায় নমঃ। বিশ্বরূপায় নমঃ। শ্রীমহাবিষ্ণবে নমঃ।।

ইতি ষোড়শমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী দূরদৃষ্টিপ্রদা চাক্ষুষ্মতী[1] বিদ্যা ॥ ১১ ॥

সূর্যেত্যারভ্য ঘৃণিনং জাতবেদসং [অপ্রতিরূপঃ] ইতিপর্যন্তং সপ্ত বাক্যানি সপ্ত মন্ত্রাঃ। ততো হিরন্ময়ং [বিশ্বরূপং] ইত্যারভ্য এষ সূর্যঃ ইত্যন্তোঽষ্টমঃ। ওঁ নমঃ ইত্যারভ্য স্বাহাঽন্তো নবমঃ। বয়স্‌সুপর্ণা ইত্যারভ্য বদ্ধান্ ইত্যন্তো দশমো মন্ত্রঃ। তদগ্রিমাণি নমোঽন্তানি ষট্ বাক্যানি প্রত্যেকং মন্মন্ত্রাঃ। ইত্থং ষোড়শমন্ত্রাণাং সমষ্টিঃ সমুদায়ঃ তদ্রূপিণী যা প্রকৃতবিদ্যা সা উপাসকানাং দূরদৃষ্টিপ্রদা দ্বীপান্তরস্থং বস্ত্বপি করস্থামলকবৎ দৃষ্টিগোচরীকরোতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

চাক্ষুষ্মতীবিদ্যাদি দ্বিতীয় রশ্মিপঞ্চক

সূর্যরূপী অক্ষিতেজকে নমস্কার। খেচরকে নমস্কার। অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। ভগবান উষ্ণ অর্থাৎ সূর্য শুচিরূপ। ভগবান্ হংস অর্থাৎ সূর্য প্রতিরূপহীন শুচি ॥

বিশ্বরূপ, কিরণময়, সর্বজ্ঞ, হিরণ্ময়, এক, জ্যোতির্ময়, সহস্ররশ্মি, শতরূপে বর্তমান, জীবের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য উদিত হন ॥

ওঁ ভগবান্ সূর্যকে নমস্কার। দিবসজনয়িতা, দিবসবাহী, জনয়িতা, বাহী, স্বাহা ॥

গমনশীল আদিত্যরশ্মিসমূহ ইন্দ্রের উপসন্ন হল যেমন করে প্রিয়যজ্ঞকারী ঋষিরা প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হন তেমনি ক'রে। ঋষিদের মতো প্রার্থনা করল —হে ইন্দ্র, অন্ধকার পরিহরণ কর, তেজ পূর্ণ কর। পাশ সমূহের দ্বারা বদ্ধ ব্যক্তিদের যেমন মুক্ত করা হয় তেমনি আমাদের মুক্ত কর ॥

পুণ্ডরীকাক্ষকে নমস্কার। পুষ্করলোচনকে নমস্কার। অমললোচনকে নমস্কার। বিশ্বরূপকে নমস্কার। শ্রীমহাবিষ্ণুকে নমস্কার।

এই ষোড়শমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী দূরদৃষ্টিপ্রদায়িনী চক্ষুষ্মতী বিদ্যা ॥ ১১ ॥

সূর্য থেকে আরম্ভ ক'রে 'ঘৃণিনং জাতবেদসং' [অপ্রতিরূপঃ] পর্যন্ত যে সাতটি বাক্য[2] তা সাতটি মন্ত্র। আর 'হিরণ্ময়ং' [বিশ্বরূপং] থেকে আরম্ভ

১। চক্ষুষ্মতী ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। বৃত্তিতে বাক্যগণনায় অনবধানতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা, সূত্রে সূর্য অর্থাৎ 'সূর্যাক্ষি' থেকে আরম্ভ করে 'অপ্রতিরূপঃ' পর্যন্ত সাতটি বাক্য স্পষ্ট।

ক'রে 'এষ সূর্যঃ' পর্যন্ত অষ্টম মন্ত্র[১]। 'ওঁ নমঃ' দিয়ে আরম্ভ ক'রে স্বাহা দিয়ে শেষ করে ব্যক্ত হয়েছে নবম মন্ত্র। 'বয়স্সুপর্ণা' থেকে আরম্ভ ক'রে 'বদ্ধান্' পর্যন্ত দশম মন্ত্র। তার পরবর্তী ছ'টি বাক্যের প্রত্যেকটির অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করলে হবে ছ'টি মন্ত্র। এই প্রকারে যে-ষোড়শ মন্ত্র পাওয়া যায় তার সমষ্টিঃ মানে সমুদায়। সেই সমষ্টিরূপিণী যে-প্রকৃতবিদ্যা তিনি উপাসকদের দূর-দৃষ্টিপ্রদায়িনী অর্থাৎ দ্বীপান্তরস্থ বস্তুও তাদের করতলস্থ আমলকীর মতো দৃষ্টি-গোচর ক'রে দেন। ১১।

দ্বিতীয়পঞ্চকে দ্বিতীয়মন্ত্রমাহ—

প্রণবো গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসো মম অভিলষিতামুকাং কন্যাং প্রযচ্ছ ততোঽগ্নিবল্লভেত্যুত্তমকন্যাবিবাহদায়িনী বিদ্যা ॥ ১২ ॥

অমুকেত্যত্র অভিলষিতকন্যানামনিক্ষেপঃ, নাত্রোহঃ সর্বনাম্না নির্দেশাৎ, "অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণঃ" ইতিবৎ। অগ্নিবল্লভা স্বাহা ॥ ১২ ॥

দ্বিতীয়পঞ্চকে দ্বিতীয়মন্ত্র[২] বলছেন—

ওঁ গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু আমার অভিলষিতা অমুক কন্যা দাও, স্বাহা। এটি উত্তম কন্যাবিবাহদায়িনী বিদ্যা। ১২।

অমুকা স্থলে অভিলষিত কন্যার নাম দিতে হবে। সর্বনাম নির্দেশহেতু এখানে উহ কিছু নেই, "অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণঃ" এক্ষেত্রের মতো। অগ্নিবল্লভা মানে স্বাহা। ১২।

তৃতীয়মন্ত্রমাহ—

তারো নমো রুদ্রায় পথিষদে স্বস্তি মা সম্পারয়[৩] ইতি মার্গসঙ্কট-হারিণী বিদ্যা ॥ ১৩ ॥

মার্গে যৎ সঙ্কটং চোরাদিজনিতং তস্য হারিণী ॥ ১৩ ॥

তৃতীয়মন্ত্র বলছেন—

ওঁ পথে অবস্থানকারী রুদ্রকে নমস্কার। আমার যাতে কল্যাণ হয় তাই করিয়ে দাও। এটি পথের সঙ্কটহারিণী বিদ্যা ॥ ১৩ ॥

১। পূর্বোক্ত অনবধানতার জের এখানেও চলছে। 'বিশ্বরূপং' থেকে অষ্টম মন্ত্রের আরম্ভ হবে, হিরণ্ময়ং থেকে নয়।

২। মন্ত্রটি এই—ওঁ গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসো মম অভিলষিতাং অমুকাং কন্যাং প্রযচ্ছ স্বাহা।

৩। মন্ত্রটি এই—ওঁ নমো রুদ্রায় পথিষদে স্বস্তি মা সম্পরায়। নমো রুদ্রায় পথিষদে স্বস্তি মা সম্পরায়—এটি শ্রৌতমন্ত্র। দ্রঃ পারস্করগৃহ্যসূত্রম্ ৩।১৫।৭

মার্গে অর্থাৎ পথে চোরাদির জন্য যে সঙ্কট হয় তার হরণকারিণী মার্গসঙ্কটহারিণী। ১৩।

চতুর্থমন্ত্রমাহ—

তারস্তারে পদমুক্ত্বা তুত্তারে তুরে শব্দং চ দহনদয়িতেতি জলাপচ্ছমনী বিদ্যা ॥ ১৪ ॥

পদমুক্ত্বেতি শব্দং চেতি ত্যক্ত্বা শেষং—ওঁ তারে তুত্তারে তুরে ইতি পঠিত্বা ততঃ দহনদয়িতাং পঠেৎ ॥ ১৪ ॥

চতুর্থমন্ত্র বলছেন—

ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা। এটি জলের বিপদপ্রশমনকারিণী বিদ্যা। ১৪।

'পদমুক্ত্বা' এবং 'শব্দং চ' বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশ—ওঁ তারে তুত্তারে তুরে পাঠ ক'রে তারপর স্বাহা পাঠ করতে হবে। ১৪।

পঞ্চমমন্ত্রমাহ—

অচ্যুতায় নমঃ অনন্তায় নমঃ গোবিন্দায় নমঃ ইতি মহাব্যাধিবিনাশিনী[১] নামত্রয়ী বিদ্যা ॥ ১৫ ॥

পঞ্চেমা রশ্ময়ো মূলাদিপরিকরতয়া প্রপঞ্চ্যাঃ ॥ ১৬ ॥

ইমা উক্তা রশ্ময়ঃ। পরিকরতয়া তদাধারতয়া প্রপঞ্চ্যাঃ যোজ্যাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

পঞ্চমমন্ত্র বলছেন—

অচ্যুতকে নমস্কার, অনন্তকে নমস্কার, গোবিন্দকে নমস্কার। এটি মহাব্যাধিবিনাশকারিণী নামত্রয়ী বিদ্যা। ১৫।

উক্ত পঞ্চরশ্মি মূলাধারাদি পঞ্চ আধার-অনুসারে যোজনীয়া। ১৬।

'ইমা' মানে উক্ত পঞ্চরশ্মি। 'পরিকরতয়া' মানে আধার-অনুসারে। 'প্রপঞ্চ্যাঃ' মানে যোজনীয়া। ১৬।

মহাগণপতিবিদ্যাহৃদি তৃতীয়ং রশ্মিপঞ্চকম্

অথ তৃতীয়পঞ্চকে প্রথমমাহ—

প্রণবঃ কমলা ভুবনা মদনো গ্লাচ্চতুর্দশপঞ্চদশৌ গঁ গণপতয়ে

১। শমনী ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

বরযুগলং দ সর্বজনং মে শব্দা বশমানয়াগ্নিবামলোচনেতি মহাগণপতিবিদ্যা প্রত্যূহশমনী[1] ॥ ১৭ ॥

কমলা শ্রীঁ ভুবনা হ্রীঁ মদনঃ ক্লীঁ গ্লাং চতুর্দশঃ ঔ পঞ্চদশোঽনুস্বারশ্চ, মিলিত্বা গ্লৌং। বরযুগলং বরদ্বয়ম্। ততঃ শব্দং ইতি শব্দং চ ত্যজেৎ। অবশিষ্টাঃ সর্বে বর্ণাঃ মন্ত্রাবয়বাঃ। বহ্নিবামলোচনা স্বাহা ইতি চরমং পঠেৎ। প্রত্যূহশমনী বিঘ্ননাশিনী ॥ ১৭ ॥

মহাগণপতিবিদ্যাদি তৃতীয় রশ্মিপঞ্চক

অতঃপর তৃতীয়পঞ্চকের প্রথমটি বলছেন—

ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরদ বরদ সর্বজনং বশমানয় স্বাহা। এটি বিঘ্ননাশিনী মহাগণপতিবিদ্যা ॥ ১৭ ॥

কমলা শ্রীঁ, ভুবনা হ্রীঁ, মদনঃ ক্লীঁ, গ্ল-র সঙ্গে চতুর্দশ মানে ঔ এবং পঞ্চদশ মানে ং যোগ করতে হবে। তাতে দাঁড়াল গ্লৌং। 'বরযুগলং দ' মানে বরদ বরদ। এর পর 'শব্দ' এই শব্দটি বাদ দিতে হবে। অবশিষ্ট সব বর্ণই মন্ত্রায়বয়ব। 'বহ্নিবামলোচনা'[2] মানে স্বাহা। এটি সব শেষে পাঠ করতে হবে। প্রত্যূহশমনী মানে বিঘ্ননাশিনী। ১৭।

দ্বিতীয়মন্ত্রমাহ—

প্রণবো নমঃ শিবায়ৈ প্রণবো নমঃ শিবায়েতি দ্বাদশার্ণা শিবতত্ত্ববিমর্শিনী বিদ্যা ॥ ১৮ ॥

শিবরূপং যৎ চরমষং তত্ত্বং তস্য যো বিমর্শঃ প্রকাশশক্তিঃ তৎসম্পাদিনী ॥১৮ ॥

দ্বিতীয়মন্ত্র বলছেন—

ওঁ নমঃ শিবায়ৈ ওঁ নমঃ শিবায় এই দ্বাদশবর্ণা বিদ্যা শিবতত্ত্ববিমর্শিনী ॥ ১৮ ॥

শিবরূপ যে-চরম তত্ত্ব তার যে বিমর্শ অর্থাৎ প্রকাশশক্তি তা সম্পাদনকারিণী শিবতত্ত্ববিমর্শিনী। ১৮।

তৃতীয়মাহ—

প্রণবঃ কাষ্টমদক্ষশ্রুতিবিন্দুপিণ্ডো ভৃগুষোড়শো মাং পালয়দ্বন্দ্বং ইতি দশার্ণা মৃত্যোরপি মৃত্যুরেষা বিদ্যা ॥ ১৯ ॥

১। নাশিনী ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২। সূত্রে আছে অগ্নিবামলোচনা।

ককারাৎ অষ্টমঃ জকারঃ দক্ষশ্রুতিঃ উকারঃ, মাতৃকান্যাসে তৎস্থানত্বাৎ, বিন্দুঃ প্রসিদ্ধঃ। ত্রিতয় পিণ্ডঃ সমুদায়ঃ জুঁ ইতি। ভৃগুঃ সকারঃ ষোড়শো বিসর্গঃ, সঃ ইতি। তদনন্তরং মাং পালয় পালয়েতি। মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ অপমৃত্যুনাশিনীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

তৃতীয়মন্ত্র বলছেন—

ওঁ জুঁ সঃ মাং পালয় পালয় এই দশাক্ষরা বিদ্যা অপমৃত্যুনাশিনী ॥ ১৯ ॥

ক থেকে অষ্টম বর্ণ জ। মাতৃকান্যাসে উ-র স্থান দক্ষিণ কর্ণে। এইজন্য দক্ষশ্রুতি বলতে বুঝাচ্ছে উ। বিন্দুঃ প্রসিদ্ধ। এই তিনের পিণ্ড অর্থাৎ সমুদায় হল জুঁ। ভৃগুঃ মানে স। ষোড়শঃ মানে ঃ। তা হলে হল সঃ। তারপর মাং পালয় পালয় অর্থাৎ আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর। মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ মানে অপমৃত্যুনাশিনী। ১৯।

চতুর্থমাহ—

তারঃ নমো ব্রহ্মণে ধারণং মে অস্ত্বনিরাকরণং ধারয়িতা ভূয়াসং কর্ণয়োঃ শ্রুতং মাচ্যোঢ্বং মমামুষ্য ওঁ[1] ইতি শ্রুতধারিণী বিদ্যা ॥ ২০ ॥

শ্রুতস্য অধীতস্য ধারিণী দৃঢ়সংস্কারজনিকা ॥ ২০ ॥

চতুর্থমন্ত্র বলছেন—

ওঁ ব্রহ্মকে নমস্কার। আমার ধারণ হোক। ধারয়িতার নিরাসন না হোক। বহুবার আমার কানে-শোনা এই বিষয় অপসৃত না হোক, ওঁ। এটি শ্রুতধারিণী বিদ্যা ॥ ২০ ॥

শ্রুতধারিণী—শ্রুত মানে অধীত, তার ধারিণী মানে দৃঢ়সংস্কার-উৎপাদন-কারিণী। ২০।

পঞ্চমমাহ—

শ্রীকণ্ঠাদিক্ষান্তাঃ সর্বে বর্ণাঃ বিন্দুসহিতা মাতৃকা সর্বজ্ঞতাকরী বিদ্যা ॥ ২১ ॥

শ্রীকণ্ঠঃ অকারঃ তদাদিক্ষান্তাঃ একপঞ্চাশদ্বর্ণাঃ বিন্দুসহিতাঃ মাতৃকা বাচ্যা সর্বজ্ঞতাকরী ॥ ২১ ॥

পঞ্চমমন্ত্র বলছেন—

অকার থেকে ক্ষকার পর্যন্ত সব বর্ণ বিন্দুযুক্ত হলে তাদের বলা হয় মাতৃকা। মাতৃকা সর্বজ্ঞতাপ্রদা বিদ্যা ॥ ২১ ॥

১। মন্ত্র—ওঁ নমঃ ব্রহ্মণে ধারণং মে অস্তু অনিরাকরণং ধারয়িতা ভূয়াসং কর্ণয়োঃ শ্রুতং অচ্যোঢ্বং মম অমুষ্য ওঁ।

শ্রীকণ্ঠঃ মানে অকার। তদাদিক্ষান্তাঃ—আদিতে অকার আর অন্তে ক্ষকার এই একান্নটি বর্ণ। বিন্দুসহিতাঃ—বিন্দুযুক্তা। মাতৃকা বাচ্যা—মাতৃকা বলে কথিতা। মাতৃকা সর্বজ্ঞতাকরী। ২১।

রশ্ময়ঃ পঞ্চ মূলাদিরক্ষাঽঽত্মকতয়া যষ্টব্যাঃ ॥ ২২ ॥

মূলাধারাদিদ্বাদশান্তা রক্ষাকর্ত্র্যঃ ইমাঃ যষ্টব্যাঃ ভাবয়িতব্যাঃ ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

মূলাধার থেকে দ্বাদশান্ত পর্যন্ত রক্ষাকর্ত্রীরূপে উক্ত পঞ্চরশ্মি অর্থাৎ পঞ্চ-বিদ্যার ভাবনা করতে হবে ॥ ২২ ॥

সূত্রের ভাব হল মূলাধার থেকে দ্বাদশান্ত পর্যন্ত এরা যষ্টব্যাঃ মানে ভাবনীয়া। ২২।

শিবাদিবিদ্যাঽঽদি চতুর্থরশ্মিপঞ্চকম্

চতুর্থপঞ্চকে প্রথমমন্ত্রমাহ—

শিবশক্তিকামক্ষিতিমায়ারবীন্দুস্মরহংসপুরন্দরভুবনাপরামন্মথবাসব-ভৌবনাশ্চ[1] শিবাদিবিদ্যা[2] স্বস্বরূপবিমর্শিনী ॥ ২৩ ॥

ইয়মেব লোপামুদ্রোপাস্যা। ইয়ং অগ্রিমা কামরাজোপাস্যা চ, শ্রীগুরু-বক্ত্রৈকলভ্যেতি দ্বয়োরতিগোপ্যত্বাৎ তদ্বিবরণং ন করোমি। শিবাদিবিদ্যা হাদিবিদ্যা। স্ব স্বাত্মনঃ স্বরূপপ্রকাশকর্ত্রী ॥ ২৩ ॥

শিবাদিবিদ্যাদি চতুর্থরশ্মিপঞ্চক

চতুর্থপঞ্চকের প্রথমমন্ত্র বলছেন—

হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। এই হাদিবিদ্যা স্বস্বরূপবিমর্শিনী ॥ ২৩ ॥

এই লোপামুদ্রা[3] উপাস্যা। পরবর্তী কামরাজবিদ্যা[4]ও উপাস্যা। এই দুটি

১। মন্ত্রোদ্ধার—শিব হ, শক্তি স, কাম ক, ক্ষিতি ল, মায়া হ্রীঁ, রবি হ, ইন্দু স, স্মর ক, হংস হ, পুরন্দর ল, ভুবনা হ্রীঁ, পরা স, মন্মথ ক, বাসব ল, ভৌবনা হ্রীঁ। তা হলে পাওয়া গেল হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ।

২। শিবাদিবিদ্যা—শিব হ, শিবাদি হাদি বিদ্যা। বিদ্যার প্রথমবর্ণের নাম অনুসারে একে হাদি বিদ্যা বলা হয়। এটি ষোড়শীর বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র।

৩। হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ একে বলা হয় লোপামুদ্রা। এটি অগস্ত্যপূজিতা প্রথমা লোপামুদ্রা। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫২৭

৪। ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। এই বিদ্যার নাম কামরাজ। দ্রঃ তত্রৈব।

শ্রীগুরুমুখে লাভ করতে হয়। উভয়ই অতিশয় গোপনীয় বলে তার বিবরণ দিলাম না। শিবাদিবিদ্যা মানে হাদিবিদ্যা। স্ব মানে নিজের, স্বরূপবিমর্শিনী মানে স্বরূপপ্রকাশকারিণী। ২৩।

দ্বিতীয়মাহ—

ক্লশব্দাদ্বামেক্ষণবিন্দুরেকোঽনন্তযোনিবিন্দবোঽন্যঃ শঙ্করপরা-ত্রিশূলবিসৃষ্টয়োঽপরশ্চৈত এব খণ্ডাঃ প্রতিলোমাঃ ষট্‌কূটা সম্পৎকরী বিদ্যা ॥ ২৪ ॥

ক্ল ইতি বর্ণাদুপরি বামেক্ষণং ঈকারঃ, মাতৃকান্যাসে তৎস্থানত্বাৎ, ততো বিন্দুঃ, ক্লীঁ ইতি সম্পন্নম্। অয়ং একোঽংশঃ। অনন্তঃ হকারঃ যোনিঃ ঐকারঃ বিন্দুঃ, হৈঁ ইত্যপরোঽংশঃ। শঙ্কর হকারঃ পরা সকারঃ ত্রিশূলং ঔ বিসৃষ্টিঃ বিসর্গঃ হ্‌সৌঃ ইতি অপরোঽংশঃ। অত্র যদ্যপি পরাপদেনৈব বিসর্গান্তলাভঃ, ন তু কেবলসকারস্য তথাঽপি ত্রিশূলবিসৃষ্ট্যোঃ পৃথগুক্ত্যা পরাশব্দেন তদেকদেশস্য সকারস্যৈব গ্রহণম্। উক্তার্থেষু সর্বেষু প্রমাণমুক্তং প্রাক্। অতো নাত্র প্রমাণ-মুচ্যতে। যেষাং প্রমাণং নোক্তং তাবদংশোঽত্রোচ্যতে। এবং অংশত্রয়ং ক্রমেণ পঠিত্বা ব্যুৎক্রমেণ চ পঠেৎ। ইয়ং ষট্‌কূটা[1] সম্পৎকরী বিদ্যা ॥ ২৪ ॥

দ্বিতীয়মন্ত্র বলছেন—

ক্লীঁ হৈঁ হ্‌সৌঃ এই তিন খণ্ড অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে পাঠ করলে হবে ষট্‌কূটা বিদ্যা। এটি সম্পৎকরী ॥ ২৪ ॥

ক্ল এই বর্ণের উপরে, বামেক্ষণং মানে ঈকার, কেননা মাতৃকান্যাসে বাম-চক্ষু ঈকারের স্থান। তার পর বিন্দু। এতে সম্পন্ন হল ক্লীঁ। এটি এক অংশ। অনন্তঃ হকার, যোনিঃ ঐকার আর বিন্দু, তিনে মিলে হৈঁ। এটি অপর অংশ। শঙ্করঃ হকার, পরা সকার, ত্রিশূল ঔকার,[2] বিসৃষ্টিঃ ঃ। এতে পাওয়া যাচ্ছে হ্‌সৌঃ। এটি অন্য অংশ। যদিও পরাশব্দের দ্বারা শুধু স নয়, বিসর্গযুক্ত স অর্থাৎ সঃ সূচিত হয়, তথাপি এখানে ত্রিশূল ও বিসৃষ্টির পৃথক্ উল্লেখ থাকার জন্য পরাশব্দের দ্বারা সূচিত সঃ-এর একাংশ অর্থাৎ স গ্রহণ করতে হবে। এ সব বিষয়ের প্রমাণ পূর্বেই উক্ত হয়েছে। যার প্রমাণ পূর্বে

১। ষট্‌কূটা মানে ষট্‌কূটবিশিষ্টা। "কূট অর্থ সমূহ। বিদ্যার যে-বর্ণসমূহ একসঙ্গে একবারে উচ্চারিত হওয়া বিধি তাকে বলা হয় কূট।" যেমন ২৩ সংখ্যক সূত্রনির্দিষ্ট বিদ্যার হ স ক ল হ্রীঁ একটি কূট, হ স ক হ ল হ্রীঁ একটি কূট এবং স ক ল হ্রীঁ একটি কূট। "আবার বিদ্যার অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা অনুসারেও কূটসংখ্যা নির্ণীত হতে পারে।" "একাক্ষর বীজকেও কূট গণ্য করা হয়।" দ্রঃ তত্রৈব, পৃঃ ৫২৭-২৮

কথিত হয় নি সেই অংশের উল্লেখ এখানে করা হল। উপরে বিবৃত অংশত্রয় যথাক্রমে পাঠ করে আবার বিপরীতক্রমে পাঠ করতে হবে। তা হলেই হবে ষট্‌কূটা বিদ্যা। এই বিদ্যা সম্পৎকরী। ২৪।

তৃতীয়মাহ—

সমুচ্চার্য সৃষ্টিনিত্যে স্বাহেতি হমিত্যুক্ত্বা স্থিতিপূর্ণে নম ইত্যনলবিন্দু-মহাসংহারিণি কৃশেপদাচ্চণ্ডশব্দঃ কালি ফট্ ইত্যগ্নিবিন্দুসপ্তমমুদ্রাবীজং মহানাখ্যে অনন্তভাস্করি মহাচণ্ডপদাৎ কালি ফট্ ইতি সৃষ্টিস্থিতি-সংহারাখ্যানাং প্রাতিলোম্যং খেচরীবীজং মহাচণ্ডবাণী চ যোগীশ্বরীতি বিদ্যাপঞ্চকরূপিণী কালসঙ্কর্ষিণী পরমায়ুঃপ্রদায়িনী ॥ ২৫ ॥

উচ্চার্যেতি ত্যক্ত্বা স্বাহান্তা প্রথমা বিদ্যা। ইতি শব্দং উক্ত্বেতি চাপ-হায় নমোঽন্তা দ্বিতীয়া বিদ্যা। অনলবিন্দুঃ রং। ততঃ পদাৎ ইতি শব্দ ইতি চ ত্যক্ত্বা ফট্ ইত্যন্তা তৃতীয়া বিদ্যা। ততঃ অগ্নিবিন্দুঃ রং ততঃ সপ্তমমুদ্রায়াঃ সংক্ষোভিণ্যাদিদশসু সপ্তমী খেচরী তস্যাঃ বীজং হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং। ততঃ পদাদি-ত্যংশমপহায় ফডিত্যন্তা চতুর্থী বিদ্যা। ক্রমেণোক্তাসু চতসৃষু বিদ্যাসু মধ্যে সৃষ্টিস্থিতিসংহারাখ্যাঃ যাঃ আদ্যাস্তিস্রঃ তাঃ প্রাতিলোম্যেন পঠিত্বা খেচরীবীজ-মুক্তং পঠিত্বা বাণী চ ইত্যেতাবদংশমপহায় যোগীশ্বর্যন্তং পঠেৎ। ইয়ং পঞ্চমী বিদ্যা। এবং পঞ্চবিদ্যাসমষ্টিরূপিণী কালস্য মৃত্যোঃ সঙ্কর্ষিণী বিনাশিনী পরমায়ুঃ শতবর্ষপর্যন্তং তৎপ্রদেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তৃতীয়মন্ত্র বলছেন—

সং সৃষ্টিনিত্যে স্বাহা, হং স্থিতিপূর্ণে নমঃ, রং মহাসংহারিণি কৃশে চণ্ডকালি ফট্, রং হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং মহানাখ্যে অনন্তভাস্করি মহাচণ্ডকালি ফট্। এদের মধ্যে সৃষ্টিস্থিতিসংহারাখ্যা ত্রয়ী বিদ্যা প্রতিলোমক্রমে উচ্চারণ ক'রে হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং মহাচণ্ডবাণী উচ্চারণ করতঃ মহাচণ্ডযোগীশ্বরী উচ্চারণ করতে হবে। উক্ত বিদ্যাপঞ্চকরূপিণী কালসঙ্কর্ষিণী পরমায়ুপ্রদায়িনী ॥ ২৫ ॥

'উচ্চার্য' কথাটা বাদ দিয়ে স্বাহা পর্যন্ত হবে প্রথমা বিদ্যা। 'ইতি ও উক্ত্বা' পরিত্যাগ ক'রে নমঃ পর্যন্ত দ্বিতীয়া বিদ্যা। অনলবিন্দুং হল রং। 'পদাৎ আর শব্দ' বাদ দিয়ে ফট্ পর্যন্ত হবে তৃতীয়া বিদ্যা। অগ্নিবিন্দু হল রং। সপ্তম মুদ্রাবীজং—সংক্ষোভিণী আদি দশ মুদ্রার মধ্যে সপ্তমী মুদ্রা খেচরীমুদ্রা, তার বীজ হল হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং। এরপর 'পদাৎ' শব্দটি বাদ দিলে ফট্ পর্যন্ত হবে চতুর্থী বিদ্যা। যথাক্রমে উক্ত এই চার বিদ্যার সৃষ্টিস্থিতিসংহারাখ্যা প্রথম তিন বিদ্যা প্রতিলোমক্রমে উচ্চারণ ক'রে পূর্বোক্ত খেচরীবীজ উচ্চারণ করতঃ 'বাণী চ'

এই অংশ পরিত্যাগ ক'রে যোগীশ্বরী পর্যন্ত উচ্চারণ করতে হবে। এটি পঞ্চমী বিদ্যা। এই বিদ্যাপঞ্চকের সমষ্টিরূপিণী। কালসঙ্কর্ষিণী—কালের অর্থাৎ মৃত্যুর, সঙ্কর্ষিণী বিনাশকারিণী। পরমায়ুপ্রদায়িনী—পরমায়ু শতবর্ষপর্যন্ত আয়ু, তা প্রদানকারিণী। ২৫।

চতুর্থমাহ—

ত্রিতারী সপ্তমমুদ্রা শিবযুক্‌শক্তিরহংযুগলমেতৎপঞ্চবৈলোম্যমিতি শুদ্ধজ্ঞানময়ী শাম্ভবী বিদ্যা ॥ ২৬ ॥

ত্রিতারী উক্তা। অত্র সপ্তমমুদ্রাপদেন তদ্‌বীজং, তদুক্তং প্রাক্। শিবঃ হঃ তেন যুক্‌শক্তিঃ সৌঃ, হ্‌সৌঃ। অহংযুগলং অহমিতি দ্বিঃ পাঠঃ। এবং ক্রমেণ পঞ্চাবয়বাঃ। প্রথমাবয়বস্ত্রিতারী, হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং দ্বিতীয়ঃ, হ্‌সৌঃ তৃতীয়ঃ, অহংযুগলং চতুর্থপঞ্চমৌ। এতৌ পঞ্চাবয়বাঃ বিপরীতং পঠিতাশ্চেৎ শাম্ভবী বিদ্যা। শুদ্ধজ্ঞানং নির্বিষয়ং, তৎস্বরূপা কেবলব্রহ্মরূপেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

চতুর্থমন্ত্র বলছেন—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ, হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং, হ্‌সৌঃ, অহং, অহং এই পঞ্চাবয়ব বিলোমক্রমে পাঠ করলে হবে শুদ্ধজ্ঞানময়ী শাম্ভবী বিদ্যা ॥ ২৬ ॥

ত্রিতারী আগেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে সপ্তমমুদ্রা পদের দ্বারা তার বীজ সূচিত হয়েছে। সে বীজ পূর্বেই বলা হয়েছে। শিবঃ হ, তার সহিত যুক্ত শক্তি অর্থাৎ সৌঃ, তা হল হ্‌সৌঃ। অহংযুগলং মানে অহং অহং দুবার পাঠ করতে হবে। যথাক্রমে এই পঞ্চাবয়ব। প্রথম অবয়ব ত্রিতারী অর্থাৎ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ; দ্বিতীয় অবয়ব হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং; তৃতীয় অবয়ব হ্‌সৌঃ, চতুর্থ অবয়ব অহং, পঞ্চম অবয়ব অহং। এই পঞ্চাবয়ব বিপরীতক্রমে পঠিত হলে হবে শাম্ভবী বিদ্যা। শুদ্ধজ্ঞানময়ী—শুদ্ধজ্ঞানং মানে নির্বিষয়, তৎস্বরূপা; অর্থাৎ কেবলব্রহ্মস্বরূপিণী। ২৬।

পঞ্চমমাহ—

ভৃগুত্রিশূলবিসৃষ্টয়ঃ পরা বিদ্যা ॥ ২৭ ॥

ভৃগুঃ সঃ ত্রিশূলং ঔ বিসৃষ্টিঃ বিসর্গঃ। মিলিত্বা পরাবিদ্যা ভবতি ॥ ২৭ ॥

পঞ্চমমন্ত্র বলছেন—

সৌঃ পরাবিদ্যা ॥ ২৭ ॥

ভৃগুঃ স, ত্রিশূলং ঔ, বিসৃষ্টিঃ ঃ। তিনে মিলে সৌঃ। এ পরাবিদ্যা। ২৭।

পঞ্চৈমা রশ্ময়ো মূলাদ্যধিষ্ঠানতয়া পরিকল্পনীয়াঃ ।। ২৮ ।।

স্পষ্টম্। পঞ্চ পঞ্চমন্ত্রাঃ ॥ ২৮ ॥

এই পঞ্চ রশ্মি অর্থাৎ পঞ্চ মন্ত্র মূলাধারদিতে[১] অধিষ্ঠিত ভাবনা করতে হবে ॥ ২৮ ॥

অর্থ স্পষ্ট। পঞ্চ মানে পঞ্চমন্ত্র। ২৮।

অঙ্গোপাঙ্গপ্রত্যঙ্গপাদুকাযুক্তা শ্রীবিদ্যা

মূলাধারাদিষু একৈকস্থানে একৈকবিদ্যাযোজনমুক্ত্বা, ইতঃপরং অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গপাদুকাযুক্তমূলবিদ্যায়াঃ পঞ্চবিদ্যাসমষ্টিরূপেণৈকস্থান এব বিভাবনং বিবক্ষুঃ তত্রাদৌ শ্রিয়োঽঙ্গবালামাহ—

বাক্কামশক্তয়োঽনুলোমবিলোমাঃ পুনরনুলোমা ইতি শ্রিয়োঽঙ্গ-বালা ।। ২৯ ।।

বাক্ ঐঁ, কামঃ ক্লীঁ, শক্তিঃ সৌঃ। ইমাঃ প্রথমং ক্রমেণ পঠিত্বা পশ্চাৎ বিপরীতং পঠিত্বা পুনঃ ক্রমেণ পঠেৎ। এবং সতি ইয়ং নবার্ণা শ্রিয়োঽঙ্গভূতা বালা ভবতি। শ্রিয়োঽঙ্গবালেত্যনেন ত্র্যক্ষরী বালাতো ব্যাবৃত্তিঃ দর্শিতা। ত্র্যক্ষরী তু শুদ্ধবালা। সৈব কুমারীপদবাচ্যা। তাবুভৌ পর্যায়ৌ। ত্র্যক্ষর্যাঃ কেবলবালাপদবাচ্যত্বে প্রমাণং তু তন্ত্রান্তরে—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বালায়া মন্ত্রসাধনম্।

ইত্যুপক্রম্য

বাচং কামং সমুচ্চার্য শক্তিবীজং ততঃ পঠেৎ।
ইয়ং বালা ত্র্যক্ষরী সা যা পুরোক্তা তবানঘে ॥

ইতি বচনম্। তেন দীক্ষাকালে বালামুপদিশ্যেত্যনেন ত্র্যক্ষরী গ্রাহ্যা। ন নবাক্ষরী। ইয়ং শ্রিয়োঽঙ্গবালা। অতএব বিশেষণং স্বরসং, তাৎপর্যবিষয়-বিশেষণস্য স্বসজাতীয়বস্ত্বন্তরব্যাবর্তকত্বাৎ, যথা "রক্তঘটমানয়" ইত্যনেন নীলাদি ব্যাবৃত্তিঃ ॥

ন চ—নীলঘটঃ ঘটানতিরিক্তঃ, বিশিষ্টস্যাতিরিক্তত্বাভাবাৎ, তথা প্রকৃতেঽপি শ্রিয়োঽঙ্গবালৈব বালাপদেনোচ্যতে ন শুদ্ধা—ইতি বাচ্যম্। ন হি বিশেষবাচকপদস্য সামান্যবাচকত্বং লক্ষণাম্বতে সম্ভবতি, যথা "রক্তঘটমানয়" ইত্যত্র সমুদায়স্য কেবলঘটে লক্ষণাম্বতে। অথবা বিশেষণমবিবক্ষিতমিত্যনুক্ত্বা বা ঘটসামান্যবোধঃ সম্ভবতি। তাবুভাবপি পক্ষৌ প্রমাণান্তরাশ্রয়মন্তরা ন সম্ভবতঃ ॥

১। মূলাধার থেকে দ্বাদশান্ত পর্যন্ত পঞ্চস্থানে। দ্রঃ সূত্র ১০

তস্মাৎ শ্রিয়োঽঙ্গবালা শুদ্ধবালাতোঽন্যা। অতএব তন্ত্রসারে আদৌ শুদ্ধকালীমন্ত্রমুক্ত্বা "অথ বক্ষ্যে গুহ্যকালীবিদ্যাং সর্বার্থসাধিনীং" ইত্যধিকারান্তরং চক্রে। ইত্যলমসদাবেশেন ॥ ২৯ ॥

অঙ্গোপাঙ্গপ্রত্যঙ্গপাদুকাযুক্তা শ্রীবিদ্যা

মূলাধারাদি একেক স্থানে একেক বিদ্যার সংযোজন বলে তারপর অঙ্গোপাঙ্গপ্রত্যঙ্গপাদুকাযুক্তা মূলবিদ্যা পঞ্চবিদ্যার সমষ্টিরূপে একস্থানে ভাবনীয়া একথা বলতে আরম্ভ ক'রে তিনের আদিতে শ্রীবিদ্যার অঙ্গ বালা বিবৃত করছেন—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ এই মন্ত্র প্রথমে যথাক্রমে পাঠ ক'রে তারপর বিপরীতক্রমে পাঠ করতঃ আবার যথাক্রমে পাঠ করলে হবে শ্রীবিদ্যার অঙ্গ বালাবিদ্যা[১] ॥ ২৯ ॥

বাক্ ঐঁ, কামঃ ক্লীঁ, শক্তিঃ সৌঃ। এদের প্রথমে যথাক্রমে পাঠ ক'রে পরে বিপরীতক্রমে পাঠ করতঃ আবার যথাক্রমে পাঠ করতে হবে। এরূপ করলে যে নবাক্ষরী বিদ্যা হবে তা শ্রীবিদ্যার অঙ্গ বালা। শ্রিয়োঽঙ্গবালা এই পদের দ্বারা ত্র্যক্ষরী বালা থেকে এই বালার পার্থক্য দেখান হয়েছে। ত্র্যক্ষরী-বালা শুদ্ধবালা। তাকেই বলা হয় কুমারী। শুদ্ধবালা আর কুমারী পর্যায়-বাচক। ত্র্যক্ষরীর কেবলবালাপদবাচ্যত্বের প্রমাণ আছে তন্ত্রান্তরে। যথা— 'দেবী, শোন, বালার মন্ত্রসাধন বলছি, এই বলে আরম্ভ করে বলছেন, ঐঁ ক্লীঁ উচ্চারণ ক'রে তারপর সৌঃ উচ্চারণ করবে। এই ত্র্যক্ষরী। এর কথা, ওগো অনঘা, তোমাকে, পূর্বেই বলেছি।' এই বচনের দ্বারা সূচিত হয়েছে দীক্ষার সময়ে যে 'বালামুপদিশ্য' (সূত্র ১।৩৯) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা ত্র্যক্ষরী বালা সম্পর্কে, নবাক্ষরী বালা সম্পর্কে নয়। নবাক্ষরী বালা শ্রীবিদ্যার অঙ্গ বালা। অতএব, 'শ্রিয়োঽঙ্গ' এই বিশেষণ যথার্থ। কেননা, যেমন, লাল ঘট আন, বললে নীলাদি ঘটের নিবৃত্তি হয় তেমনি এখানে তাৎপর্যবিষয়ক বিশেষণের দ্বারা তার স্বীয় সমজাতীয় অন্য বস্তুর নিবৃত্তি হয়েছে।

* * * । ২৯ ।

শ্রিয় উপাঙ্গং দ্বিতীয়মাহ—

ভুবনা কমলা সুভগা তারো নমো ভগবতি পূর্ণেশেখরমন্ন মমাভিলাষিতমুক্ত্বাঽন্নং দেহি দহনজায়েতি শ্রিয় উপাঙ্গমন্নপূর্ণা ॥ ৩০ ॥

ভুবনা হ্রীঁ, কমলা শ্রীঁ, সুভগা ক্লীঁ "সুভগো মদনঃ কামঃ" ইতি কোশাৎ। তার উক্তঃ ওঁ। ততো নমো ভগবতি। ততঃ পূর্ণে ইতি শেখরে অগ্রভাগে

১। যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।

যস্য ঈদৃশং যৎ অন্ন ইতি বর্ণদ্বয়ং, অন্নপূর্ণে ইতি পঠিতব্যমিতি যাবৎ। উক্ত্বেত্যংশমপহায় দেহ্যন্তং সমানম্। দহনজায়া স্বাহা। ইয়ং অন্নপূর্ণা বিদ্যা শ্রিয় উপাঙ্গং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিদ্যার উপাঙ্গ বলছেন। এটি দ্বিতীয়মন্ত্র—

হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি অন্নপূর্ণে মমাভিলষিতং অন্নং দেহি স্বাহা। এ শ্রীবিদ্যার উপাঙ্গ অন্নপূর্ণাবিদ্যা ॥ ৩০ ॥

ভুবনা হ্রীঁ, কমলা শ্রীঁ, সুভগা ক্লীঁ, অভিধানে আছে সুভগ কাম ও মদন পর্যায়বাচক। তারঃ মানে ওঁ, তা আগেই বলা হয়েছে। তারপর নমো ভগবতি। তারপর পূর্ণে এবং তার অগ্রভাগে অন্ন এই বর্ণদ্বয়, অর্থাৎ অন্নপূর্ণে এই পাঠ হবে। 'উক্ত্বা' এই অংশ বাদ দিয়ে দেহি পর্যন্ত সূত্রে যেমন আছে তেমনি হবে। দহনজায়া মানে স্বাহা, এই হল অন্নপূর্ণা বিদ্যা। এটি শ্রীবিদ্যার উপাঙ্গ। ৩০।

শ্রিয়ঃ প্রত্যঙ্গং তৃতীয়মাহ—

প্রণবঃ পাশাদিত্র্যর্ণা এহি পরমেশ্বরীত্যুক্ত্বা বহ্নিবামাক্ষ্যুক্তিরিতি শ্রীপ্রত্যঙ্গমশ্বারূঢ়া। ৩১ ॥

পাশাদিত্র্যর্ণা আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। আদ্যবর্ণদ্বয়ং শিবয়োঃ পাশঃ, ক্রোঁ ইত্যঙ্কুশঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিদ্যার তৃতীয় প্রত্যঙ্গ বলছেন—

ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ এহি পরমেশ্বরি স্বাহা। এই শ্রীবিদ্যার প্রত্যঙ্গ অশ্বারূঢ়া ॥ ৩১ ॥

পাশাদিত্র্যর্ণা—আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। আঁ হ্রীঁ শিবশিবার পাশ আর ক্রোঁ অঙ্কুশ। শেষাংশ স্পষ্ট। ৩১।

শ্রীপাদুকাং তুরীয়মাহ—

তারিত্রিকং সপ্তমমুদ্রা শিবশক্তিসংবর্তপুপঞ্চমপুরন্দরবরয্যূঁ শক্তিশিবক্ষমান্তে বাদিবরয়ীঁ শিবভৃগুত্রিশূলবিন্দুভৃগুশিবত্রিশূলবিসৃষ্টয়ঃ শ্রীপূর্বং স্বগুরুনামতোঽষ্টাক্ষরী চেতি শ্রীপাদুকা চ ॥ ৩২ ॥

তারিত্রিকং ত্রিতারী। সপ্তমমুদ্রা তদ্‌বীজমুক্তম্। শিবঃ হ শক্তি সঃ সংবর্তঃ ক্ষঃ, ক্ষকারস্য প্রলয়স্য [চ] চরমদশারূপত্বাৎ ক্ষকারস্য চরমত্বরূপসংবর্তরূপত্বম্। পুঃ পবর্গঃ তস্য পঞ্চমো মকারঃ, পুরন্দরো লঃ, এতান্ পঠিত্বা ততো বরয্যূঁ ইতি পঠিত্বা ততঃ শক্তিঃ সঃ শিবঃ হ ক্ষমৌ শ্রূয়মাণমেব বর্ণদ্বয়ম্।

অমীষামন্তে অগ্রভাগে বাদিঃ বাৎ পূর্ববর্ণো মাতৃকাসু লঃ বরয়ী ততঃ শিবঃ হ ভৃগুঃ সঃ ত্রিশূলং ঔ বিন্দুঃ হ্সৌঁ ইতি সম্পন্নম্। ভৃগুশিবত্রিশূলা উক্তাঃ। বিসৃষ্টিঃ বিসর্গঃ। ততঃ স্বগুরোর্দীক্ষানাম। ততঃ শ্রীপাদুকাং ইত্যষ্টাক্ষর-পাঠঃ। অষ্টাক্ষরে আদৌ যঃ শ্রীবর্ণঃ তস্য পূর্বং গুরুনামেত্যর্থঃ। এষা শ্রীপাদুকা ॥ ৩২ ॥

চতুর্থ প্রত্যঙ্গ শ্রীপাদুকা বলছেন—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্ স্ খ্ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র যীঁ হ্সৌঁ স্হৌঃ, তারপর শ্রীপূর্বক স্বীয় গুরুর দীক্ষানাম এবং তার সঙ্গে যুক্ত হবে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই অষ্টাক্ষর। এইটি শ্রীপাদুকামন্ত্র ॥ ৩২ ॥

তারিত্রিকং—ত্রিতারী অর্থাৎ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ। সপ্তমমুদ্রা মানে তার বীজ অর্থাৎ হ্ স্ খ্ ফ্রেং। এ বিষয় পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। শিবঃ হ শক্তিঃ স সংবর্তঃ ক্ষ। ক্ষকার এক চরম রূপ, সংবর্ত অর্থাৎ প্রলয় এক চরম রূপ। ক্ষকারের এই চরমরূপত্বের জন্যই তাকে সংবর্ত বলা হয়েছে। পুঃ—পবর্গ, তার পঞ্চমঃ অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণ ম, পুরন্দরঃ ল, এইগুলি পাঠ ক'রে তারপর ব র যূঁ পাঠ করতঃ তার পর শক্তিঃ স, শিবঃ হ, ক্ষ ও ম শ্রূয়মাণ বর্ণদ্বয়। এদের পর বাদিঃ—মাতৃকার মধ্যে ব বর্ণের আদি অর্থাৎ পূর্ববর্তী বর্ণ ল, তারপর হবে ব র য়ীঁ, তারপর শিবঃ হ ভৃগুঃ স ত্রিশূলং ঔ আর বিন্দুঃ ; এতে সম্পন্ন হল হ্সৌঁ ; ভৃগু শিব ও ত্রিশূলের দ্বারা সূচিত বর্ণ বলা হয়েছে। বিসৃষ্টিঃ মানে ঃ। তারপর স্বীয় গুরুর দীক্ষানাম্। এর পর শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই অষ্টাক্ষর পাঠ। অষ্টাক্ষরের আদিতে যে-শ্রী আছে গুরুনাম তার পূর্বে যুক্ত হবে। এই শ্রীপাদুকা[১]। ৩২।

এতাভিশ্চতসৃভির্যুক্তা মূলবিদ্যা সাম্রাজ্ঞী মূলাধারে বিলোচনীয়া ॥ ৩৩ ॥

বালাদিচতসৃভির্যুক্তা মূলবিদ্যা বক্ষ্যমাণা মূলাধারে বিলোচনীয়া ধ্যেয়েতি যাবৎ ॥ ৩৩ ॥

এই বিদ্যাচতুষ্টয়যুক্তা সাম্রাজ্ঞীনামিকা মূলবিদ্যার ধ্যান করতে হবে মূলাধারে ॥ ৩৩ ॥

বালাবিদ্যাদি বিদ্যাচতুষ্টয়যুক্তা বক্ষ্যমাণা মূলবিদ্যা মূলাধারে বিলোচনীয়া অর্থাৎ ধ্যেয়া ॥ ৩৩ ॥

১। রামেশ্বরের বৃত্তি-অনুসারে মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্ স্ খ্ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য়ীঁ হ্সৌঃ স্হৌঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

মূলবিদ্যামাহ—

মাদনশক্তিবিন্দুমালিনীবাসবমায়াঘোষদোষাকরকন্দর্পগগনমঘবদ্-ভুবনভৃগুপুষ্পবাণভূমায়েতি[১] সেয়ং তস্যা মহাবিদ্যা ॥ ৩৪ ॥

তস্যাঃ সাম্রাজ্ঞীনামিকায়াঃ ॥ ৩৪ ॥

মূলবিদ্যা বলছেন—

ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। এটি সাম্রাজ্ঞীর মহাবিদ্যা ॥ ৩৪ ॥

তস্যাঃ মানে সাম্রাজ্ঞীনামিকার। ৩৪।

অঙ্গাদিযুক্তা শ্যামাবিদ্যা

অথ হৃচ্চক্রে ধ্যেয়শ্যামাঽঙ্গবিদ্যামাহ—

বাঙ্‌নতিরুচ্ছিষ্টচাণ্ডালিমাতমুক্ত্বা গিসর্বপদাদ্‌বশংকরিবহ্নিবাম-লোচনেতি শ্যামাঽঙ্গং লঘুশ্যামা ॥ ৩৫ ॥

বাক্ ঐঁ নতিঃ নমঃ এতদুত্তরং উক্ত্বা পদাদিতি ত্যক্ত্বা স্বাহাঽন্তো যথাশ্রুতো মন্ত্রঃ। ইয়ং লঘুশ্যামা শ্যামাঽঙ্গভূতা ॥ ৩৫ ॥

অঙ্গাদিযুক্তা শ্যামাবিদ্যা

অতঃপর হৃৎ-চক্রে ধ্যেয়া শ্যামার অঙ্গবিদ্যা বিবৃত করছেন—

ঐঁ নমঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি সর্ববশংকরি স্বাহা। এটি শ্যামার অঙ্গ লঘুশ্যামা ॥ ৩৫ ॥

বাক্ ঐঁ নতিঃ নমঃ। এরপর উক্ত্বা ও পদাৎ এই দুটি পদ বাদ দিতে হবে। তা হলে স্বাহা দিয়ে শেষ ক'রে সূত্রে যেমন বিবৃত হয়েছে তাই হবে মন্ত্রের রূপ। এই লঘুশ্যামা শ্যামার অঙ্গভূতা। ৩৫।

উপাঙ্গমাহ—

কুমারীমুচ্চার্য বদদ্বন্দ্বং বাক্‌পদং বাদিনি বহ্নিপ্রিয়েতি শ্যামোপাঙ্গং বাগ্‌বাদিনী ॥ ৩৬ ॥

কুমারী বালা। ততো বদেতি দ্বিবারম্। ততঃ পদমিতি বর্ণদ্বয়ং ত্যক্ত্বা স্বাহাঽন্তং পঠেৎ। ইয়ং বাগ্‌বাদিনী বিদ্যা ত্রয়োদশবর্ণা ॥ ৩৬ ॥

১। মন্ত্রোদ্ধার—মাদনঃ ক, শক্তিঃ এ, বিন্দুমালিনী ঈ, বাসবঃ ল, মায়া হ্রীঁ, ঘোষঃ হ, দোষাকরঃ স, কন্দর্পঃ ক, গগনম্ হ, মঘবৎ ল, ভুবন (এখানে মনে হয় ভুবনা অর্থে ভুবনশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ এখানে সংকেতিত বর্ণ হ্রীঁ। তন্ত্রাভিধানানুসারে ভুবনা বা ভুবনেশী শব্দের দ্বারাই হ্রীঁ সংকেতিত হয়। ভুবনম্ দ্বারা সংকেতিত হয় ঐাওঔাবাবঁা স্বাহা) হ্রীঁ, ভৃগুঃ স, পুষ্পবাণঃ অর্থাৎ কন্দর্পঃ ক, ভূঃ ল, মায়া হ্রীঁ।

উপাঙ্গ বলছেন—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ উচ্চারণ ক'রে বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা বলতে হবে। এটি শ্যামার উপাঙ্গ বাগ্‌বাদিনীবিদ্যা। ৩৬।

কুমারী—বালা অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ এই বালাবীজ। তারপর বদ দুবার। তারপর 'পদ' এই বর্ণদ্বয় ত্যাগ ক'রে স্বাহা দিয়ে শেষ ক'রে পাঠ করতে হবে। এই বাগ্‌বাদিনীবিদ্যা ত্রয়োদশবর্ণা[১] । ৩৬।

অথ শ্যামাপ্রত্যঙ্গমাহ—

প্রণব ওপিনাকুদন্‌পবৃপসস্থৈচশাচামাহদশব্দাঃ ষ্ঠাধানলীতৈঃ-রিতাবিঃ র্ববাঙ্গীনারুমিবায়েচ্ছেখরা নকুলী শ্যামাপ্রত্যঙ্গম্ ॥ ৩৭ ॥

ও ইত্যারভ্য দান্তা যে শব্দা বর্ণাঃ ষোড়শ তেষাং ক্রমেণ ষ্ঠাবর্ণমারভ্য য়েৎ ইতি পর্যন্তং ষোড়শবর্ণাঃ শেখরে অগ্রভাগে যেষাং তে। ইদং দশব্দা ইত্যস্য বিশেষণম্। ইত্থং চ ও ইত্যারভ্য যে দবর্ণান্তাঃ ষোড়শ তেষাং ক্রমেণ একৈকবর্ণস্যাগ্রে ষ্ঠাদিষোড়শসু বর্ণেষু ক্রমেণৈকৈকং পঠেৎ। যথা আদৌ প্রণবঃ, ততঃ ও, ততঃ ষ্ঠা, ততঃ পি, ততঃ ধা, এবং ক্রমেণ সর্বান্ বর্ণান্ যোজয়েৎ। এবং চ দ্বাত্রিংশদক্ষরা নকুলী শ্যামাপ্রত্যঙ্গং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্যামাপ্রত্যঙ্গ বলছেন—

ও থেকে দ পর্যন্ত যে শব্দাঃ মানে বর্ণসমূহ, তা ষোড়শসংখ্যক, এগুলি, ষ্ঠা-বর্ণ থেকে আরম্ভ ক'রে য়েৎ পর্যন্ত যে-ষোড়শ বর্ণ তাদের অগ্রভাগে থাকবে এমন। ষ্ঠা থেকে য়েৎ পর্যন্ত অংশ ও থেকে দ পর্যন্ত অংশের বিশেষণ। এই প্রকারে ও থেকে আরম্ভ ক'রে দ পর্যন্ত যে- ষোড়শ বর্ণ পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে তার প্রত্যেকটি ষ্ঠা থেকে য়েৎ পর্যন্ত ষোড়শ বর্ণের প্রত্যেকটির আদিতে পাঠ করতে হবে। যেমন সূত্রে প্রথমে আছে ওঁ। তার পর হবে ও, তার পর ষ্ঠা, তারপর পি, তার পর ধা, এই প্রকারে বাকী সব বর্ণ যোগ করতে হবে[২]। এই প্রকারে দ্বাত্রিংশদক্ষরা যে-বিদ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে তা শ্যামার প্রত্যঙ্গ নকুলী। ৩৭।

১। যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা।

২। ও পি না কু দন্ প বৃ প স স্থৈ চ শা চা মা হ দ
ষ্ঠা ধা ন লী তৈঃ রি তা বিঃ র্ব বা ঙ্গী না রু মি বা য়েৎ।

যথানির্দিষ্ট যোগ

ওষ্ঠা পিধা নান কুলী দন্‌তৈঃ পরি বৃতা পবিঃ সর্ব স্থৈবা চঙ্গী শানা চারু মামি হবা দয়েৎ।

এবার অর্থবোধক ক'রে সাজালেই সূত্রে উদ্ধৃতমন্ত্রটি পাওয়া যাবে। যথা, ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তৈঃ পরিবৃতা পবিঃ সর্বস্থৈ বাচ ঈশানা চারু মাম্ ইহ বাদয়েৎ।

শ্যামাপাদুকামাহ—

ললিতাপাদুকাদিত্রিকস্থানে কুমারী যোজ্যা শিষ্টং তদ্বৎ ইতি শ্যামাপাদুকা চ ॥ ৩৮ ॥

ললিতাপাদুকা যোদ্ধৃতা পূর্বং শ্রীপাদুকেতি তস্যাঃ প্রথমবীজত্রয়স্থানে বালা যোজ্যা। শেষং পূর্ববৎ। ইয়ং শ্যামাপাদুকা ॥ ৩৮ ॥

শ্যামাপাদুকা বলছেন—

ললিতাপাদুকার আদিত্রিকস্থানে অর্থাৎ প্রথমবীজত্রয়স্থানে কুমারী অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ যোগ করতে হবে। অবশিষ্টাংশ ললিতাপাদুকা যেমন তেমনি[১]। এটি শ্যামাপাদুকা। ৩৮।

চতসৃভির্যুক্তা হৃচ্চক্রে শ্যামা যষ্টব্যা ॥ ৩৯ ॥

উক্তাভিশ্চতসৃভির্যুক্তা বক্ষ্যমাণা শ্যামাবিদ্যা হৃচ্চক্রে অনাহতে যষ্টব্যা ॥ ৩৯ ॥

উক্ত মন্ত্রচতুষ্টয়যুক্তা শ্যামাবিদ্যার অনাহতচক্রে পূজা করতে হবে ॥ ৩৯ ॥

উক্ত মন্ত্রচতুষ্টয়যুক্তা শ্যামাবিদ্যা হৃচ্চক্রে অর্থাৎ অনাহতচক্রে যষ্টব্যা মানে পূজ্যা। ৩৯।

অথ শ্যামাবিদ্যামাহ—

তদ্বিদ্যা তু ত্রিতারী কুমারী নভবশ্রীতংশ্বসজমহাসমূরংনিমায়াসরাবকসস্ত্রীরুবকসহৃম্বকসসবকসলোবকঅকংবমায়হাবর্ণা ওঁমোগতিমাগীস্নির্বন্নোরির্বখজিমদনশ্রীঁর্বজশংরির্বপুষশংরির্বষ্টগশংরির্বত্বশংরির্বকশংরিমুমেশনস্বাহন্ত মন্ত্রাদি বীজষট্‌কং প্রাতিলোম্যমিতি অষ্টনবতিবর্ণাঃ ॥ ৪০ ॥

তদ্বিদ্যা তু শ্যামাবিদ্যা ত্বিত্যর্থঃ। ত্রিতারী কুমারী চ প্রাগুক্তে। নশ্চ ভশ্চেতি হাবর্ণপর্যন্তং দ্বন্দ্বঃ। ইত্থং ওঁ ইত্যারভ্য স্বাবর্ণপর্যন্তং দ্বন্দ্বঃ। ইত্থং চ নকারমারভ্য হাহন্তা যে বর্ণাঃ তেষু ক্রমেণৈকৈকবর্ণোত্তরং যোজয়েৎ। যথা ওঁ, তদুত্তরং নবর্ণঃ, তদুত্তরং মো, এতদুত্তরং ভ, ইত্যুচ্চরেৎ। এবং ক্রমেণ বর্ণান্ যোজয়িত্বা স্বাহাহন্তং পঠেৎ। নভইত্যাদিহাবর্ণান্তকূটে মায়াপদেন হ্রীঁ ইতি গৃহীত্বা অষ্টনবতিবর্ণান্তর্গতষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ণঃ হ্রীঁ ইতি যোজ্যঃ। এবং ওঁ

১। মন্ত্রটি এই—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র য্রূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র ঘ্রীঁ হ্‌সৌঁ স্‌হৌঃ শ্রীঅমৃতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

ইত্যারভ্য স্বার্বণান্তে দ্বিতীয়কূটে কামপদে ক্লীঁ ইতি বর্ণং গৃহীত্বা অষ্টনবতি-বর্ণান্তর্গতপঞ্চত্রিংশদ্‌বর্ণঃ ক্লীঁ ইতি যোজ্যঃ। কূটদ্বয়েঽপি শেষবর্ণাঃ উক্তরীত্যা যথাশ্রুতা এব পঠিতব্যাঃ। এবংগ্রথনপূর্বকং স্বাহান্তং মন্ত্রং পঠিত্বা ততঃ প্রথমষড়্‌বীজানি বিপরীতানি পঠেৎ। এবং চ সর্বং মিলিত্বা অষ্টনবতিবর্ণা ভবন্তি। অত্র গ্রথিতে মন্ত্রে দ্ব্যশীতিত্র্যশীতিচতুরশীতিবর্ণা অমুকং ইতি ভবন্তি। তৎস্থানে বিবক্ষিতনামনির্দেশঃ সর্বনামত্বাৎ "আশাস্তে যং যজমানোঽসৌ" ইতিবৎ। বিবক্ষিতনামপ্রক্ষেপে বর্ণন্যূনাধিকভাবো ন দোষায়, সঙ্খ্যাবাচক-শব্দস্যানুবাদকত্বাৎ ॥ ৪০ ॥

অতঃপর শ্যামাবিদ্যা বলছেন—

সেই বিদ্যা হবে এই—ত্রিতারী, তারপর কুমারী, তারপর ওঁমোগতিমাগী-শ্বির্বনোরির্বখজিক্লীঁশ্রীঁর্বজশংরির্বপুষশংরির্বষ্টগশংরির্বত্বশংরির্বকশংরিমুমেশনস্বা এই বর্ণকূটের যথাক্রম একেকটি বর্ণের পর নভবশ্রীতংশ্বসজমহাসমুরঞ্জ্-নিস্ত্রীঁসরাবকসস্ত্রীরুবকসত্রুম্বকসসবকসলোবকঅকংবমায়হা এই বর্ণকূটের যথাক্রম একেকটি বর্ণ যোগ করতে হবে[1]। অতঃপর ত্রিতারী ও কুমারী এই বীজষট্‌ক বিপরীতক্রমে যুক্ত হবে। এইভাবে হবে অষ্টনবতিবর্ণা শ্যামাবিদ্যা[2] ॥ ৪০ ॥

'তদ্বিদ্যা' মানে শ্যামাবিদ্যা। ত্রিতারী ও কুমারী পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। ন এবং ভ এইভাবে হা পর্যন্ত দ্বন্দ্বসমাস। এমনিভাবে ওঁ থেকে স্বাপর্যন্ত দ্বন্দ্ব-সমাস। প্রথমটি একটি বর্ণকূট, দ্বিতীয়টি অপর বর্ণকূট। এইপ্রকারে ন থেকে হা পর্যন্ত যে-সব বর্ণ রয়েছে যথাক্রমে তার প্রত্যেকটি ওঁ থেকে স্বাপর্যন্ত যে সব বর্ণ রয়েছে, তার প্রত্যেকটির পরে যোগ করতে হবে। যথা ওঁ, তার পর ন, তার পর মো, তারপর ভ, এইভাবে যোগ করতে হবে। এইভাবে বর্ণযোগ ক'রে স্বাহা-শব্দ দিয়ে তা শেষ ক'রে পাঠ করতে হবে। ন ভ ইত্যাদি বর্ণ দিয়ে যে কূট হয়েছে তার মধ্যেকার মায়াপদ স্ত্রীঁ এই বর্ণ সূচিত করছে। এই বিচারে অষ্টনবতিবর্ণা বিদ্যার অষ্টনবতিবর্ণের ষট্‌ত্রিংশদ্‌

১। এইভাবে যোগ হবে—ওঁন মোভগবতিশ্রীমাতং গীশ্বরিসর্বজনমনোহারিসর্বমুখরঞ্-জিনি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স র্ব রা জব শংকরিসর্বস্ত্রীপুরুষবশংকরিসর্বদুষ্টমৃগবশংকরিসর্বসত্ত্বশংকরি-সর্বলোকবশংকরিঅমুকংমেবশমানয়স্বাহা।

২। বিদ্যাটি এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ওঁ নমো ভগবতি শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি সর্বজন-মনোহারি সর্বমুখরঞ্জিনি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বরাজবশংকরি সর্বস্ত্রীপুরুষবশংকরি সর্বদুষ্টমৃগবশংকরি সর্বসত্ত্বশংকরি সর্বলোকবশংকরি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ।

বর্ণ হবে হ্রীঁ। এইপ্রকারে ওঁ-আদি স্বান্ত যে-দ্বিতীয়কূট তার মধ্যেকার কামপদ (সূত্রে আছে মদনপদ) ক্লীঁ এই বর্ণ সূচিত করছে। এটি অষ্টনবতি-বর্ণের পঞ্চত্রিংশদ্‌বর্ণ। কূটদ্বয়ের অবশিষ্ট বর্ণগুলি পূর্বোক্ত রীতিতে যথাসূত্র পাঠ করতে হবে। এইভাবে স্বাহা-অন্ত মন্ত্র গঠন ক'রে পাঠ করতঃ প্রথমোক্ত বীজষট্‌ক বিপরীতক্রমে পাঠ করতে হবে। এমনি ক'রে সব মিলিয়ে অষ্টনবতি বর্ণ হবে। এখানে গ্রথিত মন্ত্রে বিরাশীতম তিরাশীতম ও চৌরাশীতম বর্ণ মিলে হয়েছে 'অমুকং' শব্দ। এই অমুক শব্দের স্থানে বিবক্ষিত অর্থাৎ কথনার্থ অভিলষিত নাম দিতে হবে। কেননা, "আশাস্তে যং যজমানোঽসৌ" এক্ষেত্রে যেমন তেমনি এখানেও অমুক এই সর্বনাম ব্যবহারের দ্বারা তাই সূচিত হয়েছে। বিবক্ষিত নামযোগে মন্ত্রের বর্ণসংখ্যার ন্যূনাধিক্য হলে তা দোষের হবে না। কেননা, এখানে যে-কোনো সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার শাস্ত্রবিহিত। ৪০।

অঙ্গাদিযুক্তা বারাহীবিদ্যা

অথ অনাহতে ধ্যেয়ায়া বারাহীবিদ্যায়া অঙ্গমাহ—

হরঃ সবিন্দুর্বাপূর্বরাহি স্থাণুঃ সবিন্দুরুন্মত্তপদং ভৈশবে্দা রবিপাদুকাভ্যাং নম ইতি বার্তাল্যঙ্গং লঘুবার্তালী ॥ ৪১ ॥

হরঃ অগ্রে স্থাণুরিতি দশমস্বরবাচকৌ। ইত্থং চ প্রথমং হ্লুঁ ততঃ পূর্ব ইত্যংশং ত্যক্ত্বা হিবর্ণান্তঃ। পুনঃ হ্লুঁ। ততঃ পদং শব্‌দঃ ইত্যেতাবদংশমপহায় নমোঽন্তং যথাশ্রুতম্। ইয়ং লঘুবারাহী বারাহ্যঙ্গভূতা ॥ ৪১ ॥

অঙ্গাদিযুক্তা বারাহীবিদ্যা

অতঃপর অনাহতচক্রে ধ্যেয়া বারাহীবিদ্যার অঙ্গ বলছেন—

হ্লুঁ বারাহি হ্লুঁ উন্মত্তভৈরবিপাদুকাভ্যাং নমঃ। এ বার্তালীর অঙ্গ লঘুবার্তালী ॥ ৪১ ॥

হরঃ এবং পরবর্তী স্থাণুঃ উভয়ই দশমস্বরবাচক অর্থাৎ হ্লুবাচক। এইভাবে প্রথমে হ্লুঁ। তারপর 'পূর্ব' এই অংশ বাদ দিয়ে হিবর্ণপর্যন্ত। আবার হ্লুঁ। তারপর 'পদং' ও 'শব্‌দঃ' অংশ বাদ দিয়ে নমঃ পর্যন্ত সূত্রে যেমন আছে তেমনি। এ বারাহীর অঙ্গভূতা লঘুবারাহী। ৪১।

অথ বার্তাল্যুপাঙ্গবিদ্যামাহ—

বেদাদিভুবনং[১] নমো বারাহিঘোরে স্বপ্নং ঠদ্বিতয়ং অগ্নিদারা ইতি বার্তাল্যুপাঙ্গং স্বপ্নবার্তালী স্বপ্নে শুভাশুভফলবক্ত্রী ॥ ৪২ ॥

১। ভুবনা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

বেদাদি প্রণবঃ। ভুবনং[১] হ্রীম্। ঠদ্বিতয়ং ঠদ্বয়ম্। অগ্নিদারা স্বাহা। শেষং যথাশ্রুতম্। ইয়ং বার্তাল্যুপাঙ্গম্। স্বপ্নে শুভাশুভফলবক্ত্রীত্যনেন তাদৃশকামনাবতা স্বতন্ত্রতয়া ইয়মুপাস্যেতি সূচিতম্ ॥ ৪২ ॥

অতঃপর বার্তালীর উপাঙ্গবিদ্যা বলছেন—

ওঁ হ্রীঁ নমো বারাহিঘোরে স্বপ্নং ঠ ঠ স্বাহা। এই বার্তালীর উপাঙ্গ স্বপ্ন-বার্তালী স্বপ্নে শুভাশুভফল বলেন ॥ ৫২ ॥

বেদাদি মানে প্রণব। ভুবনং মানে হ্রীং। ঠদ্বিতয়ং মানে ঠঠ। অগ্নিদারা মানে স্বাহা। অবশিষ্টাংশ সূত্রে যেমন আছে তেমনি। এই হল বার্তালীর উপাঙ্গ। স্বপ্নে শুভাশুভফলবক্ত্রী এই কথা দ্বারা সূচিত হয়েছে যিনি সেরূপ কামনা করেন তিনি স্বতন্ত্রভাবে এঁর উপাসনা করবেন। ৪২।

তৎপ্রত্যঙ্গবিদ্যামাহ—

বাগ্‌হৃদয়ং ভগবতি তিরস্করিণি মহামায়ে পশুপদাজ্জনমনশ্চক্ষুস্তির-স্করণং কুরুদ্বিতয়ং বর্মফট্‌পাবকপরিগ্রহ ইতি বার্তালীপ্রত্যঙ্গং তিরস্করিণী ॥ ৪৩ ॥

বাক্ ঐম্। হৃদয়ং নমঃ। ততঃ পদাদিতি ত্যক্ত্বা তিরস্করণমিত্যন্তং যথা-শ্রুতম্। ততঃ কুরু ইতি দ্বিবারম্। ততঃ বর্ম হুম্। ততঃ ফট্‌ পাবক-পরিগ্রহঃ স্বাহা। ইয়ং তিরস্করিণী বিদ্যা প্রত্যঙ্গভূতা ॥ ৪৩ ॥

তাঁর প্রত্যঙ্গবিদ্যা বলছেন—

ঐঁ নমো ভগবতি তিরস্করিণি মহামায়ে পশুজনমনশ্চক্ষুস্তিরস্করণং কুরু কুরু হুং ফট্‌ স্বাহা। এইটি বার্তালীর প্রত্যঙ্গ তিরস্করিণী ॥ ৪৩ ॥

বাক্ মানে ঐং। হৃদয়ং মানে নমঃ। তারপর 'পদাৎ' বাদ দিয়ে তির-স্করণং পর্যন্ত সূত্রে যেমন আছে তেমনি। তার পর কুরু দুবার। এরপর বর্ম মানে হুং। তারপর ফট্‌। পাবকপরিগ্রহঃ মানে স্বাহা। এই তিরস্করিণী বিদ্যা বার্তালীর প্রত্যঙ্গভূতা। ৪৩।

অথ বারাহীপাদুকাং দর্শয়তি—

শ্যামাপাদুকামন্ত্রাদিত্রিবীজমপহায় বাগ্‌গ্লৌঁ ইতি যোজ্যম্। এষা বার্তালীপাদুকা ॥ ৪৪ ॥

১। এ সম্বন্ধে ৩৪ সংখ্যক সূত্রের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ভুবনং হ্রীম্—রামেশ্বর এটি কোনো আকরগ্রন্থে পেয়েছেন, না, এ তাঁর স্বকৃত অর্থ, বলা কঠিন।

শ্যামাপাদুকায়া আদ্যবীজত্রয়মপসার্য তৎস্থানে ঐঁ গ্লৌঁ ইতি পঠিত্বা শেষম্ অবিকৃতং পঠেৎ। ইয়ং বারাহীপাদুকা ভবতি ॥ ৪৪ ॥

অতঃপর বারাহীপাদুকা প্রদর্শন করছেন—

শ্যামাপাদুকার প্রথম বীজত্রয় বাদ দিয়ে তার জায়গায় ঐঁ গ্লৌঁ প্রয়োগ করতে হবে[১]। এটি বার্তালীপাদুকা ॥ ৪৪ ॥

শ্যামাপাদুকার আদি বীজত্রয় পরিত্যাগ করে সেই স্থানে ঐঁ গ্লৌঁ পাঠ করতঃ অবশিষ্টাংশ যেমন আছে তেমনি পাঠ করতে হবে। এটি হল বারাহীপাদুকা ॥ ৪৪ ॥

বিদ্যাভিরেতাভির্যুক্তা কালচক্রে পরিপূজ্যা ভগবতীয়ং ভূদারমুখী ॥ ৪৫ ॥

এতাভিরুক্তাভির্বিদ্যাভির্যুক্তা ভূদারমুখী বারাহী তদ্বিদ্যেত্যর্থঃ। সা কালচক্রে আজ্ঞায়াং পরিপূজ্যা ধ্যেয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

উক্ত বিদ্যাচতুষ্টয়যুক্ত এই ভগবতী বরাহমুখীর আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করতে হবে ॥ ৪৫ ॥

এতাভিঃ মানে উক্ত বিদ্যাচতুষ্টয়ের দ্বারা, যুক্তা, ভূদারমুখী মানে বারাহী অর্থাৎ বারাহীবিদ্যা। সা মানে তিনি। কালচক্রে মানে আজ্ঞাচক্রে। পরিপূজ্যা মানে ধ্যেয়া। ৪৫।

অথ বারাহীবিদ্যামাহ—

মনুরিদমীয়োঽয়ং বাক্পুটিতং গ্লৌঁ নভববালির্তাবাহিরাবহখিরাম্-অন্অন্নিমঃধেখিনজম্জম্নিমঃহেহিনস্তম্স্তম্নিমঃর্বষ্টত্বনাংর্বেসবাক্তক্সু-খতিহ্বাভকুকুশীবক্ষব্দা যথাক্রমং মোগতির্তাবালিরাবাহিরামুবহখিধে-খিনরুন্রুন্নিমঃভেভিনমোমোনিমঃভেভিনসত্বপ্রষ্টাসষাংর্ব্বুচিচমুগজিস্তম্-নংরুরুভ্রংশ্যংশবেদাপেতা বাক্ গ্লৌঁ স্যষ্ট্যন্তাশ্চসপ্তমাশ্চত্বারো বর্মাস্ত্রায়-ফডিতি দ্বাদশোত্তরশতাক্ষরা ॥ ৪৬ ॥

অস্যা বারাহ্যা অয়ং ইদমীয়ঃ। মনুঃ মন্ত্রঃ। অয়ং বক্ষ্যমাণঃ। অয়মিতানেন নির্দিষ্টমর্থমাহ—বাক্পুটিতমিতি। ব্যাখ্যাতং প্রাক্। প্রথমং ঐম্। ততঃ গ্লৌম্। ততঃ ঐং ইতি তদর্থঃ। ততঃ নেত্যারভ্য বান্তা যে বর্ণাঃ তেষু ক্রমেণৈ-

১। মন্ত্রটি হবে—ঐঁ গ্লৌঁ হস্খ্ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য়ীঁ হ্সৌঁ হ্সৌঃ শ্রীঅম্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

কৈকবর্ণোত্তরং মো ইত্যারভ্য শ্যুং ইতি বর্ণান্তাঃ ক্রমেণ পূর্ববৎ একৈকান্ পঠেৎ। এবং গ্রথনপূর্বকং বশ্যং পর্যন্তং পঠিত্বা। ততো বাক্ ঐম্। ততো গ্লৌং ইতি পঠিত্বা। ততঃ চবর্ণাৎ সপ্তমাঃ ঠকারাঃ বিসৃষ্ট্যন্তা বিসর্গসহিতাঃ চত্বার তান্ পঠিত্বা। বর্ম হুম্। ততো অস্ত্রায় ফট্ ইতি পঠেৎ। ইয়ং বারাহীবিদ্যা দ্বাদশোত্তরশতাক্ষরী জ্ঞেয়া ॥ ৪৬ ॥

অতঃপর বারাহীবিদ্যা বলছেন—

ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ তারপর সূত্রোক্ত ন থেকে ব পর্যন্ত বর্ণগুলির যথাক্রম একেক-টির পর মো থেকে শ্যুং পর্যন্ত বর্ণগুলির যথাক্রম একেকটি যোগ করতে হবে[১]। তারপর হবে ঐঁ গ্লৌঁ বিসর্গযুক্ত ঠচতুষ্টয় হুং অস্ত্রায় ফট্। এইভাবে হবে একশ বার অক্ষরবিশিষ্টা বিদ্যা[২] ॥ ৪৬ ॥

ইদমীয়ঃ—এই বারাহীর এই, মনু মন্ত্র। অয়ং অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ। অয়ং পদের দ্বারা বাক্পুটিত এই সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাক্ এবং পুটিত পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমে ঐং, তারপর গ্লৌং, তারপর ঐং এই হল বাক্পুটিত গ্লৌং। তারপর ন থেকে আরম্ভ ক'রে ব পর্যন্ত যে-সব বর্ণ রয়েছে তাদের যথাক্রম একেকটির পর মো থেকে আরম্ভ ক'রে শ্যুং পর্যন্ত যে-সব বর্ণ রয়েছে তাদের যথাক্রম একেকটি যোগ ক'রে পড়তে হবে। তারপর বাক্ অর্থাৎ ঐং। তারপর গ্লৌং পড়তে হবে। তারপর চ বর্ণ থেকে সপ্তমবর্ণ ঠ, বিসৃষ্ট্যন্তাঃ মানে বিসর্গসহিত অর্থাৎ বিসর্গযুক্ত, চত্বার মানে চারটি। অর্থাৎ বিসর্গযুক্ত চারটি ঠ পাঠ করতে হবে। বর্ম অর্থাৎ হুং। তারপর অস্ত্রায় ফট্ পড়তে হবে। এই বারাহীবিদ্যা দ্বাদশোত্তরশতাক্ষরী বলে জানবে। ৪৬।

শ্রীপূর্তিবিদ্যা—

অথ ব্রহ্মরন্ধ্রে যষ্টব্যাঃ শ্রীপূর্তিবিদ্যামাহ—

পঞ্চমৈকাদশবীজবর্জা শ্রীরেব শ্রীপূর্তিবিদ্যা ব্রহ্মকোটরে যষ্টব্যা ॥ ৪৭ ॥

১। যথা—নমো ভগ বতি বার্তা লিবা র্তালি বারা হিবা রাহি বরা হমু খিব রাহ মুখি অন্ধে অন্ধি নিন মঃরুন্ ধেরুন্ ধিনি নমঃ জম্ভে জম্ভি নিন মঃমো হেমো হিনি নমঃ স্তম্ভে স্তম্ভি নিন মঃস র্বদু ষ্টপ্র দুষ্টা নাংস র্বেষাং সর্ব বাকৃচি ত্তচ ক্ষুমু খগ তিজি হ্বাস্তম্ ভনং কুরু কুরু শীঘ্রং বশ্যং।

২। বিদ্যাটি এই—ঐঁ গ্লৌঃ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি অন্ধে অন্ধিনি নমঃ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ জম্ভে জম্ভিনি নমঃ মোহে মোহিনি নমঃ স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্ববাক্‌চিত্তচক্ষুর্মুখগতিজিহ্বাস্তম্ভনং কুরু কুরু শীঘ্রং বশ্যং হ ঐঁ গ্লৌঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং অস্ত্রায় ফট্।

পূর্বং মাদনশক্তীত্যাদিনা দর্শিতা যা শ্রীবিদ্যা তস্যাং যঃ পঞ্চমঃ একাদশশ্চ বর্ণৌ, মায়াবীজম্, তাবপহায় শ্রীবিদ্যৈবোর্বরিতা শ্রীপূর্তিবিদ্যা। সা ব্রহ্মকোটরে ব্রহ্মরন্ধ্রে যষ্টব্যা ধ্যেয়েতি যাবৎ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীপূর্তিবিদ্যা

অতঃপর ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যেয়া শ্রীপূর্তিবিদ্যা বলছেন—

পঞ্চম ও একাদশ বীজ-বর্জিত শ্রীবিদ্যাই শ্রীপূর্তিবিদ্যা। ইনি ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যেয়া ॥ ৪৭ ॥

পূর্বে মাদনশক্তি ইত্যাদি (সূত্র ৩৪) দ্বারা যে-শ্রীবিদ্যা[১] প্রদর্শিত হয়েছে তাতে যে পঞ্চম ও একাদশ বর্ণ সেই দুটি। পঞ্চম বর্ণ হ্রীঁ, একাদশ বর্ণও হ্রীঁ। এ হল মায়াবীজ। এ দুটি বর্জন করার পর অবশিষ্ট শ্রীবিদ্যাই[২] শ্রীপূর্তিবিদ্যা। ইনি ব্রহ্মকোটরে মানে ব্রহ্মরন্ধ্রে যষ্টব্যা মানে ধ্যেয়া। ৪৭।

মহাপাদুকা

শ্রীব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যেয়াং মহাপাদুকামুদ্ধরতি—

শ্যামাপাদুকাপ্রথমত্রিকস্থানে তারত্রয়ং কুমারী বাক্ গ্লৌঁ ইতি যোজ্যম্। ততঃ পরস্তাচ্ছেষং সমানম্ ॥ ৪৮ ॥

স্পষ্টম্। ॥ ৪৮ ॥

মহাপাদুকা

ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যেয়া মহাপাদুকা উদ্ধৃত করছেন— .

শ্যামাপাদুকার প্রথম বীজত্রয়ের স্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ যোগ করতে হবে। তারপর পরবর্তী অবশিষ্টাংশ সমান[৩] ॥ ৪৮ ॥

স্পষ্ট। ৪৮।

ইমাং লোকপ্রবৃত্তসর্বোত্তমত্বজ্ঞানায় স্তৌতি—

ইয়ং মহাপাদুকা সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী স্বৈক্যবিমর্শিনী মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী দ্বাদশান্তে যষ্টব্যা[৪] ॥ ৪৯ ॥

১। মাদনশক্তি ইত্যাদির দ্বারা সূচিত শ্রীবিদ্যা—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ।

২। পঞ্চম ও একাদশ বর্ণদ্বয়বর্জিত অবশিষ্ট শ্রীবিদ্যা—ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স ক ল হ্রীঁ।

৩। মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ হ্ স্ খ্ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র যীঁ হ্সৌঁ হ্সৌঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

৪। বরীবস্যা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী সর্বমন্ত্রৈঃ প্রত্যেকং যদ্যৎ সাধ্যং ফলং তৎ সর্বং অনেনৈব সাধয়িতুং শক্যং ইতি ভাবঃ। এবং ইহ লোকে ক্ষুল্লকফলসাধনত্বমুক্ত্বা সাধ্যাণিমাদিসাধনত্বমপ্যস্তীত্যাহ—মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনীতি। মহাসিদ্ধয়ঃ অণিমাঽঽদয়ঃ। এবং কৃত্রিমপুরুষার্থসাধনত্বমুক্ত্বা পরমপুরুষার্থসাধনত্বমপ্যাহ—স্বৈক্যেতি। স্বৈক্যবিমর্শঃ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানং, জনকতাসম্বন্ধেন তদ্বতী, ব্রহ্মাত্মৈক্যবিমর্শাভাসনরূপা, অবিদ্যালয়কর্ত্রীতি যাবৎ। অত্র সূত্রে যদ্যপি মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনীত্যস্মাৎ পূর্বপঠিতস্য স্বৈক্যবিমর্শিনীত্যস্য পশ্চাদ্‌ব্যাখ্যানমসঙ্গতবদ্ভাতি ; তথাঽপি অস্য পরমপুরুষার্থরূপস্য কথনানন্তরং সিদ্ধ্যাদিফলকথনং অসঙ্গতম্। অতঃ সূত্রকারস্য তৎক্রমেণান্বিতবাক্যাদেব বোধোঽভিপ্রেতঃ ইতি পশ্চাৎপঠিতস্যাঽপি পূর্বং ব্যাখ্যানং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

লোকপ্রবৃত্ত সর্বোত্তমতত্ত্বজ্ঞানের জন্য এর প্রশংসা করছেন—

সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদায়িনী মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী এই মহাপাদুকা দ্বাদশান্তে ধ্যেয়া ॥ ৪৯ ॥

সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী কথাটার মূল ভাব হল সব মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যেক মন্ত্রের দ্বারা সাধ্য যে যে ফল সে সবই এ দ্বারা লাভ হতে পারে। এইভাবে মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী কথাটি দ্বারা ইহলোকে ক্ষুদ্রফল সাধনত্বের কথা বলে সাধ্য অণিমাদি মহাসিদ্ধির সাধনত্বও ব্যক্ত করা হয়েছে। মহাসিদ্ধয়ঃ মানে অণিমাদিসিদ্ধিসমূহ। এমনি করে কৃত্রিমপুরুষার্থসাধনত্বের কথা বলে স্বৈক্যবিমর্শিনী পদের দ্বারা পরমপুরুষার্থের সাধনত্বও ব্যক্ত করেছেন। স্বৈক্যবিমর্শঃ মানে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান। স্বৈক্যবিমর্শিনী মানে জনকতাসম্বন্ধে তদ্‌জ্ঞানবতী ; অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের আভাসনরূপা, অবিদ্যালয়কারিণী। সূত্রে মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী পদের পূর্বে স্বৈক্যবিমর্শিনী পদ রয়েছে। এ অবস্থায় মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী পদের ব্যাখ্যার পর স্বৈক্যবিমর্শিনীপদের ব্যাখ্যা অসঙ্গত এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু তথাপি পরমপুরুষার্থ ব্যাখ্যার পর সিদ্ধি-আদি ফলের ব্যাখ্যাই অসঙ্গত হয়[১]। অতএব সূত্রকার যেক্রমে পদগুলি ন্যস্ত করেছেন তার তাৎপর্য উপলব্ধি আমাদের অভিপ্রেত বলে পরে ন্যস্ত পদের পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৪৯।

১। রামেশ্বর যদি সূত্রানুসরণ ক'রে স্বৈক্যবিমর্শিনী পদের ব্যাখ্যার পর মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী পদের ব্যাখ্যা করতেন তা হলেও তা অসঙ্গত হত মনে হয় না। কেননা, সূত্রকার প্রথমেই সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী পদটি ব্যবহার করছেন। রামেশ্বরের ব্যাখ্যানুসারেই, তা দ্বারা সর্বমন্ত্রনির্দিষ্ট প্রত্যেকটি মন্ত্রের দ্বারা পৃথক্‌ভাবে সাধ্য যে যে ফল তা সবই এই এক মন্ত্রের

রশ্মিমালাধ্যাতৃপ্রশংসা

এবং রশ্মিমালামন্ত্রকলাপমুক্ত্বা যথোক্তস্থানেষু উক্তরশ্মিমালাধ্যানকর্তারং প্রশংসতি—

এবং রশ্মিমালা সম্পূর্ণা। সর্বগাত্রঃ শুদ্ধবিদ্যাময়তনুঃ স এব পরমশিবঃ ॥ ৫০ ॥

স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৫০ ॥

রশ্মিমালাধ্যানকারীর প্রশংসা

এই প্রকারে যথোক্তস্থানে রশ্মিমালামন্ত্রকলাপ বলে উক্ত রশ্মিমালার ধ্যানকারীর প্রশংসা করছেন—

এই প্রকারে রশ্মিমালা সম্পূর্ণ হল। যিনি সর্বগাত্র অর্থাৎ সর্বদেহই যাঁর দেহ, শুদ্ধবিদ্যাময় যাঁর তনু, তিনিই পরমশিব ॥ ৫০ ॥

অর্থ স্পষ্ট। ৫০।

সাধ্য, একথা বলা হয়েছে। রামেশ্বরের মতে এ সব হল সাংসারিক ক্ষুদ্রফল এবং অণিমাদি মহাসিদ্ধি। সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী পদের পরই সূত্রে আছে স্বৈক্যবিমর্শিনীপদ। অর্থাৎ এ দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে মহাপাদুকা পরমপুরুষার্থপ্রদায়িনী। তারপরই সূত্রকার মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী পদ ব্যবহার করেছেন। রামেশ্বরের ব্যাখ্যানুসারে এ পদের অর্থ অণিমাদিসিদ্ধিপ্রদায়িনী। অণিমাদিসিদ্ধি কৃত্রিম পুরুষার্থ। এ সব সকলেরই প্রত্যক্ষ হতে পারে। কিন্তু পরমপুরুষার্থ সকলের প্রত্যক্ষ হওয়া দূরের কথা বোধগম্যও হয় না। সেইজন্যই, সূত্রকার মনে হয় সাধারণ সাধকের কথা স্মরণ করে পরমপুরুষার্থের কথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে অণিমাদিসিদ্ধির কথা বলেছেন। এতে অসঙ্গতি কোথায়। অনুরূপ ব্যাপার শ্রুতিতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যোঽষধীষু যো বনস্পতীষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ২।১৭

—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার।

যিনি বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন তিনিত ওষধিতে এবং বনস্পতিতে অবশ্যই আছেন, তবু আবার আলাদা ক'রে বলা হয়েছে যিনি ওষধিতে আছেন, যিনি বনস্পতিতে আছেন। তার কারণ, যিনি সর্বব্যাপী তিনি সকলের প্রত্যক্ষ ওষধিতে এবং বনস্পতিতেও আছেন বৈদিক ঋষি যেন এই কথাটার উপর জোর দিয়েছেন তত্ত্বটি সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য করার জন্য। এখানেও সূত্রকার তাই করেছেন। কাজেই, রামেশ্বর যে অসঙ্গতির কথা বলেছেন তা সমর্থনযোগ্য মনে হয় না।

জপবিঘ্ননিবারকমন্ত্রাঃ

অথ জপপূর্বাঙ্গভূতান্ জপবিঘ্ননিবারকান্ মন্ত্রানাহ—

অথ বিঘ্নদেবতাঃ। ইরিমিলিকিরিকিলিপদাৎ পরিমিরোমিত্যেকঃ। প্রণবো মায়া নমো ভগবতি মহাত্রিপুরান্তৈবর্ণাদ্রবিপদমনু মম ত্রৈপুররক্ষাং কুরু কুরু ইতি দ্বিতীয়ঃ। সংহর সংহর বিঘ্নরক্ষোবিভীষকান্ কালয় হুং ফট্ স্বাহা ইতি তৃতীয়ঃ। ব্লূং রক্তাভ্যো যোগিনীভ্যো নমঃ ইতি চতুর্থঃ। সাং সারসায় বহ্বাশনায় নমঃ ইতি পঞ্চমঃ। হ্ম্ম্লূ ষ্ম্লূষ্মু মায়াচামুণ্ডায়ৈ নমঃ ইতি ষষ্ঠঃ। এতে মনবো ললিতাজপবিঘ্নদেবতাঃ ॥ ৫১ ॥

অথেতি প্রকরণান্তরজ্ঞাপকম্। বিঘ্নহর্ত্র্য্যো দেবতাঃ বিঘ্নদেবতাঃ। মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। অত্র দেবতাপদেন তত্তদ্দেবতাবাচকমন্ত্রা লক্ষণীয়াঃ। তেন দেবতাকথনং প্রতিজ্ঞায় অগ্রে মন্ত্রকথনং ন সন্দর্ভবিরুদ্ধম্। বক্ষ্যে ইতি শেষঃ। তত্র শ্রীবিদ্যাঽঙ্গভূতাঃ ষণ্মন্ত্রাঃ তেষ্বাদ্যং মন্ত্রমাহ—ইরিমিলীতি। অত্র পদাদিত্যংশমপহায় শেষং যথাশ্রুতং পঠিতব্যম্। দ্বিতীয়মাহ—প্রণব ইতি। প্রণবমায়োত্তরং ত্রিপুরপর্যন্তং পঠিত্বা। ততঃ ভৈ ইতি। ততঃ রবি ইতি। মম ত্রৈপুরেতি কুর্বন্তো যথাশ্রুতঃ পঠিতব্যঃ। তৃতীয়মাহ—সংহরেতি। অয়ং যথাশ্রুতঃ পঠিতব্যঃ। চতুর্থমাহ—ব্লূমিতি। অয়মপি যথাশ্রুতঃ পঠিতব্যঃ। পঞ্চমাহ—সামিতি। অয়মপি যথাশ্রুতঃ। ষষ্ঠমাহ—হ্ম্ম্লূ ইতি। ষষ্ঠ্যাং মায়া ইতি হ্রীঁবর্ণগ্রহণম্। শেষং যথাশ্রুতম্। ললিতামনুসমাপ্তিং দ্যোতয়তি —এত ইতি। এতে উক্তাঃ ॥ ৫১ ॥

জপবিঘ্ননিবারকমন্ত্র

এবার জপের অঙ্গভূত এবং জপের পূর্বে পঠনীয় জপবিঘ্ননিবারক মন্ত্রগুলি বলছেন—

এবার বিঘ্ননিবারক দেবতার মন্ত্র বলছি। 'ইরিমিলিকিরিকিলিপরিমিরোম্' —এটি প্রথম মন্ত্র। 'ওঁ হ্রীঁ নমো ভগবতি মহাত্রিপুরভৈরবি মম ত্রিপুররক্ষাং কুরু কুরু'—এটি দ্বিতীয় মন্ত্র। 'সংহর সংহর বিঘ্নরক্ষোবিভীষিকান্ কালয় হুং ফট্ স্বাহা'—এটি তৃতীয়মন্ত্র। 'ব্লূং রক্তাভ্যো যোগিনীভ্যো নমঃ'—এটি চতুর্থ মন্ত্র। 'সাং সারসায় বহ্বাশনায় নমঃ' এটি পঞ্চম মন্ত্র। 'হ্ম্ম্লূ ষ্ম্লূ ষ্ম্লূ হ্রীঁ

চামুণ্ডায়ৈ নমঃ'—এটি ষষ্ঠ মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি ললিতামন্ত্রজপের বিঘ্ননাশকারী দেবতা[১] ॥ ৫১ ॥

অথ শব্দ ভিন্নপ্রকরণজ্ঞাপক। বিঘ্নদেবতাঃ মানে বিঘ্নহরণকারী দেবতা। এখানে মধ্যপদলোপী সমাস হয়েছে। এক্ষেত্রেও দেবতা পদের দ্বারা দেবতা-বাচক মন্ত্র লক্ষিত হয়েছে। তার জন্য দেবতাকথনরূপ সাধ্য নির্দেশ ক'রে পরে মন্ত্রকথন সন্দর্ভবিরুদ্ধ নয়। বিঘ্নদেবতাঃ এই পদের পর 'বক্ষ্যে' পদটি অপেক্ষিত। সূত্রে শ্রীবিদ্যার অঙ্গভূত মন্ত্রষট্‌ক নির্দিষ্ট হয়েছে। ইরিমিলি ইত্যাদি তার প্রথম মন্ত্র। এখানে 'পদাৎ' ও 'ইত্যেক' এই অংশ বাদ দিয়ে সূত্রে যেমন আছে তেমনি পাঠ করতে হবে। প্রণব ইত্যাদি দ্বারা দ্বিতীয় মন্ত্র বলছেন। প্রণব ও মায়ার পর ত্রিপুর পর্য্যন্ত পাঠ ক'রে তার সঙ্গে ভৈ এবং রবি পাঠ করতে হবে। মম ত্রৈপুর থেকে কুরু পর্যন্ত সূত্রে যেমন আছে তেমনি পাঠ করতে হবে। ব্‌লূং দিয়ে আরম্ভ ক'রে চতুর্থ মন্ত্র বলছেন। এটিও সূত্রে যেমন আছে তেমনি পাঠ করতে হবে। সাং দিয়ে আরম্ভ ক'রে পঞ্চম মন্ত্র বলছেন। এটিও সূত্রে যেমন আছে তেমনি হবে। দ্রু মু লু ইত্যাদি ষষ্ঠ মন্ত্র বলছেন। এই ষষ্ঠ মন্ত্রের মায়া পদের দ্বারা হ্রীঁ বর্ণ সূচিত হয়েছে। বাকী অংশ সূত্রে যেমন আছে তেমনি। 'এতে' এই পদ ললিতামন্ত্রসমাপ্তির দ্যোতক। এতে মানে কথিত এইগুলি। ৫১।

শ্যামাবিঘ্নহরমন্ত্রমাহ—

হসন্তি হসিতালাপে পদং মাতমুক্ত্বা গীপরিচারিকে মম ভয়বিঘ্ন-নাশং কুরুদ্বিতয়ং সবিসর্গঠত্রিতয়মিতি শ্যামাবিঘ্নদেবী ॥ ৫২ ॥

হসন্তীত্যারভ্য নাশমিতিপর্যন্তম্ পদং উক্ত্বা,ত্যাংশং অপহায় শেষং সমানম্। নাশং ইত্যেতদুত্তরং কুরুদ্বয়ম্। ততঃ সবিসর্গঠত্রিতয়ং পঠেৎ। ইয়ং হসন্তী বিদ্যা শ্যামাজপাঙ্গম্ ॥ ৫২ ॥

শ্যামামন্ত্রজপের বিঘ্নহরণকারী মন্ত্র বলছেন—

হসন্তি হসিতালাপে মাতঙ্গীপরিচারিকে মম ভয়বিঘ্ননাশং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ ঠঃ[২]। ইনি শ্যামামন্ত্রের বিঘ্ননাশকারিণী দেবী ॥ ৫২ ॥

১। দেবতা মন্ত্ররূপী। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে—মন্ত্ররূপো ভবেদ্দেবঃ। তারাখণ্ড ৫৮।৩ গন্ধর্বতন্ত্র বলেন—সর্বেষামেব দেবানাং মন্ত্রমাদ্যং শরীরকম্। ৪০।১২—সব দেবতার আদি শরীর মন্ত্র। কাজেই, মন্ত্র ও দেবতায় কোনো ভেদ নেই।

২। নিত্যোৎসবে মন্ত্রটি এইরূপে বিবৃত হয়েছে—হসন্তি হাসিতালাপে মাতঙ্গিপরি-চারিকে। মম ভয়বিঘ্ননাশং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং ফট্ স্বাহা। দ্রঃ প্রৌঢ়োল্লাসঃ চতুর্থঃ —শ্যামাক্রমঃ।

হসন্তি থেকে আরম্ভ ক'রে নাশং পর্যন্ত সূত্রাংশ থেকে 'পদং' ও 'উক্ত্বা' বাদ দিয়ে সূত্রে যা আছে তাই পাঠ করতে হবে। এই হসন্তী বিদ্যা শ্যামামন্ত্রজপের অঙ্গ। ৫২।

অথ বারাহীবিঘ্নহরবিদ্যামাহ—

স্তং স্তম্ভিন্যৈ নমঃ ইতি কোলমুখীবিঘ্নদেবী ॥ ৫৩ ॥

যথাশ্রুতং স্পষ্টম্ ॥ ৫৩ ॥

স্তং স্তম্ভিন্যৈ নমঃ। এটি কোলমুখীবিঘ্নহর দেবী অর্থাৎ মন্ত্র। ৫৩।

এতেষাং এতজ্জপাব্যবহিতপ্রাক্কালেন সম্বন্ধং দর্শয়তি—

এতে তত্তজ্জপারম্ভে জপ্তব্যাঃ। ৫৪ ॥

সঙ্খ্যায়া অনুক্তত্বাৎ জপাৎ পূর্বং সকৃৎপাঠঃ ॥ ৫৪ ॥

সেই সেই মন্ত্রের প্রারম্ভে অর্থাৎ যথোদ্দিষ্ট মন্ত্রের প্রারম্ভে এই সব যথোপযোগী মন্ত্র জপ করতে হবে ॥ ৫৪ ॥

কোনো সংখ্যার উল্লেখ না থাকায় জপের পূর্বে একবার পাঠ বিহিত। ৫৪।

ললিতাঽঽদিজপকালাঃ

অথ ললিতাঽঽদিপরাঽন্তানাং জপকালমাহ—

ললিতা প্রাহ্নে। অপরাহ্নে শ্যামা। বার্তালী রাত্রৌ। ব্রাহ্মে মুহূর্তে পরা ॥ ৫৫ ॥

এতদব্যবহিতসূত্রে জপ্তব্যা ইত্যনেন জপারম্ভে ইত্যনেন চ জপপ্রকরণে সিদ্ধে অয়ং কালবিধিঃ জপস্যৈবেতি সিদ্ধম্। প্রাহ্ণঃ সূর্যপরাবৃত্তিপ্রাক্কালঃ। অপরাহ্ণঃ পরাবৃত্ত্যপরভাগঃ। তয়োর্মধ্যঃ অতিসূক্ষ্মঃ কালো মধ্যাহ্নঃ, "প্রাহ্ণাপরাহ্ণ-মধ্যাহ্নাঃ' ইতি কোশাৎ। যদ্বা—দিবসং ত্রেধা বিভাজ্য প্রাহ্ণাদয়ঃ সমং জ্ঞেয়াঃ। ত্রেধা বিভাগশ্চ শ্রুত্যা দর্শিতঃ—"ঋগ্‌ভিঃ পূর্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে। যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ। সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে।" ইতি। অয়মেব বিভাগঃ প্রাহ্ণাদিশব্দেন কোশেন দর্শিতঃ। অস্তোত্তরং অর্ধযামং উদয়াৎ প্রাগর্ধযামং চাপহায় শেষং যামত্রয়ং রাত্রিপদবাচ্যম্। অতএব "রাত্রিস্ত্রিযামা" ইতি পর্যায়োঽপি কোশেঽস্তি। ব্রাহ্মো মুহূর্তঃ প্রাগুক্তঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫৫ ॥

ললিতাদির জপকাল

অতঃপর ললিতা থেকে পরা পর্যন্ত বিদ্যার জপকাল বলছেন—

প্রাহ্ণে ললিতা। অপরাহ্ণে শ্যামা। রাত্রে বার্তালী। ব্রাহ্মমুহূর্তে পরা ॥ ৫৫ ॥

এই সূত্রের অব্যবহিত পূর্বসূত্রে 'জপ্তব্যাঃ' ও 'জপারম্ভে' পদদুটির দ্বারা জপপ্রকরণ নির্ণীত হওয়ায় আলোচ্য সূত্রে যে কালবিধি উক্ত হয়েছে তা জপেরই কালবিধি এটি সিদ্ধ হল। প্রাহ্ণ মানে সূর্যের পরাবৃত্তির প্রাক্-কাল। অপরাহ্ণ সূর্যের পরাবৃত্তির অপরভাগ। এই উভয়ের মধ্যবর্তী অতি-সূক্ষ্ম কাল মধ্যাহ্ন। অভিধানে প্রাহ্ণ অপরাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন শব্দের উল্লেখ আছে। অথবা—দিনকে প্রাহ্ণাদি তিন সমানভাগে ভাগ করা হয়। শ্রুতিতে এই তিন ভাগ দেখান হয়েছে। যথা—ঋগ্‌মন্ত্রের দ্বারা পূর্বাহ্ণে আকাশে দেব যজনীয়, যজুর্মন্ত্রের দ্বারা মধ্যাহ্নে যজনীয় এবং সামমন্ত্রের দ্বারা অস্তসময়ে যজনীয়। কোষে এই বিভাগই প্রাহ্ণাদি শব্দের দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। সূর্যাস্তের পরবর্তী অর্ধযাম এবং সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী অর্ধযাম বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যে তিন যাম থাকে তাই রাত্রিপদবাচ্য। এইজন্য, অভিধানে আছে রাত্রি ও ত্রিযামা পর্যায়বাচক। ব্রাহ্মঃ মুহূর্তঃ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। অবশিষ্টাংশ স্পষ্ট। ৫৫।

শ্রীনিত্যপূজায়াং মপঞ্চকপ্রতিনিধিগ্রহণে হেতবঃ

শ্রীনিত্যপূজায়াং মপঞ্চকপ্রতিনিধিনা পূজনং মুখ্যালাভে উক্তম্। ইদানীং প্রতিনি[illegible]র অন্যানপি হেতূনাহ—

ব্যবহারদেশস্বাস্থ্যপ্রাণোদ্বেগসহায়াময়বয়াংসি প্রবিচার্যৈব তদনুকূলঃ পঞ্চমাদিপরামর্শঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্যবহারঃ পূজাঽব্যবহিতোত্তরকালে পশুজনৈঃ সহ কর্তব্যো লৌকিকঃ আবশ্যকঃ কার্যবিশেষঃ। তত্তদ্দ্রব্যসেবনাব্যবহিতোত্তরং তদ্বিকারং দৃষ্ট্বা পশব এনং দূষয়েয়ুঃ। ক্রতাবাবশ্যকং রহস্যং ভিদ্যতে। অতঃ প্রতিনিধিসেবনং ইতি ভাবঃ। এবং যস্মিন্ দেশে দ্রব্যসেবনেন ধাতুবৈষম্যজনিতঃ শরীরবিকারঃ, যেন কেনচিদপরিহার্যনিমিত্তেন তদ্দেশবাস আবশ্যকঃ, তত্র প্রতিনিধ্যাশ্রয়ঃ। অয়ং দ্বিতীয়ো হেতুঃ। কিং চ সমীচীনশ্চাসাবাত্মা চ স্বাত্মা, অত্রাত্মা মনঃ, স্বাত্মনো ভাবঃ স্বাস্থ্যম্। তত্ত্বং চ সাত্ত্বিকবৃত্তিমত্ত্বম্। সাত্ত্বিকবৃত্তিলক্ষণমুক্তং গীতায়াম্—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ইতি ॥

অয়মেবার্থঃ স্পষ্টমুক্তঃ তন্ত্রসারোদাহৃতরুদ্রযামলবচনেন—

কুলদ্রব্যং নিষেবেত যদা সত্ত্বাধিকা মতিঃ।
অন্যথা সেবনং কুর্বন্ পতনায়ৈব কল্পতে ॥

ইত্যনেন।

ননু ইদং বচনং প্রকৃতসূত্রং সাময়িকপরমাস্তাং ইতি চেৎ—ন ; সাময়িকেষু পঞ্চমপ্রসক্তেরভাবেন 'পঞ্চমাদিপরামর্শঃ' ইতি সূত্রবিরোধাৎ। অত এবেমাং শঙ্কাং নিরাকর্তুং প্রথমাদিকমিত্যনুক্ত্বা পঞ্চমাদীত্যুক্তং সূত্রকারেণ। ইত্থং চ সাত্ত্বিকান্তঃকরণবৃত্তিশ্চ স্বৈকবেদ্যা। এবং সতি অন্তঃকরণশুদ্ধিং সম্যগ্‌বিচার্য পশ্চাৎ পঞ্চমাদিমুখ্যপরামর্শঃ ইতি সিদ্ধম্। ইত্থং চ যঃ পূজাকর্তা তস্যৈব সাত্ত্বিকবৃত্তিশূন্যস্য দ্রব্যসেবনং নিষেধতি শাস্ত্রং, কিমু বক্তব্যং সাময়িকস্য তদ্বিচারে।

এবং সতি ইদানীন্তনাঃ কৌলিকভাসাঃ বয়ং কৌলিকা ইতি প্রতিষ্ঠাবন্তঃ অধিকারস্বরূপং অধিকারগন্ধমপ্যজানন্তঃ পানপাত্রং কক্ষে গৃহীত্বা গেহাদ্‌গেহমটন্তি। তাংশ্চ শিষ্টাভাসাশ্চ মণ্ডলে প্রবেশ্য হবিশ্‌শেষং পাত্রসংখ্যামুল্লঙ্ঘ্য পায়য়ন্তি। তেভ্যঃ দাতৃভ্যশ্চ ভূয়ো ভূয়ো নমঃ ইত্যলমসদাবেশেন।

প্রাণস্যোদ্বেগঃ সহনশক্তিঃ। সহায়াঃ প্রসিদ্ধাঃ। আময়ঃ রোগঃ। বয়াংসি বাল্যাদি। এতানি সর্বাণি পঞ্চমাদিপরিগ্রহে অনুকূলানি উত প্রতিকূলানি ইতি প্রবিচার্য সম্যগ্‌বিচার্য অনুকূলত্বযাথার্থ্যগ্রহ এব মুখ্যপঞ্চমাদিপরিগ্রহঃ। অন্যথা প্রতিনিধিনৈব নিত্যক্রমবিমৃষ্টিঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

নিত্যপূজায় পঞ্চমকারের প্রতিনিধিগ্রহণের হেতু

নিত্যপূজায় মুখ্যদ্রব্য না পাওয়া গেলে প্রতিনিধি দ্বারা পূজার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এখানে প্রতিনিধিগ্রহণের অন্যান্য হেতু বলছেন—

ব্যবহার, দেশ, স্বাস্থ্য, প্রণোদ্বেগ, সহায়, রোগ, বয়স—এই সব সম্যক্ বিচার করে যদি এসবের অনুকূল বিবেচিত হয় তা হলে পঞ্চমকারের আদি-মকার অর্থাৎ মদ্য সেবন করা কর্তব্য ॥ ৫৬ ॥

ব্যবহার বলতে বুঝায় পূজার অব্যবহিত পরবর্তীকালে পশুজন অর্থাৎ পশ্বাচারপরায়ণ বা পশুভাবাপন্ন মানুষের সঙ্গে করণীয় লৌকিক আবশ্যক কার্যবিশেষ। পূজার সময় মদ্যসেবন করা হয়। তার অব্যবহিত পরেই পশুজনের সহিত ব্যবহারে মদ্যপানজনিত বিকার দেখলে তারা সাধকের নিন্দা করবে আর তা ছাড়া এতে কৌলমার্গের পূজার আবশ্যক গোপনতাও ভঙ্গ হবে। অতএব, এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিসেবন বিধি। এইভাবে, যে-দেশে

মুখ্যদ্রব্যসেবনে ধাতুবৈষম্যজনিত শরীরবিকারের সম্ভাবনা, অথচ অপরিহার্য কারণে সেই দেশে বাস করতেই হয়, সেদেশে সেরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিগ্রহণ করতে হবে, এটি প্রতিনিধিগ্রহণের দ্বিতীয় হেতু। স্বাত্ম্যম্—সু অর্থাৎ সমীচীন আত্মা স্বাত্মা। সমীচীন মানে সাত্ত্বিকবৃত্তিবিশিষ্ট। এখানে আত্মা অর্থ মন। স্বাত্মার ভাব স্বাত্ম্য। স্বাত্ম্য শব্দের তাৎপর্য সাত্ত্বিকবৃত্তিবিশিষ্টতা। সাত্ত্বিকবৃত্তির লক্ষণ গীতায় (১৮।৩০) এইভাবে নির্দেশ করা হয়েছে—পার্থ, যে-বুদ্ধি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কার্য-অকার্য ভয়-অভয় বন্ধন-মোক্ষ জানতে পারে তাই সাত্ত্বিকী।

তন্ত্রসারে উদ্ধৃত রুদ্রযামলবচনে এই বিষয়টিই স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। যথা—যখন মনে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয় তখন কুলদ্রব্য সেবন করতে হয়। অন্যথা, সেবন করলে তাতে পতন হয়।

এই বচন এবং মূলসূত্র সাময়িকদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য একথা বলা যায় না কি? না, তা বলা যায় না। কেননা, সাময়িকদের পঞ্চমকারের সহিত সম্পর্ক না থাকায় ঐরূপ বললে তাতে 'পঞ্চমাদিপরামর্শঃ' এই সূত্র নির্দেশের বিরোধিতা হবে। তাই, এই শঙ্কানিরাকরণের জন্য সূত্রকার 'প্রথমাদি-পরামর্শঃ' না বলে 'পঞ্চমাদিপরামর্শঃ' বলেছেন। অন্তঃকরণবৃত্তি সাত্ত্বিক কি না তা একমাত্র সাধক স্বয়ং জানতে পারেন। তা হলে সিদ্ধ হল প্রথমে অন্তঃ-করণশুদ্ধি সম্যক্ বিচার ক'রে তারপর মুখ্য মদ্য গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে শাস্ত্র সাত্ত্বিক অন্তঃকরণবৃত্তিহীন পূজাকর্তার মুখ্যদ্রব্যসেবন নিষেধ করেছেন। এই বিচারে সাময়িকদের কথাই উঠে না।

বিহিত ব্যবস্থা যেখানে এইরূপ, সেখানেও দেখা যায় কৌলিকাভাসেরা অর্থাৎ যথার্থ কৌলিক নয় অথচ নিজেদের কৌলিক বলে জাহির করে এরূপ ব্যক্তিরা, আমরা কৌলিক এই বলে আত্মপ্রচার করে। এরা অধিকারের স্বরূপ এমনকি অধিকারের নামগন্ধ না জেনে পানপাত্র বগলে ক'রে গৃহ থেকে গৃহান্তরে বিচরণ করছে। শিষ্টাভাসেরা এদের মণ্ডলে প্রবেশ করিয়ে বিহিত পাত্রসংখ্যা লঙ্ঘন ক'রে হবিঃশেষ পান করাচ্ছেন। এই কৌলিকাভাসদের এবং তাদের হবিঃশেষ প্রদানকারী শিষ্টাভাসদের বার বার নমস্কার। এই অসদালাপে আর অভিনিবেশের প্রয়োজন নেই।

প্রাণোদ্বেগঃ—প্রাণের উদ্বেগ অর্থাৎ সহনশক্তি। এর অর্থ মদ্য সহ্য হয় কিনা উদ্বেগ বা তার অভাব তাই সূচিত করে। মদ্য সহ্য হলে উদ্বেগ হয় না; সহ্য না হলে হয়। কাজেই, উদ্বেগের তাৎপর্য সহনশক্তি। সহায় প্রসিদ্ধ।

একথার তাৎপর্য পূজায় সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। কৌলমার্গের পূজা গোপনীয়। তাই সাহায্যকারী বিশ্বাসযোগ্য হলেই মুখ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে প্রতিনিধি গ্রহণ বিহিত। আময়ঃ মানে রোগ। তাৎপর্য হল রোগগ্রস্ত শরীরে মুখ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে নেই। বয়াংসি মানে বয়স। মুখ্য-দ্রব্যগ্রহণে বাল্যাদি বয়স বিবেচনা করতে হয়। যে-বয়সে মুখ্যদ্রব্যগ্রহণ নিষিদ্ধ, যেমন বাল্যে, বার্দ্ধক্যে, সে-বয়সে প্রতিনিধি গ্রহণ করা বিহিত। মদ্যগ্রহণে ব্যবহারাদি সব অনুকূল বিবেচিত হলে তবে মুখ্য মদ্য গ্রহণ করতে হবে। অন্যথা, প্রতিনিধি দ্বারাই নিত্যকরণীয় পূজা বিহিত, এই হল সূত্রের মূল ভাব। ৫৬।

সর্বভূতাবিরোধাদয়ঃ উপাসকধর্মাঃ

প্রসঙ্গাৎ পূর্বোক্তশেষান্ উপাসকধর্মান্ বক্তুমারভতে—

সর্বভূতৈরবিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥

সর্বভূতৈরবিরোধঃ স্বমার্গগুপ্ত্যর্থম্। অন্যথা দ্বেষেণ এতদীয়ং দোষং গুপ্তরূপেণ ছদ্মনা বা দৃষ্ট্বা সভায়াং প্রকটং কুর্যুঃ। অবিরোধে তাদৃশ-দোষান্বেষণযত্নং ন কুর্যুঃ। দৈবাৎ কদাচিৎ জ্ঞাতে বা অবিরোধাৎ সভায়াং প্রাকট্যং ন কুর্যুরিতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

সর্বপ্রাণীর সহিত অবিরোধ ইত্যাদি উপাসকধর্ম-প্রসঙ্গক্রমে পূর্বোক্ত (দ্রঃ সূত্র ১।১৩-১৬) উপাসকধর্মের অবশিষ্ট উপাসকধর্ম বলতে আরম্ভ করলেন—

সর্বপ্রাণীর সহিত অবিরোধ ॥ ৫৭ ॥

স্বীয় সাধনমার্গ গোপন রাখার জন্যই সর্বপ্রাণীর সহিত অবিরোধ আবশ্যক। বিরোধ থাকলে যার সঙ্গে বিরোধ সে বিদ্বেষবশতঃ উপাসকের দোষ গোপনে গোপনে বা ছদ্মবেশে জেনে নিয়ে সকলের সামনে প্রকাশ করে দেবে। বিরোধ না থাকলে কেউ সেরকম দোষান্বেষণে যত্নই করবে না। আর দৈবাৎ যদি কেউ কখনো কোনো দোষের কথা জেনেও ফেলে তা হলেও বিরোধ না থাকার জন্য তা সকলের সামনে প্রকাশ করবে না, এইটি হল ভাবার্থ[১]। ৫৭।

১। রামেশ্বরের এই ব্যাখ্যা অনেকেরই উত্তম মনে হবে না। এ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "রামেশ্বরের উদ্ভাবিত এই সূত্রের ভাব সম্যক্ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কৌলসাধক সকলকেই আত্মতুল্য মনে করিবেন; সকলেই আত্মতুল্য হইলে কাহার সহিত বিরোধ করিবেন? আত্মতুল্য মানব

ননু সর্বভূতৈরবিরোধেন বর্তমানেঽপি "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি" ইতি ন্যায়েন কশ্চন দোষান্বেষণন্যায়েন প্রবৃত্তশ্চেৎ তত্র কিং কার্যং ? অত আহ—

পরিপন্থিষু নিগ্রহঃ ॥ ৫৮ ॥

তাদৃশদুর্জনেষু নিগ্রহঃ। যথা তন্নাশঃ স্যাৎ তথা বর্তিতব্যম্। লৌকিকেন অলৌকিকেন ব্যাপারেণ তস্য নিরাসঃ কার্যঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

সাধক সর্বপ্রাণীর সহিত অবিরোধে অবস্থান করলেও মাছি যেমন ব্রণ খুঁজে বেড়ায় তেমনি কোনো মক্ষিকাবৃত্তি ব্যক্তি তাঁর দোষান্বেষণে প্রবৃত্ত হতে পারে। তখন কর্তব্য কি ? সেরূপ ক্ষেত্রে বলছেন—

যে সাধনার পরিপন্থী তার নিগ্রহ করা উচিত ॥ ৫৮ ॥

তাদৃশ দুর্জনের নিগ্রহ করতে হয়; তার যাতে বিনাশ হয় সেইভাবে আচরণ করতে হবে। লৌকিক বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা তার ধ্বংস সাধন করতে হবে[১]। ৫৮।

এবমুদাসীনেষু বিরোধাভাবং পরিপন্থিষু নিগ্রহং প্রদর্শ্য ভক্তিভূমিকামারুরুক্ষূণাং সেবাঽঽদিনা সম্যক্ শ্রিতানাং প্রসাদং সম্পাদিতবতামুপরি কিং কার্যমিত্যাশঙ্কায়ামাহ—

অনুগ্রহঃ সংশ্রিতেষু ॥ ৫৯ ॥

সংশ্রিতেষু চিরকালং প্রসাদিতেষু তেষু অনুগ্রহঃ, বিদ্যাপ্রদানাদিনা তেষাং মনোরথপূরণং কর্তব্যমিতি শেষঃ ॥ ৫৯ ॥

এইভাবে উদাসীনের সহিত বিরোধের অভাব এবং পরিপন্থীর প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শন করে ভক্তিভূমিকায় আরোহণকামী যে-সব ব্যক্তি কৌলসাধকের আশ্রয় নিয়ে সেবাদি দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা সম্পাদন করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে কর্তব্য কি এই সংশয়ের সমাধানে বলছেন—

আশ্রিত ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ বিহিত ॥ ৫৯ ॥

সংশ্রিতেষু মানে যারা দীর্ঘকাল ধরে প্রসন্নতা সম্পাদন করেছেন তাঁদের প্রতি। অনুগ্রহঃ বলতে বুঝাচ্ছে বিদ্যাদানদি দ্বারা মনোরথ পূর্ণ করা। এটি কর্তব্য। ৫৯।

বিরোধের পাত্র হইতে পারে না। এই সূত্রের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য, রামেশ্বর প্রদর্শিত উদ্দেশ্য গৌণ"।—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ২:২, পাদটীকা।

১। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় লিখেছেন "নিজদেহের কোনো অঙ্গ দুষ্ট হইয়া সমগ্র দেহের ব্যাঘাতক হইলে যেমন তাহার ছেদনই বিহিত, সেইরূপ আত্মতুল্য হইলেও পরিপন্থী দুর্জনের নিগ্রহই বিহিত।"—দ্রঃ ঐ

এবং গুরোর্ধর্মানুক্ত্বা প্রাপ্তবিদ্যেন শিষ্যেণ কথং বর্তিতব্যং ইতি তৎ প্রকারমাহ—

গুরুবৎ গুরুপুত্রকলত্রাদিষু বৃত্তিঃ ॥ ৬০ ॥

আদিপদেন গুরুপূজ্যানাং গ্রহণম্। অত্র যদ্যপি গুরুবৃত্তিঃ তৎকলত্রাদিষ্বতিদিষ্টা গুরুবৃত্তিশ্চ নোক্তা, তথাঽপি অতিদেশেনৈব জ্ঞাপিতো গুরুধর্মঃ তন্ত্রান্তরোক্তোঽস্যানুমত ইতি। গুরৌ যথা বর্ত্তিতব্যং তৎপ্রকারঃ কুলার্ণবাদিষু—

একগ্রামে ক্রোশদূরে চার্ধযোজনকে স্থিতঃ।
গুরোস্ত্রিসন্ধ্যৈকসন্ধ্যে পঞ্চপর্বসু দর্শনম্ ॥
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি ।
তত্তদ্যোজনসংখ্যাকৈঃ মাসৈঃ স্যাৎ গুরুদর্শনম্ ॥
অতিদূরে নমেচ্ছিষ্যস্তদ্দিশাঽভিমুখো গুরুম্।
রিক্তহস্তো নৈব চিরাৎ পশ্যেদেবং গুরুং স্বকম্ ॥
গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিং চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিতাম্।
ন কুর্যাদ্যন্ত্রমূর্ত্ত্যাদৌ শিলাবুদ্ধ্যাদিকং তথা ॥
গুরুং পশ্যেৎ সদা ভক্ত্যা সাক্ষাচ্ছিবময়ং বুধঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥
ঋণদানং তথাঽঽদানং তথৈব ক্রয়বিক্রয়ে।
ন কুর্যাৎ গুরুভিঃ সার্ধং তদাজ্ঞাং নৈব লঙ্ঘয়েৎ ॥
শিরসা ন বহেৎ ভারং পাদুকাভাবনাপরঃ ।
নাভিমানং গুরোঃ কার্যে লজ্জাং কুর্যাৎ কদাচন ॥
গুরুমিত্রসুহৃদ্দাসীদাসাদ্যান্ মানয়েৎ সদা। ১০
বাহনং পাদুকাং চৈব চামরং ব্যজনং তথা ॥
তাম্বূলভক্ষণং সেব্যভাবং গুর্বগ্রতঃ ত্যজেৎ।
পাদপ্রক্ষালনং দন্তধাবনং মলমূত্রয়োঃ ॥
বিসর্গং ক্ষৌরমভ্যঙ্গং শয়নং স্ত্রীনিষেবণম্।
দুর্বাক্যং রোদনং হাস্যং প্রপদোদ্ঘাটনং তথা ॥
দূষণং কলহং বাদমধোবায়ুং দুরাগ্রহম্।
অঙ্গভঙ্গং ন কুর্যাদ্বৈ গুরুসম্মুখতঃ ক্বচিৎ ॥
গুরোরাসনবস্ত্রাঙ্গচ্ছায়াং নোল্লঙ্ঘয়েৎ ক্বচিৎ।
অধস্থে তু গুরাবূর্ধ্বং ন তিষ্ঠেন্নাগ্রগো ভবেৎ ॥

ন বিশেদ্গৃহিতে তস্মিন্ স্বাঙ্গচ্ছায়াং ন পাতয়েৎ।
গুরুনাম ন গৃহ্নীয়াৎ জপাচ্ছ্রাদ্ধাদৃতে ক্বচিৎ॥

ইত্যাদিবচনৈঃ যা গুরৌ বৃত্তিরুক্তা সা গুরুপুত্রে তৎপত্ন্যাং চ কার্য্যা। আদিপদেন গুরোর্মান্যাঃ যে স্বজ্যেষ্ঠাশ্চ তে গ্রাহ্যাঃ,

গুরুপত্নীসুতজ্যেষ্ঠান্ গুরুবৎ পূজয়েৎ সদা॥

ইতি তন্ত্রান্তরবচনাৎ। স্বজ্যেষ্ঠানাং মানার্হতা কুলার্ণবেঽপ্যুক্তা—

পূজামধ্যে গুরৌ জ্যেষ্ঠে পূজ্যে বাঽপি সমাগতে।
নত্বা ব্রূয়াৎ স্থিতঃ শেষমাচরেৎ তদনুজ্ঞয়া।
আসীনঃ প্রহ্বভাবেন শ্রেষ্ঠভাবমদর্শয়ন্॥ ইতি॥

জ্যেষ্ঠলক্ষণমুক্তং প্রাক্। ইত্থং চৈব সর্বেষু গুরুবদ্বর্তিতব্যম্। তত্রাপ্যেক-যোজনাদিদূরে দর্শনাদি, স্বশিরসি ধ্যানাদি, কাশ্চন বৃত্তয়ঃ গুর্বতিরিক্তে হেয়াঃ। যৌবনশালিন্যাং গুরুপত্ন্যাং পাদস্পর্শপূর্বকাভিবন্দনং নিষিদ্ধম্,

গুরুপত্নী চ যুবতী নাভিবাদ্যা হি পাদয়োঃ॥

ইতি বচনাৎ। ইত্যলং বিস্তরেণ॥ ৬০॥

এইভাবে গুরুর ধর্ম অর্থাৎ আচরণ বলে প্রাপ্তবিদ্য অর্থাৎ গৃহীতমন্ত্র শিষ্যের আচরণ কি রকম হবে তাই বলছেন—

গুরুর পুত্রকলত্রাদির প্রতি গুরুর প্রতি যেমন তেমনি আচরণ করতে হবে॥ ৬০॥

আদিপদের দ্বারা গুরুর পূজ্য ব্যক্তিদেরও গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে যদিও গুরুর পুত্রকলত্রাদির প্রতি গুরুর প্রতি যেমন তেমনি আচরণ অতিদিষ্ট হয়েছে কিন্তু গুরুর প্রতি আচরণ কি রকম হবে তা বলা হয়নি তথাপি এই অতিদেশের দ্বারা জ্ঞাপিত তন্ত্রান্তরোক্ত গুরুর প্রতি আচরণই সূত্রকারের অনুমত, তা বুঝা যায়। গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণাদি কি রকম হবে তা কুলার্ণবাদি তন্ত্রে বিবৃত হয়েছে। যথা—

গুরুর সঙ্গে একই গ্রামে বাস করলে শিষ্য তিন বেলা গুরুদর্শন করবে; গুরু এক ক্রোশ দূরে বাস করলে দিনে একবার এবং অর্ধযোজন দূরে বাস করলে পঞ্চপর্বে[১] গুরুদর্শন করবে। গুরু যদি এক যোজন থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বাদশ যোজন অবধি দূরে বাস করেন তা হলে শিষ্য গুরু যত যোজন দূরে তত সংখ্যক মাসে একবার গুরুদর্শন করবে। গুরু অতিদূরে বাস করলে

১। "চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি—এই পঞ্চপর্ব।"—দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ।

তিনি যে দিকে বাস করছেন শিষ্য সেই দিকে মুখ ক'রে তাঁকে প্রণাম করবে। অনেক দিন পরে হলে শিষ্য রিক্তহস্তে গুরুদর্শন করবে না[১]। গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষরবুদ্ধি ও মূর্তি যন্ত্র ইত্যাদিতে শিলাবুদ্ধি করতে নেই[২]। বিবেক-বান্ শিষ্য সর্বদা ভক্তি সহকারে গুরুকে সাক্ষাৎ শিবরূপে দেখবে। শিব রুষ্ট হলে গুরু ত্রাণকারী হতে পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে আর ত্রাণকারী কেউ নেই। গুরুর সঙ্গে ঋণ দেওয়া-নেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় এ সব করবে না। গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে না। যে শিষ্য গুরুপাদুকার ভাবনা করে সে মস্তকে ভার বহন করবে না[৩]। গুরুর কাজে কখনও অভিমান বা লজ্জা করবে না। গুরুর মিত্র সুহৃৎ দাসী দাসাদিকে সর্বদা সম্মান করবে। গুরুর সামনে বাহন পাদুকা চামর ব্যজন ব্যবহার করবে না, তাম্বূল সেবন করবে না এবং নিজে অপরের সেব্যই এরূপ ভাব পরিত্যাগ করবে। গুরুর সামনে পাদপ্রক্ষালন দন্তধাবন মলমূত্রত্যাগ ক্ষৌরকর্ম অভ্যঙ্গ শয়ন স্ত্রীগমন দুর্বাক্যপ্রয়োগ রোদন হাস্য পদাগ্র-উদ্‌ঘাটন দূষণ কলহ অধোবায়ুত্যাগ দূরাগ্রহ অঙ্গভঙ্গ এসব কখনো করবে না। গুরুর আসন, বস্ত্র ও অঙ্গের ছায়া কখনো লঙ্ঘন করবে না। গুরু নিম্নভূমিতে থাকলে উচ্চভূমিতে থাকবে না। গুরুর আগে আগে

১। এ সম্পর্কে শাস্ত্রের অন্যরকম নির্দেশও আছে। তদনুসারে কোন সময়েই রিক্তহস্তে গুরুদর্শন করতে নেই। যেমন বলা হয়েছে—

রিক্তহস্তেন নোপেয়াদ্রাজানং দেবতাং গুরুম্।
ফলঞ্চ পুষ্পকাদীনি যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ॥—শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, উল্লাস ২

—শূন্যহাতে রাজা দেবতা ও গুরুর কাছে যেতে নেই। যথাশক্তি তাঁদের ফলপুষ্পাদি অর্পণ করতে হয়।

২। এ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় লিখেছেন—"আদিগুরু স্বয়ং আদিনাথ মহাকাল গুরুশরীরে আবির্ভূত হইয়া দীক্ষাপ্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত। এইজন্য, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না। এবং গুরুর মৃত্যুতে অশৌচও গ্রহণ করিবে না। 'মন্ত্রের অক্ষরাবলী শরীর এবং তাহাতে অধিষ্ঠিত দেবতা আত্মা, অধিষ্ঠিত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অক্ষর-সমষ্টির মন্ত্রত্ব নাই, অতএব মন্ত্রে অক্ষরবুদ্ধি করিবে না। শিলাধাতু প্রভৃতির দ্বারা দেবতার যন্ত্র ও মূর্তি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে সেই যন্ত্র ও মূর্তির পূজ্যত্ব হয়, অতএব যন্ত্র ও মূর্তিতে শিলাবুদ্ধি বা ধাতুবুদ্ধি করিবে না।"—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ২১৪, পাদটীকা।

৩। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"মস্তকে সহস্রদল কমলের অধোদেশে দ্বাদশদল পদ্মমধ্যে গুরুপাদুকা অবস্থিত আছেন। যে সাধক এই গুরুপাদুকার ভাবনা করেন, তিনি তাহার উপরে ভার চাপাইতে পারেন না।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২১৫, পাদটীকা।

চলবে না। গুরু উঠে দাঁড়ালে নিজে বসে থাকবে না। গুরুর অঙ্গে নিজের অঙ্গের ছায়া ফেলবে না। জপের সময় ও শ্রাদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় গুরুর নাম উচ্চারণ করবে না।

এই সব বচনের দ্বারা গুরুর প্রতি যে আচরণ কথিত হল গুরুপুত্র ও গুরু-পত্নীর প্রতিও সেই আচরণ কর্তব্য। সূত্রের আদি পদের দ্বারা যাঁরা গুরুর মান্য ও শিষ্যের জ্যেষ্ঠ তাঁদের বুঝান হয়েছে। কেননা, এ সম্পর্কে তন্ত্রান্তরের এই বচনটি পাওয়া যাচ্ছে—গুরুপত্নী গুরুপুত্র ও স্বীয় জ্যেষ্ঠদের সর্বদা গুরুর মতো পূজা করবে। স্বীয় জ্যেষ্ঠেরা যে সম্মানার্হ তা কুলার্ণবতন্ত্রেও বলা হয়েছে। যথা—পূজার মধ্যে গুরু বা পূজ্য স্বজ্যেষ্ঠ এসে পড়লে শিষ্য তাঁকে প্রণাম ক'রে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করবে এবং কোনরূপ শ্রেষ্ঠতার ভাব প্রদর্শন না করে তাঁর অনুমতি নিয়ে নম্রভাবে আসন গ্রহণ ক'রে পূজার অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করবে।

জ্যেষ্ঠের লক্ষণ পূর্বে বলা হয়েছে। এই প্রকারে উক্ত সকলের প্রতি গুরুর প্রতি যেমন তেমনি আচরণ করতে হবে। তার মধ্যে গুরু ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে এক যোজনাদি দূরে অবস্থানের বেলা দর্শনাদি, স্বীয় মস্তকে গুরুর ধ্যানাদি, কতকগুলি আচরণ বর্জন করতে হবে। যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম নিষিদ্ধ। কেননা, এ সম্পর্কে শাস্ত্রের নির্দেশ রয়েছে—যুবতী গুরুপত্নীকে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করতে নেই। এই প্রসঙ্গে আর বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। ৬০।

আদিমস্বীকারে গ্রাহ্যাগ্রাহ্যদ্রব্যবিবেকঃ

শিষ্টৈঃ সার্ধমিতিবাক্যেন প্রাপ্তং আদিমস্বীকারমনূদ্য ত্যাজ্যাংশং বিধত্তে—

আদিমস্য স্বয়ং সেবনমাগমদৃষ্ট্যা দোষদং ত্যাজ্যম্ ॥ ৬১ ॥

আগমাঃ তন্ত্রাণি তেষাং দৃষ্ট্যা যদ্দোষদং তৎ ত্যাজ্যম্। পূর্বং ক্রত্বর্থত্বেন আদিমসেবনং কর্তব্যমিতি তন্ত্রে প্রতিপাদিতম্। তথাঽপি যৎ দোষদং তৎ ত্যাজ্যম্। যথা স্বয়ং সাধকঃ স্বস্য অধিকারমবিচার্য কেবলং "আগলান্তং পিবেৎ" ইতি বচনং পুরস্কৃত্য বৃথা অনুতিষ্ঠন্ দুষ্টঃ পতেদেব ন শ্রেয়সে ইতি। অতএব কৌলোপনিষদ্ভাষ্যে "যাবন্ন চলতে দৃষ্টিঃ" "আগলান্তং পিবেচ্ছিবে" ইত্যাদিতন্ত্রবচসাং সিদ্ধিমাত্রপরত্বং ব্যবস্থাপিতম্। অয়ং বিষয়ঃ বিস্তরতঃ প্রাক্ নিরূপিতোঽস্মাভিঃ ॥ ৬১ ॥

মদ্যসেবনে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য দ্রব্যবিচার

শিষ্টৈঃ সার্ধং (সূত্র ৫।২২) এই বাক্যে প্রাপ্ত মদ্যসেবনের পুনরুক্তি আলোচ্য সূত্রে ক'রে ত্যাজ্যাংশের বিধান দিচ্ছেন—

মদ্য স্বয়ং সেবন করতে হবে কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে দোষপ্রদ মদ্য ত্যাগ করতে হবে ॥ ৬১ ॥

আগমাঃ মানে তন্ত্রসমূহ। তন্ত্রে যা দোষপ্রদ বলে বিবৃত হয়েছে তা বর্জন করতে হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে যজ্ঞার্থে মদ্যসেবন তন্ত্রে প্রতিপাদিত। তথাপি দোষপ্রদ যে মদ্য তা ত্যাগ করতে হবে। যেমন স্বয়ং সাধক নিজের অধিকার বিচার না ক'রে কেবলমাত্র "আগলান্তং পিবেৎ" এই বচন সামনে রেখে অর্থাৎ এই বচনের দোহাই দিয়ে বৃথা মদ্যপান ক'রে দোষগ্রস্ত হন এবং এতে তাঁর শ্রেয়োলাভ হয় না, পতনই হয়। এই জন্যই কৌলোপনিষদ্ভাষ্যে "যাবন্ন চলতে দৃষ্টিঃ" "আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্" ইত্যাদি তন্ত্রবচনের সিদ্ধিমাত্রপরত্ব ব্যবস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয় আমরা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে নিরূপণ করেছি। ৬১।

অথ প্রসঙ্গাৎ আদিমং কীদৃশং কিং প্রকৃতিকং গ্রাহ্যং ইতি পরিশিষ্টাকাঙ্ক্ষায়াং বচনেন পূরয়তি—

সানন্দস্য রুচিরস্যামোদিনো লঘুনো বাক্ষ্যস্য গৌড়স্য পিষ্টপ্রকৃতিন অন্ধসো বাল্কলস্য কৌসুমস্য বা যথাদেশসিদ্ধস্য বা তস্য পরিগ্রহঃ ॥ ৬২ ॥

দ্রব্যে আনন্দসাহিত্যং জনকতাসম্বন্ধেন আনন্দবিশিষ্টত্বং, আনন্দাবির্ভাবসাধনং ইতি যাবৎ। রুচিরস্য যদ্দর্শনমাত্রেণ মনঃপ্রসাদঃ তস্য। আমোদিনঃ সুগন্ধযুক্তস্য। লঘুনঃ ধাতুবৈষম্যাজনকস্য। ইম এবোক্তগুণাঃ যোগিনীতন্ত্রে—

অত্যন্তশীঘ্রবোধাঢ্যং দুষ্টামোদবিবর্জিতম্।
সুগন্ধ্যাঢ্যং প্রীতিকরং অবিকারকরং তথা ॥ ইতি ॥

অথ তৎপ্রকৃতীরাহ—বাক্ষ্যস্যেত্যাদিনা। বাক্ষ্যস্য তাললাঙ্গল্যাদিবৃক্ষোদ্ভবস্য গৌড়স্য গুড়ভবস্য অন্ধসঃ অন্নপ্রকৃতিকস্য "ভিস্সা স্ত্রী ভক্তমন্ধোঽন্নং" ইত্যমরঃ। বাল্কলং বৃক্ষত্বক্সম্বন্ধি "ত্বক্ স্ত্রী বল্কলমস্ত্রিয়াং" ইত্যমরঃ। কৌসুমস্য মধূকাদিপুষ্পোদ্ভবস্য। যথাদেশসিদ্ধস্য যস্মিন্ দেশে যদ্যৎপ্রকৃতিকং দ্রব্যং তদ্বা গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। এতেন দর্শিতাদন্যাঽপি দ্রব্যপ্রকৃতিরস্তীতি দর্শিতা।

অন্যাঃ প্রকৃতয়ো দর্শিতা যোগিনীতন্ত্রে—

দ্রাক্ষোদ্ভবা চ খার্জুরী মাধ্বী গৌড়ী তথাঽন্নজা।
মধুপুষ্পভবা বাক্ষী খ্যাতা সপ্তপ্রকারতঃ।
যথোত্তরং হ্রাসগুণমাদ্যমাদ্যং তথোত্তমম্॥ ইতি

যদ্যপি সূত্রে সর্বেষাং তুল্যবিকল্প ইব দৃশ্যতে, তথাঽপি লিখিতযোগিনীতন্ত্রবচনানুসারেণ ক্রমং ধৃত্বা পূর্বাভাবে পরং গ্রাহ্যম্। গুণহ্রাসানুসারেণ ভবন্তি শেষব্যবস্থাঃ। তাঃ সর্বাঃ দর্শিতাঃ প্রাক্। তস্য আদিমস্য॥

আদিমপ্রতিনিধিঃ

অথ প্রসঙ্গাৎ সূত্রানুক্তং আদিমপ্রতিনিধিং তন্ত্রান্তরোক্তং দর্শয়িষ্যামঃ। তচ্চোক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

অথানুকল্পাঃ প্রোচ্যন্তে শৃণু দেবি সমাহিতা।
হেতুদ্রব্যং দ্বিতীয়ং চ তৃতীয়ং চাষ্টগন্ধকম্॥
সমানং বটকাং কৃত্বা সংশোষ্য স্থাপয়েচ্ছিবে।
অনুদ্ঘৃষ্যোদকে তত্তু যোজয়েদর্ঘ্যপাত্রকে॥
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে ক্ষীরং তু তক্রকম্।
গুড়মিশ্রং জলং বাঽপি জলং চন্দনমিশ্রিতম্॥
মুখ্যালাভে চানুকল্পঃ... ... ... ॥ ইতি

প্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়ান্ অষ্টগন্ধং চ সমানভাগং মেলয়িত্বা বটকাং শুষ্কং স্থাপিতং তজ্জলেন ঘৃষ্ট্বা অর্ঘ্যপাত্রে মেলয়েৎ। গুড়মিশ্রমিত্যস্য দেহলীদীপকন্যায়েন তক্রেণ জলেন চান্বয়ঃ, "গুড়োদকং তথা তক্রং" ইতি ত্রিপুরার্ণববচনাৎ, "গুড়মিশ্রেণ তক্রেণ" ইতি কুলার্ণববচনাচ্চ॥ ৬২॥

অতঃপর এই প্রসঙ্গে কি প্রকার এবং কি প্রকৃতির অর্থাৎ কি উপাদানের মদ্য গ্রাহ্য এই পরিশিষ্টাকাঙ্ক্ষা নিম্নোক্ত বচনে পূরণ করেছেন—

আনন্দজনক, রুচির, সুগন্ধযুক্ত, লঘু, বার্ক্ষ, গৌড়ী, পৈষ্টী, অন্নসম্ভব, বাল্কল, কৌসুম, অথবা যে-দেশে যে-উপাদানের মদ্য প্রসিদ্ধ সেই দেশে সেই মদ্য, গ্রহণীয়॥ ৬২॥

সানন্দস্য—আনন্দের সহিত এরূপের। দ্রব্যে আনন্দসহিত্ব বলতে আনন্দজনকতার সম্বন্ধহেতু আনন্দবিশিষ্টতা তথা আনন্দাবির্ভাবসাধন বুঝায়। সহজ কথায়, সানন্দ মানে আনন্দবিশিষ্ট তথা আনন্দজনক। রুচিরস্য—যা দেখামাত্র মন প্রসন্ন হয় তা রুচির, তার। আমোদিনঃ—আমোদী মানে সুগন্ধযুক্ত, তার। লঘুনঃ—যা ধাতুবৈষম্যজনক নয় তা লঘু, তার। উক্ত গুণগুলিই

যোগিনীতন্ত্রে এইভাবে বিবৃত হয়েছে—অত্যন্তশীঘ্রবোধজনক, দুর্গন্ধবর্জিত, সুগন্ধাঢ্য, প্রীতিকর ও অধিকারকারক।

মদ্যের এই সব গুণ বলে এবার তার প্রকৃতি অর্থাৎ মূল উপাদান বলছেন 'বার্ক্ষ্যস্য' ইত্যাদি দ্বারা। বার্ক্ষ্যস্য—তাল নারকেল ইত্যাদি বৃক্ষোদ্ভব যা তা বার্ক্ষ্য, তার। গৌড়স্য—যা গুড়োদ্ভব, তার। অন্ধসঃ—যা অন্নোদ্ভব, তার। অমরকোষে আছে "ভিন্না[1] স্ত্রী ভক্তমন্ধোঽন্নং"—ভিন্না (?) ভক্তং অন্ধঃ ও অন্নং পর্যায়বাচক। বাল্কলস্য—বাল্কলং মানে বৃক্ষত্বক্ সম্বন্ধী, তার। অমরকোষে আছে—ত্বক্ স্ত্রী বল্কলমস্ত্রিয়াং—ত্বক্ (স্ত্রীলিঙ্গ) বল্কলং (অস্ত্রীলিঙ্গ) মানে গাছের বাকল। কৌসুমস্য—মধূকাদিপুষ্পোদ্ভব যা, তার। যথাদেশসিদ্ধস্য—যে-দেশে যে-প্রকৃতির মদ্য হয়, তার। তাৎপর্য হল বিকল্প হিসাবে তা গ্রহণীয়। যথাদেশসিদ্ধস্য এই কথাটি দ্বারা উক্ত বৃক্ষাদিপ্রকৃতি ভিন্ন মদ্যের অন্যপ্রকৃতিও আছে তাই দেখান হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রে সুরার অন্যপ্রকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। যথা দ্রাক্ষা থেকে উদ্ভূতা[2], খার্জুরী মানে খেজুরের রস দিয়ে তৈরী, মাধ্বী মানে মধু দিয়ে তৈরী, গৌড়ী মানে গুড় দিয়ে তৈরী, অন্নজা মানে অন্ন দিয়ে তৈরী অর্থাৎ পঁচাই, মধূপুষ্পোদ্ভবা মানে মউয়ার ফুল দিয়ে তৈরী, বার্ক্ষী মানে তাল নারকেল ইত্যাদি গাছের রস দিয়ে তৈরী, এই সাত রকমের সুরা প্রখ্যাত। এই তালিকাভুক্ত যথাক্রম সুরা পূর্ববর্তীটি পরপবর্তীটির চেয়ে উত্তম এবং পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্পগুণবিশিষ্ট।

যদিও সূত্রে বিবৃত মদ্যগুলির সমানবিকল্পত্ব নির্দিষ্ট হয়েছে এরূপ মনে হয় তথাপি উদ্ধৃত যোগিনীতন্ত্রের বচনানুসারে ক্রম ধরে তালিকাভুক্ত পূর্ব পূর্ব মদ্যের অভাব হলে পর পর মদ্য গ্রহণীয়। গুণহ্রাসানুসারে শেষব্যবস্থা অর্থাৎ যা উত্তম তার পরবর্তী অপেক্ষাকৃত কমগুণের যেটি তা গ্রহণ করতে হয়। এ সব পূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে। তস্য মানে আদিমকারের অর্থাৎ মদ্যের।

মদ্যের প্রতিনিধি

এখানে সূত্রে কথিত না হলেও প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্রান্তরে কথিত মদ্যের প্রতিনিধি আমরা প্রদর্শন করছি। পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—দেবী, এবার অনুকল্প

১। এখানে মনে হয় লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে। শব্দটি ভিস্সা। অমরকোষে (২।৯।৪৮) আছে—ভিস্সা স্ত্রী ভক্তমন্ধোঽন্নম্…ভিস্সা (স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ) মানে অন্ন।

২। সুরা ও মদ্য পর্যায়বাচক। তবে সুরাশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলে যোগিণীতন্ত্রোক্ত বৃক্ষোদ্ভবাদি বিশেষণগুলি স্ত্রীলিঙ্গে রয়েছে।

বলা হচ্ছে, সমাহিত হয়ে শোন। মদ্য, মাংস, মৎস্য এবং অষ্টগন্ধ[১] সমানভাগে নিয়ে তা দিয়ে বটিকা তৈরী করে শুকিয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর পূজার সময় তা জল দিয়ে ঘসে অর্ঘ্যপাত্রে রাখতে হবে। এটি একটি অনুকল্প বা প্রতিনিধি। কাঁসার পাত্রে নারকেলের জল—আরেকটি অনুকল্প। তামার পাত্রে দুধ—অন্য একটি অনুকল্প। গুড়মিশ্রিত তক্র—অপর অনুকল্প। গুড়-মিশ্রিত জল—আরেকটি অনুকল্প। মুখ্য মদ্য না পাওয়া গেলে অনুকল্প ব্যবহার বিহিত।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মকার এবং অষ্টগন্ধ সমানভাগে মিশিয়ে বটিকা তৈরী ক'রে শুকিয়ে রেখে দিতে হবে এবং তা জল দিয়ে ঘসে অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করতে হবে। দেহলীদীপকন্যায়ানুসারে[২] গুড়মিশ্রং পদটির তক্রকং ও জলং উভয় পদের সঙ্গে অন্বয় হবে। কেননা তার সমর্থন আছে ত্রিপুরার্ণবের এই বচনে—"গুড়োদকং তথা তক্রং"—গুড়জল তথা তক্র, আর কুলার্ণবতন্ত্রের এই বচনে—"গুড়মিশ্রেণ তক্রেণ" গুড়মিশ্রিত তক্রের দ্বারা। ৬২।

দ্বিতীয়তৃতীয়সম্পাদনপ্রকারঃ

অথ দ্বিতীয়তৃতীয়সম্পাদনপ্রকারং দর্শয়তি—

তদনন্তরং মধ্যময়োরস্বয়মসুবিমোচনম্। উপাদিমে নায়ং নিয়মঃ। মধ্যমে তু স্বয়ং সংজ্ঞপনে তত্রায়ং মন্ত্রঃ—

উদ্‌বুধ্যস্ব পশো ত্বং হি নাশিবস্ত্বং শিবো হ্যসি।
শিবোৎকৃত্তমিদং পিণ্ডং মত্তস্ত্বং শিবতাং ব্রজ॥ ইতি॥ ৬৩॥

তদনন্তরং প্রথমসম্পাদনানন্তরম্। মধ্যময়োঃ দ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ। অস্বয়ং আত্মভিন্নম্। অসুবিমোচনং প্রাণবিমোচনং প্রাণমোচনসাধনম্। কুর্যাদিতি শেষঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়প্রকৃতিভূতপশুপ্রাণবিয়োগং স্বয়ং ন কুর্যাৎ ইতি ফলিতোঽর্থঃ॥

১। শক্তিসম্বন্ধী বিষ্ণুসম্বন্ধী ও শিবসম্বন্ধী গন্ধাষ্টক বা অষ্টগন্ধের বিবরণ তন্ত্রে পাওয়া যায়। শারদাতিলকে (৪।৭৯-৮০) শক্তিসম্বন্ধী এই গন্ধাষ্টকের উল্লেখ আছে—চন্দন অগুরু কর্পূর চোর কুঙ্কুম গোরচনা জটামাংসী ও কপি।

২। দেহলীদীপকন্যায়—দরজার চৌকাঠের নীচের কাঠের নাম দেহলী। দেহলীতে প্রদীপ রাখলে ঘর ও বাহির দুই আলোকিত হয়। তেমনি এখানেও মধ্যবর্তী গুড়মিশ্রং পদটি তক্রকং ও জলং এই উভয়পদের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। দেহলীদীপকন্যায়ানুসারে কথাটির এই তাৎপর্য।

অথান্যস্য সংজ্ঞপ্তুরভাবে কিং কার্যং তত্রাহ—উপাদিম ইতি। উপাদিমস্য দ্বিতীয়স্য অসুবিমোচনং স্বয়মপ্যন্যাভাবে কুর্যাৎ। তৃতীয়স্য[১] স্বয়মসুবিমোচনে "উদ্বধ্যস্ব" ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা অসুবিমোচনং কুর্যাৎ ইতি ভাবঃ॥

দ্বিতীয়প্রকৃতিঃ

দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ কিং সম্বন্ধিনৌ গ্রাহ্যৌ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সূত্রে অনুক্তত্বাৎ তন্ত্রান্তরবচনানি লিখ্যন্তে। তত্র দ্বিতীয়প্রকৃতিঃ যোগিনীতন্ত্রে—

দ্বিতীয়ভেদং বক্ষ্যামি দ্বিবিধং তচ্ছৃণু প্রিয়ে।
ভূচরং খেচরং চৈব পুনস্তদ্দ্বিবিধং স্মৃতম্॥
গ্রামজং বনজং চাপি গ্রামজং ছাগমেষকৌ।
বরাহঃ শল্যকো রোজো রুরুর্হরিণ এব চ॥
খড়্গী গোধা চ শশকঃ দশধা ভূচরাঃ স্মৃতাঃ।
রোগিণঃ কালবিহতাঃ পরিত্যাজ্যা মহেশ্বরি॥
কোমলাঃ পুষ্টসর্বাঙ্গাঃ ভবেয়ুশ্চোত্তমোত্তমাঃ।
গ্রাম্যারণ্যৌ কুক্কুটৌ চ ময়ূরস্তিত্তিরিস্তথা॥
চক্রবাকঃ সারসশ্চ রাজহংসস্তথৈব চ।
জলকুক্কুটহংসৌ চ চটকো দশ খেচরাঃ॥ ইতি॥

তৎসংস্কারপ্রকারস্ত্রিপুরার্ণবে—

মধুরাম্লহিঙ্গুবীজমরীচ্যাজ্যসুপাচিতম্।
সুগন্ধং মৃদু পক্বং চ সুস্বাদু চ মনোহরম্॥ ইতি॥

এতেষামলাভে প্রতিনিধিরুক্তা ডামরতন্ত্রে—

মাংসানুকল্পোঽপূপঃ স্যান্মৎস্যস্য তু কদল্যপি॥

তৃতীয়প্রকৃতিঃ

অথ তৃতীয়মুখ্যভেদো যোগিনীতন্ত্রে—

মৎস্যঃ কূর্মশ্চ দেবেশি তৃতীয়ং দ্বিবিধং স্মৃতম্॥ ইতি॥

১। সূত্রে যদিও বলা হয়েছে সাধকের স্বয়ং মধ্যমের অর্থাৎ, মৎস্যের সংজ্ঞপনে উদ্বধ্যস্ব ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করতে হবে এবং রামেশ্বরও ব্যাখ্যায় বলেছেন সাধক স্বয়ং তৃতীয়ের অর্থাৎ মৎস্যের প্রাণবধে 'উদ্বধ্যস্ব' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ক'রে তা করবেন, তা হলেও মন্ত্রটি দ্বিতীয় মানে মাংস অর্থাৎ তার প্রকৃতি পশু সম্পর্কেও প্রযোজ্য। গন্ধর্বতন্ত্রমতে এটি প্রোক্ষণমন্ত্র।-দ্রঃ গন্ধর্বতন্ত্র, (৩৪।২২-২৩। বলি দেবার পূর্বে পশুর যথাবিহিত প্রোক্ষণ অবশ্যই করতে হয়।

তৎপাকস্ত্রিপুরার্ণবে—

অল্পকণ্টকসংযুক্তং সুপক্বং স্বাদুসংযুতম্।
লিকুচাম্লাদিসংযুক্তং বিধিনা সংস্কৃতং তথা ॥ ইতি ॥

তদনুকল্পো রহস্যার্ণবে—

সংবিৎসংযুক্তচণকপিষ্টজং বটকং শিবে।
মীনাকৃতিকৃতং বাঽপি মূলকং বাঽপি বা শিবে ॥ ইতি ॥

তন্ত্রান্তরে—

অলাভে তু তৃতীয়স্য দ্বিতীয়ে ত্র্যম্বকং জপেৎ। ইতি দ্বিতীয়ং স্পৃষ্ট্বা ‘ত্র্যম্বকং যজামহে’ ইতি মন্ত্রং জপেৎ। তেন তৃতীয়কার্যসম্পত্তির্ভবতীতি তদ্ভাবঃ ॥

চতুর্থদ্রব্যম্

চতুর্থমুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

চণকোত্থা মাষজা বা মুদ্রা স্যুর্ঘৃতপাচিতাঃ।
তৈলপক্বা অপি শিবে মধুরাশ্চ সুসংস্কৃতাঃ ॥
লবণাদ্যৈঃ সংস্কৃতা বা গোধূমৈস্তণ্ডুলাদিভিঃ।
নির্মিতা রুচিরাকারাঃ স্বাদুযুক্তা মহেশ্বরি ॥ ইতি ॥

ইদং দ্বিতীয়াদিপর্যুষিতং বর্জ্যম্। তদুক্তং ত্রিপুরার্ণবে—

এতৎপর্যুষিতং সর্বমনর্হং পূজনাদিষু।
তৎপূজয়া প্রকুপ্যন্তি যোগিন্যস্তৃতিভীষণাঃ ॥ ইতি ॥

তন্ত্রান্তরে প্রথমস্যাপি হেয়ত্বমুক্তম্—

প্রথমাদি চতুর্থান্তং যামাৎ পর্যুষিতং ভবেৎ।
প্রথমাদি চতুর্থান্তং সর্বং ত্যাজ্যং সুসাধকৈঃ ॥ ইতি ॥

পর্যুষিতস্য পরিত্যাগঃ। সতি সম্ভবে অন্যথা গ্রাহ্যং ক্রয়ক্রীতমপীতি। তন্ত্রসারে লিখিতনীলতন্ত্রবচনবিরোধাৎ ক্রয়ক্রীতমপর্যুষিতং সম্ভবতি। দোষদুষ্টং সর্বদা ত্যাজ্যম্। তন্ত্রে প্রতিপাদিতা দোষা যথা—

তথা বিকৃতিমাপন্নং মার্জারাদ্যৈরপাহৃতম্।
কেশাশ্রুনখনিষ্ঠীবদূষিতং চ পরিত্যজেৎ ॥ ইতি ॥

চকারেণ কৃমিকীটাদিসংমিশ্রং পিপীলিকাদিদূষিতাদি এতৎসদৃশং সর্বং গ্রাহ্যম্ ॥

অথান্যস্য সংজ্ঞপ্তৃরভাবে কিং কার্যং তত্রাহ—উপাদিম ইতি। উপাদিমস্য দ্বিতীয়স্য অসুবিমোচনং স্বয়মপ্যন্যাভাবে কুর্যাৎ। তৃতীয়স্য[১] স্বয়মসুবিমোচনে "উদ্বুধ্যস্ব" ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা অসুবিমোচনং কুর্যাৎ ইতি ভাবঃ॥

দ্বিতীয়প্রকৃতিঃ

দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ কিং সম্বন্ধিনৌ গ্রাহ্যৌ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সূত্রে অনুক্তত্বাৎ তন্ত্রান্তরবচনানি লিখ্যন্তে। তত্র দ্বিতীয়প্রকৃতিঃ যোগিনীতন্ত্রে—

দ্বিতীয়ভেদং বক্ষ্যামি দ্বিবিধং তচ্ছৃণু প্রিয়ে।
ভূচরং খেচরং চৈব পুনস্তদ্দ্বিবিধং স্মৃতম্॥
গ্রামজং বনজং চাপি গ্রামজং ছাগমেষকৌ।
বরাহঃ শল্যকো রোজো রুরুর্হরিণ এব চ॥
খড়্গী গোধা চ শশকঃ দশধা ভূচরাঃ স্মৃতাঃ।
রোগিণঃ কালবিহতাঃ পরিত্যাজ্যা মহেশ্বরি॥
কোমলাঃ পুষ্টসর্বাঙ্গাঃ ভবেয়ুশ্চোত্তমোত্তমাঃ।
গ্রাম্যারণ্যৌ কুক্কুটৌ চ ময়ূরস্তিত্তিরিস্তথা॥
চক্রবাকঃ সারসশ্চ রাজহংসস্তথৈব চ।
জলকুক্কুটহংসৌ চ চটকো দশ খেচরাঃ॥ ইতি॥

তৎসংস্কারপ্রকারস্ত্রিপুরার্ণবে—

মধুরাম্লহিঙ্গুবীজমরীচ্যাজ্যসুপাচিতম্।
সুগন্ধং মৃদু পক্বং চ সুস্বাদু চ মনোহরম্॥ ইতি॥

এতেষামলাভে প্রতিনিধিরুক্তা ডামরতন্ত্রে—

মাংসানুকল্পোঽপূপঃ স্যান্মৎস্যস্য তু কদল্যপি॥

তৃতীয়প্রকৃতিঃ

অথ তৃতীয়মুখ্যভেদো যোগিনীতন্ত্রে—

মৎস্যঃ কূর্মশ্চ দেবেশি তৃতীয়ং দ্বিবিধং স্মৃতম্॥ ইতি॥

১। সূত্রে যদিও বলা হয়েছে সাধকের স্বয়ং মধ্যমের অর্থাৎ, মৎস্যের সংজ্ঞপনে উদ্বুধ্যস্ব ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করতে হবে এবং রামেশ্বরও ব্যাখ্যায় বলেছেন সাধক স্বয়ং তৃতীয়ের অর্থাৎ মৎস্যের প্রাণবধে 'উদ্বুধ্যস্ব' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ক'রে তা করবেন, তা হলেও মন্ত্রটি দ্বিতীয় মানে মাংস অর্থাৎ তার প্রকৃতি পশু সম্পর্কেও প্রযোজ্য। গন্ধর্বতন্ত্রমতে এটি প্রোক্ষণমন্ত্র।-দ্রঃ গন্ধর্বতন্ত্র, (৩৪।২২-২৩। বলি দেবার পূর্বে পশুর যথাবিহিত প্রোক্ষণ অবশ্যই করতে হয়।

তৎপাকস্ত্রিপুরার্ণবে—

অম্লকণ্টকসংযুক্তং সুপক্বং স্বাদুসংযুতম্।
লিকুচাম্লাদিসংযুক্তং বিধিনা সংস্কৃতং তথা ॥ ইতি ॥

তদনুকল্পো রহস্যার্ণবে—

সংবিৎসংযুক্তচণকপিষ্টজং বটকং শিবে।
মীনাকৃতিকৃতং বাঽপি মূলকং বাঽপি বা শিবে ॥ ইতি ॥

তন্ত্রান্তরে—

অলাভে তু তৃতীয়স্য দ্বিতীয়ে ত্র্যম্বকং জপেৎ। ইতি দ্বিতীয়ং স্পৃষ্ট্বা 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইতি মন্ত্রং জপেৎ। তেন তৃতীয়কার্যসম্পত্তির্ভবতীতি তদ্ভাবঃ ॥

চতুর্থদ্রব্যম্

চতুর্থমুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

চণকোত্থা মাষজা বা মুদ্রা স্যুর্ঘৃতপাচিতাঃ।
তৈলপক্বা অপি শিবে মধুরাশ্চ সুসংস্কৃতাঃ ॥
লবণাদ্যৈঃ সংস্কৃতা বা গোধূমৈস্তণ্ডুলাদিভিঃ।
নির্মিতা রুচিরাকারাঃ স্বাদুযুক্তা মহেশ্বরি ॥ ইতি ॥

ইদং দ্বিতীয়াদিপর্যুষিতং বর্জ্যম্। তদুক্তং ত্রিপুরার্ণবে—

এতৎপর্যুষিতং সর্বমনর্হং পূজনাদিষু।
তৎপূজয়া প্রকুপ্যন্তি যোগিন্যস্ত্বতিভীষণাঃ ॥ ইতি ॥

তন্ত্রান্তরে প্রথমস্যাপি হেয়ত্বমুক্তম্—

প্রথমাদি চতুর্থান্তং যামাৎ পর্যুষিতং ভবেৎ।
প্রথমাদি চতুর্থান্তং সর্বং ত্যাজ্যং সুসাধকৈঃ ॥ ইতি ॥

পর্যুষিতস্য পরিত্যাগঃ। সতি সম্ভবে অন্যথা গ্রাহ্যং ক্রয়ক্রীতমপীতি। তন্ত্রসারে লিখিতনীলতন্ত্রবচনবিরোধাৎ ক্রয়ক্রীতমপর্যুষিতং সম্ভবতি। দোষদুষ্টং সর্বদা ত্যাজ্যম্। তন্ত্রে প্রতিপাদিতা দোষা যথা—

তথা বিকৃতিমাপন্নং মার্জারাদ্যৈরপাহৃতম্।
কেশাশ্রুনখনিষ্ঠীবদূষিতং চ পরিত্যজেৎ ॥ ইতি ॥

চকারেণ কৃমিকীটাদিসংমিশ্রং পিপীলিকাদিদূষিতাদি এতৎসদৃশং সর্বং গ্রাহ্যম্ ॥

প্রথমাদীনাং মণ্ডলাদন্যত্র গ্রহণপ্রকারঃ

প্রথমাদি সর্বং মণ্ডলাৎ বহিঃ ন গ্রাহ্যং ইত্যুক্তং প্রাক্। তস্যাপবাদঃ ক্বচিত্তন্ত্রে—

দেব্যৈ নিবেদিতং সর্বং প্রথমাদিকমদ্রিজে।
যেন কেনাপি সংস্পৃষ্টং সমানীতং সুসংস্কৃতম্॥
উদ্বাসানন্তরং বাঽপি মণ্ডলাৎ বাহ্যতোঽপি বা।
আদরেণ সমাদেয়ং সর্বৈঃ পর্বতগোত্রজে॥
উপবাসপরৈশ্চাপি স্বীকর্তব্যং সুভক্তিতঃ।
ভোজনাদৌ তথা সর্বৈঃ স্বীকর্তব্যম্ প্রসাদকম্॥
নিবেদিতং যৎ প্রথমং সর্বৈরাপোশনান্ততঃ।
চুলুকেন সমাদেয়ং মূলং স্বাহাঽন্তমুচ্চরেৎ।
এতৎসর্বং তদমৃতং করোতি শৃণু শঙ্করি॥ ইতি॥

মপঞ্চকেষু যদনুকল্পঃ তদুত্তরস্য মুখ্যস্য লাভেঽপি ন গ্রহণম্। যথা দ্বিতীয়স্যানুকল্পে তৃতীয়ং মুখ্যং ন। এবং অগ্রেঽপি। তদুক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

পূর্বানুকল্পে তু পরং মুখ্যং নৈব তু যোজয়েৎ॥ ইতি॥

পঞ্চমপ্রকারঃ

পঞ্চমমুখ্যস্য প্রকারস্ত্রিবিধঃ। তত্রাদ্যং দূতীযজনরূপম্। তত্রাধিকারিণঃ সদাশিবাদয় এব, ন মনুষ্যাঃ। তদুক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠো যো যোঽসৌ সংসারপারগঃ।
স এব যজনে দূত্যা অধিকারী তু নাপরঃ॥ ইতি॥

অতস্তদনুষ্ঠানস্য সম্প্রত্যভাবাৎ তদিতিকর্তব্যতাং পরিত্যজ্য দ্বিতীয়প্রকারমারভ্যোচ্যতে। তদুক্তং রহস্যার্ণবে—

ত্রিধা তু পঞ্চমং প্রোক্তং দূতীযাগস্তদাদিমঃ।
এষ প্রকারো দেবেশি যোগিরাজৈকগোচরঃ॥
দ্বিতীয়ং তু সমর্চাঽন্তে দূতী পূজ্যা[১] যথাবিধি।
যোনিকুণ্ডে শিবাত্মাগ্নৌ মন্ত্রমাবর্তয়ন্ ক্রমাৎ।
রেতোহবির্হাবয়িত্বা দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ॥

সমর্চাঽন্তে শক্তিপূজাঽন্তে। অয়ং পঞ্চমদ্বিতীয়প্রকারঃ স্বযোষিৎস্বেব। তদুক্তং স্বতন্ত্রতন্ত্রে—

আদ্যং তত্র কলৌ দেবি ত্রিসহস্রান্তমিষ্যতে।
দ্বিতীয়ং তু ভবেৎ দেবি স্বযোষিৎসু সুরেশ্বরি। ইতি॥

১। দূতীং পূজ্য ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পঞ্চমস্য তৃতীয়প্রকারো রহস্যার্ণবে—

অথবা শিষ্যভূতাং বা চান্যাং বাঽপি মহেশ্বরি ।
প্রার্থিতো বা তয়া স্বেন প্রার্থিতাং বাঽপি শঙ্করি ।
সম্পূজয়িত্বা পূজাঽন্তে ভোগপাত্রং নিবেদ্য চ ।
মনসা তাং সমাগচ্ছন্ দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ ইতি ॥

মনসা তয়া সহ কৃতং সম্ভোগং দেব্যৈ সমর্পয়েৎ ইত্যর্থঃ। এবং ত্রিপ্রকারং মুখ্যম্। অমীষামভাবে তৎপ্রতিনিধিরুক্তো যোগিনীতন্ত্রে—

রক্তং তু করবীরং বৈ তথা কৃষ্ণাঽপরাজিতা ।
এতৎ প্রোক্তং লিঙ্গযোন্যোঃ পুষ্পং তত্র তু যোজয়েৎ ॥ ইতি ॥

পরমানন্দতন্ত্রে—

কুসুমে লিঙ্গযোন্যোর্বা সকাশ্মীরং চ চন্দনম্ ॥ ইতি ॥

শুক্রস্থানে চন্দনং শোণিতস্থানে কাশ্মীরং যোজয়িত্বা তত্র মৈথুনবুদ্ধিং বিভাব্য শ্রীদেব্যৈ অর্পণং কুর্যাৎ ইতি ভাবঃ। অয়ং প্রকারোঽপি সাময়িক-পূজাঽন্তে শক্তিপূজাঽন্তে বা। অর্ঘ্যপাত্রে পঞ্চমপ্রতিনিধিমেলনমপি যোগিপরম্। তেষামপি কলৌ ত্রিসহস্রবর্ষপর্যন্তং জ্ঞেয়ম্।

এবমুক্তো মপঞ্চকপ্রকারঃ ॥ ৬৩ ॥

দ্বিতীয়তৃতীয়সম্পাদনপ্রকার

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকারের সম্পাদনপ্রকার প্রদর্শন করছেন—

তদনন্তর অর্থাৎ মদ্যগ্রহণের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকারের ক্ষেত্রে স্বয়ং প্রাণবিমোচন অর্থাৎ জীববধ করতে নেই। দ্বিতীয় মকারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম নয়। মধ্যমকারের বেলা স্বয়ং সংজ্ঞপন করতে হলে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে—পশু, উদ্‌বুদ্ধ হও। তুমি অশিব নও, তুমি শিব। শিবের দ্বারা তোমার এই পিণ্ড ছিন্ন হচ্ছে। আমার থেকে তুমি শিবত্ব প্রাপ্ত হও ॥ ৬৩ ॥

তদনন্তরং মানে প্রথমমকার সম্পাদনের পর অর্থাৎ মদ্যগ্রহণের পর। মধ্য-ময়োঃ মানে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের। অস্বয়ং মানে নিজে নয়। অসুবিমোচনং মানে প্রাণবিমোচন অর্থাৎ প্রাণনাশের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের অর্থাৎ মাংস ও মৎস্যের প্রকৃতিভূত প্রাণীর প্রাণনাশ স্বয়ং করতে নেই এই হল ফলিতার্থ।

অন্য সংজ্ঞপনকারীর অভাব হলে তখন কর্তব্য কি? তার উত্তরে উপাদিমে ইত্যাদি বলছেন। উপাদিম মানে দ্বিতীয় অর্থাৎ মাংস। তার প্রকৃতি যে পশু তার প্রাণনাশ অন্যের অভাবে সাধক স্বয়ং করবেন। তৃতীয়স্য মানে

তৃতীয় মকারের অর্থাৎ মৎস্যের প্রাণনাশ স্বয়ং করতে হলে 'উদ্‌ব্‌ধ্যস্ব' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ক'রে প্রাণনাশ করতে হবে, এই হল সূত্রের ভাব।

দ্বিতীয়প্রকৃতি

কিরূপ মাংস ও মৎস্য গ্রহণযোগ্য এই আকাঙ্ক্ষার পূরণ সূত্রে করা হয় নি। এইজন্য এ সম্পর্কে তন্ত্রান্তরবচন উদ্ধৃত হল। যোগিনীতন্ত্রে মাংসের প্রকৃতি অর্থাৎ মূল যে-পশু সে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে—প্রিয়ে, দ্বিতীয়ের ভেদ বলছি, শোন। পশু দ্বিবিধ—গ্রামজ আর বনজ। ছাগ আর মেষ গ্রামজ। বরাহ, শল্যক অর্থাৎ শজারু, রোজ (মৃগবিশেষ), হরিণ, খড়্গী অর্থাৎ গণ্ডার, গোধা এবং শশক বনজ। উক্ত দশ রকম পশু ভূচর। মহেশ্বরী, রুগ্ন পশু এবং কালবাহিত অর্থাৎ মরার সময় হওয়ায় মরেছে এমন পশু বর্জন করতে হবে। কোমল ও সর্বাঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট পশু সর্বোত্তম। গ্রাম্য কুক্কুট, আরণ্য কুক্কুট, ময়ূর, তিতির, চক্রবাক্, সারস, রাজহংস, জলকুক্কুট, হংস ও চটক এই দশটি খেচর।

মাংসের রন্ধনাদিসংস্কার ত্রিপুরার্ণবে বিবৃত হয়েছে। যথা—মধুর (মিষ্টি), অম্ল (টক), হিঙ্গু (হিঙ্), বীজ (অহিফেনফলের বীজ অর্থাৎ পোস্ত), গোলমরিচ ও ঘৃত দিয়ে উত্তমরূপে রন্ধন ক'রে মাংসকে সুগন্ধ, মৃদু, সুসিদ্ধ, সুস্বাদু ও মনোহর করতে হবে।

মাংস ও মৎস্যের অভাব হ'লে প্রতিনিধির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে ডামরতন্ত্রে। যথা—মাংসের অনুকল্প অপূপ আর মৎস্যের অনুকল্প কদলী।

তৃতীয়প্রকৃতি

অতঃপর তৃতীয়ের অর্থাৎ তৃতীয়মকারের মুখ্যভেদ নির্দেশ করা হচ্ছে। যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—দেবেশী, তৃতীয়মকার দ্বিবিধ—মৎস্য আর কূর্ম।

ত্রিপুরার্ণবে তার রান্না সম্বন্ধে বলা হয়েছে— অল্পকাঁটাযুক্ত মাছ সুস্বাদু দ্রব্য, লিকুচ (ডেফল) ও অম্লাদি সহযোগে যথাবিধি রন্ধন করলে তা যথাবিধি সংস্কৃত হবে।

রহস্যার্ণবে মৎস্যের অনুকল্প বিবৃত হয়েছে। যথা—ওগো শিবা, সংবিৎ অর্থাৎ সিদ্ধি বা ভাঙ চণক অর্থাৎ ছোলার সঙ্গে বেটে মাছের আকারে বড়া তৈরী করলে তা, অথবা মূলো মৎস্যের অনুকল্প হবে।

তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—তৃতীয়মকার পাওয়া না গেলে দ্বিতীয়ে 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করতে হবে।

এর অর্থ মাংস স্পর্শ ক'রে 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করতে হবে। তা দ্বারাই মৎস্যের কাজ হবে।

চতুর্থদ্রব্য

চতুর্থ সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে আছে—ওগো শিবা, ঘিয়ে বা তেলে ভাজা ছোলা বা মাষকলাইয়ের মুদ্রা হবে মধুর ও সুসংস্কৃত। অথবা, ওগো মহেশ্বরী, লবণাদি দ্বারা সংস্কৃত গোধূম ও তণ্ডুলাদি দ্বারা তৈরী মনোহর আকারের স্বাদু মুদ্রা হবে।

মাংস মৎস্য ও মুদ্রা পর্যুষিত হলে বর্জনীয়। এ সম্পর্কে ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে—পূজাদিতে এই সব পর্যুষিত দ্রব্য ব্যবহারযোগ্য নয়। তা দিয়ে পূজা করলে অতিভীষণা যোগিনীরা কুপিত হন।

তন্ত্রান্তরে পর্যুষিত মদ্যেরও হেয়ত্ব বিবৃত হয়েছে। যথা—প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যন্ত মকার অর্থাৎ মদ্য মাংস মৎস্য ও মুদ্রা এক যামেই পর্যুষিত হয়। উত্তম সাধক মদ্য থেকে মুদ্রা পর্যন্ত চারিটি দ্রব্যই পর্যুষিত হলে পরিত্যাগ করবেন।

পর্যুষিতের পরিত্যাগ শাস্ত্রনির্দিষ্ট। অন্য ব্যবস্থা হিসাবে ক্রয়ক্রীত মুদ্রাও গ্রহণীয়। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত নীলতন্ত্রের বচনের বিরোধী হলেও একথা বলা যায় ক্রয়ক্রীত মুদ্রা অপর্যুষিত হতে পারে। তবে দোষদুষ্ট দ্রব্য সর্বদা বর্জনীয়। তন্ত্রে এই প্রকারে দোষ প্রতিপাদিত হয়েছে—যে-দ্রব্য বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়েছে, বিড়াল প্রভৃতি মুখ দিয়েছে বলে যা দূষিত হয়েছে, সে-সব পরিত্যাগ করিতে হবে।

উদ্ধৃত বচনে চ-কার প্রয়োগের দ্বারা কৃমিকীটাদিযুক্ত, পিপীলিকাদি দ্বারা দূষিত, এই রকম সব বুঝান হয়েছে।

মণ্ডলের বাইরে মদ্যাদির গ্রহণপ্রকার

পূর্বে বলা হয়েছে মণ্ডলের বাইরে মদ্যাদি গ্রহণ করতে নেই। কোনো কোনো তন্ত্রে এই মতের অপলাপ লক্ষ্য করা যায়। যথা—ওগো অদ্রিজা, দেবীর কাজে নিবেদিত মদ্যাদি সুসংস্কৃত দ্রব্য যে কেউ স্পর্শ করুক বা যে-কেউ আনুক না কেন, আর তা দেবীর উদ্বাসনের পরেই হোক কি মণ্ডলের বাইরেই হোক, সে রকম দ্রব্য, ওগো পর্বতগোত্রজা, সকলেরই সাদরে গ্রহণ করা উচিত। এমন কি যারা উপবাস করে আছে তারাও ভক্তিভরে তা গ্রহণ করবে। ভোজনের পূর্বে এবং সকলেরই দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করা কর্তব্য। সবাই গণ্ডুষ

করার পর স্বাহান্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে দেবীর কাছে নিবেদিত মদ্য চুলুক-পরিমাণ পান করবে। শঙ্করী, শোন, এই সব তাকে অমৃত করবে।

পঞ্চমকারের যেটির অনুকল্প গ্রহণ করতে হবে সেই মকারের পরবর্তী মুখ্যদ্রব্য পেলেও তা গ্রহণ করতে নেই। যেমন মাংসের অনুকল্প গ্রহণ করলে মুখ্য মৎস্য গ্রহণ করতে নেই। অন্যমকার সম্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—পূর্ববর্তী মকারের যদি অনুকল্প গ্রহণ করা হয় তা হলে পরবর্তী মুখ্য মকার গ্রহণ করবে না।

*   *   *   *

পঞ্চম প্রকার

মুখ্য পঞ্চম মকার ত্রিবিধ। তার মধ্যে প্রথমটি দূতীযজন বা দূতীযাগ। দূতীযাগে সদাশিবাদিই অধিকারী, সাধারণ মানুষ নয়। পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—যিনি অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ এবং যিনি সংসারসমুদ্র পার হয়েছেন দূতীযাগে তিনিই অধিকারী, অন্য নয়।

এমতাবস্থায় একালে আর দূতীযাগের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নয়। অতএব, সে-সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ পরিত্যাগ ক'রে দ্বিতীয় প্রকারটি নিয়ে বলা হচ্ছে। রহস্যার্ণবে বলা হয়েছে—পঞ্চম মকার তিন প্রকার। তার মধ্যে প্রথমটি দূতীযাগ। এই প্রকারটি একমাত্র যোগিরাজেরই গোচর। দ্বিতীয় প্রকারটি এই—শক্তিপূজার শেষে যথাবিধি দূতীর পূজা করতে হবে। তারপর তার যোনিকুণ্ডে শিবস্বরূপ অগ্নিতে মন্ত্রাবৃত্তি সহ রেতোরূপ হবিঃ আহুতি দিয়ে দেবতার প্রীতিলাভ করতে হবে।

উদ্ধৃত বচনের সমর্চান্তে কথাটির অর্থ শক্তিপূজান্তে। পঞ্চম মকারের দ্বিতীয় প্রকারের অনুষ্ঠান নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই করা বিহিত।

এ সম্পর্কে স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলা হয়েছে—দেবী, পঞ্চম মকারের প্রথম প্রকার অর্থাৎ দূতীযাগ কলিযুগের তিন হাজার বছর পর্যন্ত চলবে। ওগো সুরেশ্বরী, দ্বিতীয় প্রকার নিজের স্ত্রীতে অনুষ্ঠিত হবে।

পঞ্চম মকারের তৃতীয় প্রকার রহস্যার্ণবে এইভাবে বিবৃত হয়েছে—ওগো মহেশ্বরী, ওগো শঙ্করী, শিষ্যভূতা কোনো যোগ্যা নারীকে অথবা অন্য কোনো যোগ্যা নারী যদি অভিলাষ ক'রে তবে তাকে কিংবা নিজে এরূপ কোনো যোগ্যা নারীকে অভিলাষ ক'রে এনে তাকে যথাবিহিত পূজা করতে হবে।

পূজান্তে তাকে ভোগপাত্র[১] নিবেদন ক'রে মনে মনে তার সঙ্গে মৈথুনরত হয়ে সেই সম্ভোগ দেবীকে সমর্পণ করতে হবে।

উদ্ধৃত বচনের মনসা তাং সমাগচ্ছন্ ইত্যাদি অংশের অর্থ মনে মনে তার সঙ্গে কৃত সম্ভোগ দেবীকে সমর্পণ করতে হবে। এই হল তিন প্রকার মুখ্য পঞ্চম মকার। মুখ্যের অভাবে তার প্রতিনিধির বিধান দেওয়া হয়েছে যোগিনী-তন্ত্রে। যথা—রক্তকরবী আর কৃষ্ণা অপরাজিতা যথাক্রমে লিঙ্গ ও যোনির প্রতিনিধিপুষ্প। পঞ্চম মকার সাধনায় তা প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণীয়।

পরমানন্দতন্ত্রে আছে—লিঙ্গপুষ্পে ও যোনিপুষ্পে চন্দন ও কুঙ্কুম দিতে হবে।

এর তাৎপর্য হ'ল শুক্রস্থলে চন্দন আর শোণিতস্থলে কুঙ্কুম সংযোজন ক'রে, অর্থাৎ রক্তকরবীতে চন্দন আর কৃষ্ণা অপরাজিতায় কুঙ্কুম দিয়ে, উভয়ের মৈথুন ভাবনা ক'রে তা দেবীকে সমর্পণ করতে হবে। এই প্রকারটি সাময়িকপূজান্তে বা শক্তিপূজান্তে বিহিত। অর্ঘ্যপাত্রে পঞ্চম মকারের প্রতিনিধি সংযোজন যোগীর পক্ষে বিহিত। তাঁরাও কলির তিন হাজার বছর পর্যন্ত তা করতে পারেন।

এইভাবে পঞ্চমকারের প্রকার কথিত হ'ল। ৬৩।

অবশিষ্টকুলাচারধর্মাঃ

অথ পূর্বোক্তাবশিষ্টাঃ যে কুলাচারধর্মাঃ তানাহ—

সর্বত্র বচনপূর্বং প্রবৃত্তিঃ ॥ ৬৪ ॥

সর্বত্র কুলশাস্ত্রবিহিতক্রিয়াসামান্যে অস্মিন্ শাস্ত্রে বিহিতং কিং অবিহিতং কিং ইতি পরিশোধ্য সপ্রমাণং কর্ম অনুষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

অবশিষ্ট কুলাচারধর্ম

এবার পূর্বে যে-সব কুলাচারধর্ম বলা হয়েছে তা ছাড়া আর বাকী যা আছে সে-সব বলছেন—

সর্বত্র শাস্ত্রবচন বিচারপূর্বক কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে হবে ॥ ৬৪ ॥

সর্বত্র মানে কুলশাস্ত্রবিহিত নির্বিশেষ সব ক্রিয়াকর্মে কুলশাস্ত্রে কি বিহিত

১। "যে যুবতী স্ত্রীতে পঞ্চম মকার সাধন করিতে হয় তার নাম শক্তি। ইষ্টদেবতা পূজার সময়ে মদ্যপূর্ণ অনেকগুলি পাত্র স্থাপন করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। এই সকল পাত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তাহার মধ্যে একটি পাত্রের নাম ভোগপাত্র। ভোগপাত্র শক্তিকে প্রদান করিতে হয়, এবং সেই পাত্রের মদ্য শক্তির পান করিতে হয়।" —কৌলমার্গরহস্য। পৃঃ ২২৬, পাদটীকা।

আর কি বিহিত নয় তা পরিষ্কার ক'রে জেনে নিয়ে যা শাস্ত্রসম্মত সেই কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে। ৬৪।

অন্যং ধর্মমাহ—

দশকুলবৃক্ষানুপপ্লবঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্লেষ্মাতককরঞ্জাম্রনিম্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ।
বিল্বো বটোদুম্বরৌ চ তিন্ত্রিণ্যা[১] সহিতা দশ[২] ॥

ইতি তন্ত্রান্তরে প্রসিদ্ধাঃ যে কুলবৃক্ষাঃ তেষামনুপপ্লবঃ অচ্ছেদনম্ ॥ ৬৫ ॥

অন্য একটি ধর্ম বলছেন—

দশ কুলবৃক্ষ ছেদন করতে নেই ॥ ৬৫ ॥

শ্লেষ্মাতক, করঞ্জ, আম্র, নিম্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, বিল্ব, বট, যজ্ঞডুমুর এবং তিন্তিড়ী এই দশ প্রসিদ্ধ কুলবৃক্ষ তন্ত্রান্তরে বিবৃত হয়েছে। এগুলির অনুপপ্লবঃ মানে অচ্ছেদন বিহিত। ৬৫।

ধর্মান্তরমাহ—

স্ত্রীবৃন্দাদিমকলশসিদ্ধলিঙ্গিক্রীড়াকুলকুমারীকুলসহকারাশোকৈক-তরুপরেতাবনিমত্তবেশ্যাশ্যামারক্তবসনামত্তেভানাং দর্শনে বন্দনম্ ॥ ৬৬

স্ত্রীবৃন্দং সুবাসিনীবৃন্দম্, ন তু বিধবানাম্,

সুবাসিনীকুমারীণাং সমূহং মদিরাঘটম্ ॥

ইতি তন্ত্রান্তরবচনাৎ। আদিমকলশং মদিরাপূর্ণঘটঃ। সিদ্ধাঃ মন্ত্রসিদ্ধিমন্তঃ, তেষাং লিঙ্গানি পূর্বং বারাহীপ্রকরণে লিখিতানি, তচ্ছালিনঃ সিদ্ধলিঙ্গিনঃ। ক্রীড়াসু আকুলাঃ ব্যাকুলাঃ ব্যাসক্তাঃ কুমার্যঃ কন্যাঃ তাসাং কুলং সমূহঃ। সহকারোঽতিসুগন্ধিচূতঃ, "আম্রশ্চূতো রসালোঽথ সহকারোঽতিসৌরভঃ", ইত্যমরঃ। অশোকঃ প্রসিদ্ধঃ। একতরুঃ যো বা কো বা অদ্বিতীয়ঃ নেত্র-সঞ্চারপর্যন্তঃ তরুঃ। ন চ সহকারাশোকাত্মক একতরুঃ ইতি শঙ্কনীয়ম্,

মত্তেভং সহকারেচ্ছাঽপ্যশোকং পুষ্পিতদ্রুমম্।
শ্মশানং দ্রব্যসৌগন্ধ্যমেকবৃক্ষং চ কীলকম্ ॥

১। তিন্ত্রিণী শব্দটি কোনো অভিধানে পাওয়া গেল না। তিন্তিড়ী, তিন্তিনী শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। রামেশ্বর কোন তন্ত্র থেকে বচনটি উদ্ধার করেছেন তার উল্লেখ করেন নি। কাজেই, মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখারও উপায় নেই। মহারাষ্ট্রিয় উচ্চারণে মূর্দ্ধণ্য ণ হয়ে যায় ড়। সম্ভবতঃ সেই কারণে রামেশ্বর কিংবা লিপিকর ড় স্থলে ণ লিখে দিয়েছেন।

২। দশ কুলবৃক্ষের তালিকায় কোথাও আম্রের পরিবর্তে ধাত্রী বা আমলকীবৃক্ষের নাম পাওয়া যায়। দ্রঃ—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ২২৮, পাদটীকা।

ইতি তন্ত্রান্তরবচনাৎ। পরেতাবনিঃ শ্মশানম্। মত্তবেশ্যা যৌবনভরা বেশ্যা। যদ্বা—পানাদিনা মত্তা। শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা তারুণ্যনির্ভরেতি যাবৎ। রক্তবসনা রক্তবস্ত্রপরিধানবতী। মত্তেভঃ প্রসিদ্ধঃ। এতেষাং দর্শনে বন্দনং নমনং কুর্যাৎ। তদপি মানসে, স্বধর্মাণাং প্রাকট্যে নিরয়শ্রবণাৎ ॥ ৬৬ ॥

অপর একটি ধর্ম বলছেন—

স্ত্রীবৃন্দ, আদিমকলস, সিদ্ধলিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি, ক্রীড়াকুল কুমারীসমূহ, সহকার, অশোক, একতরু, পরেতাবনি, মত্তবেশ্যা, শ্যামা, রক্তবসনা, মত্তহস্তী, এদের দেখলে বন্দনা করতে হবে ॥ ৬৬ ॥

স্ত্রীবৃন্দং মানে সুবাসিনীবৃন্দ অর্থাৎ সধবাস্ত্রীবৃন্দ, বিধবা নয়। তার সমর্থন আছে তন্ত্রান্তরের এই বচনে—সুবাসিনী ও কুমারীদের সমূহ এবং মদিরাঘট। সিদ্ধলিঙ্গী—সিদ্ধাঃ মানে মন্ত্রসিদ্ধরা, তেষাং লিঙ্গানি মানে তাঁদের চিহ্নসমূহ। এগুলি বারাহীপ্রকরণে (৩৬ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তিতে) লিখিত হয়েছে। তচ্ছালিনঃ মানে সেই চিহ্নসমূহবিশিষ্ট, এরা সিদ্ধলিঙ্গী। ক্রীড়াকুলাঃ—ক্রীড়ায় আকুলাঃ মানে ব্যাকুলা অর্থাৎ বিশেষভাবে আসক্তা। কুমার্যঃ মানে কন্যারা, তাদের কুলং মানে সমূহ। সহকারঃ মানে অতিসুগন্ধি আম্রবৃক্ষ। অমরকোষে আছে—আম্র, চূত, রসাল, এবং অতিসৌরভ সহকার। অশোকঃ প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। একতরুঃ—যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত যদি একটিমাত্র বৃক্ষ দেখা যায় তা হলে যে-কোনো বৃক্ষই হোক না কেন, সেই অদ্বিতীয় বৃক্ষকে বলা হয় একতরু। সহকার বা অশোকই একতরু হবে এরূপ শঙ্কার কারণ নেই। কেননা, তন্ত্রান্তরের একটি বচনে সহকার অশোক ও একতরুর উল্লেখ একটি তালিকায় পৃথকভাবে করা হয়েছে। যথা—মত্তহস্তী, সহকার, ইচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছক মানে টাবালেবুগাছ, অশোক, পুষ্পিত বৃক্ষ, শ্মশান, দ্রব্যসৌগন্ধ্য, একবৃক্ষ ও কীলকুণ। পরেতাবনিঃ মানে শ্মশান। মত্তবেশ্যা মানে ভরাযৌবনা অর্থাৎ যৌবনমত্তা কিংবা মদ্যপানমত্তা বেশ্যা। শ্যামা মানে যৌবনমধ্যস্থা, তারুণ্যনির্ভরা। রক্তবসনা মানে রক্তবস্ত্রপরিহিতা। মত্তেভঃ শব্দ প্রসিদ্ধ। এদের দর্শন লাভ করলে বন্দনং মানে নমস্কার করতে হবে। তাও মনে মনে করতে হবে। কেননা, প্রকাশ্যে করলে স্বধর্ম প্রকট হয়ে পড়বে আর শাস্ত্রে আছে স্বধর্মপ্রকট করলে নরকে গতি হয়। ৬৬।

পঞ্চপর্বসু নৈমিত্তিকী পূজা

অথ নৈমিত্তিকপূজামাহ—

পঞ্চপর্বসু বিশেষার্চা ॥ ৬৭ ॥

পঞ্চ পর্বাণি—কৃষ্ণাষ্টমী, কৃষ্ণচতুর্দশী, অমা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তিঃ ইতি।

তদুক্তং তন্ত্রে—

কৃষ্ণাষ্টমীচতুর্দশ্যৌ পূর্ণিমাঽমা চ সংক্রমঃ।

এতানি পঞ্চ পর্বাণি … … ইতি॥

শ্রীদেবীভাগবতে—

কৃষ্ণাষ্টমী চ তদ্ভূতা পূর্ণিমা সংক্রমো রবেঃ।

এতানি পঞ্চপর্বাণি দুর্লভং তত্র পূজনম্॥ ইতি॥

এতেষু পঞ্চপর্বেষু বিশেষেণ বিশেষদ্রব্যেণ মুখ্যমপঞ্চকেন ন তু প্রতিনিধিনেতি যাবৎ। নৈমিত্তিকপূজায়াং কৃষ্ণাষ্টম্যাদিতিথয়ঃ প্রদোষব্যাপিন্যঃ গ্রাহ্যাঃ। তদুক্তং নিত্যাতন্ত্রে—

প্রদোষব্যাপ্ততিথ্যাদৌ কুর্যান্নৈমিত্তিকার্চনম্।

বিষমে ত্বধিকং গ্রাহ্যং সমে পরদিনং তথা।

রাত্রিব্যাপ্তেরলাভে বৈ পর্বযোগে দিবৈব তু॥ ইতি॥

রাত্রিব্যাপ্তেরলাভে ইত্যত্র রাত্রিপদং প্রদোষপরম্। উভয়দিনে অব্যাপ্তৌ সঙ্ক্রান্ত্যাদৌ দিবা পর্বযোগে চ পরদিনে দিবৈব পূজনং কুর্যাদিত্যর্থঃ॥

প্রতিনিধিনা নৈমিত্তিকপূজা ন কার্যা ইত্যত্র প্রমাণমুক্তং "মপঞ্চকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ" ইত্যস্য ব্যাখ্যানে প্রথমখণ্ডে। নৈমিত্তিকপূজায়ামশক্তিঃ দ্বিবিধা, দ্রব্যালাভাৎ শরীরদেশসম্পত্ত্যাভাবাচ্চ। এবং অশক্তৌ পূজাপ্রতিনিধিত্বেন কর্মোক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

নৈমিত্তিকে যদ্যশক্তৌ জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥ ইতি॥

অস্যাপি কালঃ স এব। সংক্রান্তিপর্বকালো জ্যোতির্নিবন্ধে—

প্রাগূর্ধ্বং দশ চৈব মেষতুলয়োঃ সিংহে বৃষে বৃশ্চিকে

কুম্ভে ষোড়শ পূর্বতোঽথ মিথুনে মীনে ধনুঃ কন্যয়োঃ।

ঊর্ধ্বাঃ ষোড়শ কীর্তিতাঃ প্রথমতঃ ত্রিংশত্তু কর্কাটকে

চত্বারিংশদধোঽপরাস্তু মকরে পুণ্যপ্রদা নাড়িকাঃ॥ ইতি॥

পঞ্চপর্বস্বিতি কথনাৎ পঞ্চপর্বসু সূত্রানুযায়িনঃ পূজনমাবশ্যকম্। দমনপবিত্রারোপণাদ্যকরণে ন প্রত্যবায়ঃ, করণে অভ্যুদয়ঃ ইতি সিদ্ধম্॥ ৬৭॥

পঞ্চপর্বে নৈমিত্তিক পূজা

অতঃপর নৈমিত্তিক পূজা বলছেন—

পঞ্চপর্বে বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা পূজা করতে হবে॥ ৬৭॥

পঞ্চপর্বাণি—কৃষ্ণাষ্টমী, কৃষ্ণচতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি। এবিষয়ে

তন্ত্রে বলা হয়েছে—কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণচতুর্দশী পূর্ণিমা অমাবস্যা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চপর্ব।

দেবীভাগবতে আছে—(কৃষ্ণচতুর্দশী অমাবস্যা[১]) কৃষ্ণাষ্টমী ও তার মতো পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই পঞ্চপর্ব। পঞ্চপর্বে পূজা দুর্লভ।

এই পঞ্চপর্বে বিশেষেণ মানে বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা অর্থাৎ মুখ্য পঞ্চমকারের দ্বারা, প্রতিনিধি দ্বারা নয়। নৈমিত্তিক[২] পূজায় প্রদোষ[৩]ব্যাপিনী কৃষ্ণাষ্টমী ইত্যাদি তিথি গ্রাহ্য। এ সম্পর্কে নিত্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে—প্রদোষব্যাপী তিথি-আদিতে নৈমিত্তিক পূজা করতে হবে। বিষম হলে অর্থাৎ তিথি যদি দুদিন প্রদোষব্যাপী হয় এবং তার মধ্যে একদিন অধিক প্রদোষকাল পায় এবং অপরদিন অল্প প্রদোষকাল পায়, তা হলে যেদিন অধিক প্রদোষকাল পায় সেদিন পূজা হবে। আর যদি তিথি সমান প্রদোষকাল পায় তা হলে পরের দিন পূজা হবে। তিথি যদি দুদিনের একদিনও প্রদোষকাল না পায় তা হলে পর্বযোগে দিনের বেলাই পূজা হবে।

'রাত্রিব্যাপ্তেরলাভে' এখানে রাত্রিপদ প্রদোষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উভয় দিনে যদি তিথির প্রদোষকালব্যাপ্তি না হয় তা হলে এবং সংক্রান্তি-আদিতে দিনের বেলা এবং পর্বযোগে পরের দিন দিনের বেলা পূজা কর্তব্য।

প্রথমখণ্ডে "মপঞ্চকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ" এই সূত্রের (১।২৪)

১। উদ্ধৃত বচনে কৃষ্ণচতুর্দশী ও অমাবস্যার উল্লেখ নেই। গায়কওয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত পরশুরামকল্পসূত্রম্-এর সম্পাদক মহাদেব শাস্ত্রী লিখেছেন এই উদ্ধৃতিতে শ্লোকার্দ্ধ বাদ পড়েছে। অনুমান হয় তার মধ্যে কৃষ্ণচতুর্দশী ও অমাবস্যার উল্লেখ আছে। আমাদের হাতের কাছে পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত দেবীভাগবত আছে। এতে উদ্ধৃত বচনটি নেই। কাজেই, কোন শ্লোকার্দ্ধ বাদ পড়েছে যাচাই করা গেল না। যা হক্, কৃষ্ণচতুর্দশী ও অমাবস্যাকে বাদ দিয়ে পঞ্চপর্ব হয় না। এইজন্য, দেবীভাগবতের 'এতানি পঞ্চপর্বাণি' এই পঞ্চপর্ব, এই কথার সঙ্গতি রক্ষার জন্য অনুবাদে উক্ত দুই পর্বের উল্লেখ করা গেল। এ কাজের সমর্থন রয়েছে রামেশ্বরোদ্ধৃত তন্ত্রবচনে। তাছাড়া, বিষ্ণুপুরাণের এই বচনেও সমর্থন পাওয়া যায়—চতুর্দশ্যষ্টমী চৈব আমাবাস্যাথ পূর্ণিমা।

পর্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র। রবিসংক্রান্তিরেব চ "

দ্রঃ আহ্নিকতত্ত্বম্, ৭৬

২। "পঞ্চ পর্বকে নিমিত্ত করিয়া পূজা করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম নৈমিত্তিক পূজা।" —কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ২২৯

৩। প্রদোষ—রজনীমুখ, রাত্রিপ্রারম্ভ। "প্রদোষোঽস্তময়াদূর্দ্ধং ঘটিকাদ্বয়মিষ্যতে"—অমর কোষটীকা,—সূর্যাস্ত থেকে দুঘণ্টাকাল প্রদোষ।

ব্যাখ্যায় প্রতিনিধি দ্বারা নৈমিত্তিক পূজা করা উচিত নয় এ সম্পর্কে প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে। নৈমিত্তিক পূজায় অসামর্থ্য দ্বিবিধ—(১) দ্রব্যের অভাব-জনিত, (২) উপযোগী দেহ স্থান ও সম্পদের অভাবজনিত। এরূপ অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে পূজায় প্রতিনিধির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে পরমানন্দতন্ত্রে। যথা—সাধক যদি নৈমিত্তিক পূজায় অসমর্থ হয় তা হলে তাকে মূলমন্ত্র এক'শ আট-বার জপ করতে হবে। নৈমিত্তিক পূজার যে সময় এই জপেরও সেই সময়।

* * * *

'পঞ্চপর্বসু' এই কথা বলায় পরশুরামকল্পসূত্রের অনুসরণকারীদের পঞ্চপর্বে পূজা অবশ্য করণীয় এটি সূচিত হয়েছে। তবে এ দ্বারা দমন পবিত্রারোপণ ইত্যাদি ক্রিয়া না করলে প্রত্যবায় হবে না, করলে অভ্যুদয় হবে, এটি সিদ্ধ হল। ৬৭।

আরম্ভাদয়ঃ সপ্তোল্লাসাঃ

অথৈষাং কুলধর্মাণাং অনুষ্ঠানবিধিং বক্তুং তদুপোদ্ঘাতভূতান্ উল্লাসান্ বিভজতে—

আরম্ভতরুণযৌবনপ্রৌঢ়তদন্তোন্মনানবস্থোল্লাসেষু প্রৌঢ়ান্তাঃ সময়াচারাঃ। ততঃ পরং যথাকামী। স্বৈরব্যবহারেষু বীরাবীরেষ্বযথামননাদধঃপাতঃ ॥ ৬৮

আরম্ভঃ, তরুণঃ, যৌবনঃ, প্রৌঢ়ঃ, তদন্ত, উন্মনঃ, অনবস্থঃ, উপাসকস্য সপ্ত দশাবিশেষাঃ। তত্র আরম্ভো নাম উপাসনাবিষয়কেচ্ছামাত্রবত্ত্বে সতি তন্ত্র-শাস্ত্রানভিজ্ঞত্বম্। সম্যগ্গুরুং সম্পাদ্য দীক্ষিতস্তদনন্তরং তন্ত্রশাস্ত্রপিপঠিষাশালিত্বং তরুণোল্লাসঃ। ততস্তচ্ছাস্ত্রবিষয়কজ্ঞানবত্ত্বং যৌবনোল্লাসঃ। ততঃ তচ্ছাস্ত্র-বিষয়কতত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদ্য শাস্ত্রপ্রতিপাদিতধ্যানং কর্তুমীহমানত্বং প্রৌঢ়োল্লাসঃ। তদিচ্ছাহনন্তরং কিঞ্চিদভ্যস্তে ধ্যানবত্ত্বং তদন্তোল্লাসঃ। ততো ধ্যানেন কঞ্চিৎকালং মনোলয়শক্তিমত্ত্বং উন্মনোল্লাসঃ। পূর্ণারূঢ়ত্বং অনবস্থোল্লাসঃ। অত্র প্রমাণং পরমানন্দতন্ত্রে—

যস্য যাবৎপাত্রমুক্তমারম্ভস্তস্য তাবতা।
তৎপশ্চাৎ তরুণো দেবি ঈষদ্বোধোদয়ে সতি ॥
তৎপশ্চান্মধ্যবোধস্য চোদয়াদ্যৌবনো মতঃ।
যত্নান্মনোলয়ো দেবি যদা স্যাদ্যাবতা শিবে ॥

অ ? (প্র) যত্নাত্তু[1] লয়ো যত্র প্রৌঢ় ইত্যুচ্যতে শিবে।
ঈষচ্চলো লয়শ্চাপি প্রৌঢ়ান্তঃ সমুদাহৃতঃ॥
যদা যত্নাৎ সঞ্চলনং তদা স্যাত্নুন্মনঃ শিবে।
নিশ্চলত্বং সর্বথা চেৎ তদাত্যন্তিক ঈরিতঃ॥ ইতি॥

অস্যার্থঃ—পূর্বং শ্রীপ্রকরণে অধিকারিভেদেন পাত্রসংখ্যাব্যবস্থা সপ্রমাণমুক্তা। ভাবৎপাত্রস্যৈব ব্যবস্থা গ্রহণং আরম্ভোল্লাসঃ। তদনন্তরং পাত্রবৃদ্ধিঃ ঈষদুন্মাদ-রূপবোধায় ক্রিয়তে স তরুণঃ। ততোঽপি পাত্রবৃদ্ধিং সম্পাদ্য মধ্যমবোধজননং যৌবনঃ। যাবতা পাত্রসেবনেন স্বাভাবিকতয়া চঞ্চলস্য মনসঃ শাস্ত্রোক্তধ্যানেন স্বপ্রযত্নসাধ্যেন স্থিরতা ভবেৎ তাবৎপাত্রসেবনং প্রৌঢ়ঃ। অযত্নাদেব ঈষচ্চলনং মনসঃ, অযত্নাদেব স্থিরীভাবঃ, ঈদৃশং যাবৎ ভবতি তাবৎ পাত্রসেবনং তদন্তঃ। যাবতাঽযত্নান্মনসঃ স্থিরীভাবঃ [2]মনশ্চলনং তাবৎ পাত্রসেবনং উন্মনঃ। যাবতা যত্নেনাপি মনশ্চালয়িতুং ন শক্নোতি সোঽনবস্থঃ॥ ইতি॥

এবং পাত্রসেবনবৃদ্ধিং উল্লাসভেদেন প্রদর্শ্য সপ্তসূল্লাসেষু মধ্যে কস্মিন্ কোঽধিকারীতি বিবক্ষায়াং অধিকারিব্যবস্থাঽপ্যুক্তা পরমানন্দতন্ত্রে—

অশক্তাবূধবালানামারম্ভঃ পরিকীর্তিতঃ।
তরুণো নূতনানাং স্যাভ্ভক্তিমাত্রস্য যৌবনঃ॥
প্রৌঢ়ঃ স্যাদারুরুক্ষোর্বৈ মধ্যারূঢ়স্য তৎপরঃ।
পূর্ণারূঢ়স্যোন্মনশ্চ তদ্বদাত্যন্তিকোঽপি বা॥ ইতি॥

ইত্থং চ অমীষাং বচসাং তত্ত্বে নির্মথ্যমানে উল্লাসলক্ষণং মত্তত্বমেব পর্যবস্যতি। উপাসকস্য নিরুক্তোল্লাসরূপাঃ দশাবিশেষাঃ স্বান্তঃকরণৈকবেদ্যাঃ। স্বয়ং বিদ্বান্ স্বীয়াং দশাং সূক্ষ্মধিয়া সম্যক্ পরিশোধয়েৎ। এবং পরিশোধ্য তুরীয়-প্রৌঢ়োল্লাসপর্যন্তং শাস্ত্রপ্রথিতাঃ সময়াচারাঃ কার্যাঃ। অত ঊর্ধ্বং যথাকামী বিহরেৎ ইতি ভাবঃ॥

এবং সময়াচারপরিগ্রহঃ ত্যাগশ্চোক্তঃ অধিকারিভেদেন। তমধিকারং

১। কৌলমার্গরহস্যে (পৃঃ ২৩১) পরমানন্দতন্ত্র থেকে 'যস্য যাবৎপাত্রম্' ইত্যাদি যে-উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে 'প্রযত্নাত্তু' পাঠ রয়েছে। এই পাঠেই অর্থসঙ্গতি হয়। কাজেই, আমাদের বিবেচনায় এই পাঠই যথার্থ। রামেশ্বরোদ্ধৃত অপ্রযত্নাত্তু এই পাঠে লিপিকর-প্রমাদ ঘটেছে মনে হয়। আলোচ্য বচনের ব্যাখ্যায় রামেশ্বরও বলেছেন 'যাবতা…মনসঃ শাস্ত্রোক্তধ্যানেন স্বপ্রযত্নসাধ্যেন স্থিরতা ভবেৎ তাবৎপাত্রসেবনং প্রৌঢ়ঃ'।

২। 'মনশ্চলনং' পদের পূর্বে 'যত্নাৎ' এই পদ অপেক্ষিত। নৈলে পরমানন্দতন্ত্র থেকে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে অর্থের সঙ্গতি হয় না। অনবধানতার জন্য পদটি বাদ পড়ে গেছে মনে হয়।

স্ববুদ্ধ্যা অবিচার্য যদি কামচারী ভবেৎ তর্হি পতেদেবেত্যাহ—স্বৈরব্যবহারেষ্বিতি। বীরাঃ পঞ্চমষষ্ঠসপ্তমোল্লাসিনঃ। অবীরাঃ পঞ্চমোল্লাসবন্তঃ। অনয়োঃ অযথামননাৎ যাথার্থ্যং অবিদিত্বা যদি স্বৈরাচারী ভবেৎ তর্হি পতেদেব নিরয় ইত্যর্থঃ।

উল্লাসভেদমজ্ঞাত্বা প্রাপ্য মূঢ়ত্বমম্বিকে।
জিহ্বালোলুপভাবেন চেন্দ্রিয়প্রীণনায় চ।
যঃ পিবেৎ তং তু তামিস্রে মাতৃকাঃ পাতয়ন্তি হি॥

ইত্যনেনোক্ত এবার্থঃ প্রকটীকৃতঃ স্বতন্ত্রতন্ত্রে। ইত্যলমতিবিস্তরেণ॥ ৬৮॥

আরম্ভাদি সপ্ত উল্লাস

অতঃপর এই সব কুলধর্মের অনুষ্ঠানবিধি বলতে গিয়ে তার উপোদ্‌ঘাতভূত উল্লাসগুলির বিভাগ করছেন—

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত অর্থাৎ প্রৌঢ়ান্ত, উন্মন ও অনবস্থ এই সপ্ত উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ়োল্লাস পর্যন্ত সময়াচার তারপর সাধক স্বৈরাচারী। তবে স্বৈরব্যবহারে বীর ও অবীর সম্পর্কে অযথা মনন করলে অধঃপতন হয়॥ ৬৮॥

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত. উন্মন, অনবস্থ এইগুলি উপাসকের সপ্ত দশাবিশেষ। এখানে আরম্ভ বলতে বুঝাচ্ছে সেই দশা অর্থাৎ অবস্থা যাতে উপাসনা বিষয়ে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছামাত্র হয় কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের কোনো অভিজ্ঞতা তার থাকে না। সম্যক্ গুরুকরণ ক'রে দীক্ষা গ্রহণ করার পর যে অবস্থায় সাধকের তন্ত্রশাস্ত্র পাঠের ইচ্ছা হয় তার নাম তরুণোল্লাস। তারপর যে-অবস্থায় তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে সাধকের জ্ঞানলাভ হয় তার নাম যৌবনোল্লাস। তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান লাভ করার পর যে-অবস্থায় শাস্ত্র প্রতিপাদিত ধ্যান করতে সাধকের ইচ্ছা হয় তাকে বলে প্রৌঢ়োল্লাস। সেইরূপ ইচ্ছা হওয়ার পর যে-অবস্থায় ধ্যান কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে যায় তা তদন্তোল্লাস অর্থাৎ প্রৌঢ়ান্তোল্লাস। তারপর যে-অবস্থায় ধ্যানের দ্বারা কিছুকাল মনোলয়শক্তি আয়ত্ত হয় তার নাম উন্মনোল্লাস। পূর্ণারূঢ়ত্ব অর্থাৎ পূর্ণারূঢ়দশা অনবস্থোল্লাস। এ বিষয়ে প্রমাণ পরমানন্দতন্ত্রের বচন। যথা—যার যে পর্যন্ত পাত্র উক্ত হয়েছে সে-পর্যন্ত পাত্র যে-অবস্থায় গ্রহণ করা হয় তা আরম্ভোল্লাস। দেবী, তারপরে ঈষৎ বোধের উদয় হলে যে অবস্থা হয় তা তরুণোল্লাস। তারপর মধ্য বোধের উদয় হলে হয় যৌবনোল্লাস। ওগো দেবী শিবা, যে-অবস্থায় যতটা পান করলে চেষ্টা ক'রে মনোলয় করা যায় চেষ্টাকৃত-মনোলয়বিশিষ্ট সেই

অবস্থার নাম প্রৌঢ়োল্লাস। যে-অবস্থায় মন ঈষৎ চঞ্চল হয় আবার তার লয়ও হয় তাকে বলে প্রৌঢ়োল্লাস। ওগো শিবা, যে-অবস্থায় চেষ্টা ক'রে মনকে সঞ্চালিত করতে হয় তা উন্মনোল্লাস। আর যে-অবস্থায় মন সর্বপ্রকারে নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয় তাকে বলা হয় অনবস্থোল্লাস।

এর অর্থ—পূর্বে শ্রীপ্রকরণে অধিকারিভেদে পাত্রসংখ্যার ব্যবস্থা প্রমাণসহ বলা হয়েছে। সেই ব্যবস্থানুসারে নির্দিষ্টসংখ্যক পাত্রগ্রহণ আরম্ভোল্লাস। তারপর ঈষৎমত্ততাবোধের জন্য যে-অবস্থায় পাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় তা তরুণোল্লাস। এরপর পাত্রসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয় মধ্যমরকমের মত্ততাবোধের জন্য। এই অবস্থার নাম যৌবনোল্লাস। যে-পরিমাণ পাত্রসেবনের দ্বারা স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে স্বীয় চেষ্টায় শাস্ত্রোক্ত ধ্যানযোগে স্থির করা যায় সেই-পরিমাণ পাত্রসেবন প্রৌঢ়োল্লাস। বিনা চেষ্টায় মন ঈষৎ চঞ্চল হয় আবার বিনা চেষ্টাতেই স্থির হয়, এরকম অবস্থা যে-পরিমাণ পাত্রসেবনে হয় সেই-পরিমাণ পাত্রসেবনে তদন্তোল্লাস। যে-পরিমাণ পাত্রসেবনে বিনা চেষ্টায় মন স্থির হয় এবং চেষ্টা ক'রে তাকে সঞ্চালিত করতে হয় সেই-পরিমাণ পাত্রসেবন উন্মনোল্লাস। যে-পরিমাণ পাত্রসেবন করলে চেষ্টা ক'রেও মনকে সঞ্চালিত করা যায় না সেই পরিমাণ পাত্রসেবনে অনবস্থোল্লাস।

এই প্রকারে উল্লাসভেদে পাত্রসেবনবৃদ্ধি প্রদর্শন করে সপ্ত উল্লাসের মধ্যে কোন উল্লাসে কে অধিকারী পরমানন্দতন্ত্র তারও ব্যবস্থা দিয়েছেন। যথা—অশক্ত অবুধ ও বালকদের জন্য আরম্ভোল্লাস পরিকীর্তিত হয়েছে। নূতনদের জন্য তরুণোল্লাস আর ভক্তিমাত্রযুক্ত সাধকের জন্য যৌবনোল্লাস। আরুরুক্ষু অর্থাৎ ধ্যানমার্গে আরোহণ করতে ইচ্ছুক সাধকের জন্য প্রৌঢ়োল্লাস ও মধ্যারূঢ় অর্থাৎ ধ্যানমার্গে মধ্যারূঢ় সাধকের জন্য তার পরবর্তী উল্লাস অর্থাৎ প্রৌঢ়ান্তোল্লাস। পূর্ণারূঢ় সাধকের জন্য উন্মনোল্লাস এবং অনবস্থোল্লাস।

এমনি ক'রে এই সব বচনের তত্ত্ব মন্থন করলে মৎকথিত উল্লাসলক্ষণই অবধারিত হবে। ব্যাখ্যাত উল্লাসরূপদশাবিশেষ উপাসকের স্বীয় অন্তঃকরণবেদ্য। তিনি স্বয়ং অবগত হয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় দশা সম্যক্ পরীক্ষা করবেন। এইরূপ পরীক্ষা করার পর চতুর্থোল্লাস অর্থাৎ প্রৌঢ়োল্লাস পর্যন্ত শাস্ত্রপ্রথিত সময়াচার পালন করবেন। তার উপরে গেলে অর্থাৎ প্রৌঢ়োল্লাসের উপরে গেলে যথাকামী অর্থাৎ স্বৈরাচারী হয়ে বিহার করবেন; এই হল তাৎপর্য।

এই প্রকারে অধিকারিভেদে সময়াচারের গ্রহণ ও ত্যাগ নির্দিষ্ট হয়েছে।

নিজের বুদ্ধি দিয়ে এই অধিকার বিচার না ক'রে যদি কোনো সাধক কামচারী হন তা হলে তাঁর পতন হবে, এই কথাটিই "স্বৈরব্যবহারেষু" পদের দ্বারা বুঝান হয়েছে। বীর সাধকেরা প্রৌঢ়ান্ত উন্মন ও অনবস্থ এই উল্লাসত্রয়ে অধিকারী। অবীর সাধকেরা প্রৌঢ়ান্তোল্লাসে অধিকারী। এই উভয়ের অর্থাৎ বীর ও অবীরের অযথা মননহেতু অর্থাৎ যথার্থতা না জেনে কেউ যদি স্বৈরচারী[১] হন তা হলে তাঁর পতন হবে অর্থাৎ নরকে গতি হবে।

এই বিষয়টি স্বতন্ত্রতন্ত্রে এইভাবে প্রকটিত হয়েছে—মূঢ়ত্বপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি উল্লাসভেদ না জেনে জিহ্বার লোভে ও ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য মদ্যপান করে, ওগো অম্বিকা, মাতৃকারা তাকে তামিস্রনরকে নিক্ষেপ করেন।

এবিষয়ে আর বেশী কথা বলার প্রয়োজন নাই। ৬৮।

অবশিষ্টা উপাসকধর্মাঃ

এবং প্রসঙ্গাৎ আচারবিধিমুক্ত্বা পুনঃ শিষ্টান্ ধর্মান্ বক্তুং প্রক্রমতে—

রক্তাত্যাগবিরক্তাঽঽক্রমণোদাসীনাপ্রলোভনবর্জনম্ ॥ ৬৯ ॥

রক্তা আত্মনা সাকং ভোগে আসক্তা তাং ন ত্যজেৎ। এবং স্বস্মিন্ বিরক্তা যা তাং বলাৎকারেণ নোপভুঞ্জীত। যা চোদাসীনা তাং ধনাদিনা প্রলোভ্য তদুপভোগোঽপি ন কার্যঃ ॥ ৬৯ ॥

অবশিষ্ট উপাসকধর্ম

এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে আচারবিধি বলে আবার অবশিষ্ট ধর্ম বলতে আরম্ভ করলেন—

অনুরক্তাকে ত্যাগ করতে নেই। বিরক্তাকে জোর ক'রে উপভোগ করতে নেই। যে উদাসীনা তাকে ধনাদির দ্বারা প্রলুব্ধ ক'রে উপভোগ করতে নেই ॥ ৬৯ ॥

রক্তা মানে সাধকের সঙ্গে যে ভোগে আসক্তা সাধক তাকে ত্যাগ করবেন না। এই প্রকারে সাধকের প্রতি যে বিরক্ত তাকে বলাৎকার ক'রে উপভোগ করবেন না। যে উদাসীন তাকে ধনাদি দ্বারা প্রলুব্ধ ক'রে উপভোগ করবেন না। ৬৯।

ঘৃণাশঙ্কাভয়লজ্জাজুগুপ্সাকুলজাতিশীলানাং ক্রমেণাবসাদনম্ ॥ ৭০ ॥

ঘৃণা দয়া। শঙ্কা বিধিবিহিতহিংসায়াং দ্বিতীয়াদিসম্পাদনবিষয়ে, এবং

১। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলেন—"সাধকে বীরের ধর্ম নাই, অথচ বীরের ধর্ম আছে, এইরূপ মনে করিয়া তদনুরূপ মদ্যপানাদি করাই অযথামননপূর্বক স্বৈরাচার।" —কৌলমার্গরহস্য পৃঃ ২৩৩, পদটীকা।

প্রথমাদিগ্রহণে সংশয়ঃ। জুগুপ্সা দ্বিতীয়াদিবিষয়কস্তিরস্কারঃ অন্তঃকরণবৃত্তি-বিশেষঃ। কুলং গোত্রম্। জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিঃ। শীলং স্বভাবঃ। ইমান্য-বিদ্যামূলানি অনেকজন্মস্বনুবৃত্তানি ক্রমেণ তত্তদ্ভূমিকাং প্রাপ্য অবসাদনং ত্যাগঃ কার্যঃ ইতি শেষঃ॥

প্রথমভূমিকামারূঢ়ঃ হেয়ং কিং গ্রাহ্যং কিং ইতি পরিশোধয়েৎ। ততঃ যৎ হেয়ং তস্য ত্যাগেচ্ছাং দ্বিতীয়ভূমিকাঽঽরূঢ়ঃ কুর্যাৎ। তৃতীয়ভূমিকাঽঽরূঢ়ঃ ত্যাগসাধনানি সম্পাদয়েৎ। চতুর্থভূমিকাঽঽরূঢ়ঃ সম্পাদিতসাধনৈঃ সহ যত্নং কুর্যাৎ। পঞ্চমভূমিকাঽঽরূঢ়ঃ উক্তধর্মান্ মনসি ত্যজেৎ, ন বাহ্যতঃ। ষষ্ঠভূমিকা-ঽঽরূঢ়ঃ সর্বথা ত্যজেৎ। এবং স্বস্য তত্তদ্ভূমিকাঽঽরূঢ়ত্বজ্ঞানং সম্যগ্‌বিচার্য নিশ্চিত্য পশ্চাৎ তদ্ধর্মান্ অনুসরেৎ। ন ত্বন্যথা। অন্যথা কুর্বন্ পতনায়ৈব কল্পেত। তদুক্তং ভাগবতে—

স্বেস্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ইতি॥

অধিকারিভেদেন গুণদোষৌ ব্যবস্থিতৌ ন বস্তুনি নিয়তৌ ইতি তচ্ছ্লোক-ভাবঃ॥ ৭০॥

ঘৃণা শঙ্কা ভয় লজ্জা জুগুপ্সা কুল জাতি এবং শীল ক্রমে ত্যাগ করতে হবে॥ ৭০॥

ঘৃণা মানে দয়া। শঙ্কা মানে পূজায় মাংসাদিগ্রহণ সম্পর্কে বিধিবিহিত পশুহিংসাদিবিষয়ে এবং মদ্যপানাদিবিষয়ে সংশয়। জুগুপ্সা মানে মাংসাদি-গ্রহণে অনাদররূপ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ। কুলং মানে গোত্র, বংশ। শীলং মানে স্বভাব। ঘৃণাদি এই সবের মূল অবিদ্যা। এইগুলি অনেক জন্ম ধ'রে অনুবর্তিত হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে সেই সেই ভূমিকারূঢ় অর্থাৎ যথোপযোগী বিহিত ভূমিকারূঢ় হয়ে এই গুলি ত্যাগ করতে হবে।

প্রথমভূমিকারূঢ় সাধক কোনটি ত্যাজ্য এবং কোনটি গ্রাহ্য তা পরীক্ষা করবেন। তারপর দ্বিতীয়ভূমিকারূঢ় হয়ে যা ত্যাজ্য তা ত্যাগ করার ইচ্ছা করবেন। তৃতীয়ভূমিকায় আরূঢ় হয়ে সাধক উক্ত ত্যাগেচ্ছা পূরণের উপায় বের করবেন। তারপর চতুর্থভূমিকারূঢ় হয়ে নির্ধারিত উপায়ে ত্যাগ করার চেষ্টা করবেন। পঞ্চমভূমিকায় আরূঢ় হয়ে উক্ত ত্যাজ্য বিষয়সমূহ মনে মনে ত্যাগ করবেন, বাহ্যতঃ নয়। ষষ্ঠভূমিকায় আরোহণ ক'রে ঐসব সর্বথা অর্থাৎ মনে মনে এবং বাহ্যতঃ ত্যাগ করবেন। এইপ্রকারে সাধক সেই সেই ভূমিকায় আরোহণজ্ঞান সম্যক্ বিচার করতঃ নিশ্চয় ক'রে অর্থাৎ নিজের সেই

সেই ভূমিকায় আরোহণের অধিকার নিশ্চিত অবগত হয়ে যথোপযোগী ভূমিকানির্দিষ্ট ধর্মের অনুসরণ করবেন। এর অন্যথা হবে না। অন্যথা করলে পতন হবে।

এ সম্পর্কে ভাগবতে বলা হয়েছে—নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাকে গুণ বলা হয় আর তার বিপর্যয় দোষ। উভয়ের অর্থাৎ গুণদোষের এই নির্ণয়। অধিকারিভেদে গুণদোষ ব্যবস্থিত[১]। গুণদোষ কোনো বস্তুতে নেই, এইটি উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য। ৭০।

ধর্মান্তরমাহ—

গুরুপ্রগুরুসন্নিপাতে প্রগুরোঃ প্রথমং প্রণতিঃ তদগ্রে তদনুরোধেন তন্নতিবর্জনম্ ॥ ৭১ ॥

গুরুঃ প্রসিদ্ধঃ। প্রগুরুঃ গুরোর্গুরুঃ। তয়োঃ সন্নিপাতে একত্র বাসে প্রগুরোঃ প্রথমং নমস্কারঃ কার্যঃ। যাবৎপর্যন্তং প্রগুরুসন্নিধৌ গুরুস্তিষ্ঠতি তাবৎপর্যন্তং তং গুরুং ন নমেৎ, নমস্কারঃ গুরোঃ ন কার্যঃ ইতি ভাবঃ। প্রগুরোরনুরোধেনৈব তিষ্ঠেৎ।

ননু প্রথমং নতিঃ ইত্যনেন নমস্কারানুবাদেন প্রাথম্যং বিধীয়তে? উত "বষট্কর্তুঃ প্রথমভক্ষঃ" ইতিবৎ ক্রমবিশিষ্টং নমনং বিধীয়তে? নাদ্যঃ, উভয়োঃ নতিপ্রাপ্তৌ কস্য প্রথমং ইতি ক্রমাকাঙ্ক্ষায়াং প্রকৃতে গুরুনমননিষেধে পরিশিষ্টপ্রগুরুনতৌ ক্রমাকাঙ্ক্ষাঽভাবাৎ প্রথমমিত্যস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। তথা হি বষট্কর্তুরিত্যত্র ভক্ষস্য সমাসঘটকত্বেন সমাসমধ্যে অর্ধেনানুবাদ অর্ধেন বিধিঃ ন সম্ভবতি ইতি গত্যভাবাৎ বিশিষ্টং অপূর্বং বিধীয়তে ইত্যুক্তম্, ইহ তথাত্বাভাবাৎ।

বৃদ্ধান্নমস্কুর্য্যাৎ ইত্যনেন প্রাপ্তানুবাদসম্ভবে বিশিষ্টবিধিকল্পনায়াঃ অসম্ভবাৎ ইতি চেৎ—ন। সূত্রে নতিবর্জনং ইত্যনেন ন নতিসামান্যং নিষিধ্যতে, কিং তর্হি কায়িকং দণ্ডবন্নমনং নিষিধ্যতে। মানসং গুরুনমনং ভবত্যেব ॥

কথং সামান্যেন শ্রুতস্য নতিবর্জনং ইত্যস্য সঙ্কোচঃ প্রমাণমন্তরেতি চেৎ—ন বয়ং স্বেচ্ছয়া সঙ্কোচং কুর্মঃ, কিং তু সপ্রমাণম্। তদুক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—

গুরোর্গুরৌ সমীপস্থে প্রগুরুং পূজয়েচ্ছিবে।
গুরোঃ পূজাঽঽদিকং সর্বং মনসৈব প্রকল্পয়েৎ ॥ ইতি ॥

১। এ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় লিখেছেন—"যেমন কৌল সাধকের মদ্যপান গুণ, কিন্তু সাধারণের মদ্যপান দোষ। একের পক্ষে যাহা গুণ, অন্যের পক্ষে তাহা দোষ, ইহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।"—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ২৩৭, পাদটীকা।

অত্র আদিপদেন নমস্কারো গ্রাহ্যঃ ॥

তত্র আদৌ প্রগুরোঃ কায়িকো নমস্কারঃ, গুরোশ্চ মানসঃ। দ্বয়োঃ প্রাপ্তৌ আদৌ কিং কার্যং ইতি জিজ্ঞাসায়াং তৎপূরকতয়া প্রথমমিতি পদস্য সার্থক্য-সম্ভবাৎ কেবলক্রমমাত্রবিধায়কমিদং, ন বিশিষ্টাপূর্ববিধিঃ। তথা চ উভয়-সন্নিপাতে প্রগুরুং দণ্ডবৎ প্রথমং প্রণম্য গুরুং মনসা প্রণমেৎ ইতি ফলিতম্ ॥

অত্র বিধৌ নিষেধে চ নতিপদেন পূজাসামান্যং লক্ষ্যতে, পূর্বলিখিতপর-মানন্দতন্ত্রবচনাৎ। এবং গুরুপ্রগুরুপদং প্রগুরুপূর্বপরম্পরাসন্নিপাতেঽপি তুল্যত্বলক্ষকম্,

গুরূণাং সন্নিপাতে তু সর্বাদ্যং তত্র পূজয়েৎ। ইতি যোগিনীতন্ত্রবচনাৎ ॥ ৭১ ॥

অন্য ধর্ম বলছেন—

গুরু ও প্রগুরু একত্র অবস্থান করলে প্রথমে প্রগুরুকে প্রণাম করতে হবে। প্রগুরুর উপস্থিতির অনুরোধে তাঁর সামনে গুরুপ্রণাম বর্জন করতে হবে ॥ ৭১ ॥

গুরু প্রসিদ্ধ। প্রগুরুঃ[১] মানে গুরুর গুরু। উভয়ের 'সন্নিপাতে' মানে একত্র অবস্থান হলে, প্রথমে প্রগুরুকে প্রণাম করতে হবে। যে পর্যন্ত প্রগুরুর সান্নিধ্যে গুরু অবস্থান করবেন সেইপর্যন্ত সেই গুরুকে প্রণাম করবে না। এর ভাব হল গুরুপ্রণাম কর্তব্য নয়। তদনুরোধেন[২]—প্রগুরুর অনুরোধেন মানে প্রগুরুর গৌরবকে প্রাধান্য দিয়ে, অবস্থান করতে হবে।

প্রথমং নতিঃ (সূত্রে আছে প্রথমং প্রণতিঃ) এই কথা দ্বারা বিধিপ্রাপ্ত প্রণামের প্রাথম্যবিধান করা হয়েছে? না, "বষট্‌কর্তুঃ প্রথমভক্ষঃ" এই দৃষ্টান্তে যেমন ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে তেমনি ক্রমবিশিষ্ট প্রণতিবিধান করা হয়েছে? প্রথমটি নয়। কারণ, গুরু ও প্রগুরু উভয়ের প্রণাম বিহিত হলে, কার প্রণাম প্রথমে আর কার প্রণাম পরে, এই ক্রমাকাঙ্ক্ষা থাকে কিন্তু সূত্রে গুরুপ্রণাম নিষিদ্ধ হওয়ায় অবশিষ্ট থাকে না বলে প্রণতির ক্রমসূচকরূপে

১। গুরুর গুরুকে তন্ত্রশাস্ত্রে সাধারণতঃ পরমগুরু বলা হয়েছে। গুরুর গুরু পরমগুরু, তাঁর গুরু পরাপরগুরু, তাঁর গুরু পরমেষ্ঠিগুরু। তন্ত্রে এই গুরুচতুষ্টয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৬৪।

২। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় লিখেছেন—"পূর্বে উদ্ধৃত কুলার্ণববচনে গুরুর সম্মুখে অন্যের সেবাগ্রহণের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রণাম সেবার মধ্যেই পরিগণিত। অতএব গুরু স্বীয় গুরুর সম্মুখে শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করিতে পারেন না, এই জন্য প্রগুরুর সম্মুখে গুরুর প্রণাম নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'তদনুরোধেন' এই পদের ইহাই ভাব।"—কৌলমার্গ-রহস্য, পৃঃ ২৩৬, পাদটীকা।

প্রথমং পদটি নিরর্থক হয়ে যায়। দ্বিতীয়টিও নয়। কারণ, উভয় দৃষ্টান্ত একরূপ নয়। 'বষট্কর্তুঃ প্রথমভক্ষঃ' এখানে প্রথম-পদের সঙ্গে ভক্ষ-পদের সমাস হয়েছে। সমাসবদ্ধ পদের অর্ধেকের দ্বারা অনুবাদ[১] ও অর্ধেকের দ্বারা বিধি[২] প্রকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য, এখানে প্রথমভক্ষঃ পদের দ্বারা বিশিষ্টং অপূর্বং অর্থাৎ বিশিষ্ট কর্মফল কথিত হয়েছে[৩]। কিন্তু সূত্রের দৃষ্টান্তে সেরকম কিছু হয় নি। অর্থাৎ 'বষট্কর্তুঃ প্রথমভক্ষঃ' এই দৃষ্টান্তে যে-ধরণের ক্রম সূচিত হয়েছে সূত্রের দৃষ্টান্তে সে-ধরণের কিছু হয় নি।

আবার যদি বলা হয় বৃদ্ধদের নমস্কার করবে এই বিধি দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় বলে এখানে কোনো বিশিষ্টবিধি কল্পনা করা সম্ভব নয়, তা হলে বলব, না, তা ঠিক নয়। সূত্রে 'নতিবর্জনম্' এই পদের দ্বারা সাধারণ প্রণতি নিষিদ্ধ হয় নি; পরন্তু কায়িক দণ্ডবৎ প্রণাম নিষিদ্ধ হয়েছে। মানস গুরুপ্রণাম অবশ্যই হবে।

প্রমাণ ছাড়া 'সামান্য' এই বিশেষণের দ্বারা সূত্রের নতিবর্জনং পদের 'নতি'র সঙ্কোচনসাধন কি ক'রে হবে? উত্তরে বলব আমরা নিজের ইচ্ছামত সঙ্কোচনসাধন করি নি, প্রমাণ আছে বলেই করছি। প্রমাণ পরমানন্দতন্ত্রের এই বচন—ওগো শিবা, গুরুর কাছে তার গুরু উপস্থিত থাকলে প্রগুরুর পূজা করতে হবে। আর গুরুর পূজাদি সব মনে মনে সম্পাদন করতে হবে।

এখানে আদিপদের দ্বারা নমস্কার গৃহীত হয়েছে।

তত্র অর্থাৎ পরমানন্দতন্ত্রে প্রথমে প্রগুরুর কায়িক প্রণাম ও পরে গুরুর মানস প্রণাম বিহিত হয়েছে। উভয়ে একত্র উপস্থিত থাকলে কি করা কর্তব্য এই জিজ্ঞাসার উত্তরে এই ব্যাখ্যানুসারে সূত্রের প্রথমং পদের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। অতএব, প্রথমং পদটি কেবলমাত্র ক্রমবিধায়ক, বিশিষ্ট-অপূর্ববিধিসূচক নয়। তা হলে সূত্রনির্দেশের ফলিতার্থ হল গুরু ও প্রগুরু উভয়ের উপস্থিতিতে প্রথমে প্রগুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে গুরুকে মনে মনে প্রণাম করতে হবে।

১। "বিধিপ্রাপ্ত বিষয়ের বাক্যান্তরে অনুবচন বা পুনঃ কথন।"

২। "অপ্রাপ্তপ্রাপক শাস্ত্রবাক্য, অর্থাৎ যাহা অন্য কোনো বাক্যে পাওয়া যায় নাই, কেবল তদ্বাক্যেই বিহিত, তাদৃশ বাক্যভেদ"।

৩। একথার তাৎপর্য বষট্কর্তা মানে হোতা প্রথমভক্ষ (ভক্ষ মানে হবিঃশেষ) গ্রহণ করলে যজমানের বিশিষ্ট ফললাভ হবে।

এখানে বিধি[১] ও নিষেধ[২] উভয়ত্র নতিপদের দ্বারা পরমানন্দতন্ত্রের পূর্বোক্ত বচনানুসারে পূজাসামান্য অর্থাৎ সাধারণভাবে পূজা সূচিত হয়েছে। গুরু ও প্রগুরু সম্পর্কে যা বলা হল প্রগুরু এবং পূর্ববর্তী গুরুপরম্পরা সম্পর্কেও সেই-রূপই হবে[৩]। এ সম্পর্কে যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—যেখানে গুরুদের উপস্থিতি সেখানে পরম্পরানুসারে তাঁদের মধ্যে যিনি আদি তাঁর পূজা করতে হবে। ৭১।

ধর্মান্তরমাহ—

অভ্যর্হিতেষ্বপরাঙ্মুখ্যম্ ॥ ৭২ ॥

অভ্যর্হিতেষু শ্রেষ্ঠেষু। শ্রেষ্ঠত্বং চাত্র জ্ঞানাধিক্যেন গ্রাহ্যম্। অপরাঙ্মুখ্যং ঔদাসীন্যাভাবঃ। তেন মম কিং কার্যং ইতি ঔদাসীন্যং ন কার্যম্। স্বাপেক্ষয়া জ্ঞানাধিক্যাৎ জ্ঞেয়াংশং তস্মাদবগচ্ছেৎ ॥ ৭২ ॥

অন্য ধর্ম বলছেন—

শ্রেষ্ঠের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতে নেই ॥ ৭২ ॥

অভ্যর্হিতেষু মানে শ্রেষ্ঠের প্রতি। এখানে জ্ঞানাধিক্যের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হবে। অপরাঙ্মুখ্যং মানে ঔদাসীন্যের অভাব। তাঁর সঙ্গে আমার কি কাজ—এরূপ উদাসীনতা প্রদর্শন করতে নেই। নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে জ্ঞেয় বস্তু তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। ৭২।

ধর্মান্তরমাহ—

মুখ্যতয়া প্রকাশবিভাবনা ॥ ৭৩ ॥

প্রকাশঃ পরশিবঃ তত্ত্বাতীতঃ, যদুপনিষৎপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্মেতি ব্যবহ্রিয়তে সঃ, তস্য বিভাবনা মুখ্যতয়া সকলশাস্ত্রাভ্যাসফলমিতি জানীয়াদিত্যর্থঃ। তাদৃশ-ভাবনাসিদ্ধ্যুপায়মেব সর্বং শাস্ত্রং ব্রূতে তদন্যদফলমিতি ব্রূতে ইতি তত্ত্বার্থং জানীয়াদিতি সূত্ররহস্যতাৎপর্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭৩ ॥

অপর একটি ধর্ম বলছেন—

মুখ্যতঃ প্রকাশের ভাবনা করতে হবে ॥ ৭৩ ॥

প্রকাশঃ মানে তত্ত্বাতীত পরশিব। যাঁকে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বলা হয়

১। প্রগুর্বোঃ প্রথমং প্রণতিঃ—এই বিধি।

২। তন্নতিবর্জনম্—এই নিষেধ।

৩। এর অর্থ গুরু, প্রগুরু বা পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু উপস্থিত থাকিলে প্রথমে পরমেষ্ঠিগুরুর কায়িক প্রণাম ক'রে তারপর যথাক্রমে পরাপরগুরু, প্রগুরু বা পরমগুরু এবং গুরুর মানস প্রণাম করতে হবে।

তিনি এই পরশিব। মুখ্যরূপে তাঁর ভাবনাই সব শাস্ত্রাভ্যাসের ফল বলে জানবে। সব শাস্ত্র তাদৃশ ভাবনাসিদ্ধির উপায়ই বলেন আর বলেন সেই ভাবনা ছাড়া আর সবই ব্যর্থ। এই তত্ত্বার্থ জানতে হবে। এইটিই এই সূত্র-রহস্যের তাৎপর্য। ৭৩।

ধর্মান্তরমাহ—

অধিজিগমিষা শরীরার্থাসূনাং গুরবে ধারণম্ ॥ ৭৪ ॥

অত্রাপি পূর্বসূত্রাৎ মুখ্যতয়েত্যনুষজ্যতে। অধিজিগমিষা যত্র ক্বচিৎ কার্যোদ্দেশেন গমনেচ্ছা। সা দ্বিপ্রকারা, স্বার্থা গুর্বর্থা চ। তত্র দ্বয়োঃ সন্নিপাতে মুখ্যতয়া গুর্বর্থং যা জিগমিষা তদনুরোধেন স্বার্থজিগমিষাং সাধয়েৎ। এবং শরীরধারণং, অর্থস্য দ্রব্যস্য ধারণং, প্রাণধারণং চ গুর্বর্থং মুখ্যং, স্বার্থং গৌণম্। যদি স্বশরীরপাতেন গুরোর্হিতং ভবতি তর্হি দেহং পাতয়েৎ, ন তু স্বোপভোগার্থং শরীরধারণং কুর্যাৎ ইতি ভাবঃ। অর্থপ্রাণয়োরপ্যেবমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭৪ ॥

অন্য ধর্ম বলছেন—

মুখ্যতঃ গুরুর জন্য অধিজিগমিষা এবং গুরুর জন্য শরীর অর্থ ও প্রাণ-ধারণ করতে হবে ॥ ৭৪ ॥

এখানেও পূর্বসূত্র থেকে মুখ্যতয়া পদটি অন্বয়ার্থ সংযোজন করতে হবে। অধিজিগমিষা মানে কোনো কার্যোদ্দেশে কোথাও গমনেচ্ছা। এটি দুরকমের —নিজের কার্যোদ্দেশে গমনেচ্ছা, আর গুরুর কার্যোদ্দেশে গমনেচ্ছা। একই সময়ে এই উভয় দেখা দিলে মুখ্যতঃ গুরুর কার্যোদ্দেশে গমনেচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণে নিজের কার্যোদ্দেশে গমনেচ্ছা পূরণ করতে হবে। এই প্রকারে শরীরধারণ, অর্থস্য মানে দ্রব্যের ধারণ অর্থাৎ সঞ্চয় এবং প্রাণধারণ মুখ্যতঃ হবে গুরুর জন্য আর গৌণতঃ নিজের জন্য। যদি নিজের শরীরপাতে গুরুর হিত হয় তা হলে শরীরপাত করতে হবে। নিজের ভোগের জন্য শরীর-ধারণ করবে না, এইটি হল ভাবার্থ। অর্থ এবং প্রাণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা জ্ঞাতব্য। ৭৪।

ধর্মান্তরমাহ—

এতদুক্তকরণম্ ॥ ৭৫ ॥

এতদুক্তং গুরূক্তং নীচকার্যমপি অভিমানমুৎসৃজ্য কার্যম্ ॥ ৭৫ ॥

অন্য ধর্ম বলছেন—

গুরু যা করতে বলবেন তাই করতে হবে ॥ ৭৫ ॥

এতদ্গুক্তং মানে গুরু দ্বারা উক্ত। গুরু করতে বললে নীচ কাজও অভিমান ত্যাগ ক'রে করতে হবে। ৭৫।

অপরীক্ষণং তদ্বচনে ব্যবস্থা ॥ ৭৬ ॥

তদ্বচনে গুরুলক্ষণবিশিষ্টগুরুবচনং স্ববুদ্ধ্যা ন পরীক্ষয়েৎ, সদসদ্বেতি ন বিচারয়েৎ। ব্যবস্থা অয়ং সর্বতন্ত্রার্থবিৎ অন্যথা ন বদিষ্যতি, কিং তু শাস্ত্রযুক্তমেব বদিষ্যতি ইতি নিশ্চয়ং কুর্যাৎ ॥ ৭৬ ॥

গুরুবাক্য পরীক্ষা না করা ব্যবস্থা ॥ ৭৬ ॥

তদ্বচনে পদের তাৎপর্য হল গুরু যদি শাস্ত্রোক্ত সদ্গুরুর লক্ষণবিশিষ্ট হন তা হলে তাঁর বাক্য নিজের বুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করতে নেই, তা সৎ কি অসৎ তা বিচার করতে নেই। এটি যে ব্যবস্থা তা এই জেনে কৃতনিশ্চয় হতে হবে যে সর্বশাস্ত্রবিদ্ গুরু যা শাস্ত্র সম্মত তাই বলবেন, অন্যরূপ কিছু বলবেন না। ৭৬।

সর্বথা সত্যবচনম্ ॥ ৭৭ ॥

সর্বথা সঙ্কটেঽপি। যদ্বা—সর্বথা সহসা সঙ্কটমন্তরেত্যর্থঃ। তেন সঙ্কটে বিবাহাদৌ অনৃতাভ্যনুজ্ঞা স্মৃতিপ্রাপ্তা[১] ন বাধিতা জ্ঞেয়া ॥ ৭৭ ॥

সর্বথা সত্যকথা বলতে হবে ॥ ৭৭ ॥

সর্বথা মানে সঙ্কটকালেও। অথবা সর্বথা মানে অতর্কিত সঙ্কট ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে। এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে বিবাহাদি সঙ্কটে মিথ্যাভাষণের যে-অনুজ্ঞা স্মৃতিশাস্ত্রে রয়েছে তা সূত্রের দ্বারা বাধিত হয় না, তা জানা যায়। ৭৭।

১। যথা—

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি।।

মৎস্যপুরাণম্, ৩১।১৬

—রাজন্, নর্ম্মবচন, স্ত্রীলোকের সহিত রহস্যবচন, বিবাহকালে বচন, প্রাণনাশ এবং সর্বস্ব অপহরণের ক্ষেত্রে বচন ধর্ম নষ্ট করে না। এই পঞ্চ ক্ষেত্রে মিথ্যা পাপজনক নয়।

অন্যত্র—

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্বৈরবাক্যং ন চ মৈথুনার্থে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥

দ্রঃ প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ, ৩২৬

—নর্ম্মবচন, পরিহাসবচন, মৈথুনার্থ বচন ধর্ম নষ্ট করে না; প্রাণনাশ এবং সর্বস্ব অপহরণের ক্ষেত্রেও কোনো বচন ধর্ম নষ্ট করে না। এই পঞ্চ ক্ষেত্রে মিথ্যা পাপজনক নয়।

পরদারধনেষ্বনাসক্তিঃ ॥ ৭৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ৭৮ ॥

পরদার ও পরধনে অনাসক্তি ॥ ৭৮ ॥

অর্থ স্পষ্ট। ৭৮।

ধর্মান্তরমাহ—

স্বস্তুতিপরনিন্দামর্মবিরুদ্ধবচনপরিহাসধিক্কারাক্রোশত্রাসনবর্জনম্ ॥ ৭৯ ॥

স্বস্তুতিপরনিন্দে প্রসিদ্ধে। "দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং প্রত্যেকং সম্বধ্যতে" ইতি ন্যায়েন বিরুদ্ধপদোত্তরবৃত্তিবচনশব্দস্য স্তুতৌ নিন্দায়াং মর্মণি চান্বয়ঃ। ইত্থং চ স্তুতিবচনং নিন্দাবচনং মর্মবচনং বিরুদ্ধবচনং চেতি ফলিতম্। মর্মবচনং গূঢ়দোষপ্রকাশকশব্দঃ। বিরুদ্ধবচনং তব মরণং ভূয়াৎ ইত্যাদিরূপং শ্রবণ-কটুবচঃ। পরিহাসো হেলনং, দরিদ্রং দৃষ্ট্বা ত্বং মহারাজঃ ভব কিঙ্করাঃ বয়ং স্মঃ ইত্যাদ্যাক্ষেপরূপম্। ধিক্কারস্তু তুচ্ছীকরণম্। আক্রোশঃ রোদনাদি। ত্রাসনং পরস্য ভয়জনকং, ইদানীং তব শিরশ্ছেদনং করোমি ইত্যাদিরূপম্। উক্তানাং অমীষাং বর্জনং কার্যম্ ॥ ৭৯ ॥

অপর ধর্ম বলছেন—

আত্মপ্রশংসাবচন, পরনিন্দাবচন, মর্মবচন, বিরুদ্ধবচন, পরিহাস, ধিক্কার, আক্রোশ, ত্রাসন এই সব বর্জন করতে হবে ॥ ৭৯ ॥

স্বস্তুতি ও পরনিন্দার অর্থ প্রসিদ্ধ। দ্বন্দ্বসমাসান্তে শ্রূয়মাণ শব্দ দ্বন্দ্বসমাসের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই ন্যায় অনুসারে বিরুদ্ধ এই পদের পরবর্তী বচনশব্দের অন্বয় হবে স্তুতি-নিন্দা ও মর্ম-পদের সঙ্গেও। এই প্রকারে পাওয়া গেল স্তুতিবচন, নিন্দাবচন, মর্মবচন ও বিরুদ্ধবচন। মর্মবচনং মানে গূঢ়দোষপ্রকাশক বাক্য। বিরুদ্ধবচনং মানে তুমি মর ইত্যাদি শ্রুতিকটু বাক্য। পরিহাস মানে হেলা অর্থাৎ অবজ্ঞা। যেমন দরিদ্রকে দেখে 'তুমি মহারাজ, আমরা তোমার কিঙ্কর' ইত্যাদি কঠোর বচন। ধিক্কার মানে তুচ্ছতাচ্ছিল্য-করণ। আক্রোশ মানে রোদনাদি। ত্রাসন মানে পরকে ভয় দেখান। যেমন, এখন তোমার শিরশ্ছেদ করব, এই ধরণের। উক্ত সব বর্জন করতে হবে। ৭৯।

এবং সাময়িকধর্মেষু অত্যন্তং আবশ্যকং মুখ্যং ধর্মমাহ—

প্রযত্নেন বিদ্যাহংহরাধনদ্বারা পূর্ণখ্যাতিসমাবেশনেচ্ছা চেত্যেতে সাময়িকাচারাঃ ॥ ৮০ ॥

প্রযত্নেন সাবধানেন জিতেন্দ্রিয়েণেতি যাবৎ। শ্রীবিদ্যাঽঽরাধনদ্বারা প্রাক্‌প্রপঞ্চিতামপূর্ণখ্যাতিং ব্যুদস্য পূর্ণখ্যাতিঃ জীবস্য স্বতস্‌সিদ্ধা যা পূর্ণখ্যাতিঃ সা প্রকটা ভবতীত্যাকারিকা ইচ্ছা তাং সদা কুর্যাৎ। এতে ইচ্ছাঽন্তা নিরূপিতা ধর্মাঃ সাময়িকাঃ সময়ে কুলশাস্ত্রমর্যদায়াং বর্তমানাঃ, তে কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিতা উপাসকধর্মা ইতি যাবৎ ॥ ৮০ ॥

এই প্রকার সাময়িকধর্মের মধ্যে অত্যন্ত আবশ্যক যে মুখ্য ধর্ম সেটি বলছেন—

বিশেষ যত্নসহকারে শ্রীবিদ্যার আরাধনা দ্বারা পূর্ণখ্যাতি সমাবেশে[১] ইচ্ছা করতে হবে। এই সব হল সাময়িকাচার ॥ ৮০ ॥

প্রযত্নেন মানে সাবধানে, জিতেন্দ্রিয়তার সহিত। শ্রীবিদ্যার আরাধনা দ্বারা পূর্বকথিত অপূর্ণখ্যাতি নিরাকরণ করতঃ পূর্ণখ্যাতি অর্থাৎ জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে-পূর্ণখ্যাতি তা প্রকটিত হবে এইরূপ ইচ্ছা সর্বদা করতে হবে। এই ইচ্ছা পর্যন্ত যে-সব ধর্ম নিরূপিত হল তা সাময়িকধর্ম। সাময়িকাঃ মানে সময়ে অর্থাৎ কুলশাস্ত্রমর্যাদায় বর্তমান। সাময়িক ধর্ম মানে কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিত উপাসক ধর্ম। ৮০।

পূর্বোক্তান্ ইচ্ছাঽন্তান্ আচারান্ কণ্ঠরবেণোক্ত্বা গ্রন্থবিস্তরভয়াৎ শেষধর্মান্ শাস্ত্রান্তরোক্তান্ গ্রাহ্যত্বেন অতিদিশতি—

পরে চ শাস্ত্রানুশিষ্টাঃ ॥ ৮১ ॥

যে পূর্বোক্তাঃ তেভ্যঃ পরে অন্যধর্মাঃ তে শাস্ত্রে তন্ত্রান্তরে অনুশিষ্টাঃ তেঽপি গ্রাহ্যাঃ ইতি শেষঃ ॥

১। এ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"দেহাবচ্ছিন্ন জীব অপূর্ণ, এই অপূর্ণতাজ্ঞানের নাম অপূর্ণখ্যাতি। এই অপূর্ণখ্যাতিতে 'ইদং' অর্থাৎ জগৎ এবং 'অহং' অর্থাৎ জীব, এই উভয়ের ভেদজ্ঞান বর্তমান থাকে। জগৎ শিবময়, শিবের বাহিরে জগতের কোনো পদার্থের অস্তিত্ব নাই, আমিই সেই পরিপূর্ণ শিব, এইরূপ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের নাম পূর্ণখ্যাতি"—কৌলমার্গ রহস্য, পৃঃ ২৩৯। পাদটীকা।

এ সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন—"সপ্তম অনবস্থ উল্লাসের অধিকারী সাধকই পূর্ণখ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন। প্রৌঢ় উল্লাস পর্যন্ত সময়াচার। সময়াচারী সাধক পূর্ণখ্যাতি সমাবেশনেচ্ছার অধিকারী। তিনি 'আমি যেন পূর্ণখ্যাতি লাভ করতে পারি' এইরূপ অভিলাষ সর্বদাই মনে জাগরূক রাখিবেন, তাহা হইলে অনুকূল ব্যাপারে সর্বদা যত্ন থাকিবে।"—ঐ, পৃঃ ২৩৯-৪০, পাদটীকা।

তন্ত্রান্তরাৎ গ্রাহ্যধর্মপরিগণনম্

তে চ ধর্মাঃ তন্ত্রান্তরে প্রসিদ্ধাঃ সংগৃহ্যন্তে—

অশোকপুষ্পিতবৃক্ষকোকিলমাংসকুলশাস্ত্রপুস্তকানাং দর্শনে নমনম্ ॥

ন নগ্নাং স্ত্রিয়মীক্ষেত ক্রূররূপীং প্রকটস্তনীম্ ।
দৃষ্ট্বা তু বিকৃতাং বাঽপি নোপহাসং সমাচরেৎ ॥
যোষিতামপ্রিয়ং নৈব কুর্যাৎ কার্যং প্রিয়ং সদা ।
ন স্বপেৎ কুলবৃক্ষাধঃ তৎপত্রে নৈব ভোজনম্ ॥
বৃথা ছেদং ন কুর্যাচ্চ নমস্কুর্যাচ্চ দর্শনে ।
শপথং নৈব কুর্বীত কার্যে ক্বাপি সমুত্থিতে ॥

ইত্যেবংরূপাঃ । তানপ্যনুতিষ্ঠেৎ । ইত্যুক্তাঃ সময়াচারাঃ ॥

অথ প্রসঙ্গাৎ যদ্বচনং মুখ্যত্বেন পুরস্কৃত্য অন্যানি প্রমাণানি তদুপোদ্বলত্বেন স্বীকৃত্য তন্ত্রান্তরস্পর্শস্ত্যক্তঃ তদ্বচনং ত্রিপুরারহস্যে—

ক্বচিত্তন্ত্রেষু বিস্তারঃ ক্বচিত্তন্ত্রেষু সংগ্রহঃ ।
একং তন্ত্রং সমাশ্রিত্য সম্যক্ কর্মকৃতে তথা ॥
সর্বং তেন কৃতং রাম তচ্চ শ্রীগুরুমার্গতঃ ।
তন্ত্রানুক্তং সূচিতং চ তথাঽন্যেষ্বতিদূষিতম্ ॥
অকৃতং যৎ কর্ম রাম বিকল্পেন বিবর্জিতম্ ।
তদন্যস্মাদুপাদেয়ং এষ শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ ইতি ॥

অস্মিন্ বচনে তন্ত্রান্তরাৎ গ্রাহ্যাণাং পরিগণনং কৃতম্ । সূচিতং যথা—যোঢ়াচক্রে ন্যসেৎ । এতাবৎসূচনয়া যোঢ়াচক্রন্যাসানুষ্ঠানক্রমঃ তন্ত্রান্তরাৎ গ্রাহ্যঃ । তথা যদকরণে তন্ত্রান্তরে অতিনিন্দা শ্রূয়তে তদপি কস্যচিৎ অঙ্গভূতম্, পরপ্রয়োগোঽনন্তঃ, ন স্বতন্ত্রম্, তদপি পরতন্ত্রাৎ গ্রাহ্যম্ । এতদ্বিস্তরঃ প্রপঞ্চিতঃ প্রাক্ শ্রীক্রমে ।

তদুদাহরণরূপাণি সূত্রানুযায়িভিঃ কানি কানি কর্তব্যানি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সূত্রানুযায়িনাং আবশ্যকং পরতন্ত্রস্থমুচ্যতে—

নিত্যং রহস্যনামসহস্রপাঠঃ । তদপাঠে নিন্দা অতীব শ্রূয়তে । তৎ দর্শিতং প্রাক্ ॥

এবং দীক্ষিতস্য মৃতস্যান্ত্যেষ্টিঃ তন্ত্রপ্রতিপাদিতা আবশ্যকী—

অন্ত্যেষ্টিবিধিনা হীনো মণ্ডলস্থো ন জায়তে ॥

ইতি তন্ত্রে নিন্দাশ্রবণাৎ পূর্বোক্তত্রিপুরারহস্যোদাহরণরূপত্বাৎ ॥

অন্ত্যেষ্টিবিধিঃ

অন্ত্যেষ্টিবিধিস্ত্রিকূটারহস্যে—

ঈশ্বর উবাচ—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি বিধিমন্ত্যেষ্টিসংজ্ঞিতম্ ।
অবশ্যং তৎ সাধকো বৈ কুর্যাৎ গুর্বাদিষু প্রিয়ে ॥ ১
অন্ত্যেষ্টিবিধিনা হীনো মণ্ডলস্থো ন জায়তে ।
তস্মাৎ কুর্যাৎ প্রযত্নেন চান্ত্যেষ্টিবিধিমুত্তমম্ ॥ ২
যস্য ন ক্রিয়তে দেবি ন দীক্ষাকুলমশ্নুতে ।
নৈব কৃতা অন্ত্যেষ্টিবিধিং কৌলশ্রাদ্ধে ন চার্হতা ॥ ৩
সৃতকান্তে তদাদ্যে বা মাসে বর্ষেঽপি বা শিবে ।
অন্ত্যেষ্টিমেবং কুর্বীত মণ্ডলান্তর্গতায় বৈ ॥ ৪
যস্যান্ত্যেষ্টির্ন ক্রিয়তে প্রমাদেনাপি হেতুতঃ ।
তন্নাম্না মূলমযুতং জপ্ত্বা শ্রাদ্ধং ততশ্চরেৎ ॥ ৫
ন জ্ঞায়তে যস্য নাম তস্য শ্রাদ্ধবিধৌ শিবে ।
মানবৌঘাদ্যনাম্না তু সর্বং দেবি সমাচরেৎ ॥ ৬
মৃতেঽহ্নি পর্বসু তথা তীর্থশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ।
উপাসকো হি তদ্বংশ্যো বীরত্বং গচ্ছতীশ্বরি ॥ ৭
বাহ্যসংস্কারযোগেন প্রেতত্বাচ্চ বিমুক্তিতঃ ।
মণ্ডলান্তঃপ্রবেশার্থমন্ত্যেষ্টিং তু সমাচরেৎ ॥ ৮
একান্তে তু শুচৌ দেশে সঙ্কল্প্যোদঙ্মুখঃ শিবে ।
আচার্যং চাপি ব্রহ্মাণং বৃণুয়াৎ তত্র শক্তিতঃ ॥ ৯
আচার্যস্তু সমর্চ্যাথ নৈবেদ্যান্তে বিধানতঃ ।
হস্তসম্মিতবেদ্যাং তু সিন্দূররজসা লিখেৎ ॥ ১০
শ্রীযন্ত্রং তত্র চাবাহ্য দেবতাং শক্তিতো যজেৎ[১] ।
বিতস্তিসম্মিতাং তত্র কুশপুত্তলিকাং ন্যসেৎ ॥ ১১
অবাক্‌শীর্ষং তত্র বীরং নাম্নাঽঽবাহ্য বিধানতঃ ।
আগচ্ছ বীরপুরুষ তিষ্ঠ চাত্র কৃতক্ষণঃ ॥ ১২
বিনিযুক্তো ময়া পশ্চাৎ পরং ধাম প্রপৎস্যসি ।
মণ্ডলেষু নিবিষ্টঃ সন্ ভুবনেষু চিরং স্থিতঃ ॥ ১৩

১। জপেৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

নির্বৃত্তিং পরমাং প্রাপ্য যাহি তৎ পরমং পদম্ ।
এতজ্জপিত্বা তৎকর্ণে ন্যসেৎ তস্মিন্ ষড়ঙ্গকম্ ॥ ১৪
তন্মাত্রাকর্ষিণীঃ পঞ্চ শ্রোত্রাদিষু তু বিন্যসেৎ ।
হৃদি চিত্তাকর্ষিণীং তু মূর্ধ্নি কালীং তু বীজতঃ ॥ ১৫
মর্মকৃন্তনিকাং কণ্ঠে চাঙ্কুশাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রকে ।
প্রাণাকর্ষিণিকাং আং হ্রীং মুখে কৃত্বা তু বিন্যসেৎ ॥ ১৬
ততস্তু মন্ত্রং সংশ্রাব্যং নিষ্প্রাণং তু বিলাপয়েৎ[১] ।
কালধর্মং তু সংপ্রাপ্য ন ক্লেশং প্রাপ্তুমর্হসি ॥ ১৭
ন তে মৃত্যুঃ শিবো যস্মাৎ সাক্ষাৎ ত্বং বহুশক্তিমান্
স্বশক্ত্যা স্বস্বরূপস্য গোপনারূপয়া ননু ॥ ১৮
স্বাতন্ত্র্যাখ্যমহাশক্ত্যা পশুত্বং প্রাপ্তবানসি ।
গুরোর্বাক্যং স্মর ক্ষিপ্রং ভব শ্রীশিবরূপকঃ ॥ ১৯
দেহাশ্রিতাৎ সমুৎক্রম্য সর্বকর্তৃত্বমাপ্নুহি ।
শিবাগ্নৌ দেহসংস্কারং ততঃ সঙ্কল্পয়েচ্ছিবে ॥ ২০
পাদজানূরুনাভীষু হৃৎকণ্ঠমুখলোচনে ।
মূর্ধ্নি বিন্যস্য চক্রেশীং মন্ত্রং চক্রাত্মকং স্মরন্ ॥ ২১
সম্পূজ্য চ বিশেষার্ঘ্যাৎ তন্নাম্না তর্পয়েৎ ত্রিধা ।
পার্শ্বে মৃতাগ্নিং সংস্থাপ্য যন্ত্রাদ্দেবীং সমাবহেৎ ॥ ২২
সম্পূজ্য তু বিশেষার্ঘ্যাৎ ত্রিধা সন্তর্প্য বৈ ততঃ ।
পলাশসমিধা মূলেনাষ্টোত্তরশতং হুনেৎ ॥ ২৩
ঘৃতেন স্রুচমাপূর্য বীরং তত্র তু নিক্ষিপেৎ ।
দক্ষপাদং দদোত্তানং স্রুবেণাচ্ছাদয়েৎ ততঃ ॥ ২৪
গৃহীত্বোত্থায় তদ্ধস্তে বৌষডন্তে হুনেৎ ততঃ ।
পরাশক্তিস্বরূপস্য মৃতবহ্নের্মহামুখে ॥ ২৫
পূর্ণাহুতিং প্রদাস্যামি তন্নাম কথয়েৎ ততঃ ।
পশ্চাৎ তস্য তু বীরস্য পূর্ণতাপ্রাপ্তিহেতবে ॥ ২৬
ত্বং বীরাগ্নৌ হুতোঽস্মিন্ বৈ মলং ভৌতিকরূপকম্ ।
কার্মং মানসমপ্যেবং মায়িকং চান্তরং তথা ॥ ২৭
আণবং চ বিসৃজ্যাগ্নৌ ধূমমার্গেণ চাথবা ।
তেজোমার্গেণোর্ধ্বলোকং প্রাপ্তং তে পরং পদম্ ॥ ২৮

১। বিভাবয়েৎ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পুনরাবৃত্তিরহিতং ব্রজ মন্ত্রপ্রভাবতঃ।
মূলং চ পাদুকামুক্ত্বা তত্রাগ্নৌ তদ্বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২৯
তৎ সঙ্খ্যয়াঽষ্টৈর্হুত্বা হোমতন্ত্রং সমাপয়েৎ।
সম্পূজ্য সাময়িকান্ পশ্চাদাচার্যাদীন্ বিসর্জয়েৎ ॥ ৩০
পুনর্দিনদ্বয়ং দেবি গুর্বাদিদ্বারতোঽর্চয়েৎ।
কুর্যাচ্ছ্রাদ্ধং চতুর্থেঽহ্নি দেবি মণ্ডলমেলনম্ ॥ ৩১
বীরপাত্রং চ সংস্থাপ্য বিশ্বান্ দেবান্ প্রপূজয়েৎ।
পিতামহাদিত্রিতয়ং বীরং প্রত্যঙ্‌মুখং যজেৎ ॥ ৩২
ত্রিকোণং মণ্ডলং তস্য জলমুৎসৃজ্য বৈ ততঃ।
অদ্যপ্রভৃত্যয়ং বীরো মণ্ডলত্রয়মধ্যগঃ ॥ ৩৩
তেন মিত্রেশতাং প্রাপ্তো বিহরেচ্ছ যথাসুখম্।
পঠেন্নেবং বীরপাত্রং পিতৃপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৩৪
ততো মিত্রেশরূপায় পিত্রে চেতি পুনর্হুনেৎ।
সর্বত্র ক্রমতো দেবি বৃদ্ধে তু ত্রিতয়াত্মনা ॥ ৩৫
পিত্রাদীনাং চতুর্ণাং তু ততঃ পূজাং সমাচরেৎ।
স পৃথগ্বীরশব্দেন সর্বমেবং সমাপয়েৎ ॥ ৩৬
এষোঽন্ত্যেষ্টিবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥ ৩৭

ইত্যন্ত্যেষ্টিমূলং দর্শিতম্ ॥

অথাস্যৈব সংক্ষেপেণ ভাবং দর্শয়ামি—দীক্ষিতা মৃতা বাহ্যসংস্কারবিহীনবীরদৃতাঃ বাহ্যসংস্কারেণ সংস্কৃতা বীরাঃ, বাহ্যসংস্কারেণ সংস্কৃতা উক্তসংস্কারসংস্কৃতা মণ্ডলান্তঃপ্রবিষ্টা ইতি তন্ত্রশাস্ত্রপ্রসিদ্ধিঃ। বাহ্যসংস্কারমন্তরা নেদং কর্ম ॥ ১-৩ ॥

সূতকান্তে সপিণ্ডীকরণান্তে, তদুত্তরমেব বীরত্বপ্রাপ্তেঃ ॥ ৪-৮ ॥

আচার্যব্রহ্মোভয়বরণাশক্তৌ আচার্যস্যৈব বরণমিত্যাহ—শক্তিত ইতি ॥ ৯ ॥
নৈবেদ্যান্তে আবরণপূজোত্তরনৈবেদ্যান্তে ॥ ১০ ॥

শ্রীচক্রদেবতাঽঽবাহনোত্তরং যথাবিভবং পূজা কার্যেত্যাহ—শক্তিতো যজেদিতি। তত্র নির্মিতশ্রীযন্ত্রে। কুশপুত্তলিকাং কুশপুরুষম্ ॥ ১১ ॥
নাম্না অমুকানন্দনাথং বীরং নমঃ। অজ্ঞানে গগনানন্দনাথং বীরমিতি ॥ ১২-১৪ ॥

তন্মাত্রাকর্ষিণীঃ শব্দাকর্ষিণ্যাদয়ঃ পঞ্চ শ্রোত্রাদিপঞ্চসু জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু। বীজতঃ কালীবীজোত্তরং ক্রীং কাল্যৈ নম ইতি ॥ ১৫ ॥

অঙ্কুশাৎ ক্রোং এতদুত্তরং মর্মকৃন্তিন্যৈ নম ইতি। আং হ্রীং প্রাণাকর্ষিণ্যৈ নম ইতি ॥ ১৬ ॥

শ্রাব্যমন্ত্রশ্চ কালধর্মমিত্যাদিঃ ॥ ১৭-২১ ॥

তন্নাম্না অমুকানন্দনাথায় বীরায় নমঃ। ষোড়শপঞ্চান্যতমোপচারৈরভ্যর্চ্য অন্তে দেবতানাম দ্বিতীয়ান্তং তর্পয়ামীতি পঠিত্বা বিশেষার্ঘ্যেণ তর্পয়েৎ। বেদ্যাঃ পার্শ্বে হোমপ্রকরণোক্তবিধিনা বিবাহান্তে মরণসংস্কারেণাপি সংস্কৃতমগ্নিং সংস্থাপ্য যন্ত্রাৎ কল্পিতযন্ত্রস্থাং অগ্নৌ দেবীমাবাহয়েৎ ॥ ২২ ॥

সম্পূজ্য পঞ্চোপচারৈঃ তাং সন্তর্প্য ॥ ২৩ ॥

ঘৃতেন স্রুচং সম্পূর্য হবিষঃ স্থানে স্রুচৈব বীরং নিক্ষিপ্য ॥ ২৪-২৯ ॥

তৎসংখ্যয়া সমিৎসংখ্যয়া। মূলেনৈব হোমতন্ত্রং সমাপয়েৎ ইতি। অনেন হোমপ্রকরণোক্তোত্তরাঙ্গপ্রাপ্তিঃ ॥ ৩০ ॥

কুর্যাচ্ছ্রাদ্ধমিতি নাম্না কৌলশ্রাদ্ধীয়যাবদ্ধর্মাতিদেশঃ। মণ্ডলমেলনশ্রাদ্ধমিত্যস্য নাম। অত্র বিশ্বেদেবা বীরাঃ। বীরাৎ প্রাক্তনাস্ত্রয়ঃ পুরুষাশ্চ দেবতাঃ। বীরাৎ প্রাক্ পুরুষা অপি তান্ত্রিকান্ত্যেষ্টিসংস্কৃতা যদি স্যুঃ, তর্হি মিত্রেশাদিস্বরূপতা-প্রাপ্তিসিদ্ধয়ে একৈকোদ্দেশেন মণ্ডলপ্রবেশলাভায় অন্ত্যেষ্টিপ্রতিনিধিভূতং অযুতং মূলং জপ্ত্বা পশ্চাৎ বীরং সংস্কৃত্য মণ্ডলমেলনশ্রাদ্ধং কুর্যাৎ। দীক্ষিতবংশগ্রহণাৎ অদীক্ষিতস্যাপি তদ্বংশ্যস্য মুখ্যং প্রতিনিধিরূপং বা ইদং কর্ম ভবতি ॥ ৩১ ॥

অথ কৌলশ্রাদ্ধাদ্যো বিশেষঃ তমাহ—বীরপাত্রমিত্যাদিনা। বীরস্য পূজা প্রত্যঙ্মুখস্য পূজনং বিশেষঃ ॥ ৩২ ॥

বীরস্য পাদ্যমণ্ডলং ত্রিকোণং, তথা তৎপাত্রাসাদনমণ্ডলমপি। পিতৃপাত্রা-সাদনানন্তরং বীরপাত্রসাদনং তদ্দক্ষিণতঃ। অত্র ব্রাহ্মণপঞ্চকং সতি সম্ভবে। অশক্তৌ ত্রয়ং—বিশ্বেদেবার্থমেকঃ, পিতামহাদ্যর্থমেকঃ, বীরার্থমেকঃ। কৌল-শ্রাদ্ধবৎ পাত্রহবনম্। বীরস্যাপি কৌলশ্রাদ্ধে "সংবিন্ময়ে" ইত্যারভ্য "তত্তবে-চ্ছিবং" ইত্যন্তেন বিহিতো যো জলোৎসর্গঃ তদনন্তরং "অদ্যপ্রভৃতি" মন্ত্রপঠনে বীরপাত্রস্থং কুলদ্রব্যং পিতৃপাত্রে ক্ষিপেৎ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বীরস্য প্রথমহবনং দীপান্তপূজোত্তরং, পাত্রসমর্পণমপি অমুকায় বীরায় স্বাহেতি। তদূর্ধ্বং বীরপদং ত্যক্ত্বা মিত্রেশরূপায় স্বাহেতি পঠেৎ। পিতামহে ষষ্ঠীশরূপায়, প্রপিতামহে ও (উ) ড্ডীশরূপায়, বৃদ্ধপ্রপিতামহে মিত্রেশ-ষষ্ঠীশ-ও (উ) ড্ডীশরূপায় ইতি পঠেৎ। ক্রমস্তু পূর্ববৎ। অস্মিন্ শ্রাদ্ধে ইদং দ্বিতীয়ং হবনম্ ॥ ৩৫ ॥

শেষং ইতঃ পরং কৌলশ্রাদ্ধবদাসমাপ্তি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

কৌলশ্রাদ্ধবিধিঃ

অথ কৌলশ্রাদ্ধধর্মাণাং অত্রাতিদিষ্টত্বাৎ তজ্জ্ঞানায় কৌলশ্রাদ্ধবিধিরুচ্যতে। সোঽপি রুদ্রযামলান্তর্গতদেবীরহস্যে পঞ্চষষ্টিতমে পটলে অস্তি—

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি কৌলশ্রাদ্ধবিধিং তথা।

ইতি পার্বতীপ্রশ্নে ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যস্য স্মরণ[১]মাত্রেণ দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥
কৌলশ্রাদ্ধমকৃত্বা তু চান্যৈঃ শ্রাদ্ধসহস্রকৈঃ।
নৈব তৃপ্তির্ভবেদ্দেবি পিতৄণাং পরমেশ্বরি ॥ ২ ॥
মৃতাহে তদ্দ্বিতীয়ে বা কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুচিঃ।
চতুরো ব্রাহ্মণান্ দ্বৌ বা দীক্ষাযুক্তান্ নিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩ ॥
সঙ্কল্প্যাথ বিশেষার্ঘ্যপুরতঃ পাত্রযুগ্মকম্।
বিশ্বেষাং চৈব দেবানাং পিতৄণাং চ ক্রমাচ্ছিবে ॥ ৪ ॥
আবৃত্তিং পূজ্য নৈবেদ্যং কৃত্বা শক্তিং প্রপূজ্য চ।
চর্যানাথস্বরূপান্ বৈ বিশ্বান্ দেবাংস্তু পূজয়েৎ ॥ ৫ ॥
মিত্রেশাদিস্বরূপাংশ্চ পিতৄন্ সম্পূজয়েৎ ক্রমাৎ।
ব্যষ্ট্যা বাঽথ সমষ্ট্যা বা পূর্বোত্তরমুখান্ শিবে ॥ ৬ ॥
আসনাবাহনে কৃত্বা প্রার্থয়েত্তু কৃতাঞ্জলিঃ।
বিশ্বেদেবাঃ স্বাগতং বো যজ্ঞেঽস্মিন্ স্থীয়তাং ক্ষণম্ ॥ ৭ ॥
সাবধানেন মনসা স্বীকুর্বন্তু সভাজনম্।
চতুরস্রে তথা বৃত্তে মণ্ডলে পূজ্য পাদয়োঃ ॥ ৮ ॥
ক্ষালনং বাঽথ সামান্যাদর্ঘ্যাদর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
আচময্যৈতান্ বস্ত্রাদিদীপান্তেন পিতৄন্ যজেৎ ॥ ৯ ॥
স্বাহাঽন্তনাম্না তৎপাত্রাৎ তেভ্যঃ পাত্রং প্রকল্পয়েৎ।
পূর্ববন্মণ্ডলং কৃত্বা পূজ্য ভোজনপাত্রকম্ ॥ ১০ ॥
পরিবেষ্যাভ্যুক্ষ্য তদ্বৈ দত্ত্বা হস্তে তথোদকম্।
সংবিন্ময়ে মহাপাত্রে আনন্দময়ভোজ্যকম্ ॥ ১১ ॥
ভোক্তা ত্বং পুরুষঃ সাক্ষী মহাশক্তির্মহেশ্বরঃ।
সর্বমন্নং শক্তিময়ং ভোক্তা সাক্ষাৎ পরঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

১। শ্রবণ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

তস্মাৎ সর্বং শিবঃ সাক্ষাৎ ভোক্তা দাতা চ ভোজ্যকম্ ।
বিশ্বেদেবা দেবতা নো ভুঞ্জন্ত্বত্র মখে মম ॥ ১৩ ॥
যাবচ্ছক্যং তাবদিহ ভোক্তব্যং স্বস্থমানসৈঃ ।
পেয়ং খাদ্যং ভক্ষভোজ্যং সর্বং বস্তু সমর্পিতম্ ॥ ১৪ ॥
পিতৃণাং পরমানন্দহেতবে তত্ত্ববেচ্ছিবম্ ।
ইত্যেবং তোয়মুৎসৃজ্য পিতৃস্থানেঽপি চোৎসৃজেৎ ॥ ১৫ ॥
তত আপোশনং দত্ত্বা যথেষ্টং ভোজয়েৎ ততঃ ।
যথাসম্ভবপক্কাদ্যৈঃ তৃপ্তা যূয়ং ভবিষ্যথ ॥ ১৬ ॥
কুলদ্রব্যৈশ্চর্বণৈশ্চ পিতৃণাং শান্তিহেতবে ।
প্রার্থ্যৈবং ভোজনস্যান্তে প্রার্থয়েৎ পুনরেব চ ॥ ১৭ ॥
বিশ্বেদেবাশ্চ পিতরস্তৃপ্তাশ্চাস্মিন্ মহামখে ।
সর্বং সমিষ্টং সম্পন্নং ভবত্বত্র যথেপ্সিতম্ ॥ ১৮ ॥
উত্তরাপোশনং দত্ত্বা তথা তাম্বূলদক্ষিণাঃ ।
বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৄন্ দেবতারূপমাস্থিতান্ ॥ ১৯ ॥
নমঃ পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ পার্শ্বয়োরপি বো নমঃ ।
অনেন কৌলশ্রাদ্ধেন বিধিনা পিতৃমুখ্যকাঃ ॥ ২০
পরমং পদমাস্থায় ভুঞ্জন্ত্বেতে সুনির্বৃতাঃ ।
পরিক্রম্য নমস্কৃত্য চৈবং পশ্চাদ্বিসর্জয়েৎ ॥ ২১
যথাঽঽগতং চ পিতরো গচ্ছন্ত্বস্মান্মহামখাৎ ।
বিশ্বৈর্দেবৈশ্চ সহিতাঃ প্রসন্নাঃ সন্তু মে চিরম্ ॥ ২২
ততঃ সাময়িকান্ পূজ্য কর্ম দেব্যৈ সমর্পয়েৎ ।
ইত্যেবং কথিতো দেবি কৌলশ্রাদ্ধবিধিঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥ ইতি

অস্যাপি সংক্ষেপেণ গূঢ়মর্থং প্রকটয়ামি । শ্রাদ্ধসঙ্কল্পানন্তরং ব্রাহ্মণান্ বৃত্বা দ্বারপূজাঽঽদিসামান্যবিশেষার্ঘ্যপাত্রাসাদনোত্তরং বিশেষার্ঘ্যপুরতঃ অগ্রভাগে দেবীবিশেষার্ঘ্যপাত্রমধ্যে ইতি নিষ্কর্ষঃ । বিশেষার্ঘ্যপাত্রাসাদনপ্রকারেণ বিশ্বেদেবপাত্রং পিতৃপাত্রং চাসাদয়েৎ ॥ ৩-৪ ॥ ততঃ সুবাসিনীপূজাঽন্তপূজাশেষমনুষ্ঠায় একস্মিন্ বিপ্রে চর্যানাথস্বরূপান্ বিশ্বান্ দেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥৫॥ মিত্রেশস্বরূপং পিতরং ষষ্ঠীশস্বরূপং পিতামহং ও (উ) ড্ডীশস্বরূপং প্রপিতামহং প্রত্যেকব্রাহ্মণপক্ষে। একব্রাহ্মণপক্ষে মিত্রেশষষ্ঠীশোড্ডীশরূপান্ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহান্ ইত্যাবাহনং কৃত্বা, আসনং দত্ত্বা, উক্তমন্ত্রেণ প্রার্থ্য, বিহিতপাত্রমণ্ডলে পাদৌ প্রক্ষাল্য, সামান্যার্ঘ্যাদর্ঘ্যং দত্ত্বা, আচমনং দত্ত্বা, দীপান্তং যথাবিভবং বিশ্বান্ দেবান্ পিতৄংশ্চ পূজয়েৎ । পিতৃপদং দেবানামপ্যুপলক্ষকম্ ॥ ৬-৯

ততঃ চর্যানাথস্বরূপেভ্যঃ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ইতি বিশ্বদেবপাত্রং তদ্বিপ্রস্য অর্পয়েৎ। এবমেব পিত্রাদেরপি পাত্রসমর্পণম্। তে ত্বমন্ত্রমেব হোমং কুর্য্যুঃ, হোমমন্ত্রস্য স্বাহাঽন্তস্য শ্রাদ্ধকর্ত্রা পূর্বমেব পঠিতত্বাৎ। অমন্ত্রকহোম-নিষেধশাস্ত্রং সাময়িকপ্রকরণস্থং তত্রৈব বিশ্রান্তম্, নাত্র প্রবর্ততে। বস্তুতোঽত্র স্বাহাঽন্তমন্ত্রপাঠাৎ সামন্ত্রকং হবনম্। পাদ্যে দেবস্য চতুরস্রং পিতৃণাং বৃত্তমুক্তং প্রাক্। তত্তদ্দেবভোজনপাত্রাধঃ মণ্ডলম্ ॥ ১০-১৪

পিতৃস্থানে চোৎসৃজেৎ ইতি চকারেণ বিশ্বেদেবপাত্রস্যাপ্যুৎসর্গঃ সূচিতঃ। তত্র পিতৃস্থানে বিশ্বদেবপদপ্রক্ষেপঃ ॥ ১৫

শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৬-২৩

অন্ত্যেষ্টিকৌলশ্রাদ্ধয়োরাবশ্যকত্বম্

কৌলশ্রাদ্ধমপি সূত্রানুসারিণামাবশ্যকং, অকরণে নিন্দাশ্রবণাৎ। যদ্যপি ত্রিপুরারহস্যে "তথাঽন্যেঽবতিদূষিতং" ইতি শ্রবণাৎ—অন্ত্যেষ্টিকৌলশ্রাদ্ধয়োঃ নাতিদোষঃ শ্রূয়তে, অতিদূষিতং নাম পুনঃ পুনঃ অসকৃন্নিন্দাশ্রবণং, প্রকৃতে সকৃদেব নিন্দা শ্রূয়তে, রহস্যনামপাঠে নিন্দা ত্বসকৃৎ শ্রূয়তে, তদ্বদত্রাভাবাৎ–সূত্রানুযায়িনামনাবশ্যকমিতি প্রতিভাতি। অন্যথা অতিদূষিতমিত্যত্র অতিপদান-র্থক্যং স্যাৎ। তথাঽপি আপস্তম্বাদয়ঃ স্বসূত্রে অনুক্তং অন্যসূত্রোক্তং অন্যৎ কিমপি ন গৃহ্নন্তি, ভারদ্বাজোক্তং অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগং তু জগৃহুঃ। ততএব জ্ঞায়তে অন্ত্যেষ্টিসংস্কার আবশ্যক ইতি। তদ্বদত্রাপীত্যুন্নেয়ম্ ॥

কিং চ অতিদূষিতমিত্যস্য নাসকৃন্নিন্দাশ্রবণমর্থঃ। কিং তু অকরণে মহানিষ্ট-ফলসাধনত্বপ্রতিপাদনম্। তচ্চ প্রকৃতেঽপ্যস্তি। জন্ম প্রভৃতি উপাসনাসম্পা-দনং মণ্ডলে প্রবেশার্থম্। মণ্ডলং নাম পুনরাবৃত্তিরহিতঃ ব্রহ্মলোকাদপি বরিষ্ঠঃ ওঘত্রয়নিবাসাধারভূতঃ স্থানবিশেষঃ। অন্ত্যেষ্ট্যকরণে তল্লাভাভাবে মহাপুরুষার্থ-হানিসাধনত্বপ্রতিপাদনাৎ অতিদূষিতমিত্যবশ্যং অনুষ্ঠেয়ম্। এবমেব শ্রাদ্ধেঽপি। ইত্যলং ভূয়সা।

প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ

অথ বিহিতকর্মসু পুরুষদোষেণ অন্যথাভাবোঽবশ্যম্ভাবী। তদর্থং তৎ-প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষায়াং প্রায়শ্চিত্তং প্রসঙ্গাল্লিখ্যতে। তদুক্তং স্বতন্ত্রতন্ত্রে ত্রয়োদশ-পটলে—

দেব্যুবাচ—

দেবেশ শ্রোতুমিচ্ছামি নিত্যনৈমিত্তিকাদিষু।
প্রায়শ্চিত্তং তু সন্ধ্যাঽঽদিপূজাকর্মসু চ স্ফুটম্ ॥ ১

শ্রীভৈরব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্ ।
অঙ্গাঙ্গিভেদাৎ দ্বৈবিধ্যং কর্মণঃ পরমেশ্বরি ॥ ২
অঙ্গেঽপি দেবি দ্বৈবিধ্যং মুখ্যগৌণত্বভেদতঃ ।
গৌণাঙ্গলোপে মূলস্য দশধা জপতঃ শুচিঃ ॥ ৩
মুখ্যাঙ্গলোপে শতধা অঙ্গিলোপে পুনঃ ক্রিয়া ।
অঙ্গাঙ্গিভেদং দেবেশি শৃণু বিস্তরতঃ শিবে ॥ ৪
জপে ষড়ঙ্গন্যাসস্তু গৌণাঙ্গং পরিকীর্তিতম্ ।
ধ্যানমুষ্যাদিকং পূজা মুখ্যাঙ্গমিতি কথ্যতে ॥ ৫
সন্ধ্যায়াং মূলদেব্যর্ঘ্যে জপে চাঙ্গিত্বমিষ্যতে ।
মার্তাণ্ডবাগ্ভবাদ্যর্ঘ্যে মুখ্যাঙ্গত্বং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬
আকালমঙ্গিলোপে তু পুনঃ কর্ম ভবেদিহ ।
আপদ্যঙ্গস্য লোপে তু কালত্যাগেঽপি নাস্ত্যঘম্ ॥ ৭
সন্ধ্যাঽন্তরে তু সম্প্রাপ্তে শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ।
আশৌচদ্বিতয়ে দেবি প্রধানং মানসং চরেৎ ॥ ৮
পূজাঽঽদিকং সমানং বৈ বাহ্যমন্যেন কারয়েৎ ।
ক্ষয়াশৌচে দেবতায়া মণ্ডলে ন ব্রজেচ্ছিবে ॥ ৯
অজ্ঞানেন গতশ্চেদ্বৈ দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ।
তদ্দোষপরিহারার্থং পুনর্মণ্ডলমাচরেৎ ॥ ১০
দেবতাং পয়সা স্নাপ্য মূলাত্তর্পণমাচরেৎ ॥ ১১
পঞ্চবারং ঘৃতেনৈব হোমং কুর্যাদ্বরাননে ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ দেবতাশান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২
ত্রিরাত্রং সন্ধ্যয়া হীনঃ সহস্রং জপমাচরেৎ ।
অহোরাত্রমনশ্নন্ বৈ ততঃ শুদ্ধো ভবিষ্যতি ॥ ১৩
অষ্টরাত্রমসন্ধ্যো বৈ ত্রিরাত্রোপোষণাজ্জপাৎ ।
মাসেঽতীতে তু দেবেশি পতিতশ্চ বহিষ্কৃতঃ ॥ ১৪
মণ্ডলাদ্বাহ্যগঃ সর্বকর্মাযোগ্যো মহেশ্বরি ।
এষ এব জপে মার্গঃ মাসাদূর্ধ্বং পতত্যধঃ ॥ ১৫
পূজায়াং শৃণু দেবেশি ভেদমঙ্গাঙ্গিনোঃ স্ফুটম্ ।
আবৃত্তিগুরুনিত্যাঽর্চাসময়াম্নায়য়োরপি ॥ ১৬

পূজাত্রয়ং জপশ্চৈব প্রধানং পূজনে মতম্ ।
পাত্রসংস্থা পীঠপূজা বলিহোমস্তথৈব চ ॥ ১৭
অর্পণং দেহশুদ্ধিশ্চ মুখ্যাঙ্গং সংপ্রকীর্তিতম্ ।
শক্তিসাময়িকার্চাদি গৌণাঙ্গমিতি কথ্যতে ॥ ১৮
নিত্যকর্মণ্যঙ্গলোপে ন বৈগুণ্যং তু কর্মণঃ ।
কাম্যে তদেকদেশস্য লোপে বৈগুণ্যমেব হি ॥ ১৯
অঙ্গলোপে তু মূলেন তর্পণাষ্টকমুচ্যতে ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা মুখ্যাঙ্গে শৃণু পার্বতি ॥ ২০
শতধা তর্পণং জাপঃ সহস্রং বা স্মৃতং শিবে ।
ব্যত্যাসে কর্মণোঽপ্যেবমঙ্গাঙ্গেষু স্মৃতিঃ সকৃৎ ॥ ২১
অঙ্গং তন্ত্রেণ বা কুর্যাৎ কার্যকারণয়োর্বিনা ।
অন্তরে চ ন কুর্বীত ভিন্নার্থেষ্বপি চেশ্বরি ॥ ২২
বিন্দুতর্পণব্যত্যাসে প্রায়শ্চিত্তং শৃণু প্রিয়ে ।
মুখ্যাদ্গৌণার্পণে দেবি পুনস্তর্পণমাচরেৎ ॥ ২৩
মূলাষ্টকস্মৃতির্বাঽপি ব্যুৎক্রমে শৃণু পার্বতি ।
দেবতাং শঙ্খতোয়েন মূলেনাভ্যুক্ষ্য বৈ শিবে ॥ ২৪
পুষ্পাঞ্জলিং সমভ্যর্চ্য ত্রিঃ সন্তর্প্য চ প্রার্থয়েৎ ।
পুনর্যথোক্তং সন্তর্প্য জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ২৫
মুখ্যগৌণবিভেদং চ শৃণু দেবেশি তত্ত্বতঃ ।
মূলদেবীতর্পণাত্তু সর্বং গৌণং মহেশ্বরি ॥ ২৬
ততঃ পরং গুরোঃ পঙ্‌ক্তিং নিত্যামণ্ডলকে ততঃ ।
আবৃতিশ্চ ততো দেবী ক্রমাদ্গৌণং ভবেচ্ছিবে ॥ ২৭
এতদ্বিভেদমজ্ঞাত্বা যঃ কুর্যাৎ তর্পণং শিবে ।
তং ভৈরবীগণাঃ ক্রুদ্ধাঃ বিকুর্বন্তি পদে পদে ॥ ২৮
নবপাত্রে ব্যবস্থৈব সপ্তপাত্রেঽপি পার্বতি ।
পঞ্চপাত্রেঽপি তুল্যা স্যাৎ ত্রিপাত্রে মনসা স্মরেৎ ॥ ২৯
পাত্রদ্বয়ং তু প্রত্যক্ষপূজনেনৈব কারয়েৎ ।
আদ্যপ্রতিনিধির্যত্র তত্র পাত্রদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ৩০
তত্র দ্বয়াধিকং নৈব কার্যং পাত্রং সুরেশ্বরি ।
দ্রব্যপ্রতিনিধিং চাত্র প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে ॥ ৩১

আদ্যাভাবে তু ঘুটিকাসারযুক্তজলার্পণম্ ।
মন্ত্রয়ং চাষ্টগন্ধেন সমানঘুটিকা ভবেৎ ॥ ৩২
তদভাবে নারিকেলজং পাত্রে তু কাংস্যকে ।
তদভাবে তাম্রপাত্রে ক্ষীরং বাঽথ গুড়োদকম্ ॥ ৩৩
অথবা গন্ধতোয়েন পূজাং নৈব তু লোপয়েৎ ।
দ্বিতীয়ভেদং দেবেশি শৃণু সংযতমানসা ॥ ৩৪
পূর্বোক্তভেদান্যতমা পলাণ্ডুর্বাঽঽদ্রকং তু বা ।
প্রত্যক্ষাদ্যে দ্বিতীয়াদিপ্রত্যক্ষং দেবি যোজয়েৎ ॥ ৩৫
দ্রব্যপ্রতিনিধৌ দেবি তর্পণং কুসুমেন বৈ ।
স্বাত্মীকারাদিকং নাস্তি অক্ষতৈর্গুরুপূজনম্ ॥ ৩৬
সম্পূর্ণমন্ত্রপাঠেন স্বাত্মীকারং তু ভাবয়েৎ ।
পূর্ণপূজাং ভাবয়ন্ বৈ বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৭
ঘুটিকায়ামাদ্রর্কং স্যাৎ স্বাত্মীকারেঽপি[১] বিদ্যতে ।
তত্র পাত্রদ্বয়ং দেবি ন্যূনং নৈব তু কারয়েৎ ॥ ৩৮
শক্তিপূজা বিনা তত্ত্বশোধনং সম্ভবেচ্ছিবে ।
প্রত্যক্ষে তু ত্রিপাত্রং বৈ গৌণাৎ গৌণতরং ভবেৎ ॥ ৩৯
আনুকূল্যে ত্রিপাত্রাদি নৈব কর্তব্যমীশ্বরি ।
প্রত্যক্ষযুগ্মপাত্রং বৈ কৃত্বা শাপমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০
ক্বচিন্ময়ৈবোপদিষ্টঃ পরমাপত্তিকালিকঃ ।
তৃতীয়ভেদং দেবেশি প্রোক্তেষ্বন্যতমং স্মৃতম্ ॥ ৪১
বটিকা চণপিষ্টস্য বিজয়াযুক্তদাকৃতিঃ ।
মূলকং বা মহাদেবি পলাণ্ডুবধিকো বটিঃ ॥ ৪২
আর্দ্রকান্তং মূলকং স্যাৎ ক্ষীরাদৌ মন্ত্রসংজপঃ ।
প্রত্যক্ষতো দ্বিতীয়ে তু এতৎপ্রত্যক্ষমিষ্যতে ॥ ৪৩
দ্বিতীয়াদিকপর্যায়ং স্থাপয়েদষ্টদিক্ষ্বথ ।
অথবা মন্ত্রজাপো বৈ নিত্যং তুর্যং তু সর্বদা ॥ ৪৪
পঞ্চমে শৃণু দেবেশি দ্বৈবিধ্যং চোক্তমেব তে ।
আদ্যং তত্র কলৌ দেবি ত্রিসহস্রান্তমিষ্যতে ॥ ৪৫
দ্বিতীয়ং তু ভবেৎ দেবি স্বযোষিতি সুরেশ্বরি ।
অথবা লিঙ্গযোন্যোশ্চ কুসুমং তত্র যোজয়েৎ ॥ ৪৬

১। কারোঽপি ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে ।

কাশ্মীরপঙ্কে মূলেন শ্বেতচন্দনপঙ্ককম্ ।
সংযোজ্য যোজয়েৎ দেবি মূলাষ্টজপ এব বা ॥ ৪৭
দ্রব্যং সাক্ষাৎ পঞ্চমং তু দুর্লভং তু কলৌ যুগে ।
জিতেন্দ্রিয়াণাং ধীরাণাং যোগিনাং সুলভং ভবেৎ ॥ ৪৮
কদাচিচ্ছক্তিতঃ পূর্বং ক্ষোভে জাতে শিবস্য বৈ ।
শক্ত্যসন্তোষতো দেবি নাশমেতি স বৈ পুমান্ ॥ ৪৯
তস্মাৎ স্বস্যাং পরস্যাং বা অন্ত্যং নৈব সমাচরেৎ ।
প্রতিনিধ্যৈব কর্তব্যং কলৌ দেবি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫০
উপাসকো নু নিত্যং বৈ পরিবারার্চনং চরেৎ ।
নিত্যামণ্ডলকং চৈব গুরুমণ্ডলকং তথা ॥ ৫১
পঙ্ক্তিকাং সময়াং চৈব আম্নায়সময়াং যজেৎ ॥ ৫২
অথবা দিননিত্যাস্তু নিত্যাং চ গুরুমণ্ডলম্ ।
সমষ্ট্যা পঙ্ক্তিকাং চাপি পূজয়েদাপদাদিষু । ৫৩
পরমাপত্তিকালে তু আবৃতেঃ পঞ্চকং ত্রিকম্ ।
সমষ্ট্যা চেতরৎ সর্বং পরমাপত্তিগোচরম্ ॥ ৫৪
পূজাঽন্তরে মহাবিঘ্নে প্রাপ্তে সংশৃণু নিশ্চিতম্ ।
পূর্বং সঙ্কল্পতো দেবি ন দোষস্তত্র বিদ্যতে ॥ ৫৫
সঙ্কল্পানন্তরং দেবি বিসৃজ্যোপোষণং চরেৎ ।
সপর্যাং মানসীং কুর্বন্ পুনঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৫৬
আবাহনানন্তরং তু মহাবিঘ্নো ভবেদ্‌যদি ।
পাত্রাদিকং সমুদ্বাস্য দেবতাং স্থাপয়েৎ তথা ॥ ৫৭
কার্যান্তে তত্র পাত্রাদিস্থাপনং সংবিধায় চ ।
সঙ্কল্পেন বিনা দেবি আবৃতিং তু সমাপয়েৎ ॥ ৫৮
যাবন্তো দিবসা দেবি ব্যতীতাস্তাবদাবৃতিম্ ।
পায়সেন হুনেৎ তস্য দোষস্যেহাপনুত্তয়ে ॥ ৫৯
মূলেনাষ্টোত্তরশতং হুত্বা পূজ্য চ সাময়ান্ ।
ক্ষমাপয়েৎ ততো দেবীং গুরুং চাপি সুখী ভবেৎ ॥ ৬০
উদ্বাসনাত্তু পূর্বং বৈ পূজাঽন্তে সঙ্কটে স্থিতে ।
ঝটিত্যুদ্বাস্য দেবেশীং বিসৃজেন্মণ্ডলং ততঃ ॥ ৬১
অতীতবিঘ্নে দেবেশি সহস্রং প্রজপেন্মনুম্ ।
অপরাধান্মুচ্যতে বৈ দোষস্তত্র ন বিদ্যতে ॥ ৬২

অথোপঘাতদোষস্য প্রায়শ্চিত্তং শৃণু প্রিয়ে।
দেবতাহেতুকলশবিশেষার্ঘ্যোপঘাততঃ ॥ ৬৩
কর্তুর্মৃত্যুস্তু ষণ্মাসাৎ তস্য শান্তিং ব্রবীমি তে।
যস্যোপঘাতঃ সংস্থাপ্য পুনস্তৎ পূজয়েৎ ততঃ ॥ ৬৪
পশ্চাৎ ত্র্যহমনশ্নন্ বৈ জপেৎ দশসহস্রকম্।
পূজয়েচ্চ যথাশক্তি দেবীং ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ॥ ৬৫
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা গুরুং পূজ্য চ মুচ্যতে।
আবাহনস্থাপনাচ্চ পূর্বং জপসহস্রকম্ ॥ ৬৬
উপঘাতাত্তৎস্ফুটিতে মহাসান্তপনং চরেৎ।
উপঘাতে তু শঙ্খস্য ধীর [হু] ষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ৬৭
দীক্ষাঽঽদিষ্বপ্যেবমেব শান্তিঃ স্যাদুপঘাতকে।
দীপোপঘাতে দেবেশি পুনর্মণ্ডলমাচরেৎ ॥ ৬৮
সাধকানাং দত্তপাত্রস্যোপঘাতে শতং জপঃ।
পূজকানাং সাধকানাং তুল্যমেতদ্বিধীয়তে ॥ ৬৯
প্রসঙ্গাদত্র সর্বেষাং আচারং কথয়ামি তে।
বিপ্রাচার্যাং তু সর্বেষাং স্বাঙ্গীকারো বিধীয়তে ॥ ৭০
অনন্তরস্য পূজায়াং পূর্বস্যানর্হতেষ্যতে।
ন্যূনদীক্ষাবতাং চাপি ব্যবস্থৈষা সুসম্মতা ॥ ৭১
দীক্ষাভেদমথো বক্ষ্যে বালা প্রথমতো মতা।
দ্বিতীয়া পঞ্চদশ্যন্তা চতুরাম্নায়জা পরা ॥ ৭২
পঞ্চাম্নায়া চতুর্থী স্যাৎ ষোড়শ্যন্তা তু পঞ্চমী।
ষষ্ঠী চরণবিদ্যাঽন্তা সপ্তমী বাসনান্তকা ॥ ৭৩
রহস্যান্তা চাষ্টমী স্যাৎ নবমী ষোড়শী পরা[১]।
ষড়্দর্শনান্তা দশমী মহাবাক্যান্তিমা ততঃ ॥ ৭৪
দ্বাদশী শ্রীপাদুকাঽন্তা ন্যূনং তৎপূর্বমুচ্যতে।
বিপ্রক্ষত্রিয়য়োর্দেবি সর্বদীক্ষাঽর্হতা ভবেৎ ॥ ৭৫
রহস্যান্তা তু বৈশ্যস্য ষোড়শ্যন্তা তু শূদ্রকে।
শ্রেষ্ঠবর্ণাদ্দীক্ষণং স্যাদভাবে তুল্যবর্ণতঃ ॥ ৭৬
শূদ্রো নৈব গুরুর্দেবি তস্মাৎ দীক্ষাং পরিত্যজেৎ।
অনর্হাদ্দীক্ষণং লব্ধ্বা পরিত্যাগো মনোঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৭

১। বিদ্যাষোড়শকা পরা ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

ন্যূনাশ্রমেঽনন্তরে বা গুরুশক্ত্যোস্তু সম্মতঃ।
স্বাত্মীকারো মহাদেবি নিষেধ [ষিদ্ধ] স্ত্বিতরাশ্রমঃ ॥ ৭৮

অন্যেষাং তু প্রসাদেন স্যাচ্চেজ্জপসহস্রকম্।
উচ্ছিষ্টভক্ষণেঽপ্যেষা ব্যবস্থা দেবি সম্মতা ॥ ৭৯

ন্যূনবর্ণাশ্রমাণাং তু ত্রিরাত্রোপোষণং তথা।
শক্ত্যভীষ্টে তু নৈষা স্যাদ্ ব্যবস্থা তত্র চোত্তমা ॥ ৮০

দীক্ষিতা যদি লভ্যেত দীক্ষাহীনাং পরিত্যজেৎ।
অলভ্যা যদি চান্যা স্যাত্তদা সংস্কারমাচরেৎ ॥ ৮১

মূলশঙ্খোদকৈঃ প্রোক্ষ্য পঞ্চবাণষড়ঙ্গকে।
বিন্যস্য তস্যা দেহে তু দক্ষকর্ণে শ্রিয়ং বদেৎ ॥ ৮২

কন্যায়া নাস্তি সংস্কারঃ বিধবাং তু পরিত্যজেৎ।
মাতরং গুরুপত্নীং চ জ্যেষ্ঠপত্নীমৃতে শিবে ॥ ৮৩

ৰালোপদেশিনাং পাত্রত্রিতয়ং তত্ত্বশোধনম্।
পাত্রং দক্ষকরে গৃহ্য বামহস্তেন তর্পণম্ ॥ ৮৪

মহাবাক্যান্তযোগ্যানাং তত্ত্বপাত্রচতুষ্টয়ম্।
তর্পণং পূজনং চ স্যাৎ পাদুকাঽন্তে তু পূজনম্ ॥ ৮৫

আত্মবিদ্যাশিবাখ্যাদিতত্ত্বপাত্রাণি বৈ শিবে।
সমষ্টিরথ পূর্ণং চ সাঙ্কর্যং ত্রিতয়ে ভবেৎ ॥ ৮৬

সমষ্টিপূর্ণকে দেবি সাঙ্কর্যং ৰহুদোষকৃৎ।
তস্মাৎ প্রক্ষাল্য দেবেশি সমষ্টিং পূর্ণপাত্রকম্ ॥ ৮৭

স্বীকুর্যাদন্যথা দেবি জপেদষ্টসহস্রকম্।
আত্মতত্ত্বং শক্তিশেষং সর্বেষাং দেবি সম্মতম্ ॥ ৮৮

পঞ্চাম্নায়োর্ধ্বগানাং তু পশ্চাদ্বা পঞ্চপাত্রতঃ।
প্রথমং শক্তিশেষং স্যাৎ দ্বিতীয়াদিত্রয়ং শিবে ॥ ৮৯

বীরোচ্ছিষ্টং তু জ্যেষ্ঠস্য অন্যথা পাপমাপ্নুয়াৎ।
গুরোস্তু সর্বং সংগ্রাহ্যং শক্তিশেষাদনন্তরম্ ॥ ৯০

স্বশেষং নৈব শক্ত্যৈ তু দেয়ং শিষ্যামৃতে শিবে।
অত্র প্রমাদো যদি চেজ্জপেদষ্টসহস্রকম্ ॥ ৯১

আত্মশেষং তু জ্যেষ্ঠেষু দত্বা ত্র্যহমুপোষণম্।
উভয়োরপি তুল্যং স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং বরাননে ॥ ৯২

অভুক্তৈব তু তত্ত্বানাং শোধনং ত্বাচরেচ্ছিবে।
পূজনং চাপি দেবেশি অন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ৯৩
গুর্বাদীনাং যথা চাজ্ঞা স্বাত্মতত্ত্বং তু শোধয়েৎ।
সদ্যঃ কালে ত্বয়ং পক্ষঃ জ্ঞাত্বা ভুক্তো বহিষ্কৃতঃ ॥ ৯৪
ভুক্ত্বা তত্ত্বং শোধ্য দেবি জপেদযুতসংখ্যকম্।
অস্নানেঽপ্যেবমেব স্যাদশক্তৌ গৌণমাচরেৎ ॥ ৯৫
ক্ষতাঙ্গো জ্বরিতাঙ্গশ্চ মণ্ডলাদ্ বাহ্যতঃ স্থিতঃ।
মলাঙ্গো মলবস্ত্রশ্চ উষ্ণীষী কঞ্চুকী তথা ॥ ৯৬
কুষ্ঠী ক্ষতাঙ্গী কুনখী পূতিগন্ধী জ্বরাঙ্গকঃ।
ক্রোধী কুটিলভাবশ্চ নাস্তিকোঽপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯৭
পাতকী ভ্রমচিত্তশ্চ গুরুদ্রোহী চ বঞ্চকঃ।
প্রবিষ্টো মণ্ডলং যস্য তস্য শাপো ভবেৎ তব ॥ ৯৮
তদ্দোষপরিহারার্থং পুনর্মণ্ডলমাচরেৎ।
বীরাসনং কুক্কুটং চ নাচরেন্মণ্ডলে শিবে ॥ ৯৯
ন প্রদর্শ্যৌ চ চরণৌ ন বদেদ্‌ম্লেচ্ছভাষণম্।
কলহো রোদনং নিদ্রা পারুষ্যং মর্মভাষণম্।
ন বদেচ্ছিবভাবেন সর্বং তত্র তু ভাবয়েৎ ॥ ১০০
বিহায় জিহ্বাচাপল্যং ইন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ।
শিবোঽহমিতি পূর্ণং বৈ ভাবয়ন্ শিবতাং ব্রজেৎ ॥ ১০১
ইত্যেতত্তে ময়াঽঽখ্যাতং গোপ্যাৎ গোপ্যতরং শিবে।
প্রায়শ্চিত্তবিধৌ দেবি কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০২

ইতি শ্রীস্বতন্ত্রতন্ত্রে ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥

অস্মাৎ পটলাৎ সুখং বালানামর্থলাভায় কঠিনাংশং কিঞ্চিদ্বিতনোমি—পুনঃক্রিয়েত্যন্তো গ্রন্থঃ সন্ধ্যামাত্রপ্রায়শ্চিত্তপরঃ, পূজায়াং পৃথগ্‌বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৪-৭ ॥

সন্ধ্যাঽন্তরে দ্বিতীয়সন্ধ্যাকালে প্রাপ্তে পূর্বসন্ধ্যানিবৃত্তিঃ, বিহিতপ্রায়শ্চিত্তমাত্রম্ ॥ ৮-৯ ॥

পুনর্মণ্ডলমাচরেৎ ইতি অগ্রে দীপনাশ-প্রায়শ্চিত্তে বিবিচ্যতে ॥ ১০-১৬ ॥

পূজাত্রয়মিতি আবরণার্চনং ওঘত্রয়তিথিনিত্যাঽর্চনং সময়াম্নায়ার্চনং চেত্যর্থঃ। পীঠপূজা ধর্মাদিপূজা ॥ ১৭ ॥

অর্পণং উপচারার্পণম্। দেহশুদ্ধিঃ ভূতশুদ্ধিঃ। সাময়িকাদীত্যাদিনা আরাদুপকারকনিখিলশেষাঙ্গানাং গ্রহণম্ ॥ ১৮-১৯ ॥

মূলেন তর্পণাষ্টকমিত্যত্র তর্পণং প্রথমেনৈব। তদবসরশ্চ নবাবরণপূজাঽনন্তরং, ততঃ প্রাগ্‌বা, শ্রৌতে প্রধানাৎ প্রাক্‌ তদনন্তরং বা নৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তানাং দৃষ্টত্বাৎ ॥ ২০ ॥

সহস্রং বেত্যত্র বাকার এবকারার্থে। ব্যত্যাসে বৈপরীত্যে। এবং পূর্বোক্তপ্রায়শ্চিত্তম্। অঙ্গাঙ্গেষু অঙ্গভূতেষু কর্মসু অঙ্গত্বেন বিহিতানি, যথা পাত্রাসাদনাদিরূপপ্রধানাঙ্গমুদ্দিশ্য তদঙ্গত্বেন মণ্ডলাদিকরণং, ঈদৃশানাং লোপে স্মৃতিঃ ভগবৎস্মরণম্ ॥ ২১ ॥

অঙ্গং তন্ত্রেণেতি—যত্র পূজাদ্বয়ং এককালে প্রাপ্তং তদঙ্গানামপ্যেককালিকত্বাৎ কালৈক্যে কর্ত্রৈক্যে দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রযাজাদ্যনুষ্ঠানবৎ তন্ত্রেণ পাত্রাসাদনং কুর্যাৎ। তত্রাপি কার্যকারণয়োঃ বিনা নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিকং যৎ তত্র নাঙ্গানাং তন্ত্রম্। যথা দর্শপূর্ণমাসমধ্যে পবিত্রনাশে পবিত্রেষ্টিঃ। তদীয়প্রযাজানাং দর্শপূর্ণমাসপ্রযাজানাং ন তন্ত্রম্। তথাঽত্রাপি। তথা অন্তরে কালান্তরে। যথা নিত্যপূজা প্রাতঃ নৈমিত্তিকী রাত্রৌ তত্র ন তন্ত্রম্। এবং ভিন্নার্থেষু ভিন্নফলকেষু যথা দীক্ষায়াং পঞ্চদেবতাপূজা যুগপৎ প্রসক্তা তত্র পাত্রাসাদনে ন তন্ত্রং তত্তদ্দেবতাতর্পণরূপভিন্নত্বাৎ। যথা দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পুরোডাশভেদঃ ॥ ২২ ॥

বিন্দুতর্পণব্যত্যাসে ইতি—ব্যত্যাসো দ্বিবিধঃ, মুখ্যদেবতাপাত্রাদমুখ্যদেবতাতর্পণং, তদ্বিপরীতং অমুখ্যপাত্রান্মুখ্যদেবতাতর্পণং চ। দ্বয়োর্মধ্যে আদ্যস্য প্রায়শ্চিত্তমাহ—পুনস্তর্পণমিতি ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয়ে চাহ—ব্যুৎক্রমে ইতি। বিপরীত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

তন্ত্রান্তরানুযায়িনাং মুখ্যদেবতাগুরুমণ্ডলাবরণদেবতাদিপাত্রাণাং পৃথগ্বিহিতত্বাৎ এতৎপ্রায়শ্চিত্তনিমিত্তজ্ঞানায় দেবতাসু মুখ্যগৌণভাবং দর্শয়তি—মূলদেবীতর্পণাদিত্যাদিনা ॥ ২৬-৩৫ ॥

মুখ্যাভাবে দ্রব্যপ্রতিনিধিযোজনে অনুষ্ঠানে যো বিশেষস্তমাহ—তর্পণমিতি। দ্বিতীয়দ্রব্যপ্রতিনিধৌ তর্পণং কুসুমেন। আদ্যদ্রব্যপ্রতিনিধৌ আবাহনাৎ প্রাক্‌ স্বাত্মীকারো যো বিহিতঃ স নাস্তি। গুরুপূজনমক্ষতৈঃ ন তু প্রতিদ্রব্যেণ তর্পণম্ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষতৈঃ গুরুমর্চয়িত্বা সম্পূর্ণমন্ত্রং পঠন্ মনসা স্বাত্মীকারং ভাবয়েদিতি তদর্থঃ। বাহ্যপূজা যথোক্তা কর্তব্যা ॥ ৩৭ ॥

যদা ঘুটিকা পূজাসাধনত্বেন কল্পিতা তদা দ্বিতীয়স্থানে আর্দ্রকমেব ॥ ৩৮ ॥

ত্রিপাত্রন্যূনং ন কার্যম্। ইদং ত্রিপাত্রবিধানং দ্বিপাত্রনিন্দাতন্ত্রানুযায়িপরং,

ন সূত্রানুযায়িপরম্। উক্তং চৈতদ্বিতত্য প্রাক্। ন হ্যেতত্তন্ত্রে প্রত্যক্ষে যুগ্মপাত্রে নিন্দাশ্রবণেন, সর্বথা অননুষ্ঠেয়ং ভবতি। তথা সতি "যদনুদিতে সূর্যে প্রাতর্জুহুয়াৎ উভয়মেবাগ্নেয়ং স্যাৎ" ইত্যনুদিতহোমে নিন্দা শ্রূয়তে। এবমগ্নিহোত্রে "যদ্দ্বে সমিধাবাদধ্যাৎ ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েৎ" ইতি সমিদ্দ্বয়ে নিন্দা শ্রূয়তে। তথা সতি অগ্নিহোত্রে অনুদিতহোমঃ সমিদ্দ্বয়ং ত্রয়ং চতুষ্টয়ং চ শাখাঽন্তরপ্রতিপাদিতং অননুষ্ঠেয়ং স্যাৎ। তস্মাৎ যত্র নিন্দা শ্রূয়তে তচ্ছাখিনামেব তদাবশ্যকতা নান্যেষাম্। স্বশাখাবিরুদ্ধং তু আকাঙ্ক্ষিতং তন্ত্রান্তরাৎ গ্রাহ্যং ইত্যুক্তং প্রাক্। অতঃ প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষায়াং যাবদুপযুক্তং গ্রাহ্যং, বিরুদ্ধং হেয়ম্। "মপঞ্চকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ" ইতি সূত্রেণ অলাভে কর্মবিধানাৎ প্রতিশাস্ত্রং তন্ত্রান্তরস্থং প্রতিনিধিশাস্ত্রং প্রাপ্তম্। তেন সহ স্বাত্মীকারাদিনিষেধোঽপি প্রাপ্তোঽপরিহার্যঃ। এবং প্রতিনিধ্যর্চনে শক্তিপূজাঽপি তত্ত্বশোধনং বিহায় কার্যা ॥ ৩৯-৬০ ॥

ঝটিত্যুদ্বাস্যেতি—উত্তরাঙ্গলোপং কৃত্বোদ্বাস্যেত্যর্থঃ ॥ ৬১-৬২ ॥

অথোপঘাতদোষস্যেতি—উপঘাতশব্দার্থ উক্তো বৃহদ্বামকেশ্বরতন্ত্রে—

উচ্ছিষ্টরক্তমূত্রাদিসম্পর্কো যদি জায়তে।
পূজনাযোগ্যতাহেতোরুপঘাতঃ স উচ্যতে।
স্থানাৎ ভ্রংশেষ্বেবমেব মহাদোষকরঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি ॥ ৬৩-৬৬ ॥

স্ফুটিতে ভেদনে অবয়বভঙ্গ ইতি যাবৎ। মহাসান্তপনমুক্তং তন্ত্রে—

মহাসান্তপনাখ্যং চ করিষ্যে দেবতাব্রতম্।
ততঃ শিবালয়ে পুণ্যে নদীতীরে রহঃস্থলে ॥
তিথিসংখ্যাশতং মূলং জপ্ত্বা হোমং [1]সমাচরেৎ।
ঘৃতাক্তবিল্বপত্রৈশ্চ ততো রাত্রৌ সুভক্তিতঃ ॥
চক্ররাজার্চনং দেবি কারয়িত্বা যথাবিধি।
পূজাং সাময়িকান্তাং চ নির্বর্ত্য চ ততঃ প্রিয়ে ॥
স্বীকৃত্য চ যথাযোগ্যং ত্রিচতুঃপঞ্চপাত্রকম্।
গ্রাসং হি পাত্রস্যান্তে বৈ প্রত্যেকং ভক্ষয়েৎ প্রিয়ে ॥
শুদ্ধ্যাদিচর্বণোন্মিশ্রং পূর্বসন্ধ্যাঽনুরোধতঃ।
ময়ূরাণ্ডমিতো গ্রাসঃ সন্ধ্যায়া তদপঃ পিবেৎ ॥
পশ্চাৎ জলং পিবেৎ দেবি জপেন্মূলশতত্রয়ম্।
রাত্রৌ স্থণ্ডিলশায়ী চ ব্রহ্মচর্যযুতঃ সদা ॥

১। সমং চ ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

পূজাঽন্তে ভোজয়েৎ পশ্চাৎ যথাবিভবমম্বিকে।
এবং ত্রিরাত্রং নির্বর্ত্য চতুর্থে পূজয়েৎ গুরুম্ ॥
যথাশক্তি ততো দেবি তদাজ্ঞাবশতঃ শিবে।
ব্রতং নিবেদয়েৎ দেব্যৈ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ ॥
য এবমাচরেৎ দেবি তস্য পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥

ইতি তন্ত্রান্তরোক্তং মহাসান্তপনং ব্রতম্ ॥ ৬৭ ॥

নিত্যপূজোক্তান্যেব প্রায়শ্চিত্তানি স্থলান্তরে অতিদিশতি—দীক্ষাঽঽদিষ্বপ্যেবমেবেতি। আদিপদেন নৈমিত্তিককাম্যপূজাপরিগ্রহঃ। দীপোপঘাতে দীপনাশে পুনর্মণ্ডলমাচরেৎ ইতি। যথা পূর্বং মণ্ডলং দ্বারপূজাঽঽদিনা দেশপরিচিতিং কৃত্বা দেবযজনভূমিং সম্পাদ্য যাগঃ সম্পাদিতঃ, তথা তৎসমাপ্তৌ তথৈব দীপোপঘাতনিমিত্তং পুনর্মণ্ডলপূজাং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য মণ্ডলোদ্বাসনান্তং পুনর্যজেৎ। শ্রৌতে কর্মণ্যপি পরিশ্রয়ণাদেরিদমেব ফলং শ্রুতং অর্থবাদে "পরিশ্রয়ত্যন্তর্হিতো হি দেবলোকো মনুষ্যলোকাৎ" ইত্যাদিনা। অত্রাপি দ্বারপূজনমেব পরিশ্রয়ণং মণ্ডলকরণম্। যদ্বা—মণ্ডললক্ষণমুক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

কুমার্যা বটুকেনাপি সুবাসিন্যা দ্বয়েন চ।
পঞ্চসাময়িকৈশ্চৈব যুক্তং মণ্ডলমুচ্যতে।
এতন্ন্যূনং তু দেবেশি কেবলং পূজনং স্মৃতম্ ॥ ইতি ॥

ঈদৃশগুণবিশিষ্টং বা পূজনং মণ্ডলমাচরেদিত্যনেন গ্রাহ্যম্। দীপঘাতেঽপি কশ্চন বিশেষো বৃহদ্বামকেশ্বরতন্ত্রে—

দীপান্তরস্য সত্ত্বে তু দীপনাশো ন দোষদঃ।
তস্মাৎ দীপাননেকান্ বৈ জ্বালয়েৎ পরিতঃ শিবে ॥ ৬৮

শেষং স্পষ্টম্ ॥

এতৎপ্রয়োগরচনং সূক্ষ্মবুদ্ধ্যা বিভাব্য রচনীয়ম্। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নেহ লিখ্যতে ॥

এবং প্রায়শ্চিত্তং কর্মবৈগুণ্যে প্রায়ো দর্শিতম্। অনুক্তবিষয়ে প্রায়শ্চিত্তং সাধারণতয়োক্তং যোগিনীতন্ত্রে—

অনুক্তানাং চ দোষাণাং দশধা মূলসংস্মৃতিঃ ॥ ইতি ॥

তথা বৃহদ্বামকেশ্বরেঽপি—

জ্ঞাতাজ্ঞাতকৃতানাং তু পাপানাং পরমেশ্বরি।
পাত্রকাং তু ত্রিধা স্মৃত্বা তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ইতি ॥

এবং প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা। ইত্যলং ভূয়সা ॥ ৮১ ॥

'পূর্ণখ্যাতিসমাবেশনেচ্ছা' দিয়ে শেষ করে উপরে যে-সব আচার বিবৃত হল তা স্পষ্ট ক'রে বলার পর গ্রন্থ বেড়ে যাবে এই ভয়ে অবশিষ্ট ধর্মগুলি শাখান্তরে যা কথিত হয়েছে তাই গ্রহণীয় এই নির্দেশ দিচ্ছেন—

পূর্বোক্ত ধর্ম ছাড়াও অন্য যে-সব ধর্ম তন্ত্রান্তরে বিহিত হয়েছে সে-সব গ্রহণীয় ॥ ৮১ ॥

তন্ত্রান্তর থেকে গ্রহণীয় ধর্ম্মের পরিগণন

তন্ত্রান্তরে বিহিত প্রসিদ্ধ ধর্মগুলি গ্রহণীয়—

অশোক, পুষ্পিত বৃক্ষ, কোকিল, মাংস, কুলশাস্ত্রপুস্তক দর্শন করলে নমস্কার করতে হবে।

নগ্না নারীর দিকে তাকাবে না। কুরূপা প্রকটস্তনী নারীকে দেখে কিংবা বিকলাঙ্গ নারীকে দেকে উপহাস করবে না। কখনো নারীর অপ্রিয় কাজ করবে না। কুলবৃক্ষের নীচে ঘুমোবে না। কুলবৃক্ষের পাতায় ভোজন করবে না। কুলবৃক্ষ বৃথা ছেদন করবে না। কুলবৃক্ষ দেখলে নমস্কার করবে। কোথাও কোনো কাজ উপস্থিত হলে শপথ করবে না।

এই রকম সব ধর্ম। এ সবের আচরণ করতে হবে। এই সব সময়াচার বলা হল।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, যে-বচনকে মুখ্যরূপে অবলম্বন ক'রে এবং যার বলে অন্যান্য প্রমাণ স্বীকার ক'রে তন্ত্রান্তরস্পর্শ পরিহার করা হয়, তা আছে ত্রিপুরারহস্যে। যথা—তন্ত্রে কোথাও কোথাও বিস্তৃতভাবে আবার কোথাও কোথাও সংক্ষেপে ধর্ম বিবৃত হয়েছে। রাম, যে-ব্যক্তি কোনো একটি তন্ত্র অবলম্বন ক'রে গুরুপ্রদর্শিত মার্গে কর্ম করে তার সর্ব কর্মই করা হয়। রাম, স্বীয় অবলম্বিত তন্ত্রে অনুক্ত কিংবা সূচিত কোনো কর্ম অথবা এমন কোনো কর্ম যার অকরণে অন্য তন্ত্রে অতিশয় নিন্দা করা হয়েছে কিন্তু যা স্বীয়তন্ত্রে বিকল্প হিসাবে বর্জিত হয়েছে, এ রকম কর্ম অন্য তন্ত্র থেকে গ্রহণ করতে হবে, এটি শাস্ত্রনির্দেশ।

এই বচনে তন্ত্রান্তর থেকে গ্রহণীয় কর্মের পরিগণন করা হয়েছে। 'সূচিতং' কথাটির দৃষ্টান্ত, যথা—ষোঢ়াচক্রে ন্যাস করবে। এইটুকু সূচিত হল, ষোঢ়াচক্রন্যাসের অনুষ্ঠানক্রম কিন্তু বলা হল না। তা তন্ত্রান্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে। আবার যার অকরণে তন্ত্রান্তরে অতিনিন্দা শোনা যায় তাও কোনো তন্ত্রের অঙ্গীভূত না হতে পারে। নিজের অবলম্বিত তন্ত্রে নেই অথচ অপরতন্ত্রে যার

অনেক প্রয়োগ আছে; এরূপ কর্মও পরতন্ত্র থেকে গ্রহণীয়। পূর্বে শ্রীক্রমে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কল্পসূত্রের অনুসরণকারীদের কি কি কর্ম করণীয় সে-সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য উক্ত সূত্রানুসরণকারীদের পরতন্ত্রবিহিত অবশ্য করণীয় কর্ম বলা হচ্ছে—

নিত্য রহস্যনামসহস্র পাঠ করতে হবে। পাঠ না করলে অত্যন্ত নিন্দা হয়। এটি পূর্বে দেখান হয়েছে।

এইপ্রকারে দীক্ষিত মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তন্ত্রে যেভাবে বিহিত হয়েছে তেমনিভাবে অবশ্যই করতে হবে। কেননা, যথাবিধি যার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হয় নি সে মণ্ডলস্থ[১] হতে পারে না, তন্ত্রে যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না-করার এমনি নিন্দা শোনা যায়। পূর্বোক্ত ত্রিপুরারহস্যবচনে কর্ম অকরণে তন্ত্রান্তরোক্ত অতিনিন্দার যে-উল্লেখ করা হয়েছে, এই তার দৃষ্টান্ত।

* * * * ।৮১।

কুলমার্গনিষ্ঠপ্রশংসা

এতাবৎপর্যন্তমনুষ্ঠেয়ক্রিয়ামুক্ত্বা তদনুষ্ঠাতারং স্তৌতি—

ইত্থং বিদিত্বা বিধিবদনুষ্ঠিতবতঃ কুলনিষ্ঠস্য সর্বতঃ কৃতকৃত্যতা শরীরত্যাগে শ্বপচগৃহকাশ্যোর্নান্তরং জীবন্মুক্তঃ ॥ ৮২ ॥

ইত্থং এতাবৎপর্যন্তং উক্তপ্রকারং বিদিত্বা সম্যগ্‌বিদিত্বা বিধিবদ্‌যথাশাস্ত্র-মনুষ্ঠিতবতঃ অনুষ্ঠানং কুর্বতঃ কুলনিষ্ঠস্য কুলমার্গে শ্রদ্ধাভক্তিমতঃ। কুলমার্গ-শ্চৈতাবৎপর্যন্তং দশখণ্ডৈরুক্তো জ্ঞেয়ঃ। সর্বতঃ সর্বপ্রকারৈঃ কৃতকৃত্যতা অনুষ্ঠেয়শেষরহিততা সম্পন্নেতি শেষঃ। এবং শরীরস্থিতিকালে ফলমুক্ত্বা দেহত্যাগেঽপি ফলমাহ—শরীরত্যাগ ইতি। এতদনুষ্ঠাতৃভিন্নানাং কাশ্যাং দেহত্যাগে মুক্তিঃ, কীকটে নরকঃ, পুণ্যদেশে স্বর্গঃ, ইতি ফলতারতম্যম্। অস্য তু শ্বপচঃ চণ্ডালঃ তদ্‌গৃহকাশ্যোর্ন কিঞ্চিদন্তরম্। অত্র হেতুমাহ—জীবন্মুক্ত ইতি। যতোঽয়ং জীবন্নেব মুক্তঃ অতোঽবিদ্যালেশাভাবাৎ স্বর্গনরকয়োরপ্রাপ্তিঃ, কারণাভাবে কার্যাসম্ভবাৎ, স্বর্গনরকয়োরবিদ্যাকার্যত্বাৎ। নাপি মুক্তিঃ কাশীমরণেন ভবিতুমর্হতি, তস্য জীবত এব লব্‌ধত্বাৎ। অতঃ অয়ং দেহঃ যত্র

১। এখানে মণ্ডল বলতে বুঝাচ্ছে ব্রহ্মলোকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, পুনরাবৃত্তিরহিত অর্থাৎ যেখানে গেলে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, ওঘত্রয়ের নিবাসাধারভূত স্থানবিশেষ।
রামেশ্বর আলোচ্যমান সূত্রের বিবৃতিতেই অন্যত্র মণ্ডলশব্দের এই অর্থ করেছেন।

ক্বচন বা পতিতঃ ন ততো দুঃখং সুখং বা ভবিতুমর্হতি। অতো দ্বয়োর্নান্তরমিতি ভাবঃ। এতেন এতৎসদৃশং পরমপুরুষার্থসাধনং নান্যদিতি ভাবঃ। প্রথমখণ্ডে শ্রুতং ফলং দীক্ষায়া এব। এবং তত্তৎকরণাবসানে দর্শিতং ফলং তস্য তস্যৈব, ইদং তু বিশিষ্টানুষ্ঠানস্যৈব ইতি বোধ্যম্ ॥ ৮২ ॥

কুলমার্গনিষ্ঠের প্রশংসা

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার কথা বলে, এবার সেই সব ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতার প্রশংসা করছেন—

এইপ্রকারে অনুষ্ঠেয় কর্মের বিষয় জেনে নিয়ে যে-কুলনিষ্ঠ সাধক যথাশাস্ত্র সেই সব কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁর সর্বপ্রকারে কৃতকৃত্যতা হয়। তিনি জীবন্মুক্ত। সেইজন্য, চণ্ডালগৃহে কিংবা কাশীতে তাঁর শরীরত্যাগে কোনো পার্থক্য হয় না ॥ ৮২ ॥

ইত্থং মানে এপর্যন্ত কথিতপ্রকার সব, বিদিত্বা মানে সম্যক্ অবগত হয়ে, বিধিবৎ মানে যথাশাস্ত্র, অনুষ্ঠিতবতঃ মানে অনুষ্ঠানকারীর, কুলনিষ্ঠস্য মানে কুলমার্গে শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির। কুলমার্গঃ বলতে বুঝাছে এ পর্যন্ত দশ খণ্ডে যা বলা হয়েছে। সর্বতঃ মানে সর্বপ্রকারে, কৃতকৃত্যতা মানে সব বিহিত অনুষ্ঠান নিঃশেষে সম্পন্নকরণতা। এই প্রকারে শরীর থাকাকালীন ফল বলে 'শরীরত্যাগে' ইত্যাদি অংশের দ্বারা তাঁর দেহত্যাগের পরও যে-ফল তা বলছেন। এইপ্রকার অনুষ্ঠান অর্থাৎ কুলমার্গবিহিত অনুষ্ঠান যারা করে না তাদের যদি কাশীতে দেহত্যাগ হয় তা হলে হয় মুক্তি, কীকটে হলে নরকগমন, আর পুণ্যদেশে হলে স্বর্গলাভ। এই প্রকারে ফলের তারতম্য হয়। কিন্তু পূর্বোক্তপ্রকার অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির, শ্বপচ মানে চণ্ডাল, তার গৃহে বা কাশীতে যেখানেই দেহত্যাগ হোক না কেন, তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। জীবন্মুক্তঃ পদের দ্বারা তার কারণ নির্দেশ করেছেন। যেহেতু ইনি জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত, সেইজন্য তাঁর মধ্যে আর অবিদ্যার লেশমাত্র না থাকায় তাঁর আর স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি হয় না। কেননা, কারণ না থাকলে কার্য অসম্ভব। স্বর্গনরকরূপ কার্যের কারণ অবিদ্যা[১]। এখানে তার অভাব। কাশীতে

১। এ সম্পর্কে রামেশ্বরের বিবৃতিকে আরও বিশদ ক'রে সূত্রটির তাৎপর্য সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"অদ্বৈতজ্ঞানেই মুক্তি, অদ্বৈতভাব স্বাভাবিক, কাজেই মুক্ত অবস্থাও স্বাভাবিক। অবিদ্যা অদ্বৈতজ্ঞানকে আবৃত করিয়া ভেদজ্ঞান উপস্থিত করে, তাহাতেই জীব স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থা পরিহার করিয়া, বদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়। এই বদ্ধ অবস্থায় যে-সকল কর্ম করে, সেই সকল কর্মই স্বর্গ ও নরকের

মৃত্যুতেও তাঁর মুক্তি হবে না। কেননা, জীবিতাবস্থাতেই তিনি মুক্ত হয়ে গেছেন। কাজেই, যেখানেই তাঁর দেহপাত হোক না কেন, তার জন্য তাঁর সুখ বা দুঃখ কিছুই হতে পারে না। অতএব, চণ্ডালগৃহে মৃত্যু আর কাশীতে মৃত্যু, তাঁর ক্ষেত্রে এই উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। এ দ্বারা এই ভাবটই প্রকাশিত হয়েছে; যে কৌলসাধনের মতো পুরুষার্থসাধন আর কিছুই নাই। প্রথম খণ্ডে দীক্ষার ফল বিবৃত হয়েছে। এইরূপে প্রত্যেক খণ্ডে সেই খণ্ডে বিবৃত কর্মের ফল প্রদর্শিত হয়েছে। এই সূত্রে যে-ফল বিবৃত হল তা

জনক। কৌলমার্গের সাধনায় চরম ভূমিকা অনবুস্থ উল্লাস পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে অবিদ্যা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কারণ না থাকিলে কার্যও থাকিতে পারে না, কাজেই তখন অবিদ্যার কার্য ভেদজ্ঞান এবং বদ্ধ অবস্থা দূর হইয়া, অদ্বৈতজ্ঞান ও স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। অবিদ্যা এবং তজ্জনিত ভেদজ্ঞানই কর্ম ও স্বর্গ-নরকের কারণ, অবিদ্যা ও ভেদজ্ঞান দূর হইলে তাহার কার্য্য কর্ম এবং স্বর্গ-নরকও থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় উপনীত হইলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়। জীবিত অবস্থাতেই যে মুক্তি, তাহার নাম জীবন্মুক্তি। অবিদ্যানাশের জন্যই কৌলমার্গের সাধনা। কৌলমার্গের সাধক চরম ভূমিকায় আরোহণ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় উপনীত হন। অবিদ্যা নষ্ট হওয়াতে তাহার কার্য্য কর্মফল স্বর্গ-নরকভোগও আর হইতে পারে না। মুক্তি পূর্বেই লাভ করিয়াছেন, কাশীমরণে আর নূতন করিয়া কি মুক্তি হইবে? মুক্তের ত আর মুক্তি নাই, বদ্ধেরই মুক্তি। মুক্ত পুরুষের চণ্ডালগৃহে মৃত্যুতেও নরকের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—তাঁহার মৃত্যুতে চণ্ডালগৃহ ও কাশী তুল্য।"—কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ২৪০-৪১।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় প্রসঙ্গানুসারে শাস্ত্রের মর্মই সহজবোধ্য করে প্রকাশ করেছেন। যেমন, মহানির্বাণতন্ত্রে আছে—

কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ৪।২১

—দেবেশী, কুলাচারের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আর ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত মানব যে জীবন্মুক্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে বলা হয়েছে—"ভেদাবভাসিত যে-সব তত্ত্বকে বন্ধন মনে করা হয় সেই-সবকে সর্বসঙ্কোচমুক্ত স্বাত্মাভিন্ন অবগত হওয়া জীবন্মুক্তি॥" স্বাত্মা পরমার্থতঃ স্বাত্মচমৎকার পূর্ণাহন্তা-তাদাত্ম্য-ভৈরবস্বরূপ।—পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ১৮

কৌলোপনিষদে খুব সহজ ভাষায় বলা হয়েছে—জ্ঞানং মোক্ষৈককারণম্,—জ্ঞান মোক্ষের একমাত্র কারণ। এই জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান।

জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ, নিত্যমুক্তস্বভাববান্। অবিদ্যা এই স্বরূপ আবৃত ক'রে রাখে। অবিদ্যা দূর হলেই জীবের স্বরূপোপলব্ধি হয়। তখন স্বাত্মাভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এরই নাম অদ্বৈতজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। কারণ, শ্রুতির বিধান, অয়মাত্মা ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৫।১৯)—এই আত্মা ব্রহ্ম।

বিশিষ্টানুষ্ঠানের ফল, দশম খণ্ডে কথিত কর্মের ফল নয়, এইটি অবগত হতে হবে। ৮২।

অধ্যেতৃপ্রশংসা

এবং দশখণ্ডৈর্বিহিতানুষ্ঠানকর্তারং স্তুত্বা দশখণ্ডাধ্যেতারং স্তৌতি—

য ইমাং দশখণ্ডীং মহোপনিষদং মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্তসর্বস্বভূতামধীতে স সর্বেষু যজ্ঞেষু যষ্টা ভবতি যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাস্যেষ্টং ভবতি ইতি হি শ্রূয়তে ইত্যুপনিষৎ ইতি শিবম্ ॥ ৮৩ ॥

ইমাং পূর্বোক্তাং দশখণ্ডীং মহোপনিষদং দশখণ্ডসমুদায়াত্মিকাম্। উপনিষদিতি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদকবেদস্য সংজ্ঞা। তত্র ব্রহ্মপ্রতিপাদনং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া চেতি দ্বিবিধম্। তত্র সাক্ষাৎ প্রতিপাদিকা মহোপনিষৎ। অস্যাপি সাক্ষাৎপ্রতিপাদকশ্রুত্যর্থানুবাদকত্বাৎ মহোপনিষত্ত্বং ঔপচারিকম্। এতেন কেবলব্রহ্মপ্রাপকশাস্ত্ররূপত্বাৎ পরমপুরুষার্থসাধনমেতদধ্যয়নমিতি ধ্বনিতম্। ত্রৈপুরসিদ্ধান্তমিতি—ত্রিভ্যঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়েভ্যঃ পুরা পূর্ববর্তিনী নিত্যেতি যাবৎ সা ত্রিপুরেতি। তদুক্তং ত্রৈপুরসিদ্ধান্তে "ত্রিভ্যঃ পুরা ত্রিপুরা" ইতি। কালিকাপুরাণেঽপি—

ত্রিকোণং মণ্ডলং চাস্য ভূপুরং চ ত্রিরেখকম্।
মন্ত্রোঽপি ত্র্যক্ষরঃ প্রোক্তঃ তথা রূপত্রয়ং পুনঃ ॥
ত্রিবিধা কুণ্ডলীশক্তিঃ ত্রিদেবানাং চ সৃষ্টয়ে।
সর্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাৎ তৎত্রিপুরা মতা ॥ ইতি ॥

ত্রিপুরারহস্যেঽস্য পদস্য নিরুক্তয়ো বহ্ব্যঃ সন্তি, গ্রন্থবিস্তারভয়াৎ অতিপ্রয়োজনাভাবাচ্চ ন লিখ্যন্তে। ত্রিপুরাসম্বন্ধী ত্রৈপুরঃ স চাসৌ সিদ্ধান্তশ্চ তস্মিন্ সর্বস্বভূতাং দধ্নো নবনীতবৎ সারভূতাং তাং যোঽধীতে সঃ সর্বযজ্ঞেষু গণপত্যাদিপরাঽন্তেষু যজ্ঞেষু যষ্টা ভবতি। ক্রিয়াঽননুষ্ঠানেঽপ্যধ্যয়নমাত্রেণৈব তাবদনুষ্ঠানফলং ভবতীত্যর্থঃ। এতস্মিন্নর্থে আরণ্যকশ্রুতিং প্রমাণত্বেনোপন্যস্যতি—যং যং ক্রতুমধীতে ইতি শ্রূয়তে ইত্যন্তেন। ইত্যুপনিষদিতি উপনিষৎপ্রতিপাদকমিতি উপসংহারদ্যোতকম্,

ইতীদং তে ময়াঽঽখ্যাতং দিব্যং নাম্নাং শতত্রয়ম্।
ইত্যেতন্নামসাহস্রং কথিতং তে ঘটোদ্ভব ॥

ইত্যাদিস্থলে তথা দৃষ্টত্বাৎ। শিবমিতি কল্যাণবাচি ॥ ৮৩ ॥

অধ্যয়নকারীর প্রশংসা

এই প্রকারে কল্পসূত্রের দশ খণ্ডে যে-সব অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে সেই সব

অনুষ্ঠানকারীর প্রশংসা ক'রে এই দশ খণ্ডের অধ্যয়নকারীর প্রশংসা করছেন—

মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্তের সর্বস্বভূত অর্থাৎ সারভূত দশখণ্ডবিশিষ্ট এই মহোপনিষৎ যিনি অধ্যয়ন করেন তিনি সকল যজ্ঞের যজ্ঞকারী হন। শ্রুতিতেও আছে—যে-ব্যক্তি যে-যে যজ্ঞ অধ্যয়ন করে সেই সেই যজ্ঞের অধ্যয়নের দ্বারাই সেই ব্যক্তির সেই সেই যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই উপনিষৎ সমাপ্ত হল। শিবম্ ॥ ৮৩ ॥

ইমাং মানে পূর্বোক্ত। দশখণ্ডীং মহোপনিষদং অর্থ সমগ্রদশখণ্ডাত্মক মহোপনিষৎ। বেদের ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষৎ। ব্রহ্ম-প্রতিপাদন দুই প্রকারে হয়—সাক্ষাৎভাবে আর পরম্পরা অনুসারে। মহোপনিষৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক। এই কল্পসূত্রে সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থাৎ ত্রিপুরামহোপনিষদের অর্থের অনুবাদ করা হয়েছে।[১] অতএব এরও ঔপচারিক মহোপনিষত্ত্ব আছে। এ দ্বারা অর্থাৎ পরশুরামকল্পসূত্রকে মহোপনিষৎ বলা দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়েছে—এই কল্পসূত্র কেবল ব্রহ্মপ্রাপক শাস্ত্ররূপে পরমপুরুষার্থের সাধন। অতএব, এর অধ্যয়ন বিহিত। ত্রৈপুরসিদ্ধান্তং পদের ব্যাখ্যা—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের পুরা অর্থাৎ পূর্ববর্তিনী যিনি তিনি ত্রিপুরা। এ সম্পর্কে ত্রৈপুরসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে—তিনের পুরা অর্থাৎ পূর্ববর্তিনী ত্রিপুরা।

কালিকাপুরাণেও বলা হয়েছে—এঁর মণ্ডল ত্রিকোণ, ভূপুর ত্রিরেখাবিশিষ্ট, মন্ত্র ত্র্যক্ষর, এঁর তিন রূপ—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র, তিনি ত্রিবিধা কুণ্ডলীশক্তিরূপে এই তিন দেবতার সৃষ্টি করেন। সবই তিন তিন বলে এঁকে ত্রিপুরা বলা হয়।

ত্রিপুরারহস্যে ত্রিপুরাপদের বহু নিরুক্তি দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থ বেড়ে যাবে এই ভয়ে এবং খুব বেশী একটা প্রয়োজনও নেই বলে এখানে সে-সব লিখিত হল না। ত্রিপুরাসম্বন্ধী যা তা ত্রৈপুর। ত্রৈপুর যে সিদ্ধান্ত—ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত। দধির সারভূত যেমন ননী তেমনি ত্রৈপুরসিদ্ধান্তের সারভূত এই মহোপনিষৎ অর্থাৎ কল্পসূত্র। তা যে অধ্যয়ন করে সে গণপতির উপাসনা থেকে আরম্ভ করে পরার উপাসনা পর্যন্ত কল্পসূত্রবিহিত সব যজ্ঞের যজ্ঞকারী হবে অর্থাৎ গণপতির পূজাদি থেকে আরম্ভ ক'রে পরার পূজাদিপর্যন্ত করলে যে-ফল

১। এ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"ত্রিপুরামহোপনিষৎকে মূল করিয়াই এই কল্পসূত্র লিখিত হইয়াছে। ত্রিপুরামহোপনিষদে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থ ত্রিপুরামহোপ-নিষদের অনুবাদমাত্র। ত্রিপুরামহোপনিষৎ শ্রুতি, এই গ্রন্থ তন্মূলক স্মৃতি।"—কৌলমার্গ-রহস্য, পৃঃ ২৪২, পাদটীকা।

হবে, তাই পাবে। এ বিষয়ে সূত্রে 'যং যং ক্রতুমধীতে' থেকে আরম্ভ ক'রে 'শ্রূয়তে' পর্যন্ত আরণ্যকশ্রুতি প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করা হয়েছে। 'ইত্যুপনিষৎ' ইতি মানে এই, উপনিষৎ মানে এখানে উপনিষৎপ্রতিপাদক কল্পসূত্র। সূত্রে এর পর যে 'ইতি' পদটি রয়েছে তা উপসংহারসূচক। কেননা, দেখা যাচ্ছে, —ইতি অর্থাৎ এই তোমাকে তিন শ দিব্যনাম বললাম। হে ঘটোদ্ভব, ইতি অর্থাৎ এই তোমাকে সহস্রনাম বলা হল—এই সব ক্ষেত্র ইতিশব্দ উপসংহার-দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শিবম্ কল্যাণবাচক শব্দ। ৮৩।

খণ্ডাদিপরিপঠনম্

আপস্তম্বাদিসূত্রবৎ অত্রাপি সূত্ররূপত্বং "অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইত্যনেন জ্ঞাপিতম্। অতঃ উপসংহারবেলায়ামপি তৎসম্প্রদায়েন বৈপরীত্যেন খণ্ডাদীন্ পরিপঠতি—

অথাতঃ সর্বেষাং মন্ত্রাণাং, অথ স্বেষ্টমন্ত্রস্য, ইতি বিধিবৎ, ইত্থং সাঙ্গাং, ইয়মেব মহতী বিদ্যা, অথ প্রাথমিকে চতুরস্রে, অথ হৃচ্চক্র-স্থিতাং, এবং গণপতিমিষ্ট্বা, ইত্থং সদ্গুরোঃ, অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যা-স্যামঃ। অথ, এবং, অথ, ইত্থং, অথ, স্বেষ্টেতি পঞ্চ ।। ৮৪ ।।

"অথাতঃ সর্বেষাং মন্ত্রাণাং" ইত্যাদি "অথাতো দীক্ষাং" ইত্যন্তেন খণ্ডবিভাগমুক্ত্বা পটলানুক্রমণিকাং দর্শয়তি—অথৈবমিতি। অথেত্যারভ্য খণ্ডদ্বয়ানন্তর-তৃতীয়খণ্ডারম্ভঃ এবমিতি। অথ ১, এবং ২, অথ ৩, ইত্থং ৪, অথ স্বেষ্ট ৫। এবং একৈকং পটলং খণ্ডদ্বয়াত্মকং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮৪ ॥

খণ্ডাদিপরিপঠন

'অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ' এই আরম্ভসূত্রের দ্বারা কল্পসূত্র যে আপস্তম্বাদি-সূত্রের ন্যায় সূত্রগ্রন্থ তা জ্ঞাপিত হয়েছে। সেই জন্য গ্রন্থের উপসংহারকালেও সূত্রগ্রন্থের পরম্পরানুসারে বিপরীতক্রমে খণ্ডাদির পরিপঠন বা গণনা করছেন—

দশম খণ্ডের প্রথম সূত্র 'সর্বেষাং মন্ত্রাণাং' ইত্যাদি, নবম খণ্ডের প্রথম সূত্র 'অথ স্বেষ্টমন্ত্রস্য' ইত্যাদি, অষ্টম খণ্ডের প্রথম সূত্র 'ইতি বিধিবৎ' ইত্যাদি, সপ্তম খণ্ডের প্রথম সূত্র 'ইত্থং সাঙ্গাং' ইত্যাদি, ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম সূত্র 'ইয়মেব মহতী বিদ্যা' ইত্যাদি, পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সূত্র 'অথ প্রাথমিকে' ইত্যাদি, চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সূত্র 'অথ হৃচ্চক্রস্থিতাং' ইত্যাদি, তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সূত্র 'এবং গণপতি-মিষ্ট্বা' ইত্যাদি, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সূত্র 'ইত্থং সদ্গুরোঃ' ইত্যাদি এবং প্রথম

খণ্ডের প্রথম সূত্র ‘অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ’। এই দশ খণ্ডকে আবার পঞ্চ পটলে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পটল থেকে শুরু করে প্রত্যেক পটলের আরম্ভ আছে যথাক্রমে অথ, এবং, অথ, ইত্থং ও অথ স্বেষ্ট এই পাঁচটি ॥ ৮৪ ॥

“অথাতঃ সর্বেষাং মন্ত্রাণাং” দিয়ে আরম্ভ ক'রে “অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ” দিয়ে শেষ করে খণ্ডবিভাগ বলেছেন। তারপর অথ, এবং, ইত্যাদি দ্বারা পটলের অনুক্রমণিকা প্রদর্শন করেছেন। ‘অথ’ দিয়ে প্রথম খণ্ডের আরম্ভ; তার সঙ্গে থাকবে দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভে আছে ‘এবং’। প্রথমাদি পটলের আরম্ভে আছে যথাক্রমে—১ অথ, ২ এবং, ৩ অথ, ৪ ইত্থং আর ৫ অথ স্বেষ্ট। প্রথমাদিক্রমে দুই দুই খণ্ডে এক এক পটল ধরা হয়েছে। ৮৪।

গ্রন্থকর্তৃপ্রশংসা

গ্রন্থকর্তারং তদ্গুণোৎকর্ষং চ প্রকটয়তি—

ইতি শ্রীদুষ্টক্ষত্রিয়কুলকালান্তকরেণুকাগর্ভসম্ভূতমহাদেবপ্রধানশিষ্যজামদগ্ন্যশ্রীপরশুরামভার্গবমহোপাধ্যায়মহাকুলাচার্যনির্মিতং কল্পসূত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ৮৫ ॥

দুষ্টক্ষত্রিয়কুলকালান্তকেত্যনেন দুষ্টনিগ্রহপূর্বকধর্মব্যবস্থাপকত্বং দর্শিতম্। রেণুকাগর্ভেত্যনেন জামদগ্ন্যস্যোভয়কুলশুদ্ধত্বং দর্শিতম্। মহাদেবেত্যনেন সম্প্রদায়প্রবর্তকগুর্দ্ধির্দর্শিতা। কুলাচার্য ইত্যনেন স্বস্য সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা সূচিতা। এতৈঃ সর্বৈর্বিশেষণৈঃ স্বপ্রণীতগ্রন্থে অপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কলেশাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৮৫ ॥

ব্যাখ্যানরচনাকালঃ

এষোঽপরাজিতানন্দনাথঃ শ্রীগুরুসেবয়া।
সম্পন্নসূক্ষ্মবিজ্ঞানঃ শ্রীদেবীপ্রেরিতঃ কৃতী ॥
জামদগ্ন্যং কল্পসূত্রং ব্যাচখ্যৌ গূঢ়ভাবকম্।
বালানাং সুখবোধায় শ্রীদেবীপ্রীতয়েঽপি চ ॥
রচিতগ্রন্থজালং তু সাধবো গতমৎসরাঃ।
শোধয়ন্তু বিচার্যৈব ভ্রান্তেঃ পুরুষধর্মতঃ ॥
সাধুরেষোঽথবাঽসাধুঃ সৌভাগ্যোদয়সংজ্ঞকঃ।
যৎপ্রেরণাসমুদ্ভূতঃ তস্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥
অগ্নিবাণাদ্রিভূসংখ্যে শাকে তপসি গীষ্পতেঃ।
বাসরে শুক্লপক্ষস্য দিন আদ্যে নিশামুখে ॥

অর্পিতঃ শ্রীকালিকায়ামনেন প্রীয়তাং শিবা ॥

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনা
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা
সপর্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্[১] ॥ :

অনেন কর্মণা শ্রীকামেশ্বরীকামেশ্বরৌ প্রীয়েতাম্ ॥

ইতি শ্রীপণ্ডিতকুলাবতংসনিখিলনিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানপুষ্টীকৃতকলশোদ্ভবাখ্যপাসকবর্যাম্বতেশানন্দনাথপ্রেমপাত্রসুব্রহ্মণ্যতনূদ্ভবরামেশ্বরবিরচিতা সৌভাগ্যোদয়সংজ্ঞিকা পরশুরামসূত্রবৃত্তিঃ সমাপ্তা।

গ্রন্থকারের প্রশংসা

গ্রন্থকার এবং তাঁর গুণোৎকর্ষ সম্বন্ধে বলছেন—

দুষ্টক্ষত্রিয়কুলের কালান্তক, রেণুকাগর্ভসম্ভূত, মহাদেবের প্রধান শিষ্য, জমদগ্নিপুত্র, ভৃগুবংশীয়, মহোপাধ্যায়, মহাকুলাচার্য শ্রীপরশুরাম কর্তৃক বিরচিত কল্পসূত্র সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

দুষ্টক্ষত্রিয়কুলান্তক এই বিশেষণের দ্বারা দুষ্টনিগ্রহপূর্বক ধর্মব্যবস্থাপকত্ব দেখান হয়েছে। রেণুকাগর্ভসম্ভূত এই বিশেষণের দ্বারা জামদগ্ন্যের মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়কুলের শুদ্ধত্ব দেখান হয়েছে। মহাদেবপ্রধানশিষ্য এই বিশেষণের দ্বারা সম্প্রদায়প্রবর্তকের বিশুদ্ধি দর্শিত হয়েছে। কুলাচার্য এই বিশেষণের দ্বারা স্বীয় সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা সূচিত করা হয়েছে। এই সব বিশেষণের দ্বারা স্বপ্রণীতগ্রন্থে অপ্রামাণ্যতাকলঙ্কের লেশমাত্র শঙ্কা নেই এই কথাই সূচিত করা হয়েছে। ৮৫।

ব্যাখ্যানরচনার কাল

গুরুসেবা দ্বারা সূক্ষ্মবিজ্ঞানসম্পন্ন কৃতী এই অপরাজিতানন্দনাথ দেবী-প্রেরিত হয়ে অজ্ঞদের অনায়াসবোধের জন্য ও দেবীর প্রীতিসাধনের জন্য গূঢ়ভাবাত্মক জামদগ্ন্যসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। পুরুষের পক্ষে ভ্রান্তি স্বাভাবিক। ঈর্ষ্যাশূন্য সাধু ব্যক্তিরা তা বিচার করে সংশোধন করে নেবেন। সৌভাগ্যোদয় নামক এই গ্রন্থ ভাল কিংবা মন্দ যাই হোক না কেন যাঁর প্রেরণায় এটি রচিত হয়েছে সেই দেবীর চরণকমলে অর্পিত হল। ১৭৫৩

১। জপো জল্পঃ ইত্যাদি শ্লোকটি সৌন্দর্য্যলহরীর ২৭ সংখ্যক শ্লোক। রামেশ্বর এই প্রখ্যাত শ্লোকটি উদ্ধৃত ক'রে তাঁর বৃত্তির উপসংহার করেছেন।

শকাব্দের মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষের প্রথম দিনে বৃহস্পতিবারে প্রদোষে গ্রন্থখানি শ্রীকালিকাকে অর্পিত হল। শিবা এ দ্বারা প্রীতিলাভ করুন।

"দেবি! আমার যদৃচ্ছা সংলাপ তোমার জপ হোক, হস্তবিন্যাসাদি-ক্রিয়া তোমার উদ্দেশ্যে হোক মুদ্রারচনা, আমার যদৃচ্ছাগমন তোমার প্রদক্ষিণ হোক, ভোজনাদি হোক তোমার উদ্দেশ্যে আহুতি, যদৃচ্ছা-শয়ন হোক তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, আত্মার্পণ বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপিণী তোমাতে সমর্পণ-বুদ্ধিতে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাদি সমস্ত সুখকর বস্তুগ্রহণ এবং আমার সমস্ত চেষ্টা তোমার পূজা হোক"।

এই কর্মের দ্বারা কামেশ্বরী-কামেশ্বর প্রীত হোন।

পণ্ডিতকুলাবতংস নিত্যনৈমিত্তিক সব অনুষ্ঠানের দ্বারা পুষ্টীকৃত অগস্ত্যাদি-উপাসকবর্য্য অমৃতেশানন্দনাথের প্রীতিপাত্র সুব্রহ্মণ্যের ঔরসজাত রামেশ্বর কর্তৃক বিরচিত সৌভাগ্যোদয় নামক পরশুরামসূত্রের বৃত্তি সমাপ্ত হল।

———

অনুবন্ধ।

পরশুরামকল্পসূত্রপরিশিষ্টম্

অথাতো বার্তালীসিদ্ধিযন্ত্রং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

ভুবনেশ্বরীবীজমধ্যে বৃত্তদ্বয়ং বিধায়, তন্মধ্যে ব্যতিভিন্নং চতুরশ্রদ্বয়ং বিধায় তদন্তর্বৃত্তং কৃত্বা তদন্তর্বৃত্তসপ্তকযুক্তানি সপ্তষট্‌কোণানি যথাসম্প্রদায়ং বিদধ্যাৎ ॥ ২ ॥

অত্র অষ্টসু কোণেষু অষ্টস্বন্তরালেষু চ দশোত্তরশতাক্ষরীবিদ্যায়াঃ ষোড়শ-বর্ণান্ অকারাদিককারান্তষোড়শস্বররহিত-ষোড়শবর্ণসহিতান্ সংলিখ্য পূর্বষট্‌-কোণষট্‌সু কোণেষু ষট্‌সু অন্তরালেষু চ খকারাদিডকারান্তং তদ্দ্বাদশবর্ণান্ সংলিখ্য পুনরগ্নিকোণস্থষট্‌কোণে ঢকারাদিমকারান্তদ্বাদশবর্ণসহিতান্ দ্বাদশ-বর্ণান্ রাক্ষসকোণস্থষট্‌কোণে যকারাদ্যাকারান্তদ্বাদশবর্ণযুক্তান্ দ্বাদশবর্ণান্ পশ্চিমকোণে ইকারদৌকারান্তসহিতান্ বসুকোণে অংকারাদিটকারান্তসহিতান্ দশকোণে ঠকারাদিবকারান্তযুতান্ মধ্যষট্‌কোণে ভকারাদিক্ষকারান্তসংযুক্তান্ বিলিখ্য লক্ষতাদ্যদ্বয়বৃত্তান্তরালবীথ্যাং শিষ্টান্ দশবর্ণান্ ও গজডদবলক্-সংযুক্তান্ বিলিখেৎ ॥ ৩ ॥

অথ নবগ্রহযন্ত্রং ব্যাখ্যাস্যামঃ। নবকোষ্ঠান্ বিধায়, নবসু কোণেষু বৃত্তত্রয়ং বিধায়, নবকর্ণিকাসু নবকোষ্ঠান্ বিলিখ্য, নবসু কোষ্ঠেষু মধ্যকোষ্ঠেষু মধ্যকোষ্ঠ-বৃত্তত্রয়ং কর্ণিকাস্থনবকোষ্ঠং মধ্যকোষ্ঠে মকারসহিতং প্রণবং বিলিখ্য,শিষ্টেম্বষ্টসু কোষ্ঠেষু অকারাদ্যৃকারান্তানষ্টস্বরান্ বিলিখ্য, অন্তর্বৃত্তান্তরালে মকারসহিতান্ ষোড়শস্বরান্ লিখিত্বা, বহির্বৃত্তান্তরালে অকারাদিক্ষকারান্তান্ মাতৃকার্ণান্ বিলিখেৎ ॥ ৪ ॥

এবং ভাস্করমণ্ডলং মধ্যে কৃত্বা পূর্বকোষ্ঠবৃত্তত্রয়কর্ণিকাস্থিতনবসু কোষ্ঠেষু মধ্যকোষ্ঠে ঌকারগর্ভং প্রণবং বিলিখ্য, পূর্বাদ্যষ্টসু কোষ্ঠেষু ঌকারাদিবিসর্গান্তা-নষ্টস্বরাংশ্চ বিলিখ্য, অন্তর্বৃত্তান্তরালে ঌকারসহিতান্ ষোড়শস্বরান্ সংলিখ্য, বাহ্যবৃত্তান্তরালে অকারাদিক্ষকারান্তান্ লিখেৎ ॥ ৫ ॥

এবং চন্দ্রমণ্ডলং বিধায়, অগ্নিস্থিতবৃত্তত্রয়কর্ণিকানবকোষ্ঠমধ্যকোষ্ঠে প্রণব-গর্ভককারং বিলিখ্য, ঈশানকোষ্ঠাদিরাক্ষসকোষ্ঠান্তং কবর্গং বিলিখ্য, পশ্চিম-কোষ্ঠাদিসোমকোষ্ঠান্তকোষ্ঠত্রয়ে ভৌমায়েতি বর্ণত্রয়ং বিলিখ্য, অন্তর্বৃত্তান্তরালে ককারসহিতান্ ষোড়শস্বরান্ সংলিখ্য,বাহ্যবৃত্তান্তরালবীথ্যাং মাতৃকাং লিখেৎ। এবং ভৌমমণ্ডলং বিধায়, বুধমণ্ডলং লিখেৎ ॥ ৬ ॥

দক্ষিণকোষ্ঠস্থবৃত্তত্রয়কর্ণিকাস্থিতনবকোষ্ঠেষু মধ্যকোষ্ঠে চ কাগর্ভং প্রণবং বিলিখ্য, ঈশানাদিপঞ্চকোষ্ঠেষু চবর্গং বিলিখ্য, কোষ্ঠত্রয়ে বুধায়েতি বর্ণত্রয়ং চ বিলিখ্য পূর্ববৎ ষোড়শস্বরসহিতং চকারং বিলিখ্য, মাতৃকার্ণং চ বিলিখ্য, নৈঋর্তিকোষ্ঠস্থবৃত্তত্রয়কর্ণিকাস্থিতনবকোষ্ঠকে মধ্যকোষ্ঠে পকারগর্ভং প্রণবং বিলিখ্য, শিখ্যাদিকোষ্ঠপঞ্চকে পবর্গং বিলিখ্য, শিষ্টকোষ্ঠত্রয়ে সৌরেয় ইতি শনিনামবর্ণান্ আলিখ্য, অন্তরালদ্বয়ে পকারং মাতৃকাং চ বিলিখ্য, পশ্চিমকোষ্ঠস্থবৃত্তত্রয়কর্ণিকামধ্যে কোষ্ঠনবকং বিধায়, তন্মধ্যকোষ্ঠে টকারগর্ভং প্রণবং বিলিখ্য, ঈশানাদিকোষ্ঠপঞ্চকে টবর্ণান্ বিলিখ্য, কোষ্ঠত্রয়ে গুরব ইতি বিলিখ্য, পূর্ববদন্তরালদ্বয়ে টবর্গং মাতৃকাং চ বিলিখেৎ ॥ ৭ ॥

এবং গুরুমণ্ডলং বিধায় বায়ুকোষ্ঠে মধ্যে যকারগর্ভং প্রণবং বিলিখ্য, ঈশানাদিকোষ্ঠপঞ্চকে যবর্গং বিলিখ্য, রাহব ইতি লিখিত্বা, সোমকোষ্ঠমধ্যে কোষ্ঠে তকারগর্ভং প্রণবং লিখিত্বা, ঈশাদিকোষ্ঠেষু তবর্গং শুক্রায়েতি বিলিখ্য, ঈশানকোষ্ঠে মধ্যে শকারং বিলিখ্য, ঈশাদ্যষ্টসু কোষ্ঠেযু পবর্গং কেতব ইতি চ বিলিখ্য, অন্তরালদ্বয়ে যোড়শস্বরসহিতং শকারং মাতৃকাং চ বিলিখেৎ ইতি নবগ্রহচক্রং বিধায়, নবগ্রহপূজাং কুর্যাৎ ইতি শিবম্ ॥ ৮ ॥

ইত্যেকাদশঃ খণ্ডঃ

অথাতঃ শিবাত্মকান্ মন্ত্রান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

ঐং হ্রীং শ্রীং হ্স্খ্ফ্রেং হসহহরৌঃ অমৃতবিগ্রহা পঞ্চার্ণাঃ ৫ ॥ ২ ॥

ওঁ জুং সঃ পালয় পালয় সঃ জুং ওঁ ইতি মৃত্যুঞ্জয়বিদ্যা দ্বাদশ ১২ ॥ ৩ ॥

শ্রীং হ্রীং ক্লীং ত্রিপুটাবিদ্যা ত্রিবর্ণা ৩ ॥ ৪ ॥

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং বৈরিমোহি গরুড়পক্ষি হর হর হিংস হিংস স্বাহা ইতি গরুড়মন্ত্রঃ ত্রয়োবিংশত্যক্ষরাত্মকঃ ২৩ ॥ ৫ ॥

ওঁ এহি পরমেশ্বরি স্বাহা ইত্যশ্বারূঢ়া দশাক্ষরী ১০ ॥ ৬ ॥

ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ইত্যন্নপূর্ণাবিদ্যা সপ্তদশাক্ষরী ১৭ ॥ ৭ ॥

হসক্ষমলবরয়ূং ইত্যেকাক্ষরো নবাত্মকো মন্ত্রঃ ১ ॥ ৮ ॥

সহক্ষমলবরয়ীং ইত্যেকাক্ষরা নবাত্মিকা ১ ॥ ৯ ॥

ওঁ হ্রীং নম ইতি দেবীহৃদয়বিদ্যা চতুর্বর্ণা ৪ ॥ ১০ ॥

ওঁ রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি স্বাহা ইতি দ্বাদশার্ণা গৌরীবিদ্যা ১২ ॥ ১১ ॥

ইটি ইটি মুটি মুটি কাকটমুণ্ডি স্বাহা ইতি লক্ষসুবর্ণপ্রদা পঞ্চদশাক্ষরী ১৫ ॥ ১২ ॥

ওঁ নবকেশী কনকবতী স্বাহা ইতি নিষ্কত্রয়প্রদা বিদ্যা দ্বাদশাক্ষরী ১২ ॥ ১৩ ॥

একায়কুণাণাতুকে ইত্যভীষ্টদায়িনী বিদ্যাঽষ্টাক্ষরী ৮ ॥ ১৪ ॥

ঐং হ্রীং শ্রীং মাতঙ্গিন্যৈ স্বাহা শ্রীং হ্রীং ঐং ইতি মাতঙ্গিনীবিদ্যা দ্বাদশাক্ষরী ১২ ॥ ১৫ ॥

হ্রীং শ্রীং ক্লেং অ ই রাজ্যদে রাজ্যলক্ষ্মী সঃ ক্লেং শ্রীং হ্রীং ইতি রাজ্যলক্ষ্মী-বিদ্যা ষোড়শাক্ষী ১৬ ॥ ১৬ ॥

ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নম ইতি মহালক্ষ্মীবিদ্যা সপ্তবিংশতিবর্ণা ২৭ ॥ ১৭ ॥

জ ঝ রী মহাচণ্ডতেজস্‌সংকর্ষিণী কালমন্থা নেহঃ সিদ্ধলক্ষ্মীবিদ্যা সপ্তদশার্ণা ১৭ ॥ ১৮ ॥

ওং গলযৌং ওঁ, হ্রীং গলযৌং হ্রীং, ক্লীং গলযৌং ক্লীং, ঐং গলয়ৌং ঐং, ক্লুং গলযৌং ক্লুং, স্ত্রীং গলযৌং স্ত্রীং, হ্রীং ক্লীং ঐং ক্লুং স্ত্রীং গলযৌং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ক্লুং সঃ, এতে সপ্তগোপালমন্ত্রাঃ ৭ ॥ ১৯ ॥

এতেষাং পারায়ণাৎ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ইতি শিবম্ ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অথাতঃ প্রস্তারক্রমং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

স্বেচ্ছয়া কতিচিৎ ধ্রুবাক্ষরাণি কেনচিৎ প্রকারেণ বিলিখ্য তেষন্ত্যশিরসি বিন্দুং বিলিখ্য উপান্ত্যবর্ণমারভ্য প্রথমবর্ণপর্যন্তং ব্যুৎক্রমেণ একৈকস্য বর্ণস্য শিরস্যেকৈকমঙ্কং একদ্বিত্রিচিতুঃপঞ্চষড়াদিরূপমেকোত্তরাভিবৃদ্ধিঃ বিলিখ্য, তত একেন দ্বয়ং দ্বাভ্যাং ত্রয়ং ত্রিভিশ্চতুষ্টয়মিত্যেবং ক্রমেণ তানঙ্কান্ গুণয়েৎ ॥ ২ ॥

তেন হসকলহ্রীংরূপেষু ধ্রুবেষু মায়াবীজস্য শিরসি শূন্যং লকারস্য শিরস্যেকং ককারস্য দ্বৌ সকারস্য ষট্ হকারস্য চতুর্বিংশতিঃ ইতি সিধ্যতি ॥ ৩ ॥

ঈদৃশস্য বিন্দ্বাদ্যং কবর্গস্য খণ্ডাঙ্কং ইতি সংজ্ঞা নেষ্টোদ্দিষ্টাদিষু ব্যবহারার্থং কৃতা ॥ ৪ ॥

তত ঔত্তরাধর্যেণ চতুর্বিংশতিবারং বিলিখ্য তদধস্তথৈব সকারাংস্তদধঃ ককারাংস্তদধঃ লকারাংস্তদধঃ মায়াং বিলিখেৎ ॥ ৫ ॥

ততঃ অনয়ৈব রীত্যা সাদিচতুষ্টয়ং ষট্‌ষড়্‌বারং লিখেৎ ॥ ৬ ॥

কাদিত্রয়ং দ্বিদ্বিবারং লিখেৎ ॥ ৭ ॥

লকারমায়াং চ একৈকবারং লিখেৎ ॥ ৮ ॥

এবং সতি দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তৌ একমক্ষরং ন্যূনং সম্পদ্যতে ॥ ৯ ॥

তং লকারং পঞ্চমস্থানে লিখেৎ ॥ ১০ ॥

প্রথমপঙ্‌ক্তিস্তু পূর্বমেব পূর্ণাস্তীতি ন তত্র লেখন-প্রসক্তিঃ ॥ ১১ ॥

তৃতীয়াদিষু পঙ্‌ক্তিষু দ্বৌ দ্বৌ বর্ণৌ ন্যূনৌ ভবতঃ, তাবেকস্যাং পঙ্‌ক্তৌ ক্রমাদ্বিলিখ্য তদধস্তনপঙ্‌ক্তৌ ব্যুৎক্রমাৎ তাবেব লিখেৎ ॥ ১২ ॥

পুনস্তনপঙ্‌ক্তিদ্বয়ে বিশিষ্টৌ ধ্রুবৌ তৌ ক্রমান্ ক্রমাভ্যাং লিখেৎ ॥ ১৩ ॥

এবমাস্তকরণেনৈকঃ প্রস্তারখণ্ডো ভবতি ॥ ১৪ ॥

যাবন্তো ধ্রুবাস্তাবন্ত এব তৎপ্রস্তারস্য খণ্ডাঃ সমসঙ্খ্যাবৃত্তকা ভবন্তি ॥ ১৫ ॥

তেষ্বাদ্যে খণ্ডে বৃত্তাদৌ ধ্রুবাদ্য এব, দ্বিতীয়ে খণ্ডে ধ্রুবদ্বিতীয় এব বৃত্তাদ্যঃ, তৃতীয়ে খণ্ডে ধ্রুবতৃতীয় এবেত্যপি নিয়মোঽস্তি ॥ ১৬ ॥

ততশ্চ দ্বিতীয়খণ্ডপ্রথমবৃত্তে পূর্ব এব কুপ্তদ্বিতীয়স্য সকারাৎ পরতঃ সংস্থাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥

এবং তৃতীয়খণ্ডাদিমবৃত্তে কহসলহ্রীমিতি ক্রমঃ ॥ ১৮ ॥

চতুর্থখণ্ডাদৌ লহসকহ্রীং, পঞ্চমখণ্ডাদৌ হ্রীং হসকল ইতি ক্রমঃ ॥ ১৯ ॥

প্রথমখণ্ডান্ততৃতীয়বৃত্তেঽপি যৌ দ্বৌ শিষ্যেতে তৌ দ্বাবপি কহ্রীমিতি লেখ্যৌ প্রথমবৃত্তে তয়োঃ পৌর্বাপর্যস্য কুপ্তস্য ত্যাগে মানাভাবাৎ ॥ ২০ ॥

এতেন নবমাদিবৃত্তেষ্বপি সকারহ্রীংকারয়োঃ ক্রমেণ লেখ ইত্যাদি সিধ্যতি ॥ ২১ ॥

তত্তৎখণ্ডদ্বিতীয়াদিবৃত্তানি প্রথমখণ্ডবদেব লেখনীয়ানি ॥ ২২ ॥

যাবৎপ্রথমখণ্ডাদ্যবৃত্তাক্ষরাণি ব্যুৎক্রমেণ পতন্তি তাবৎপর্যন্তোঽয়ং প্রস্তারঃ প্রথমবৃত্তপ্রথমাক্ষরশিরোঙ্কো ধ্রুবার্ণসঙ্খ্যয়া গুণিতশ্চেৎ প্রস্তারবৃত্তসঙ্খ্যাপি নিষ্পদ্যতে ॥ ২৩ ॥

তেন পঞ্চধ্রুবকে চতুর্বিংশতিঃ চতুর্ধ্রুবকে ষট্ দ্বিতীয়ধ্রুবকে দ্বৌ একধ্রুবকে একং ইতি শিবম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

অথাতো নষ্টোদিষ্টং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

হসকলহ্রীং ইত্যেষ্যাং পঞ্চানামক্ষরাণাং ধ্রুবপ্রস্তারে বিংশত্যধিকশতং বৃত্তানি তেষু চতুরশীতিতমবৃত্তজিজ্ঞাসায়াং চতুরশীতিসঙ্খ্যৈব নষ্টোঽঙ্কঃ ॥ ২ ॥

খণ্ডাঙ্কাস্তু চতুর্বিংশতিঃ ষট্ দ্বে একং শূন্যং চেতি পূর্বমেবোক্ত্যা তেনৈকৈকেন নষ্টাঙ্কং বিভজেৎ ॥ ৩ ॥

তথা চতুর্বিংশত্যা চতুরশীতের্হরণে ত্রয়ো লব্ধাঃ দ্বাদশশিষ্টাস্ততঃ ষড়্ভিঃ

দ্বাদশানাং হরণে যদ্যপি নিশ্‌শেষতা ভবতি তথাঽঽপি বিভাজকানাং সশেষত্বাদত্রাপ্যেকং ষট্কমবশেষ্যং তেনৈকলব্ধং ষট্ ষষ্ঠা ততো দ্বাভ্যাং ষণ্ণাং হরণে সাবশেষ-বিভজনেন দ্বৌ লব্ধৌ দ্বৌ শিষ্টৌ তত একেন সশেষহরণে একং লব্ধং এক শিষ্টম্। তস্য শূন্যেন বিভজনেন শূন্যং লব্ধং শূন্যং শিষ্টং তেন ত্র্যেকদ্ব্যেকশূন্যানি লব্ধাঙ্কাঃ এতে প্রত্যেকং সৈকাঃ কার্যাঃ। তেন চতুর্দ্বিত্রি-দ্ব্যেকাঙ্কা ভবন্তি ॥ ৪ ॥

ততশ্চ পূর্বক্লৃপ্তক্রমেষু হসকলহ্রীং ইত্যাকারকেষু ধ্রুববর্ণেষু চতুর্দ্বিদ্ব্যেকসঙ্খ্যা-বর্ণাস্তান্ সঙ্খ্যায়ৈ নিষ্কাস্য পৃথক্ লিখেৎ ॥ ৫ ॥

যথা বাগ্‌বীজাত্মকবীজচতুর্থে লকারঃ ॥ ৬ ॥

সজিজ্ঞাসিতবৃত্তে প্রথমো বাগ্‌বীজাত্মকে দ্বিতীয়ঃ সকার এব তত্র দ্বিতীয়ঃ ॥ ৭ ॥

অথানয়োঃ লকারসকারয়োঃ পূর্বলিখিতত্বাৎ পরিত্যাগে গণনে বাগ্‌বীজ-পঞ্চম এব তৃতীয়ো ভবতি ॥ ৮ ॥

মায়য়ৈব জিজ্ঞাসিতবৃত্তে তৃতীয়া কথকবর্গাৎ দ্বিতীয়োপাত্তসকারপরিত্যাগেন গণনয়া ককার এব পূর্বো ভবতীতি স তত্র চতুর্থঃ ॥ ৯ ॥

বাগ্‌বীজস্য প্রথমো হকারঃ স তত্র পঞ্চমো ভবতীতি লসহ্রীংকহ ইত্যাকারকং চতুরশীতিতমং বৃত্তং নিষ্পদ্যতে ইতি শিবম্ ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্দশঃ খণ্ডঃ

ইত্থং কৃতনষ্টো লসহ্রীংকহ ইত্যাকারকং বৃত্তং পঞ্চধ্রুবপ্রস্তারে কতিতমমিতি জিজ্ঞাসায়াং তদ্‌বৃত্তং ভূমৌ বিলিখ্য তচ্ছিরসি খণ্ডাঙ্কান্ লিখেৎ ॥ ১ ॥

তে যথা—চতুর্বিংশতিঃ ষট্ দ্বে একং শূন্যং চেতি ॥ ২ ॥

তে চ লকারাদয়ঃ বর্ণাঃ ক্লৃপ্তক্রমেষু হসকলহ্রীং ইত্যাকারকেষু পঞ্চসু ধ্রুব-বর্ণেষু পূর্বলিখিতপরিত্যাগেন গণনয়া চতুর্থদ্বিতীয়তৃতীয়দ্বিতীয়প্রথমাঃ ক্রমেণ ভবন্তি ॥ ৩ ॥

তেন তেষ্বঙ্কেষু প্রত্যেকমেকাঙ্কনিরাসে সতি ত্র্যেকদ্ব্যেকশূন্যানি সম্পদ্যন্তে ॥ ৪ ॥

তে চাঙ্কাঃ লকারাদীনামধঃ ক্রমাল্লেখ্যাঃ ॥ ৫ ॥

অথ অধোঽঙ্কেনোর্ধ্বাঙ্কং গুণয়িত্বা তত্তদক্ষরাধোঽঙ্কাধঃক্রমেণ লিখেৎ ॥ ৬ ॥

যথা চতুর্বিংশতিস্ত্রিভির্হননাৎ দ্বাসপ্ততিভিঃ ষণ্ণামেকেন হননাৎ ষট্ দ্বয়োর্দ্বাভ্যাং ঘাতে চত্বারঃ একস্যৈকেন হননে একং শূন্যস্য শূন্যেন গুণনে শূন্যং

এবমেতেষাং সর্বেষাং মেলনে ত্র্যশীতিঃ তেবঙ্কাঙ্কপ্রক্ষেপে চতুরশীতিঃ সম্পদ্যতে ইতি শিবম্ ॥ ৭ ॥

ইতি পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

অথাতো যোনিযন্ত্রং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

স্বেষ্টমানেন ত্রিকোণং বিলিখ্য, তিসৃষু রেখাসু দশদশ চিহ্নানি সমাংশাঙ্কানি কৃত্বা, তেষু দশদশ সূত্রাণি পাতয়েৎ ইত্যেকবিংশত্যধিকশতসঙ্খ্যাকাঃ প্রস্তোৎপন্নভেদা ভবন্তি তে তত্র লেখ্যাঃ সর্বমধ্যত্রিকোণে কর্ম লেখ্যম্ ॥ ২ ॥

ইত্থং যোনিচক্রং বিধায়, লিঙ্গচক্রং ব্যাকুর্মঃ ॥ ৩ ॥

পূর্বে একং চতুষ্কোষ্ঠাত্মকং কোষ্ঠং বিলিখ্য, তদধঃ কোষ্ঠত্রয়ং তদধঃ পঞ্চ তদধঃ পার্শ্বয়োঃ ষট্ ষড়্বিহায় যথাসম্প্রদায়ং চত্বারিংশৎকোষ্ঠাত্মকং লিঙ্গং বিলিখ্য, তৎসংলগ্নং চতুরশ্রদ্বয়ং বহ্ন্যাদিকোণচতুষ্টয়ং কোষ্ঠচতুষ্টয়বিশিষ্টং বিলিখ্য, তত্র সম্প্রদায়েন বাগ্ভবে বীজভেদান্ বিংশত্যধিকশতসঙ্খ্যাকান্ প্রস্তারসঞ্জনিতান্ বিলিখ্য, বিশিষ্টেষু তৃতীয়বীজস্য প্রস্তারসঞ্জনিতচতুর্বিংশতিভেদান্ বিলিখেৎ ॥ ৪ ॥

অথ চতুরশ্রদ্বয়ান্তরালে ষড়্রেখায়াতনেন সপ্তকোষ্ঠান্ সংবিধায়, তত্র দিননিত্যাযুগনিত্যাক্ষরাণি ষট্ সংবিলিখ্য, শিষ্টে কোষ্ঠে চোদয়াক্ষরং বিলিখ্য তত্রাবাহ্য পূজয়েৎ ইতি শিবম্ ॥ ৫ ॥

ইতি ষোড়শঃ খণ্ডঃ

অথাতঃ সর্বমন্ত্রবিদ্যায়াঃ স্বরূপবাহুল্যোপদেশং তদ্বিনিয়োগপ্রস্তাবং চ করোতি ॥ ১ ॥

তত্র বাতাদ্যৈঃ গ্রাসময়ান্তৈঃ অকারাদ্যৈঃ ক্ষকারান্তৈঃ মাতৃকাবিসরাক্ষরৈঃ প্রোক্তসংখ্যৈরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শতৈঃ পঞ্চভিঃ অকারাদীনাং ষোড়শস্বরাণাং ককারাদীনাং চ পঞ্চত্রিংশতাং ক্ষকারান্তানাং প্রত্যেকং ষোড়শস্বরযোজনতঃ ষোড়শানাং ষোড়শানামপ্যেবং ষট্সপ্তত্যধিকপঞ্চশতসংখ্যানাং মাতৃকাবিসরাক্ষরাণাং মূলবিদ্যায়াঃ আদৌ ক্রমশঃ প্রত্যেকং যোজনতঃ ষট্সপ্তত্যধিকপঞ্চশতসংখ্যাবিদ্যারূপাণি সতীতি তস্যানবস্থানে মূলবিদ্যায়াশ্চতুর্দশস্বরস্থানে স্বরান্ ষোড়শ যোজয়েৎ ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্তৈর্বিদ্যাদিযোজিতৈঃ ষট্সপ্তত্যধিকপঞ্চশতৈরক্ষরৈঃ তৎসংখ্যারূপভেদায় অন্ত্যে প্রত্যেকং ক্রমাৎ ষোড়শস্বরযোজনতঃ ষোড়শাধিকদ্বিশতোত্তরনব-

সহস্রসংখ্যাবিদ্যারূপাণি ভবন্তীতি তৈঃ সংপ্রোক্তসংখ্যৈঃ বিদ্যারূপৈঃ প্রযোজয়েদ্ যন্ত্রৈরিতি আদৌ বৃত্তত্রয়ং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণং তদ্বহিরষ্টদলং বিধায় তদ্বহির্বৃত্তত্রয়ং বিদধ্যাৎ ॥ ৪ ॥

তেষু বিদ্যাকূটানুক্তক্রমেণ ন্যসেৎ ॥ ৫ ॥

তেষ্বাদ্যং মধ্যতঃ সাধ্যসমেতং বিলিখেৎ ॥ ৬ ॥

ষট্‌কোণেষু চত্বারি চত্বারি বিলিখেৎ ॥ ৭ ॥

অষ্টচ্ছদেষু প্রত্যেকং পঞ্চপঞ্চ সমালিখেৎ ॥ ৮ ॥

বহির্বৃত্তান্তরযুগে মাতৃকাং মায়য়া চিতাং বিলোমামনুলোমাং স্বেন সম্যক্ সমালিখেৎ ॥ ৯ ॥

অন্তঃষড়ন্তারালেষু পর্যায়দিনসম্ভবে নিত্যে লিখেৎ ॥ ১০ ॥

প্রাদক্ষিণ্যেন সর্বত এবং যন্ত্রাণি জায়ন্তে ॥ ১১ ॥

তৈঃ কূটৈরুক্তযোগতঃ শতং চ চত্বারিংশচ্চ চত্বারি চ ততঃ ক্রমাদিতি বৃত্তং, এবমন্যানি কূটানি প্রোক্তানি ক্রমেণ বিলিখেৎ ॥ ১২ ॥

মধ্যে নামসমেতানি তদন্যান্যভিতো লিখেৎ ॥ ১৩ ॥

ত্রয়োদশমিতৈর্লক্ষ্যৈঃ সপ্তবিংশতিসংখ্যাকৈঃ সহস্রৈশ্চ শতেনাপি চতুর্ভিঃ তানি সংখ্যয়া যন্ত্রাণি জায়ন্তে ॥ ১৪ ॥

তৈশ্চ সা সর্বমঙ্গলা এবং কামেশ্বর্যাদিষোড়শনিত্যানাং পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্রাণি স্যুঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মাদাভিরসাধ্যানি ন কদাচিচ্চ কুত্রচিৎ বিদ্যতে তেষু যৎকিঞ্চিৎ বক্ষ্যে কোশেষু তৌন্যৈ বদেন্নাথাত্মকানি স্বেন স্যুস্তেন চ মৈর্ভিত্ত্বা ষোড়শধা মন্ত্রী বিদধ্যাৎ ॥ ১৬ ॥

বিনিযোজকং বিশালমধ্যবিন্যাসং বিদধ্যাৎ ॥ ১৭ ॥

নবকোষ্টকং প্রাগাদিমধ্যপর্যন্তং প্রাদক্ষিণ্যক্রমাল্লিখেৎ ॥ ১৮ ॥

নবানি নবসু প্রাজ্ঞস্তেষু ঋক্ষাণি চালিখেৎ।
সপ্তম্যা সাধ্যসংযুক্তং নাথাং দেবীশ্চ তৎক্রমাৎ ॥ ১৯ ॥

যদ্যদ্বিবাঞ্ছিতং কর্ম তত্তত্তেষু বিলিখ্য বৈ।
পীঠে বা ভূতলে বাঽপি পূজয়েৎ প্রোক্তবাসরম্ ॥ ২০ ॥

ততঃ প্রাপ্তে বাঞ্ছিতার্থে স্বাত্মন্যুদ্বাস্য দেবতাঃ।
চক্রং প্রক্ষাল্য তত্তোয়ং কেদারাদিষু নিক্ষিপেৎ ॥ ২১ ॥

এবমন্যানি যন্ত্রাণি প্রোক্তানি ক্রমশো ভুরি।
বিনিযোজ্যান্যভীষ্টেষু কার্যেষুক্তক্রমেণ বৈ ॥ ২২ ॥

পরসঙ্খ্যাসমেতানি তেষু তেষ্বপ্যয়ং বিধিঃ।
সর্বতঃ সৌম্যকর্মাণি সিদ্ধ্যন্তে বাহনয়া দ্রুতম্ ॥ ২৩ ॥
বশ্যেষু জ্ঞানসম্পত্ত্যৈ সর্বপ্রত্যূহশান্তয়ে।
লক্ষ্মীপ্রাপ্তৌ তথারোগ্যসিদ্ধৌ রোগার্তিশান্তিষু ॥ ২৪ ॥
বিজয়ায় সমস্তাপুত্তরণায়াভিবৃদ্ধয়ে।
পুত্রাবাপ্ত্যৈ চ রক্ষায়ৈ পূজয়েৎ তেষু তৎক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥
গজাশ্বগোখরোষ্ট্রাজমহিষীণাং বিবৃদ্ধয়ে।
তেষাং রোগাদিপীড়াসু তুচ্ছান্ত্যৈ চ যথাক্রমম্ ॥ ২৬ ॥
নির্মায় নবযন্ত্রাণি তত্র তত্রার্চয়েচ্ছিবাম্।
তেষু তেষূক্তকার্যেষু তত্তৎসম্প্রাপ্তিহেতবে ॥ ২৭ ॥
নবপ্রকারযুক্তানি ষোড়শপ্রথমাদিষু।
তিথিষু প্রোক্তরূপাণি তত্র তাং সর্বমঙ্গলাম্ ॥ ২৮ ॥
পূজয়েৎ কাঙ্ক্ষিতাবাপ্ত্যৈ তেন সর্বসিদ্ধির্ভবতীতি শিবম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

অথাতো বাসনাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥
তদাত্মকং সমুদয়ং মদাত্মিকাপি বিশ্রিতম্।
হয়াত্মকং আত্মস্বরূপং তৈর্ভাবয়েৎ ॥ ২ ॥
কালেনাগ্যত্বদুঃখার্তিবাসনাশতশো ধ্রুবম্।
পরাহন্তাময়ং সর্বস্বরূপস্বাত্মবিগ্রহম্ ॥ ৩ ॥
সদাত্মকং স্ফুরত্তাখ্যং অশেষোপাধিবর্জিতম্।
প্রকাশরূপমাত্মত্বে বস্তু সম্ভাসতে পরম্ ॥ ৪ ॥
বরয়ন্তে এবমতো লোকে নান্যত্র মন্ত্রবদক্ষরম্।
যদ্‌বিদ্যেতি হি মন্বীত সর্বথা সর্বতঃ সদা ॥ ৫ ॥

অথ মন্ত্রার্থঃ—

ললিতায়াস্ত্রিভির্বর্ণৈঃ সকলার্থোঽভিধীয়তে।
শেষেণ দেবীরূপেণ তেন স্যাদিদমীরিতম্ ॥ ৬ ॥
অশেষতো জগৎ কৃৎস্নং হৃল্লেখাত্মকতঃ পরম্।
তস্যাশ্চার্থস্তু কথিতঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥ ৭ ॥
ব্যোম্না প্রকাশমানত্বং গ্রসমানত্বমগ্নিনা।
তে যো বিমর্শ ঈকার বিন্দুনা তন্নিষ্ফালনম্ ॥ ৮ ॥

১। হ্রীং শ্রীং অং কামেশ্বরীপাদুকাং পূজয়ামি।
২। „ আং ভগমালিনীপাদুকাং পূজয়ামি।
৩। „ ইং নিত্যক্লিন্নাপাদুকাং পূজয়ামি।
৪। „ ঈং ভেরুণ্ডাপাদুকাং পূজয়ামি।
৫। „ উং বহ্নিবাসিনীপাদুকাং পূজয়ামি।
৬। হ্রীং শ্রীং ঊং মহাবজ্রেশ্বরীপাদুকাং পূজয়ামি।
৭। „ ঋং শিবদূতীপাদুকাং পূজয়ামি।
৮। „ ৠং ত্বরিতাপাদুকাং পূজয়ামি।
৯। „ ঌং কুলসুন্দরীপাদুকাং পূজয়ামি।
১০। „ ৡং নিত্যাপাদুকাং পূজয়ামি।
১১। „ এং নীলপতাকাপাদুকাং পূজয়ামি।
১২। „ ঐং বিজয়াপাদুকাং পূজয়ামি।
১৩। „ ওং সর্বমঙ্গলাপাদুকাং পূজয়ামি।
১৪। „ „ ঔং জ্বালামালিনীপাদুকাং পূজয়ামি।
১৫। „ অং চিত্রাপাদুকাং পূজয়ামি।
১৬। „ অঃ ত্রিপুরসুন্দরীপাদুকাং পূজয়ামি ॥ ৯ ॥

শঙ্কুচ্ছায়য়া দিক্‌পরিজ্ঞানক্রমং প্রস্তাবসহিতং উপদিশতি ॥ ১০ ॥

তত্র ভানোর্গত্যা আদিত্যদক্ষিণোত্তরায়ণক্রমগতিভেদজ্ঞানচ্ছায়য়েতি যাবৎ ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যং বিন্দুমধ্যং ইত্যেতৎক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ১২ ॥

পূর্বাপরদ্বয়ে পূর্বাপরাত্মিকয়োঃ দিশোঃ প্রাগ্‌বচ্ছিন্নে কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদভিমতঃ তদ্দ্বয়মবষ্টভ্য সমমানপরিভ্রান্ত্যা তচ্চিহ্নদ্বয়ান্তরালমানপরিভ্রান্ত্যাং স্বেচ্ছাধিকেনার্ধেন মানেন অন্যোন্যতুল্যেন পরিভ্রান্ত্যাং কৃত্বা বৃত্তদ্বয়ং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তয়োঃ পূর্বাপরয়োঃ সংশ্লেষসঞ্জাতমধ্যদক্ষোত্তরস্থিত ইত্যস্য উত্তরত্র সন্ধিদ্বয়ে ইত্যেতে বিশেষং প্রাক্‌প্রত্যক্ সূত্রমধ্যে প্রাক্‌প্রত্যগাত্মসূত্রমধ্যে তু সংহারে দক্ষোত্তরং দক্ষিণোত্তরং তেষাং মণ্ডপাদীনামগ্রেঃ সূত্রাগ্রেঃ ॥ ১৫ ॥

এতদুক্তং ভবতি—জীমূতাদ্যপরিবেষ্টিতভানৌ দিবসে ছায়াদিভিরনাবৃতদেশে জলযন্ত্রাদিভিঃ সুসমীকৃতস্য দর্পণোদরসঙ্কাশস্য ভূতলস্য মধ্যে বিন্দুং কৃত্বা তদবষ্টম্ভতঃ প্রতিদিশং দ্বাদশাঙ্গুলমানেন বৃত্তং কৃত্বা তত্র ষড়ঙ্গুলমানপরিণাহমূলমুত্তরোত্তরপরিণাহাপচয়েন সূচীমাত্রীকৃতাগ্রপরিণাহং মৃদ্বাকৃতিং শঙ্কুমূলমানো-

চ্ছায়সহিতং বৃত্তাকারং শিল্পিবরেণ নির্মিতং বৃত্তমধ্যস্থবিন্দুমধ্যে যথা শঙ্কুমূল-পরিণাহমধ্যং ভবতি তথা তচ্ছঙ্কুচ্ছায়াগ্রস্য পূর্বাহ্ণে তত্তদ্বৃত্তরেখাপশ্চিমভাগে যত্র সম্পাতস্তত্র ততোঽপরাহ্ণে তচ্ছঙ্কুচ্ছায়াগ্রস্য তদ্বৃত্তরেখাপূর্বভাগে চিহ্নং বিধায় তচ্চিহ্নদ্বয়ং প্রাপয়ৎ সূত্রং তৎপূর্বাপরং পরিকল্প্য তচ্চিহ্নদ্বয়াবষ্টম্ভেন তচ্চিহ্নান্ত-রালমানস্য চেষ্টাম্বিকেনার্ধমানেনান্যোন্যসমেতে কিঞ্চিদন্যোন্যসংশ্লিষ্টং পূর্বাপরং বৃত্তদ্বয়ং বিধায় তদ্বৃত্তরেখাদক্ষিণোত্তরসন্ধিদ্বয়প্রাপি প্রাক্পশ্চিমসূত্রমধ্যগত্যা তির্যগ্রূপেণ যৎ সূত্রং দক্ষিণোত্তরং পরিকল্প্য তৎপ্রাক্ প্রত্যক্দক্ষিণোত্তরসূত্রদ্বয়-সম্পাতাদ্বৃত্তবক্ষ্যমাণমানেন তুল্যরূপপরিকল্পিতসূত্রাগ্রৈস্তৈস্তেষাং মণ্ডপাদীনাং প্রাক্প্রত্যগ্দক্ষিণোত্তরাত্মকদিক্চতুষ্টয়ং পরিকল্পয়েৎ ॥ ১৬ ॥

সর্বপ্রযত্নেন বিদ্যারাধিতদ্বারা পূর্ণতাখ্যাতিসমাবেশনেচ্ছা চেত্যেতে সময়া-চারিকাঃ পরে চ শাস্ত্রানুশিষ্টাঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্থং বিদিত্বা বিধিবদনুষ্ঠিতবতঃ কুলনিষ্ঠস্য সর্বতঃ কৃতকৃত্যতা শরীরত্যাগে শ্বপচগৃহকাশ্যোর্নান্তরং জীবন্মুক্তো ভবতি ॥ ১৮ ॥

য ইমামষ্টাদশখণ্ডীং মহোপনিষদং মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্তসর্বস্বভূতামধীতে স সর্বেষু যজ্ঞেষু যষ্টা ভবতি। যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাস্যেষ্টং ভবতি ইতি হি শ্রূয়তে ইত্যুপনিষৎ ইতি শিবম্ ॥ ১৯ ॥

য এবং বেদেত্যুপনিষৎ ॥ ২০ ॥

ভদ্রং নো অপি বাদয় মনঃ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

ইতি শ্রীপরশুরামকল্পসূত্রপরিশিষ্টং দ্বিতীয়ভাগঃ সম্পূর্ণম্ ॥

॥ সমাপ্তঃ গ্রন্থঃ ॥



শব্দসূচী